ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত

BRAHMASŪTRA-O-ŚRĪMADBHĀGAVATA

রামপদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বেদান্তদর্শন। সুদূর বৈদিক যুগ হতে বেদান্ত ভাবনা প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যার প্রধান লক্ষ্য। গত তিন হাজার বছরের বেদান্তদর্শন সাহিত্য তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

বেদান্তপ্রস্থানের মূল গ্রন্থ মহর্ষি বাদরায়ণের 'ব্রহ্ম-সূত্র', যার লক্ষ্য দুঃখপারাবারের পারে "আনন্দরূপম-মৃতং যদ্ বিভাতি" সেই পরমতত্ত্বের সন্ধান দেওয়া। জ্ঞানের পথেই সেই সৎ চিৎ আনন্দময় পুরুষকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বিচার বা জ্ঞানই শেষ কথা নয়, এর ওপারে আছে ভক্তির পথ, প্রেমময় ঈশ্বরে পরানুরক্তির পথ। সেই পথের পথিক হয়ে লীলাময় ঈশ্বরের অসীম লীলার আস্বাদন করা, সেই প্রেমানন্দে আপনাকে বিভোর করাই ভাগবতধর্ম্ম। ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের ইহাই পরম লক্ষ্য। ভারত ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় জীবনে শ্রীমদ্ভাগবতের অবদানের কথা প্রচার করেন নদীয়ার প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি বলতেন, ব্রহ্মসূত্রের যথার্থতঃ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে নিষ্ণাত সুপণ্ডিত রামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত বিদ্যার্ণব, বর্ত্তমান গ্রন্থে মহাপ্রভু নির্দিষ্ট সেই তত্ত্বটিকেই প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে যে অন্তঃসলিলা অদ্বৈতমন্দাকিনী নিরন্তর বয়ে চলেছে, তারই অমৃতধারায় তিনি দর্শন-পিপাসু চিত্তকে সিক্ত করেছেন। শাস্ত্রের টীকাটিপ্পনীর বিচার বৈভবের মধ্যে এই সমন্বয় দৃষ্টিটিকে আমরা হারিয়ে ফেলি, যুক্তিতর্কের বিচার সেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, তা "যতো বাচো নিবর্তন্তে", মননের দ্বারা তা প্রাপনীয় নয়। অন্ধকারের ওপারে সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে জানার একমাত্র পথ অপরোক্ষানুভূতি। বর্তমান গ্রন্থকার এই মূল আদর্শটিকে ব্রহ্ম, সৃষ্টি, মায়া, জীব, কর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতি তত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে সরল ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। বর্তমানকালে ব্রহ্মসূত্রের ভাগবতসম্মত ব্যাখ্যার এইটিই প্রথম প্রয়াস। জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের এমন সহজ ও সরল তুলনামূলক আলোচনা, দার্শনিক সমন্বয়দৃষ্টির এমন সুন্দরতম প্রকাশ অন্যত্র দুর্লভ। লেখকের গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও অনন্য উপস্থাপন কৌশলের জন্য গ্রন্থটি বেদান্ত ও ভাগবতধর্ম্ম চর্চার ইতিহাসে এক স্মরণীয় সংযোজন-রূপে গণ্য হবে।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

বা

শ্রীমদ্‌ভাগবত সাহয্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা

BRAHMASUTRA-O-SRIMADBHAGAVATA

A Treatise on Brahmasutra with the help of Srimad Bhagavata

প্রথম খণ্ড/১—৪ পাদ

রামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্তবিদ্যার্ণব

সম্পাদনা : শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা • • • ১৯৯৪

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম সংস্করণ : কলিকাতা ১৯৭৮
পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪

মূল্য : ৮০·০০

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বেদান্ত প্রবেশ (ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভূমিকা)

গায়ত্রী রহস্য

মাতৃপূজা বা চণ্ডীরহস্য ও স্তবমালা

অপরোক্ষানুভূতি, শ্রীশ্রীরামগীতা, শ্রীশ্রীরামলীলাগীতি

ওঁম্ শ্রীশ্রীশান্তিগীতা

অপ্রকাশিত :—

নাম মহিমা

মুদ্রণ :
ইউনিক কালার প্রিন্টারস
২০এ, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
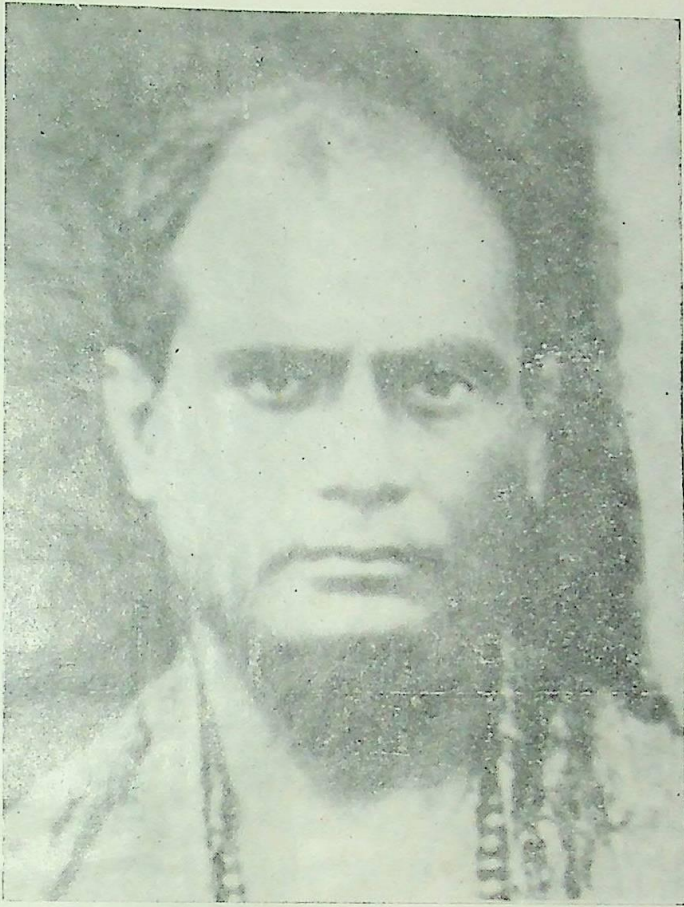
৺রামপদ চট্টোপাধ্যায়

॥ জন্ম ॥	॥ মৃত্যু ॥
১লা চৈত্র, বুধবার, ১২৭৯	২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৬৩
১৫ই মার্চ, ১৮৭২	৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

পিতৃতর্পণ

পিতা হি, লোকে পুরুষঃ প্রধানো
হিতো মহাত্মা পরমোহনুকুলঃ।
অহেতুক স্নেহরহস্য মূর্তিঃ
প্রজাপতি র্বা স্বয়মেব মূর্ত্তঃ ॥
সর্ব্বদুঃখানিহন্ত্রী ত্বং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী,
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মাতৃদেবী নমস্তুতে ॥
ক্বচিৎ পিতা ক্বচিন্মাতা ক্বচিচ্চপিতরৌ তথা,
ক্বচিদ্ বিধাতা সংহর্ত্তা ক্বচিদ্‌বা যুগ্মরূপধৃক্ ॥

শ্রীচরণাশ্রিত
অনিলহরি চট্টোপাধ্যায়

পরিচায়িকা

বেদান্ত দর্শন ও শ্রীমদ্ভাগবত, উভয়েরই লক্ষ্য এক, অদ্বৈত তত্ত্ব। সুতরাং উভয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক বিরোধ থাকিতে পারে না। প্রচলিত পরম্পরানুসারে অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শন জ্ঞানেরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রদায়ক্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিষ্ঠা ভক্তিতে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে আপাতবিরোধ। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে ইহাই প্রতীত হয় যে উভয়ের মধ্যে ঐক্যভাবই আছে, বিরোধ নাই। শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রামপদ দেবশর্ম্মা তাঁহার "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থের নিবেদনে যে কথা লিখিয়াছেন, "পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিক কাল বেদান্ত ও শ্রীমদ্ ভাগবত আলোচনা করিয়া আসিতেছিলাম; উক্ত আলোচনায় উভয়ের আশ্চর্য্য ঐক্যভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম…" তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আনন্দের বিষয় এই যে তাঁহার রচিত "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের" পাণ্ডুলিপি তাঁহার দেহাবসানের বহুদিন পরে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও প্রয়াসে মুদ্রিত হইল। কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীগোপিকা মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয়ে যত্ন না লইলে প্রকাশ কার্য্য সুকর হইত না।

গ্রন্থখানিতে যে অসাধারণ মনীষার পরিচয় আছে তাহাতে বিদগ্ধ সমাজ পরিতৃপ্ত হইবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। জ্ঞানপিপাসু গবেষকগণও গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। মুদ্রণ ব্যয়ের কিয়দংশ ভারতীয় সরকার বহন করিয়াছেন ইহা সুখের কথা। আশা করা যায় যে প্রাদেশিক সরকারও অর্থসাহায্য দানে অগ্রণী হইবেন।

আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

২২৪, শ্যামনগর রোড,

কলিকাতা-৫৫

৩০।৮।১৯৭৮

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে নিবেদন

শরমারাধ্য পিতৃদেব রচিত ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড ১৯৭৮-১৯৮০-র মধ্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুকাল যাবৎ ১ম খণ্ডটি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। ২য় ও ৩য় খণ্ডের অল্প কিছু কপি এখনো পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু যাঁরা সম্পূর্ণ সেট সংগ্রহে আগ্রহী তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেবলমাত্র ১ম খণ্ড সংগ্রহ করতে চান এমন পাঠকের সংখ্যাও কম নয়।

এ কারণ ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড-এর বর্তমান সত্বাধিকারী শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের ১ম খণ্ডটি ছাপার ভুল সংশোধন সহ পুনর্মুদ্রণ ও প্রকাশিত করার ব্যবস্থা করেছেন। বিগত পনের বছরে গ্রন্থ প্রকাশনার প্রত্যেক স্তরে খরচ অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর পক্ষে ১ম খণ্ডের প্রথম মুদ্রণের আংশিক ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক বহন করায় গ্রন্থের যে মূল্য রাখা সম্ভব হয়েছিল বর্তমান মুদ্রণে সে সুবিধা অনুপস্থিত। তাই ব্যয় সংকোচের সর্ববিধ চেষ্টা সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি এড়ানো গেল না। এজন্য পাঠকবর্গের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়

মহালয়া, ১৪০০ বঙ্গাব্দ,
২১ ডি, মহেন্দ্র রোড,
কলকাতা-৭০০ ০২৫

সম্পাদকের সংবেদন

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গগত রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চবিংশ বর্ষের অধিককাল বেদান্ত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনা করার পর ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত" গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অর্থাভাবে মূলগ্রন্থ মুদ্রণ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া, মূলগ্রন্থের ভূমিকারূপে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থাকারে "বেদান্ত-প্রবেশ" নামে ১৯৩৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইংরাজী ১৯৩৪ সাল হইতে ১৯৫৬ সালের মধ্যে তিনি "শান্তিগীতা", "রামগীতা". "অপরোক্ষানুভূতি", "নামমহিমা", "গায়ত্রী রহস্য", "মাতৃপূজা বা চণ্ডীরহস্য" নামে পুস্তকগুলি রচনা করেন। ইহার মধ্যে ১৯৩৭ সালে "গায়ত্রী রহস্য", ও ১৯৪০ সালে "মাতৃপূজা" মুদ্রিত হয়। অর্থাভাবে অন্যগুলি মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নাই। "বেদান্ত-প্রবেশ" গ্রন্থ নিবেদন করিতে গিয়া আমার পিতৃদেব লিখিয়াছেন:—"যদি বেদান্ত-প্রবেশ জিজ্ঞাসু পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয় এবং তাহা হইতে তাঁহাদিগের মূলগ্রন্থ পাঠের আগ্রহ অনুধাবন করিতে সমর্থ হই, অধিকন্তু মূলগ্রন্থ ছাপাইবার ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য ভগবান প্রদান করেন, তবে উহা ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারি, নতুবা উহা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় থাকিয়া সহস্র কীটের আহার সংস্থানের কারণ হইবে।" স্বর্গীয় পিতৃদেব এই পুস্তক রচনায় যে কি অক্লান্ত, নিরলস পরিশ্রম ও নীরব একাগ্রসাধনা করিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষী আমি। গ্রন্থটি মুদ্রিত করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াই যখন তিনি দেহরক্ষা করিলেন, তখন হইতে নিজেকে পিতার অযোগ্য সন্তান বলিয়া মনে করিয়া আত্মগ্লানি ও কষ্টভোগ করিয়াছি। কিন্তু অর্থাভাবে আমিও ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হই।

অবশেষে আমার স্বগ্রামবাসী, স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য্যের প্রেরণা, উপদেশ, নির্দেশ, ও আগ্রহে আমি পিতৃদেবের শেষইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে সমর্থ হই। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইতে হইলে কিভাবে অগ্রসর হইতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি

নানা উপদেশ দিয়া ও সক্রিয় সহযোগিতা করিয়া আমাকে লক্ষ্যপথে আলোক-বর্ত্তিকা দেখাইয়াছেন।

স্বনামধন্য পণ্ডিত পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "বেদান্ত-প্রবেশ" গ্রন্থ পাঠ করিয়া অভিভূত হন এবং মূল গ্রন্থটির প্রকাশনায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন ও সুবিশাল এই মূল গ্রন্থটির মর্ম্মগ্রহণ করিয়া যথার্থ মূল্যায়নের সঙ্কেতবাহী পরিচায়িকা রচনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন।

এই পুস্তকের প্রকাশনায় বর্ষীয়ান দেশনেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের আন্তরিক উৎসাহদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

ইহার পর মুদ্রণ ও প্রকাশনের পর্ব্ব। বহুবাজার স্ট্রীটের ফার্ম্মা কে এল এম প্রাইভেট্ লিমিটেডের অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও সুদক্ষ প্রকাশক শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কৈলাস বসু স্ট্রীটের রূপশ্রী প্রেসের শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সুযোগ্য হস্তে এই পুস্তক মুদ্রণের ভার দেন।

পাণ্ডুলিপির সংস্কৃত অংশগুলি, তরুণ গবেষক ডঃ তারাপদ পাণ্ডা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় সযত্নে ও সানন্দে ভ্রমসংশোধনাদি করিয়া দিয়াছেন।

আমার পিতৃদেবের হস্তলিপি সহজপাঠ্য না হওয়ায়, পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা ৺রামতারণ চট্টোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার মুক্তাক্ষরে এই পাণ্ডুলিপি নকল করেন। খুল্লতাত মহাশয়ের এই অক্লান্ত পরিশ্রম আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কিন্তু পিতৃদেব পরে নিজ রচনায় বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করেন। এই সকল অংশ সংযোজন ও পুনর্লিখনের কার্য্যে আমার পরিবারস্থ সকলের ছাড়াও অনেকের সক্রিয় সাহায্য লইতে হইয়াছে। শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাব্য ব্যাকরণতীর্থ প্রমুখ তাঁহাদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

৺পিতৃদেবের "বেদান্ত-প্রবেশ" গ্রন্থের প্রকাশক, পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অসুস্থ শরীরেও উপদেশাদি দ্বারা যে প্রকারে আমাকে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন তাঁহার জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পিতৃদেবের তৃতীয় ভ্রাতা ৺রামচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, আমার সহোদর প্রতিম শ্রীগৌরহরি চট্টোপাধ্যায় পুস্তক প্রকাশনার কার্য্যে আমার সহিত একাত্ম হইয়া অগ্রজসুলভ মমতা ও আগ্রহ লইয়া আমাকে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন। আমার পিতৃদেব আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক ছিলেন। সেই পরিবারের আরও অনেকের নিকট আমি অকুণ্ঠ সাহায্য পাইয়াছি। পিতৃদেবের একান্ত অনুরাগী ও প্রিয় এই পরিবারস্থ অনেকেই এই পুস্তক প্রকাশের আনন্দ, আমার ও আমার পরিবারস্থ সকলের সহিত সমভাবে পাইবার অধিকারী। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাদিগকে ছোট করিতে পারি না।

আমার পরমারাধ্য ৺পিতার এই মহান্ কার্য্যের ফল যাহাতে সুধী সমাজের উপকারে লাগে সেজন্য ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য আমার প্রয়াস। উল্লিখিত মহানুভব ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের নিকট আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ, পরোপকারের প্রেরণাযুক্ত হৃদয়বত্তার মূল্যায়ন করা ভাষায় বা কার্য্যে আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এরূপ উদার ও পরোপকারী মানবসন্তানগণের সান্নিধ্যলাভ আমার পরম সৌভাগ্য। ইঁহারা ছাড়াও, আরও যাঁহারা আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত বা সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিয়াও শেষ পর্য্যন্ত পারেন নাই, যাঁহাদের নাম এখানে প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহাদের সকলের নিকটও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম খণ্ডে আজ কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায় উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হইয়াছি। মূল গ্রন্থের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় পরমেশ্বর সহায় থাকিলে ইহার পরেই প্রকাশিত হইতেছে। শ্রুতি, শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদি হইতে যে সকল উদ্ধৃতি এই তিনটি খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে, পিতৃদেব কৃত তাহাদের একটি নির্ঘণ্টও তৃতীয় খণ্ডের শেষে প্রকাশিত হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে শ্রীমদ্ভাগবতের যে সকল উদ্ধৃতি এই মহাগ্রন্থে আছে তাহা বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "শ্রীমদ্ভাগবতম্" পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ (১৩০৪-১৩২১ সন) হইতে গৃহীত বলিয়া গ্রন্থকার উৎসনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে আমার নিবেদন, এই পুস্তক আমার পিতৃদেবের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইলে ভ্রমপ্রমাদের আশংকা ছিল না। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আমরা,

এক্ষণে ইহার নকল ও মুদ্রণ-সংশোধন কার্য্যে হয়ত বহু ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছি। সুতরাং এই গ্রন্থের মধ্যে যাহা কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিবে, তাহার জন্য আমি বা আমার অজ্ঞতাই দায়ী। পিতৃদেবের ও পাঠকবর্গের নিকট এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এই পুস্তক প্রকাশনায় কেন্দ্রীয় সরকারের আংশিক ব্যয়ভার বহনের স্বীকৃতির জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

ভবানীপুর, কলিকাতা

মহালয়া, ১৩৮৫

ইং ১।১০।৭৮

—অনিলহরি চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

সূত্র ও সূত্রে আলোচিত বিষয়

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

অধ্যায় পাদ সূত্র পৃষ্ঠা

সর্ব্বার্থদান কারী, এমন কি আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন ; তিনি আনন্দ স্বরূপ—রসরাজ ; নিত্যধামে আনন্দময়ের রাসনৃত্যের অনুকম্পনে প্রপঞ্চে গতি, ক্রিয়া, বুদ্ধি প্রভৃতি ; ভগবানই তড়িতের যোগাত্মক কেন্দ্রস্বরূপ, আর সকলে ঋণাত্মক কেন্দ্রে অবস্থিত, অতএব ভগবানই তত্ত্বতঃ একমাত্র পুরুষ আর সকলে প্রকৃতিধর্ম্ম-বিশিষ্ট ; অনন্ত গতি ও স্থিতি একই ; কেন্দ্রের মৃদু গতি পরিধির অত্যধিক বেগের কারণ ; রাসনৃত্য ভগবানের নিত্যধামের ব্যাপার ; সেখানে দেশকাল বস্তু পরিচ্ছেদ নাই ; অতএব "গতি" ও "স্থিতি" ভেদ সেখানে নাই।

৪২।১০৭ **জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥** ১ ৩ ৪২ ৬৬৩-৬৬৪

ব্রহ্মের জ্যোতিঃকণা পাইয়াই প্রপঞ্চের জ্যোতিষ্মানগণের জ্যোতিঃ।

১০।২৭ **অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণ :—**

৪৩।১০৮ **আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥** ১ ৩ ৪৩ ৬৬৫-৬৬৬

নামরূপ তাঁহাতে অবস্থিত কিন্তু তিনি নামরূপ হইতে পৃথক্।

৪৪।১০৯ **সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥** ১ ৩ ৪৪ ৬৬৭-৬৬৮

৪৫।১১০ **পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥** ১ ৩ ৪৫ ৬৬৯

প্রথম অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত

বা

সার্বজনীন সুখসাধ্য সাধন-শাস্ত্ররূপে

শ্রীমদ্ভাগবতসাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা।

ওঁ নিত্যানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্,
বিশ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতম্,
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

নিবেদন

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ১৩৪০ বঙ্গাব্দে শেষ হইয়াছিল। তাহার পর উহার একটি ভূমিকা লিখিতে আরম্ভ করি। উহাতে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয় সন্নিবেশিত করায় উহার আকার বৃহৎ হইয়া পড়ে। আমার কয়েকজন বন্ধু, বিশেষতঃ স্বর্গগত, অগ্রজপ্রতিম ভক্তিভাজন ৺রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় * মহাশয় উহা শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং উহা 'বেদান্ত প্রবেশ' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন; তদনুসারে উহা ১৩৪৩ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যদি "বেদান্ত প্রবেশ" সাধারণ শিক্ষিত পাঠক সমাজে আদর পায়, তাহা হইলে মূল পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে চেষ্টা পাইব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, উক্ত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থ মনীষীগণের এবং দৈনিক, মাসিক পত্রিকা প্রভৃতির প্রশংসা লাভ

---

*শান্তিপুর নিবাসী ৺রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম জীবনে A. G. Bengal-এ Accounts Officer ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ উপরওয়ালাদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হওয়ায় উক্ত কাজে ইস্তফা দিয়া জয়নগর (২৪ পরগণা) ইন্‌স্টিটিউসনে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। জয়নগরেই রামদাস বাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইঁনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন। রামদাস বাবু একজন শাস্ত্রজ্ঞ পরম ধার্ম্মিক এবং ত্যাগী পুরুষরূপে জয়নগর গ্রামে আপামর জনসাধারণের নিকট "মাষ্টার মশাই" নামে পরিচিত। মাষ্টার মশাই সকলের নিকট পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন।

করিলেও বর্তমান উপন্যাসাদি তরল সাহিত্যের যুগে, উহার প্রতিষ্ঠালাভ আশা করা দুরাশা ভিন্ন কিছু নয়।

সম্প্রতি অন্তর্যামীর প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রের সুবিস্তৃত আলোচনা করিলাম। প্রকৃতপক্ষে মোটামুটিভাবে বেদান্তের জ্ঞাতব্য বিষয় সকল, উক্ত চারিটি সূত্রের অন্তর্ভূক্ত, ইহা বেদান্তাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের অবিদিত নহে। মূল পুস্তকে মৎকৃত আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে।

ভূমিকা স্বরূপ লিখিত 'বেদান্ত প্রবেশ' বৃহৎ গ্রন্থ হওয়ায়, উহা প্রকৃতপক্ষে ভূমিকা পর্যায়ে পড়ে না। একারণ উক্ত চারিটি সূত্রালোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে অবতরণিকা স্বরূপ, আলোচনার প্রকৃতি, আমার অক্ষমতা সত্ত্বেও আলোচনা হইতে নিবৃত্ত না হইবার কারণ প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার জন্য, একটি নাতিদীর্ঘ "আভাস" সংযোজিত করিয়াছি।

প্রথম চারিটি সূত্রের আলোচনা অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই উহার সঙ্কোচ সাধন করি নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন, এত দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন কি? একারণ আমার বক্তব্যগুলি নীচে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(১) ব্রহ্মসূত্র অতি উপাদেয় গ্রন্থ। মানব মনীষার অতি গৌরবের বস্তু। উহা শুধু দর্শনশাস্ত্র নহে, অত্যুত্তম আনুষ্ঠানিক সাধনশাস্ত্র। মানব সাধারণের আধ্যাত্মিক চরম উন্নতি সাধন ইহার মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু উহা এতদিন ভারতবর্ষীয় অতি উচ্চস্তরের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং কয়েকজন সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সাধারণে উহা বিভীষিকার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই বিভীষিকা দূর করিবার জন্য এবং আমার ন্যায় অতি সাধারণ স্তরের অর্দ্ধশিক্ষিত মানবগণকে বেদান্তালোচনায় উৎসাহিত করিয়া আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য, আমি ইহার আলোচনা দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টিতে না করিয়া, সাধারণের সহজ বোধগম্য অতি সরল ভাষায় সাধনশাস্ত্রের দৃষ্টিতে করিয়াছি। ইহা "আভাসে" সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছি।

(২) আমার বিশ্বাস যে, সংসারে ত্রিতাপ পীড়িত প্রত্যেক মানবের, উক্ত জ্বালা প্রশমনের জন্য সাধনশাস্ত্র পাঠ করিয়া, উহার উপদেশ মত অনুষ্ঠান করিবার অধিকার বর্ত্তমান আছে।

(৩) ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক সূত্রের ও প্রত্যেক অধিকরণের বিচার ও সিদ্ধান্ত শ্রুতির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বিশদভাবে প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছি।

(৪) শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকার প্রণীত ভাষ্য—ইহা যুগাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টাক্ষরে তৎকালের অতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও দার্শনিক শ্রীমদ বাসুদেব সার্বভৌম ও শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ অদ্বৈত-পন্থানুসারী পণ্ডিতগণকে বুঝাইয়া ও তদনুসারে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র আমি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, ভাগবতসাহায্যে ব্রহ্মসূত্র বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

(৫) শ্রীমদ্‌ভাগবত যে সুদৃঢ়ভাবে শ্রুতির অনুগামী ও অত্যুজ্জ্বলভাবে সূত্রের প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চেষ্টা অবশ্য আমার ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী—ইহা বলা বাহুল্য। আমার অক্ষমতার জন্য ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি ক্ষমার চক্ষে দেখিবার প্রার্থনা করি।

(৬) যে সমুদায় আপত্তি আলোচনা করিতে করিতে, সাধারণ মানবের মনে উদয় হয়, তাহাদিগকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা না করিয়া, পূর্বপক্ষের মুখে আপত্তি উঠাইয়া, তাহার মীমাংসা যুক্তি ও শাস্ত্র অনুসারে করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

(৭) আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষিত মনস্বীগণের মধ্যে অনেকে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের শাস্ত্রের গভীরতায় প্রবেশ না করিয়া, অনেক সময়ে অপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। যদিও কালচক্রের আবর্ত্তনে, ইহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বর্তমানে তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য নহে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পদ্ধতির ফলে, তাঁহাদের সংশয়প্রবণ মনোভাবের পটভূমিকায়, প্রাচীন কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি সমন্বয়ের সুমহান চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা যথাসাধ্য করিয়াছি। তবে অপটু হাতের অঙ্কণ। হয়ত দেবতা আঁকিতে ভূত আঁকা হইয়াছে। সে দোষ অবশ্যই আমার নিজের।

যাহা করিয়াছি, সম্পূর্ণভাবে আত্ম-বিলোপ করিয়া, ৺ভগবানের হাতের যন্ত্রস্বরূপে করিয়াছি। সুতরাং আমার অশান্তি উদ্বেগ প্রভৃতি নাই।

যেহেতু —

যন্ত্রস্য গুণদোষাশ্চ বর্ত্তন্তে যন্ত্রিণি ধ্রুবম্।
অহং যন্ত্রো ভবান্ যন্ত্রী ক্ব দোষোঽস্তি মম প্রভো॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

আভাস

১) 'ব্রহ্মসূত্র" পদের ব্যুৎপত্তি।

১। ব্রহ্মসূত্র পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—ব্রহ্ম সূত্র্যাতে - যাথাতথ্যেন নিরূপ্যতে- অর্থাৎ যে শাস্ত্রে সূত্রাকারে শাস্ত্রসঙ্গতভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার অপর নাম "উত্তর মীমাংসা"—বেদ ও উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, মনে যে সমুদায় সংশয় অথবা আপাতঃ প্রতীয়মান বিরোধ উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমাধান ও মীমাংসা করিয়া, সমন্বয় সাধন ও অবিরোধ প্রতিষ্ঠার কারণ, ইহার উক্ত নামের সার্থকতা। বেদের কর্ম্মকাণ্ডালোচনায়ও উক্তরূপ সংশয় ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী ও উহাদের সমাধান তুল্যরূপে প্রয়োজনীয় বলিয়া, সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণের শিষ্য মহামুনি জৈমিনি, সম্ভবতঃ নিজ গুরুর পরামর্শে,—"পূর্ব্ব মীমাংসা" শাস্ত্র সূত্রাকারে রচনা করিয়াছেন। উভয়েই মীমাংসা শাস্ত্র। পরস্পরের বিশেষত্ব স্থাপনের জন্য, জৈমিনি রচিত গ্রন্থ "পূর্ব্বমীমাংসা" নামে ও বর্ত্তমান আলোচ্য গ্রন্থ "উত্তর মীমাংসা" নামে পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ। কর্ম্মকাণ্ড বেদের পূর্ব্বভাগ ও জ্ঞানকাণ্ড উত্তর ভাগ বলিয়া, গ্রন্থদ্বয়ের নামকরণে পূর্ব্ব ও উত্তর পদদ্বয়ের ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ বলিতে হইবে।

২) মহর্ষি বাদরায়ণ ও ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অভিন্ন।

২। আবহমান স্মরণাতীত কাল হইতে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণের ধ্রুব বিশ্বাস ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ ও মহাভারতকার ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অভিন্ন ব্যক্তি। মহাভারত পাঠে আমরা জানি যে, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব ও দুর্যোধনাদি কৌরব—উভয়েই কুরুবংশীয় ও ভগবান বেদব্যাসই উভয়ের বীজপ্রদ পিতামহ। সুতরাং তিনি উহাদের জন্মের পূর্ব্বে, মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরেও জীবিত ছিলেন। মহাভারত তাঁহারই রচনা। উক্ত যুদ্ধ—দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। সেকারণ বর্ত্তমান সময়ের ৫০৫৩ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত যুদ্ধ হইয়াছিল। পঞ্জিকাতে প্রতি বৎসর "কলের্গতাব্দাঃ" লিখিত হইয়া থাকে। উক্ত অব্দ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিজেতা যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনারোহণের সময় হইতে গণিত হইয়া আসিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের পন্থানুগামী আমাদের দেশের

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণের মধ্যে কেহ কেহ উক্ত যুদ্ধের সময় আরও অর্ব্বাচীন কালে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের সে বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন নাই।

৩) ব্রহ্মসূত্র রচনার বিশেষত্ব।

৩। ভগবান বেদব্যাস আলোচ্য ব্রহ্মসূত্র রচনায় যে, লোকাতীত প্রতিভা, অত্যুজ্জ্বল মেধা, সূচাগ্র সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দৃষ্টির প্রসার, চিন্তার গভীরতা, মনের স্বচ্ছতা, সরলতা ও উদারতা, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঐকান্তিক অভাব, বরং সমস্ত জগৎ ও জগতস্থ জীববৃন্দকে আত্মভাবে বক্ষে ধারণ করিবার আকুল আগ্রহ প্রভৃতি ভাস্বরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। রচনা একদিকে এমন সংক্ষিপ্ত যে, কোনও সূত্রে একটি মাত্র অক্ষরও বেশী নাই, যাহা পরিত্যাগ করা যাইতে পারে; আবার অন্যদিকে, উহা এমন অর্থগর্ভ যে, কি অদ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদী, কি দ্বৈতবাদী, সমুদায় বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের তর্ক-যুদ্ধ-কুশল, সূচ্যগ্র-বুদ্ধি, আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রকে তাঁহাদের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিয়া, নিজ নিজ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার এবং প্রতি সম্প্রদায়ের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক আচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের সমর্থন লাভ করিতে পারিলে, তাঁহার সম্প্রদায়ের ভিত্তি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইল, মনে করেন। সম্প্রতি স্বর্গধামগত, মহামহোপাধ্যায় ৺পঞ্চানন তর্করত্ন পণ্ডিত মহাশয় ব্রহ্মসূত্রের শক্তিভাষ্য রচনা করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

৪। ভাগবত ভগবানকে "সর্ব্ববাদ বিষয় প্রতিরূপশীল" (১২।৮।৪৩) বলিয়া পূজা করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায় যে, সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের চেষ্টায়, উহাও "সর্ব্ববাদ বিষয় প্রতিরূপশীল" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা রচয়িতা ভগবান সূত্রকারের কম গৌরবের কথা নহে। শুধু রচয়িতার কেন, ইহা ভারতবর্ষের, হিন্দুজাতির, কলিযুগের, আর্য্যসভ্যতার, মানব-মণীষার অত্যুজ্জ্বল গৌরবের বস্তু। কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ইহা বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নস্বরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; এবং ভবিষ্যতেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, নির্ম্মল, অত্যুজ্জ্বল জ্ঞানরশ্মি বিতরণ করিতে থাকিবে, এরূপ ভরসা করা যাইতে পারে।

৫। উপরে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্র মীমাংসা দর্শনের অন্তর্ভূক্ত। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ আলোচনায় যে সমুদায় সংশয় মনে দেখা দেয়, তাহাদের নিরসন। ভগবান সূত্রকার সে উদ্দেশ্য অতি নিপুণভাবে

সাধন করিবার সঙ্গে সঙ্গে—জীব ও জগতের পক্ষে কল্যাণতম, মুখ্যতম একটি মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়াছেন। সে উদ্দেশ্যটি হইতেছে, ভাষায় যতদূর সম্ভব, এবং মানব চিন্তায় যতদূর সম্ভব, উভয়ের সাহচর্যে, ব্রহ্ম-পরমতত্ত্ব বা ভগবানের পরিচয় দান—অন্য কথায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান। এ উপদেশ তিনি যথেচ্ছভাবে প্রদান করেন নাই। শ্রুতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর, তাঁহার প্রতি উপদেশ প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা একান্ত অভেদ বলিয়া, একের পরিচয়ে অপরের পরিচয় আপনা-আপনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শুধু পরিচয় দিয়াই যে কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন, তাহা নয়। কি করিয়া উক্ত উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব এবং কার্য্যে পরিণত করিলে, মানব জীবনের চরম সার্থকতা-পরম পুরুষার্থ-প্রাপ্তি হয়, ইহাও সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অন্য কথায়, সাধন ও সাধনের সিদ্ধিতে কি ফল পাওয়া যায়, তাহা বিশদ্‌ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা লোকোত্তর অতিসূক্ষ্ম বুদ্ধির পটুতম ব্যায়ামে বা অতিমানুষিক অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার চাকচিক্য প্রদর্শনের প্রয়াসে হয় নাই। ইহা অন্তর্যামীর প্রেরণায় ও তাঁহার স্বকীয়া বিশ্বপালনী মহাশক্তির পরিচালনে সম্ভব হইয়াছে। যাহা জানিলে সব কিছু জানা হইয়া যায়, আর কিছু জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না, ভগবান সূত্রকার সেই চরম ও পরমতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করায়, তাঁহার দিব্যদৃষ্টিতে কিছুই অপ্রকাশিত ছিল না। উন্মুক্ত, নির্মেঘ আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যপ্রকাশের ন্যায়, সমুদায়ের আত্মস্বরূপ তাঁহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। নিজে পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া, তাহাই তিনি সূত্রবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র আলোচনার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা কেবল দর্শনশাস্ত্র নহে। ইহা অত্যুত্তম আনুষ্ঠানিক-অধ্যাত্ম-সাধন শাস্ত্র। একারণ যিনি ইহার আলোচনা করিতে চাহেন, সাধকের ভক্তিপূত চিত্তে অগ্রসর হওয়া তাঁহার একান্ত কর্তব্য।

৪) ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকার রচিত ভাষ্য।

৬। ভাগবত পাঠে আমরা অবগত হই যে মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন বেদবিভাগাদি এবং চতুর্বর্ণের আচরণীয় ধর্ম্মের বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া, ভগবান বেদব্যাস আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে না পারায়, বিষণ্ন চিত্তে কারণানুসন্ধানে অতি দুশ্চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। তখন ৺ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় তাঁহার পার্ষদ পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ গুরুরূপে আসিয়া তাঁহাকে ভগবানের নিত্য-শুদ্ধ-সত্য-স্বরূপত্ব, জীবের কল্যাণের জন্য তাঁহার নরবপুঃ ধারণ, নরলীলা প্রকটন-নিত্য ও লীলা উভয়ে নরচক্ষে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, তত্ত্বতঃ উভয়ের

অভেদত্ব এবং সেকারণ, লীলা-শ্রবণে, কীর্ত্তনে, বিনা আয়াসে পরমপদপ্রাপ্তি প্রভৃতির উপদেশ দিয়া ও তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনায় প্রেরণা প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবত রচিত হয় এবং তাহার পর মহর্ষি বেদব্যাস আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। ব্রহ্মসূত্র আগেই রচিত হইয়াছিল। ভগবান বেদব্যাস ভাবিলেন যে, নারদের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে, ব্রহ্মসূত্রে যাহা সূত্রাকারে আছে তাহাই কবির ভাষায়—ভক্তি রসায়নে মিশাইয়া বিস্তৃত করা। তাহা হইলেই গুরু নারদের উপদেশ কার্য্যকরী করিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ লোকোত্তর চরিত্র, পরমপুরুষের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ ত তাঁহার সমকালেই ধরাধামে বর্ত্তমান ছিলেন। ভগবদ্‌গীতার মহান্ সঙ্গীত তখন ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছিল—ব্যাসদেবই ত সে সঙ্গীতের গায়ক। তাঁহার মহাভারতেই তিনিই ত শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ কর্ম্মযোগীরূপে পূজা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য অংশ ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞান প্রাধান্যের সহিত মিলাইয়া গীতার ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকে ভগবানের উপদিষ্ট জ্ঞান ও ভক্তির উপায়—উপেয়ভাব শিক্ষা দিবার পর, উপযুক্ত অধিকারীর জন্য পরাভক্তি ও তাহা লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ভগবান বেদব্যাস—আমার মনে হয়, এরূপ চিন্তা করিয়া, তীব্র ভক্তিযোগে, আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতঃ, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতার সহিত, তাঁহার হাতে যন্ত্রের ন্যায় শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। যদিও বেদব্যাস স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, তথাপি মনে হয় যে, তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় ছিল যে শ্রীমদ্‌ভাগবত, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত, সূত্রাকারে রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইলে ত্রিতাপদগ্ধ, ভবরোগকাতর জীববৃন্দের-অমৃত প্রলেপ প্রদান করিয়া, ত্রিতাপ-জ্বালা প্রশমন এবং ভবরোগ নাশের কারণ হইবে। যে কেহ মনে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িক রঞ্জন না লাগাইয়া স্বচ্ছ, সরল, উদার মনে, প্রশান্ত চিত্তে, সত্য নির্ণয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হইয়া ভাগবতের সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনায় অগ্রসর হইবেন, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি আমার উপরে কথিত উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবেন। ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকার রচিত ভাষ্য, তাহার বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত ‘বেদান্ত প্রবেশ’ গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে করিয়াছি। এখানে আর বিস্তার করিব না।

৫) ব্রহ্মসূত্র দর্শনশাস্ত্র মাত্র নহে।

৭। আগেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্র—মীমাংসা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মধ্যে অনেকে বেদান্তালোচনা না করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন

যে, “ব্রহ্মসূত্র” মীমাংসা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, ইহা দর্শনশাস্ত্র মাত্র—ঘটতত্ত্ব-পটতত্ত্ব লইয়া ইহার কারবার। তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল—এই মহাসমস্যা সমাধানের জন্য মস্তিষ্ক আলোড়ন এবং দিনের পর দিন বিনিদ্র রজনী যাপন ইহার আলোচনায় অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। একারণ কোনও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, বিশেষতঃ এই কঠোর জীবন সংগ্রামের দিনে, ইচ্ছা করিয়া ইহার আলোচনায় সময়ক্ষেপণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন না। আমার দৃঢ় ধারণা যে, ব্রহ্মসূত্র নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অনুসারে বলিতে পারি যে, ভাগবত সাহায্যে আমি ব্রহ্মসূত্রের যে আলোচনা করিয়াছি তাহা সুদীর্ঘ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি কোথাও তর্ক গ্রহণে প্রবেশ করি নাই। প্রবেশের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। ব্রহ্মসূত্র এতদিন ষড়্-দর্শনে বিশেষতঃ ন্যায়দর্শনের বিশেষ অভিজ্ঞ পণ্ডিত সমাজে নিবদ্ধ ছিল। সাধারণে ইহার আলোচনার চিন্তা করিতেও ভীত হইতেন। ইহা যে কি উপাদেয়, প্রাণের পিপাসা মিটাইবার ইহার ক্ষমতা যে কত অসীম, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের ত্রিতাপজ্বালা প্রশমণের কি অমৃতস্বাদী মহৌষধি, তাহা সাধারণের কিছুমাত্র বোধগম্য ছিল না। আজকাল গণতান্ত্রিকতার দিনে, জনসাধারণের চোখে ঠুলি দিয়া, ভারতের আর্য্যঋষিগণের সাধনালব্ধ, লোকাতীত মনীষার উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি দেখিতে বাধা সৃজন করা গর্হিত মনে করিয়া, অতি সরল সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আমার ন্যায় অল্পবিত্ত সাধারণ যে কোনও ব্যক্তি ধৈর্য্যের সহিত পাঠ করিলে, মুগ্ধ হইবেন, ইহা আমি জোরের সহিত বলিতে পারি। যদিও আমার নিজের মূর্খতা ও অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাতে অনেক দোষত্রুটি থাকিতে পারে, তাহা হইলেও দ্রব্যগুণ নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করিবে।

৬) আলোচনার দুটি দিক।

৮। কোনও বিষয় বিচার করিবার দুটি দিক্ পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ। একটি তত্ত্বের দিক্ হইতে, অপরটি বস্তু তান্ত্রিকতার দিক্ হইতে। ইংরাজীতে প্রথমটির নাম—Subjective point of view এবং দ্বিতীয়টির নাম-Objective point of view, উভয় দিক হইতে বিচারে আমরা কি পাই, দেখা যাউক্। প্রথমতঃ তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবান—পরতত্ত্ব এমন একটি বস্তু, যেখানে মনের চিন্তা এবং উক্ত চিন্তা প্রকাশক বাক্য পৌঁছিতে পারে না। তর্ক কেবল বাক্য

সমষ্টি মাত্র। সুতরাং উহা সে তত্ত্বে পৌঁছিতে না পারিয়া দূরে থাকিতে বাধ্য হয়। একারণ তত্ত্বের দিক হইতে বিচারে বুঝিলাম যে তর্কের উপযোগিতা কিছুমাত্র নাই।

৯। বস্তুতান্ত্রিকতার দিক হইতে বিচারে আমরা বুঝিতে পারি যে, তর্কের প্রয়োজনীয়তা সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু উক্ত পরতত্ত্ব বা ভগবান বা ব্রহ্ম "সর্ব্ববাদ বিষয়-প্রতিরূপশীল" বলিয়া উহা সমুদায়-সাম্প্রদায়িক মতবাদ ক্রোড়ীকৃত করিয়া তাহাদের বহু উর্দ্ধে নিজ শাশ্বত অপ্রচ্যুত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। উহা নিত্য, সত্য, স্বয়ম্প্রকাশ, আত্মপ্রকাশে জাজ্জ্বল্যমান। উহা প্রকাশের জন্য দ্বিতীয় প্রকাশকের কোনও প্রয়োজন নাই। উহা প্রপঞ্চাতীত বস্তু। প্রপঞ্চ-মায়ার খেলা। মায়ার সহিত উক্ত পরমতত্ত্বের সংস্পর্শমাত্র নাই। আমাদের চিন্তা করিবার যন্ত্র মন-বুদ্ধি দেশকালের দ্বারা প্রভাবিত। দেশ-কাল মায়া হইতে অভিব্যক্ত। সুতরাং মনের চিন্তার সহিত উক্ত তত্ত্বের সংস্পর্শ সম্ভব নহে। বাক্য মনের চিন্তাকে বৈখরী ভাবে প্রকাশ করে মাত্র—অতএব বাক্যই বা কি প্রকারে উক্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিবে? একারণ তর্ক নিরর্থক।

৭) ভাগবতসাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনায় তর্কের অবসর নাই।

১০। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যগণ অতি উচ্চস্তরের সাধক। তাঁহারা নিজ নিজ সাধনার সিদ্ধিতে, তাঁহাদের নিজ নিজ সাধনার প্রকৃতি অনুসারে—অনন্ত ভাব ও শক্তির শাশ্বত ভাণ্ডার স্বরূপ পরমতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ভাবের ও শক্তির অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া, তাহাই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতবাদরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে প্রচারিত করিয়াছেন। ব্রহ্মে বা পরমতত্ত্বে সমুদায় ভাব বর্ত্তমান। যে সাধক যেভাবে তাহার উপাসনা করেন, তিনি সেইভাবেই উক্ত সাধকের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান গীতায় ৪।১১ শ্লোকে কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গনে ইহা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব তর্কের অবসর কোথায়? ভাগবত কোনও তর্কে প্রবেশ না করিয়া ভক্তি-রসায়নে পরিমার্জিত ও বিশুদ্ধীকৃত সুমধুর ভাষায়—উক্ত পরমতত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উক্ত পরমতত্ত্বের নরদেহে পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাব্যপদেশে নিত্যধামের নিত্যলীলা অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লোকচক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। লীলার গভীরতায় প্রবেশ করা সহজ নহে বটে, তাহা হইলেও বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, উহা আস্বাদন করিতে থাকিলে, উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া—উহা করিবেই করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভাগবতসাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনায়, তর্কের

অবসর না থাকায় ও মানবীয় চিন্তার ফল স্বরূপ তর্কশাস্ত্রের প্রয়োজনাভাব হেতু, মস্তিষ্ক বিলোড়নের আবশ্যকতা নাই। ধীর ভাবে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, তত অপরিসীম সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্লাবনে হৃদয় পরিপ্লুত হইবে, মন প্রসন্ন হইবে, বুদ্ধির মলিনতা তিরোহিত হইবে, এবং সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য প্রভৃতির ললামভূত পরমতত্ত্ব, নিজ স্বপ্রকাশ স্বরূপে হৃদয়, মন আলোকিত করিবে, তখন উক্ত আলোচনাকারীর "সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ" (ভাগবত ১১।১৪।১২)—সমুদায় দিক সুখময় হইবে। ইহা কথার কথা নহে। ভাগবতকার অপরোক্ষ ভাবে অনুভব করিয়া পুস্তকবদ্ধ করিয়াছেন।

৮) ব্রহ্মসূত্রালোচনার জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক নহে।

১১। জ্ঞানমার্গের পথিক, কেহ কেহ মনে করেন যে, পরমতত্ত্ব স্বরূপের কথঞ্চিত ধারণার জন্য সংসার, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হওত, বিজনে গভীর চিন্তায় তন্ময়তা প্রাপ্তি না হইলে, চেষ্টা বৃথা মাত্র। ভাগবত বস্তুগত ভাবে শিক্ষা দিতেছেন যে, না, উহা যে অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়, তাহা নয়। উক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানমাত্রগম্য, কঠোর শুষ্ক, নীরস বস্তু নহে। উহা যে রসস্বরূপ, সে কারণ প্রত্যেকের অতি প্রিয়তম, জগতে সমুদায় প্রিয়ত্বের মূলে উহা, প্রত্যেকের পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ্য। উহা ত দূরের বস্তু নহে। উহা "প্রত্যক্ চৈতন্য"—প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার চৈতন্য-রূপে ফিরিতেছেন। উহাই ত বিষয় জ্ঞানরূপে প্রত্যেক জীবের প্রতীতিগম্য হইতেছে। কিন্তু বিষয়জ্ঞানে নিবদ্ধ থাকিলেও, উহা বাহিরের বস্তু নহে। বিষয় হইতে ফিরাইয়া, বিষয়জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে, অন্তর্মুখীন করিতে পারিলেই, উহার স্বরূপ স্বতঃ প্রকাশ পাইবে। তখন বুঝিতে পারা যাইবে, উহা অন্তরের অন্তরতম, অতি প্রিয়তম বস্তু। উহারই প্রিয়তার জন্য, বিষয়, ধন, জন, দেহ, গেহ, দারা, অপত্য প্রভৃতি সমুদায় প্রিয়ত্ব লাভ করিয়া, আনন্দ বিচরণের কারণ হয়।

১২। উপরে বলা হইয়াছে, "তর্কের অবসর কোথায়?"—ইহাতে তর্ককুশল কোনও কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি, আপত্তি করিতে পারেন, যদি তর্কের অবসর নাই, তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্কর, তাঁহার শারীরক-ভাষ্য, কঠোর তর্ক বা ন্যায় শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করিয়াছেন কেন? ইহার উত্তর অতি সুস্পষ্ট। ভগবান শঙ্করাচার্য শঙ্করের অবতার বলিয়া, প্রাচীন কাল হইতে, আজিও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বিশেষ কার্য্য সাধনোদ্দেশে

ভগবানের নির্দ্দেশে, তিনি মর্ত্ত্যধামে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই বিশেষ কার্য্য, তৎকাল প্রচলিত বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধক্রিয়া কলাপের নিরসন। বৌদ্ধগণ ঘোরতর যুক্তি ও ন্যায়ানুগ বিচারবাদী। তাহাদিগের নিজ অস্ত্রে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে, পরাজয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। একারণ—শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার শারীরক ভাষ্যে ও উপনিষদের ভাষ্য সকলে, যুক্তি, বিচার, তর্ক ও ন্যায়ের প্রাধান্য দিয়াছিলেন। সুতরাং আচার্যদেব ন্যায়শাস্ত্র বা বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের গৃহীত তর্কশাস্ত্রের নিয়মাদি মানিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাই শারীরক ভাষ্যে তর্কশাস্ত্র প্রাধান্যের কারণ। এই আচার্য্য শঙ্করই তাঁহার উক্ত ভাষ্যে ২।১।২৭ সূত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

—যে সমুদায় ভাব অচিন্ত্য সে সমুদায়ে তর্ক যোজনা করিও না।

কোন্ সমুদায় ভাব অচিন্ত্য বলিয়া মনে করা যাইবে? উত্তরে বলিতেছেন :—

"প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"

—প্রকৃতির পর (সম্পর্ক শূন্য) যাহা, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ।

৯) আমার কৃত আলোচনার প্রকৃতি নির্দ্দেশ।

১৩। এখন আমার নিজের সম্বন্ধে কয়েক কথা বলিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিব। ভগবান গীতায় ১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকে জ্ঞান ও ভক্তির অতি ঘনিষ্ঠ উপায়-উপেয় সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবতও সে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া পরমতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। ইহা ভাগবতের অনেক শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাহুল্য ভয়ে বিরত হইলাম। উক্ত উপায়-উপেয় সম্বন্ধের ভিত্তিতে ভাগবত অবলম্বনে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তিমার্গে ব্রহ্মসূত্র আলোচনার প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা যাঁহার তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা তিনিই জানেন। যন্ত্র, যন্ত্রীর অভিপ্রায় ও ব্যবস্থা মত কাজ করিয়া যাইবে, তাহাতে যন্ত্রের চিন্তার বা উদ্বেগের কারণ নাই।

১৪। আমার আলোচনায় আমি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ-ভাষ্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভাষ্য, শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ ভাষ্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ ভাষ্য, শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ভাষ্য এই ছয়খানি আধুনিক কালে প্রচলিত ভাষ্যের যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। উঁহাদের সকলের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া, উঁহাদের প্রজ্জ্বলিত আলোক-

বর্ত্তিকা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক, নিজের গন্তব্য পথ সমুজ্জ্বল করিতে প্রয়াস পাইয়া অগ্রসর হইয়াছি। সমগ্রভাবে কাহারও পদানুসরণ করি নাই। কাহারও মতবাদ সম্বন্ধে কোনও তর্ক উত্থাপন করি নাই। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত প্রত্যেকের বক্তব্য মনোযোগের সহিত শুনিয়া, নিজের ভগবদ্দত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির যথাসম্ভব পরিচালনায় যাহা সূত্রের সরল অর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই সরল বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বজনের সুখবোধ্য করিবার অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভ্রম প্রমাদ হইয়া থাকিলে, দায়িত্ব একমাত্র আমারই। চেষ্টা আমার, ফল ৺ভগবানের হাতে।

১৫। উপরোক্ত ভাষ্যকারগণ, সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণের অনেক পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, উক্ত বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ, ব্রহ্মসূত্র রচনার অনেক পরবর্ত্তী কালে—ভাষ্যকারগণের সমকালে প্রচলিত হইয়াছিল। ভগবান সূত্রকারের সূত্ররচনার সমকালে ও তাহার পূর্ব্ব হইতে উক্ত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। ঐ সকল মতবাদের ভিত্তি উপনিষদ্। উহারা সূত্র রচনার বহু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে কারণ ব্রহ্মসূত্র রচনার পূর্ব্ব হইতেই উক্ত মতগুলি প্রচলিত থাকায় বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই।

১৬। ব্রহ্মসূত্রেই সূত্রকার ছয়জন আচার্যের নাম করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য জৈমিনি সূত্রকারের শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং উভয়ে সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য আচার্যগণের মধ্যে হয়ত, কেহ কেহ সূত্রকারের সমকালে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হইতে পারে এবং কেহ কেহ তাঁহার পূর্ব্বে ছিলেন। তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল, এবং তাঁহাদের মতবাদ নামের পার্শ্বে দেখান হইল। উক্ত মতবাদ সকলের ব্রহ্মসূত্র রচনার প্রাক্‌কালীন গ্রন্থাদি তৎকালে বর্তমান থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যে বিশিষ্টাদ্বৈত মতের বৌধায়ন প্রণীত ভাষ্যের উল্লেখ আছে। উহা এখন পাওয়া যায় না। অন্যান্য মতবাদের ভাষ্য প্রাচীনকালে থাকিলেও, বর্তমানে উহারা অপ্রাপ্য।

(১) আত্রেয়—মীমাংসক শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রীর মতানুসারে
(২) আশ্মরথ্য—বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী " " " ও ভামতী
(৩) ঔডুলোমি—ভেদাভেদবাদী " " " ×
(৪) কার্ষ্ণাজিনি—অদ্বৈতবাদী " " " ×
(৫) বাদরি " " " " ×

(৬) জৈমিনি—মীমাংসক " " " ×

স্থত্রকারের শিষ্য

১৭। আমি বর্ত্তমানকালে প্রচলিত উপরে কথিত ছয়খানি ভাষ্যের যথাসম্ভব সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু কোনও সাম্প্রদায়িক মতের অনুবর্ত্তী হইয়া আলোচনা করি নাই। উহাদের মধ্যে যে আচার্য্যের অর্থসূত্রের স্বাভাবিক সরল অর্থ পরিস্ফুট করিয়া সর্ব্বপ্রধান উপযোগী বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহার সহিত ভাগবতে কথিত অর্থের সামঞ্জস্য রাখিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যখন একাধিক আচার্য্যের অর্থ, সূত্রের স্বাভাবিক অর্থের অনুকূল বলিয়া মনে হইয়াছে, তখন উভয় অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। তবে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ-ভাষ্য ভাগবতের অধিকতর অনুগামী হওয়ায়, এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, আমার ন্যায় স্থূলবুদ্ধি সাধারণ মানবের বুঝিবার পক্ষে অধিকতর সুকর বলিয়া, বহুস্থলে উহাই গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সে জন্য স্বাভাবিক সরল অর্থের কোনও ব্যতিক্রম সহ্য করি নাই। অন্তর্যামী ভগবানের হাতে যন্ত্র স্বরূপ হইয়া, যাহা করাইয়াছেন, তাহাই করিয়াছি। দোষগুণ বিচারে যন্ত্রের কি অধিকার আছে ?

১০) মাঝে মাঝে আধিভৌতিক বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি কেন ?

১৮। আলোচনার অনেক স্থলে, আধিভৌতিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি। উহা, আমার উক্ত বিজ্ঞানের যৎসামান্য জ্ঞান থাকার পরিচয় দিবার জন্য নহে। আমাদের শাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেন যে, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক জগৎ একই সূত্রে গাঁথা ; পরস্পর পরস্পরের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকে। আধিভৌতিক জগতে যে নিয়ম, অন্য উভয় জগতেও সেই নিয়ম তত্রত্য অবস্থানুসারে কার্য্যকারী—ইহা বস্তুগত উপায়ে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ, বিশেষ প্রযত্ন ও অধ্যবসায়ে যে সমুদায় তথ্যে উপনীত হইয়াছেন, সে সমুদায়ের আলোচনা, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক জগতের পটভূমিতে না করিলে, আলোচনা সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। এজন্য উহার আলোচনা আমার স্বল্প জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে করিতে বাধ্য হইয়াছি।

১১) আমার নিজের অক্ষমতা।

১৯। আমি জানি যে ব্রহ্মসূত্রালোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পর্ব্বত-প্রমাণ ধৃষ্টতার পরিচায়ক। আমি আমার সর্ব্বপ্রকার অক্ষমতার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

সচেতন থাকিয়াই আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছি। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে :—"Fool rushes in, where angels fear to tread"—অর্থাৎ পণ্ডিতেরা যেথা যেতে ভয় পায়, দ্বিধা বিনা মূর্খ সেথা ছুটে যায়। এ-সব ভাল করিয়া জানিয়াও পশ্চাৎপদ হইতে পারি নাই। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ রচনা করিতে বসিয়া নিজের প্রচেষ্টার সহিত "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাতুদ্বাহুরিব বামনঃ" —দীর্ঘকায় ব্যক্তির লভ্য ফল হস্তগত করিবার জন্য ক্ষুদ্রকায় মানবকের উর্দ্ধবাহু হইবার দৃষ্টান্তের উপমা দিয়াছিলেন এবং উক্ত বামনের ন্যায় লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হইবার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। আমার প্রচেষ্টার সহিত উক্ত উপমার কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। আমার প্রয়াসের সঙ্গত উপমা (১) একটি ক্ষুদ্র চড়ুই পাখীর সমুদ্র শোষণের প্রচেষ্টার ন্যায়, (২) একটি ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালীর মুখে কয়েকটি করিয়া বালুকাকণা আনিয়া সমুদ্র বন্ধনের প্রয়াসের ন্যায়, (৩) একটি ক্ষুদ্র ইন্দুরের গর্ত্ত করিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে কেন্দ্র ভেদ পূর্ব্বক অপর পৃষ্ঠে যাইবার প্রচেষ্টার ন্যায়। সুতরাং আমার প্রচেষ্টা যে সর্বথা উপহাসাস্পদ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা জানিয়াও নিজেকে নিরস্ত করিতে পারি নাই। কোনও অদৃশ্য শক্তি যেন জোর করিয়া আমাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতেছেন। সুতরাং যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের ন্যায় নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়াই অগ্রসর হইতেছি।

১২) ব্রহ্মসূত্র—অত্যুত্তম আনুষ্ঠানিক সাধন শাস্ত্র।

২০। ব্রহ্মসূত্র দর্শনশাস্ত্র বলিয়া প্রথিত। ইহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু আমার আলোচনায় আমি ইহাকে দর্শন শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করি নাই। উহা অত্যুত্তম, আনুষ্ঠানিক সাধন-শাস্ত্র মনে করিয়াই, আমি আমার ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি সাহায্যে এবং ভগবানের কৃপার উপর দৃঢ় ভরসা রাখিয়া, যথাসাধ্য আলোচনায় প্রয়াস পাইয়াছি। দর্শনশাস্ত্রালোচনার ভাষা, বাগ্‌-বাহুল্য বর্জ্জিত, মাত্রা ও পরিমাণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া, বাক্য—বাক্যাংশ—শব্দ-অক্ষর-প্রয়োগে চাতুর্য্যমণ্ডিত, প্রয়োজনমত বাক্য—বাক্যাংশ-শব্দ এমন কি প্রতি অক্ষরের ব্যবহার দক্ষতা, ফলে উহাদের কোনও একটির বৃথা ব্যবহাররাহিত্য, অল্পকথায় ভাবসম্পদরাশি প্রকাশে সমুজ্জ্বল, কঠোর ন্যায়শাস্ত্রানুসারী, পূর্বাপর সঙ্গতিরক্ষায় একান্ত তৎপর, সংক্ষিপ্ত, পরিমার্জ্জিত, অর্থগর্ভ হওয়া একান্ত উচিত। কিন্তু আমি সে মার্জ্জিত ভাষা গ্রহণ করি নাই। আনুষ্ঠানিক সাধন-শাস্ত্র আলোচনায় উহা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না। অবশ্যই অল্প কথায় অধিক ভাবপ্রকাশ করিতে পারিলে, তাহা পণ্ডিতগণের, বিশেষতঃ দর্শন

শাস্ত্রাভিজ্ঞগণের মনোজ্ঞ হয় বটে, কিন্তু তাহা অনেক সময়ে আমার ন্যায় স্থূলবুদ্ধি, অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইয়া পড়ে। আমার এই আলোচনার নাম হইতেই ইহা বুঝা যাইবে যে, ইহার উদ্দেশ্য সার্বজনীন সুখবোধ্য করিবার চেষ্টা। বিস্তারিতভাবে, সমুদায় সংশয়ছেদী আলোচনা হইলেই ত, কি শিক্ষিত, কি অর্দ্ধশিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলের বোধগম্য হওয়া সম্ভব। তাছাড়া সংক্ষেপ, অর্থগর্ভ আলোচনায় দর্শনশাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা সম্ভব হইলেও সাধনশাস্ত্রের মর্যাদাহানি সংঘটিত হয়।

২১। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি সূত্রের উল্লেখ করি। সূত্রটি অতি ছোট।

"ফলমত উপপত্তেঃ" ৩।২।৩৮—সরল অর্থ—ব্রহ্ম বা ভগবানই কর্মের সহিত ফল যোজনা করেন। ইহা বলিলেই দর্শন শাস্ত্রের প্রয়োজন মিটিয়া গেল।

কিন্তু সাধন-শাস্ত্রালোচকের-চক্ষে নানাপ্রকার বিরোধ, সংশয়, অসঙ্গতি দেখা দিল। কারণ, উক্ত প্রকার নগ্ন অর্থে, (১) কর্মফলের প্রাধান্য স্থাপনের সহিত, ভগবান বা ব্রহ্ম—উহার পরিচালক বা পর্যবেক্ষক মাত্র বলা হইল। (২) তাহাতে চিরস্বতন্ত্র ভগবানের স্বাতন্ত্র্যহানির সম্ভাবনা আপতিত হইল। (৩) তাঁহার-ভগবত্তা, মহিমা, ভক্তবৎসলতা প্রভৃতি ক্ষুণ্ণ হইল। (৪) ভাগবত বলিয়াছেন যে, তিনি উপযুক্ত ভক্তকে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যাহার করিবার কারণ উৎপন্ন হইল। (৫) ভাগবত ভগবানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "যমনুগৃহ্লামি তদ্‌বিশো বিধুনোম্যহম্" (৮।২২।২৪)—আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার ধন হরণ করিয়া থাকি—ইহা অত্যাচারীর যথেচ্ছাচার-রূপে প্রতীয়মান হইবার কারণ দেখা দিল। গীতায় ১৮।৬৬ শ্লোকে ভগবানের নিজের উক্তি "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"—অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সাধনশাস্ত্র ও তাহার আলোচক কি ইহা সহ্য করিতে পারেন? এ কারণ উক্ত আলোচক যদি পূর্বপক্ষের মুখ দিয়া আপত্তি উত্থাপন করাইয়া প্রকৃত তত্ত্ব সংস্থাপনের প্রয়াসী হন, এবং সে কারণ অপ্রাসঙ্গিক না হউক্, আলোচ্য বিষয়ের সহিত, সাক্ষাৎভাবে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকা, কোনও দৃশ্যতঃ অপর-বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা দ্বারা ভগবন্মহিমা জ্ঞাপনে যত্নবান হন, তাহাতে কি তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায়? এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি উক্ত সূত্রের আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে কিঞ্চিৎ বাগ্‌বাহুল্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই এবং কঠোর ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী বিচারে, তর্ককুশল পণ্ডিতমণ্ডলী, হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমি নিরস্ত হই নাই। উক্ত ৩।২।৩৮ সূত্র সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা হইতেই আমার বক্তব্য বিশদভাবে বুঝা যাইবে।

২২। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রসম্মত ক্ষুদ্রদোষে দোষী হইলেও, আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নহি। ভাগবত আমার অনুকূলে, ভাগবৎকার বলিতেছেন :—

তদ্‌বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥

ভাগবত ১।৫।১১, ১২।১২।৩৮

যে বাগাড়ম্বরের প্রতিবাক্য অবদ্ধ হইলেও অর্থাৎ বাক্য-নিরমলকারী শাস্ত্রসকলের (যথা ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, ন্যায়শাস্ত্রাদির) নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও, অনন্ত ভগবানের যশোঙ্কিত নাম সকল বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করে বলিয়া, উহা জনসাধারণের পাপরাশি ধ্বংসের ক্ষমতা রাখে, সে কারণ সাধুগণ উহাদেরই শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাগ: ১।৫।১১, ১২।১২।৩৮।

সাধুগণের শ্রবণ, গান ও গ্রহণের দ্বারা ভাগবতকার ভগবানের শ্রবণাদির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। সুতরাং আমার দুঃখিত হইবার কারণ মাত্র নাই।

১৩) প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

২৩। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাই যে, উত্তর ভারতের হৃষীকেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেক বড় বড় সহর গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত। কাল বিপর্য্যয়ে ঐ সকল সহরের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর গৃহের মল-দূষিত নর্দ্দমার জল, গঙ্গায় পড়িবার ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষগণের দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কাশীতেই দেখি, স্নানের ঘাটের পাশেই ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়া পায়খানার মলসহ দূষিত, পুতিগন্ধময় জল গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাহাতে কি গঙ্গাজলের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়? অথবা গঙ্গাজলে স্নান করিয়া কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল লইয়া ৺বিশ্বনাথের মস্তকে ভক্তির সহিত "নমঃ শিবায়" বলিয়া অর্পণ করিতে কি কোনও দ্বিধা হয়? বড় বড় দার্শনিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণও কোন প্রকার দ্বিধা বা সংকোচ অনুভব করেন না। গঙ্গার পবিত্রতার সংস্পর্শে উহাদের অপবিত্রতা দূরীভূত হইয়া উহারা গঙ্গাজলের সম পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। গঙ্গাজলের জীবাণুনাশকতা, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের উক্তি সমন্বিত সংক্ষেপ আলোচনা গত ১৭ মে, ১৯৫৩, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ তারিখের "হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড" নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সেইরূপ ভগবানের নাম "পাবনং পাবনানাং" বলিয়া উহার সংস্পর্শে আমার নানাপ্রকার দোষদুষ্ট, ভ্রমপ্রমাদ সম্বলিত, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে

পুতিগন্ধময় আলোচনা যে, পবিত্রতা লাভে সমর্থ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ভ্রম কেহ ইচ্ছা করিয়া করেন না। ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন ঃ—"মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ" (গীতা ১৫।১৫)—আমা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, উহাদের উভয়ের বিকাশ ও সঙ্কোচ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি যদি আমার জ্ঞানের সঙ্কোচ সাধন করিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এবং সমুদায় ফল তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, তাঁহারই কাজ যথাশক্তি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

১৪) নিজ নিজ সাধনার অঙ্গস্বরূপে ব্রহ্মসূত্রালোচনা বিধেয়।

২৪। ব্রহ্মসূত্রালোচনারূপ অতি দুরূহ ব্যাপার হইতে, আমার নিরস্ত থাকিতে না পারার আরেকটি অপরের অজ্ঞাত গূঢ় কারণ আছে। ভাগবত-সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা আমার সাধনার প্রধান অঙ্গ। উহা হইতে নিরস্ত হইলে আমার সাধনা হইতেও নিরস্ত হইতে হয়। আমার সুচিন্তিত ও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং সে কারণ দৃঢ় ধারণা ও বিশ্বাস যে, মানবদেহধারী জীব মাত্রেরই ভগবানের আরাধনা করিবার অধিকার আছে। ভক্তাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, নরদেহধারী জীবমাত্রই ভগবানের নিত্যদাস। সে কারণ প্রত্যেক মানবই নিত্যপ্রভু ভগবানের সেবা করিতে বাধ্য। বেদান্তমতেও, তত্ত্বদৃষ্টিতে, ব্রহ্মে ও জীবে, চৈতন্যাংশে সাম্যভাব হেতু, অভেদ তত্ত্বতঃ হইলেও, যতদিন না অবিদ্যা সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস হয়, অবিদ্যার অতি ক্ষীণ আভাস মাত্র থাকিতেও উক্ত অভেদচিন্তা, অনেক সময়ে অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করে; পতনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সে কারণ আমাদিগের ন্যায় সাধারণ মানবের পক্ষে "দাস আমি" বলিয়া—মনে প্রাণে ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়িলে, পতনের সম্ভাবনা ত থাকেই না; অধিকন্তু পরম আশ্রয়ে স্থান লাভ হেতু, শাশ্বত অভয় প্রতিষ্ঠা সংসাধিত হয়। একারণ, "আমি নিত্যদাস, তুমি শাশ্বত প্রভু"—এই চিন্তা করিয়া ভগবানের চরণে ভক্তির সহিত পূজা অর্পণ করা প্রত্যেক সাধারণ মানবের উচিত।

২৫। আমি যখন মানবদেহ ধারণ করিয়া ভারতের অতি পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন আমি যতই মূর্খ, অপদার্থ, শক্তিহীন হই না কেন, ভগবানের নাম লইবার ও তাঁহাকে পূজা করিবার জন্মগত অধিকার আমার আছে। পণ্ডিত, কৃতী, ধনী, ঐশ্বর্য্যশালী কি কেবল তাঁহার পূজা করিবে? যে দরিদ্র, সে কি কেবল দূরে দাঁড়াইয়াই থাকিবে? তাহার কি

পূজার অধিকার নাই? কিন্তু ভগবান ত সকলের প্রতি সমান। তিনি ত পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, কৃতী-অকৃতী—ইহাদের মধ্যে কোনও বিভিন্নতা দর্শন করেন না। অতএব আমার হতাশ হইবার কারণ কি? শাস্ত্র বলেন যে, ভগবানের পূজায় বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। পণ্ডিত তাঁহার পাণ্ডিত্য দিয়া, কৃতী তাঁহার কৃতিত্ব দিয়া, ধনী তাঁহার ধন দিয়া, ঐশ্বর্য্যশালী ঐশ্বর্য্য দিয়া, ভগবানের পূজা করুন, তাঁহাদিগকে ত কেহ নিবারণ করিতেছে না। আমি লোক সমারোহের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, উহাদের বাহিরে থাকিয়া, আমার যাহা সম্বল, তাহা দিয়া তাঁহার পূজা করিব, সে জাতিগত ও জন্মগত অধিকার ত আমার আছে। আমি দরিদ্র—সর্ববিষয়ে দরিদ্র। কি চিন্তায়, কি ভাষায়, কি ভাবপ্রকাশের শক্তিতে, কি ক্রিয়ায়, কি জ্ঞানে, কি ভক্তিতে, কি সাধনায়, সবদিকে আমি কাঙ্গাল। আমি আমার সর্ব্বতোমুখী দারিদ্র্য ও অক্ষমতা দিয়া, তাঁহার পূজা করিব, এ ইচ্ছা ত অন্তর্য্যামী ভগবানের প্রেরণাতেই হৃদয়ে জাগরিত হওয়ায়, আমার এই প্রয়াসের বিড়ম্বনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতএব বিত্তশাঠ্য না করিয়া আমার উক্ত সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য ও অক্ষমতা উজাড় করিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিলাম। শাস্ত্র বলেন :—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥

ইহা ত কথার কথা মাত্র নয়। ভক্ত বলিয়া অভিমান করিবার আমার কিছুই নাই। তবে তিনি কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সমুদায়ের শাশ্বতভাণ্ডার, এজন্য আমাদের মনের অতি সূক্ষ্মতম স্পন্দন তাঁহার কাছে অবিদিত থাকিতে পারে না। পৃথিবী সমুদায় তড়িৎ শক্তির শাশ্বত ভাণ্ডার বলিয়া যেমন অতি ক্ষুদ্র তড়িৎ স্পন্দন, ভূদেবীর নিকট অজ্ঞাত থাকে না, সেইরূপ আমার উজ্জ্বলা ভক্তি না থাকিলেও, যদি উহার যৎসামান্য, অতি ক্ষীণ আভাসের প্রতিভাসও থাকে, তাহা হইলে আমার পূজা ভগবানের নিকট অবজ্ঞাত হইতে পারে না। হৃদয়ের অন্তস্তলে এই বিশ্বাস ধারণ করিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব অর্পন করতঃ, তাঁহার মহিমা খ্যাপনে ব্রতী হইয়াছি। তিনি, তাঁহার নাম, তাঁহার মহিমা—সমুদায় অভেদ বলিয়া,—তাঁহার নাম জপ করা, বা তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে আলোচনা করা, তাঁহারই সঙ্গে প্রত্যক্ষ কারবার বলিয়া জানি।

২৬। উপরে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা দর্শন শাস্ত্রের দৃষ্টিতে না করিয়া, আনুষ্ঠানিক অধ্যাত্ম সাধনশাস্ত্রের দৃষ্টিতে, ভাগবতের

ভিত্তিতে করিয়াছি। আরও বলিয়াছি যে, এ আলোচনা আমার সাধনার মুখ্য অঙ্গ। ইহাতে হয়ত কাহারও মনে সন্দেহ উঠিতে পারে যে, সাধনা করিতে হইলে, অখণ্ড মনোযোগ প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা উহা ফলদায়ক হয় না; এজন্য সকলে কি গৃহস্থ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত ধারণ করিবে? এই সন্দেহের প্রথম অংশটি অর্থাৎ সাধনায় অখণ্ড মনোযোগ অর্পণ—সত্য বটে, কিন্তু শেষের অংশটি সত্য নহে। আমাদের শাস্ত্রের উপদেশে, ব্যবহারিক দৈনিক জীবনের কর্মাচরণের সঙ্গে, সাধনার কোন বিরোধ নাই। ব্যবহারিক কোনও কাজ করিতে হইলে, উহাতে অখণ্ড মনোযোগ লাগাইলে তবে ত উহা সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়—ইহা প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। লোকে দৈনিক ব্যাবহারিক জীবনে বিভিন্ন প্রকারের কত কাজ প্রতিদিন করিয়া থাকে, আজকাল উদরান্নের সংস্থান করা যে মহা সমস্যার বিষয় হইয়াছে, তাহাতে উহার জন্য, নানাবিধ বিভিন্ন প্রকারের কর্মাবর্তে প্রায় সকলকেই পড়িতে হয়। সেই কর্মাবর্ত হইতে উত্তরণের উপায়—প্রত্যেক কর্ম্মের জন্য—ছোট হউক্ বা বড় হউক্—পরিমাণ মতো সময় নির্দ্দেশ এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে অখণ্ড মনোযোগের সহিত উহার সম্পাদন। এইরূপ করিলে বিব্রত হইতে হয় না। অথচ সমস্ত কাজই করা হইয়া যায়। ব্যাবহারিক জীবনের উদরান্ন সংস্থানের জন্য দৈনিক সাধারণ কাজের ন্যায়, প্রতিদিন অধ্যাত্ম জীবনের তুষ্টি-পুষ্টিকর অন্নস্থানীয় সাধনার জন্য, পরিমাণ ও সুবিধামতো অল্প কিছু সময় নির্দ্দেশ ও সেই সময় অখণ্ড মনোযোগ অর্পণ করা কি অসম্ভব? ইচ্ছা থাকিলে, সকলেই ইহা সহজে করিতে পারেন। উপরে যাহা লেখা হইল, তাহা বৈধীভাবে সাধনার কথা। উহা ছাড়া ভগবান গীতায় কর্ম্মসম্পাদনের যে "কৌশল" (গীঃ ২।৫০), জীবহিতের জন্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবমতো ও সাধ্যমতো অবলম্বন করিয়া, কর্মাচরণের অনুষ্ঠানে, সংসারের প্রত্যেক কর্ম—এমন কি উদরান্নসংস্থানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্ম—ভগবদুপাসনা রূপ—চরম ও পরম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে। অথবা উহাকে চরম ও পরম কর্ম্ম বলিই বা কেন? উহাইত নৈষ্কর্ম্য। প্রত্যেক কর্মকে নৈষ্কর্ম্যে পরিণত করিবার উপদেশই গীতার বিশেষত্ব। আমার বেদান্তালোচনা যদি উক্ত পর্যায়ে না পড়ে, উহা আমারই দোষ। সে দোষ তাঁহারই চরণে সমর্পণ করিয়াই অগ্রসর হইয়াছি। এইভাবে বিভাবিত হইয়া সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ অমর গীতি গাহিয়া গিয়াছেন :—

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করো মা'কে ধ্যান,
(ওরে) নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মা'রে।
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
... .
আহার কর মনে কর আহুতি দিই শ্যামা মা'রে।

২৭। শাস্ত্র ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দেন বটে, সকলের পক্ষে নহে। যাঁহাদের পূর্বজন্মের সুকৃতীর ফলে তীব্র বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, সন্ন্যাসের ব্যবস্থা তাঁহাদেরই জন্য। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের বাধা দিবে কে? কিন্তু শাস্ত্র পেট সর্বস্ব সন্ন্যাসের বিরোধী। সন্ন্যাসের বেশ পরিধান করিয়া সন্ন্যাসী সাজিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কাল চক্রের আবর্ত্তনে, বর্ত্তমান জীবন সংগ্রামের দিনে, সংসারে পিতা-মাতা-ভার্য্যা-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির প্রতি অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য এড়াইয়া, কোনও মঠাধীশের চেলা হইলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আজকাল, ঐরূপ সন্ন্যাসী হওয়ার একটা রেয়াজ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, শাস্ত্র উহার ঘোরতর বিরোধী এবং উহা অতি কদর্য্য আত্মপ্রবঞ্চনা। আধ্যাত্মিক জগতে উহার ফল অতি ভীষণ।

১৫) নরদেহ প্রাপ্তি কোন আকস্মিক ব্যাপার নহে, উহা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক।

২৮। নরদেহ ধারণ করিয়া সংসারে জন্মগ্রহণ, কোনও উদ্দেশ্যহীন, আকস্মিক ব্যাপার নহে। উহার মূলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কত শত শত জন্মের, কতবিধ-কর্ম্ম, ফল প্রদানে উন্মুখী হইয়া রহিয়াছে। সেই সমুদায়-ফলোন্মুখী কর্ম্ম পিঠে বাঁধিয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে। উহাই তাঁহার ইহজীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। উহা নানাবিধ,—পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, ভাই ভগ্নী প্রভৃতির প্রতি, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি যে, সংসারে জন্মিয়াছে সেই সমষ্টি সংসারের প্রতি ও তাহার অন্তর্ভুক্ত ব্যষ্টি সকলের প্রতি, প্রতিবেশী, পরিজন, পরিকর প্রভৃতির প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি ও দেশের সকলের প্রতি কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে এই সকলের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, ভগবানের ইচ্ছা পরিচালক কর্ম্মদেবতাগণ, কোনও বিশেষ মানবের—বিশেষ দেশে, বিশেষ সমাজে, বিশেষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন। যে ব্যক্তি এই সমুদায় কর্ত্তব্য যথাশক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করে এবং যথাসাধ্য সম্পাদন করে, তাহার জীবন সার্থকতা লাভ করে।

অপর পক্ষে, যে উহা এড়াইয়া চলে, তাহার জীবন শুধু ব্যর্থ নয়, অন্যান্য অশুভ কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া পিঠের বোঝা আরও ভারী করিয়া থাকে। শাস্ত্র আমাদের এই শিক্ষাই দিয়া থাকেন। আলোচনায় অগ্রসর হইলে, ইহা ক্রমশঃ সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। সুতরাং গার্হস্থ্য ধর্মে থাকিয়া, সাংসারিক কার্য্য—গীতার উপদেশ অনুসারে, ভগবানের আরাধনার অঙ্গ স্বরূপ মনে করিয়া সম্পাদন করা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত গৃহীত সাধনায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই, তাহাও বুঝা গেল। শাস্ত্রের উপদেশ, সাধনা সহ, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম-সম্পাদনের সুষ্ঠু উপায় জানায় বলিয়া, উহাদের পরিপোষক ও পরিবর্দ্ধক। এ কারণ ভগবান গীতায় ১৬।২৪ শ্লোকে, কুরুক্ষেত্র সমরে অর্জ্জুনকে হিংসাত্মক কর্ম্মাচরণে ও শাস্ত্রের প্রমাণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার উপদেশ দিয়াছেন।

২৯। ভক্তি প্রবণ চিত্ত, ঈশ্বর বিশ্বাসী কেহ কেহ মনে করেন যে, মানুষ ঈশ্বরের হাতের খেলার পুতুল মাত্র। তাঁহার উপর সমুদায় নির্ভর করিয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাই তাহার উচিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্ত্র-বিরোধী। সংসারে সমুদায় কর্ম্মে কর্তৃত্ববুদ্ধি ও তজ্জনিত অভিমান পুরা-মাত্রায় বর্ত্তমান থাকিবে, কেবল, একটু সময় সাধনায় নিয়োগ করার বেলায়, আমি তাঁহার হাতের পুতুল মাত্র বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা—দারুণ আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অবশ্যই ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা খুবই ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু ঈশ্বর-নির্ভরতা নিশ্চেষ্টতা নহে। নিশ্চেষ্টতা ও জড়তা সম-পর্য্যায় ভুক্ত। ইহা অন্ধ তমসাচ্ছন্নতার পরিচায়ক। ভগবান গীতায় ১৪ অধ্যায়ে গুণত্রয়-বিভাগ-যোগে ইহার আলোচনা করিয়াছেন। গীতায় ৮।৭ শ্লোকে ভগবান উপদেশছলে অর্জ্জুণকে বলিলেন :—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ ॥ গী—৮।৭

অতএব তুমি সর্ব্বকালে আমাকে চিন্তা কর। কিন্তু মনে রাখিও, তুমি রজোগুণ-প্রধান ক্ষত্রিয়। তোমার শুধু চিন্তাতে হইবে না, “যুদ্ধ চ”—তোমার স্বধর্ম পালন করিয়া যুদ্ধ কর। গী—৮।৭, অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধ করিবার উপদেশ। কিন্তু সকলেই যে তদনুসারে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মারণোন্মুখী হইবে, তাহা নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিবে। নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে না, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য, ভগবান বলিয়াছেন :—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ গী—৩।১৯

কিরূপভাবে কর্মাচরণ করিতে হইবে? তাহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন। ফলকামনা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহা হইলে উক্ত আচরণকারী নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হয়।

৩০। অতএব সংসারে ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া "আমার অবশ্য করণীয়" এই বোধে কর্ম করিয়া যাইলে পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে। নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় শাস্ত্রে কোথাও নাই। জ্ঞানীগণের পক্ষে ভিন্ন কথা। কিন্তু জ্ঞানী বা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্ত জ্ঞানী সংসারে কয়টা আছে? ভগবানের উপদেশ অনুসারে আমাদের ন্যায় সাধারণ সকলের কর্তব্য বোধে, আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। এই উপদেশই অক্ষমতা সত্বেও আমাকে এই আলোচনায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

১৬) ভাগবত সাহায্যে আলোচনার অন্যতম কারণ।

৩১। ভাগবতের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রালোচনার যে কারণ উপরে বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে। উহার পরিচয় দিতেছি। শাস্ত্র ভগবানকে "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সৎ-চিৎ-আনন্দ এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ শব্দ লইয়া সচ্চিদানন্দ পদ গঠিত। উক্ত সৎ-চিৎ-আনন্দ তিনটি পৃথক্ পৃথক্ নামে কথিত হইলেও, উহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ বস্তু নহে। এক অদ্বয় বস্তুরই আমাদের বিশ্লেষাত্মিকা দৃষ্টি ভঙ্গীতে পৃথক্‌ভাবে বুঝিবার প্রয়াস মাত্র। এ তিনটি গুণ বা ধর্ম নহে। পরমতত্ত্বের স্বরূপ ভাষায় কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে হইলে, উহাদের ব্যবহার ভিন্ন উপায় নাই বলিয়া, উপনিষদ্ ও তদনুসারী অন্যান্য শাস্ত্র, আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে উহাদের ব্যবহার করিয়াছেন। পরমতত্ত্বের প্রপঞ্চগত প্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রবেশ হেতু (ছান্দোগ্য—৬।৩।২), উক্ত তিন ভাব প্রত্যেক বস্তুতে অনুস্যূত। প্রত্যেক বস্তুর নিজ নিজ আকারে বর্ত্তমান থাকা "সৎ" ভাবের, উহার প্রকাশ এবং সেকারণ আমাদের প্রতীতি গোচর হওয়া "চিৎ" ভাবের এবং উহার প্রিয়ত্ব, "আনন্দ" ভাবের পরিচয় দান করে।

৩২। এক খণ্ড কাষ্ঠ বা প্রস্তর গ্রহণ কর—উহা জড়, অচেতন, অন্ধ তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু প্রপঞ্চের সমুদায় বস্তুর ন্যায়, উহার "সত্তা সামান্য" আছে, ইহা বুঝাইতে হইবে না। কারণ উহা নিজের আকারে অবস্থান ও অপর

বস্তুর স্থানাবরোধকরূপে উহার কোনও বিশেষ স্থানে বর্ত্তমানতা—এই সত্তা সামান্যের জন্য। উহাতে "চিৎ" বা প্রকাশ ভাব থাকায়, উহা আমার এবং সেকারণ জগতের সমুদায় সচেতন জীবের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারিয়াছে। উহার আনন্দভাব থাকা হেতু, আমি বা অন্য কেহ, উহা প্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়া, উহা হইতে গৃহনির্মাণের উপকরণ ও সাজসজ্জা প্রস্তুত করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারি। এই দৃষ্টান্ত সমভাবে অন্যান্য সমদায় বস্তুতে প্রযোজ্য, ইহা সহজে বুঝা যায়।

৩৩। ব্রহ্মসূত্র—ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ, ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান লাভের সাধন বা উপায় এবং সাধনের ফল-বিবৃতি হেতু, ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার অত্যুত্তম সহায়ক। ব্রহ্ম ও তাঁহার বিদ্যা-অভেদ বলিয়া, ব্রহ্ম যেমন "সচ্চিদানন্দ" স্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্যাও তাই, সেকারণ ব্রহ্মবিদ্যাও সচ্চিদানন্দ স্বরূপাত্মক। উহার সদ্‌ভাবাত্মক, সত্তা সামান্য বিচার-বিতর্কের বিষয় নহে। সংশয় হইলেই—বিচার বিতর্কের প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহার "সত্তা সামান্য" সন্দেহ করিলে, সন্দেহকারীর সত্তা ও সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে। তখন কেইবা সন্দেহ করে, কেইবা বিচার করে। এ কারণ উহার দার্শনিক আলোচনা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সুতরাং চিদ্‌ভাব ও আনন্দভাবই এই আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

৩৪। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক ভাষ্যে, ব্রহ্মের চিদ্‌ভাবের—অন্য কথায় জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্যগণ, অল্পবিস্তর তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন। কেবল শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ চিদ্‌ভাবের সহিত আনন্দভাবের সংমিশ্রণ করিলেও, মোটামুটি বলিতে গেলে, বলিতে হইবে, জ্ঞানের প্রাধান্য তাঁহার "গোবিন্দভাষ্যে" ও বর্তমান। কেবল শ্রীমদ্‌ভাগবত উহাদের সকলের হইতে পৃথক ভাবে, আনন্দের প্রাধান্য দিয়া পরম-তত্ত্ব ভগবানের স্বরূপের পরিচয় দিয়া, তিনি যে আমাদের কত আপনজন, প্রিয় হইতেও প্রিয়তম, তাহা সুমধুর ভাষায় সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। ভাগবত উহা শ্রুতির ভিত্তিতেই করিয়াছেন, বলা বাহুল্য। তৈত্তিরীয় শ্রুতির "রসো-বৈ-সঃ" মন্ত্রাংশ, মন্ত্ররূপে নিবদ্ধ না রাখিয়া, রসকদম্বমূর্ত্তি, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য প্রভৃতির পরাকাষ্ঠারূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং মানবদেহধারী আপামর সাধারণ জীবগণের পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ উক্তরস স্বরূপ বিগ্রহের নিজ নিজ অধিকার অনুসারে রসাস্বাদনের জন্য আবাহন জানাইয়াছেন। ভাগবত—"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্" (ভাগ ১।১।৩)—বেদরূপ কল্পবৃক্ষ হইতে স্বতঃপতিত, অমৃতরসপূর্ণ সুপক্ক ফল। উহার কণামাত্র রসসেবনে, আনন্দের

অমৃতধারায় হৃদয়মন প্লাবিত হয়। আমরা জানি যে, বৃক্ষের অন্তরে প্রবহমান রসস্রোতের সারাংশের কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি তাহার ফল ও ফলের রস। একারণ ভাগবত সমুদায় বেদের যাহা সার, তাহার কেন্দ্রীভূত অভিব্যক্তি। সুতরাং উহা হইতে আনন্দধারা বহিবে তাহার কথা কি ?

৩৫। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বিশুদ্ধ সুবর্ণে অলঙ্কার প্রস্তুত হয় না। উহার সহিত কোনও ইতর ধাতুর সংমিশ্রণ প্রয়োজন। ভাগবতকার এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত সুনিপুণভাবে, পরিমাণ মত জ্ঞানের সংমিশ্রণ করিয়াছেন। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উহার সহিত পরস্পর ঘনিষ্ঠ উপায়-উপেয় সম্বন্ধযুক্ত ভক্তিও আসিয়া সংমিশ্রণে যোগ দেওয়ায়, এমন সুন্দর নমনীয় অথচ ত্রিকাল স্থায়ী দৃঢ় মশলা প্রস্তুত হইয়াছে যে, ভাগবতকার উহা দিয়া, তাঁহার মহদুদ্দেশ্য—"তাপত্রয়োন্মূলনম্"—(ভাগ ১।১।২) সাধনের জন্য আনন্দসৌধ নির্ম্মাণ করিয়া, ত্রিতাপদগ্ধ জীবের দহন জ্বালা প্রশমনের ও শাশ্বত বিশ্রাম লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুধু বিশ্রামসৌধনির্মাণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যে আনন্দের কণা পাইয়া বিশ্ব ও তদন্তর্গত যত কিছু আনন্দে আত্মহারা, যে আনন্দের অতি ক্ষীণ ছায়া আমরা মুক্ত আকাশের নিবিড় নীলিমায়, উষার রক্তিম রাগে, তরুণ অরুণের স্নিগ্ধ, কোমল জ্যোতিঃতে, সান্ধ্য গগনের বর্ণবিন্যাসে, শারদ পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরে, ফুল্ল কমলের অমল হাসিতে ও সৌরভ বিতরণে, মলয় পবনের শিহরণ-জাগরণে, বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে, নীরব নিশীথে নিপুণ বাদকের দূর বাঁশীর গানে, মায়ের স্নেহে, সতীর প্রেমে, ভগ্নীর ভালবাসায়, সন্তান-বাৎসল্যে দেখিতে পাই, সেই আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি উক্ত প্লাবনের তীরে বসিয়া, নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফলের কণামাত্র রসাস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবেন।

৩৬। আমি ভাগবতের পদানুসরণে ব্রহ্মসূত্রালোচনার প্রয়াস পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমি ত বলিয়াছি যে আমি সর্ব্বতোভাবে অতি দরিদ্র। ভাবুক ব্যক্তি যে ভাগবত পাঠ করিয়া আত্মহারা হন, যে ভাগবতের একটি মাত্র শ্লোকার্দ্ধ পাঠ শুনিতে না শুনিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু—বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন এবং দরবিগলিত ভাব ও আনন্দাশ্রুধারায় বক্ষঃ, পরিধেয়, বসিবার আসন ও ধরাতল ভাসিয়া যাইত, সেই ভাগবত আলোচনা করিয়া ত পাষাণ হৃদয় গলিল না, ভক্তি দেবীর দয়া হইল না, ভাবের উদয় হইল না, নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল না, শরীরে রোমাঞ্চ শিহরণ জাগিল না। সবই আমার

দুরদৃষ্ট ও অশুভ কর্ম্মরাশির ফল। তবে তাহাতে দুঃখ করিয়া কোনও ফল নাই। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ও বিশ্বাস জনিত সান্ত্বনা আছে যে, দ্রব্যগুণ অপ্রকাশ থাকিবে না। কালে প্রকাশ পাইবেই পাইবে। না জানিয়া বিষ খাইলে বিষ কি তাহার কাজ করে না? উগ্রবীর্য্য, তিক্ত ঔষধ অতি অনিচ্ছায় গলাধঃকরণ করিলে, কি তাহার গুণে রোগ প্রশমিত হয় না? অতি সুগন্ধ গোলাপ ফুল হাতে লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিলে, হাতে কি তাহার সুগন্ধ আমোদিত করে না? বুঝি বা না বুঝি, পাষাণ হৃদয় গলিত হউক্ বা না হউক্, ভাগবত লইয়া নাড়াচাড়া করিলে বস্তুগুণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে। ভাগবত ত ভগবানেরই মূর্ত্তি-শাস্ত্ররূপে প্রকটিত। ভাগবত লইয়া সময়ক্ষেপ করা—ভগবানের প্রসঙ্গ লইয়া থাকা—। বিশেষতঃ ভগবানেরই নিজের উক্তি—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"। গীতা : ৬।৪০।

৩৭। অনেক সময়ে প্রত্যক্ষতঃ এমন দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি গীতি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। গানের তাল, মান, সুর, লয়, মূর্চ্ছনা, রাগ, রাগিণী প্রভৃতি বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কণ্ঠস্বরও অতিশয় কর্কশ, রাসভ বিনিন্দিত, গান গাহিবার কিছুমাত্র উপযোগী নহে, তথাপি তাঁহার মনে কখনও কোনও কারণে আনন্দের আতিশয্য হইলে, তিনি চেষ্টা করিয়াও, চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া গর্দ্দভ রাগে তান ধরিয়া থাকেন। আমারও সেই প্রকার। হৃদয়ের আলোড়ন চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া, লজ্জাসরম বিসর্জ্জন দিয়া, গর্দ্দভ কণ্ঠে আমার চিৎকার এই আলোচনা অভিব্যক্ত করিয়াছে। গর্দ্দভ রাগে চিৎকার, জীববিশেষের আনন্দের অভিব্যক্তি ত বটে। সে কারণ উহা যতই কর্কশ, যতই শ্রুতিকঠোর হউক্ না কেন, যতই ব্যাকরণ-অলঙ্কার-ন্যায়শাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করুক না কেন—সচ্চিদানন্দ স্বরূপের শ্রীচরণগলিত আনন্দ প্রস্রবণের অতি ক্ষীণ ধারার কণামাত্রও উহাতে বর্ত্তমান আছে। সচ্চিদানন্দের চরণ গলিত ধারাই ত মর্ত্ত্যে "গোমুখীর মুখ হইতে ঝরা পূত বারিধারা"। কবি উক্তধারা "সুস্বনে" ঝরে বলিয়া উল্লেখ করিলেও, উহা কি সত্যসত্যই তন্ত্রী-লয়-সমন্বিত মধুর বীণা নিক্কনের ন্যায় ঝরিতে থাকে? উহাকি কান ফাটান শব্দে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে লাফাইয়া পড়ে না? কোনও কবি—উহাকে নৃত্যশীলা বালিকার চঞ্চল-আনন্দ-নর্ত্তনছন্দে গতিশীলা বলিয়া উল্লেখ করিলেও উহা কি মূলা প্রকৃতির উন্মাদ তাণ্ডব-নর্ত্তনের চিত্র মনে জাগায় না? অন্যথা দেবাদিদেব মহারুদ্রকে বিচলিত করিবার স্পর্দ্ধা উহাতে কোথা হইতে আসিল? মহাহস্তী ঐরাবতকে ওলটপালটে হাবুডুবু খাওয়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার শক্তি

কোথা হইতে পাইল ; সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের চরণ সংস্পর্শ হেতু-ঐ স্পর্দ্ধা ঐ শক্তি, ইহা সুস্পষ্ট নহে কি ? আমার গর্দ্দভরাগও সেই ভগবচ্চরণ সংস্পর্শে শক্তিমান ত বটে। সুতরাং ইহাতে আমার কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন ?

৩৮। জ্যোতিঃ পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে ইহার প্রতি জ্যোতিঃকণা বহির্মুখীন। সেই জ্যোতিঃ কণার কোনও একটিকে অবলম্বন করিয়া প্রতি লোম ক্রমে অন্তর্মুখে অগ্রসর হইলে পরিণামে সেই জ্যোতিঃর উৎস পদার্থ-প্রাপ্তি ঘটে। আমার আলোচনা যত দোষে দোষী হউক্ না কেন—ইহা আনন্দ স্বরূপের আনন্দ জ্যোতিঃর বহির্মুখীন অভিব্যক্তি। মুণ্ডক ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে তিনিই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (মুণ্ডক ২।২।৯, বৃহঃ ৪।৪।১৬)। সুতরাং যদি কেহ উহা ধরিয়া অন্তর্মুখে অগ্রসর হন, তিনি যে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" অন্য কথায় আনন্দ স্বরূপের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, শাশ্বত বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

১৭) উপসংহার।

৩৯। ব্রহ্মসূত্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের পাণ্ডুলিপি লেখা বাং ১৩৪০ সালে, ইংরাজী ১৯৩৩ সনে শেষ হইয়াছিল। আজ ১৩৬০ সালের অগ্রহায়ণ মাস। এই দীর্ঘ ২০ বৎসর ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। আমি এখন অশীতিপর বৃদ্ধ। ইন্দ্রিয় বিকল। কর্ম্মশক্তি লুপ্ত প্রায়। এ বয়সে এত বৃহৎ পুস্তক আমার দ্বারা মুদ্রণ ও প্রচার সম্ভব নহে। আমার কানফাটান গর্দ্দভ রাগ আমিই শুনিতে থাকি, তাহাতে আমার দুঃখ নাই—উহা আমাকে আনন্দ দান করে। ভবিষ্যতে কখনও আমার কোনও উত্তর পুরুষ তাহার পূর্ব্বপুরুষের বহু পরিশ্রম ও চিন্তার ফলস্বরূপ, এই আলোচনা, সংরক্ষণ করিবার ইচ্ছায় কখনও ইহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারে।

৪০। উপসংহারে ৺পিতৃদেবের, ৺শ্রীগুরুর, ৺ইষ্টদেবের, ৺সূত্রকারের ও তাঁহার ভাষ্যকারগণের চরণে, আমার জাতি-বংশ-শিক্ষা উপাধি প্রভৃতি সম্ভূত অভিমানস্ফীত মস্তক ধূল্যবলুণ্ঠনে প্রণাম করিয়া, আমার ভাল মন্দ সমুদায় অর্পণ করিলাম।

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে, ন চ কামোপভোগে,
যদ্ ভাব্যং তদ্ ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু ॥

কিয়ে মানুষ পশুপখীমে জনমিয়ে, অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ রতিরহুতুয়াপরসঙ্গে ॥

বিদ্যাপতি।

স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তমে ॥

পাণ্ডবগীতা।

জয়নগর

২৮ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৬০।
১২ ডিসেম্বর, ১৯৫৩।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত।

বা

শ্রীমদ্ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা।

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়। প্রথম পাদ।

আলোচক :—শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত বিদ্যার্ণব।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

বা

শ্রীমদ্‌ভাগবত সাহায্যে বেদান্ত আলোচনা ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওঁ নমো গুরবে ॥

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন

প্রথম অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য :—সমন্বয়।

সমুদায় বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভাগবতে ইহা স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে—

"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥" ১১।২১।৩৫

"কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যাহৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চনঃ ॥" ১১।২১।৪০

"মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্ ॥" ১১।২১।৪১

"এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দঃ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ১১।২১।৪২

প্রথম অধ্যায়ের চারিটি পাদ—

প্রথম পাদে—স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গযুক্ত বাক্যবিচার।
দ্বিতীয় পাদে—অস্পষ্ট উপাস্য ব্রহ্মবোধক বাক্য বিচার।
তৃতীয় পাদে—জ্ঞেয় ব্রহ্মবোধক অস্পষ্ট বাক্য বিচার।
চতুর্থ পাদে—অব্যক্ত, অজা প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদবিচার।

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা। ৫।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওঁ নমো গুরবে

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

বা

সার্ব্বজনীন সুখসাধ্য সাধন-শাস্ত্ররূপে শ্রীমদ্‌ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা

প্রথম অধিকরণ। প্রথম সূত্র।

১। **জিজ্ঞাসাধিকরণ।**

১) **ভিত্তিঃ**

ভিত্তিঃ—(১) যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্।
ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য। ছান্দোগ্য ৭।২৩।১

—ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ, অতএব ভূমাকে জানা উচিত।
ছাঃ ৭।২৩।১

(২) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো
মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং
সর্ব্বং বিদিতম্। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫

—অয়ি মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ধ্যানের যোগ্য। আত্মার দর্শনে, শ্রবণে, মননে ও ধ্যানের দ্বারা লব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানে, পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তদন্তর্গত যত কিছু জানা হইয়া যায়। বৃহঃ ২।৪।৫

(৩) পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

(৪) তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্, প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥

মুণ্ডক ১।২।১২—১৩

—ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্জিত লোকসকল পরীক্ষা করিয়া, পরীক্ষা দ্বারা অনিত্য, অসার বলিয়া অবধারণ পূর্ব্বক, জগতে অকৃত (নিত্য) কোনও বস্তু নাই, এবং কৃত বা অনিত্য বস্তুতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই (অথবা উৎপাদ্য-সংকার্য্য-

বিকার্য্য-আপ্য এই চতুর্ব্বিধ কর্ম দ্বারা লভ্য, যাহা কিছু, সমুদায় অনিত্য, সুতরাং কর্ম দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ হয় না) বুঝিয়া বৈরাগ্যবান হইবার পর, গুরু সেবায়, প্রয়োজন হইলে সর্ব্ববিধ, এমন কি নীচ কর্ম করিতে প্রস্তুত—কার্য্যতঃ ইহা জানাইবার অভিপ্রায়ে, হস্তে সমিধ্‌ভার গ্রহণ করিয়া (অর্থাৎ জাত্যাভিমান, বংশাভিমান, শিক্ষাভিমান, ধনাভিমান প্রভৃতি সকল প্রকার অভিমান পরিত্যাগ করতঃ) প্রকৃত সত্য ব্রহ্মবিজ্ঞানের উদ্দেশ্যে, শ্রোত্রিয় (সমগ্র শ্রুতিপাঠ ও অর্থবোধ সম্পন্ন) ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিবেন। মুণ্ডক ১।২।১২। সেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সমীপাগত, শাস্ত্রানুশীলনে দম্ভাদিদোষ রহিত, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমনশীল সেই ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষরং অদ্রেশ্যং প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা লক্ষিত, পরিপূর্ণ স্বরূপ, প্রত্যেকের হৃদয়পুরে অবস্থিত পরমতত্ত্বের উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান করিবেন, যাহাতে উক্ত ব্রাহ্মণ উপদিষ্ট উক্ত তত্ত্বের ধারণা করিতে পারেন। মুণ্ডক ১।২।১৩

(৫) জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যু প্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥

শ্বেতাঃ ১।১১

—সেই দেব (দ্যোতনশীল অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ) পরমাত্মাকে জানিলে, জ্ঞান সাধকের সমস্ত বন্ধন-পাশ অর্থাৎ বন্ধনের হেতুভূত অবিদ্যাদি দোষ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যাজনিত ক্লেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, জন্ম এবং মৃত্যুও নিবৃত্ত হয়। জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন চিরতরে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। সেই দেবের অভিধ্যান বা অনুচিন্তনের দ্বারা, সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যময় তৃতীয় ভাগবত পদ লাভ হয় এবং আপ্তকাম হইয়া, দেহত্যাগে কৈবল্য লাভ করিয়া থাকে। শ্বেতা ১।১১

(৬) তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ড ৩।১।৩

—তখন ব্রহ্মবিদ্যাপ্রাপ্ত পুরুষ পুণ্য-পাপ পরিত্যাগ করিয়া, নির্মল হয়তঃ নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন। মুণ্ডক ৩।১।৩

(৭) ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। মুণ্ডক ৩।২।৯

—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান। মুণ্ডক ৩।২।৯

২) সংশয়।

২। সংশয়। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।১৩।১ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৪।৫ মন্ত্র সুস্পষ্ট উপদেশ দিতেছেন, ভূমাকে জানা উচিত। আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য (অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যেয়)। উক্ত শ্রুতিমন্ত্র দুটি একসঙ্গে পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ভূমা যে বস্তু, আত্মাও সেই বস্তু। উভয়েই আমাদের

পরিদৃশ্যমান বস্তুজাতের-অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু জানা উচিত, শোনা উচিত, মনন করা উচিত, অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করা উচিত বলায় মনে হয় যে, শ্রুতির উপদেশ সর্ব্ব-সাধারণ মানবের পক্ষে নিরঙ্কুশ ভাবে প্রযোজ্য। ইহা কি সম্ভব? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, যে সকল মানব দেহধারী জীব, অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত, সম্ভবতঃ ক্রমবিবর্ত্তনের অমোঘ নিয়ম বলে, ইতর প্রাণী হইতে সবে মাত্র মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, এখনও প্রায় পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া থাকে, অসভ্য, উলঙ্গ, সভ্যতার ও শিক্ষার আলোক কিছুমাত্র পায় নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধে উক্ত উপদেশের সার্থকতা কি? অথবা উপদেশ পালনের জন্য অধিকারী ভেদ বর্ত্তমান আছে?

দ্বিতীয়তঃ, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বিনা উদ্দেশ্যে কেহ কোনও কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ভূমা, আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও অবিচ্ছিন্ন ধ্যান—সমুদায় ক্রিয়া সাপেক্ষ ত বটে। এরূপ করিবার উদ্দেশ্যই বা কি?

৩) সূত্র।

৩। এই সংশয় অপনোদনের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১।১।১

অথ + অতঃ + ব্রহ্ম + জিজ্ঞাসা।

উক্ত সূত্রটি, তন্নিম্নে প্রদর্শিত চারিটি পদে গঠিত। উক্ত চারিটি পদের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থের অনুধাবন করিলে সংশয় তিরোহিত হইবে।

৪) অথ।

৪। অথ পদের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ—(১) মঙ্গলাচরণ সূচক ও (২) অনন্তর। সূত্রস্থ "অথ" পদ উক্ত উভয় অর্থে ব্যবহার করা ভগবান সূত্রকারের অভিপ্রায়। যদিও "ব্রহ্মসূত্র" গ্রন্থের, উপক্রমে, উপসংহারে, প্রত্যেক অধ্যায়ে, প্রত্যেক পাদে, পরম মঙ্গলময়, মঙ্গল স্বরূপ, পরম ব্রহ্ম আলোচিত হইয়াছেন। তথাপি গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ শিষ্টাচার সঙ্গত বলিয়া লোক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় বিষয়ে, "অথ" পদের প্রয়োগে উক্ত প্রয়োজন সাধন করা হইয়াছে।

৫। উহা ছাড়া উক্ত পদের "অনন্তর" অর্থ গ্রহণও অতি প্রয়োজনীয়। 'অনন্তর" বলিলে, কাহার অনন্তর-ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ১।২।১২ মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি সাধিত হইয়াছে। উহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মলভ্য লোকসকল—যথা স্বর্গাদি

সুখ ভোগের স্থান হইলেও—শাস্ত্র ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপদেশে পরীক্ষা করিলে, উহারা নশ্বর, অনিত্য প্রতিপন্ন হয় এবং অনিত্য কিছুর দ্বারা নিত্য বস্তুর লাভ সম্ভব নয়, এই জ্ঞান জন্মে। দৃঢ়ভাবে ইহার প্রতীতি হইলে উক্ত পরীক্ষক ব্রাহ্মণের নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য জন্মিবার পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বা ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রবৃত্তি দেখা দেয়। কারণ তখন মনে স্পষ্ট ভাবে না হউক্, অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় জ্ঞান জন্মে যে ব্রহ্মই এবং সে কারণ তাঁহা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যাই একমাত্র নিত্য ও শাশ্বত বস্তু। সুতরাং শ্রুতির উপদেশ সার্ব্বজনীন হইলেও, উহা নিরঙ্কুশভাবে প্রযোজ্য নহে।

৬। মুণ্ডক শ্রুতির আলোচ্য ১।২।১২ মন্ত্রে প্রথমার্দ্ধে "ব্রাহ্মণঃ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যখন দ্বিজাতিমাত্রেরই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এ তিন বর্ণের পুরুষগণের বেদে অধিকার আছে, তখন শ্রুতি কেবলমাত্র "ব্রাহ্মণ" পদ ব্যবহার করিলেন কেন? ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকে বাদ দিবার কি অভিপ্রায়? এই প্রকার আপত্তির সম্ভাবনা অনুমান করিয়া ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য-"ব্রাহ্মণ" পদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বলিতেছেন :—"ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্যৈব বিশেষতোঽধিকারঃ সর্ব্বত্যাগেন ব্রহ্ম বিদ্যায়ামিতি ব্রাহ্মণ গ্রহণম্"—শ্রুতিতে ব্রাহ্মণপদ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে, "ব্রাহ্মণ" জাতিগত ভিখারী সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া, তিনি ব্রহ্মবিদ্যালাভে তৎপর হইতে পারেন। ক্ষত্রিয় রাজ্যপালন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সমুদায় প্রজার যথাযোগ্য মর্য্যাদা ও ধনপ্রাণ রক্ষা প্রভৃতি ব্যাবহারিক হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ও তৎপর না হইলে, সমাজে বিশৃঙ্খলতা ঘটিবার আশঙ্কা ও পরিণামে সমাজ ধ্বংসের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। বৈশ্যধন উপার্জ্জনে তৎপর না হইলে, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যরক্ষা, প্রজা পালন, তাহাদের মর্যাদা-ধন-প্রাণ রক্ষা, জনসাধারণের উপদেষ্টাগণকে বৃত্তিদান প্রভৃতি দুষ্কর, এমনকি অসম্ভব হইবার আশঙ্কা আপতিত হয়। উক্ত উভয় বর্ণে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিলেও, তাঁহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মবিদ্যায় তৎপর হইয়া থাকা, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নয় বলিয়া, শ্রুতি বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের উক্তি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ লোকশিক্ষক—সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষাদান তাঁহার ধর্ম্ম। ভিখারীর সর্ব্বস্বত্যাগে সমাজের ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ব্রহ্ম বিদ্যালাভের পর, উহার শিক্ষা সমাজস্থ উপযুক্ত অধিকারীগণের মধ্যে বিতরণ সুকর হয়। সর্বস্ব ত্যাগ হেতু চরিত্রগৌরবও সর্ব্বসমক্ষে অতি উচ্চ ও পবিত্র আদর্শ প্রকটিত করে। এবং উহা সমগ্র সমাজের নৈতিক আদর্শের মান উন্নয়নের কারণ হয়।

৫) পূর্বপক্ষের প্রথম আপত্তি ও তাহার সমাধান।

৭। পূর্বপক্ষ বলিতেছেন ঃ—শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণের উপযুক্ত অধিকারীর ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অধিকার আছে, বলিলে, অথচ তুমি তোমার বর্ত্তমান আলোচনার নাম দিয়াছ—"সার্ব্বজনীন সুখসাধ্য সাধন-শাস্ত্র রূপে"—এই আলোচনা—সুতরাং এই আলোচনাগুলিতে এবং তদনুসারে-বিচার বিতর্ক করিতে শূদ্রও এমনকি বিধর্ম্মীগণেরও অধিকার আছে। সুতরাং তোমার আলোচনা কি শাস্ত্রবিরোধী হইল না ?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন ঃ—তোমার আপত্তি শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে মনোযোগ দিয়া আলোচনা শুনিতেছ-তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমার বক্তব্য অবধান কর।

শাস্ত্রে শূদ্রগণের এবং সে কারণ অন্য ধর্ম্মের লোকগণের বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রয়াসের বিরুদ্ধে নিষেধবাণী আছে বটে, তাহা তৎকালোপযোগী ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। সে সময় শূদ্রগণ অতিশয় নিম্ন স্তরের ছিল—দেহ মাত্র মানুষের মত ছিল, কিন্তু মানসিক শক্তির বিকাশ কিছুমাত্র ছিল না ও নীতিজ্ঞান অতিশয় ক্ষীণ ছিল। আজিও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী, পাপুয়া বাসীগণের ও আরও অনেক অসভ্য মানব জাতির মধ্যে, ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের বা বেদান্তের সূক্ষ্ম বিষয় তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। বেদান্তে উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ তাহাদের অসম্ভব ছিল। তখন খৃষ্ট বা মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই।

পরে কাল বিপ্লবে, নিম্নস্তরের শূদ্রনামধারী মানবগণ, আর্য্য ঋষি, তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহাদের আচরণ, ক্রিয়া কলাপ দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ বুদ্ধির বিকাশ ও জ্ঞানের উন্মেষ লাভ করিতে থাকে। যখন তাহারা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন সকলের প্রতি সমদর্শী ঋষিগণ, তাহাদের পারমার্থিক কল্যাণের জন্য ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ পুরাণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতির মাধ্যমে অকুণ্ঠিত ভাবে বিতরণ করিলেন। ইহা খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। যদি ইতিহাস আলোচনা কর, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়। উহা ত হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক কিছু নহে। উহা উপনিষদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাতে কাল বিপ্লবে অনেক গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল, একারণ ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিশেষ কার্য্য সমাধানের জন্য আবির্ভূত হইয়া,

উহার উপনিষদিক ভিত্তি অটুট রাখিয়া, আগন্তুক মালিন্য দূর করিলেন ও বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিলেন।

খৃষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেন্টজন, যিনি খৃষ্টের দীক্ষাগুরু তিনি একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ছিলেন। দীক্ষার পর খৃষ্ট ভারতবর্ষে আসিয়া-হিন্দুগুরুর নিকট ও পরে হিমালয়ে তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধ শ্রমণের নিকট শিক্ষালাভ করেন। (দেখ গায়ত্রী রহস্য পৃঃ-৪৭) মুসলমান ধর্ম্ম যে খৃষ্ট ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন এই উভয় ধর্ম্মের মানবগণই পৃথিবী ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

উপরের সংক্ষেপ আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, ভারতের সনাতন ধর্ম্ম—অন্যান্য সকল ধর্ম্মের মাতৃস্থানীয়া। বেদান্তের উপদেশ খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্মে-কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পরোক্ষভাবে অনুস্যূত। সে কারণ উক্ত উভয় ধর্ম্মের মধ্যে বেদান্তের উপদেশে গঠিত উন্নত স্তরের সাধকগণের সংখ্যা বিরল নহে। সুতরাং পূর্ব্বে যে কারণে সমদর্শী ঋষিগণ, বেদের সম্মান বজায় রাখিয়া পুরাণ, গীতা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আপামর সকলের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, সে কারণ তুল্যভাবে এখন বর্ত্তমান। অতএব আমার এ আলোচনার নাম সার্ব্বজনীন বলায় কি দোষ হইয়াছে!

মুণ্ডক শ্রুতি আগেই পরা ও অপরা বিদ্যার পরিচয়ে বলিয়াছেন—ব্রহ্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা। চারিবেদ, তাহাদের অঙ্গ, উপাঙ্গ সুতরাং বার্ত্তা বা জীবিকোপায়ের বিদ্যা—সমুদায় অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের সাধনোপায় পৃথক। নির্ব্বেদ, বৈরাগ্য, ত্যাগই পরাবিদ্যালাভের অপরিহার্য্য অঙ্গ। সমাজের তিন বর্ণের সকল ব্যক্তি যদি সর্ব্বস্বত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, পরাবিদ্যা অর্জ্জনে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে সমাজের স্থায়িত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ কারণ শ্রুতি সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণের পক্ষে উহার বিধান করিয়াছেন।

৮। উক্ত মুণ্ডক শ্রুতির ১।২।১২ মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ সম্বন্ধে ভাগবত কি বলিতেছেন, দেখা যাউক্। ভাগবত বলিতেছেন :—

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ

দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রানন্দাঃ শুচার্পিতাঃ। ১১।১৪।১০

এই সকল কর্ম্মী পুরুষের কর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রাপ্য লোক সকল, অনিত্য, দুঃখমিশ্রিত, মোহময়, ক্ষুদ্র, মন্দ ও শোক পরিব্যাপ্ত। ১১।১৪।১০

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।

বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ১১।১৯।১৭

কর্ম্মমাত্রের পরিণাম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দৃষ্ট কর্ম্মের ন্যায়, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত অদৃষ্ট কর্ম্মফল ও দুঃখরূপ, নশ্বর বিবেচনা করিবে। ১১।১৯।১৭ দৃষ্ট কর্ম্ম, ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন প্রভৃতি ও তাহার ফল ভূমি হইতে উৎপন্ন ফলশস্যাদি। উহারা যেমন নশ্বর প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ যজ্ঞ, ইষ্ট, পূর্ত্ত, দানাদি কর্ম্মের অদৃষ্ট ফলও নশ্বর।

৯। মীমাংসকগণ এই অদৃষ্ট ফলকে "অপূর্ব্ব" আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। তাঁহাদের মতে এই "অপূর্ব্ব" যজ্ঞাদি আচরণকারীর সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া স্বর্গাদি লোক সকলে সুখভোগের বিধান করে। ভাগবত বলিতেছেন যে, মীমাংসকগণের উক্ত মত স্বীকার করিলেও, স্বর্গাদিতে উক্ত ভোগ যে নশ্বর, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রেয়ঃ কামীর উহা নশ্বর বলিয়া বুঝিয়া সাবধান হওয়া উচিত।

এবং লোকং পরং বিদ্যান্ নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্॥ ভাঃ ১১।৩।২১
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ ভাঃ ১১।৩।২২

কর্ম্মজন্য এই সমুদায় লোক নশ্বর বলিয়া জানিবে। এই লোক সকল উপভোগের সময়ও দুঃখজনক, কারণ খণ্ডমণ্ডলবর্ত্তী রাজাদিগের যেমন তুল্যের প্রতি স্পর্দ্ধা, অতিশয়ের (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের) প্রতি অসূয়া এবং সর্ব্বদা ধ্বংসের (অর্থাৎ উক্ত খণ্ড-মণ্ডলের রাজ্য হইতে বিচ্যুতির) ভয় থাকে। সেইরূপ ঐ সকল লোক ভোগিগণের মধ্যে তুল্যের প্রতি স্পর্দ্ধা, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের লোক ভোগিগণের প্রতি অসূয়া এবং নিজেদের উক্ত লোক সকল হইতে পতনের ভয় সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে॥ ভাঃ ১১।৩।২১

অতএব যে ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিত্য শাশ্বত বস্তু বা মোক্ষলাভে অভিলাষ করিবেন, তিনি বেদাখ্য শব্দ-ব্রহ্মের রহস্য অর্থ ব্যাখ্যানে নিপুণ এবং পরব্রহ্ম ভগবানে পরিনিষ্ঠিত ও তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হেতু ক্রোধ-লোভাদির অবশীভূত গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ১১।৩।২২। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধৃত ১১।৩।২১ ও ১১।৩।২২ শ্লোকদ্বয়ে শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডকশ্রুতির ১।২।১২ মন্ত্রের অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতেছে।

১০। শ্রুতিমন্ত্রের যে আলোচনা উপরে করা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, উক্ত উপদেশ অনুসারে, ব্রহ্ম বা ভূমা বা আত্ম-তত্ত্ব

জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসুর প্রাক্‌কালীন কয়েকটি অপরিহার্য্য অঙ্গ সাধন একান্ত প্রয়োজন। ভাগবতও ইহা উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝাইলেন। ভাগবতের উক্ত শ্লোকে কর্ম্মপদ ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করায়, আপত্তি হইতে পারে যে, যখন ব্রহ্মবিদ্যালাভে কর্ম্মাচরণের অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা নাই, তখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান কেন? এবং শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত—চান্দ্রায়নাদির বিধি কেন?

ইহার বিস্তৃত আলোচনার স্থল ইহা নহে। পরে ইহা করা যাইবে। মোটামুটি এককথায় বলিতে পারা যায় যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। পাপ স্খালনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-চান্দ্রায়নের-বিধানের পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক কারণ বর্তমান রহিয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, যাহা কর্ম্ম-হইতে উৎপন্ন, কর্ম্মদ্বারা তাহার আত্যন্তিক ধ্বংস না হউক্, অনেকটা বিলোপ সাধিত হইতে পারে। যেমন কোন ধৌত বস্ত্রে কালী পড়িলে, উহাতে লেবুর রস বা অন্য কোনও অম্ল পদার্থ মিশাইয়া পরে নির্ম্মল জলে ধৌত করিলে, কালির দাগের প্রগাঢ়তা অনেক কম হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হয় না। বস্ত্রের সূতার মধ্যে কালির সংস্পর্শে যে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তাহা অল্পবিস্তর থাকিয়া যাইবেই। সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপাচরণের গাঢ় কালিমা কতকটা নিরাকৃত হইলেও, উহা অন্তরে যে সংস্কার জন্মাইবার কারণ হয়, তাহা সহজে লোপ পায় না। এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন আত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥ ভাঃ ৬।১।১০

কর্ম্মমাত্রই অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। প্রায়শ্চিত্ত-চান্দ্রায়ণাদিও কর্ম্ম। সুতরাং উহারাও অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। উভয়েই অবিদ্যাভুক্ত হওয়ায় কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। জ্ঞানই কর্ম্মনাশের মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত।

ভাগঃ ৬।১।১০

গীতায় ভগবানও এই কথাই বলিয়াছেন :—

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ গীঃ ৪।৩৬
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ গীঃ ৪।৩৭

হে অর্জুন! যদি তুমি পাপী সকল হইতেও অত্যধিক পাপাচরণকারী হও, তথাপি জ্ঞানপোতের সাহায্যে পাপ সাগর পার হইতে পারিবে। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশি ভস্ম করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম্মই ভস্মসাৎ করিতে পারে। ৪।৩৬-৩৭। অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, কর্ম্মের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না। কর্ম্মজনিত স্বর্গাদি লোক নশ্বর ও দুঃখময়। জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান অন্য কথায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মুণ্ডক শ্রুতির ১।২।১২ মন্ত্রে ও ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোক সকলে এবং গীতার উদ্ধৃত ৪।৩৬-৩৭ শ্লোকে কথিত কর্ম্ম-কাম্য কর্ম্ম, উভয়েই বন্ধন শক্তি। উহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। সে সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে।

৫) অতঃ।

১১। "অতঃ"—এই কারণে বা এই হেতুতে।

সূত্রের প্রথম "অথ" পদের আলোচনায় এতদূরে আসিয়াছি। এই আলোচনায় "অতঃ" পদ সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা বলা হইয়া গিয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া, যাহা বলিবার তাহা বলিতে অগ্রসর হইতেছি।

আলোচ্য প্রথম সূত্রের প্রতিপাদ্য "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ব্রহ্মপদের ব্যুৎপত্তি লব্ধ অর্থ—"বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম"—বৃহত্তম বলিয়া ও সংবর্দ্ধনকারী বলিয়া ব্রহ্ম-পদের তাৎপর্য্য। যত বৃহৎ আমরা কল্পনা করিতে পারি—কি জ্ঞানে, শক্তিতে, নামে, রূপে, ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে, পরিমাণে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে—সর্ব্ববিষয়ে বৃহত্তম বলিয়া তিনি "ব্রহ্ম" নামে পণ্ডিত সমাজে পূজ্য। এই একই কারণে, তিনি তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—"অনন্ত" নামে ও ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ৭।২৩।১ মন্ত্রে "ভূমা" নামে উক্ত হইয়াছেন। 'অত্' ধাতু হইতে উৎপন্ন—বৃহদারণ্যক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ২।৪।৫ মন্ত্রে কথিত "আত্মা" ও এক পর্য্যায়ে ভুক্ত। বৃহত্ত্বের দিক হইতে ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলাম।

১২। অন্যপক্ষে, তিনি, নিজ সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত জীব ও জগৎকে সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধ করেন, বিশেষতঃ উপাসনাকারিগণকে নিজের শাশ্বত পদ প্রদান করেন। এমন কি, উপযুক্ত অধিকারী ভক্তকে আত্মদান পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন না—একারণ তিনি ব্রহ্ম নামে পূজ্য। ব্রহ্মসূত্র আলোচনায় যত অগ্রসর হওয়া যাইবে, ইহা ততই বোধগম্য হইবে। তিনিই একমাত্র তত্ত্ব

বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ নিজ নিজ উপাসনার ভাবানুসারে কেহ পরব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ পরমপুরুষ, কেহ ভগবান, কেহ কেহ বা রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নামে নিজ নিজ ইষ্টদেবরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন। 'তত্ত্ব' পদের অর্থ-তৎ-এর ভাব। 'তৎ' শব্দ ব্রহ্মেরই নির্দ্দেশক—ইহা ভগবান গীতার ১৭।২৩ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন। সুতরাং কোন কিছুর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইলে, উহা যতক্ষণ না ব্রহ্মে পর্য্যবসান হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার বিরাম নাই।

১৩। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত স্বতঃই আসিয়া পড়ে যে, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" পদের অর্থ শুধু ব্রহ্মের বা আত্মার প্রত্যক্ষভাবে স্বরূপানুভূতির ইচ্ছা মাত্র নহে, প্রপঞ্চ জগতের ও উহার অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যমান—অপরিদৃশ্যমান সমুদায়ের মূল তত্ত্বানুধাবনের ইচ্ছা। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত আপনিই প্রকাশ পায় যে, ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করিতে পারিলে, সমুদায় জানা হইয়া যায়, সমুদায়ের তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১ ও মুণ্ডক শ্রুতির ১।১ কথিত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান। পরে ইহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। কিন্তু ইহা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; কঠ শ্রুতি ১।২।৭ মন্ত্রে বলিতেছেন :—

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

কঠ ১।২৭

শ্রবণমাত্রের জন্যও তিনি বহুলোকের লভ্য নহেন—অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছু বহু ব্যক্তি তাঁহার বিষয় শুনিবার সুযোগ পান না। শুনিলেও বহু লোক তাঁহাকে জানিতে পারেন না অর্থাৎ শ্রবণের ফল আত্মজ্ঞান লাভ সকলের পক্ষে সুলভ নয়। ইহার বক্তা বা উপদেষ্টা আশ্চর্য্য এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে লাভ করেন, তিনিও আশ্চর্য্য। অধিক কি বলিব, তাঁহার তত্ত্ব বুঝাইতে পারেন এমন আচার্য্য ও আশ্চর্য্য (দুর্ল্লভ) এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে, এরূপ শ্রোতা বা শিষ্যও আশ্চর্য্য বা দুর্ল্লভ। কঠ ১।২।৭

সুতরাং যিনি উপদেশ দিবেন, তাঁহার তত্ত্বালোকে অপরের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার যেমন শক্তি থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ যিনি উপদেশ গ্রহণ করিবেন তাঁহার উহা ধারণা করিয়া আত্মস্থ করিবার শক্তি থাকা তুল্যভাবে প্রয়োজনীয়। অন্য কথায় জিজ্ঞাসুর উপযুক্ত অধিকার না থাকিলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ইচ্ছা গভীরভাবে হয় না। শুধু মুখে প্রকাশ করিয়া নিজের বাহাদুরি লাভের প্রয়াসমাত্রে পরিণত হয়।

১৪। শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ১।২।১২ ও ১।২।১৩ মন্ত্র অতি বিশদভাবে অধিকারী নির্দ্দেশ করিতেছেন, উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সরল বাঙ্গলা অর্থগ্রহণে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে—প্রাক্‌কালীন অপরিহার্য্য কয়েকটি প্রয়োজন সাধন করা অতি আবশ্যক। সূত্রে ব্যবহৃত "অতঃ" পদের দ্বারা সেই প্রয়োজন কয়টির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই গুলিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ইচ্ছা জাগরণের প্রাক্‌কালীন কারণ বা হেতু। সেগুলি নীচে লিখিত হইল :—

(ক) কর্ম্মলভ্য লোক সকলের পরীক্ষা-শাস্ত্র সাহায্যে ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশানুসারে করিতে হয়।

(খ) উক্ত পরীক্ষার ফলে, কর্ম্মমাত্রই অনিত্য এবং অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা নিত্য বস্তু লাভ অসম্ভব,এই জ্ঞান জন্মে।

(গ) এই জ্ঞান জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাবহারিক প্রপঞ্চ জগতে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু প্রতীতি গোচর হয়, সমুদায় নশ্বর বিষয়ে নির্ব্বেদ বা সমুদায়ে বৈরাগ্য ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(ঘ) সমুদায়ে বৈরাগ্যভাব উদয় হইলে, সর্ব্বপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর পদযুগে আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) ব্রহ্মজ্ঞ গুরু, সমীপাগত উক্ত বৈরাগ্যবান ব্যক্তিকে (তখন শিষ্য) পরীক্ষা করিয়া যদি জানিতে পারেন, যে—

(i) উক্ত শিষ্য সরলান্তঃকরণে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাভিলাষে আসিয়াছেন, মনে কাপট্য, আত্মম্ভরিতা, লোকের চক্ষে মিথ্যা বিশিষ্টতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নাই,

(ii) শাস্ত্রাদি অনুশীলনে এবং পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত ও দম্ভ-দর্পাদি দোষ রহিত,

(iii) বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমনশীল-সেকারণ ক্রোধ, দ্বেষ. অসূয়াদি বর্জ্জিত,

তখনই তিনি তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যোপদেশ দিবেন। উক্ত শিষ্যকে মুণ্ডক ১।২।১২ শ্রুতিমন্ত্র "ব্রাহ্মণ" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া গুরু সমীপে আগত হইয়াছেন—বুঝিতে হইবে। শুধু জাতিগত ব্রাহ্মণ হইলে চলিবে না। ইহা বুঝাইবার জন্য ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।৪ প্রপাঠকে জাবাল সত্যকামের উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। উক্ত উপাখ্যান অনুসারে-সত্যকাম গুরুর প্রশ্নে নিজের গোত্র পরিচয় দিতে অসমর্থ হওয়ায়, স্বীয় মাতার উক্তি গুরুচরণে অসঙ্কোচে নিবেদন করা হেতু, গুরু তাঁহার সত্য কথায় প্রীত হইয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৫। যাহা হউক্, অবান্তর কথা ছাড়িয়া আলোচ্য বিষয়ে অবতরণ করা যাউক্। যেমন ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে, কারণ স্বরূপ (১) মৃত্তিকা, (২) জল, (৩) কুলাল চক্র, (৪) দণ্ড, (৫) কুম্ভকার, (৬) কুম্ভকারের দক্ষতা, (৭) কুম্ভকারের ইচ্ছা প্রভৃতি সমুদায়ের সমবেত প্রয়োগে ঘট নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য সমাধা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিতে হইলে, উপরে লিখিত (ক) হইতে (ঙ iii) পর্য্যন্ত সমুদায় কারণ ব্যাপারের বিনিয়োগ সংসাধিত হইলে, গুরুর কৃপায় ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইয়া থাকে।

সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে হইলে, অন্য কথায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে হইলে, নিজেকে উপযুক্ত অধিকারী হইতে হইবে, ইহা বুঝা গেল। অতএব উপরে লিখিত সংশয়ের প্রথম অংশের সমাধান হইল—অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা-মানবদেহধারী জীবমাত্রের জন্য অভিপ্রেত হইলেও, নিরঙ্কুশভাবে অনধিকারীকে, উহার উপদেশ দেওয়া বিধেয় নহে। উহাতে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণের সম্ভাবনা অতি বেশী। আরও বুঝা গেল যে, উপযুক্ত অধিকারী না হইলে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ ফলপ্রদ হয় না।

৬) পূৰ্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় আপত্তি ও তাহার সমাধান।

১৬। পূৰ্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতেছেন। উপরের আলোচনায়, শ্রুতিমন্ত্রের বলে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য গুরুচরণ আশ্রয়-অপরিহার্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। গুরু ত শাস্ত্রমতই উপদেশ দান করেন। আজকাল ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যে অতি দুষ্প্রাপ্য, তাহা বলা বাহুল্য। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও দুর্লভ। অন্য পক্ষে, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সমুদায় শাস্ত্রগ্রন্থ, ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী, সমেত—সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। এখনও কি গুরুর আশ্রয় প্রয়োজন? প্রাচীনকালে শাস্ত্র সহজলভ্য ছিল না। শাস্ত্র ও তাহার রহস্যজ্ঞান গুরুর মনে নিবদ্ধ ছিল, সুতরাং তখন গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মনে হয়, উহা অপরিহার্য্য নহে।

১৭। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন—এ সম্বন্ধে তোমার ছান্দোগ্য শ্রুতির সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে কথিত "ভূমা" বিদ্যাপ্রসঙ্গে, নারদ-সনৎকুমার সংবাদে মনোযোগ আকর্ষণ করি। নারদ ত সমুদায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, অথচ ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই। এ কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, সনৎকুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর, তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

১৮। তোমার উত্থাপিত আপত্তির সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডকশ্রুতির ১।২।১২ মন্ত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন :—"শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানন্বেষণং ন কুর্য্যাদিত্যেতৎ 'গুরুমেব' ইতি অবধারণ ফলম্।" অর্থাৎ ১।২।১২ মন্ত্রে 'গুরুমেব' পদ আছে, উক্ত পদে 'এব' ব্যবহারের তাৎপর্য্য অবধারণ—'গুরুকেই'—শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মবিদ্যা অন্বেষণ বিধেয় নহে। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ গীঃ ৪।৩৪

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে উক্তজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) উপদেশ দিবেন। গীঃ ৪।৩৪

বলা বাহুল্য এই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীই গুরু।

১৯। ব্রহ্মবিদ্যা-গুরুর নিকট হইতেই লাভ করিবার বিধান কেন, শাস্ত্র জ্ঞানে লভ্য নহে—এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ১।১।৩ প্রসঙ্গে করা যাইবে। এখানে তাহাতে প্রবেশ করিব না। যথাকালে উহা বুঝিতে পারিবে। এখানে এইমাত্র শুনিয়া রাখ যে, ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ-প্রকৃতপক্ষে নিজের অন্তরে পরব্রহ্মের-অপরোক্ষানুভূতি প্রাপ্তি। ইহা অনুভূতির ব্যাপার, ভাষায় প্রকাশের ব্যাপার নহে। অথবা সমুদায় শাস্ত্রে সর্ব্বজ্ঞ হইলে ইহা লাভ করা যায় না। গুরু প্রথমে শিষ্যকে ভাষায় যতদূর সম্ভব, বাচনিক উপদেশ দেন, যখন তিনি দেখেন যে, শিষ্য উপদেশ মত অনুষ্ঠান যথাযথ করিয়া, উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, তখন তিনি নিজে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া, স্বীয় ব্রহ্মানুভূতি শিষ্যের অন্তরে সংক্রামিত করিয়া দেন। এই সংক্রমণের জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না—অন্তরে অন্তরে নীরবে অথচ অতিশয় কার্য্যকারীভাবে, অনুভূতির আদান প্রদান চলে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত "দক্ষিণামূর্ত্তি" গুরুস্তবে ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন :—

গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তুচ্ছিন্নসংশয়াঃ॥

কোন কঠিন সংশয় হৃদয়ে পোষণ করিয়া, উহা সমাধানের জন্য শিষ্য গুরুচরণে উপস্থিত হইয়া, নীরবে তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকিলে; নীরব গুরু বাক্যমাত্র উচ্চারণ না করিয়া-"মৌনব্যাখ্যানের" দ্বারা তাহার সংশয় অপনোদন করেন।

সুতরাং গুরুকরণ-অপরিহার্য্য।

২০। এখন প্রকৃত "অধিকারী" সম্বন্ধে ভাগবত কি বলিতেছেন, দেখা যাউক্। কর্ম্মলভ্য লোক সকলের পরীক্ষার দ্বারা, উহারা নশ্বর—এই জ্ঞানলাভ

সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থ জিজ্ঞাসুরনসূয়ু রমোঘবাক্॥ ১১।১০।৬
জায়াপত্য গৃহক্ষেত্র-স্বজন-দ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমংপশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ॥ ১১।১০.৭

জিজ্ঞাসু ব্যক্তি অভিমানশূন্য, নিরহঙ্কৃত, অনলস, মমতারহিত, দৃঢ়সৌহার্দ্দ্য-বিশিষ্ট, অসত্বর (অর্থাৎ সাধ্যবস্তু লাভের জন্য ত্বরারহিত-যথাসময়ে উহা আসিবে, এই প্রত্যাশায় অপেক্ষাকারী), অসূয়াশূন্য ও ব্যর্থালাপ শূন্য হইবেন। আরও, জায়া-অপত্য, গৃহ-ক্ষেত্র-আত্মীয় ও ধনজনাদি সমুদায়ে উদাসীন, সকল পদার্থকে নিজের ন্যায় সমভাবে দর্শন করিবেন। ভাগবত ১১।১০।৬-৭

উদ্ধৃত ১১।১০।৬ শ্লোকে "অসত্বর" একটি বিশেষণ আছে। উহার তাৎপর্য্য ইংরাজীতে যাহাকে hasty অথবা চলিত বাঙ্গালায় যাহাকে "ব্যস্তবাগীশ" বলে, তাহা নয়। সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে-প্রশান্ত ও ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান-কারী। আজকাল উদরান্ন সংস্থানের মহাসমস্যার দিনে অনেককেই কষ্টাবর্ত্তে পতিত হইয়া, অল্পসময়ে অনেক কাজ বাধ্য হইয়া করিতে হয়। ইহাতে সব সময় কার্য্য হয়ত সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। হইলেও 'সত্বর' কাজ শেষ করিবার আগ্রহ, মনে বিক্ষোভ আনয়ন করে। ব্রহ্মবিদ্যালাভের প্রচেষ্টায় উক্ত বিক্ষোভ যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া মনোনিবেশ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মন বিক্ষোভরহিত ও প্রশান্ত করিয়া স্থৈর্য্য সম্পাদন করা উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের মুখ্য অঙ্গ। জিজ্ঞাসু ব্যক্তির গুরুচরণ আশ্রয় যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ভাগবতের ১১।৩।২২ শ্লোক আলোচনায় আগেই বুঝিয়াছি।

৭) পূর্ব্বপক্ষের পুনরায় আপত্তি ও তাহার সমাধান।

২১। পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন :—তুমি তো শ্রুতি ও ভাগবত প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করিলে যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির গুরুর শরণ গ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য এবং উক্ত গুরু বেদবিৎ ও ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমানে বেদের আলোচনা, শুধু বঙ্গদেশে কেন, প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং বেদের রহস্যজ্ঞ গুরু কোথায় মিলিবে? ব্রহ্মজ্ঞ গুরুলাভ ত অতি দূরের কথা। সুতরাং বর্ত্তমান কালে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পরাবিদ্যা লাভের কি কোন উপায় নাই?

২২। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—তুমি বেদের রহস্যজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরু অতি দুর্লভ বলিলে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা শ্রেয়ঃকামীর পক্ষে উচিত নহে। শাস্ত্রবিধানমত, নিজেকে উপযুক্ত অধিকারীরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে, গুরুর জন্য ভাবিতে হইবে না। ভগবানের মঙ্গল বিধানে গুরু আপনিই উপস্থিত হইবেন।

ভগবান গীতায় সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীঃ ১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্। গীঃ ১৮।৬২

হে অর্জ্জুন! অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, সকল ভূতগণের হৃদয়ে বাস করিয়া, নিজের মায়াশক্তির দ্বারা সকল ভূতজাতকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন। তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি, নিত্যধাম স্বরূপ ভগবানকেই প্রাপ্ত হইবে। গীঃ ১৮।৬১-৬২

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১৮।৬২ শ্লোকে "তমেব" পদে 'এব' অব্যয়পদ ব্যবহারের দ্বারা ভগবান বুঝাইলেন যে, অন্তর্য্যামী ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করিলে পরমপদ প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না।

২৩। ভাগবতও বলিতেছেন :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥ ৩।৩২।১৮

ভগবান বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, তাহা আশু বৈরাগ্য ও ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি রূপ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। ভাগঃ ৩।৩২।১৮

যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে অক্ষম, দেহধারী গুরুর দর্শন ও আশ্রয়-প্রার্থী, ভগবান তাঁহাদিগকে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে করিলে নিজেই গুরু-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন।

ভাগবত বলিতেছেন :—

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্ আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।
১১।২৯।৬

যিনি তাঁহার শরণাগত দেহধারীগণের অন্তরের ও বাহিরের সমুদায় অশুভ দূর করিয়া, বাহিরে আচার্য্যমূর্ত্তিতে উপদেশদানে ও অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে, উক্ত ব্যক্তির ইষ্টমূর্ত্তি প্রকটনে নিজপদ প্রদান করেন। ভাগ ঃ ১১।২৯।৬

ভগবান ত জগদ্‌গুরু। সমষ্টি জগৎ সম্বন্ধে যেমন, ব্যষ্টি প্রত্যেক মানব সম্বন্ধেও তেমন। তাঁহারই মঙ্গল বিধানে, তাঁহার পার্ষদগণ বিশ্বের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া তাঁহার ভক্তদিগের সমুদায় বিঘ্ন দূর করতঃ পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির বিধান করেন। নারদ উক্ত পার্ষদগণের মধ্যে একজন মুখ্য। তিনি গুরুরূপে পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুবকে উপদেশ দিয়া, তাঁহার ভগবৎ প্রাপ্তিযোগ সাধনের হেতু হইয়াছিলেন। ভাগবতে ত ব্যাসদেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তিনি বেদবিভাগ, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্র প্রণয়ন, বর্ণাশ্রম-ধর্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সম্পাদন করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিয়া—চিন্তান্বিত থাকাকালে, নারদ গুরুরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভগবানের স্বরূপাত্মক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আনন্দ প্রকাশক ভাগবত শাস্ত্র রচনা করিতে উপদেশ দেন, তদনুসারে ভাগবত রচিত হয় এবং ব্যাসদেবও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বাল্মীকির রামায়ণ রচনার মূলেও নারদের উপদেশ ; ইহা রামায়ণ পাঠে জানা যায়। অবশ্যই এ সমুদায় অতি প্রাচীনকালের কথা।

২৪। অতি আধুনিক কালের একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহা বেশীদিনের কথা নয়। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অল্পদিন হইল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন। পরে উহা ছাড়িয়া, হিন্দুধর্ম্মের বিধানানুসারে—সন্ন্যাস গ্রহণান্তর ৺গয়ায় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সন্নিকট আকাশগঙ্গা পাহাড়ে তপস্যা আরম্ভ করেন। তথায় তাঁহার গুরু সূক্ষ্ম শরীরে আগমন করতঃ, স্থূল রক্ত-মাংসের দেহ প্রকট করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রদান পুরঃসর উক্ত মন্ত্রসাধনের উপযুক্ত শিক্ষাদানান্তে অন্তর্দ্ধান করেন। এখনও হয়ত সে সময়কার লোক জীবিত আছেন।

২৫। এ সমুদায় দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল যে, ভগবান মানুষকে যে শক্তিটুকু দিয়াছেন, মানুষ যদি তাহার সীমাবদ্ধ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির পরিচালনে উক্ত শক্তির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া আপনাকে উপযুক্ত অধিকারী করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ভগবানের দয়া, অজস্রধারে তাহার মস্তকে বর্ষিত হইয়া তাহার সমুদায় পুরুষার্থ সিদ্ধ করিয়া থাকে। মানুষ ত অমৃতলোকের অধিবাসী। ভগবানের জগৎ-ক্রীড়ায় সঙ্গী। ক্রীড়ায় সাধক নিয়মের ভঙ্গাপরাধে মায়ার অধিকারে আপতিত হইয়া কষ্টভোগ করিতেছে। যে স্বতন্ত্রতার গর্ব্বে উক্ত

সাধক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই স্বতন্ত্রতার পরিচালনে অনুতপ্ত হইয়া গতি ফিরাইয়া, যদি ভগবদভিমুখী করিতে পারে, তাহা হইলে, ভগবানই, তাহার বিনষ্ট গৌরবময় পথ পুনঃ প্রাপ্তির সমুদায় ব্যবস্থা করেন। তিনি ত খেলার সঙ্গীকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না; অন্তর্য্যামীরূপে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। অন্তরের কিছুই ত তাঁহার কাছে লুক্কায়িত থাকে না। জীব তাঁহার অতি প্রিয়। জীবকে বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়াই আছেন। ভ্রান্ত জীবকে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য সমগ্র জীবচৈতন্য-কৌস্তভরূপে—অলঙ্কার স্বরূপ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। (ভাগবত ১২।১১।৮)। অজ্ঞানান্ধ জীব বিষয়ের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকায়, তিনি বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। কিন্তু অপার করুণাসাগর তিনি। তাহাতে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট না হইয়া জীবের স্বাতন্ত্র্য কণায় কোন হস্তক্ষেপ না করিয়া, জীবের নিজের দ্বারাই উহার অনুকূল পরিচালনের প্রত্যাশায় থাকেন।

৮) পূর্বপক্ষের চতুর্থ আপত্তি ও তাহার সমাধান।

২৬। পূর্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন:—তুমি যাহা বলিলে, সব ত শুনিলাম। ভগবানের উপর নির্ভর করিলে, তাঁহার অনুগ্রহে পরমপুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভগবান বাসুদেবে ভক্তি হইতেই ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বের-অপরোক্ষানু-ভূতি লাভ হয়। মানুষের ভগবদ্দত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করা উচিত—এসব ত খুব ভাল কথা। কিন্তু ইহাতে যে তোমার বেদান্তালোচনার মস্তকে কুঠারাঘাত হইতেছে, তাহা কি বুঝিতেছ না? বিশেষতঃ চৈতন্য-চরিতামৃতের আদ্যখণ্ডে ১৭শ অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত আছে যে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব বৃহন্নারদীয় পুরাণের শ্লোকের—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

ব্যাখ্যায় হরিনাম গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং শিক্ষা দিয়াই যে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তাহা নহে। নিজে নামের শক্তিতে পাগল হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক, নামপ্রচারে সমগ্র ভারতবর্ষ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের শিক্ষাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের আচরণ অনুসারে, হরিনাম ভিন্ন কলিকালে যদি অন্য উপায় না থাকে, তাহা হইলে বেদান্তালোচনার [illegible]

গুরুকরণের প্রয়োজন কি? এই দারুণ সংশয় মনে জাগিতেছে। ইহার সমাধান করিতে পারিবে কি?

২৭। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, তোমার সংশয় যে যুক্তিযুক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমার বক্রোক্তি অতি আপত্তিজনক। অবশ্যই, আমি জানি যে, উহা তোমার বেদান্ত সম্বন্ধে পাহাড়-প্রমাণ অজ্ঞতার পরিচয়, এ কারণ আমি উহাতে কোনও গুরুত্ব আরোপ করি না। তবে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইতে চাই যে, আমার বেদান্তালোচনা এত উর্দ্ধে নিজের শাশ্বত, স্বয়ম্প্রভ, প্রশান্তিময়, স্নিগ্ধ, জ্যোতির্মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত যে, সেখানে সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার কুঠার পৌঁছিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ইহা তোমাকে বিশেষভাবে বুঝাইবার প্রয়োজন মনে করি। যদি আমাদের-শাস্ত্রের উক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস করিতে দ্বিধা কর, সেজন্য অতি সংক্ষেপে আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদে একটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের উল্লেখ করিতেছি। ইহা ৪।৩।৬ সূত্রে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

২৮। আমাদের শাস্ত্রানুসারে-এই পৃথিবীর বা ভূর্লোকের বাহিরে ইহার বেষ্টনীস্বরূপ ভূবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক—প্রত্যেক পরেরটি পূর্বেরটি অপেক্ষা দশগুণ বিস্তারে ঘিরিয়া আছে। আধিভৌতিক বিজ্ঞানানুসারে স্থূল কঠিন পৃথিবী বা ভূর্লোককে বেষ্টন করিয়া আছে অপ্‌-লোক বা জলের বেষ্টনী বা মেঘলোক। এইখানে মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, করকা, শিলা প্রভৃতির অস্তিত্বের পরিচয় আমরা প্রত্যক্ষতঃ উঁহাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে পতনে দেখিতে পাই। এখানে বায়ু প্রবহমান। ঝঞ্চা, ঝটিকা, বিদ্যুৎস্ফুরণ, মেঘসঞ্চরণ, অশনি গর্জ্জন ইহার প্রমাণ দেয়। ইহা জলের বেষ্টনী। ইহার বাহিরে তেজের বেষ্টনী। সেখানে যত উর্দ্ধে উঠা যাইবে, তত তাপের হ্রাস ও শৈত্যের বৃদ্ধি অনুভূত হইবে। এখানে মেঘবৃষ্টি নাই, কিন্তু বায়ু প্রবহমান। ভূ-বায়ুর ন্যায় এই উভয় বেষ্টনীর অন্তর্ভুক্ত বায়ু—উহার উপাদানীভূত-অম্লজান, উদজান, যবক্ষার জান, অঙ্গারক প্রভৃতি বাষ্পের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংমিশ্রিত। প্রবহমান বায়ুই এই সংমিশ্রণের হেতু, ইহা সহজে বুঝা যায়। তাহার বাহিরে বায়ুর বেষ্টনী। এখানে প্রবাহ-আবহ প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ বর্ত্তমান নাই। এ কারণ বায়ুর উপাদানীভূত উপরোক্ত অম্লজানাদি বাষ্পগণ পরস্পর সংমিশ্রিত না হইয়া, নিজ নিজ আপেক্ষিক গুরুত্বানুসারে উপরে-নীচে সজ্জিত। এই বেষ্টনীতে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। উক্ত বেষ্টনীর নীচের স্তরে যে তাপ,

উপরে ১০০ বা ১৫০ মাইল উঠিলেও তাপের কোনও হ্রাস উপলব্ধ হয় না। ইংরাজীতে ইহার নাম Tropo Pansa, বাংলায় "তাপস্থির" বলা যাইতে পারে। এখানে বিক্ষোভমাত্র নাই। নিবিড় প্রশান্তি চিরবিরাজিত। এই তিন বেষ্টনীর প্রথম দুইটি সমগ্র ও তৃতীয়টির আধাভাগ লইয়া আমাদের শাস্ত্রকথিত ভুবর্লোক। তৃতীয় বেষ্টনীর উপর স্তর ও তাহার বাহিরে আকাশ বেষ্টনীর অনেকাংশ লইয়া শাস্ত্রকথিত স্বর্লোক। সেখানে ও তাহার বাহিরে মহঃ, জনঃ, তপঃ লোকে যে চিরপ্রশান্তি নিবিড়ভাবে বিরাজ করিবে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

২৯। আমার বেদান্তালোচনার শিরোদেশ উহাদের সকলকে ভেদ করিয়া এবং উহাদের বাহিরে সত্যলোকও অতিক্রম করিয়া, নিজের স্বয়ম্প্রকাশ, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল জ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল, চৈতন্যময় তত্ত্বলোক। সেখানে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা পরমপুরুষ বা ভগবান যে পদার্থ—তাঁহার ভাবস্বরূপ তত্ত্বলোকও সেই পদার্থ। সুতরাং সেখানে তোমার কুঠারের প্রবেশাধিকার নাই, ইহা বুঝা গেল না কি?

৩০। অন্যপক্ষে দেখ, আমার উক্ত আলোচনার ভিত্তি সর্বপ্রকার বিক্ষেপ-বর্জিত, চিরপ্রশান্ত, চিরন্তন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একারণ পৃথিবীর পরিচিত, অতি কঠিন গ্র্যানিট প্রস্তরের ভিত্তি অপেক্ষা উহা যে কোটি কোটি গুন সুদৃঢ়, তাহা কি আর বলিতে হইবে? কাঠিন্য-কোমলতা ত আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত। নিরপেক্ষ সত্যস্বরূপে উহাদের স্থান কোথায়? সুতরাং হঠকারিতা বশতঃ উক্ত ভিত্তিতে কুঠারাঘাতের কল্পনা করিলে কুঠার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হইবে। অতএব তোমার আস্ফালন বৃথা, সন্দেহ নাই।

আরও একটি কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। শ্রুতি এবং শ্রুতির দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্ব অবস্থায় মানবদেহধারী জীববৃন্দের আত্যন্তিক কল্যাণকামী। এজন্য ইহার শিক্ষা অতি উদার, অতি সরল ও সর্ব্বগ্রাহী। ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতবাদ নহে। উহা অপৌরুষেয়, ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভগবানের জগৎ ক্রীড়ার সঙ্গী জীব ভ্রান্ত হইয়া—কুপথে গিয়া কষ্ট পাইতেছে। অপার করুণায় ভগবান তাহাদিগকে সুপথে আনয়ন করিবার জন্য তাহাদের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া, উক্ত স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়াই নিজ স্বরূপে ফিরাইয়া আনিবার জন্য "বেদান্তকৃৎ" রূপে (গীতা ১৫।১৫) বেদান্ত জীবসমাজে অভিব্যক্ত করিয়া, জগৎ ক্রীড়ার বৈচিত্র্য বিধান করিয়াছেন।

ভব রোগ হইতে নিরাময় হইবার ইহা অমোঘ ওষধি, সকলের জন্য ইহা অভিপ্রেত। শুধু নিজের শক্তির সদ্‌ব্যবহারে, ঔষধ গ্রহণের ও ধারণের-উপযোগী হইবার অধিকার লাভ করা মাত্র বিধেয়। বেদান্ত সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালিক হওয়ায়, কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দলে টানিবার প্রশ্নই উঠে না। ইহা কাহারও কোন প্রকার—সাম্প্রদায়িক ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না। প্রকৃত চিরন্তন সত্য যাহা, তাহাই বেদান্ত উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন। ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা না হয় করিও না। কাহারও প্রতি কোনও উপরোধ-অনুরোধ নাই।

৩১। তুমি হয়ত মনে করিয়াছ, তোমার আস্ফালন আমাকে নিরুৎসাহ করিবে। ইহা তোমার বড়ই ভ্রম। আমার পক্ষে তোমার সংশয় সমাধান অতি সহজ। হরিনাম গ্রহণের সহিত ভাগবত সাহায্যে বেদান্তালোচনার কিছুমাত্র বিরোধ নাই। যদি হরিনাম করিয়া, তুমি মনে শান্তি পাও, তাহা হইলে উহাই তোমার একমাত্র আলম্বন। তোমার বেদান্তালোচনা শুনিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তোমার উহা আলোচনায় বা শুনিবার জন্য আমার কোনও উপরোধ-অনুরোধ নাই। তবে একটা অতি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ রাখিও। আশা করি, ইহা তোমার অবিদিত নয় যে, নাম গ্রহণের সময় নাম ও নামীর অভেদ চিন্তন-শাস্ত্রে উপদিষ্ট। এই অভেদ চিন্তনের-সহিত নাম গ্রহণ করিলে শুভ ফল শীঘ্র শীঘ্র প্রকটিত হয়। ভাগবত ১০৷৮৭৷২ শ্লোকে (উহা ১৷১৷২ সূত্রালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে) বলিয়াছেন যে, মানব, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-মন ও প্রাণসহযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রাণ—মনুষ্য ও মনুষ্যেতর সকলের আছে, সুতরাং উহা ছাড়িয়া দিলেও, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন মানবের যেরূপ উন্নত স্তরের, অপর প্রাণীদিগের সেরূপ নহে। মানুষের এই বিশেষ ব্যবস্থা উদ্দেশ্যমূলক। মানব দেহধারী জীব যদি উহাদের যথাযথ পরিচালনের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে, তাহার চতুর্বর্গফল লাভ হয়—অর্থাৎ বিষয় উপভোগ, তজ্জনিত জন্মের পর জন্মলাভ, তাহা হইতে ক্রমশঃ ক্রমোন্নতি সোপানের, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ এবং পরিণতিতে মোক্ষ প্রাপ্তি বা নিজের শাশ্বত, কিন্তু অধুনালুপ্ত, নিত্যস্বরূপে অবস্থান লাভ করিয়া সংসারের উত্থান-পতন প্রবাহ হইতে মুক্তি পায়। একারণ জীবন ধারণের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-মনের যথাযথ পরিচালনা অতি অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধি ও মন চিন্তনের যন্ত্র। এই হেতু, নামের সহিত নামীর অভেদ চিন্তনের উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে।

৩২। আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, নামের শক্তি অসীম। না জানিয়া উগ্রবীর্য্য ঔষধ সেবন করিলে দ্রব্যগুণবশতঃ উহার কার্য্য উহা যেমন করিবেই করিবে, সেরূপ হেলায় হউক্‌, শ্রদ্ধায় হউক্‌, নামগ্রহণে বস্তুগুণ প্রকটিত হইবেই হইবে। তবে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনী-শক্তি অতি ক্ষীণ হইয়া পড়িলে, উক্ত উগ্রবীর্য্য ঔষধ নিজগুণ প্রকাশ করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ মন বা বুদ্ধি সংযোগ না করিয়া নাম গ্রহণ করিলে, নামের শক্তি প্রকটিত হইতে অতিশয় দেরি হইয়া যায়। এমন কি জন্মের পর জন্ম, এইরূপে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়। (গীঃ ৭।১৯)। এজন্য মন ও বুদ্ধি সংযোগের সহিত নাম-নামীর অভেদ চিন্তনে নামগ্রহণ অতীব প্রয়োজনীয়। এই জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতি স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা। তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" (ছান্দোগ্য ১।১।১০)

৩৩। তারপর আরও দেখ। নাম ত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। উহার পরিচয় আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। কিন্তু নামী—এমন একটি বস্তু, যাহার পরিচয় অতি দুর্লভ। বাক্য-মন-বুদ্ধি সে বস্তুকে প্রকাশ বা ধারণা করিতে পারে না। অথচ উহার সম্ভবমত কিছু পরিচয় না জানিলে, উহার চিন্তন ও নামের সহিত উহার অভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? অতএব যুক্তিতে পাইতেছি যে, উহার সম্ভবমত অল্প-বিস্তর পরিচয় জানা প্রয়োজন। এই পরিচয় কি প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের বিচারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হই যে, যাঁহারা উক্ত পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত উপায় নাই। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই সেই পরিচয়জ্ঞ, একারণ গুরুচরণ আশ্রয় প্রয়োজনীয়, এই উপদেশ শ্রুতি দিয়াছেন এবং আমরা উপরে ইহার আলোচনা করিয়াছি। তবে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু দুষ্প্রাপ্য এমন কি অপ্রাপ্য, তাহা তুমিও বলিয়াছ। সুতরাং উপযুক্ত গুরু না পাইলে কি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহা হইতে পারে না। শ্রুতি উক্ত পরিচয়দানে সম্পূর্ণ সমর্থ। উহা অপৌরুষেয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ব্যক্তিগত ভ্রম-প্রমাদ প্রভৃতি উহাতে নাই। উহা পরমেশ্বরের শব্দ স্তরে অভিব্যক্তি—ইহা যদি বিশ্বাস কর কথা নাই। নতুবা, শ্রুতিমন্ত্র সকল, সাধন সিদ্ধ, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত-মহাপুরুষগণের-প্রত্যক্ষানুভূতির ফল, ইহাতে সন্দেহ নাই। সৃষ্টির আদি হইতে, আমাদের দেশের সাধক, সিদ্ধ, পণ্ডিত সকলেই ইহা দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং শ্রুতির সাহায্যগ্রহণ অত্যাবশ্যক বুঝা গেল।

৩৪। কিন্তু শ্রুতি বহুবিস্তৃত। উহার বহু শাখা ও প্রশাখা। সমুদায়ের আলোচনা আজিকার দিনে অসম্ভব। ব্রহ্মসূত্র শ্রুতি সকলের সমন্বয় ও অবিরোধ প্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থিত। শ্রুতিই উহার ভিত্তি। এই সকল কারণে, ব্রহ্মসূত্রের সাহায্যে উক্ত পরম বস্তুর যথাসম্ভব পরিচয় লাভের চেষ্টা কি কর্ত্তব্য নহে? গঙ্গাস্নানেচ্ছু ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কি গোমুখী হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া স্নান-ক্রিয়া সমাধা করেন? তাহা করা সম্ভব নহে। যদি কেহ চেষ্টা করেন, তবে অতি শীঘ্র যে তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? উক্ত স্নানেচ্ছু ব্যক্তি যেমন গঙ্গা প্রবাহের যে কোনও স্থানে স্নান করিয়াই গঙ্গাস্নানের ফলপ্রাপ্ত হন। সেইরূপ ব্রহ্ম বা পরতত্ত্বের পরিচয় লাভেচ্ছু ব্যক্তি, বিশাল, বিস্তৃত সমুদায় শ্রুতি না ঘাঁটিয়া যদি সমুদায়ের সমন্বয় ও অবিরোধ স্থাপনকারী ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করেন, তাহাতে দোষের কি আছে? এইজন্য আমার ব্রহ্মসূত্রালোচনা। শ্রীমদ্ভাগবত ইহার রহস্য প্রকাশক ভাষ্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এজন্য ভাগবত সাহায্যে আমার এই আলোচনা।

এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার সংশয় নিরসন হইল কি?

৩৫। পূর্ব্বপক্ষ অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন :—তোমার অনুগ্রহে সংশয় অপনোদন হইল বটে, কিন্তু মনে শান্তি পাইতেছি কৈ? আমার মনে হইতেছে যে, চাপল্যবশতঃ অসংযত ভাষা ব্যবহার করিয়া, তোমায় কষ্ট দিয়া মহা অপরাধী হইয়া পড়িয়াছি। আমি অকপটভাবে ক্ষমা চাহিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবে কি?

৩৬। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—আহা! তুমি তো বড়ই ঠুন্‌কো দেখিতেছি। ভাষা একটু অসংযত হইয়াছে বটে, তাহার জন্য যেটুকু অনুযোগ করা প্রয়োজন, তাহার কোন ত্রুটি করি নাই। আর কথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। তুমি অপরাধ করার কথা বলিতেছ, আমার সম্বন্ধে কোনও অপরাধ হয় নাই। ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি। যদি কিছু অসম্মান করা হইয়া থাকে, তাহা ভাগবত সাহায্যে বেদান্ত-আলোচনা সম্বন্ধে। এবং সেকারণ, পাকে প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে। কি শ্রীমদ্ভাগবত, কি ব্রহ্মসূত্র, কি শ্রীমন্মহাপ্রভু—ইহারা তোমার আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি, অজ্ঞান, মানবদেহধারীগণের মান-অসম্মানের অনেক ঊর্দ্ধে, নিজের-নিজের স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তোমার মনে কোন প্রকার কুচিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার আমার ন্যায় সংসার-

পীড়িত প্রত্যেকের মনে রাখা প্রয়োজন যে, অজ্ঞানান্ধ মানবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ভক্তি সমুজ্জ্বল তত্ত্বালোকে উদ্ভাসিত করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মর্ত্ত্যধামে আবির্ভাব। তিনিই এক মহদুদ্দেশ্যমূলক। সুতরাং তোমার দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

৩৭। তুমি বৃহন্নারদীয় পুরাণের "হরের্নাম·····" যে শ্লোক উল্লেখ করিয়াছ—শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত শ্লোক দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে শুধু বাচনিক উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হন নাই, উহা সংঘবদ্ধভাবে প্রচলনের জন্য, গৃহসংকীর্ত্তন, নগর-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, উক্ত ব্যবস্থা মুসলমানগণের সংঘবদ্ধ উপাসনার অনুকরণে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহার কারণস্বরূপ তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তখন মুসলমানগণ দেশের রাজা, সুতরাং মহাপ্রভুর পক্ষে রাজশক্তির অনুকরণে প্রবর্ত্তন করা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছিল। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভুল। যদি চৈতন্যভাগবতে কথিত নগর-সংকীর্ত্তনের বিবরণ আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, উহা তৎকালীন কাজীর গৃহসংকীর্ত্তন বন্ধ করিবার হুকুমের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মহাপ্রভু নিজে কাজীর গৃহে গিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া উক্ত হুকুম প্রত্যাহার করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত অনুষ্ঠানের ভিত্তি আমরা গীতার ১০।৯ শ্লোকে দেখিতে পাই। ভগবান উক্ত শ্লোকে বলিতেছেন ঃ—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ গীঃ ১০।৯

মচ্চিত্ত, ও মদ্গতপ্রাণ সাধকগণ আমার বিষয় পরস্পরকে বুঝাইয়া ও কীর্ত্তন করিয়া তুষ্টি ও নিবৃতি লাভ করেন। ১০।৯

৩৮। যে সমুদায় সাধক পূর্ব্বসুকৃতিবলে, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত উহার সাধনা করিবেন, তাহাদের যে পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তবে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অপরিহার্য। এজন্য আগেই বলিয়াছি "যদি তুমি হরিনাম করিয়া মনে শান্তি পাও, তাহা হইলে উহাই তোমার একমাত্র আলম্বন। তোমার বেদান্তা-লোচনার কোন প্রয়োজন নাই।" কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষানীতি, আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া, আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মুলোৎপাটন-পূর্ব্বক, তাহাদের স্থানে, নানাপ্রকার সংশয়, সন্দেহ, গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস প্রভৃতি আগাছা রোপন করিয়াছে। ফলে আমরা কোনও কিছু দৃঢ় বিশ্বাসের

সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। যুক্তি, বিচার প্রভৃতি বড় বড় কথার উল্লেখ করি। এমন কি যে অচিন্ত্য, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত শক্তিমান মহাসত্ত্বা, বিশ্বের রচনা, পরিচালনা, পরিপোষণ, সংবর্দ্ধন, ক্রমোন্নতি—সম্পাদন প্রভৃতি করিতেছেন এবং যাঁহার কাছে মানবীয় যুক্তি-বিচার প্রভৃতি পৌঁছিতে পারে না, তাঁহার সম্বন্ধেও সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। বাগ্‌-বিতণ্ডায় প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া, উহাদের অবতারণা করিয়া আনন্দ পাই। পাছে বৃথা তর্ক করিয়া "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া পড়ি, একারণ মানব-দেহধারী জীব মাত্রেরই পরম হিতৈষী শ্রুতিগণের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্র ও তাহারই রহস্য প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক ভাগবত লইয়া আলোচনায় শেষজীবন যাপন করিতেছি। আমারও মন সংশয়প্রবণ। সমুদায় সংশয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা ব্রহ্মসূত্রেই আছে। সে কারণ বিচার-বিতর্কের কণ্ডুয়নও উহার দ্বারা নিবারিত হয়। মানবদেহের সহিত বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়-মনঃসংযোজনের সার্থকতা সিদ্ধ হয়—উহারাই ত বিচার-বিতর্কের-মুখ্যতম অঙ্গ। ভগবান কর্তৃক গীতায় কথিত জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর উপায়-উপেয় সম্বন্ধ। (গীঃ ১৮।৫৪-৫৫) হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রচেষ্টাও যথাসম্ভব সম্পাদিত হয়। যদি আমার এই অপটু আলোচনায় সত্যানুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে একজনেরও কিছু উপকার হয়, তাহা হইলে জীবন সার্থক মনে করিব। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তথাকথিত শিক্ষিতগণের মনোভাবের পটভূমিকায় এই আলোচনা প্রধানতঃ করা হইতেছে। জানি না, ইহা তাঁহাদের মনঃপূত হইবে কিনা? কিন্তু তাহার জন্য আমার উদ্বেগমাত্র নাই। ভগবানের অনুগ্রহে ও ৺পিতামাতার আশীর্ব্বাদে যেটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহা যদি ভগবানের মহিমাচিন্তনে ও খ্যাপনে নিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই উহা সার্থক, এই মনে করিয়া, আমার নিজের জন্যই এই আলোচনা। সুতরাং তুমি নিজের ইচ্ছায় ইহা শোন ভাল, না শোন তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই। আমার কোন উপরোধ-অনুরোধ নাই, ইহা আগেও বলিয়াছি।

৩৯। পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় বলিতেছেন :—তোমার উদারতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তোমার সূক্ষ্ম যুক্তি-বিচারে, প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়, আমার বহুদিনের অনেক সংশয় মিটিয়া যাইতেছে। ইহাও বলি যে, আমি বরাবর তোমার চিন্তাধারায় এই প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যানেই অনেক ব্যাঘাত সৃজন করিয়াছি। ইহাতে আমি সত্যই দুঃখিত। কিন্তু কি করিব? সংশয় নিরসনের জন্য আর কোথাই বা যাইব? তুমি বেদান্তালোচনা কর, জানিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। যদি অনুমতি কর, আর একটি সংশয় নিবেদন করি।

৪০। সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন:—তোমার কুণ্ঠিত হইবার কোনও কারণ নাই। বেদান্তলোচনায় আমি আনন্দ পাই বলিয়া উহা করিয়া থাকি। আপত্তি উত্থাপিত হইলে তাহার আলোচনায় ও বিচারে, যে সমুদায় বিষয় অল্পবিস্তর কুহেলিকাচ্ছন্ন ছিল, সে সকল পরিস্ফুটরূপে আলোকিত ও প্রকাশিত হইয়া আমারও উপকার সাধন করে। সুতরাং তোমার সংশয়-অকুণ্ঠিত চিত্তে বল। আমি যথাসাধ্য উহার সমাধানের চেষ্টা করিব এবং যদি সে চেষ্টায় তোমার সংশয় নিরসন করিতে পারি, তাহা হইলে ধন্য হইব।

তবে যদি কিছু মনে না কর, একটা কথা বলিয়া রাখি যে, এই সূত্রের শেষ-ভাগে ও পরবর্ত্তী অনেক সূত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইবে। ব্রহ্ম ও তাঁহার তত্ত্ব-উভয়ে অভিন্ন। উহা এমন একটি বস্তু, যেখানে বাক্য ও চিন্তা পৌঁছিতে পারে না। একারণ মানবের বাক্য-মনঃ-বুদ্ধির পরিচালনায় উদ্ভূত তর্কশাস্ত্রের যুক্তি-বিচার-প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি সে বস্তুতে প্রযোজ্য নহে। সেখানে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ এবং শ্রুতির বিধানানুসারে সাধনাকারী লব্ধবিদ্য সাধকের অপরোক্ষানুভূতিলব্ধ উপদেশ। আমার একান্ত অনুরোধ সে ক্ষেত্রে হঠকারিতার প্রশ্রয় দিয়া যথেচ্ছ আপত্তি উত্থাপন—আলোচনা চলাকালে করিও না। যদি আপত্তি করিতেই হয়, আলোচনার শেষে করিলে, আমি যথাসাধ্য উহা সমাধানের চেষ্টা করিব। যদি ইহা স্বীকার কর এবং শ্রুতি প্রমাণ-গ্রাহ্য কর, তবে এস, উভয়ে একত্র অগ্রসর হই। অন্যথায় আমাদের ছাড়াছাড়িই ভাল।

৪১। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন:—শ্রুতি আমার পূজার বস্তু। উহার প্রমাণ-আমি বিনা দ্বিধায় মস্তকে গ্রহণ করিব। এবং শ্রুতির ঘনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীমদ্‌ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের সূত্রকার রচিত, উহার প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক ভাষ্য বলিয়া, ভক্তির সহিত গ্রহণ করিব, ইহাতে সন্দেহ করিও না। আমি আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, অতঃপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা বা অপর কোনও বিষয় সম্বন্ধে আপত্তি, আলোচনা চলাকালে উঠাইব না। তবে নিতান্ত প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া যদি আপত্তি উঠাইতে হয়, তাহার অনুমতি দিও।

৯) পূর্ব্বপক্ষের পঞ্চম আপত্তি ও তাহার সমাধান।

৪২। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন:—এখন আমার মনের সংশয়টি নিবেদন করিতেছি। তুমি উপরে বলিয়াছ যে, মানুষের ভগবৎপ্রদত্ত শক্তির যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া নিজেকে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযুক্ত অধিকারী-রূপে গড়িয়া তোলা সকলের কর্ত্তব্য। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই যে, অনেক ব্যক্তি সারা জীবন ধরিয়া, চেষ্টা করিয়াও কোনও দৃশ্য ফল লাভ

করিতে পারেন নাই। অপরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমার নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টা ত আমার কাছে অবিদিত নাই। অবশ্যই নিজের কথা বলা অশোভন, তাহা জানি। তথাপি ইহা ধ্রুবসত্য যে, চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে প্রাণে হতাশভাব জাগে যে, এ সমুদায় চেষ্টা কি বৃথা হইল? এ সম্বন্ধে কি কোনও আশার বাণী তোমার কাছে শুনিতে পাইব?

৪৩। উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন ঃ—তুমি মনে করিও না যে, এই অনন্ত, অগণ্য বিশ্বে এবং তাহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যষ্টি বস্তুর প্রতি অণু-পরমাণুতে যে খেলা দিবারাত্র অবিচ্ছেদে চলিতেছে, তাহা অন্ধ নিয়তির উদ্দেশ্যহীন, খামখেয়ালী কল্পনা বিলাস মাত্র। সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক—ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। একজন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমকারুণিক, জীববৎসল, মহাসত্ত্বা সৃষ্টির মূলে থাকিয়া সেই উদ্দেশ্য পরিচালনা করিতেছেন। ক্রমাভিব্যক্তিই সেই উদ্দেশ্য। দৃশ্যতঃ জড়, অচেতন, একটি বালুকাকণা বা একখণ্ড প্রস্তরকে-সেঁতলা, ছত্রক, উদ্ভিদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ইতর জীবমণ্ডলীর নানা যোনির পর, অগণ্য যোনিতে জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহে-উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত করণান্তে, ক্রমশঃ উন্নততর জীবে পরিণত করিতে করিতে পরিণতিতে মানবদেহধারী জীবে অভিব্যক্ত করে। মানবদেহধারণের পর, অভিব্যক্তির বিশিষ্ট সোপানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে শুধু প্রাকৃতিক শক্তির অমোঘ নিয়মে ক্রমাভিব্যক্তি হইতেছিল। এখন হইতে মানবদেহধারী জীব, প্রাকৃতিক শক্তির সহিত নিজের বহিঃ ও অন্তরেন্দ্রিয়গণের শক্তি সংযোজন করিবার স্বাধীন ইচ্ছা লাভ করে। এই স্বাধীন ইচ্ছা ভগবতপ্রদত্ত। ক্রমাভিব্যক্তির অনন্ত সম্ভাবনার প্রাপ্তিই এই স্বাধীনতার লক্ষ্য। এই স্বাধীনতা দিয়াছেন, বলিয়া ভগবান, এই স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনে হস্তক্ষেপ করেন না। মানবদেহধারী জীব, যদি এই স্বাধীন ইচ্ছার যথোচিত পরিচালনায়, প্রাকৃতিক শক্তির সহিত আত্মশক্তি সংযোজিত করিয়া, একযোগে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন উন্নতির অনন্ত সম্ভাবনার (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯) সমুজ্জ্বল দৃশ্য, তাহার সম্মুখে প্রকটিত হইয়া, তাহাকে ধীর পদে আরও অগ্রসর হইতে আহ্বান করে। এমন কি পরিণতিতে ভগবানের-নিত্যধামে-শাশ্বত প্রশান্তি লাভ করিয়া থাকে। (ছান্দোগ্য ৭।২৫)। কাল অনন্ত, আত্মাও নিত্য—সুতরাং হতাশ হইবার কিছুই নাই। যে অচিন্ত্য শক্তিশালী মহাসত্ত্বার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিশ্বের—স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায়ের অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশমান। বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় ব্যাপার, তাঁহার চিরজাগ্রত চক্ষুর

উপরে সংসাধিত হইতেছে। জগতের কুত্রাপি স্থূল হউক বা পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম হউক, কোনও ব্যতিক্রম, ব্যভিচার বা অন্যথা ভাব নাই। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে যখন যাহা কিছু করা যায় বা ভাবা যায়, কিছুই বিফলে যায় না। সমস্তই প্রতি মানবদেহধারী জীবের কর্ম্মস্তূপে সঞ্চিত থাকে। শামূক যেমন তাহার ঘর-বাড়ী নিজের পিঠে লইয়া চলা ফেরা করে, উক্ত দেহধারী জীবও সেইরূপ এই কর্ম্মস্তূপ সঙ্গে সঙ্গে লইয়া, জন্ম হইতে জন্মান্তরে চলাফেরা করিয়া থাকে। এই কর্ম্মস্তূপই জীবের আবরণ। ইহাই তাহার প্রকৃত স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখে। এ সব কথা পরে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে, তোমার আগ্রহে, আগেই সংক্ষেপে বলিতে হইল।

৪৪। তুমি যে সংশয়ের উল্লেখ করিলে, ভগবানের নিজমুখে গীতার-তত্ত্ব শুনিতে শুনিতে, অর্জ্জুনের মনেও এই সংশয় উদিত হইয়াছিল। উক্ত সংশয় এবং ভগবান কর্ত্তৃক উহার সমাধান গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৫ হইতে ৪৫ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। উহা যথাস্থানে মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করি। গ্রন্থবাহুল্য পরিহারের জন্য উহাদিগকে উদ্ধৃত করিলাম না। কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে উভয় পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পরস্পর যুদ্ধোন্মুখ সৈন্যসমূহের সমক্ষে, ধীর, স্থির, অসঙ্গ, উদাসীন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথির সাজে সাজিয়া, উদাত্ত কণ্ঠে যে অভয় বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও ভারতের আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং নরদেহধারী জীবের হৃদয়ে পুলক-স্পন্দন জাগাইতেছে। উহাই তোমার সংশয়ের সমাধান। ভগবানের উক্ত বাণীর মর্মকথা এই যে, "হে জীব! হতাশ হইও না। এখানকার-কিছুই বিফলে যায় না। "কল্যাণকৃৎ" কেহ কি ইহকালে কি পরকালে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি ইহকালে আত্মোন্নতির পথে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, পরজন্মে উপযুক্ত পরিস্থিতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই স্থান হইতে আরও অগ্রসর হইবার পথে-যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মের সেই বুদ্ধি-সংযোগ লাভ করেন। এমন কি ইচ্ছা না করিলেও, বাধ্য হইয়া, অবশভাবে সেই পূর্ব্বাভ্যাস হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ হন।" সুতরাং হতাশ হইবার কিছুই নাই।

৪৫। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলি যে, তোমার চেষ্টার ফল কি হইতেছে বা না হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। একটা অতি সাধারণ দৃষ্টান্তে ইহা আমরা বুঝিতে পারি। আমরা জানি যে, কোনও উর্ব্বর ভূমিখণ্ড-যদি রৌদ্র ও বাতাসে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে—তাহাতে কোনও বীজ লাগাইলে,

তাহা হইতে অঙ্কুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া প্রকাণ্ড বৃক্ষ আকারে প্রকটিত হয়। তবে উহার জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন। যদি আমি বীজ লাগানর পর-হইতে সকাল-বিকাল দুই বেলা, উহা উঠাইয়া অঙ্কুর হইল কিনা, দেখিতে থাকি, তাহা হইলে অঙ্কুর কোনও কালেই উৎপন্ন হইবে না। বীজটি নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা বলা বাহুল্য। ধীর ভাবে অঙ্কুরোৎপত্তির জন্য অপেক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। সেইরূপ-আমি এত করিলাম, অত করিলাম, এরূপ চিন্তায় ও উৎকণ্ঠায় বিচলিত না হইয়া ধীর ভাবে অপেক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ইহা বুঝাইবার জন্য, ভাগবত এই আলোচনায় ১৯ প্রকরণে উদ্ধৃত ১১।১০।৬ শ্লোকে জিজ্ঞাসুর একটি বিশেষণ "অসত্বরঃ" দিয়াছেন। উহার অর্থ আশা করি, এখন স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন এখানে যিনি যাহা করিতেছেন, উহার ফল অল্পই হউক, আর বেশীই হউক, যথাকালে হইবেই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। বাগানে আম গাছ রহিয়াছে। পৌষমাসে উহাকে দেখিলে কে বলিবে যে, বৈশাখে উহা অমৃতময় ফল প্রসব করিবে। উপাসনা ক্ষেত্রেও সেইরূপ। অতএব ভয় পাইবার বা হতাশ হইবার কিছুই নাই। ভগবানের অভয় বাণী ফলবতী হইবেই হইবে।

ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্‌ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্‌।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥ ভাগঃ ১১।২।৩১

আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনা করিলে আত্যন্তিক কল্যাণ হয়, কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় না। এই সংসারে দেহ, গেহ, জায়া, অপত্য, কুটুম্বাদি অসৎ বস্তুতে আত্মভাব নিবন্ধন, সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তিগণের ভয়, উক্ত উপাসনা হেতু, বিশ্বাত্মা ভগবান কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে দূরীকৃত হয়। ১১।২।৩১

বর্ত্তমান কাল বিপর্য্যয়ে-উপযুক্ত গুরু প্রাপ্তি সম্ভব না হইলে, আগ্রহশীল, জিজ্ঞাসু, ভগবান বাসুদেবের নাম, ভক্তিযোগ সহকারে সর্ব্বদা গ্রহণ করিলে, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। মৎপ্রণীত "নাম মহিমা" পুস্তকে বিস্তারিতভাবে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

১০) ২ অনুচ্ছেদে প্রারম্ভিক সংশয়ের দ্বিতীয়াংশের সমাধান।

৪৬। উপরে (২) চিহ্নিত অনুচ্ছেদে প্রারম্ভিক সংশয়ের প্রথমাংশের সমাধান পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। অধুনা দ্বিতীয়াংশের সমাধানে অগ্রসর হইতেছি।

ব্যাবহারিক জগতে, বিনা কোনও প্রাপ্তির প্রয়োজনে লোকে কোনও কার্য্য করে না, সত্য। অতএব সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছে, ভূমা বা আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, লোকে কি প্রয়োজনে করিবে?

৪৭। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ১।১১, মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৩ ও ৩।২।৯ সুস্পষ্ট ভাবে, এই প্রয়োজনের পরিচয় দিতেছে। ভূমা, আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে, উহাদের অনুষ্ঠান কর্ত্তা, পরিণতিতে ব্রহ্মস্তরে উন্নীত হইয়া থাকে, তখন তাহার সমুদায় বন্ধন পাশ-হইতে মুক্তিপ্রাপ্তি হেতু সমুদায় ক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত, জন্মমৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভে ভগবানের পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত পরম সাম্য-ভাব প্রাপ্ত হয়-এমন কি তিনি নিজে ব্রহ্মই হইয়া যান। ইহাই ত পরম ও চরম লাভ। ইহার সম্বন্ধে ভগবান গীতায় ৬।২২ শ্লোকে বলিতেছেন:—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। গীঃ ৬।২২

যাহা পাইলে, তাহার অধিক আর কিছু অধিক লব্ধব্য থাকে না। গীঃ ৬।২২ উহাই সমুদায় প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা। উহাই নরদেহ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা। উহাই সৃষ্টি-বিস্তারের উদ্দেশ্যের পরম ও চরম সিদ্ধি। উহাই জীবের স্বাতন্ত্র্য-কণার-অযথা পরিচালনে অমৃতলোক হইতে পরিচ্যুতির পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। এ কারণ—প্রত্যেক শ্রেয়ঃ কামীর নিজের স্বাতন্ত্র্যকণা যথাযথভাবে প্রয়োগে, স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার চেষ্টা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা নূতন কিছু নহে। হারানো অমূল্য রত্নের পুনঃ প্রাপ্তি। সুতরাং কে ইহার জন্য যত্ন করিবে না?

৪৮। আলোচ্য সূত্রে ব্যবহৃত চারিটি পদের মধ্যে "অথ" ও "অতঃ" এই প্রথম দুইটির আলোচনায় আমরা, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়" পূর্ব্বকালীন অপরিহার্য্য প্রয়োজনগুলি, বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। উক্ত প্রয়োজনগুলি সাধিত হইলেই, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসার" অধিকার লাভ হয়, তাহাও বুঝিয়াছি। এখন "ব্রহ্ম" বস্তুটি কি, তাহা যথাসম্ভব বুঝিবার চেষ্টায় অগ্রসর হইতেছি। ভাষার দ্বারা উহার প্রকাশ অসম্ভব হইলেও, উহার দিগ্‌দর্শন জন্য, বাক্য ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই। বিশেষতঃ "ব্রহ্ম" শাস্ত্রযোনি, ইহা সূত্রকার ১।১।৩ সূত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। শাস্ত্র বাক্যসমষ্টি—ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সুতরাং আমাদের এই আলোচনা বাক্য সাহায্যে করা সঙ্গত বটে।

১১) ব্রহ্ম।

৪৯। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২।১ মন্ত্রে ব্রহ্মনির্দ্দেশে বলিতেছেন:—

"সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ব্রহ্ম সত্য—জ্ঞান—অনন্ত স্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে ২।৪ মন্ত্রে বলিলেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

তৈঃ ২।৪

বাক্য ও মন তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই আনন্দস্বরূপ-ব্রহ্মকে জানিলে, কিছু হইতে ভয় হয় না। তৈঃ ২।৪

এই উভয় মন্ত্র একত্র পাঠে অর্থ হয়, যে ব্রহ্ম সত্য—জ্ঞান—অনন্ত—আনন্দস্বরূপ। বাক্য দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ বা মন দ্বারা তাঁহার চিন্তা—সম্ভব নহে। অথচ তাঁহাকে জানা যায় এবং জানিলে সম্পূর্ণ অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। ভাগবত-ও ১০।১৩।৪৯ শ্লোকে "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ" স্বরূপ বলিয়া, তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক শ্রুতি শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ে যথাক্রমে "ভূমা" ও "আত্মা" বলিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐতরেয় শ্রুতি ২।৩ মন্ত্রে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" বলিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রকারে সেই একই পরমতত্ত্ব, আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে, নানাপ্রকারে বিভিন্ন উপনিষদে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশক নামের কি অন্ত আছে? ইহা বুঝাইবার জন্য ভগবান সূত্রকার "চরাচর ব্যাপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্‌ব্যপদেশো ভক্তি-স্তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ" ২।৩।১৭সূত্র প্রণয়ন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, চরাচরে সমুদায় শব্দ মুখ্যরূপে ব্রহ্মেরই বাচক—গৌণভাবে তত্তৎ পদার্থের বাচক মাত্র। এইরূপ হওয়াই তো সঙ্গত। জগতের অগণ্য জীব,—অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে বর্ত্তমান থাকা হেতু, তাহাদের চিন্তায় ধারা বিভিন্ন, সে কারণ, তাহাদের উপাসনা বিভিন্ন হইবে, সন্দেহ কি? এই জন্য উপাসনায় বিভিন্ন আলম্বনও অতি প্রয়োজনীয়।

৫০। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্যবহৃত "ভূমা" নামের ব্যাখ্যায় ভাগবত বলিতেছেন :—

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়োনু বিদাম ভূমন্, কূটস্থমাদি পুরুষং
জগতামধীশম্॥ ৯।১০।১৩

হে ভূমন্! আমরা জড়মতি। আপনি কূটস্থ (নির্ব্বিকার), আদি পুরুষ, জগদীশ্বর, আমরা আপনাকে কি করিয়া জানিতে পারি? ভাগঃ ৯।১০।১৩

কারণ, ত্বং বায়ুরগ্নিরবনী র্বিয়দম্বুমাত্রাঃ, প্রাণেন্দ্রিয়ানি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।

সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্,

মান্যত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্॥ ভাগবত ৭।৯।৪৭

ইহার অর্থ ১।১।২ স্থত্রে দেওয়া হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই ঃ—

হে ভূমন্! তুমি যখন জগতের যা কিছু সবই, আমাদের বাক্যে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, মনের চিন্তা যাহা কিছু মনন করে, সবই যখন তুমি, তখন আমরা বিশাল বিশ্বে একটি নগণ্য অতি স্থক্ষ্ম পরমাণু হইতেও ক্ষুদ্র হইয়া, তোমায় কি প্রকাশ করিব?

৫১। বৃহদারণ্যক শ্রুতি মন্ত্রে "আত্মা" পদ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

আত্মাঽব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরপাবৃতঃ। ভাগ ঃ ১০।২৮।১২

আত্মা অব্যয় (নির্বিকার), নির্গুণ, শুদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ এবং অপাবৃত স্বভাব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী।

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্বেষামেব দেহিনাম্।

নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈ র্যথা জ্যোতি র্যথা নভঃ॥ ১০।৫৪।২৮

সমুদায় দেহধারীগণে একমাত্র বিশুদ্ধ পরমাত্মা বিরাজমান। মূঢ় ব্যক্তিগণ, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায়, অথবা ঘটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়, তাঁহাকে নানার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। ভাগঃ ১০।৫৪।২৮

ব্রহ্মপদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ আগেই দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত অর্থের সহিত উপরে বিবৃত "ভূমা" ও "আত্মা" পদের ভাগবত সম্মত ব্যাখ্যা তুলনা করিলে, তিনি যে একই পর্যায়ভুক্ত, ইহা সহজে বুঝা যাইবে।

৫২। কেনোপনিষদের ১।৪ মন্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি॥ কেন ১।৪

বিদিতাৎ অর্থাৎ বিদ্ ক্রিয়ায় কর্ম্মভূত সমুদায় ব্যাকৃত প্রপঞ্চ এবং অবিদিতাৎ-অর্থাৎ তাহার বিপরীত-অব্যাকৃত (অবিদ্যা লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যাকৃত বীজ) সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া, তাহাদের উপরে অবস্থিত।

[এই ব্যাখ্যা ভগবান শঙ্করাচার্য্য সম্মত। ইহার অন্য এক সুন্দর অর্থ হইতে পারে। যথা,—তিনি বাক্য মনের অগোচর বলিয়া, বিদিত হইতে পারেন না। অন্যপক্ষে তিনি আত্মস্বরূপ—একারণ তাঁহাকে অবিদিতও বলা চলে না, কারণ, "আমি আছি" এ জ্ঞান প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ--ইহা শাস্ত্র পড়িয়

শিখিতে হয় না এবং "আমি আছি" ইহা আমার অজ্ঞাত নহে—ইহাও প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নতুবা জগদ্‌ ব্যাপার সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব তাঁহাকে একান্ত অবিদিতও বলা যায় না। এই হেতু শ্রুতি বলিলেন যে, তিনি বিদিত ও অবিদিত উভয়কে অতিক্রম করিয়া, নিজস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।]

উহাই যদি প্রকৃত তত্ত্ব, তাহা হইলে, তাঁহাকে জানা কি একান্ত অসম্ভব? একান্ত অসম্ভব হইলে, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নে বা তাহার আলোচনায় কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন, শাস্ত্র পাঠে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে, বা তর্ক-বিতর্ক বলে, তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি যাহাকে "আপন জন" বলিয়া অঙ্গীকার করেন তাঁহার নিকটই আত্মপ্রকাশ করেন। কঠ: ১।২।২২

মন্ত্রটি এই:—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূংস্বাম্‌॥

কঠ: ১।২।২২

উপাসনার দ্বারা, তাঁহার "নিজ জন" রূপে বৃত হওয়া সম্ভব, ইহা বুঝাইবার জন্য এবং মানবদেহধারী জীবকে উপাসনায় প্রবর্ত্তনের জন্য, ব্রহ্ম-সূত্রের প্রয়াস। তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ইহার আলোচনা সূত্রকার করিয়াছেন।

৫৩। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি ৬।২৩ মন্ত্রে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে, শ্রুতির অভিপ্রায় সহজে বুঝিতে পারা সম্ভব নহে। উহা বুঝিবার জন্য পরদেবতার প্রতি পরাভক্তি যেমন প্রয়োজনীয়, নিজের গুরুর প্রতিও সেরূপ পরাভক্তি প্রয়োজন।

ভাগবত ১১।১৭।২২ শ্লোকে বলিতেছেন:—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"—

আচার্য্য বা গুরুকে সচ্চিদানন্দ সৎস্বরূপই জানিবে। এখানেও গুরুর আবশ্যকতা বুঝা গেল। আমার মনে হয় যে, যদি প্রয়াস ও আগ্রহ সত্ত্বেও উপযুক্ত গুরু লাভ না হয় তাহা হইলে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া জগদ্‌গুরু ভগবানকেই এবং তাঁহার শব্দরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতকেই গুরুর আসনে বসাইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া শ্রেয়ঃ কামীর পক্ষে কর্ত্তব্য। মৃত্তিকা গঠিত গুরুমূর্ত্তি যদি একলব্যের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বজন পূজ্য ও শ্রুতির একান্ত অনুগামী শ্রীমদ্‌ভাগবত পরম তত্ত্বের জ্ঞান প্রদানে সমর্থ কেন না হইবেন?

৫৪। এখন ভাগবত "ব্রহ্ম" সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখা যাউক্।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভাগ ঃ ১।২।১১

এক অব্যয় জ্ঞান তত্ত্বকেই, তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ বা ভগবান আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। ভাগ ঃ ১।২।১১

ভাগবত বলিতেছেন যে, পরমতত্ত্বের যে তিনটি নাম, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত সাধক সমাজে প্রচলিত, তাহা উদ্ধৃত শ্লোকে বলিলাম। কিন্তু তাঁহার যে উক্ত তিনটি মাত্র নাম, ততোধিক নহে, ইহা মনে করিও না। প্রকৃতপক্ষে "স সর্ব্বনামা, স চ বিশ্বরূপঃ'' (ভাগ ঃ ৬।৪।২৩)। শ্রুতি তাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপম্" (কঠ ১।৩।১৫) বলিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন বটে। স্বরূপতঃ তিনি তাহাই। কিন্তু সমকালে তিনি অরূপ হইলেও উরুরূপ বা বিশ্বরূপ। এজন্য ৮।৩।৯ শ্লোকে "অরূপায়োরুরূপায়'' বলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়াছি। উরুরূপ ধারণ করিবার কারণ কি শুনিবে?

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলম্ নামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপানি চ জন্ম কর্ম্মভি র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥

৬.৪.২৮

সেই পরমতত্ত্ব স্বরূপ অনন্তদেব, স্বরূপতঃ নামরূপ রহিত হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম ভজনকারী ভক্তগণের অনুগ্রহ করিবার জন্য বহু বহু নাম-রূপ ধারণে মর্ত্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বহু কর্ম্ম আচরণ করেন। ৬।৪।২৮

রাম পূর্ব তাপনী শ্রুতি স্পষ্ট বলিতেছেন ঃ—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ রাম পূঃ তা ১।৭

চিন্ময়, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্পূর্ণ, অরূপ—পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকগণের হিতের জন্য। রাম পূঃ তা ১।৭

৫৫। এরূপ না করিলে ক্ষুদ্র জীবের উপায় কি? ভাগবত ১২।৮।৪৩ শ্লোকে বলিতেছেন "আত্মনি গূঢ়বোধম্"। তাঁহার দেহ বা আত্মা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া, তাঁহার তত্ত্ব তাঁহাতেই নিগূঢ় এবং উহা তাঁহার দেহ হইতে অভিন্ন। অতএব জীব হিতের জন্য উক্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হইলে, তাঁহার স্বরূপ অপ্রচ্যুত ভাবে বজায় রাখিয়া তাঁহাকে নামরূপের জগতে

নামরূপ গ্রহণ করিয়া অভিব্যক্ত হইতে হয়। এই অভিব্যক্তি তৎকালীন জীবিত জীবগণের চক্ষের সম্মুখে হইলেও কি সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে? তাহা নয়। তিনি যে সকল জীবকে নিজের "স্বজন" বলিয়া বরণ করেন, তাঁহারাই তাঁহাকে চিনিয়া ইহ জীবনেই পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। ইহাই উপরে উদ্ধৃত কঠ শ্রুতির ১।২।২২ মন্ত্রের অভিপ্রায়।

৫৬। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক অধিকারী মানবের জন্য কি ভগবানের মূর্তি ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যধামে প্রকটিত হইবার প্রয়োজন? তাহা নহে। সমষ্টি জীব কল্যাণের জন্য এবং গীতায় ৪।৭-৮ শ্লোকদ্বয়ে কথিত বিশ্বকল্যাণ সাধনের প্রয়োজন হইলেই ভগবান আকার প্রকটিত করিয়া স্থূল দেহে আবির্ভূত হন। ব্যষ্টি জীবের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা—ইহা ভাগবত ৩।৯।১১ শ্লোকে বিশদ্‌ভাবে বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোক ১।২।৩০, সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য পরিহারের জন্য এখানে উঠাইতে বিরত হইলাম। উহার সরল অর্থ এই :—যে সকল মানবের হৃদয়পদ্ম ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ দ্বারা পরিশোধিত হইয়াছে, তাহারা ভগবানের যে মূর্ত্তি নিজেদের ইষ্টমূর্ত্তি রূপে দেখিতে চাহেন, ভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে সেই মূর্ত্তিতেই প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি করেন। ইহাই কঠ শ্রুতির স্বজন রূপে বরণ। ইহা অহৈতুক বা যথেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত নহে। এই বরণের জন্য অনেক কিছু করিবার আছে, বুঝা গেল। আরও বুঝা গেল যে, ভগবত্তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয় বলিয়া, এবং মানবের বাক্য—মনের অগোচর হইলেও, তাঁহার কৃপা তাঁহার তত্ত্ব বা স্বরূপ অধিকারী ভক্তের নিকট প্রকাশিত করে। তখনই যিনি অজ্ঞেয়, তিনি জ্ঞেয় হইয়া পড়েন। উপাসনার প্রয়োজনীয়তা এইখানে।

৫৭। ভগবান ত আপ্তকাম, তিনি কি অজ্ঞানাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র মানবের পূজার কাঙ্গাল? তাহা নয়। ভাগবত বলিতেছেন :—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো মানং জনাদ বিদুষঃ করুণোবৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথামুখশ্রী॥

ভাগ : ৭।৯।১০

ভগবান হরি সদা নিজলাভে পূর্ণ, তিনি আপনার নিমিত্ত অবিদ্বান ক্ষুদ্র ব্যক্তিদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। দয়া স্বভাব প্রযুক্ত ঐ সকল ব্যক্তির হিতার্থেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যে হেতু আপনার মুখে তিলকাদি শ্রী রচিত হইলেই প্রতিবিম্বিত মুখের শোভা হইয়া থাকে, সাক্ষাৎ প্রতিবিম্বে

ঐ শ্রী করিতে পারা যায় না, তাহার ন্যায় লোকেরা ভগবানের প্রতি ধনাদি দ্বারা যে সম্মান বিধান করে, তাহা তাহাদের আপনার নিমিত্তই হয়। ৭।৯।১০

(৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অর্থ)

[আমি মৎকৃত "মাতৃপূজা" পুস্তকে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিস্তারিত অর্থ করিয়াছি]

১২) ভগবদুপাসনা কি মানবের ইচ্ছাধীন ?

৫৮। মনে সহজেই সন্দেহ হয় যে, ভগবদুপাসনা কি মানবের ইচ্ছাধীন ? আমার মনে হয় তাহা নহে। ইহা জগদ্বিধারণের অমোঘ নিয়মে ঘটিতে বাধ্য। আমরা জানি যে, মানব যত অসভ্য, বর্ব্বর, অজ্ঞান হউক্ না কেন, সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে কোনও অজ্ঞাত মহাশক্তির নিকট মস্তক অবনত করে। দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। এরূপ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। ভগবান সূত্রকার ২।১।৩৪ সূত্রে বিশ্বসৃষ্টি ভগবানের "লীলাকৈবল্যমাত্র" অন্য কথায় ক্রীড়ামাত্র—ইহা প্রতিপাদিত করিবেন। ভাগবতও ৮।২২।২০ শ্লোকে বলিতেছেন :—

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে। ৮।২২।২০

—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন জগৎ তুমি নিজের ক্রীড়ার্থে রচনা করিয়াছ। ৮।২২।২০

ক্রীড়া একা একা হয় না, এজন্য বহুত্বের প্রকটন। জীবগণ উক্ত খেলায় যোগদান করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইবে—ইহাই খেলার উদ্দেশ্য। খেলা করিতে হইলে, খেলুড়েদিগকে, খেলার সাধক নিয়ম পরম্পরায় সীমার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য দান প্রয়োজন। নতুবা খেলা জমে না। সেইজন্য জীবকে সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য দান।

জীব যদি নিজের উক্ত স্বাতন্ত্র্যকণার অযথা পরিচালনে নিজের ইচ্ছায় খেলার নিয়ম ভঙ্গ করে, তজ্জন্য উক্ত নিয়মানুসারেই জীবকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? যুক্তিতেও ইহা আমরা বুঝিতে পারি। জীব অমৃতলোকের অধিবাসী। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে, ভগবানের খেলার সঙ্গী। খেলার নিয়ম ভঙ্গ হেতু শাস্তি ভোগ ও উহার ভোগের পর, অনুতপ্ত হইয়া, পুনরায় নিয়মানুবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিলে, পুনরায় খেলার সঙ্গীরূপে গ্রহণ সঙ্গতই বটে। এই অনুতপ্ত জীবই সাধক বা উপাসক—ক্রমোন্নতির যে কোনও স্তরেই অবস্থিত হউন না কেন, জগদ্বিধারণের অন্য কথায় বিশ্বরঙ্গমঞ্চে খেলার,

অমোঘ নিয়মে, স্ব স্বরূপে অর্থাৎ অমৃতলোকের অধিবাসীরূপে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে বাধ্য। উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।৯।১০ শ্লোক ইহারই পূজার কথা বলিয়াছেন। এই সংক্ষেপ আলোচনা হইতে বুঝা গেল, ভগবদুপাসনা—জীবের নিজ কল্যাণ সাধনের জন্যই। ভগবান করুণাসাগর। তিনি উপাসনা সিদ্ধির জন্য সর্ব্ববিধ সুযোগ দান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইহা ক্রমশঃ বিশদ্ হইবে। অধুনা এই সূত্রের আলোচনায় ২৩ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৯।৬ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১৩) স্বজনরূপে বরণের তাৎপর্য্য।

৫৯। উপরে উদ্ধৃত কঠশ্রুতির ১।২।২২ মন্ত্রের স্বজন রূপে বরণ করিয়া লইবার যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বিশেষভাবে বুঝা গেল। খেলার সঙ্গী স্বজন ত বটেই, ভগবানও তাহার-স্বাতন্ত্র্যকণায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, উহারই মধ্য দিয়া, তাহার স্বইচ্ছার পরিচালনে, প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ভগবানের দিকে ফিরিলেই, তিনি তাহাকে বুকে করিয়া লইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, ইহা বিশদ্ভাবে বুঝা গেল। তবে এ প্রসঙ্গে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, উক্ত মন্ত্রের "যমেবৈষ বৃণুতে" বাক্যাংশে "যম্" পদে সাধক ও "এষ" পদে আত্মা গ্রহণ না করিয়া, ভগবান শঙ্করাচার্য্য "যম্" পদে আত্মা ও "এষ" পদে সাধক গ্রহণ করিয়া, অর্থ করিয়াছেন, "যে সাধক এই আত্মাকে বরণ করেন"। এ প্রকার বিভিন্ন অর্থে কোনও বিশেষ অসঙ্গতি হয় নাই, কেবল জীবের বা সাধকের কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধির প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

৬০। কঠশ্রুতির উক্ত ১।২।২২ মন্ত্রের প্রথম যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, ভগবানের কি "স্ব"—"পর" মতি আছে? "স্বজন রূপে বরণ করেন" বলায়, কেহ স্বজন এবং অপর কেহ স্বজন নহে, এরূপ সন্দেহ ত মনে স্বভাবতঃই উদয় হইতে পারে। ইহা কি সঙ্গত? এপ্রকার আপত্তি নিরসনের জন্য ভগবান সূত্রকার ২।১।৩৫ সূত্র প্রণয়ন করিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যে ভগবানে "বৈষম্য—নৈর্ঘৃণ্য"-অর্থাৎ বিষমতা, নির্দ্দয়তা প্রভৃতি নাই। ইহার আলোচনা যথাস্থানে করা যাইবে। ভাগবত উক্ত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন :—

সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥

৭।৯।২৬

তোমার প্রসাদ প্রার্থনানুসারে ফলদাতা কল্পতরুর ন্যায়। সেবানুসারেই

ফলদান করিয়া থাক। উহাতে উত্তম অধম বিচার কর না। ৭।৯।২৬
অন্যত্রও ভাগবত বলিতেছেন :—

সর্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরু স্বভাব ॥
৮।২৩।৬

তুমি সকলের আত্মস্বরূপ, সর্বত্র তোমার সমদৃষ্টি। তবে ভক্ত প্রিয় বলিয়া তোমার যে বিষম স্বভাব, দৃশ্যতঃ প্রতীত হয়, তাহার কারণ তুমি, কল্পতরু স্বভাব বশতঃ সমীপাগত প্রার্থনাকারিগণের প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাক। এই সমীপাগতগণই ভক্ত বা সাধক নামে পরিচিত। ৮।২৩।৬

কল্পতরু সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। উত্তম-অধম বা স্ব-পর-ভেদ-বিচার নাই। যেই হউক্ না কেন, কল্পতরুর সমীপে গিয়া, ফল প্রার্থনা করিলে, কল্পতরু তাহা নির্ব্বিচারে দান করিয়া থাকে। সেইরূপ ভগবানের "উপ" সমীপে, "আসন" লইয়া গিয়া, তাহাতে বসিয়া তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা দান করেন। কোনও প্রকার কার্পণ্য নাই। এমন কি, যদি উক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করেন, তিনি আত্মদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এ প্রসঙ্গে আভাস শীর্ষক প্রস্তাবনায় ২৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

৬১। উপরে যে কল্পতরুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহা কেবল সমীপে আগত বা উপাসনাকারিদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। যাঁহারা কল্পতরুর সমীপে না আসিয়া দূরে থাকেন, কল্পতরু তাঁহাদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। কিন্তু ভগবান কাহারও সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি ত দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ শূন্য—একারণ তাঁহার কাছে দূর-নিকট নাই। তিনি প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত থাকিয়া জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন। মানবদেহধারী যে সকল জীব, তাঁহার প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কোনও চিন্তা করেন না, তিনি কি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? সকলের অন্তর্য্যামী ভগবান, সমস্ত ব্যষ্টি মানবের এবং সে কারণ তাঁহাদেরও সম্বন্ধে প্রত্যেকের উপযোগী ব্যবস্থার বিধান করিয়া প্রত্যেককে ক্রমোন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উন্নীত করিতেছেন অথচ কেহই ইহা অনুভব করিতে পারিতেছে না, প্রত্যেকেই মনে করে, যেন নিজ নিজ স্বাধীন ইচ্ছার ও চেষ্টার পরিচালনে ক্রমশঃ উন্নত স্তরে আরোহণ করিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের—অন্য কথায় জগদ্ বিধারণের অমোঘ নিয়মের ক্রিয়া।

ইহার সহিত মানব যদি নিজের আত্মিক শক্তি, জ্ঞানপূর্ব্বক নিয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে উন্নতি শীঘ্র শীঘ্রই সংঘটিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ছান্দোগ্য শ্রুতি ১।১০ মন্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন—"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" ইহা আগেও বলা হইয়াছে।

১৪) ব্রহ্ম = অদ্বয়জ্ঞান = ভগবান।

৬২। ভাগবত অনেক উপাদেয় শ্লোকে ভগবতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের কাহাকে ছাড়িব, কাহাকে বা গ্রহণ করিব। অল্প কয়েকটি গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছি। উপরে উদ্ধৃত ১।২।১১ শ্লোকে যে অদ্বয় জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় দিতেছেন :—

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণম্ নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ভাগ ২।৬।৩৮

তিনি বিশুদ্ধ, কেবল অর্থাৎ একমাত্র বা অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ, যে জ্ঞান অবিদ্যাসম্পৃক্ত নহে, জীবমাত্রের অন্তরে অনুভূতি স্বরূপে সম্যক্ অবস্থিত, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই জ্ঞানই একমাত্র সত্য, তাহার সত্যতার উপর, জীব ও জগতের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত, একারণ উহাই পরম সত্য, সেজন্য চিরপূর্ণ। উহা আদ্যন্তহীন—সুতরাং নিত্য। নির্গুণ-একারণ গুণ-ক্ষোভ বশতঃ তাঁহাতে কোনও চাঞ্চল্য নাই—তিনি প্রাকৃত গুণের অতীত। তিনি অদ্বয়-তিনি ভিন্ন পৃথক্ বস্তু কিছুই নাই। ২।৬।৩৮

উদ্ধৃত শ্লোকে "জ্ঞানং" পদের বিশেষণ কয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমাদের পরিচিত জ্ঞান-অজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, একারণ উহা "সম্যক্ অবস্থিত" নহে। কিন্তু আলোচ্য ব্রহ্ম স্বরূপাত্মক জ্ঞান—নিরপেক্ষ জ্ঞান-সে কারণ উহাই "সম্যক্ অবস্থিত"। সিনেমা গৃহে দৃশ্যপটের পশ্চাতে অত্যুজ্জ্বল আলোক-ইহার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত আলোক সিনেমা গৃহে ব্যবহৃত ছবিগণের ধারাবাহিক অভিব্যক্তি দৃশ্যপটের উপর প্রকটিত করিয়া দর্শকমণ্ডলীর আনন্দের কারণ হয়। কিন্তু উহা কি ছবি সকলের, কি দৃশ্য-পটের, কি দর্শক মণ্ডলীর কোনও অপেক্ষা রাখে না। অভিনয়ান্তে দর্শকগণ চলিয়া গেলেও দৃশ্যপট সরাইয়া লইলেও উক্ত আলোক তুল্য সমুজ্জ্বল ভাগে বর্ত্তমান থাকে-একারণ উহা "সম্যক্ অবস্থিতির" দৃষ্টান্ত। উহা "প্রত্যক্" (প্রতি + অঞ্চ + ক্বিপ্) অর্থাৎ সর্ব্বানুভূতি স্বরূপ বলিয়া কোনও বিশেষ গত অনুভূতি দ্বারা বিচলিত হয় না। উহা-"অনাদ্যন্ত"-

আদি-জন্ম ও অন্ত—নাশ—উভয়শূন্য—অর্থাৎ ষড়্‌বিকারের আদি ও অন্ত বিকার শূন্য—সেই হেতু উক্ত উভয় সীমার অন্তর্ভুক্ত বিকার—চতুষ্টয়—অন্য কথায় অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়—উহাতে বর্ত্তমান নাই। আমাদের পরিচিত অস্তিত্ব আপেক্ষিক, উহা অনস্তিত্ব বা নাশের অপেক্ষা রাখে—সে প্রকার আপেক্ষিক অস্তিত্ব উহাতে নাই। উহাই একমাত্র "সত্য" বা নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বিশিষ্ট। উহারই অস্তিত্ব হেতু, প্রপঞ্চের অবভাসমান অস্তিত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। নিজের স্বরূপানুবন্ধী সংখ্যাতীত গুণে গুণবান্ হইলেও, আমাদের পরিচিত প্রাকৃতিক গুণের সহিত সম্পর্ক নাই বলিয়া, আমাদের ভাষায় নির্গুণ। "নিত্যমদ্বয়ম্"—আমাদের দ্বৈত প্রতীতির সময়েও পরমার্থতঃ-অদ্বয়। এই বিশেষণগুলির সার্থকতা ক্রমশঃ উপলব্ধ হইবে।

৬৩। উপরে বলিয়াছি যে, যে সকল মানবদেহধারী জীব; ভগবানের "উপ" সমীপে "আসন" গ্রহণ করে না—অন্য কথায় জ্ঞানতঃ উপাসনা করেন না, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতিও উদাসীন থাকিতে পারেন না। বর্ত্তমান আলোচ্য শ্লোক হইতে ইহার স্পষ্ট আভাস পাইতেছি। তিনি প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছেন, অনুভূতি রূপে প্রতি জীবের আত্মায় আত্মা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, প্রতিক্ষণে, তাঁহার অনুভূতি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি, উক্ত জীবের অজ্ঞাতসারে, তাহার দ্বারাই উন্নতির পথে পরিচালিত করিতেছেন। ইহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হইল। (১) সর্ব্বশক্তিমান্ হইলেও, জীবের স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী কিছুই করা হইল না। (২) স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা হইল। (৩) ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ, জীবকে দেওয়া হইল। (৪) জীব বুঝিল যে, সে তাহার স্বাতন্ত্র্যের ইচ্ছামত পরিচালনে নিজেই ইহা সম্পাদন করিল। (৫) ভগবানের জীব বৎসলতা প্রকাশ পাইল। (৬) তিনি যে অপার করুণাময়, তাহাও প্রকটিত হইল। এবং জীব শত অপরাধে অপরাধী হইলেও, ভগবান, তাহার অপরাধ গ্রহণ করেন না, জানানো হইল।

৬৪। ভাগবতের উদ্ধৃত ২।৬।৩৮ শ্লোকে কথিত বিশুদ্ধ, অদ্বয় জ্ঞানই বাসুদেব বা সগুণ ও সাকার ভগবান।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্ বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥

৫।১২।১১

বিশুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরশূণ্য—(অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম সকলের অন্তরে, বাহিরে বর্ত্তমান) অতএব পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, নির্বিকার যে জ্ঞান তাহাই পরমার্থ সত্য, তাহাই ব্রহ্ম। সেই জ্ঞানেরই ভগবৎ সংজ্ঞা। তাঁহাকেই পণ্ডিতগণ বাসুদেব বলিয়া থাকেন। ৫।১২।১১

তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া শূন্যবৎ কল্পিত হইলেও, অভাবাত্মক শূন্য নহেন। প্রকৃত পক্ষে তিনিই পরমভাব পদার্থ, এ কারণ অশূন্য স্বরূপ। ভক্তগণ তাঁহাকেই ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৯।৯।৪০

যত্তদ্ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্।
ভগবান বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ ৯.৯।৪০

—জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান ; কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক্ নহেন।

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্‌ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে ॥ ৩৩২।২১

জ্ঞান মাত্র স্বরূপ পরমতত্ত্বই, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরমপুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। এক ভগবানই জ্ঞান মাত্র রূপে সকল পদার্থে সম হইলেও দৃশ্যাদি পৃথগ্‌ ভাবে—অর্থাৎ দৃশ্য-দ্রষ্টা-দর্শন, শ্রোতা-শ্রাব্য-শ্রবণ, প্রভৃতি পৃথগ্‌ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ৩৩২।২১

১৫) বিধি-নিষেধ উভয়ই-ব্রহ্মে বা ভগবানে পর্যবসিত।

৬৫। তাহা হইলেও কি তিনি ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য? ভাগবত বলিতেছেন :—নয়।

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা, প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূলমর্থোক্তমাহ যদতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ ॥

১১।৩.৩৭

যেমন স্বীয় অংশভূত বিস্ফুলিঙ্গ সকল, অগ্নিরাশিকে দাহ বা প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ মনঃ, বাক্, চক্ষুঃ, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল (যাহারা তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত ও কার্য্যশীল), তাঁহাতে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যপক্ষে, যিনি ভিন্ন নিষেধের সমাপ্তি নাই, বাক্য তাঁহাকে অর্থোক্তরূপে "তন্ন তন্ন" (তাহা নয়, তাহা নয়) বলিয়া ব্যক্ত করে মাত্র, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিতে সমর্থ হয় না। ১১।৩।৩৭

এক কথায় বিধি—নিষেধ উভয়েই তাঁহাতে পর্য্যবসিত। বিধিমুখে যেমন তাঁহাকে প্রকাশ করা অসম্ভব, নিষেধমুখেও সেইরূপ-অর্থাৎ নিষেধমুখে "নেতি নেতি" বলিলে, ইহা নয়, ইহা নয় ত বটে—ইহার উপরে অনেক কিছু অকথিত রহিয়া গেল। ভগবান্ সূত্রকার "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি, ততোব্রবীতি চ ভূয়ঃ"—৩।২।২২ সূত্রে ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন, যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

৬৬। মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণই বা কি করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ করিবে? উহারা ত তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই কার্য্যশীল হইয়া থাকে।

এষঃ স্বয়ং জ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥

ভাঃ ১১।২৮।৩৬

এই পরমাত্মা স্বয়ং জ্যোতঃ—স্বপ্রকাশ (ইহাকে প্রকাশের জন্য অন্য কোনও প্রকাশকের প্রয়োজন নাই), ইনি অজ, অপ্রমেয় (সর্ব্ববিধ প্রমাণের অগোচর), মহানুভূতি (চিদ্‌ঘন) সকলানুভূতি (সর্ব্বভূতের অনুভূতির মূলে তিনি, একারণ সর্ব্বজ্ঞ), অদ্বিতীয় (বিজাতীয় ভেদ রহিত), বাক্যের অগোচর, কারণ তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই প্রাণ ও বাক্য (সমুদায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) স্ব স্ব ব্যাপারে বিচরণ করে। ১১।২৮।৩৬

মহানুভূতি ও সকলানুভূতি, এই দুই পদে ভাগবত কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহা আমরা তড়িৎশক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র (Power House) হইতে সমগ্র নগরে তড়িৎ শক্তি পরিচালনের দৃষ্টান্তে বিশদ্ ধারণা কারতে পারি। প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবের বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন চিন্তার, বিভিন্ন বস্তুর, বিভিন্ন অনুভূতির মূলে কেন্দ্রীভূত সমষ্টি অনুভূতি স্বরূপ, ব্রহ্ম বা ভগবান্ থাকিয়া, উহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। যাহা হউক্, যখন বাক্য, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে জনিবার উপায় নাই, তখন তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া অজস্র প্রণতি নিবেদন ভিন্ন আর উপায় কি? তাই ভাগবত বলিতেছেন:—

নমস্তে সর্ব্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে॥ ১০.৬৪।২০

—তুমি আমাদের মনের সমুদায় ভাবের মূলে, তোমাকে নমস্কার। ১০।৬৪।২০

ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা ভগবানের সত্য—জ্ঞান—অনন্ত স্বরূপত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিয়া, ভাগবত ইদাণীং তাঁহার আনন্দ স্বরূপত্বের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইতেছেন। ভাগবত বলিতেছেন:—তিনি,

কেবলানুভবানন্দ সন্দোহো নিরুপাধিক ॥ ১১।৯।১৮

তিনি কেবল অনুভবানন্দ রাশি স্বরূপ, নিরুপাধিক। ১১।৯।১৮

....কৈবল্য নির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ। ৭।১০।৩৮

...অববোধ রসৈকাত্মানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৪।১৩।৭

...কেবল নির্ব্বাণ সুখানুভূতি স্বরূপ। ৭।১০।৩৮

—অববোধ (স্বরূপ জ্ঞান) রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়ায় সর্ব্বতোভাবে আনন্দে পরিপ্লুত। ৪।১৩।৭

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।

প্রপন্নজনতানন্দ সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ১০।১৪।৩৫

হে প্রভো! আপনি স্বরূপতঃ নিষ্প্রপঞ্চ—প্রপঞ্চের সহিত সম্পর্কমাত্র শূন্য, কেবল প্রপন্ন ভক্তগণের আনন্দ প্লাবনে পরিপ্লুত করিবার জন্য মর্ত্ত্যধামে অবতার গ্রহণের বিড়ম্বনা করিতেছেন ॥ ১০।১৪।৩৫

স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়...১০।১২।৩৮

তিনি নিজ নিত্য সুখানুভূতি স্বরূপে মায়াকে পরাভবপূর্ব্বক স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। ১০।১২।৩৮

১৬) বিষয়ানন্দ।

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকাংশ হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভগবান্ আনন্দময় বা আনন্দ স্বরূপ। তাঁহার-আনন্দের কণামাত্র জীব ও জগৎকে আনন্দ প্লাবনে পরিপ্লুত করে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২।৮ মন্ত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন "সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি"—তিনি আনন্দের পরিসীমা। বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৪।৩।৩২ মন্ত্রে "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" এই আনন্দের কণা, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগে অনুস্যূত হওয়ায় মর্ত্ত্যধামে জীবগণ বিষয় ভোগের জন্য ছুটাছুটি করিয়া থাকে। এই ছুটাছুটিই কি জীবমাত্রের অপরিহার্য্য নিয়তি? শ্রুতি উক্ত মন্ত্রে বিষয়ানন্দে আনন্দ-স্বরূপের আনন্দকণার উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন। ভাগবত বলিলেন যে, বিষয়ানন্দ আনন্দ-স্বরূপের আনন্দের কণা তো বটেই। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ যে আনন্দ ভোগ করেন, তাহা ভগবতানন্দ। তাঁহারা বিষয়ানন্দের জন্য লালায়িত নয়। ভগবানের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ প্রভৃতি হইতে যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাতে পরমেষ্ঠীর পদ স্বর্গাধিপতি, রসাতলাধিপতির পদ

প্রভৃতি এমন কি অপূর্ণভব মোক্ষও তাঁহারা ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন। (ভাগবত ৬।১১।২৩, ১১।১৪।১৩)। বিষয়ানন্দ—আনন্দ-স্বরূপের আনন্দের কণা হইলেও, উহা উপভোগের সময় ভোক্তা তাহা ভুলিয়া গিয়া, বিষয়ের প্রাধান্য দেয় এবং সে কারণ বন্ধন গ্রহণ করে। "বিশেষেণ সিনোতি বা বধ্নাতি"—এই ব্যুৎপত্তিতে বিষয়পদ সিদ্ধ—এজন্য উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-যাহা বিশেষরূপে বন্ধন করে। বন্ধন করাই উহার স্বভাব। সুতরাং ভোগের সময় উহার প্রাধান্য দিলে, উহা যে উহার স্বভাবগত শক্তি প্রকটন করিয়া বন্ধন করিবে, তাহার কথা কি? এজন্য ভগবান্ গীতায় ২।১৪ শ্লোকে ইহার নিন্দা করিয়াছেন।

৬৭। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ৩।৬ মন্ত্রে বিশদ্‌ভাবে বলিয়াছেন যে, আনন্দ হইতেই ভূতসকল জাত, আনন্দেই স্থিত এবং আনন্দেই লয় প্রাপ্ত হয়। জনন, পালন, রক্ষণ, নাশ করিতে হইলে ক্রিয়ার প্রয়োজন, এ কারণ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।৮ মন্ত্রে পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরাশক্তি বর্ণনায়—"জ্ঞান বল ক্রিয়া চ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বল—শক্তি—বিশ্ববিধারিণী সৎ শক্তি, জ্ঞান শক্তি-চিৎ শক্তি ও আনন্দ শক্তি—ক্রিয়া শক্তি। পরব্রহ্ম প্রধানতঃ এই তিন মহাশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া বিশ্বের সৃজন, পালন, রক্ষণ, নাশ প্রভৃতির বিধান করিতেছেন। গায়ক যেমন গাহিবার শক্তি কখনও প্রকাশ করিয়া গায়ক বলিয়া পরিচিত হন, কখনও শক্তি আপনাতে অপ্রকটিত রাখেন, সেইরূপ শক্তির বিকাশে সৃষ্টি ও স্থিতি, শক্তির অপ্রকাশে প্রলয়।

১৭) নিরীহতা ও নিষ্ক্রিয়তার সহিত সঙ্কল্প ও সক্রিয়তার বিরোধ নাই।

৬৮। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে ও ত্যাগে, চক্ষুর উন্মীলনে—নিমীলনে, আমরা ক্রিয়ার পরিচয় পাইয়া থাকি, সেই কারণে পরব্রহ্ম বা ভগবানের শক্তির উদ্বোধনে ও সংহরণে ক্রিয়ার পরিচয় ত সুস্পষ্ট। কিন্তু নিরীহ, নিষ্ক্রিয়, "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ব্রহ্মের সহিত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য কোথায়? বিশেষতঃ তাঁহার নিষ্ক্রিয়তার ও নিরীহত্বের উপর লক্ষ্য করিয়া ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৭।৭।৪০ শ্লোকে স্পষ্ট বলিলেন যে, তিনি তত্ত্বতঃ অভাবাত্মকশূন্য না হইলেও শূন্যবৎ কল্পিত হইয়া থাকেন। অতএব সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে "আনন্দ সন্দোহ", "আনন্দমনুসন্ততম্" প্রভৃতি পদ প্রয়োগ দ্বারা জীব ও জগতে আনন্দের প্রস্রবণ ছুটাইবার কথা বলা হইয়াছে,

তাহা কি প্রকারে সম্ভব হয়। বরং তিনি প্রলয়ে আত্মস্থ থাকাকালে, বা সৃষ্টি ও স্থিতিকালেও, আত্মানন্দে মগ্ন ছিলেন, ইহা বুঝিতে পারি।

৬৯। ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, শ্রুতির উপদেশ স্পষ্টভাবে বুঝিতে না পারায় এই প্রকার সংশয় ত হইবেই। পরমার্থতঃ তিনি নিরীহ, নিষ্ক্রিয় বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যাবহারিক জগত ভুলিলে ত চলিবে না। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি যত কিছু—সমুদায় ত ব্যাবহারিক জগতের ব্যবহার নিষ্পাদন সুসম্পন্ন করিবার **উপদেশ** দানের জন্য। এজন্য যিনি "অক্ষর"— বলিয়া শ্রুতিতে (বৃহদাঃ ৩।৮ অধ্যায়) কথিত এবং অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ……অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনঃ প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহারে সমুদায় বিরোধের সমন্বয় স্থল বলিয়া পরিচয় দিবার প্রয়াস হইয়াছে, সেই সমুদায় নিষেধের পরিসমাপ্তি রূপ "অক্ষয়" তত্ত্বের "প্রশাসনে সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ—দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি। ইনি নিরীহ নিষ্ক্রিয় বটে, কিন্তু "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মা-দগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। (তৈত্তিঃ ২।৮।১)—ইহার ভয়েই বায়ু প্রবহমান, সূর্য্যের উদয়—আকাশ ভ্রমণ—অস্ত, পুনরায় সমভাবে দিনের পর দিন পরিভ্রমণ। অগ্নি ও ইন্দ্র নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত, এবং পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান। সুতরাং ভগবত্তত্ত্বে সমুদায় বিরোধের পরিহার ও সামঞ্জস্য বুঝান শ্রুতির অভিপ্রায় বুঝিতে পারা গেল।

৭০। ভগবান্ গীতায় সুস্পষ্ট বলিতেছেন :—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ গীঃ ৩।২২
> যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥ গীঃ ৩।২৩
> উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম্মচেদহম্ ॥ গীঃ ৩।২৪

হে অর্জ্জুন! আমার কোন কর্ত্তব্য কিছুমাত্র নাই, যেহেতু তিনলোকে আমার অপ্রাপ্ত—সুতরাং প্রাপণীয় বলিয়া কোনও বস্তু নাই, তথাপি আমি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি। যদি আমি আলস্যশূন্য হইয়া, কখনও কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আমারই পথ সর্ব্বপ্রকারে অনুসরণ করিবে। ফলে লোক সকল উৎসন্ন হইয়া যাইবে। গীঃ ৩।২২—২৩—২৪। উদ্ধৃত তিনটি

শ্লোকে ব্যবহৃত তিনটি বাক্যাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। (i) "ত্রিষু লোকেষু" (ii) "মনুষ্যাঃ" (iii) "ইমে লোকাঃ"—বলা বাহুল্য যে, ব্যাবহারিক জগৎ বুঝাইতে এই তিনটি বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাবহারিক জগতের মানবদেহধারী জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে সাধারণতঃ ভূ—ভুর্বঃ—স্বঃ এই তিন লোকের মধ্যে পরিভ্রমণ করে। উহাদিগের উপরিতন—মহঃ—জনঃ—তপঃ—সত্য—লোক চতুষ্টয় ব্যাবহারিক জগতের বাহিরে। "মনুষ্যাঃ" পদ ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, মানবদেহধারী জীবের জন্যই শাস্ত্রও তাহাদের সম্মুখে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই ভগবানের মর্ত্ত্যধামে অবতার গ্রহণ। "ইমে লোকাঃ" পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যও ভূ—ভুর্বঃ—স্বঃ এই তিন লোক লইয়া। উহাদের উৎসন্ন হইলে, ব্যাবহারিক জগতের বিলোপ সাধন হইবে, জগদ্ বিধারণের ও জীবের এবং উক্ত লোকত্রয়ের মর্য্যাদা রক্ষা প্রভৃতির নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া যাইবে।

৭১। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্ত সুস্পষ্ট শিক্ষা দেন যে, পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম বা ভগবান্ আপনাকেই জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। এই অভিব্যক্তি ক্রিয়াশক্তির পরিচয় প্রদান করে। ইহাই আদি ক্রিয়া বা সমুদায় কর্ম্মের মূল উৎস। সেই উৎস হইতে কর্ম্মস্রোত কি সমষ্টি, কি ব্যষ্টি, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি মহৎ, কি অণু-পরমাণু সর্ব্বত্রই প্রভাবিত হইতেছে ও হইতে থাকিবে। যে ক্রিয়াশক্তি, সূর্য্য-তারকা-গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতিকে অনবরত তীব্রবেগে ছুটাছুটি করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই মহাশক্তিই উদ্ভিদের অভ্যন্তরে কেশের চেয়েও অতিসূক্ষ্ম নালিকার মধ্য দিয়া, রসপ্রবাহ উহার সর্ব্বত্র সঞ্চারণ করিতেছে। এবং ঐ একই মহাশক্তি একটি পরমাণুকে তাহার আকারে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও উহার বিশ্লেষণে অচিন্ত্য শক্তির বিকাশ করিয়া জীব ও জগৎকে স্তম্ভিত করিতেছে। ইহা কেন হইতেছে, ইহার উত্তর কে দিবে? যাঁহার ক্রিয়া শক্তির অল্প স্ফুরণে জীব ও জগতের অভিব্যক্তি, তিনি না বুঝাইলে উহা বুঝবার উপায় নাই। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ উক্ত মহাশক্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া আত্মহারা হইয়া যান এবং এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়া হয়—এইমাত্র বলিয়া নিরস্ত হন।

৭২। যুক্তিতে আমরা কি পাই, দেখা যাউক্। অবশ্যই এ যুক্তির ভিত্তি শ্রুতি। বৃহদারণ্যক শ্রুতির অক্ষয় ব্রাহ্মণে অর্থাৎ ৩।৮ অধ্যায়ে—অক্ষয়ের পরিচয়ে আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সমুদায় পরস্পর বিরোধী ভাবের সমন্বয় পরমতত্ত্বে বা ভগবানে। তাঁহার দৃষ্টিতে স্থূল নাই, সূক্ষ্ম নাই,

কার্য্য নাই, কারণ নাই, সৃষ্টি নাই, প্রলয়ও নাই। সবই যেমন থাকা উচিৎ, সেই ভাবেই সর্ব্বদা বর্ত্তমান। নিরীহত্ব, সংকল্প, নিষ্ক্রিয়তা, সক্রিয়তা, পরমার্থিক, ব্যাবহারিক—সমুদায় আমাদের ভাষার কথা, আমাদের মনোভাবের ভূমিকার উপর গঠিত। আমরা ঐ সকল তাঁহাতে আরোপ করিয়া, আমাদের আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়া থাকি। উক্ত আত্মম্ভরিতা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য হইলেও আমরা উহার একটা মন গড়া, মুখরোচক, শ্রুতি সুখকর নাম দিয়া চিন্তাশীল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি। আমরা বুঝি না যে, ঐ সকল তাঁহাতে আরোপিত হইলেই তিনি ঐ সকলে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন, ইহা মনে করা অতি দারুণ ভ্রম। আমাদের ভাষা, চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-সিদ্ধান্ত-সমুদায় দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত, অন্য কথায় মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত। উহারা সমুদায় পরিচ্ছেদহীন, "মায়া-মৃগী-নর্ত্তক" আমাদের প্রাণ-মনঃ-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক পরমতত্ত্বে কি প্রকারে প্রযোজ্য হইতে পারে? সে কারণ ভগবানের সৃষ্টি সংকল্পের কারণ, জীব-জগৎ অভিব্যক্তিতে তাঁহার দায়িত্ব, ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণে তাঁহার ভ্রম অনুসন্ধান, উহার পরিচালনে নিপুণতার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে মস্তিষ্ক আলোড়ন না করিয়া, শ্রুতির উপদেশ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক, যাহাতে তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিয়া ধণ্য হইতে ও মনুষ্য জীবন সার্থক করিতে পারা যায়, তাহার জন্য চেষ্টা প্রতি শ্রেয়ঃ-কামীর কর্ত্তব্য।

১৮) উপরের সমুদায় আলোচনার উপসংহার স্বরূপ ভাগবতের শ্লোক।

৭৩। উপরে যে সমুদায় আলোচনা করা হইল, তাহারই একপ্রকার উপসংহার স্বরূপ ভাগবতের একটি অতি উপাদেয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল। উহা আলোচনার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি যে, যখন ব্রহ্ম বা ভগবান, জীব ও জগৎকে আত্মস্থ করিয়া প্রলয়ে যোগনিদ্রায় অবস্থান করেন, তখন তাঁহার জ্ঞান অব্যভিচারী ভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও, কোন কিছু বর্ত্তমান না থাকায়, প্রকাশ্যের অভাব হেতু জ্ঞানের প্রকাশ না হওয়ায়, তিনি যেন নিজেকে "অসন্তমিব"—না থাকার মত, মনে করিয়াছিলেন। ইহা ভাগবত ৩।৫।২৪ শ্লোকে বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোক ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য পরিহারের জন্য এখানে উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম। এই "না থাকার মত" থাকা আমাদের দৈনিক জীবনে যেন কিছু ফাঁকা ফাঁকা, কিছু অভাবগ্রস্থের

মত থাকা আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করিয়া থাকি। দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। এই যে অভাবের মত কিছু—প্রকৃত অভাব নহে। তিনি তখন আত্মারাম, আপ্তকাম, আত্মক্রীড়, আত্মানন্দে বিভোর। কিন্তু লৌকিক ভাষায় উক্ত অবস্থা প্রকাশ করিতে হইলে, উক্তরূপ বলা ভিন্ন প্রকাশের উপায় নাই। বলা বাহুল্য, উক্ত বর্ণনা, আমাদের দৃষ্টান্তে করা হইয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে অভাবগ্রস্থের মত থাকা হেতু, সৃষ্টির প্রসার, আনন্দময়ের আনন্দের খেলা। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ৩৬ মন্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সূত্রের আলোচনায় ৬৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আত্মস্থ ভাব হইতে, অন্য কথায় যোগনিদ্রা হইতে জাগরিত না হইলে, আনন্দ হইতে সৃষ্টির প্রসার এবং জীব ও জগতে আনন্দের প্রস্রবণ ছুটানো সম্ভব হইত না। এই সমুদায় মনে রাখিয়া, নিম্নে উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকটির মর্ম্ম বুঝিতে হইবে, উহার অর্থ—যথাশক্তি বিস্তারিত ভাবে দিতেছি।

৭৪। শ্লোকটি এই :—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পদমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

ভাগবত ২।৭।৪৬

শ্লোকে ব্যবহৃত পদগুলির প্রত্যেকটির অর্থ করিলে তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইবে। "শশ্বৎ"—অব্যয় পদ হইলেও, ইহা শ্লোকের প্রথম ছত্রের (১) প্রশান্তম্, (২) অভয়ং, (৩) প্রতিবোধমাত্রম্, (৪) শুদ্ধং, (৫) সমং, (৬) সদসতঃ পরম্, (৭) আত্মতত্ত্বম্—এই সাতটি পদের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। "শশ্বৎ" পদের আভিধানিক অর্থ বারবার, সর্ব্বদা, তাহা হইতে নিত্য। অতএব যাহা নিত্য বা সত্য—অন্য কথায় যাহা সৎ—তাহাই শ্লোকের তৃতীয় ছত্রের "ব্রহ্ম" ইহা বলা হইল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি—নিত্য প্রশান্ত, নিত্য অভয়, নিত্য প্রতিবোধমাত্র, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য সম, নিত্য সদসৎকে অতিক্রম করিয়া নিজ স্বরূপে অবস্থিত এবং সকলের নিত্য—আত্মতত্ত্ব স্বরূপ বলা হইল।

"প্রশান্তম্"—বিক্ষোভ রহিত বলিয়া স্বরূপগত প্রকৃষ্ট শান্তভাবে নিত্য অবস্থিত। দ্বৈত সম্পর্ক বিবর্জ্জিত বলিয়া বিক্ষোভ রহিত।

"অভয়ম্"—দ্বৈত হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা। অদ্বৈততত্ত্বে—দ্বৈতের সংস্পর্শ সম্ভব নয় বলিয়া, নিত্য অভয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

"প্রতিবোধমাত্রম্"—প্রতিবোধ পদের আভিধানিক অর্থ জাগরণ। পরমতত্ত্ব ভগবানে কি সুপ্তি—জাগরণ আছে? না, থাকিতে পারে না। যখন তিনি সমুদায় শক্তি সংহরণ পূর্ব্বক, আত্মস্থ করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন, তখন আমাদের সুষুপ্তির নিদর্শনে—সুপ্তি আমরাই তাঁহাতে আরোপ করি। আবার যখন শক্তি প্রকাশ করিয়া সৃষ্টির অভিব্যক্তি করেন, তখনও আমাদের জাগরণের এবং জাগরিত অবস্থায় কার্য্য সম্পাদনের নিদর্শনে, জাগরণ ও আমরা তাঁহাতে আরোপ করিয়া থাকি। আরোপিত বলিয়া, উভয়ই ঔপচারিক। **কি সুপ্তি** (বা যোগ নিদ্রা), কি জাগরণ—উভয়ই প্রপঞ্চের সম্পর্কে বুঝিতে হইবে। স্বরূপতঃ তাঁহার সুপ্তি-জাগরণ নাই। তবে ভাগবত "প্রতিবোধমাত্রম্" পদ ব্যবহার করিলেন কেন? "নিজবোধমাত্রম্" বলিলে ত চলিত, ছন্দের বা অর্থের কোনও দোষ হইত না। উক্ত পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিলে, আমার মনে হয় যে, ভাগবত বিশেষ উদ্দেশ্যেই "প্রতিবোধমাত্রম্" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথমতঃ ভাগবত বুঝাইতে চাহেন যে, ভগবান্ নিত্য জাগরিত। জাগরণের সহিত সৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, সৃষ্টিও অনাদি এবং অনন্ত। বিশাল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত কোনও বিশেষ ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড কালপ্রভাবে নাশপ্রাপ্ত হইলেও, আরও অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্তভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। আমাদের শরীরের অগণ্য জীবকোষের বা রক্তকণিকার বর্ত্তমানতার দৃষ্টান্তে আমরা ইহার ধারণা করিতে পারি। উহারা প্রত্যেকে সজীব, উহাদের পরমায়ু আমাদের পরমায়ুর তুলনায় অতি অল্পক্ষণ মাত্র। কোনও বিশেষ জীবকোষ বা রক্তকণিকা নাশ প্রাপ্ত হইলে, অপর জীবকোষ বা রক্তকণিকা তাহার স্থান পূরণ করিয়া আমাদের জীবন ধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। সেইরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত বিশ্বে, অনন্তদেবের শরীরে অতিক্ষুদ্র জীবকোষ মাত্র। উহাদের কোনটির নাশ হইলে বিশ্বের জীবনধারা অক্ষুণ্ণই থাকে। দ্বিতীয়তঃ উদ্ধৃত শ্লোকের শেষ চরণে, "অজস্রসুখম্" বলিয়া ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। উপরের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, আনন্দের অনুভূতি বা ক্রিয়াই সুখ। জাগরণ না হইলে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না—ইহা প্রপঞ্চে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট—এই নিদর্শনে জাগরণের সমপর্য্যায়ভুক্ত "প্রতিবোধ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ৩।৬ মন্ত্রে আনন্দ হইতেই সৃষ্টির অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। অভিব্যক্তি ক্রিয়া হইতেই সম্ভব এবং ক্রিয়া জাগরণের অপেক্ষা

রাখে। একারণও "প্রতিবোধমাত্রম্" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী উক্ত পদের "জ্ঞানৈকরস" অর্থ করিয়াছেন—অর্থাৎ যখন "আত্মনিগূঢ় বোধম্" তখন যেমন "জ্ঞানৈকরস"—আবার যখন "প্রতিবোধমাত্রম্" তখনও তুল্যরূপে "জ্ঞানৈকরস"। তবে প্রথম ক্ষেত্রে জ্ঞান—অন্তর্নিহিত—নিষ্ক্রিয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেই একই অদ্বয় জ্ঞান—বহিরভিব্যক্ত, সক্রিয়। অবশ্যই ভগবানে অন্তর—বাহির বা সৃষ্টি প্রলয় নাই—উহাদের ব্যবহার আমাদের বুদ্ধির ধারণা সৌকর্য্যার্থ করা হয় মাত্র। উক্ত "প্রতিবোধমাত্রম্" পদ ব্যবহারে ভাগবত আরও বুঝাইলেন—তিনি নিত্য, বুদ্ধ। "শুদ্ধং"—নিত্য শুদ্ধ, নিত্য নির্ম্মল। কখনও মায়াজনিত মলের সংস্পর্শ নাই। "সমং"—নিত্য সম। কখনও কোনও প্রকার হ্রাস—বৃদ্ধি বা স্ব—পর—ভেদ জ্ঞান নাই। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, শক্তি, শ্রী, যশ প্রভৃতি যাহা কিছু ধরা যাউক্ না কেন, সমুদায় সমভাবে, তাঁহাতে পর্য্যবসানরূপে নিত্য বর্ত্তমান। ভেদ থাকা সম্ভব হইলেই সমতায় হ্রাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা আপতিত হয়। এই হেতু তিনি সজাতীয় —বিজাতীয়—স্বগত ভেদ বর্জ্জিত। সে কারণ তাঁহার "দেহ-দেহী" বা "তিনি ও তাঁহার" ভেদ নাই। তিনি যাহা, তাঁহার দেহ, বসন, ভূষণ, আয়ুধ, ধাম, পরিকর প্রভৃতিও তাই। অতএব নির্গুণ—সগুণ, নিরাকার—সাকার, নির্ব্বিশেষ—সবিশেষ প্রভৃতি ভেদ তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। এই আলোচনায় ৫০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।৯।৪৭ শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে "ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্" বলিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভেদের তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উহা বস্তুগত নহে, আমাদের বুদ্ধিগত মাত্র। সুতরাং পরমতত্ত্বে উহা নাই। উহা নিত্য সম।

"সদসতঃ পরম্"—নিত্য। কার্য্য-কারণাত্মক প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া নিজ শাশ্বত স্বরূপে সর্ব্বদা অবস্থিত। পুরুষসূক্ত "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" মন্ত্রাংশে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যকথায়-নিরুপাধিক এজন্য নিত্যমুক্ত।

"আত্মতত্ত্বম্"—জ্ঞাতা ব্যষ্টি আত্মার স্বরূপ। নিজের স্বরূপ এবং ব্যষ্টি জীব ও জগৎস্থ বস্তুজাতের অন্তরাকাশে জ্ঞাতৃরূপে অধিষ্ঠিত ব্যষ্টি আত্মার স্বরূপ—তত্ত্বত অভিন্ন। এই অভিন্ন সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান।

"শব্দো ন যত্র"—বাক্য দ্বারা এবং সে কারণ বাক্যরাশি স্বরূপ বেদ দ্বারা সে তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না। "শব্দ" পদ ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য, আমার মনে হয় যে, পঞ্চ ভূতের মধ্যে শব্দ সূক্ষ্মতম—উহা আকাশের গুণ। সুতরাং সূক্ষ্মতম আকাশের গুণ যখন তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তখন

অপেক্ষাকৃত স্থূল ভূতগণের ও তাহাদের গুণ গণের কথা কি? অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক গুণ—সম্বন্ধ বর্জ্জিত।

"পুরুকারকবান ক্রিয়ার্থোনে যত্র"—বহুকারক ব্যাপার (কর্ত্তা, কর্ম্ম করণ, অপাদান, সম্প্রদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ প্রভৃতি কারক ব্যাপার) দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার—উৎপাদ্য—আপ্য—সংস্কার্য্য—বিকার্য্য অর্থের বা ফলের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কেননা শব্দ (আকাশের গুণ বশতঃ) এবং পুরুকারকবান ক্রিয়ার্থ সকল মায়ার অন্তর্ভুক্ত, মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত। কিন্তু, "অভিমুখে বিলজ্জমানা মায়া পরৈতি"—মায়া তাঁহার অভিমুখে থাকিতে পারে না, বিশেষরূপে লজ্জিতা হইয়া দূরে পলায়ন করে।

উক্ত তত্ত্বের সহিত মায়ার কোনও সংশ্রব না থাকায়, মায়ার অধিকারে বর্ত্তমান কি শব্দ (বেদ শাস্ত্রাদি), পুরুকারকবান যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফলের সহিত তাঁহার সংশ্রব থাকিবে কি প্রকারে? যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি প্রাপ্তি, "আব্রহ্মভুবনাল্লোকা" মায়ার অধিকারে বর্ত্তমান থাকায় উক্ত প্রাপ্তি সঙ্গত বটে। কিন্তু ভগবল্লোক মায়ার পারে। তাহার প্রাপ্তি, মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত শব্দ বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা সম্ভব নহে।

"তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ" উহাই পরমপুরুষ ভগবানের স্বরূপ। শশ্বৎ, প্রশান্ত প্রভৃতি যে আটটি পদের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারা পৃথক্ পৃথক্ গুণ বা বিশেষণ নহে। উহারা প্রত্যেকে ভগবানের স্বরূপ বলিয়া, এবং স্বরূপে বিভেদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভাগবত-বহুবচন ব্যবহার না করিয়া, একবচনের "তদ্" পদ ব্যবহার করিয়া, ইহা বুঝাইলেন। তবে, শশ্বৎ, প্রশান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন পদের উল্লেখ করা কেন হইল? আমার মনে হয় যে, বিভিন্ন সাধকের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন প্রকার বলিয়া ভগবানের একই স্বরূপকে বিভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া থাকে। ইহা বুঝানও ভাগবতের অভিপ্রায়।

"ব্রহ্মেতি"—ব্রহ্ম+ইতি—ভগবানের স্বরূপ যাহা, ব্রহ্মও তাহাই। আলোচ্য শ্লোকে ভগবানের ও পরম পুরুষের স্বরূপ "ব্রহ্ম" উল্লেখ করায়, এই শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা স্বরূপ, ইহা বুঝা গেল। আলোচ্য শ্লোকে ভাগবত আরও বুঝাইলেন যে, পরমতত্ত্ব বা ভগবান, স্বরূপগত ভাবে, নির্গুণ, নিরাকার (নিরুপাধিক), নিষ্ক্রিয় হইলেও, সমকালে সৃষ্টিগতভাবে সগুণ, সাকার ও সক্রিয়ও বটেন। স্বরূপগত ও সৃষ্টিগত ভাবের পার্থক্য তত্ত্বতঃ বর্ত্তমান নাই। উহা আমাদের বিশ্লেষিকা বুদ্ধিতে বর্ত্তমান মাত্র, এজন্য উহাতে আত্যন্তিক গুরুত্ব কিছুমাত্র আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই।

উক্ত আমাদের দৃষ্টিতে—উভয়ভাবে স্বরূপ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য ৬।২।১) ভাবে বর্ত্তমান।

"যদ্‌বিদুঃ"—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে জানেন এবং জানিয়া লোকহিতার্থ প্রকাশ করেন।

"অজস্র সুখম্"—এই স্বরূপই অজস্র বা অপরিমিত সুখ—অন্য কথায় সুখের পরিসীমা! তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৮ মন্ত্রের আনন্দের পরিসীমার পরিচয় পাইয়াছি। এই শ্লোকে ভাগবত সুখের পরিসীমার পরিচয় দিলেন। আগে বলিয়াছি যে, সুখ—আনন্দের অনুভূতি বা ক্রিয়া—এবং এই ক্রিয়া হইতেই বিশ্বের অভিব্যক্তি—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য "প্রতিবোধমাত্রম্" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাগবত বুঝাইলেন যে, বিশ্বের অভিব্যক্তি—আনন্দ-স্বরূপের ক্রিয়া শক্তির পরিচায়ক। যে ভাগ্যবান জীব—বিশ্বের প্রকৃত দর্শনলাভ করিতে পারেন, তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র আনন্দের খেলা দেখিয়া—আনন্দ সাগরে মগ্ন হন। আমাদের চোখে যে দুঃখ-কষ্টের দৃশ্য প্রকটিত হয়, তাহা আমাদের চোখের রোগের নিদর্শন ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কারণ—

"বিশোকম্"—দুঃখ, শোক ত মায়ার ব্যাপার, এ কারণ ভগবৎ স্বরূপে কি প্রকারে থাকিবে? ভগবৎ স্বরূপ হইতে উহারা বিশিষ্টভাবে সম্বন্ধশূন্য। অতএব উদ্ধৃত ২।৭।৪৬ শ্লোকের সরল অর্থ হইতেছে—যাঁহাতে আনন্দের পরিসীমা (তৈত্তিঃ ২।৮), সেই আনন্দময়ের অপরিমেয় আনন্দের অনুভূতি জনিত অজস্র সুখই পরমপুরুষ ভগবানের পরমপদ বা নিজ স্বরূপ। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাকেই "ব্রহ্ম" বলিয়া জানেন, জানিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকেন না, জীব কল্যাণের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহা নিত্য, দ্বৈত সম্পর্ক রহিত হওয়ায় কোন প্রকার বিক্ষোভের সম্ভাবনা না থাকা হেতু, নিত্যপ্রশান্ত, নিত্য অভয়-প্রতিষ্ঠ, নিত্য বুদ্ধ, নিত্য শুদ্ধ, নিত্য সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ-রাহিত্য নিবন্ধন, নিত্যসম, নিত্যমুক্ত। তাঁহার তত্ত্বই সমষ্টি-ব্যষ্টিগত চরাচর বস্তুজাতের আত্মতত্ত্ব। উক্ত তত্ত্ব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে হইলে, মানবের শব্দসমষ্টি গঠিত ভাষার প্রয়োজন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, কারণ—উহা বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা অভিব্যক্ত আকাশের গুণ—উহা স্বরূপের পরিচয় জানিবে কিরূপে? বহু আড়ম্বরের সহিত, সকল প্রকার-কারক-ব্যাপার দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার উৎপাদ্য—আপ্য—সংস্কার্য্য—বিকার্য্য ফলই বা তাহাতে কি প্রকারে

পৌঁছিবে? উহারা ত মায়ার ব্যাপার। মায়া তাঁহার অভিমুখে থাকিতে বিশেষরূপে লজ্জিত হইয়া দূরে পলাইয়া থাকে। সূত্রে ব্যবহৃত তিনটি পদের আলোচনা নিজের জ্ঞানবুদ্ধির পরিমাপে কথঞ্চিৎ শেষ করিয়া, শেষপদ "জিজ্ঞাসার" আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

১৯) জিজ্ঞাসা ঃ—মনঃসংযমের প্রয়োজনীয়তা।

৭৫। জিজ্ঞাসা পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—জানিবার ইচ্ছা—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে-ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার, অন্য কথায় ব্রহ্মবিদ্যালাভের ইচ্ছা। ইচ্ছা হইলেই উহার সম্পূরণের জন্য স্বাভাবিকভাবে চেষ্টা আসে, সেই চেষ্টাই সাধনা বা উপাসনা। ভগবান্ সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিবেন। উপাসনা পদের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ—সমীপে স্থিতি। তাহা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার যে, কোন কিছু বিশেষভাবে জানিতে হইলে, উহার সমীপে যাইতে হয়। দূর হইতে সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব নয়। ব্রহ্ম বা ভগবান সম্বন্ধে নিকট-দূর নাই বটে—কারণ তিনি দেশ-কাল পরিচ্ছেদ শূন্য। কিন্তু ব্রহ্মে বা ভগবানে মনোনিয়োগ বা চিন্তন্ না করিয়া, অবান্তর বিষয় চিন্তায় মনোনিবেশ করিলে, ব্রহ্ম বা ভগবানকে দূরে রাখার মত হয় না কি? এই মনোনিবেশ করা বা না করা, আমাদের ইচ্ছাধীন, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের কণা থাকা হেতু, ভগবান কোন বাধা দেন না। এই কারণে যোগ শাস্ত্রে মনঃসংযমের ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবান্ গীতায় ৬।১২ শ্লোকে "তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ" এই উপদেশই দিয়াছেন।

২০) গুরুর উপযোগিতা। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর অভাবে অনুকল্প।

৭৬। কোন নূতন দেশে ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তি যদি সেই দেশের পথ, ঘাট, দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ কোন লোক সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহার ভ্রমণের অনেক ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিতে হয় না, অথচ যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার, জানিবার থাকে, সমুদায় দেখা-শুনা—জানা সহজেই হইয়া যায়,—সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি—অন্য কথায় ব্রহ্মবিদ্যার পথে ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তি যদি উক্ত পথের অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া, পথ অতিবাহন করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে, অপেক্ষাকৃত অনেক সহজে তাঁহার আকাজ্ক্ষা পূরণ হইয়া থাকে। এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিই গুরু। এই জন্য শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ১।১৩ মন্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপদেশ প্রদত্ত

হইয়াছে। ইনি ব্রহ্মজ্ঞ—সে কারণ ব্রহ্মবিদ্যার পথে ভ্রমণ করিয়া সম্যক্ অভিজ্ঞ হইয়াছেন। কাল বিপ্লবে, বর্ত্তমানে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর একান্ত অভাব নিবন্ধন, জিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া না থাকিয়া, অন্তর্য্যামী ভগবানের শরণ গ্রহণ-পূর্ব্বক, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতঃ—উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র, ভাগবত, গীতা প্রভৃতি ব্রহ্মোপদেশক শাস্ত্রসমূহকে গুরুত্বে বরণ করিয়া সাধ্যমত যতটুকু করা সম্ভব, তাহা করা উচিত—ইহা পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। ভগবান্ গীতায় ১৮।৬১-৬২ শ্লোকে ইহা বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোক দুটি ২২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

২১) জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি।

৭৭। এখন ভাগবত কি বলিতেছেন দেখা যাউক—

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ ১।২।১০

ইহলোকে কর্ম্মদ্বারা পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় না। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবের পরম-পুরুষার্থ॥ ১।২।১০

তত্ত্বজিজ্ঞাসাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ইহা বলাই বাহুল্য। তত্ত্বজিজ্ঞাসার জন্য কি জিজ্ঞাস্যকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে? ভাগবত বলিতেছেন, না, খুঁজিতে হইবে কেন? তিনি ত সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছেন। আমরা তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া থাকি বলিয়াই ত দেখিতে পাই না।

তদ্ ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥ ১০।৮৮।৭

সেই ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম। তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বলিয়া তৈত্তিরীয় ২।১ মন্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধীর সাধক তাঁহাকে আত্মরূপে জানিতে পারিলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়। ১০।৮৮।৭

কিরূপে তাঁহাকে আত্মরূপে জানা সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্ বস্তুবুদ্ধিং যথাক্রমম্॥ ১১।১০।১১

অতএব জিজ্ঞাসা বা বিচার দ্বারা জিজ্ঞাসুর নিজের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের অন্তরেস্থিত, অসঙ্গ আত্মাকে জানিয়া,—স্থূল-সূক্ষ্ম ক্রমে দেহাদিতে বস্তুবুদ্ধি—সাধন পথে অগ্রসরণের সহিত ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিবে। ভাঃ ১১।১০।১১

ভগবান্ সূত্রকার পরে ৪।১।৩ সূত্রে "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তিচ"— আত্মভাবে উপাসনার বিষয় প্রতিপাদিত করিবেন। এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

৭৮। স্বচ্ছ আদর্শের উপরে অনেকদিনের মল সঞ্চয় হইলে, উহা কোনও বস্তু পরিষ্কার রূপে প্রতিবিম্বিত করিতে পারে না। উক্ত মলিনত্ব অপসারণের জন্য, অতি সূক্ষ্ম বালুকাকণা বা তদ্রূপ কোন সূক্ষ্ম বস্তু দ্বারা, উহা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিতে হয়, লগুড়াঘাত রূপ উৎকট ক্রিয়ায় উহা সাধিত হয় না। সেইরূপ, আমাদের বুদ্ধিতে বহু জন্মান্তরের সঞ্চিত মল, জিজ্ঞাসা বা বিচারের দ্বারা ধীরে ধীরে অপসারিত করিতে পারিলেই, বুদ্ধি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। তখন আমাদের হৃৎপদ্মে অবস্থিত, স্বয়ম্প্রকাশ, আত্মস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই ব্রহ্ম স্বরুপোপলব্ধি বা অপরক্ষানুভূতি।

৭৯। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বিচারের পদ্ধতি বলিতেছেন :—

আচার্য্যোঽহরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎ সন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ১১।১০।১২

যেমন কাষ্ঠ মন্থন করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে হইলে, নীচে ও উপরে দুইখানি অরণি কাষ্ঠ, উভয়ের মধ্যে মন্থন দণ্ড এবং মন্থন দণ্ডের দ্বারা উভয় অরণিতে ধৈর্য্যের সহিত ঘর্ষণ প্রয়োজন; সেইরূপ আচার্য্য বা গুরু নিম্নস্থ অরণি, জিজ্ঞাসু বা শিষ্য, উপরিস্থ অরণি, গুরু ও শিষ্যের প্রশ্নোত্তর উভয়ের মধ্যস্থ মন্থন দণ্ড, এবং সুখাবহ বিদ্যা তদুত্থ অগ্নি স্বরূপ জানিবে। ১১।১০।১২

ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, দু-একবার অরণিদ্বয়ের সহিত মন্থন-দণ্ডের ঘর্ষণে অগ্নু্যৎপত্তি হয় না; ধীরভাবে বহুক্ষণ ঘর্ষণ করিয়া গেলে তবে অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ গুরুর সঙ্গে বচন ও প্রবচন—অর্থাৎ গুরুর উপদেশ ও তৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়া যাইলে, পরিণামে বিদ্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে—যে অগ্নি উৎপাদনের জন্য উভয় অরণির মধ্যে, নিম্নস্থ অরণি, অধিকতর সুদৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হওয়া প্রয়োজনীয়—সেইরূপ গুরু ও শিষ্য উভয়ের মধ্যে গুরুর কর্ত্তব্য—অধিকতর দুরূহ। ইহা বুঝাইবার জন্য আচার্য্যকে আদ্য অরণি বলা হইয়াছে।

২২) জিজ্ঞাসাই—উপাসনা। উহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে বেদন।

৮০। আলোচনার ৭৫ অনুচ্ছেদে আমরা বুঝিয়াছি যে, জিজ্ঞাসারই অপর নাম উপাসনা—যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাঁহার সমীপে আসন গ্রহণ

করিয়া গীতার ৪।৩৪ শ্লোকে ভগবৎ প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে, তাঁহাকে প্রণাম, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, সেই তত্ত্বদর্শী গুরু পরমতত্ত্বের উপদেশ দিবেন। তাঁহার নিকট হইতে সংশয় নিরসন করিতে হইলে প্রশ্ন ও উত্তর পরম্পরা দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়। ইহা ভাগবত অরণিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন (দেখ অনুচ্ছেদ ৭৯)। অতএব ইহা হইতে বুঝা গেল, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, আদর্শের মলাপসরণের জন্য পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণের ন্যায়ও অরণিদ্বয় হইতে অগ্নি উৎপাদনের জন্য, পুনঃ পুনঃ মন্থনের ন্যায় প্রশ্ন ও উত্তর অসকৃৎ-বহুবার করা প্রয়োজন। ভগবান্ সূত্রকার ৪।১।১ সূত্রে "আবৃত্তে রসকৃদুপদেশাৎ"— শ্রুতি ও স্মৃতিতে উপদেশ হেতু অসকৃৎ—অর্থাৎ বহুবার আবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের প্রয়োজন। এই সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৪।৫ মন্ত্রে নিদিধ্যাসনের উপদেশ আছে। নিদিধ্যাসনের অর্থ অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় ধ্যান। যোগশাস্ত্রে বিভূতি পাদের দ্বিতীয় সূত্রে ঋষি পতঞ্জলি ধ্যানের সংজ্ঞা নির্দেশে বলিতেছেন—"তত্র প্রত্যয়ৈকাতনতা ধ্যানম্"—ইহাই অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় প্রত্যয় প্রবাহ। ইহাই অন্য কথায় পুনঃ পুনঃ অনুশীলন।

৮১। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ৪।১।১ সূত্রে ব্যবহৃত "অসকৃৎ" শব্দই ব্যবহার করিয়া বলিতেছেন :—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যানশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥ ১১।২০।২৯

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা যে মুনি আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়স্থিত সমুদায় কাম বিনষ্ট হয়, এবং তিনি নিজ হৃদয়ে আমার অবস্থানের পরিচয় পান। ১১।২০।২৯

গরুড় পুরাণে বলিতেছেন :—

সা হানিস্তৎ মহচ্ছিদ্রং সা চান্ধ্যং জড়-মুকতা।
যন্মুর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে॥

যে মুহূর্ত বা ক্ষণ বাসুদেবের চিন্তা ব্যতিরেকে ব্যয়িত হয়, তাহা অতিশয় ক্ষতি এবং মহৎ ছিদ্র ঘটাইয়া থাকে। একখণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ বা একখণ্ড প্রস্তর বা মৃত্তিকা যেমন দৃষ্টিশক্তি, চৈতন্যশক্তি বা মননশক্তি ও বাক্‌শক্তিহীনরূপে পড়িয়া থাকে, যে ক্ষণে বা মুহূর্ত্তে ভগবান্ বাসুদেব চিন্তিত না হন, সেই সমুদায় ক্ষণে বা

মুহূর্ত্তে উক্ত অচিন্তক ব্যক্তি ঐরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মৃত্তিকাখণ্ড মাত্র গণ্য হইয়া থাকে।

আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই সংক্ষেপ আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, যতদিন না জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি হয়, ততদিন নিরন্তর অনুশীলনের প্রয়োজন। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইতে চাহেন, তাঁহাকে লক্ষপতি হইতে হইবে—অর্থাৎ প্রতিদিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতে হইবে।

৮২। বিদ্যোৎপত্তি হইলে, অন্য কথায় যাহা জিজ্ঞাস্য ছিল তাহা জানা হইয়া গেলে, আর কিছু জানিবার অবশেষ থাকে না। ভাগবত বলিতেছেন :—

নৈতদ্ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে॥ ১১।২৯।৩০

ইহা অর্থাৎ এই পরমতত্ত্ব জানিতে পারিলে, জিজ্ঞাসুর আর কিছুমাত্র জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না—তাহার জ্ঞানের পরিসীমা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুস্বাদু অমৃত পানকারীর আর কিছু পান করিবার কি স্পৃহা থাকে? ইহাই শ্রুতি কথিত এক বিজ্ঞানে, সর্ব্ব বিজ্ঞান। ইহার সাক্ষাৎ পরেও পাইব। ১১।২৯।৩০

২৩) জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত ব্যক্তির কি প্রকার আচরণ কর্ত্তব্য?

৮৩। জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কি প্রকার আচরণ কর্ত্তব্য? এই প্রশ্ন কল্পনা করিয়া ভাগবত বলিতেছেন :—

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাং॥ ১১।১০।৪

জিজ্ঞাসায় সংপ্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে "মৎপর" হইয়া অর্থাৎ আমার শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাতে সম্পূর্ণ নির্ভরতা রাখিয়া কাম্য-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। "নিবৃত্তং" কর্ম্ম অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসায় সম্যক্ ভাবে প্রবৃত্ত হইলে, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিধিতেও আদর করিবে না। ১১।১০।৪

তখন তাহার নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবার অবসর কোথায়? সব সময় ত তাহার জিজ্ঞাসায়, গুরুর বা শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণে, গৃহীত উপদেশের অনুশীলনে, বিচারে এবং মনে দৃঢ়ভাবে ধারণা করিবার প্রচেষ্টায় ব্যয়িত হইয়া যাইবে।

২৪) জিজ্ঞাসার ফলে কি নূতন কিছুর প্রাপ্তি হয় ?

৮৪। এই প্রকারে জিজ্ঞাসায় সংপ্রবৃত্ত থাকিলে, তাহার ফলে কি নতন কিছু প্রাপ্তি ঘটে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

ঘনো যথাঽর্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে, চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদাহ্যহঙ্কারঃ উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ ॥

১২।৪।৩২

মেঘের জন্ম সূর্য্য হইতে হইলেও, উহা যেমন সূর্য্যকেই আবৃত করিয়া রাখে ; উক্ত মেঘ বিদীর্ণ হইয়া গেলে, যেমন চক্ষুঃ তাহার স্বরূপভূত সূর্য্যকে দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মার উপাধিরূপ অহংকার আত্মা হইতেই জন্মগ্রহণ করতঃ আত্মারই আবরণ কারণ স্বরূপ হয়। উক্ত অহংকার যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ স্মরণ হয় অর্থাৎ উহা উজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত হয়। ১২।৪।৩২

স্থুল দৃষ্টিতে মনে হয় যে, মরণ ধর্ম্মী দেহে আত্মবুদ্ধি থাকা হেতু অমৃত-স্বরূপ ভগবানকে লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। ভগবৎ প্রাপ্তি নূতন কিছু প্রাপ্তি নয়। ভাগবত বলিতেছেন :—

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যান্ন তু সদ্ বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে হন্যাত্তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ ॥

১১।২৮।৩৫

সূর্য্যোদয় যেমন লোকের চক্ষুর আবরক অন্ধকার মাত্র নষ্ট করে, কোনও নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে না ; যে সকল পদার্থ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় অদৃশ্য ছিল, অন্ধকার নাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশিত করে মাত্র, সেইরূপ নিপুণ ব্রহ্মদর্শন—পুরুষের বুদ্ধির আবরক অজ্ঞানান্ধকার নাশ করে মাত্র—উহা নাশপ্রাপ্ত হইলে, স্বতঃ প্রকাশ আত্মস্বরূপ—যাহা পূর্ব্ব হইতেই নিজ স্বপ্রকাশ স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল, উক্ত অজ্ঞানান্ধাকারে আবৃত থাকা হেতু প্রকাশ পাইতে পারে নাই, তাহাই স্বাভাবিকভাবে স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ১১।২৮।৩৫

স্বরূপ ত চিরবর্ত্তমান। উহার নাশ অসম্ভব। সেকারণ উহার জন্মও নাই। আগন্তুক কারণে উহার প্রকাশ ব্যাহত থাকায়, নষ্টের ন্যায় সংগোপনে ছিল। উক্ত কারণ নাশে উহার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ যে স্বতঃ প্রকাশিত হইবে তাহার কথা কি ?

৮৫। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৮।৩৫ শ্লোকে "সমীক্ষা" পদ আছে। উহা সম্+ঈক্ষা এই দুই শব্দে গঠিত। সম্—অর্থ সম্যক্, পরিপূর্ণ, এবং ঈক্ষা—অর্থ দর্শন। অতএব উক্ত "সমীক্ষা" পদের অর্থ—সম্যক্ বা পরিপূর্ণ দর্শন। ইহা পরোক্ষ দর্শন নহে। কারণ পরোক্ষ দর্শন সম্যক্ দর্শন নহে। উহা মনঃ—বুদ্ধি—চক্ষুঃ প্রভৃতি অন্তঃ ও বহিরিন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে সংঘটিত হয় বলিয়া, উহা তাহাদিগের দোষে কলুষিত হইতে বাধ্য। কিন্তু আলোচ্য শ্লোকে "নিপুণা সমীক্ষা" বাক্যাংশ ব্যবহারে ভাগবত বুঝাইতে চাহেন—উহা মনঃ-বুদ্ধি প্রভৃতি মাধ্যমের সাহায্যে দর্শন নহে, উহা অপরোক্ষ দর্শন। আত্মায় আত্মায় মিলন। কবির ভাষায় "মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়।" উহাই প্রকৃত দর্শন—অথবা দর্শনই বা বলি কেন, উহা আত্মার দ্বারা আত্মা লাভ—আপনার দ্বারা আপনাকে প্রাপ্তি। উহা যে কত প্রগাঢ়, কত নিবিড়, কত ঘনিষ্ঠ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উহা মানব প্রচেষ্টায় লভ্য কোনও বস্তু নহে। ভগবত কৃপায়—ভাগবতকার উহার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করায়, নিত্যধামে আনন্দ স্বরূপে আনন্দানুভাবের পদ্ধতি, তাঁহার মানসচক্ষে প্রকটিত হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি অভেদাত্মক ভেদাভিব্যক্তি বা অভেদে বহুত্বের প্রকটন প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং সেই অপার্থিব অনুভূতি নিজের মনে নিবদ্ধ রাখিতে অসমর্থ হইয়া, ভগবানেরই ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া—ভাগবতের "রাসপঞ্চাধ্যায়ে" তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে প্রয়াস করিয়াছেন। উহা ভাবরাজ্যের কথা। উহাতে প্রবেশ না করাই শ্রেয়ঃ।

৮৬। ভাগবতকার জিজ্ঞাসার ফলে পরমপ্রাপ্তির পরিচয় দিয়া, জীব কল্যাণের জন্য উপদেশ দিতেছেন ঃ—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥ ১১।২৯।২২

ইহাই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি ও মনীষীগণের মনীষা—অর্থাৎ ইহাই মানব-দেহধারিগণের পরমপুরুষার্থ, যে নশ্বর মরণধর্ম্মী নরদেহ দ্বারা অমৃত স্বরূপ আমাকে (পরমতত্ত্ব, ব্রহ্ম বা ভগবানকে) প্রাপ্ত হয়। ১১।২৯।২২

২৫) আমাদের জ্ঞান দ্বিবিধ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ।

৮৭। উপরের আলোচনায় পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়বিধ জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত দুটি শ্লোকে বুঝাইতেছেন ঃ—

নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্॥ ১১।১৯।১৩
এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ॥ ১১।১৯।১৪

যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্বভূতে, প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্র-এই নয়; একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় + পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় + মনঃ), পঞ্চ মহাভূত, সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ এই তিনগুণ—এই মোট অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় এবং যাহা দ্বারা, এই সমুদায় পদার্থে এক আত্মতত্ত্ব অনুমিত হয়, তাহাই মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান। ১১।১৯।১৩

আর যে একমাত্র জ্ঞান দ্বারা, পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক্ দৃষ্টি না হইয়া, একমাত্র কারণ স্বরূপ ব্রহ্মকেই জানা যায়, তাহাই বিজ্ঞান। ১১।১৯।১৪

জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন সাধকই সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ভাগবত বলিতেছেন :—

সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিশ্চয়ঃ।
পশ্যন্ মদাত্মকং বিশ্বং ন বিপদ্যেত বৈ পুনঃ॥ ১১।৭।১০

সর্ব্বভূতের সুহৃৎ অতএব শান্ত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান নিশ্চয় ব্যক্তি (অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা—যাঁহার আত্মবিষয়ক নিশ্চয় বুদ্ধি হইয়াছে), মদাত্মকরূপে এই বিশ্বকে দর্শন করিলে—আর বিপদাপন্ন হইতে হয় না, অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ১১।৭।১০

জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সম্বন্ধে আলোচনা "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থের ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে।

অতএব বুঝা গেল যে, জিজ্ঞাসার চরম ফল, পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি। সংসার প্রবাহে উন্মজ্জন-নিমজ্জন হইতে চিরমুক্তি, শাশ্বত শান্তি লাভ।

২৬) পূর্ব্ব পক্ষের প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

৮৮। পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন করিতেছেন :—আমি পূর্ব্ব অঙ্গীকার মত তোমার আলোচনা চলা কালে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তোমার চিন্তাধারার বাধা সৃজন করি নাই। তোমার অতি বিশদ্ আলোচনার ফলে আমার বহুদিনের অনেক সংশয় নিরসন হইয়াছে। আমি সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না যে, ভগবানের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের সহিত জীবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কি প্রকারে সঙ্গত হয়?

৮৯। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন ঃ—তুমি যে তোমার অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছ, ইহাতে আমি কৃতজ্ঞ। আরও, তুমি যে আমার আলোচনা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছ, তোমার প্রশ্ন হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তোমার উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শাস্ত্রের দোহাই না দিয়া কয়েকটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া আমার উক্তি বিশদ্ করিবার চেষ্টা করিব।

(ক) আমরা জানি যে, নিঃশ্বাস গ্রহণে ও প্রশ্বাস ত্যাগে, কি জীব, কি উদ্ভিদ্, প্রাণবান্ মাত্রই জীবিত থাকে—অন্য কথায় বায়ুর পরিচালনা আমাদের জীবন ধারণের মূলে। এবং সমুদায় জীব ও উদ্ভিদ্ সম্পর্কে একই বায়ু জীবন ধারণ নিয়ন্ত্রণ করে, বায়ুর কোনও বিভিন্নতা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া বায়ু কাহারও স্বাতন্ত্র্যে কি বাধা দেয়? তাহা ত দেয় না।

(খ) আমরা অনেকেই রাত্রিকালে রঙ্গালয়ে বা সিনেমা গৃহে অভিনয় দর্শন করিয়াছি। আমরা সকলে জানি যে, উজ্জ্বল আলোকের সুপরিচালনে ও সুনিয়ন্ত্রণে, অভিনয় সুষ্ঠু সম্পাদিত হয়। উহার অভাব হইলে, অভিনেতা, অভিনেত্রী অথবা ছবির রোল প্রথম শ্রেণীর হইলেও অভিনয় সুসম্পাদিত হয় না। আলোকের সুপরিচালন বা সুনিয়ন্ত্রণ কি অভিনেতা, অভিনেত্রী, দর্শকমণ্ডলী প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্যের কি কোনও বাধা সৃজন করে? তাহা ত করে না।

(গ) রাত্রি গত হইয়া সূর্য্যোদয়ে দশদিক প্রকাশিত হইলে, জগতে কর্ম-প্রবাহ চলিতে থাকে—ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সূর্য্যালোকের পরিচালনায়, কি জীব, কি উদ্ভিদ্ প্রত্যেকের শক্তি কার্য্যশীল হইয়া থাকে। সে কারণ, প্রত্যেকে নিজের নিজের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্যকিরণও তাহার পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ সকলের পক্ষে সমান। উহা ত কাহারও স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করে না।

(ঘ) আমরা জানি যে, মৃত্তিকার রস ও সূর্য্যকিরণ-উদ্ভিদের জনন, পোষণ, বর্দ্ধন, পুষ্পফলোৎপাদন প্রভৃতির হেতু। মৃত্তিকার রস প্রচুর থাকিলেও সূর্য্যকিরণ প্রাপ্তির উপযোগী নিয়ন্ত্রণ না করিলে, গাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পত্র-পুষ্প-ফলে সমৃদ্ধ হইতে পারে না। বাগানে একটি সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ আছে। আগাছা দূর করিয়া, আশে পাশে অন্য গাছের ডাল কাটিয়া, সূর্য্যকিরণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের পথ সুগম করিয়া, উক্ত আমগাছের অন্তরে অবস্থিত রসবাহী নালিকাগুলিকে কার্য্যশীল হইবার সুযোগ প্রদান করিলে তবে আম গাছটি ফল সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়। এখন মনে কর যে, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রবল ঝটিকায় আমগাছটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া

যাওয়ায়, উহার জায়গায় নিমগাছ বা তেঁতুলগাছ জন্মাইলে, মৃত্তিকার রস ও সূর্য্যকিরণ আগের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে পাইলেও নিমের তিক্ততা বা তেঁতুলের অম্লত্ব দূর হইয়া কি উহা উভয়ে পূর্বকার আম গাছের মিষ্টতার পরিচয় দিবে? তাহা ত দেয় না। সূর্য্যকিরণের পরিচালনা বা মৃত্তিকার রস উহাদের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করে না। সেইরূপ সকলের অন্তরে, অন্তর্য্যামী বর্ত্তমান থাকিয়া, প্রত্যেককে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও কাহারও স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রত্যেকে নিজ নিজ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করে।

আশা করি তোমার প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর পাইয়াছ।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—তোমার প্রদত্ত দৃষ্টান্ত কয়টি সম্পূর্ণরূপে আমার সংশয় অপনোদন করিয়াছে।

২৭) চারিটি অপরিহার্য্য অনুবন্ধ।

৯০। প্রত্যেক গ্রন্থের চারিটি অনুবন্ধ অপরিহার্য্য। উহাদের কোনটির অভাব হইলে গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হয় না। উহাদের নাম যথাক্রমে—অভিধা বা নাম, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। আলোচ্য ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে ভগবান্ সূত্রকার প্রথম সূত্র রচনা করিয়া এবং তাহাতে "ব্রহ্ম" পদ সন্নিবেশিত করিয়া বুঝাইলেন যে, এই গ্রন্থের নাম "ব্রহ্মসূত্র" —"ব্রহ্ম সূত্র্যতে বা যথাতথ্যেন নিরূপ্যতে" এই বুৎপত্তিতে "ব্রহ্মসূত্র" পদ নিষ্পন্ন। এই নামকরণে সূত্রকার "ব্রহ্মতত্ত্ব" যথাযথভাবে ভাষায় যতদূর সম্ভব, নিরূপণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহা হইতেই ইহার "বিষয়" বা প্রতিপাদ্য-ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ, অন্যকথায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, তাহা সুস্পষ্ট বলা হইল। "ব্রহ্মসূত্র" মানবদেহধারী সমুদায় জীবের কল্যাণের জন্য অভিপ্রেত হইলেও, ইহার বিশেষ "সম্বন্ধ"-উপযুক্ত অধিকারিগণের সহিত—ইহা প্রথম সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি। ইহার "প্রয়োজন"-পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি —সংসার প্রবাহে উন্মজ্জন-নিমজ্জন হইতে চিরমুক্তি—শাশ্বত শান্তিলাভ-মানব দেহধারণের পূর্ণ সার্থকতা সাধন। ইহা হইতে অধিক অন্য কি পুরুষার্থ হইতে পারে? অতএব ত্রিতাপতাপিত জীবের পক্ষে, ইহা যে অতি উপাদেয়, তাহার কথা কি?

২। জন্মাদ্যধিকরণ-

১) ভিত্তি:—

(১) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চবিশ্ব ও তদন্তর্গত যত কিছু সর্ব্ব-ব্রহ্মই।

কারণ ইহা "তজ্জ"—তাহা হইতে জাত, "তল্ল"—পরিণামে তাঁহাতেই তাদাত্ম্যভাবে লীন ও "তদন্"—স্থিতিকালে তাঁহার দ্বারাই প্রাণবান্ ও চেষ্টা-শীল। ছাঃ ৩।১৪।১

(২) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্ম।
তৈত্তিঃ ৩।১

যাহা হইতে ভূত সকল জাত হয়, যাঁহার দ্বারা জাত ভূতসকল জীবিত থাকে এবং পরিণামে যাঁহাতে ভূত সকল প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা কর। তিনিই ব্রহ্ম। তৈত্তিঃ ৩।১

২) সংশয়।

২। প্রথম সূত্রের আলোচনায় "ব্রহ্মজিজ্ঞাসার" প্রয়োজনত্ব সিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মকে কি লক্ষণে জানা যায়? পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় অতি দুরূহ। তিনি বাক্য মনের অগোচর। একারণ আমাদের জানিবার ও বুঝিবার যন্ত্র মনঃ, বুদ্ধি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না, সুতরাং ভাষাই বা তাঁহাকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে? (তৈত্তিঃ ২।৯) আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এই পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত। যদি জগৎ হইতে তাঁহার জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়, তবেই তাঁহাকে জানাও সম্ভব হইতে পারে।

৩) সূত্র।

৩। এই সংশয় সমাধানের জন্য সূত্রকার দ্বিতীয় সূত্র রচনা করিলেন :—

জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ১।১।২।২

জন্মাদি+অস্য+যতঃ।

জন্মাদি :—জন্ম আদিতে যাহাদিগের—অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-লয়।

অস্য :—এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চবিশ্বের।

যতঃ :—যাঁহা হইতে।

সরলার্থঃ—যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চবিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে —তিনিই ব্রহ্ম।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ ও তৈত্তিরীয় শ্রুতির ৩।১ মন্ত্র সুস্পষ্টভাবে ইহারই নির্দ্দেশ দিতেছেন। ইহা হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে, যে ব্রহ্মই একমাত্র জগৎ কারণ, শুধু জন্মের নহে, স্থিতির এবং নাশেরও বটে।

তিনি একাধারে নিমিত্ত, উপাদান, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্বন্ধ, অধিকরণ প্রভৃতি সমুদায়ই। ইহা ক্রমশঃ বিশদভাবে বুঝা যাইবে।

৪) উক্ত সূত্রের ভাগবত ভাষ্য।

৪। এই সূত্রের ভাগবত ভাষ্য বড়ই মধুর ও গভীর।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদি তরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট।
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ॥
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ভাগঃ ১।১।১

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহা হইতে হইতেছে, যিনি জাগতিক সমুদায় বস্তু ও অবস্তুতে, অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে বর্ত্তমান (অর্থাৎ যাঁহার সত্ত্বায় সমুদায়ের দৃশ্যমান সত্বা এবং যাঁহার অসত্ত্বায় অবস্তুর অসত্বা) যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ; যে বেদে পরম জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হন (অর্থাৎ বেদের রহস্য অর্থ বুঝিতে অক্ষম হন), সেই বেদ যিনি আদিজ্ঞানী ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন তেজে বা রৌদ্রে জলজ্ঞান, জলে পাষাণজ্ঞান, এবং স্বচ্ছ কাচে জলবুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম—অধিষ্ঠানের আপেক্ষিক সত্যতা হেতু সত্য বলিয়া প্রতীতি গোচর হয়, সেইরূপ যাঁহার নিরপেক্ষ, পরম সত্ত্বায়, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণ ত্রয়োৎপন্ন প্রপঞ্চ সৃষ্টি বস্তুতঃ অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে; অথবা তেজে জলভ্রম, জলে পাষাণভ্রম, অথবা কাচে জলভ্রম—যেমন বাস্তবিক অলীক তদ্রূপ যাঁহার অধিষ্ঠান ব্যাতিরেকে, এই গুণ-ত্রয়োৎপন্ন সৃষ্টি—মিথ্যা ইন্দ্রজাল মাত্র; স্বীয় স্বপ্রকাশ জ্ঞান প্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধি সম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই পরমসত্য স্বরূপকে ধ্যান করি। ভাগবত ১।১।১

৫। এই পরম সত্য স্বরূপ বস্তুই ব্রহ্ম। ইহাকেই ভাগবত ১।১।২ শ্লোকে **"বেদ্যং বাস্তবং বস্তুশিবদং"** বলিয়া উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন যে, তিনি **"অবাঙ্‌ মনসোগোচর"** হইলেও সমকালে "বেদ্য"ও বটে। যদি বেদ্য না হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্র রচনার অথবা তাহার আলোচনার কোনও প্রয়োজন হইত না। কাহাদের নিকট এবং কি প্রকারে তিনি "বেদ্য" হন, তাহাই প্রতিপাদনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা। একারণ ব্রহ্মসূত্র ও তাহার আলোচনা মনন শক্তি সম্পন্ন মানবদেহধারী জীবগণের পক্ষে অতিপ্রয়োজনীয়, ইহা আশা করি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে।

৬। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের ভাষ্য স্বরূপ ভাগবতের কয়েকটি অতি উপাদেয় শ্লোক নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ যদ্ যো যথা করুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ স্বসিদ্ধং তদ্ ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্ ॥

ভাগঃ ৬।৪।২৫

যে অধিষ্ঠানে, যাহা হইতে, যাহার দ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যৎ সম্প্রদানক, যৎ কর্ম্মক, যৎ কর্ত্তৃক, যে প্রকারে যে কোনও কর্ম্ম কৃত বা (দৃশ্যতঃ অপর কাহারও দ্বারা) কারিত হয়—সকলই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-তিনিই সকলের কারণ, তিনি সকলের অগ্রে আপন হইতেই সিদ্ধ আছেন। তিনি পর ও অপর সকলের পরম কারণ এবং সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য। ভাগঃ ৬।৪।২৫ ভাগবতের এই শ্লোকের উক্তির বলে, ৩য় অনুচ্ছেদে, তিনি একাধারে নিমিত্ত, উপাদান, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ প্রভৃতি সমুদায় কারক ব্যাপারের মুলে বলা হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোকটিতে **"পরাবরেষাং পরমং"**, **"প্রাক্স্বসিদ্ধং"**, **"অনন্যৎ"**, **"একম্"** এই কয়েকটি বিশেষ অর্থগর্ভ বিশেষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিশেষণ কয়টি আমাদের অনুভূতিগম্য আপেক্ষিক জগতের উপাদানে গঠিত। আমরা আপেক্ষিক জগতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের-মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি চিন্তা ও ধারণা করিবার যন্ত্র ও আপেক্ষিক জগতের প্রভাবাধীন। একারণ পরমতত্ত্বকে আমাদের চিন্তার ও ধারণার স্তরে আনয়ন করিতে হইলে, ওরূপ ভাষা ব্যবহার করা ভিন্ন উপায় নাই। বর্ত্তমানে উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

৭। উপরের শ্লোকটিতে সগুণ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। কিন্তু উক্ত নির্দ্দেশ, যে নির্গুণ, নিরীহ পরম ব্রহ্ম স্বরূপেও প্রযোজ্য, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভাগবত বলিতেছেন :—

যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাৎ যস্মৈ যথা যদুত যস্তপরঃ
পরো বা।
ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্ স্বভাবঃ সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ
স্বরূপম্ ॥ ভাগঃ ৭।৯।১৯

পৃথক্ পৃথক্ স্বভাব বিশিষ্ট অপর কর্ত্তা পিত্রাদি অথবা পরকর্ত্তা ব্রহ্মাদি, যাহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে অধিকরণে, যে নিমিত্ত হইতে, যে কালে, যে হেতুতে,

যাঁহার সম্বন্ধে, যে অপাদান হইতে, যাঁহার নিমিত্ত, যে প্রকার, যে যে অভীপ্সিত বিষয় উৎপন্ন করেন, অথবা রূপান্তর সংঘটন করেন, সে সকলই আপনার স্বরূপ। ভাগঃ ৭।৯।১৯

স্বরূপ বিচ্যুত হইয়া কোনও কিছুর থাকা সম্ভব নয়। এ কারণ ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব, যখন স্বস্বরূপে বর্ত্তমান, তখন জগৎ প্রপঞ্চ তাহার অনন্তভাব ও ক্রিয়ার সহিত, অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং তাঁহাতে প্রপঞ্চের বর্ত্তমানতা কখনও লোপ প্রাপ্ত হয় না। কখনও অভিব্যক্ত ভাবে এবং কখনও বা অনভিব্যক্তভাবে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, ইহা ভাগবতের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

৮। জগৎ প্রপঞ্চের অভিব্যক্তি কি প্রকারে হয়, সে সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ॥ ভাগঃ ১।৫।৬

পর ও অপর সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর মনোবিলাস দ্বারাই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করেন। কিন্তু গুণে লিপ্ত হন না। ভাগঃ ১।৫।৬

মনে সহজেই প্রশ্নের উদয় হয় যে, তিনি ত আত্মারাম, আপ্তকাম। তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে আপনাকে ব্যাপৃত করেন কেন? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন—"আত্ম লীলয়া"।

য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে॥

ভাগ ঃ ১।১০।২৪

যিনি সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ শূন্য, এক অদ্বিতীয়, সকলের নিয়ন্তা ঈশ্বর, আপনার লীলার কারণ, এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, কিন্তু তাহাতে স্পৃষ্ট হয়েন না। ভাগঃ ১।১০।২৪

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু পূজ্যপাদ আচার্য্য গৌড়পাদ, মাণ্ডুক্য কারিকার ১।৯ কারিকায় বলিয়াছেন, "দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা"।—পরম দেবের এই রূপই স্বভাব-নতুবা যিনি আপ্তকাম, তাঁহার স্পৃহা উদ্রেকের কোনও কারণ নাই।

ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৭।৯।১৯ শ্লোকে "ভবতঃ স্বরূপম্", বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিলেন, আচার্য্য গৌড়পাদ "দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়ম্" বলিয়া তাহাই প্রকাশ করিলেন। ভগবান সূত্রকার ২।১।৩৩ সূত্রে "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" বলিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণানুসন্ধান পরিহার করিয়াছেন। ইহার

আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। এখানে এইমাত্র বলি যে, আমাদের দৃষ্টিতে কালের অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ ভেদ থাকায়-প্রপঞ্চজাত বস্তুগণের জন্ম-স্থিতি-মৃত্যু বা নাশের নিদর্শনে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আছে বটে, কিন্তু যিনি দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, তাঁহার কাছে ভূত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ ভেদ না থাকায়, এবং কি জন্ম, কি স্থিতি, কি লয়—কোন অবস্থাতেই তাঁহার আধার ছাড়িয়া অন্য কোথাও অবস্থান করা সম্ভব নয় বলিয়া, পরম তত্ত্বের দৃষ্টিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ই নাই। ইহা ক্রমশঃ বিশদ্ হইবে আশাকরি। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, যদি আমরা, মেঘ হইতে বর্ষিত একবিন্দু জল পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইলে, তাহার জন্ম-স্থিতি ও পরিণতি সম্বন্ধে বিচার করি, তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, উহা মহাসাগরের জলরাশির সহিত তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থান করিতেছিল। সূর্য্যকিরণে বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘে অন্যান্য জলবিন্দুর সহিত নির্ব্বিশেষভাবে ছিল, তাহার পর পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হইয়া আমাদের প্রতীতিগম্য হইল। উহা জড় বস্তু বলিয়া, উহা একটু না একটু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে। সুতরাং কি সাগর পৃষ্ঠে, কি মেঘে, কি পৃথিবী পৃষ্ঠে এবং তথা হইতে অন্যান্য অসংখ্য জল বিন্দুর সহিত পুনরায় সাগরে পতনে, উহা দেশের (Space এর) কিছু না কিছু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে উহার মেঘে জন্ম, পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থিতি এবং পুনরায় সাগরে পতনে মৃত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহার আত্যন্তিক ধ্বংস নাই। উহা Space বা দেশে চির বর্ত্তমান। এই দৃষ্টান্ত হইতে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট বোঝা গেল।

৯। উপরে উদ্ধৃত ১।৫।৬ শ্লোকে ভাগবত স্পষ্ট বলিলেন যে, ঈশ্বর মনোবিলাস দ্বারা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বিধান করেন। ইহা যে আমাদের দৃষ্টি অনুসারে বলা হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। তাহা হইলেও, ভাগবতের উক্ত উক্তিতে মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, আমাদের মনঃ যেমন আমাদের স্বরূপ হইতে পৃথক্, সেই নিদর্শনে পরম পুরুষের মনঃ ও কি তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন, তাহা নয়। পরমতত্ত্ব ত অদ্বৈত স্বরূপ—"তাঁহাতে তিনি ও তাঁহার" মধ্যে ভেদ মাত্র নাই। শ্লোকটি এই :—

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়ানি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুনশ্চ ভূমন্ নান্যস্ত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্।

ভাগবত ৭।৯।৪৭

হে ভূমন্! বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ, মনঃ, চিত্ত, অহংকার, এ সকলই আপনি। স্থূল-সূক্ষ্ম ও আপনি। মনঃ ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোনও বস্তুই আপনা হইতে ভিন্ন নহে। ৭।৯।৪৭

এই শ্লোকে বায়ু, অগ্নি, অবনী প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান ও অপরিদৃশ্যমান সমুদায় প্রপঞ্চ জাগতিক বস্তু জাতের উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে। উহারা যদি পরমতত্ত্ব স্বরূপ হইতে অপৃথক্ হয়, তবে পরমতত্ত্ব স্বরূপের স্বেচ্ছায় প্রকট ভাবে প্রকাশিত, দেহ ও রূপের কথা কি? তাহারাও স্বরূপের সহিত সম্পূর্ণ অভেদ।

৫) ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উক্তি।

১০। ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি ও আলোচ্য সূত্রের ব্যাখ্যা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিতে পরমতত্ত্ব "নারায়ণ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। নির্ব্বিশেষ, নিরীহ, নির্গুণ, অনির্দ্দেশ্য, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পরমতত্ত্ব হইতে সৃষ্টির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে, উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন :—

"তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারেণ স্বভাবসিদ্ধৌ। তথা-বিধস্য অদ্বৈত-পরমানন্দ-লক্ষণস্য আদি-নারায়ণস্য উন্মেষ-নিমেষাভ্যাং মূলাবিদ্যোদয়-স্থিতি-লয়া জায়ন্তে। কদাচিদ্ আত্মারামস্য—অখিল-পরিপূর্ণস্য আদি নারায়ণস্য স্বেচ্ছানুসারেণ উন্মেষো জায়তে। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ অধস্তন-পাদে সর্ব্বকারণে মূলকারণব্যেক্তাবির্ভাবো ভবতি। অব্যক্তাৎ মূলাবির্ভাবো মূলাবিদ্যাবির্ভাবশ্চ। তস্মাদেব সচ্ছব্দ-বাচ্যং ব্রহ্মবিদ্যাশবলং ভবতি। ততো মহৎ। মহতোহহংকারঃ। অহংকারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি। পঞ্চ তন্মাত্রেভ্যঃ পঞ্চ মহাভূতানি। পঞ্চ মহাভূতেভ্যো ব্রহ্মৈক-পাদব্যাপ্তমেকমবিদ্যান্তং জায়তে। তত্র তত্ত্বতো গুণাতীতঃ শুদ্ধ-সত্ত্বময়ো লীলা-গৃহীত-নিরতিশয়ানন্দলক্ষণো মায়োপাধিকো নারায়ণ আসীৎ। স এব নিত্যঃ পরিপূর্ণঃ পাদবিভূতির্বৈকুণ্ঠ নারায়ণঃ। স চ অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডানামুদয়স্থিতিলয়াদিঃ অখিল-কার্য্য-কারণ-জাল-পরম-কারণ-কারণভূতো-মহামায়াতীতঃ তুরীয়ঃ পরমেশ্বরো ভবতি। তস্মাৎ স্থূল-বিরাট্-স্বরূপো জায়তে। স সর্ব্বকারণ-মূলং বিরাট্ স্বরূপো ভবতি। স চ অনন্ত-শীর্ষা পুরুষ অনন্তাক্ষিপাণি পাদো ভবতি। অনন্তপ্রবণঃ সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। ভবতি...............। বাচামগোচরানন্তদিব্য-জ্ঞানবলৈশ্বর্য্য-শক্তিতেজঃস্বরূপো ভবতি...............। বাচামগোচরানন্তদিব্য-

তোজোরাশ্যাকারো ভবতি। সমস্তাবিদ্যান্তব্যাপকো ভবতি। স চ অনন্ত মহামায়াবিলাসানাম্ অধিষ্ঠান-বিশেষ নিরতিশয়াদ্বৈত-পরমানন্দ-লক্ষণ-পরব্রহ্ম-বিলাস-বিগ্রহো ভবতি। অস্যৈকরোমকূপান্তরেষু অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি চ জায়ন্তে। তেষু অন্তেষু সর্ব্বেষু একৈক-নারায়ণাবতারো জায়তে। নারায়ণাদ্ হিরণ্যগর্ভোজায়তে। নারায়ণাদন্ত বিরাট্‌স্বরূপো জায়তে। নারায়ণাদ্ অখিল-লোকস্রষ্টৃ প্রজাপতয়ো জায়ন্তে···ইত্যাদি।

শ্রুতির ভাষা অতি সরল বলিয়া বাঙ্গলা অর্থ দিবার প্রয়োজন মনে করি না।

১১। শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৪।১ ও তৈত্তিঃ ৩।১ মন্ত্রের সহিত ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশ একটু অনুধাবন সহকারে একত্র পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যাইবে যে, ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে যাহা অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে কথিত হইয়াছে, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্ তাহারই ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। আমাদের বোধসৌকর্য্যার্থ, আমাদের চক্ষুর উন্মিষণে জগৎ-বৈচিত্র্যের দর্শন ও নিমিষণে উহার অদর্শনের, নিদর্শনে পরমতত্ত্ব স্বরূপ আদি নারায়ণের উন্মেষ ও নিমেষ কল্পিত হইয়াছে। শ্রুতি বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, প্রপঞ্চ জগতে যত কিছু আমাদের বোধগম্য হয়, সে সকল পরমতত্ত্ব স্বরূপে আছে বলিয়াই, তাহাদের প্রতিচ্ছায়া-বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আমাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-কাল—এই চারি পরিমাণের স্তরে পতিত হইলেই, আমাদের প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত মদালোচিত "নামমহিমা" পুস্তকে করা হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এখানে উল্লেখ মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

৬) ত্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে কথিত "মূলাবির্ভাব" ও "মূলাবিদ্যাবির্ভাব"।

১২। ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশে "আদি নারায়ণের" স্বেচ্ছানুসারে উন্মেষ হইলে "অধস্তন পাদে" অর্থাৎ পাদবিভূতিতে "অব্যক্তের" আবির্ভাব হয়। এবং "অব্যক্ত" হইতে "মূলাবির্ভাব" ও "মূলাবিদ্যাবির্ভাব" হইয়া থাকে। উক্ত উপনিষদে "অব্যক্ত" কে "মূল কারণ" বলা হইয়াছে। ভগবান্ গীতায় ৮।১৮ শ্লোকে "অব্যক্ত" পদ সমুদায় কার্য্যের কারণাত্মক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। "এই "অব্যক্ত" ই গীতায় ১৪।৩ শ্লোকে কথিত

"মহদ্ব্রহ্ম"। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হইবে। এখানে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

১৩। উক্ত উপনিষদ বলিতেছেন যে, "অব্যক্ত" হইতে সর্ব্বপ্রথমে একসঙ্গে মূলাবির্ভাব" ও "মূলাবিদ্যাবির্ভাব" হইল। ইহা সমষ্টিগত পুং-তত্ত্ব ও স্ত্রী-তত্ত্ব —অন্য কথায় সমষ্টি ভোক্তৃতত্ত্ব ও ভোগ্যতত্ত্ব। ইহাই প্রশ্নোপনিষদের-প্রাণ ও রয়ি, ইহাই ঋগ্‌বেদের সত্য ও ঋত (গায়ত্রী প্রবেশ দেখ), ইহাই পিতৃতত্ত্ব ও মাতৃতত্ত্ব। মহাকাল-মহাকালী, যোগাত্মক-ঋণাত্মক তড়িৎ, প্রতি পরমাণুতে প্রোটন-ইলেক্‌ট্রন। অধিক কি আমাদের দেহের-দক্ষিণাংশ পুরুষ ও বামাংশ স্ত্রী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

১৪। ভাগবত উপনিষদের উক্তি স্মরণে রাখিয়া বলিতেছেন :—

তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতম্।
বাঙ্মনোগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ॥ ১১।২৪।৩
তয়োরেকতরোহ্যর্থঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভীধীয়তে॥ ১১।২৪।৪

সেই বৃহৎ একমাত্র পরব্রহ্ম, মায়াপ্রকাশরূপে বাক্য মনের গোচর ভাবে ও স্বরূপভাবে দুই প্রকার হইলেন। এই দ্বিধাভূত অংশের মধ্যে এক অংশ অর্থ, অন্য অংশ জ্ঞানমাত্র, যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ রূপিণী প্রকৃতি উভয়াত্মিকা।

ভাগবত এই শ্লোকে বিষ্ণুপুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন, মনে হয়। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :—

বিষ্ণোঃ স্বরূপাৎ পরতো হিতেঽন্যে রূপং প্রধানং পুরুষশ্চ বিপ্র।
নিরুপাধি (নির্ব্বিকল্প) বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে প্রধান ও পুরুষ দ্বিধা
রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন॥

১৫। আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ সঙ্গত মনে করি। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে আমরা "চতুর্ব্ব্যূহ" তত্ত্বের ইঙ্গিত পাই, ইহা মদালোচিত পুরুষসূক্তে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। উক্ত "চতুর্ব্ব্যূহ" তত্ত্বের উল্লেখ, ঠিক চতুর্ব্ব্যূহের নামানুসারে না হউক্, আমরা উপরে উদ্ধৃত উপনিষদের অংশ হইতে পাইতেছি। দিগ্‌দর্শন স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, (i) আদি-নারায়ণ-তুরীয় তত্ত্ব বা বাসুদেব। (ii) "অব্যক্ত"—অনন্তদেবের অপর নাম। যিনি "অনন্ত"-তিনি যে "অব্যক্ত" হইবেন, তাহার কথা কি? অব্যক্ত কারণার্ণবের অপর নাম, মনে

হয়। তিনি কারণার্ণবশায়ী—সঙ্কর্ষণ। (iii) তাহা হইতে "মূল" অর্থাৎ মহাবিরাট্ (মহাপুরুষ) ও "মূলাবিদ্যা"-প্রকৃতি আবির্ভূত হইলেন। এই "মূলাবিদ্যা" বা প্রকৃতিই গর্ভোদক এবং "মূল" বা মহাবিরাট্ই গর্ভোদকশায়ী। ইহারই প্রতি রোমকূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিজ নিজ আবরণের সহিত পরস্পর অবিরোধে বিচরণ করিতেছে। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে-নিয়ন্ত্রণকারী "নারায়ণ" প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয় নিজ নিজ সবিতৃমণ্ডলে বিরাজমান থাকিয়া, প্রত্যেকের পালন, পোষণ, বর্দ্ধন বিধান করিতেছেন। এই বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রণকারী, তত্তৎ সবিতৃমণ্ডলে অবস্থিত নারায়ণই "অনিরুদ্ধ"। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, সৃষ্টি ও স্থিতির মূলে পরব্রহ্ম স্বরূপ "আদি নারায়ণ"।

বলা বাহুল্য যে, অনুলোম ক্রমে সৃষ্টি, তাহার প্রতিলোমে প্রলয়। উক্ত উপনিষদের প্রলয় সম্বন্ধে উক্তি গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম।

১৬। মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশের একটি বাক্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত বাক্যটি "স চ অনন্ত-মহামায়া-বিলাসানাম্ অধিষ্ঠান-বিশেষ-নিরতিশয়াদ্বৈত-পরমানন্দ-লক্ষণ-পরব্রহ্ম-বিলাস-বিগ্রহো ভবতি।" এই বাক্যাংশে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে ঃ—

(ক) পরব্রহ্মের মহামায়া বিলাস অনন্ত।

(খ) উহাদের অধিষ্ঠান পরব্রহ্মের বিলাস বিগ্রহ।

(গ) উভয়ে অনন্ত হইলেও অদ্বৈত হানি নাই। ইহা আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজ নিজ দেহের হস্ত-পদ প্রভৃতি অবয়বের পার্থক্য দর্শনের অভাব হইতে বুঝিতে পারি।

(ঘ) উক্ত বিলাস-বিগ্রহ-পরমানন্দ-লক্ষণ-অন্য কথায় সৃষ্টি-আনন্দের খেলা। আনন্দময়ের আনন্দোপলব্ধির উপকরণ খেলার পুতুল প্রভৃতি। একারণ ভাগবত ৮।২২।২০ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ভগবানের ক্রীড়ার জন্যই ত জগত রচনা। এই জন্যই ভগবান্ সূত্রকার ২।১।৩৪ সূত্রে "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্" বলিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিয়াছেন।

১৭। এখন দেখা যাউক্, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা কি পাইলাম।

(ক) আমরা বুঝিলাম, পরব্রহ্মের সাকার-নিরাকার স্বভাব সিদ্ধ। স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কোনও কিছুর থাকা অসম্ভব বলিয়া, পরব্রহ্ম-যে সময়ে-সাকার, সেই সম সময়েই-নিরাকার। পার্থক্য তাঁহার স্বরূপে নহে, আমাদের অজ্ঞানান্ধ

বুদ্ধিতে মাত্র। ভাগবত ৭।৯।১৯ শ্লোকে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন : উক্ত শ্লোক উপরে ৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(খ) আমাদের উন্মিষণ ও নিমিষণের-নিদর্শনে পরব্রহ্মের-উন্মেষ-নিমেষ কল্পিত হইয়াছে। উন্মেষের বা জাগ্রত হইবার পরে যেমন আমরা মনন শক্তির ক্রিয়ায় নানা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকি, সেই দৃষ্টান্তে পরব্রহ্মের উন্মেষের পর সৃষ্টি সংকল্প ও সৃষ্টির প্রসার কথিত হইয়াছে। ইহা আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে চিরজাগ্রত পরব্রহ্মের জ্ঞানের ব্যভিচার কোনও কালে নাই।

(গ) মূল ও মূলাবিদ্যা—পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির পৃথক্ নাম মাত্র ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(ঘ) বিশ্বে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্রহ্মের পাদ বিভূতিতে বর্ত্তমান। উহাদের প্রত্যেকের উপাদান—প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে গৃহীত বলিয়া পরস্পরের বস্তুগত বিভিন্নতা নাই। যদি কোনও বিভিন্নতা থাকে, তাহা পরিমাণগত মাত্র। এ সম্বন্ধে আলোচনা পরে অন্যভাবে করা হইবে। অবশ্যই এ উপাদান-আধিভৌতিক উপাদান মাত্র।

(ঙ) আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে বিশেষ বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা থাকা সম্ভব হইলেও, উহাদের পালন, পোষণ, বর্দ্ধন, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির নিয়মে বিশেষ বিভেদ নাই।

(চ) সৃষ্টি ও স্থিতিতে যেমন নিয়ম একই, প্রলয়েও সেই একই নিয়ম কার্য্যকারী। অন্যভাবে ইহার আলোচনা পরে করা হইবে।

৭) অনন্ত বৈচিত্র্যে অদ্বৈত হানি হয় না।

১৮। ব্রহ্মাণ্ডগণের ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বস্তুজাতের অনন্ত বৈচিত্র্যে অদ্বৈত হানি হয় না। এতৎ প্রসঙ্গে ভাগবত বলিতেছেন :—

পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু।
ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ॥
গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা।
এক এব পরো হ্যাত্মা ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ॥ ভাগঃ ৭.৬।২০-২১

স্থাবরাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র-মহৎ যত জীব এবং ভৌতিক বিকার ঘটাদি যত অজীব, আকাশাদি মহৎভূত, সত্ত্বাদি গুণ, গুণসাম্যরূপ প্রকৃতি, গুণক্ষোভে অভিব্যক্ত মহৎতত্ত্বাদি, যত কিছু আছে, সকলেতেই ব্রহ্মস্বরূপ, ভগবান, ঈশ্বর

অদ্বিতীয় আত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন, অথচ তিনি অব্যয়, তাঁহার স্বরূপচ্যুতি নাই। ৭।৬।২০-২১

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে (দেখ আভাস ৩১-৩২ অনুচ্ছেদ), আমরা বুঝিয়াছি যে, সচ্চিদানন্দ ভগবান্ জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে অনুস্যূত বলিয়া, উহাদের অস্তিত্ব-ভাতিত্ব-প্রিয়ত্ব আমাদের প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। ভগবানের সৎ শক্তি-সংহননী, সংবর্দ্ধিনী ও সংহরণী এই ত্রিবিধ আকারে প্রত্যেক বস্তুর জন্ম-বর্দ্ধন-স্থিতি-পরিণাম, অপক্ষয়-নাশ বিধান করিয়া থাকে। আমার দেহ সপ্ত ধাতুতে গঠিত। ধাতুগণের নিজের নিজের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহাতে তাহারা সংহত ভাবে থাকিয়া আমার দেহের সংহতি রক্ষা করিতে পারে। ভগবানের সংহননী শক্তিই সংহতি রক্ষার কারণ। প্রত্যেক বস্তুর স্ব-স্ব আকারে অবস্থিতি, স্থান ব্যাপকতা, স্থানাবরোধকতা, কাঠিন্য, তারল্য, লঘুত্ব, গুরুত্ব প্রভৃতি এই শক্তির ক্রিয়া। আমার দেহের বাল্য হইতে কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব-ভগবানের সংবর্দ্ধিনী শক্তির ক্রিয়া। জীব-উদ্ভিদ এমন কি স্থাবরগণের বর্দ্ধন ও রক্ষণ এই শক্তির ক্রিয়া। আমার দেহের প্রৌঢ়ত্ব হইতে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তি এবং পরিণামে নাশ—ভগবানের সংহরণী শক্তির পরিচয় প্রদান করে। অন্যান্য বস্তু সকল সম্বন্ধেও ওই একই কথা।

১৯। ইন্দ্রিয় দ্বারে আমরা জাগতিক বস্তুজাতের যে প্রতীতি লাভ করি, তাহা ভগবানের চিৎশক্তির ক্রিয়া। উক্ত শক্তি সমুদায় বস্তুজাতে বর্ত্তমান এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গণেও বর্ত্তমান। এ কারণ—ইন্দ্রিয়গণ, সমজাতীয় স্পন্দন গ্রহণ করিতে সক্ষম বলিয়া আমরা উহাদের ভাতিত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি। প্রিয়ত্ব সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহার দৃষ্টান্ত আগে দেওয়া হইয়াছে।

২০। ইহা গেল ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয়। ইহা ছাড়া, তিনি অন্তর্য্যামী রূপে নিজের অব্যয় স্বরূপে, প্রত্যেকের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া, সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন; প্রত্যেকের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। গীতার ভাষায় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেছেন, উপনিষদের ভাষায় জগদ্-বিধারক হইয়া—পরস্পরের অবিরোধে জগদ্-ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন। এক কথায় তিনি আপনাকে বহুত্বে প্রকটন করিয়া আপনাকে লইয়া আপনি খেলা করিতেছেন। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎ আনন্দের অফুরন্ত ভাণ্ডার—। কোথাও দুঃখ, কষ্ট, নিরানন্দ—কিছুই নাই। সমুদায়ই যখন তিনি, উহাদের অস্তিত্ব থাকিবে কোথা হইতে?

বেদান্ত-আলোচনা ইহাই শিক্ষা দেয়। ইহা কঠোর কিছু নয়। অতি মধুময়, হৃদয়ে ধরিবার সামগ্রী। আশা করি, ইহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। যদি না হয়, সে দোষ বেদান্তের নহে। আমার নিজের।

২১। উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত স্বতঃই আপতিত হয় যে, যখন অদ্বৈত একমাত্র তত্ত্ব, তত্ত্বান্তর বা বস্ত্বন্তর বর্ত্তমান নাই, তখন কর্ম্ম—যাহা দ্বৈতাপেক্ষা করে, তাহা অদ্বৈততত্ত্বে থাকিতে পারে না। একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্য বিশদ্ করিতেছি। আমি একজন মানব, দ্বৈত-প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত। আমি যদি কোনও কারণে, আমার প্রতিবেশী শ্যামের গায়ে আঘাত করি, অথবা গালাগালি দিয়া তাহার মনে আঘাত করি, তাহা হইলে আমি একটি অশুভ কর্ম্মের জনক হইলাম এবং এই কর্ম্মের ফল আমি ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িলাম। যতদিন না ভোগের দ্বারা উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ততদিন বিদ্ধ কণ্টকের ন্যায় উহা হৃদয়ে বেদনা দিতে থাকিবে। কিন্তু আমার ডান হাত যদি বাম হাতকে আঘাত করিয়া যন্ত্রণা দেয় বা উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহা হইলে, কি আমি শাস্তি স্বরূপ আমার ডান হাতকেও ভাঙ্গিয়া দিব বা যন্ত্রণা দিব? তাহা দিলে আমারই আত্মীয় পরিজন, আমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়া উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। ডান হাতও আমার, বাম হাতও আমার, উহাদের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতে কোনও কর্ম্ম সংঘটিত না হওয়ায়, আমাকে উদাসীনই থাকিতে হইবে। সেইরূপ পরমতত্ত্ব—সর্ব্বময়, বিশ্বরূপ বলিয়া জগৎ-সৃষ্টি-লয়ে, তাঁহার কোনও কর্ম্ম সংঘটিত হয় না, তিনি অসক্ত, উদাসীনই থাকেন। ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ১।৫।৬ শ্লোকে "গুণৈরসঙ্গঃ" এবং ১।১০।২৪ শ্লোকে "ন তত্র সজ্জতে" বাক্যাংশদ্বয়ে ইহাই বলিয়াছেন। এরূপ বহু শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে পরিত্যাগ করিলাম।

৮) ভগবানে বৈষম্য—নৈর্ঘৃণ্য নাই।

২২। এখন প্রশ্ন উঠে—জগৎ যদি আনন্দের খেলা এবং জীব বিশেষতঃ মানব দেহধারী জীব যদি পরমপুরুষের খেলার সঙ্গী, চলিত ভাষায় "খেলুড়ে"—তবে সংসারে এত দুঃখ কষ্ট কেন? মানবগণের মধ্যে কেহ রাজা, কেহ ভিখারী কেন? ইহা ত নিশ্চয়ই, যাঁহার সৃষ্টি—সেই সৃষ্টি কর্ত্তা ভগবানের—"বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যের" পরিচয়। উদাসীনত্বের পরিচয় কি করিয়া বলিব? এ প্রকার সংশয় উত্থাপন করিয়া ভগবান্ সূত্রাকার ২।১।২৩ ও ২।১।৩৫

সূত্রে ইহার সমাধান করিয়াছেন। যথাস্থানে দেখিবার অনুরোধ করি। এখানে উহার আলোচনায় বসিলে, কার্য্যতঃ সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রই আলোচনা করিতে হয়, তাহা উচিত নয়। বিশেষতঃ ১৷১৷১৷১ সূত্রের আলোচনায় ৬০ অনুচ্ছেদে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।

২৩। ১৷১৷১৷১ সূত্রের আলোচনায় কেনোপনিষদের ১৷৪ মন্ত্র ও কঠশ্রুতির ১৷২৷২২ মন্ত্র হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের বাক্য মনের অগোচর হইলেও, তাঁহার নিজ জনরূপে আদরে গৃহীত অধিকারিগণ, তাঁহার কৃপায়, তাঁহাকে জানিতে পারেন। ইহা কি তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনায় কৃতকার্য্য হন? তাহা নয়। তিনি অধিকার অনুসারে যাঁহার নিকট যতটুকু আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি তাঁহাকে ততটুকুই জানিতে পারেন। ভাগবতে ১৷১৷২ শ্লোকে তিনি "বেদ্য" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে জানা অসম্ভব। অনন্ত দেশ বর্ত্তমান। অনন্ত আকাশে পক্ষিগণ নিজ নিজ উড্ডয়ণ শক্তির পরিমাপ অনুসারে অল্পাধিক উড়িতে পারে। সেইরূপ সাধকগণের—যাঁহার যতটুকু অধিকার, তিনি তাঁহার ততটুকুর পরিচয় পান মাত্র।

২৪। এ সম্বন্ধে শ্রীমৎ পরমহংস দেবের উক্তি অতি সুস্পষ্ট। তাঁর কথায় বলি, চিনির অনন্ত বিস্তার পাহাড় পড়িয়া রহিয়াছে, পীঁপড়া তাহার কতটুকু সঞ্চয় করিতে পারে? অতিক্ষুদ্র গুঁড়ি পীঁপড়া এক কণা মুখে লইয়াই সন্তুষ্ট। তার চেয়ে বড় ডেয়ো পীঁপড়া আর একটু বড় কণা লইয়া যথেষ্ট মনে করিয়া ফিরিয়া আসে। তার চেয়ে বড় ভোলা পীঁপড়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি কণা লইয়া পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাধক সমাজেও তাই। ক্ষুদ্র সাধক অল্প প্রাপ্তিতেই আত্মহারা। সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার-নারদ প্রভৃতি বড় বড় সাধক তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার ও অতিরিক্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া নির্বৃত। কিন্তু সচ্চিদানন্দ পাহাড়-ইহাতে কোনও ক্ষতি অনুভব করে না। পূর্ব্বের ন্যায় অনন্ত বৈভবে চির বর্ত্তমান। তড়িতের Storage battery র ন্যায় ক্ষুদ্র আধারে তড়িৎ শক্তির প্রবর্ত্তন ও বিবর্দ্ধন লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু তড়িতের অফুরন্ত ভাণ্ডার স্বরূপ পৃথিবী পৃষ্ঠে সমষ্টি তড়িতের কোনও ইতর বিশেষ নাই। অনন্ত বিস্তার সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে, জলকণা অহোরাত্র, বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হইতে থাকিলেও এবং জোয়ারে সমুদ্রপৃষ্ঠে জলের স্ফীতি অনুভূত হইলেও কি সমুদ্রের জলের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করা যায়? সেইরূপ সচ্চিদানন্দ সাগরে সমষ্টিগতভাবে কোনও হ্রাসবৃদ্ধি না

থাকিলেও, কখনও কখনও কোনও কোনও বিশেষ স্থানে কোনও বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য আনন্দের উন্মাদনা জাগিয়া উঠে। যেমন গত দ্বাপরের শেষে বৃন্দাবনের রাসস্থলীতে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা সাধারণ ঘটনা নহে। উহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ইচ্ছায়, ব্যতিক্রমরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। এ ব্যতিক্রমের কারণ কি, তাহার আলোচনা বিস্তারিতভাবে ৩।৩।৪২ সূত্রে করিয়াছি। এখানে তাহাতে প্রবেশ না করিয়া, এইমাত্র বলি যে, বর্ত্তমান কাল, সৃষ্টির ক্রমোন্নতির একটি সন্ধিক্ষণ। একারণ জীববৎসল, করুণাময় ভগবান্, নিজ পূর্ণ শক্তি বিকাশ করতঃ পরিপূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবতার গ্রহণ করিয়া নিত্যধামের আনন্দোপভোগের পদ্ধতির একটি প্রতিচ্ছবি, মানবদেহধারী জীবের পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন।

৯) অসাধক, সাধারণ মানবের কি কোনও উপায় নাই ?

২৫। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা সাধকদিগের ও তাঁহাদের অধিকার অনুসারে পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতির-তর-তম ভাব সম্বন্ধে। কিন্তু করুণাময় ভগবান্ কি সাধারণ মানব দেহধারী জীবের জন্য, অন্য কোনও সহজ, অথচ প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত করেন নাই? ভাগবত বলিতেছেন যে. সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জীববৎসল করুণানিধান ভগবান্, সে ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ম্।
ব্যাপ্য-ব্যাপক-নির্দ্দেশ্যো হ্যনির্দ্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ॥
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥ ভাগঃ ৭।৬ ২১-২২

যে মায়ার দ্বারা গুণসৃষ্ট জগৎ প্রপঞ্চের বিস্তার, সেই মায়ার দ্বারাই নিজের ঐশ্বর্য্য আবরণ করিয়া, ভগবান্ প্রত্যগাত্ম স্বরূপে (অর্থাৎ প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে), দ্রষ্টৃ ও ভোক্তৃরূপে ব্যাপকভাবে এবং দৃশ্য ও ভোগ্যরূপে ব্যাপ্যভাবে বর্ত্তমান আছেন। যদিও তিনি স্বরূপতঃ অনির্দ্দেশ্য, অবিকল্পিত, অনুভবানন্দ-স্বরূপ, মায়া দ্বারাই তিনি নির্দ্দেশ্য হইয়া থাকেন। ৭।৬।২১-২২

(দেখ পরে প্রদত্ত ১০।৮৭।১০ শ্লোকের আলোচনা)।

২৬। এই শ্লোকে কয়েকটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় :—

(১) তিনি "প্রত্যগাত্ম স্বরূপ"—প্রত্যক্=প্রতি+অন্চ্+ক্বিপ্—(অন্চ্ ধাতুর অর্থ গমন)—তিনি প্রতি দেহেতেই অবস্থান করিয়া উহাকে কার্য্যশীল

করেন, সুতরাং আমরা সাধন করি বা না করি তিনি সর্ব্বদাই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, এবং সমুদায়ের দ্রষ্টা ও ভোক্তা রূপে আমাদের অন্তরে রহিয়াছেন।

(২) তবে আমরা তাঁহার অনুভব পাই না কেন? কারণ তিনি মায়ার দ্বারা আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্য আবরণ করিয়া আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছেন। দৃশ্য ও ভোগ্যরূপে আমরা যাহা যাহা উপভোগ করি, সে সকলও তিনি।

(৩) মায়ার দ্বারাই তিনি আপনাকে নির্দ্দেশ্য করিয়া আমাদের বুদ্ধির বিষয়ভূত হইয়াছেন, এবং মায়ার দ্বারাই আপনাকে আমাদের মনের বিকল্পের বস্তু করিয়াছেন—অর্থাৎ মন তাঁহাকে লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে পারে।

২৭। জগতে এরূপভাবে আপনাকে বিলাইয়া দিলেও যদি মূর্খ, অজ্ঞ, অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন জীব, তাঁহাকে চিনিতে না পারে, তাঁহাদের সুযোগ দিতেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। ভাগবত বলিতেছেন :—

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।

অব্যয়স্যা প্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১০।২৯।১৩

ভগবান অব্যয়, কোনও প্রমাণের বিষয় নহেন, প্রাকৃত গুণ সম্বন্ধ রহিত, অথচ নিজ স্বরূপানুবন্ধি অনন্তগুণে গুণময়। তাঁহার নরবপুঃ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যধামে অভিব্যক্তি মানবদেহধারী জীবগণের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য।

১০।২৯।১৩

২৮। কিরূপে এই পরম মঙ্গল সাধিত হয়? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যা শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করণার্থ, ভগবান আপ্তকাম ও আত্মারাম হইলেও, মানবদেহ আশ্রয় করিয়া তদৃশী লীলা করেন, যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর হয় —অর্থাৎ বহির্মুখ কামিনী-কাঞ্চন ভোগী ব্যক্তিগণ মাধুর্য্যময় ভগবল্লীলা শ্রবণ করিয়া তৎপর হয় বা ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। ১০।৩৩।৩৬

ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হওয়াই জীবের পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায়। তৎ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।

তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৩৪

হে কৃষ্ণ! রাগাদি (কামিনী-কাঞ্চন বিষয় প্রভৃতিতে অনুরাগ) তাবৎ পর্য্যন্তই তস্কর (তস্করের ন্যায় তোমার প্রতি অনুরাগ হরণ করে) এবং গৃহ ও তাবৎ পর্য্যন্ত বন্ধনাগার, আর অনাত্ম বস্তুতে আত্মবোধরূপ মোহ ও তাবৎ পর্য্যন্ত পাদবন্ধন শৃঙ্খল হইয়া থাকে, যতদিন তোমার নিজজন বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য থাকে। ফলতঃ তোমার ভক্তদিগের রাগাদি তোমাতে অর্পিত হওয়াতে, সে সকল বন্ধনের কারণ না হইয়া, বরং বন্ধন-মোচনের কারণ হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০।১৪।৩৪

২৯। কঠশ্রুতির ১।২।২২ মন্ত্রে-নিজ জনরূপে আদরে বরণ করিবার উল্লেখ আমরা পাইয়াছি। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।৩৪ শ্লোকে স্পষ্ট "তে জনাঃ" উল্লেখ পাইলাম। কোন বিশেষ ব্যক্তি যে ভগবানের নিজ জনরূপে পরিগণিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, ইহা কি লক্ষণে বুঝিতে পারা যায়? এ প্রশ্ন সহজেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। এ প্রকার প্রশ্নের সম্ভাবনা করিয়া ভাগবত বলিতেছেন :—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ-সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ ১১।২।৩৯

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিঃ সত্ত্ব, দিক্, বৃক্ষ, সরোবর, সমুদ্রাদি যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়কে শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া-অনন্যভাবে প্রণাম করিবে। ১১।২।৩৯

৩০। উপরে ২৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।৬।২১ শ্লোকে পরমতত্ত্ব সর্ব্বত্র অনুস্যূত বুঝা গিয়াছে। কিন্তু উহা বুঝিলে বা উহার সম্বন্ধে শুধু বুদ্ধির স্বীকৃতি লাভ করিলেই (যাহাকে ইংরাজীতে বলে intellectual consent) চলিবে না। অনুষ্ঠান দ্বারা উহা দৃঢ়ভাবে আত্মস্থ করা প্রয়োজন। এই অনুষ্ঠানের প্রকৃতি আলোচ্য ১১।২।৩৯ শ্লোক স্পষ্টভাবে বলিতেছেন। সর্ব্বত্র, সর্ব্ববস্তুতে হরি দর্শন (কারণ হরির শরীর ও স্বরূপে ভেদ নাই) এবং সেজন্য সঙ্কোচ, লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বভূতকে ভক্তি ও প্রণতি নিবেদন করা, এই অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

উক্ত শ্লোকে "অনন্যঃ" পদটি অতি গভীর অর্থের দ্যোতক। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী তাঁহার ক্রম সন্দর্ভে ইহার অর্থ করিয়াছেন "স্ফূর্ত্ত্যন্তর-রহিতঃ" —অর্থাৎ যখন যে বস্তুকে শ্রীহরির শরীর বলিয়া প্রণাম করিবে, তখন উক্ত শরীরে শ্রীহরি, পূর্ণ স্বরূপে বর্ত্তমান, ইহা মনে করিতে হইবে। আবার যখন

অন্য বস্তুকে প্রণাম করিবে, তখন তাহাতেও শ্রীহরির পূর্ণ স্বরূপ বর্ত্তমান ইহা মনে রাখিতে হইবে। উপাধির ভেদ আমাদের প্রতীতি গোচর হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক উপাধির আধারে—আধেয় যে বস্তু, তাহাতে কোন ভেদ নাই। উহা সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে চিরপূর্ণ। পূর্ণের অংশ সম্ভব নয়, ইহা আগে বলা হইয়াছে।

কোন উজ্জ্বল আলোক স্বচ্ছ আধারের ভিতরে রাখিলে, উক্ত আলোক আধারের বাহিরেও সমুজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হয়। কিন্তু আধারের স্বচ্ছতার ইতর বিশেষ হইলে, উক্ত আলোকের বাহঃ প্রকাশের সমুজ্জ্বলতারও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু আলোক সকল ক্ষেত্রে নিজের সমুজ্জ্বল স্বরূপে বর্ত্তমানই থাকে। সেইরূপ জগৎস্থ ভূতজাতের অর্থাৎ শ্রীহরির শরীর স্থানীয় উপাধিগণের স্বচ্ছতার ইতর বিশেষ থাকিলে, বাহিরে অভিব্যক্তির ইতর বিশেষ দৃশ্যমান হইলেও, অন্তরস্থ আধেয় রূপ শ্রীহরি নিজ পূর্ণ স্বরূপে সমুদায় শরীরে বর্ত্তমান, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

১০) মায়া :—

৩১। উপরে ২৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।৬।২১ শ্লোকে এবং ১০ অনুচ্ছেদে ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশে "মায়োপাধিকো নারায়ণঃ" মায়ার উল্লেখ পাইয়াছি। এ কারণ বর্ত্তমান আলোচনা স্বনির্ষ্ঠ করিবার জন্য মায়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। মৎ প্রণীত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে একটি সমগ্র পরিচ্ছেদে "মায়া তত্ত্ব" যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছি, এ কারণ এখানে সংক্ষেপে কর্ত্তব্য সমাধা করিব।

৩২। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইলে, উত্তরে ঋষি অন্তরীক্ষ বলিলেন :—মায়ার স্বরূপ নিরূপণ অসম্ভব। সৃষ্ট্যাদি কার্য্য দ্বারা যতটুকু নিরূপণ করা যায়, তাহাই বলিতেছি। ভূত সকলের কারণ স্বরূপ, আদ্য পুরুষ স্বীয় অংশভূত জীব সকলের—বিষয় ভোগ, ক্রমোন্নতি সোপানে ক্রমশঃ আরোহন ও পরিণামে মুক্তির নিমিত্ত, যে শক্তির দ্বারা, মহাভূতগণের সাহচর্য্যে উচ্চ-নীচ ভূতগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই মায়া। (ভাগবত ১১।৩।৩)। ইহার পর আরও ১৩টি শ্লোকে মায়ার পরিচয় দিয়াছেন। সে সকলে আমাদের এখন প্রয়োজন নাই। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মায়া বাহিরের কোনও অমঙ্গল-জনয়িত্রী বস্তু নয়। ইহা ভগবানের সৃষ্টি সংকল্পরূপা ভাগবতী শক্তি। ভগবান্ গীতায় ৭।১৪ শ্লোকে "মম মায়া" বলিয়া ইহা তাঁহারই শক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এ কারণ,

ইহা অজ্ঞান বিজৃম্ভিত কিছু নহে, ইহাও মনে রাখিতে হইবে। জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যে, তাঁহার ইচ্ছানুসারেই ইহার অভিব্যক্তি। উক্ত ১১।৩।৩ শ্লোকটি এই :—

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজঃ।
সসর্জ্জোচ্চবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥ ভাঃ ১১।৩।৩

ইহার ব্যাখায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন :—মায়ায়াঃ স্বরূপতো নিরূপণা সম্ভবাৎ সৃষ্টাদি-কার্য্য-দ্বারেণ নিরূপয়িতুমাহ—এভিরিতি চতুর্দ্দশভিঃ। ... ... স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ... ... স্বাংশভূতানাং মাত্রা-প্রসিদ্ধয়ে বিষয়-ভোগায়। আত্ম-প্রসিদ্ধয়ে মোক্ষায় ইত্যর্থঃ।

বেদস্তুতিতে ভাগবত বলিতেছেন :—

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ, ভবার্থঞ্চ, আত্মনেঽকল্পনায় চ ॥ ১০।৮৭।২

"প্রভু"—অর্থাৎ সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর, জনানাং—মানবদেহধারী জীবগণের, "মাত্রার্থং"—বিষয় ভোগের জন্য (চতুর্বর্গ-ফলের প্রথম ফল অর্থ) "ভবার্থং"—জন্মের পর জন্মলাভ, তদ্দ্বারা ক্রমবিবর্ত্তনে পর পর উচ্চতর স্তরে জন্মলাভ হেতু ধর্ম্মানুষ্ঠান (চতুর্বর্গের দ্বিতীয় ফল ধর্ম্ম) "আত্মনে"—ধর্ম্মানুষ্ঠান হেতু, উপাধির স্বচ্ছতা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হওয়ায়, স্বপ্রকাশ আত্মার ক্রমশঃ, স্ব স্বরূপ প্রাপ্তির ইচ্ছার উদ্রেক (চতুর্বর্গ ফলের তৃতীয় ফল কাম) ও "অকল্পনায়"—মোক্ষলাভ —যাহার সহিত সৃষ্টি কল্পনার কোনও সম্পর্ক নাই—স্ব স্বরূপ প্রাপ্তি (চতুর্বর্গের চতুর্থ ফল মোক্ষ)—এই চারি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানব দেহধারী জীব অভিব্যক্তির সহিত তাহাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃজন করিয়াছেন। ১০।৮৭।২

অতএব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জীবের অশেষ কল্যান সাধন বুঝা গেল। সুতরাং সৃষ্টি-সংকল্পরূপা মায়া—অশুভ জনয়িত্রী হইতে পারেন না। আমরা নিজেদের দোষেই মোহে পতিত হইয়া মায়ার নিন্দা করিয়া থাকি।

৩৩। আরও উপরের আলোচনা হইতে জগৎ সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার করুণাময় স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রাকৃতগুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকা হেতু, তিনি নির্গুণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইলেও, তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ অশেষ কল্যাণ গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। সুতরাং ২৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০।২৯।১৩, শ্লোকে, ভাগবত "নির্গুণস্য" বিশেষণের সহিত এক নিঃশ্বাসে "গুণাত্মনঃ" কেন বলিলেন, তাহাও বুঝা গেল।

৩৪। বিষ্ণুপুরাণ এ সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্রও রাখেন নাই। ভগবানকে নির্গুণ বলে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। বিষ্ণু পুঃ ১।৯।৪৩

প্রাকৃতিক সত্ত্বাদি গুণ ঈশ্বরে বর্ত্তমান নাই। বিঃ পুঃ ১।৯।৪৩

কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি নিজের স্বরূপানুবন্ধী গুণ-বর্জ্জিত? তাহা নয়।

সমস্ত-কল্যাণ গুণাত্মকো হি স্বশক্তিলেশাবৃতভূতবর্গঃ।
ইচ্ছা-গৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষ-জগদ্ধিতোঽসৌ॥
বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪

তিনি সমস্ত কল্যাণ গুণাত্মক, তাঁহার নিজ শক্তির অতি অল্পাংশেই নিখিল ভূতবর্গ আবৃত। স্বেচ্ছাক্রমে নানা প্রকার অভিমত দেহ ধারণ করিয়া, তিনি অশেষ প্রকারে জগতের হিত সাধন করিয়া থাকেন। বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪।

৩৫। মায়া এই নির্গুণ-সগুণ, নিরীহ-ক্রিয়াশীল ভগবানেরই শক্তি। আমাদের বিশ্লেষিকা বুদ্ধি এই ভাগবতী শক্তিকে দুই প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। নিত্যধামে এই শক্তি ভগবানের চিৎশক্তি-যোগমায়া নামে আমরাই ইহাকে অভিহিত করিয়াছি। সেখানে ইনি অন্তরঙ্গা শক্তি। ইহারই সাহচর্য্যে নির্গুণ ভগবান্ গুণসাগররূপে বিগ্রহবান্ হন। নিরীহ ভগবান্, ইহারই সাহচর্য্যে ক্রিয়াশীল হওত ধাম, পরিকর-পরিজন প্রভৃতি প্রকটিত করিয়া আনন্দের প্লাবন ছুটাইয়া দেন। সেই আনন্দের কণা মাত্র পাইয়া বিশ্ব ও বিশ্বের অন্তর্গত যত কিছু আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২।৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন :—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লবধ্বান্দীভবতি॥ তৈত্তিঃ ২।৭

তিনি রসস্বরূপ। এই রস পাইয়া বিশ্ব ও তদন্তর্গত যত কিছু আনন্দী হয়। ২।৭

আবার ইহারই বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে ১০ অনুচ্ছেদে ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ কথিত "মূলাবিদ্যোদয়" প্রকটিত হইয়া সৃষ্টি ব্যাপার সংসাধিত করে। উক্ত উপনিষদনুসারে উহার নাম মূলা অবিদ্যা। উহা বেদান্তে "মায়া" নামে কথিত হইয়া থাকে এবং উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগকে "গুন-মায়া" ও অপর ভাগকে "জীব-মায়া" নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এই "গুণমায়া"—প্রধান নামেও উক্ত হইয়া থাকে-উহাই জগৎ সৃষ্টির উপাদান ভাণ্ডার। আর "জীব-মায়া"ই "অবিদ্যা" নামে পরিচিত। উহা জীবের বন্ধনের কারণ বলিয়া উহার অবিদ্যা নামের সার্থকতা।

৩৬। সুতরাং মায়া ভগবানের সংকল্পাত্মিকা শক্তি বুঝা গেল। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া উহা ভগবান হইতে পৃথক্ কিছু নহেন। এই মায়াকে অবলম্বন করিয়া নিত্য—শুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্ত—নিরীহ—নির্ব্বিশেষ—ভগবান আপনা হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত করেন। আপনা হইতে ভোগ্য সৃষ্টি করিয়া, নিজেই ভোক্তারূপে আপনি আপনাকে উপভোগ করেন। পাছে ভোক্তার অসঙ্গ—উদাসীন স্বরূপ অনাবৃত রাখিয়া দিলে, ভোগে আনন্দের অল্পতা ঘটে, এজন্য মায়া দ্বারা স্বরূপ আবরণের বিধান। উক্ত আবরণ অপসারণের জন্য ভগবানের শরণাগতি প্রয়োজন। (গীতা ৭।১৪)। শরণাগতিতে জীবের ক্ষুদ্র শক্তির পরিমাপে ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে পারিবার জন্য, মায়ার দ্বারাই ভগবান্ নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত করিয়া (ভাগবত ৭।৬।২১), তাহার পিতা, মাতা, সখা, বন্ধু, গুরু প্রভৃতি রূপে তাহার সহিত অতি মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আনন্দের প্লাবন ছুটাইয়া দেন। ইহাতে তিনি নিজেও আনন্দ পান ও জীবকে আনন্দ সমুদ্রে ভাসাইয়া নিজের আনন্দস্বরূপে মিশাইয়া লন।

১০ ক) ভগবান আমাদের অতি নিজ জন।

অতএব তিনি অতি আদরের নিজ জন। তাঁহাকে ভয় করিবার কিছু নাই। তাঁহার পূজা করিতে উপকরণ সংগ্রহের জন্য কোনও আয়াসের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্র ভক্তের মুখ দিয়া বলিতেছেন ঃ—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণিতে স্বমাত্মানং ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥

তিনি ভক্তবৎসল। ভক্তের নিকট তাঁহার অদেয় কিছুই নাই। একটি তুলসী পাতা বা এক গণ্ডূষ জল, ভক্তির সহিত প্রদান করিলে, তিনি, এমন কি আপনাকেও বিক্রয় করিয়া থাকেন।

ইহাই ত খেলা। বালক মুখে মুখোশ পরিয়া ভূত সাজে ও সঙ্গী বালককে ভয় দেখাইয়া আনন্দ পায়। যখন দেখে যে, সঙ্গী বালক ভয়ে কাঁদিতেছে, তখন হাসিতে হাসিতে মুখোশ খুলিয়া আত্মপ্রকাশ করে, এবং উভয়ে হাসিয় আকুল হয়। সেইরূপ জগৎ ক্রীড়নক পরমতত্ত্ব বা ভগবান্, মায়ার মুখোশ পরিয়া নিজের স্বরূপ আবরণ করতঃ ভয় দেখান মাত্র। যখন দেখেন যে, খেলার সঙ্গিগণ ভয় পাইয়া, কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে, ও তাঁহাকে খুজিতেছে, তখন নিজে হাসিতে হাসিতে মুখোশ খুলিয়া আত্মপ্রকাশ করেন ও উভয়ে গলাগলি হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান।

৩৭। ভগবান্ মানব দেহধারী জীবের সঙ্গে এইরূপ খেলা খেলিয়া থাকেন। ক্ষণে আড়ি, ক্ষণে ভাব। এককক্ষণে ঝগড়া ঝাঁটি, পরক্ষণেই-গলাগলি, বুকে বুকে গাঢ় আলিঙ্গন। বালকের তরল, পিচ্ছিল স্বভাব বশতঃ ইহা সম্ভব হয়। ইহা সংসারে আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। বিরাগ, ক্রোধ সাময়িক দেখা দেয় বটে, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় না। পিচ্ছিল স্বভাব বশতঃ পিছলাইয়া যায়। ভগবান্ অসঙ্গ, উদাসীন ত বটেই, সে কারণ তিনিও বালক স্বভাব বিশিষ্ট। এ খেলার উদ্দেশ্য, আনন্দদান ও আনন্দ উপভোগ। মায়ার সাহচর্য্যে এই খেলা অভিব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। এ কারণ উপরে বলিয়াছি যে, মায়া স্বতঃ অশুভ জনয়িত্রী নহে। শাস্ত্রে মায়ার অনেক দোষকীর্ত্তন আছে বটে, কিন্তু সে সমুদায় দোষ আমরাই মায়াতে আরোপ করিয়া থাকি। আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকণার গর্ব্বে ইচ্ছা করিয়াই মায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি। তাহারও প্রতিকারের উপায়, যাঁহার মায়া সেই মায়ী ভগবানের শরণাগতি গ্রহণ। এই শরণাগতি গ্রহণ অতি সহজেই সম্পাদিত হইতে পারে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোক স্পষ্টই শিক্ষা দিতেছে যে, সযত্নলভ্য, একটি তুলসীপত্র বা এক গণ্ডুষ জল, ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলেই সব মিটিয়া যায়। মায়ার কুহক অন্তর্হিত হয়।

৩৮। সংশয়-প্রবণ-চিত্ত, কূটতর্ককুশল, ভগবদ্ বিশ্বাসী, শিক্ষিত কেহ কেহ সংশয় উত্থাপন করিতে পারেন যে, যদি ভগবান্ অপার করুণাময়, অসঙ্গ, উদাসীন, বালক স্বভাব বিশিষ্ট, তবে এরূপ বিনিময় ব্যাপারের প্রয়োজন কি? তুলসী পত্রও জলগণ্ডুষ প্রদানের আকাঙ্ক্ষাই বা তিনি করেম কেন? ইহা কি বণিক্ ব্যাপার নয়? ইহার উত্তর অতি সহজ ও নিশ্চিত। ইহা বণিক্‌ব্যাপার ত নয়ই। বাজারে প্রচলিত মূল্যতালিকানুযায়ী তুল্য মূল্যের বস্তুর বিনিময়ে বণিক্ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। এক কড়া কানাকড়ির বদলে সাম্রাজ্য দান বণিক্ ব্যাপার নয়। ছত্রপতি শিবাজী তাঁহার গুরু শ্রীশ্রী ৺রামদাস স্বামীর সন্তোষ সম্পদানের বা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার সমগ্র রাজ্যের দানপত্র স্বামীজির ভিক্ষার ঝুলিতে অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইহা কি বণিক্ ব্যাপার? অতি বিরোধী সমালোচকও তাহা বলিবেন না। সুতরাং ভগবানের সন্তোষ কামনায় বা তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় তুলসী বা জলগণ্ডুষ অপণ এবং তাহার ফলে পরম পুরুষার্থ লাভ বণিক্ ব্যাপার নহে। মানুষ ক্ষুদ্র। তাহার প্রদানও ক্ষুদ্র হইতে বাধ্য। ভগবান্, অন্যপক্ষে, অনন্ত ঐশ্বর্য্যবান্ ও অনন্ত জ্ঞানবান্। তাঁহার বিষয়ে-প্রদত্ত দ্রব্যের, তোমার আমার চক্ষে বাজার মূল্যানুসারে নহে।

তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তরের আসল ভাব লইয়া তিনি বিচার করেন। এবং সে বিচার প্রদান কর্ত্তার অনুকূল হইলে; তিনি যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াও আপনাকে ঋণী মনে করেন এবং সে ঋণ পরিশোধের জন্য আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। এমন কি, তাঁহার বিচারে যদি প্রদান কর্ত্তা উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে, তিনি, নিজেকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহভূত সমুদায় বিশ্বকে পবিত্র করিবার জন্য তাঁহার পদধূলি প্রাপ্তির আশায়, তাঁহার পাশ্চাদনুসরণ করিয়া থাকেন। ভাগবত ভগবানের মুখ দিয়াই বলাইতেছেন :—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ ১১।১৪।১৫

যে তিনি (ভগবান্), নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্ব্বৈর, সমদর্শন মুনিব্যক্তির অনুগমন-পূর্ব্বক, তাঁহাদের চরণরেণু স্পর্শে, নিজের ও তাঁহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডগণেরও শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ১১।১৪।১৫

৩৮। ইহা ত গেল ভাবরাজ্যের কথা। যুক্তি বিচারে আমরা কি পাই, দেখা যাউক্। মানব তাঁহার স্বাতন্ত্র্য কণার অযথা ব্যবহারে, শান্তি স্বরূপ আত্মস্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, বহির্ম্মুখীন গতিতে সংসারে পতিত হইয়াছে। সে যদি তাহার স্বাতন্ত্র্যের এই অপব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুতাপের সহিত আবার অন্তর্ম্মুখে ভগবানের অভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রয়াস করে, ভগবান্ তাঁহার অপার করুণাময় স্বভাববশতঃ, তাহাকে সে সুযোগ প্রদান করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না, বরং আগ্রহের সহিত তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন। ইহাতে (১) ভক্ত বৎসলতার পরিচয় দেওয়া হইল। (২) কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবানের অমোঘ নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইল। (৩) পুত্রগত প্রাণা স্নেহময়ী মাতার, বিপথে গমনকারী পুত্রের প্রতি ক্ষমার শাসন, দয়ার তাড়ন ও স্নেহের পীড়নের-নিদর্শন দেখান হইল। (৪) বিপথে গত খেলার সঙ্গীকে পুনরায় বিশ্বরঙ্গমঞ্চে খেলিবার অধিকার দেওয়া হইল। (৫) ভগবানের নিজের অসঙ্গ, উদাসীন, বালক স্বভাবের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করা হইল। (৬) অন্যান্য বিপথে গত খেলার নিয়ম ভঙ্গকারী শান্তিপ্রাপ্ত মানবদেহধারিগণকে, ফিরিয়া আসিয়া খেলায় যোগ দিবার আহ্বান জানান হইল। (৭) জগদ্-বিধারণের রীতি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকটিত করা হইল।

৩৯। এই মায়াকে অবলম্বন করিয়া, ভগবানের সৃষ্টি প্রয়াসকে লক্ষ্য করিয়া, উপরে উদ্ধৃত মহানারায়ণোপনিষদের অংশে "তস্মাদেব সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্ম

বিদ্যাশবলং ভবতি” বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রে (“সদেব সৌম্য, ইদমগ্র আসীৎ”) সচ্ছব্দ বাচ্য ব্রহ্ম—“বিদ্যাশবল” হইলেন—অন্য কথায়, সৃষ্টি সংকল্পের লেপ দ্বারা তিনি রঞ্জিত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সংকল্প বা বিদ্যা তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ কিছু নহে। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে, সংকল্প বা বিদ্যাজনিত কোনও লেপ বা রঞ্জন না থাকিলেও, তাঁহার নিরীহত্বের স্থলে কার্য্যশীলতার নিদর্শনে—আমাদের ভাষায় প্রকাশের জন্য, ঐরূপ বলিতে হয়। ইহারই অনুকরণে, আমি উপরে “ভগবানের সৃষ্টি প্রয়াস” বলিয়াছি। তাঁহার আবার প্রয়াস কি? শক্তিমানের কোনও বিশেষ শক্তির বিকাশ মাত্র। তাঁহার চেষ্টা বা প্রয়াস, তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছু নহে। তাহা হইলেও বোধ-সৌকর্য্যার্থ ঐরূপ ব্যবহার করিতে হয়।

১১) ভাগবত সাহায্যে বেদান্তালোচনার বিশেষ কারণ।

৪০। উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ভগবান্ করুণাসাগর, তিনি মানবদেহধারী জীবগণের অতি প্রিয়, অতি ঘনিষ্ঠ নিজ জন, এবং তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি লাভই মানবের পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি এবং ইহার জন্যই সৃষ্টির প্রসার। এই শ্রেয়োলাভ কি উপায়ে করা যায়? শাস্ত্র ইহার জন্য তিনটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—(১) কর্ম্ম, (২) জ্ঞান ও (৩) ভক্তি। ইহারা পৃথক্ পৃথক্, পরস্পর সম্বন্ধরহিত দৃঢ়বদ্ধ তিনটি প্রকোষ্ঠের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহারা পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে। কর্ম্মপন্থা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। উহা জৈমিনি প্রণীত কর্ম্ম মীমাংসা দর্শনে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্রে উহার আলোচনা হয় নাই। এ কারণে উহার সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর উপায়-উপেয় সম্বন্ধযুক্ত (গীতা ১৮।৫৪ ও ৫৫)।

৪১। ব্রহ্মসূত্র জ্ঞানমার্গে ও ভক্তিমার্গে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণ জ্ঞানমার্গের প্রাধান্য দিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞানমার্গের সাধনার প্রাক্‌কালীন অপরিহার্য্য অঙ্গ হইতেছে যে, সাধক বা উক্ত মার্গের আলোচক সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হওয়া চাই—অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষতা—তাঁহার থাকা প্রয়োজন। বর্ত্তমান যুগে উক্ত প্রকার অধিকারী অতি দুর্লভ। কিন্তু বেদান্ত ত্রিতাপদগ্ধ আমার ন্যায় সাধারণ মানবের অমৃত রসায়ণ। সাধারণ মানবের বোধগম্য করিবার জন্য ভাগবত ইহা ভক্তিমার্গে, ভক্তিরসে পরম রসিক, মহাকবির মাধুর্য্যময়ী সুললিত, অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন।

ইহা আভাসশীর্ষক প্রস্তাবনায় ৪ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। উহার পুনরুল্লেখ না করিয়া, পরিপূরক রূপে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি। উহা নিশ্চয়ই অবান্তর নহে।

৪২। ভগবান্ গীতায় ১২।৫ শ্লোকে জ্ঞানমার্গে, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ গীঃ ১২।৫

অব্যক্তে (নির্গুণ ব্রহ্মে) আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। কেননা, দেহাভিমানিগণ অব্যক্তে নিষ্ঠা দুঃখেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গীঃ ১২।৫

কারণ উক্ত উপাসকগণ মানবগণের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতির প্রতিকূলে যাইতে বাধ্য হন। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ মানবের স্বভাবসিদ্ধ। উক্ত উপাসকগণ ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, তাঁহারা দেহাভিমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করায় বিষয়ভোগ তৃষ্ণা থাকিয়াই যায় (গীঃ ২।৫৯)। এইজন্য ঐরূপ উপাসক ভগবৎ কথিত "মিথ্যাচারঃ" পর্য্যায়ে পড়ে (গীঃ ৩।৬)। অবশ্যই সকল উপাসক যে এরূপ, তাহা নহে। যাঁহারা নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই—ভগবান্ বলিতেছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাংপ্রপদ্যতে।" (গীঃ ৭।৩৯)

৪৩। অন্য পক্ষে ভক্তিসাধন সম্পর্কে ভাগবত বলিতেছেন :—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিকঃ এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ ১১।২।৪০
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজংস্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥
১১।২।৪২

যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির অন্নগ্রহণের সময়ে গ্রাসে গ্রাসে অন্ন ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানাশ হইতে থাকে, সেই প্রকার ভগবানের পাদ-পদ্ম-ভজনকারীর ভজনের সঙ্গে সঙ্গে, ভগবানে ভক্তি, ভগবান্ ভিন্ন অন্য বস্তু হইতে

বিরক্তি, ও ভগবৎ প্রবোধ, তিনই এককালে হইয়া থাকে, পৌর্ধাপর্য্য রূপে নহে। এবং তারপর সাক্ষাৎ শান্তিলাভ হইয়া থাকে। ১১।২।৪০-৪১।

ভগবানের পাদপদ্ম ভজনকারী, ভজনে এত আনন্দ পান যে, তাঁহারা আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না; মোক্ষফল পর্য্যন্তও তাঁহারা কৈতব বলিয়া মনে করেন। ভজনের দ্বারা কিছু লাভ, তাঁহারা বণিক্ বৃত্তি বলিয়া মনে করিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করেন। ভাগবত বলিতেছেন :—

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছান্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥ ১১।২০।৩৪

সাধু, ধীর, আমার একান্ত ভক্তগণ, কিছুই বাঞ্ছা করেন না। এমন কি আমি মোক্ষ ও অপুনর্ভব (জন্ম রাহিত্য) দিতে চাহিলেও, তাহা গ্রহণ করেন না। ১১।২০।৩৪

অতএব আমার ন্যায় অজ্ঞ, মূর্খ, সাধনহীন, ত্রিতাপদগ্ধ মানব দেহধারী জীবের সংসার তরণের উপায় কি? এ প্রকার প্রশ্ন কল্পনা করিয়া ভাগবত বলিতেছেন :—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিঃ-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০।১৪।৩

হে অজিত! আপনি দুর্জ্ঞেয় হইলেও, অজ্ঞ, সাধনহীন, মানবদেহধারী জীবের সংসার নিস্তারের ভাবনা নাই। যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানলাভে অত্যল্প প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানেই অবস্থিতি করতঃ সাধুজন কর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত ভবদীয় প্রসঙ্গ (যাহা সাধুজনের সন্নিধি মাত্রে আপনা হইতে শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়) কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা, যদিও অন্য কোনও কর্ম্ম না করুক, তথাচ ত্রিলোকী মধ্যে, অন্যান্য সকলের দ্বারা অজিত হইলেও, আপনি তাহাদের দ্বারা প্রায় জিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ আপনি অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও, তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। ১০।১৪।৩

বর্ত্তমান যুগে ভগবদ্ ভক্ত সাধুপুরুষগণের সন্নিধিলাভ ও তাঁহাদের প্রকটিত ভগবান্ সম্বন্ধে আলোচনা শ্রবণ, সাধারণ মানবগণের পক্ষে এক প্রকার

অসম্ভব। সে কারণ পরম সাধু হইতে ও শ্রেষ্ঠতম সাধূত্তম শ্রীমদ্ভাগবতের সন্নিধিলাভ করিলে সংসার হইতে উত্তরণের জন্য ভাবিতে হইবে না। এইজন্য ভাগবত সাহায্যে আমার ব্রহ্মসূত্রালোচনার প্রয়াস উদ্ভূত হইয়াছে। উক্ত আলোচনায় ভাগবত লইয়া অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ভাগবতের উপদেশ অনুসারে ইন্দ্রিয়নাশের বা কঠোর শরীর পীড়নের প্রয়োজন নাই। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা পরম তত্ত্বের আস্বাদন ইহাতে সুস্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে। উহা মানবের প্রকৃতির অনুকূলে বলিয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। ইন্দ্রিয়গণকে তুচ্ছ বিষয় হইতে অল্পে অল্পে ফিরাইয়া চরম ও পরম বিষয়ে নিয়োগ শনৈঃ শনৈঃ হৃদয়গ্রাহী উপায়ে করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কোন্ শ্রেয়ঃকামী ইহা পরিত্যাগ করিবে?

১২) সূত্রকার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন কেন?

৪৪। বর্ত্তমান আলোচ্য সূত্রে সূত্রকার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম নির্দ্দেশের প্রয়াস পান নাই। কারণ তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব নহে। নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপণী উপনিষদে "সচ্চিদানন্দময়ং পরং ব্রহ্ম তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি" মন্ত্রে পরব্রহ্মকে স্বরূপ লক্ষণে "সচ্চিদানন্দময়" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গোপাল-পূর্ব্বতাপণী উপনিষদের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ মন্ত্রে পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকে "সচ্চিদানন্দরূপায়" বলিয়া প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া স্বরূপলক্ষণে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রাংশগুলি ধীরভাবে অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, শ্রুতিতে ব্যবহৃত সৎ-চিৎ-আনন্দ বা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত, আমাদের ব্যবহারিক জগতের আপেক্ষিক সৎ, আপেক্ষিক চিৎ, আপেক্ষিক আনন্দ, বা আপেক্ষিক অনন্ত নহে। উহারা নিরপেক্ষ সৎ, নিরপেক্ষ চিৎ, নিরপেক্ষ আনন্দ, নিরপেক্ষ সত্য, নিরপেক্ষ জ্ঞান, নিরপেক্ষ অনন্ত। আমরা আপেক্ষিক জগতের অন্তর্ভুক্ত জীব। আমাদের অন্তঃকরণ চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহংকার, যাহা আমাদের চিন্তার, ধারণার ও সিদ্ধান্তের যন্ত্র-উহা আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ মনেরই পরিচায়ক। উহারাও আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত। বাগিন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটি। উহা হইতে আমাদের ভাষা অভিব্যক্ত। সুতরাং প্রত্যেক শব্দ, প্রতিপদ, প্রতিবাক্য-প্রতি বাক্যাংশ আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রুতিতে ব্যবহৃত সৎ-

চিৎ-আনন্দ বা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত শব্দ সকলও সে কারণ আপেক্ষিকতার প্রভাব-মুক্ত নহে। পরব্রহ্মের স্বরূপে আপেক্ষিকতার কোনও সংস্পর্শ থাকা সম্ভব নহে। অতএব আমাদের ভাষায় উক্ত শব্দ সকল ব্যবহারে পরব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে? তাহা হইলেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ অজ্ঞ শিষ্যকে দিতে হইলে, ভাষার ব্যবহার ভিন্ন উপায় নাই বলিয়া, ভাষা ছাড়িতে পারা যায় না। তবে এ এসম্পর্কে বলিয়া রাখি যে, সৎ-চিৎ-আনন্দ বা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত, ভাষায় উহারা পৃথক্ পৃথক্ শব্দে কথিত হইলেও, উহারা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব নহে। যদি পৃথক্ হয় তাহা হইলে, আপেক্ষিকতা স্বতঃই আপতিত হয়। দুটি বস্তু হইলে, একটির সহিত অপরটির আপেক্ষিক সম্বন্ধ আপনা আপনিই সংঘটিত হয়। একারণ সৎ-চিৎ-আনন্দ বা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত—উহারা একে তিন, তিনে এক। একই অদ্বৈত বস্তু নির্দ্দেশে তিনেরই সার্থকতা। আমাদের বিশ্লেষিকা বুদ্ধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এবং আমাদের বোধ সৌকর্য্য সাধনের জন্য তিন নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে মাত্র। শ্রুতির নির্দ্দেশ ত মানবদেহধারী জীবের জন্য। সুতরাং উক্ত জীবের ধারণার উপযোগী করিয়াই শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৪৫। বস্তু নির্দ্দেশের দুটি পন্থা আমাদের পরিচিত। একটি বিধিমুখে, অপরটি নিষেধমুখে। আলোচ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ ও তৈত্তিরীয় শ্রুতির ৩।১ মন্ত্র বিধিমুখে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই বিধি-মুখে নির্দ্দেশের অপর নাম তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ। এরূপ নির্দ্দেশে আপেক্ষিক জগতের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ খ্যাপন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, আপেক্ষিক জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বস্তু নহে। ইহা পরে বুঝা যাইবে। তবে আমাদের দৃষ্টিতে পৃথক্ প্রতীয়মান হয় বলিয়া, আমরা সাধারণ ব্যবহারে পৃথক্ বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

৪৬। নিষেধমুখে নির্দ্দেশের দৃষ্টান্ত আমরা বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণে অক্ষর তত্ত্ব নির্দ্দেশে দেখিতে পাই। উহাতে উক্ত তত্ত্ব, অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্, অতমঃ, অবাচী, অনাকাশম্, অসঙ্গম্, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুষ্কম্, অশ্রোত্রম্, অবাক, অমনঃ, অতেজস্কম্, অপ্রকাশম্, অসুখম্, অমাত্রম্, অরাহম্, অনন্তরম্, প্রভৃতি নিষেধাত্মক পদ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আপেক্ষিক জগতের আমাদের পরিচিত স্থূল, অণু, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতিকে প্রতিষেধ করা হইলেও, উহাদের সহিত সম্বন্ধ যে, সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, তাহা নয়। নিষেধমূলক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট। "নেতি নেতি"

শ্রুতিতে সমুদায় নিষেধ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ স্থাপন করা হয় বটে, সূত্রকারও "নেতি নেতি" শ্রুতির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণে "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি, ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" ৩।২।২২ সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, "নেতি নেতি" শ্রুতিতে প্রস্তাবিত কিছু প্রতিষিদ্ধ হইলেও অনেক কিছু অপ্রতিষিদ্ধ রহিল। সুতরাং সূত্রকারের অভিপ্রায় এই মনে হয় যে, শ্রুতি বলিতে চাহেন যে, ভাষার দ্বারা পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ সম্ভব নহে। অনেক কিছু অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া যাইতে বাধ্য।

৪৭। এই কারণে ভগবান্ সূত্রকার তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা সমীচীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইল, তিনি সগুণ ব্রহ্ম বটে। কিন্তু ব্রহ্মে, সগুণ-নির্গুণ বা সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ ভেদ নাই। তিনি সমকালে "অণোরণীয়ান্ ও মহতোমহীয়ান্" (শ্বেতাশ্বতর ৩।২০)। যে কালে "সমাত্র" সেই সমকালেই "অনন্তমাত্র" (মাণ্ডুক্য কারিকা), যে কালে সাকার সেই সমকালেই নিরাকার কারণ "পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারেণ স্বভাব-সিদ্ধৌ" (ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদ্)।

৪৮। ইহাতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি মানবের ভাষা দ্বারা কি বিধিমুখে, কি নিষেধমুখে, পরব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ সম্ভব না হয়, তবে তৈত্তিরীয় শ্রুতি, নৃসিংহ-পূর্ব্বতাপণী, গোপাল-পূর্ব্বতাপণী প্রভৃতিতে শ্রুতি ভাষা দ্বারা স্বরূপ-নির্দ্দেশ করিলেন কেন?

ইহার উত্তর এই যে, শ্রুতি মানবদেহধারী জীবের পরম কল্যাণ সাধিকা। জীব কল্যাণের জন্য পরমতত্ত্বের জ্ঞানলাভ অতি প্রয়োজনীয়। শ্রুতি উক্ত জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মানবকে শিক্ষা দিতে হইলে, মানবের ভাষা ব্যবহার না করিলে চলে না। সুতরাং ভাষার সতঃসিদ্ধ অক্ষমতা সত্ত্বেও, উহাকে অবলম্বন করিতেই হয়। শ্রুতি জানেন যে, সাধারণ মানবের পক্ষে একেবারে ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রুতি তো শুধু সাধারণ মানবের জন্য নহে। যাঁহারা সাধনার উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাঁহাদের পন্থানির্দ্দেশও শ্রুতির কর্ত্তব্য। যোগিগণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করেন বলিয়া শাস্ত্রের ঘোষণা। উক্ত যোগিগণ শ্রুতির উপদেশ অবলম্বন করিয়াই সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। একারণ তাঁহাদের উপদেশের জন্য স্বরূপ নির্দ্দেশ অসম্পূর্ণ হইলেও, দিগ্‌দর্শন স্বরূপ দেওয়া প্রয়োজনীয়, ইহাতে কি সন্দেহ আছে?

৪৯। "তটস্থ-লক্ষণ" দ্বারা ব্রহ্ম নির্দ্দেশে আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, উক্ত লক্ষণ দ্বারা যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইলেন,

তিনি পরমতত্ত্ব "সত্যং পরং" ভগবান হইতে পৃথক কিছু নহেন। ১।১।১।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোক হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, পরব্রহ্মকে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ বা যে কোনও নামে অভিহিত করা যাউক্ না কেন—তিনি এক, অদ্বিতীয়, সজাতীয়-বিজাতীর-স্বগত-ভেদ বর্জ্জিত পরমতত্ত্ব। সগুণ বলি বা নির্গুণ বলি, সাকার বলি বা নিরাকার বলি, সবিশেষ বলি বা নির্ব্বিশেষ বলি—তাহাতে কিছু আসে যায় না। ওরূপ বলা আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়া। বিশ্লেষণ-বুদ্ধির স্বভাবগত ধর্ম্ম। উহা ভগবানকেই বা বিশ্লেষণ করিতে নিরস্ত হইবে কেন? তাহা হইলে ত ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, স্বভাব পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা ত সম্ভব নয়। কিন্তু বুদ্ধি তাঁহাতে উহার যতকিছু শক্তি প্রয়োগ করুক না কেন, তিনি তাঁহার নিত্য, সত্য, অব্যয়, অচ্যুত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

৫০। পূর্ণিমার রাত্রে খণ্ড খণ্ড মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র দেখা যাইতেছে। ঊর্দ্ধ আকাশে বায়ু প্রবহমান হওয়ায় মেঘ সঞ্চরমান হইল। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত ক্ষুদ্র বালক আকাশে চাহিয়া বলিল, চাঁদ ছুটিয়া যাইতেছে। তাহাকে ভ্রম বুঝাইবার জন্য, একটি বৃক্ষ শাখার অন্তরালের ভিতর দিয়া, তাহার দৃষ্টি চন্দ্রের প্রতি নিবদ্ধ করাইলে, সে দেখিয়া বুঝিল, চাঁদ স্থির আছে, মেঘই ছুটিতেছে। ইহা "শাখা-চন্দ্র-ন্যায়" নামে বিদ্বৎ সমাজে পরিচিত। ইহা এক প্রকার তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা বস্তু নির্দ্দেশ। এ নির্দ্দেশে চাঁদের স্বরূপ পরিবর্তন হইল না, বরং মেঘের গতির সহিত চাঁদের সম্বন্ধ নাই, ইহা বুঝান গেল।

৫১। আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলে, অরুন্ধতী নামে একটি ক্ষুদ্র, অনুজ্জ্বল তারা, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ও নগ্নচক্ষে সহজে পরিদৃশ্যমান একটি বৃহত্তর বশিষ্ঠ নামে খ্যাত তারার সন্নিকটে বর্ত্তমান আছে। উক্ত ক্ষুদ্র অরুন্ধতী সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। উহাকে দৃষ্টিগোচর করাইতে হইলে, দর্শকের দৃষ্টি প্রথমে বশিষ্ঠের প্রতি আকর্ষণ করিয়া (যাহা অতি সহজ সাধ্য), ক্রমশঃ অল্পে অল্পে সরাইয়া অরুন্ধতী দেখান হয়। ইহা পণ্ডিত সমাজে "অরুন্ধতী ন্যায়" নামে পরিচিত। এ প্রকার অরুন্ধতী দর্শন তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা করান হইল, ইহা সুস্পষ্ট। ইহাতে কি অরুন্ধতীর স্বরূপের কোনও হানি হইল? তাহা হয় না।

৫২। সেইরূপ তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা সূত্রকার আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎ ও আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুজাতের সাহচর্য এবং আমাদের সুপরিচিত জীব-উদ্ভিদ ও অন্য বস্তুসকলের জন্ম-স্থিতি-নাশের নিদর্শনে তটস্থ-লক্ষণ দ্বারা যে বস্তুর

নির্দ্দেশ করিলেন, তিনিই চরম ও পরম সত্য স্বরূপ, একমাত্র বস্তু। ইহাকেই ভাগবতকার ১।১।২ শ্লোকে "বাস্তব বস্তু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এবং ইহা সকলের "বেদ্য" বলিয়া উপক্রম করিয়া তাহা প্রতিপাদনের জন্য মহাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। ইহার জন্যই আমার এই আলোচনায় বিড়ম্বনা, ইহা বলাই বাহুল্য।

৫৩। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সূত্রস্থ "অস্য" পদের চারিটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একটি "মনসাঽপি অচিন্ত্য রচনারূপস্য"। ইহার দ্বারা জগৎ-কারণ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বিশ্বসৃষ্টি—জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনের জন্য। অতএব জগৎ কারণ ব্রহ্ম, নিখিল কল্যাণ গুণের আকর, ভক্ত বৎসল, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অধিকারী ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত, সর্ব্বদাই জীবের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, তাহার সমুদায় কর্ম্মের, সমুদায় চিন্তার মূলে তিনি, আপনার অনন্ত ঐশ্বর্য্য আবরণ করিয়া স্বেচ্ছায় মানুষ সাজিয়া, মানুষের মধ্যে তাহাদেরই একজন হইয়া, পিতা-মাতা-গুরু-সখা-বন্ধু প্রভৃতিরূপে, কার্য্যে, আচরণে, উপদেশে ভ্রান্ত জীবকে নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন।

১৩) ব্রহ্ম—বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ।

৫৪। পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে সমুদায় কারক-ব্যাপার ব্রহ্মই। তিনি আপনি, অন্য নিরপেক্ষ হইয়া,—আপনা হইতে, আপনাকে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করিয়া, আপনি ভোক্তা—ভোগ্য, ক্ষেত্রজ্ঞ—ক্ষেত্র সাজিয়া, আপনি আপনাকে উপভোগ করিতেছেন। অতএব তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বটেন। প্রকৃতি ও কাল, দৃশ্যতঃ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহারা উভয়ে ব্রহ্মশক্তি বিধায়, তাঁহার আত্মারামত্বের হানি হয় না। ব্রহ্ম বা ভগবান্ যখন সমস্ত কারক-ব্যাপারাত্মক, তখন উপাদান ও নিমিত্ত কারণের পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থবৃদ্ধির প্রয়োজন কি? এ সংশয় সহজেই মনে হয়। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলি যে, সাংখ্য প্রকৃতিকেই স্বাধীন ভাবে "উপাদান" কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ভগবান্ সূত্রকারও পরে কয়েকটি সূত্রে এই সাংখ্য মত নিরাকরণ করিয়াছেন। বেদান্তমতে প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহে—উহা ভাগবতী শক্তি—ভগবান্ কর্তৃক পরিচালিতা হইয়া—বিশ্বসৃষ্টির

উপাদান অভিব্যক্ত করেন। এ কারণ উপোদ্‌ঘাত স্বরূপ এই বিশেষ আলোচনা করা হইতেছে। ভাগবত বলিতেছেন :—

প্রকৃতির্হ্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্মতৎত্রিয়ং ত্বহম্ ॥ ভাঃ ১১।২৪।১৯

এই প্রপঞ্চ জগতের দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান উপাদান রূপা প্রকৃতি, আধার রূপ পুরুষ এবং নিমিত্ত কারণ—কালরূপ অভিব্যঞ্জক—তিনিই ব্রহ্ম। আমি একাধারে সেই তিনই। ১১।২৪।১৯

৫৫। সৃষ্টি অভিব্যক্তির জন্য কাল যে অপরিহার্য এবং উহা সূর্য্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষ, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকের ৫২, ৫৩, ৫৪ পৃষ্ঠায় "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ···" মন্ত্রের আলোচনায়, বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। স্থূল দৃষ্টিতে দেশ ও কাল তূল্যরূপে প্রয়োজনীয়। উক্ত "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ······" মন্ত্র ও সমকালে দেশ ও কালের উৎপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতে দেশের উল্লেখ না থাকায়, শুধু কালের উল্লেখ থাকায়, মনে হয় যে, ভাগবতকারের মতে দেশ ও কাল পরস্পর বিভিন্ন বস্তু নহে। একই বস্তুর বা তত্ত্বের বিভিন্ন ভাবে দর্শন মাত্র। একটি বস্তুর অবস্থান স্থান ও অপরটি পারম্পর্শ নির্দ্দেশক। এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা পরে অন্য প্রকারে করা হইবে। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন্ দেশ ও কাল উভয়কে একযোগে গ্রহণ করিয়া তাঁহার "আপেক্ষিকবাদ্" প্রচার করিয়াছেন। এ সম্পর্কে "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে পঞ্চম পরিচ্ছেদে মনোযোগ আকর্ষণ করি।

৫৬। ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকটির তাৎপর্য্য বিশদ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য নিম্নে চিত্রাকারে দেখান হইল।
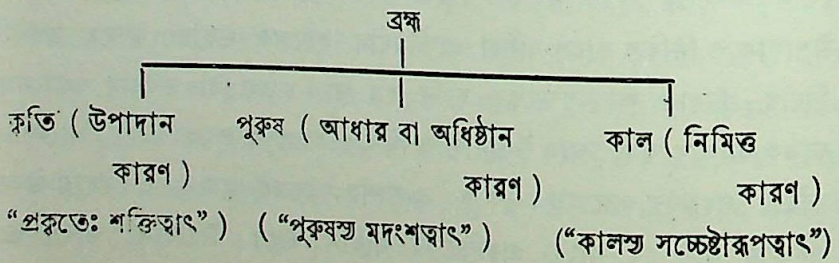
শ্রীধর স্বামিজীর ব্যাখ্যানুসারে প্রকৃতি—ব্রহ্মের শক্তি, পুরুষ—ব্রহ্মের অংশ ও —তাঁহার চেষ্টা রূপ বলিয়া— তিনই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন— তিনই ব্রহ্ম।

নামের বিভিন্নতা আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থ। আমার বুদ্ধির বিশ্লেষিকা শক্তির পরিচয় মাত্র।

শক্তির বিকাশে সৃষ্টি বুঝিলাম। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১।১০।২৪ শ্লোক হইতে বুঝিয়াছি যে, সৃষ্টি ভগবানের "আত্মলীলয়া"। ইহাকেই সূত্রকার "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" (সূত্র ২।১।৩৪) সূত্রে, শক্তি বিকাশের কারণানুসন্ধান হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হয় কেন, ইহাও অনুসন্ধান করিতে যাইলে "অনবস্থা" দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তিনি তো সকল কারণের কারণ। তাঁহার ইচ্ছা উদ্রেকের কারণ, তারপর সে কারণের কারণ, তাহারও কারণ ইত্যাদি জানিতে যাওয়া বাতুলতা নয় কি? অনুসন্ধান এক স্থানে শেষ করিতেই হইবে। এজন্য "আত্মলীলয়া" বলা ভিন্ন উপায় কি? যখন আনন্দ উপভোগের ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টি-সংকল্প-শক্তি মায়াকে বিকাশ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দৈনিক জীবনে চতুর্দিকে দেখা যায়।

৫৭। একজনের গান গাহিবার শক্তি আছে, কিন্তু, তাই বলিয়া কি তিনি দিবারাত্র গান করেন? যখন গান গাহিবার ইচ্ছার উদ্রেক হয়, তখনই তিনি তান-মান-লয়-রূপ-রাগিনী-মূর্চ্ছনাদির সহিত গান গাহিয়া আপনি আনন্দ উপভোগ করেন এবং নিকটস্থ সকলকে আনন্দ প্রদান করেন। পরে উক্ত শক্তি আপনাতে সংহৃত করিয়া গান হইতে বিরত হন। বিরত হইলেও উক্ত শক্তি তাঁহাতে অনভিব্যক্ত ভাবে থাকে। ভগবানেও তাই। যখন আত্মারামত্ব হইতে ব্যুত্থিত হইয়া, জীব জগৎ হইতে আনন্দের অনুভূতি পাইতে ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টির অভিনয় প্রকটিত করেন। আবার ইচ্ছা হইলে উহা আপনাতে সংহৃত করিয়া নিঃশক্তিকের ন্যায় অবস্থান করেন। তখনও সৃষ্টি অনভিব্যক্ত ভাবে তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে। এই সংহরণ ক্রিয়া প্রলয় নামে আমাদের নিকট পরিচিত। শক্তির অপলাপ কোনও কালে নাই—একবার অভিব্যক্তি, একবার অনভিব্যক্তি এইমাত্র।

ইহা আমাদের সুবিদিত যে, গায়ক তাঁহার নিজের বা শ্রোতৃবর্গের চিত্ত-বিনোদনের জন্য নিজ গীতিশক্তি উদ্বোধন করেন। ভগবানেরও নিজের স্বভাবসিদ্ধ মায়া শক্তি বিকাশে জগৎসৃষ্টি ও সেই প্রকার নিজের আনন্দ লাভের জন্য। ভাগবত ৬।৯।৩৯ গদ্যাংশে ইহা তাঁহার "দিব্যমায়া বিনোদ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই ভাগবতের ১।১০।২৪ শ্লোকে "আত্মলীলয়া" বলিয়া এবং সূত্রকার ২।১।৩৪ সূত্রে "লীলাকৈবল্যম্" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৪) সৃষ্টি শুধু "দিব্যমায়া বিনোদ" নহে—ইহার উদ্দেশ্য জীব ও জগতের কল্যাণ বিধান।

৫৮। এই "দিব্যমায়া বিনোদ" ছাড়া আরও একটি অতি মহদুদ্দেশ্য সৃষ্টি প্রসারের মূলে। ভাগবত-কথা শুনিতে শুনিতে মহারাজ পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ হইল যে, শ্রুতি ত সগুণ কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ। সগুণ শ্রুতি কি করিয়া নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারে? একারণ প্রশ্ন করিলেন।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।

কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ভাগঃ ১০৮৭।১

হে ব্রহ্মন্! প্রত্যক্ষরূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য, নির্গুণ, কার্য্য-কারণ দ্বারা অস্পৃষ্ট পরব্রহ্মের স্বরূপ-কিরূপে সগুণ শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়েন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম কি প্রকারে সগুণ শ্রুতিগোচর হইতে পারেন। ভাগঃ ১০।৮৭।১।

এই প্রশ্নটি অতি সাংঘাতিক প্রশ্ন। যদি শ্রুতিগণ গুণ বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া, নির্গুণ, অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতে না পারে, তাহা হইলে, ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তি ধূলিসাৎ হইল, শ্রুতির প্রমাণ ও ভাগবতের ব্যাখ্যা লোপাপত্তি পাইল। এই কারণে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় বিস্তৃতভাবে শব্দ-বৃত্তির আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উক্ত আলোচনায় প্রবেশ করিতে বিরত হইলাম। ভাগবত এক কথায়, ভগবান্ শুকদেব গোস্বামীর মুখ দিয়া যে উত্তর দিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন :—

………ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ১০।৮৭।১০

স্বামীজির টীকা :—ক্বচিদিতি—কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদি-সময়ে, অজয়া—মায়য়া চরতঃ—ক্রীড়তঃ, আত্মনা—নিত্যালুপ্ত ভগতয়া সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসেন আত্মনা চ, চরতো—বর্ত্তমানস্য তব, নিগমোঽনুচরেৎ—প্রতিপাদয়েৎ॥

সরলার্থ :—যখন সৃষ্টি সময়ে তুমি নিজ সত্য—জ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রস-স্বরূপ, সমগ্রভাবে অলুপ্ত রাখিয়াই, মায়ার সহিত ক্রীড়া কর, তখনই বেদ সকল তোমাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ১০।৮৭।১০

ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, সৃষ্টি সময়ে-নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ এবং সে

কারণ অনির্দ্দেশ্য পরব্রহ্ম, নিজের সৃষ্টি সংকল্পরূপা মায়া শক্তির উদ্বোধন করিয়া সৃষ্টি করেন, তখনই শ্রুতিগণ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়েন। শ্রুতিগণ সগুণ। পরব্রহ্ম আপনাকে সগুণরূপে প্রকটিত না করিলে সৃষ্টি সংসাধিত হইতে পারে না। মায়া ত ত্রি-গুণময়ী। তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে হইলে, ক্রীড়ককেও গুণাশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু গুণাশ্রয় করিলেও তাঁহার সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈক-রস-স্বরূপতা মায়াগুণে কিছুমাত্র রঞ্জিত হয় না। অথচ গুণাশ্রয় কারণ হেতু, তিনি সগুণ শ্রুতির নির্দ্দেশ্য হইয়া পড়িলেন। আপন ইচ্ছাতেই ইহা সংঘটিত করিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। অন্যপক্ষে ব্রহ্মে সগুণ-নির্গুণ ভেদ না থাকায়, গুণাশ্রয় হেতু সগুণ শ্রুতির নির্দ্দেশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নির্গুণ নির্ব্বিশেষ স্বরূপের পরিচয়ও যথাসম্ভব পাওয়া গেল। একারণ যিনি অন্য প্রমাণে "অপ্রমেয়" (ভাগঃ ১০।২৯।১৩), তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ মানিতেই হইবে।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, সৃষ্টি প্রসার শুধু তাঁহার আত্মলীলা বা দিব্যমায়া-বিনোদ মাত্র নহে। জীব ও জগতের নিকট আপনার স্বরূপ প্রকাশ ও তদ্দ্বারা উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করাইয়া সকলকে নিজ স্বরূপের আস্বাদন দান এবং তাঁহার পাদবিভূতি স্বরূপ মর্ত্ত্যধাম হইতে লইয়া নিত্যধামে নিত্য আনন্দ ও নিত্য সুখের উপভোগ বিধান। "সিদ্ধি" নামক চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার সাক্ষাৎ পাইব।

১৫) জগদ্দর্শন—প্রকৃত ও ভ্রান্ত।

৫৭। ভগবান্ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া, আপনিই আপনাকে বহুত্বে প্রকটিত করিলেন। ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থ ফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ
পরং যৎ ॥ ১১।৩।৩৮

সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি একমাত্র ব্রহ্ম, অনন্ত শক্তিমান্ হেতু, তিনিই সৃষ্টিতে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধানরূপে, তিনিই মহান্, সূত্র বা প্রাণতত্ত্বরূপে, তিনিই অহংকারাত্মক জীবরূপে, কথিত হইয়া থাকেন। তিনিই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয়, এবং বিষয় ভোগ জনিত, অতএব বিষয় হইতে প্রকাশিত সুখদুঃখাদি ফলরূপে প্রকটিত হয়েন। তিনিই কার্য্য, তিনিই কারণ এবং তিনিই তদুভয়ের অতীত। ভাগঃ ১১।৩।৩৮

উপসংহারে শ্রীধর স্বামিজী বলিতেছেন :—"নহি সর্ব্বরূপেন স্বতো-ভাসমানস্য ব্রহ্মনঃ স্বসিদ্ধৌ প্রমানাপেক্ষা ইতিভাবঃ।"—যিনি সৃষ্টিতে সর্ব্বরূপে প্রকাশমান, তিনি স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহার—সিদ্ধির জন্য কোনও প্রমাণের অপেক্ষা নাই। সূর্য্যকে প্রকাশ করিবার জন্য, প্রদীপ বা অন্য কোনও প্রকাশকের কি আবশ্যকতা আছে? তথাপি যিনি স্বেচ্ছায়—আপনাকে মায়ার আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, সে কারণ—অজ্ঞ মানবদেহধারিগণের নিকট তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য শ্রুতির প্রমাণ গৃহীত হইয়া থাকে। ইহা ঠিক যেন, বালক-বালিকাগণের চোখে কাপড় বাঁধিয়া "কানামাছি" খেলার মত। যদিও তিনি স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি প্রাগুক্ত কারণে প্রতি সূত্রের শিরোদেশে ভিত্তিস্বরূপ শ্রুতির প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬০। উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, মায়া ভগবানের সঙ্কল্পাত্মিকা-স্বকীয়া (গীঃ ৭।১৪) শক্তি। সে কারণ, ভগবান্ যেমন অনির্ব্বাচ্য, মায়াও সেইরূপ। ভগবান্ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্ মায়াও সেইরূপ সর্ব্বশক্তিময়ী। ভগবান্ যেমন অঘটন ঘটাইতে পটু, মায়াও সেইরূপ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। মায়া মিথ্যা কিছু নয়। সত্য স্বরূপ ভগবানের শক্তি বলিয়া, ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। তবে ভগবানের বিধানানুসারে, উচ্চতম স্তরের সাধকের বা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণকারীর (গীঃ ৭।১৪) নিকট, মায়ার প্রভাব বা গতি অবরুদ্ধ। সাধারণ স্তরের মানবের উপর, ভগবানেরই বিধানানুসারে মায়া ভগবৎপ্রদত্ত আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তি প্রসার করিয়া জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভগবানের শরণ-গ্রহনই মায়ার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের উপায়। (গীঃ ৭।১৪)।

৬১। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৩৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২।২৯ শ্লোক দুটি একত্রে পর্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জগতে সর্ব্বত্র, সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্ম বা ভগবদ্দর্শনই প্রকৃত দর্শন। অন্য প্রকার দর্শন, যথা মানুষ, গরু, অশ্ব, বৃক্ষলতা, পর্ব্বত, নদী, সরোবর, সাগর প্রভৃতি দর্শন, যাহারা সর্ব্বদা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ভ্রান্তদর্শন। এমন কি ইন্দ্রিয় দ্বারে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ উপভোগ, আমাদের আনন্দের কারণ এবং প্রতিদিনের পৃথগনুভূতির বিষয় হইলেও, উহাদের তত্তৎ প্রকারে দর্শন ও উপভোগ ভ্রান্তি বশতঃ হইয়া থাকে। ভাগবত বলিতেছেন :—

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণম্
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মণা॥ ৩।৩২।২৩

একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানই নির্গুণ ব্রহ্ম। উহাই বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয় দ্বারা ভ্রান্তি বশতঃ শব্দাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। ৩।৩২।২৩

এই ভ্রান্তিও ভগবানের সংকল্পবশতঃ জীবে বর্ত্তমান। শ্রীচণ্ডী বলিতেছেন :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।

এই দেবী—মহাশক্তি, মহামায়া। বলা বাহুল্য যে, শ্রীচণ্ডীই ইহাকে "বিষ্ণুমায়া" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ভগবামের ইচ্ছানুসারে তিনি মানবদেহধারী জীবগণের ভ্রান্তি বিধান করেন। কেন করেন প্রশ্ন হইলে, উত্তরে বলিতে হয়—ক্রীড়ায় আনন্দ বৃদ্ধির জন্য। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—বালক-বালিকাগণের "কানামাছি" খেলার উপরেই দেওয়া হইয়াছে। মানব দেহধারী জীব ত ভগবানের জগৎক্রীড়ার সঙ্গী। খেলার বৈচিত্র্য সম্পাদম, খেলার আনন্দের উৎকর্ষ সাধন ও অধিকতর আনন্দের উপভোগের জন্য মায়ার আবরণ ও তাহার দ্বারা স্বরূপদর্শন আবৃত করিয়া ভ্রান্ত দর্শন বিধান। এই ভ্রান্ত দর্শন সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য মায়ার বিক্ষেপিকা শক্তি সাহচর্যে একই অদ্বয় পরম বস্তু আপনাকে বহুভাবে অভিব্যক্ত করিয়া, বহুভাবে দর্শনের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, মায়ায় এই উভয় শক্তি, ভগবান্ কর্ত্তৃক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে, (ক) বহু হইবার সঙ্কল্প সাধন, (খ) বৈচিত্র্য বিহীন বহু হইলে, আনন্দানুভূতির বৈচিত্র থাকে না, এজন্য বৈচিত্র বিধান, (গ) মানবদেহধারী জীবগণকে এই বৈচিত্র্যময় আনন্দের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ পরম নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসরণে সাহায্য দান এবং (ঘ) পরিণতিতে নিত্যধামে নিজের অভয় পাদপদ্মে শাশ্বত আশ্রয় দান। ইহাই উপরে ৩২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।২ শ্লোকের অভিপ্রায়।

১৬) সৃষ্টি :—

৬২। সৃষ্টি সম্বন্ধে দু-এক কথা উপরে বলা হইয়াছে বটে, বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। বিশেষভাবে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে মুখবন্ধস্বরূপ কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। ভাগবত ১১।২৪।১৬ শ্লোকে বলিতেছেন :—

অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিদ্ধ্যতি।
সর্ব্বোহপ্যুভয় সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥ ১১।২৪।১৬

সূক্ষ্ম, বৃহৎ, কৃশ, স্থূল, প্রভৃতি যে যে পদার্থ জগতে আছে, প্রকৃতি ও পুরুষ সে সকলেতে সংযুক্ত। ১১।২৪।১৬

ইহার বস্তুগত নিদর্শন আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই। আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে প্রত্যেক জাগতিক বস্তুর পরমাণু একই প্রকার প্রোটন ও ইলেকট্রন সহযোগে গঠিত। কেন্দ্র স্থানীয় প্রোটনকে ঘিরিয়া, এক বা একাধিক ইলেকট্রনের নর্ত্তনে বিভিন্ন বস্তু অভিব্যক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রোটন পুরুষধর্ম্মী ও ইলেকট্রন প্রকৃতিধর্ম্মী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তড়িতের বিশ্লেষণে, যোগাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতের নিদর্শন পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, যোগাত্মক (+) তড়িৎ পুরুষ ধর্ম্মী ও ঋণাত্মক (–) তড়িৎ প্রকৃতি ধর্ম্মী। উভয়ে উভয়ের বিবর্দ্ধনের ও মিলনে সাম্যভাব প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে—যেমন স্ত্রী-পুরুষের সহযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমাদের শরীরে দক্ষিণাঙ্গ পুরুষ ও বামাঙ্গ প্রকৃতি ধর্ম্মী কথিত হইয়া থাকে। আমাদের দেহের মেরুদণ্ডের ভিতরে অবস্থিত সূক্ষ্ম নালিকার ভিতর দিয়া তিনটি নাড়ী—মূলাধার হইতে উর্দ্ধদিকে প্রসৃত। ইহাদের মধ্যে ইড়া—দক্ষিণদিকে ও পিঙ্গলা—বামদিকে। প্রথমটিকে পুরুষ স্থানীয় ও শেষেরটিকে প্রকৃতি স্থানীয়া বলা হইয়া থাকে।

শ্রুতির "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ......" মন্ত্রানুসারে সৃষ্টির প্রথম অভিব্যক্তি—সত্য ও ঋত স্থিতি ও গতি—উভয়ের মধ্যে পুরুষরূপী—সত্য বা স্থিতি—ভিত্তি ; এবং তাহার বক্ষে প্রকৃতিরূপী ঋতের খেলা—নিশ্চল সমুদ্রের বুকে—তরঙ্গের খেলার ন্যায়। শাস্ত্রে ইহাই মহাকাল-মহাকালী, রাম-সীতা, কৃষ্ণ-রাধা প্রভৃতি। (গায়ত্রী রহস্য পৃষ্ঠা ৫২ হইতে ৫৯)

প্রশ্নোপনিষদনুসারে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি তপস্যা করিয়া (অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বিকা আলোচনা করিয়া) মিথুন সৃষ্টি করিলেন—উহাদের নাম প্রাণ ও রয়ি—আদিত্য প্রাণ, চন্দ্রমা রয়ি। প্রথমটি পুরুষধর্ম্মী ও পরেরটি প্রকৃতিধর্ম্মী। প্রত্যক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, আমের আঁটি, কাঁঠাল, জাম, লিচু, তেঁতুল ও অন্যান্য নানা ফলের বীচিতে দুটি অংশ আছে। অঙ্কুরোৎপত্তির সময় উভয়ে অঙ্কুরকে রক্ষা করে। উহাদের মধ্যে এক অংশকে পুরুষ বলিলে, অপর অংশটিকে প্রকৃতি বলিতে হয়।

৬৩। এরূপ অনেক নিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে, প্রয়োজন নাই। উপরের দৃষ্টান্ত কয়টি হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সৃষ্টিতে প্রত্যেক বস্তুতে প্রকৃতি ও পুরুষ অভিন্নভাবে জড়িত। ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত আপনিই হইয়া পড়ে যে,

মূলা প্রকৃতি জড়া, অচেতন, নহে। তাঁহার সহিত চৈতন্যরূপী পুরুষ অভিন্নভাবে জড়িত। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।" গীঃ ১৫।১৬

এই সংসারে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ বর্ত্তমান। গীঃ ১৫।১৬

পুরুষ পদের সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে, যিনি পুরে শয়ন বা অধিষ্ঠান করেন। পুর যে প্রকৃতি নির্ম্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ গীতায় ৮।৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, অধিভূতই "ক্ষর" ভাব, একারণ ভূতের সহিতই ক্ষরভাব সংজড়িত। ভূত প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন, অতএব ক্ষরভাব প্রকৃতিরই। উহা ভাব পদার্থ বলিয়া পুরুষরূপী পরম-ভাব পদার্থের শক্তি উহাতে অনুস্যূত আছে। এই ক্ষরভাব—প্রকৃতিগত হইলেও, ইহাকে পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিবার কারণ মনে হয় যে, পুরুষই ইহাকে 'ভাব'রূপে বর্ত্তমান রাখিবার কারণ। আরও অভাবাত্মক "অ" ক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়া 'অক্ষর' পদ রচনা করিলেও 'অক্ষর' একেবারে—ক্ষরের সহিত সম্বন্ধ রহিত নহে। নিষেধমূলক সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান।

৬। সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ৩।৫।২৩
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনে ঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ ৩।৫।২৪
সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥ ৩।৫।২৫
কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমত্ত বীর্য্যবান্॥ ৩।৫।২৬

জীবগণের আত্মা স্বরূপ, সকলের স্বামী সেই ভগবান্, যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া আপনাতে লীন হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎ স্বরূপে ছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা দৃশ্য কিছুই ছিল না। ৩।৫।২৩

সে সময়ে একমাত্র তিনিই প্রকাশ পাইয়াছিলেন। স্বয়ং দ্রষ্টা হইলেও দৃশ্যের অভাবহেতু, তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ না হওয়ায়, আপনাকে অভাবগ্রস্তের ন্যায়

অর্থাৎ যেন খালি খালি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার চিৎশক্তি দেদীপ্যমান ছিল। ৩৫।২৪

দ্রষ্টৃস্বরূপ পরম পুরুষের দ্রষ্টৃ—দৃশ্যানুসন্ধানরূপা-শক্তি—কার্য্য ও কারণ উভয় স্বরূপা—ইহার নাম মায়া। ভগবান্ এই মায়ার সাহচর্য্যে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব নির্ম্মাণ করেন। ৩৫।২৫

বীর্যবান্ (চিদ্ঘন) অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত) ভগবান্, নিজ চেষ্টারূপ কালশক্তি-উদ্বোধনে গুণক্ষোভযুক্ত মায়াতে, আপনার আত্মভূত পুরুষের দ্বারা বীর্য্য আধান করিলেন, অর্থাৎ চিদাভাস অর্পণ করিলেন। ৩৫।২৬

মায়া কারণ—কার্য্যরূপা ভাগবতী শক্তি। চৈতন্যময়ের শক্তি বলিয়া তিনি জড়া নহেন। চৈতন্য তাহাতে অনুস্যূত। শক্তিমান ভগবানের ন্যায় তিনি দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। এজন্য "মহৎ" এবং শক্তি—শক্তিমান হইতে অভেদ বলিয়া, ভগবান্ যেমন ব্রহ্মনামে কথিত হন, সেইরূপ তিনিও 'ব্রহ্ম'। এই কারণে গীতায় ১৪।৩ শ্লোকে তাঁহাকে "মহদ্‌ব্রহ্ম" আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তিনি মূলা প্রকৃতি—সমষ্টি স্ত্রীতত্ত্ব স্বরূপা। স্ত্রীলোকেই গর্ভধারণ করেন বটে, কিন্তু সব সময় করেন না। বিশেষ সময়ে গর্ভধারণের যোগ্যা হইয়া থাকেন, ইহা সকলেই জানেন। মূলা প্রকৃতি ও ভগবানের কালশক্তি দ্বারা সংক্ষোভিত হইলেই গর্ভধারণের অবস্থা প্রাপ্ত হন। ভাগবত বলিতেছেন যে, ভগবান্ "আত্মভূতেন পুরুষেণ" গর্ভাধান করিলেন। নিজে করিলেন না। শ্রীধরস্বামী "আত্মভূতেন" পদের অর্থ করিলেন, "প্রকৃত্যধিষ্ঠাত্রী রূপেণ"—প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে। ভগবান্ ও তাঁহার আত্মভূত পুরুষ অভিন্ন—ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে ভগবান্ নিজে করিলেন না কেন ? ইহার উত্তর মনে হয় যে, ভাগবতকার বলিতে চাহেন যে, ভগবান্ গীতার ১৫ অধ্যায় অনুসারে পুরুষোত্তম। সকলের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ। সর্ব্বকর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা। গীতার ১৪।৩ শ্লোকে এই অতি সূক্ষ্ম বিভেদটুকু রাখেন নাই, তাই স্পষ্ট বলিলেন, "তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্"। গীতার শ্লোক নীচে উদ্ধৃত হইল।

মম যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ গী ১৪।৩

সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় ! মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ গী ১৪।৪

[এই শ্লোক দুটি রহস্য অর্থে পরিপূর্ণ। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চাবিকাঠি

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "উপনিষদ্ রহস্য বা গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা" নামক পুস্তক হইতে পাইয়াছি। একারণ তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি] উদ্ধৃত ১৪।৩ শ্লোকে "অহং" মূল "অহং"—গীতার পুরুষোত্তম, মহানারায়ণোপনিষদের—আদি-নারায়ণ, ভাগবতের—শ্রীকৃষ্ণ, তাপনীশ্রুতির—সচ্চিদানন্দ-ভগবান।

৬৫। মহদ্‌ব্রহ্ম সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৫।২৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। এখানে তাহারই কিছু বিস্তার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। মহদ্‌ব্রহ্ম—মহৎ ও ব্রহ্ম এই উভয় শব্দের মিলনে উৎপন্ন। বলা বাহুল্য যে, এ মহৎ—প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত মহত্তত্ত্ব নহে। ইহা মূলা প্রকৃতি। ইহার সহিত অক্ষর বা ব্রহ্ম অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া ক্ষরকে ভাব পদার্থরূপে ধারণ করিয়া থাকেন, ইহা আগে বলা হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষোত্তম ভগবান্ সমুদায় আপনাতে তাদাত্ম্যভাবে লীন করিয়া, নিরীহ, নিষ্ক্রিয়-ভাবে অবস্থান করেন ; ইহাকেই যোগনিদ্রায় অবস্থিতি বলা হয়। তখন ক্ষর—অক্ষর—অন্য কথায় মহৎ ও ব্রহ্ম (গীতা ৮।৪), উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া তাদাত্ম্যভাবে পুরুষোত্তম ভগবানে লীন থাকেন। তারপর যোগনিদ্রা ভঙ্গে, উন্মেষে (মহানারায়ণ উপনিষদ উদ্ধৃত অংশ), একাত্মভাবে মিলিত, মহৎ ও ব্রহ্ম উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাতন্ত্র্য অনুভব করিতে উপযোগী হন, কিন্তু তখনও অভিন্নভাবে মিলনের ব্যতিক্রম নাই। মহৎ ব্রহ্মে উদ্‌বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া তাদাত্ম্যভাবে পুরুষোত্তমে অবস্থানের নাম "ভাববর্জ্জিত ভাবোরূপে" অবস্থান। (শান্তিগীতা ৮।৩৫)। ইহা বিস্তারিতভাবে মদালোচিত শান্তিগীতা গ্রন্থে করা হইয়াছে। এই ভাববর্জ্জিত ভাবরূপে—অবস্থানের দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই, (ক) যোগাত্মক-ঋণাত্মক তড়িতের মিলনে সাম্যভাব প্রাপ্তিতে, (খ) সমুদ্রের পৃষ্ঠে তালপ্রমাণ উচ্চ তরঙ্গের সহিত উহার উক্ত প্রমাণ নিম্নতার মিলনে সাম্যভাব প্রাপ্তিতে, (গ) ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ক্ষর—ক্ষরাতীত পরমপুরুষের অধিষ্ঠানে স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বর্ত্তমানতায়, (ঘ) সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থায় অব্যাকৃত প্রকৃতির পরিচয়ে, (ঙ) শক্তিমানে শক্তির তাদাত্ম্যভাবে অবস্থিতিতে।

৬৬। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মহৎ ও ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য, ১৪।৩ শ্লোকে "মহদ ব্রহ্ম" বলিয়াই পরবর্ত্তী ১৪।৪ শ্লোকে গীতা "ব্রহ্ম মহৎ" বলিয়াছেন। আরও গীতা বুঝাইতেছেন যে, উভয়ের মধ্যে লিঙ্গ ভেদও নাই। কারণ গর্ভ ত স্ত্রীলোকেই ধারণ করে, কিন্তু

১৪।৩ শ্লোকে ভগবান্ "তস্যাং" না বলিয়া "তস্মিন্" ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ভগবান্ বুঝাইলেন যে, পরমতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নাই। সে কারণ পরমতত্ত্বের শক্তিরূপিণী মায়ারও লিঙ্গভেদ নাই। এই একই কারণে গীতায় ১৫।১৬ শ্লোকে "ক্ষর পুরুষ" ও "অক্ষর পুরুষ" ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবানকে পুরুষোত্তম নামে পুংলিঙ্গ রূপে (ব্যাকরণানুসারে) ব্যবহার করার জন্য, তাঁহার আত্মভূত অংশ ক্ষর ও অক্ষরকে যথাক্রমে ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এই পুরুষোত্তমই "সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বাধিপতিঃ"—সকলের নিয়ন্তা ও প্রভু।

৬৭। "গর্ভং দধামি"—চিদাভাস অর্পণ করি। পুরুষোত্তম ত চিতের শাশ্বত ভাণ্ডার। সেই ভাণ্ডার হইতে চিদংশ মহৎব্রহ্মে নিক্ষেপ করিলেন। ভগবানের এই বর্ণনা, প্রপঞ্চ জগতে মাতার যোনিতে পিতার বীর্য্য নিক্ষেপের দৃষ্টান্তে করিয়াছেন। এরূপ ব্যবহারের কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে :—(ক) সর্ব্বসাধারণের বোধ সৌকর্য্য বিধান, (খ) অজ্ঞ বহির্ম্মুখ মানবদেহধারী জীবকে অন্তর্ম্মুখীন করিবার অভিপ্রায়ে, (গ) শাস্ত্র বিধি না মানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অসংযতভাবে যৌন সংসর্গের সঙ্কোচ সাধন। এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পরে করা যাইবে।

১৭) গর্ভ পদের অন্তর্নিহিত রহস্য :—

৬৮। গীতার ১৪।৩ শ্লোকে ব্যবহৃত "গর্ভ" পদের ভিতর অতি গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। উপরে কথিত শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহারই পদানুসরণে আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি। "গর্ভ" শব্দে তিনটি অক্ষর আছে গ, র, ভ। এই তিনটি অক্ষর "ভর্গ" শব্দেও আছে—বিপরীতক্রমে সাজান—ভ, র, গ। মৎ প্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকের ১৫৩ পৃঃ 'ভর্গ' সম্বন্ধে আলোচনায় যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে 'ভর্গ' শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকটি এই :—

ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
গ ইত্যাগচ্ছত্যজস্রং ভ-র-গা-ৎ ভর্গ উচ্যতে॥

'ভর্গ' শব্দের ভ অক্ষর পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চকে উদ্‌ভাসন করণ হেতু, 'র' অক্ষর বিশ্বের ভূতজাতকে রঞ্জন বা আনন্দ দান হেতু এবং 'গ' ইহলোক-পরলোকে অজস্র গতাগতি সংগঠনের হেতু বলিয়া এই তিন অক্ষরাত্মক 'ভর্গ'-শব্দ—স্বয়ম্প্রকাশ পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে।

'গর্ভ' শব্দেও উক্ত তিনটি অক্ষর। ইহার আদিতে 'গ' অক্ষর—উহার অর্থ

গচ্ছতি অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ করে—চিদাভাস মহৎ ব্রহ্মে সাক্ষাৎভাবে সম্পৃক্ত হয়। "র" অক্ষর মধ্যে আছে—উহার অর্থ মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে রঞ্জিত করে—জগজ্জননীরূপে মহামহীয়সী মূর্ত্তিতে প্রকৃতিকে লাবণ্যবতী ও পরমপূজ্যা করিয়া প্রকাশ করে—এক কথায় মায়া—মহামায়ারূপে দেব-নর সকলের পরম পূজনীয়া বরেণ্যা রূপে প্রকাশিতা হন।

শেষ অক্ষর "ভ"—উহার অর্থ উদ্‌ভাসন—রঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ, অচিন্ত্যরচনারূপ বিশ্বরূপে উদ্‌ভাসিত হন, অর্থাৎ পুরুষোত্তমের চিদাভাস, তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন হওয়ায়, নিত্য—সত্য—অব্যয়—শাশ্বত। বিশ্ব সৃষ্টিতে ইহার কোনও প্রকার স্বরূপচ্যুতি হয় না। প্রকৃতিতে অনুস্যূত হইয়া, প্রপঞ্চ জগৎ, সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক বৈচিত্র্যের সহিত উদ্‌ভাসিত করিয়া, নিজের অব্যয় স্বরূপে "ভর্গ" রূপে, প্রতি বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীভূত সবিতাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তৎ কিরণ পথে স্থাবর—জঙ্গমাত্মক অভিব্যক্ত সকলের সঞ্জীবন, পোষণ, সংবর্দ্ধন, ধারণ, পরিণতি প্রভৃতি সংসাধন করেন। ইনিই গায়ত্রী মন্ত্রোক্ত পরমাত্মরূপী "ভর্গ"। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্যে—সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণরূপে অবস্থান করিয়া, আমাদের—জগৎকে সমষ্টিভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিতেছেন এবং ব্যষ্টিভাবে আমাদের—প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণা প্রদান করিয়া জগদ্ ব্যাপারে নিয়োজিত করিতেছেন।

উপরের সংক্ষেপ আলোচনা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, অন্তর্মুখে যাহা "ভর্গ" বহির্মুখে তাহাই সৃষ্ট জগৎ। ফলে ভর্গ বা ("জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ") ভর্গেরই (বিষয়ের) উপভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার আত্মারামত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকেও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। বর্ত্তমান আলোচনায় ৬১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩২।২৩ শ্লোক কবি সুললিত ভাষায়—এই একই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্বতঃই সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে যে, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম—দর্শনই প্রকৃত দর্শন। ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কিছু দর্শনই ভ্রম—দর্শন।

৬৯। নিজে অবিকৃত থাকিয়া কার্য্য সাধনের দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ জগতেও দেখিতে পাই। আমরা জানি যে, স্বর্ণ কোনও কোনও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অপরিহার্য্য উপাদান। অন্যান্য উপাদানের সহিত বিশুদ্ধ স্বর্ণও পাকে চড়াইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে। ঔষধ প্রস্তুত হইয়া গেলে, দেখা যায় যে, স্বর্ণ অবিকৃতভাবেই আছে—অথচ ঔষধে প্রয়োজনীয় গুণ প্রদান করিয়াছে। উদ্ধৃত ১৪।৩ শ্লোকের রহস্যার্থ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইল।

উক্ত শ্লোকের বাংলা সাধারণ সরল অর্থ হইতেছে :—ভগবান্ বলিলেন, হে অর্জ্জুন ! আমার গর্ভাধান স্থান মহদ্ব্রহ্ম। সৃষ্টির আদিতে আমি উহাতে চিদাভাস অর্পণ করি, তাহা হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

গীঃ ১৪।৩

১৮) শুধু সৃষ্টিকালে নহে, স্থিতিকালেও ভগবান্ "বীজপ্রদ পিতা"।

৭০। গীতায়, ১৪।৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন যে, সৃষ্টিকালেই যে কেবল আমা কর্তৃক অধিষ্ঠিত প্রকৃতি-পুরুষ দ্বারা ভূত সকলের উদ্ভব হয়, এরূপ নহে। সৃষ্টির পরে, স্থিতিকালেও সকল যোনিতে অহরহঃ যে সকল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তি সকলের উদ্ভব হইতেছে, তাহাদের মাতৃস্থানীয়া মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতি এবং আমিই সকলের বীজপ্রদ পিতা। প্রকৃতি যে সকলের মাতৃস্থানীয়া, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। প্রত্যেকের দেহের অণু-পরমাণু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতির উপাদানে গঠিত—এ কারণ প্রকৃতিকে মাতৃস্থানীয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু "অহংবীজপ্রদঃ পিতা"—ইহার মধ্যে গূঢ়রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পিতা-মাতার যৌন সম্মিলনে সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রতি যৌন সম্মিলনে সন্তানোৎপত্তি হয় না। শুক্রশোনিতে সম্মিলন যদি সন্তানোৎপত্তির একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে, প্রতি সঙ্গমে সন্তানোৎপত্তি না হইবার কোনও কারণ থাকা সম্ভব হইত না। কিন্তু তাহা না হওয়ার অন্য কারণ আছে, স্বীকার করিতে হয়।

ভগবান্ ১৪।৪ শ্লোকে সেই কারণ নির্দ্দেশে বলিলেন যে, তিনিই বীজপ্রদ পিতা—অর্থাৎ প্রকৃতির গর্ভে—ভগবৎ প্রদত্ত চিদাভাসের কণা, যখন পিতার বীর্য্যের সহিত সম্পৃক্ত হইয়া, মাতার গর্ভকোষে প্রবেশ করে, তখনই সন্তানের জন্ম হয়। এই সম্পৃক্ত হওয়া ভগবানের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। ভগবানের এই ইচ্ছা উদ্বোধনের জন্য শাস্ত্র বিধিমত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা শাস্ত্রেই বিধিবদ্ধ আছে। তাহা না মানিয়া প্রবৃত্তিমত অসংযত সঙ্গমে ধাতুক্ষয়—আত্মঘাতী হওয়ার নামান্তর মাত্র। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপরে বলিয়াছি যে, যৌন সম্মিলনের দৃষ্টান্তে ভগবানের বর্ণনার একটি উদ্দেশ্য—"অসংযতভাবে যৌন মিলনের সংকোচ সাধনের জন্য"।

৭১। জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত, বলিতেছেন :—

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥ ভাঃ ২।৫।১৭

সেই ভগবানই স্রষ্টা, সর্ব্বসাক্ষী, ঈশ্বর, সর্ব্বকালব্যাপী ও সকলের অন্তর্যামী।

তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সমুদায়ও তাঁহার সৃষ্ট। আমি মাত্র তাঁহার কটাক্ষে প্রেরিত হইয়া, তাঁহারই সৃজ্য সকল সৃষ্টি করিয়া থাকি। ভাঃ ২।৫।১৭।

অতএব বুঝিতে পারিলাম যে, পরকর্ত্তা ব্রহ্মা বা অপরকর্ত্তা পিত্রাদি প্রকৃত পক্ষে কর্ত্তা নহেন। আসল কর্ত্তা পুরুষোত্তম ভগবান্। তিনি তত্ত্বতঃ অকর্ত্তা হইয়াও সমুদায়ের কর্ত্তা। এ সম্পর্কে ৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।৯।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৭২। মায়ার সহিত ভগবানের খেলার বা দিব্য মায়া বিনোদের কথা বলা হইয়াছে। তিনি ত আত্মারাম, আত্মানন্দে বিভোর। তাঁহার মায়ার সাহত খেলার প্রয়োজন কি? ভাগবত বলিতেছেন :—

স্বসুখমুপগতে ক্বচিদ বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্‌ভব প্রবাহঃ॥
ভাঃ ১।৯।২৯

স্বামিজী বলিতেছেন :—স্বসুখং স্বরূপভূতং পরমানন্দং উপগতে প্রাপ্তবত্যেব। ক্বচিৎ—কদাচিৎ, বিহর্ত্তুং—ক্রীড়িতুম্, প্রকৃতিং উপেয়ুষি—স্বীকৃতবতি, ন তু স্বরূপ-তিরোধানেন জীববৎ পারতন্ত্র্যমিতি॥

যিনি সর্ব্বদাই নিজ স্বরূপ পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত আছেন, কদাচিৎ বিহার বাসনায় প্রকৃতি স্বীকার করেন, তখনই সৃষ্টি-প্রবাহ উদ্ভূত হয়। তাহাতে তাঁহার স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না। ১।৯।২৯।

রাজা তাঁহার নিজের রাজধানীতে, নিজের আরামপ্রদ রাজপ্রাসাদে সর্ব্বদাই অত্যুত্তম রাজভোগে অশেষ সুখ উপভোগ করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের জন্য, শীকার, জলবিহার, দেশভ্রমণ, রাজ্য পরিদর্শন প্রভৃতি করিবার জন্য, প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, প্রাসাদলভ্য বৈচিত্র্যহীনতা পরিহার করিয়া থাকেন। সেই দৃষ্টান্ত আমরা ভগবানেও আরোপ করিয়া থাকি। সূত্রকার তাহাই করিয়া "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্" সূত্র ২।১।৩৪ প্রণয়ন করিয়াছেন।

৭৩। উপরের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ প্রকৃতিতে "চিদাভাস" অর্পণ করিলেন। তিনি ত চিদ্‌ঘণ—চিৎ অর্পণ করিলেন, না বলিয়া চিদাভাস অর্পণ করিলেন বলা হইল কেন? বিশেষতঃ ভাগবতের-৬৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ৩।৫।২৬ শ্লোকে "বীর্য্যমাধত্ত" ও গীতায়-১৪।৩ শ্লোকে "গর্ভং দধামি" বলা হইয়াছে—কোথাও চিদাভাসের উল্লেখ নাই। অথচ শ্রীধরস্বামী অর্থ

করিয়াছেন চিদাভাস। ইহার কারণ অনুসন্ধানে আমরা মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৯ মন্ত্রে ব্রহ্ম নির্দ্দেশে "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" বলিয়া তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত শ্রুতির ২।২।১০ মন্ত্রে বলিয়াছেন যে —

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ মুণ্ড ২।২।১০

সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি যে সকল পদার্থকে আমরা জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া জানি, তাহারা ব্রহ্মকে প্রকাশিত করে না। অন্যপক্ষে সেই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে প্রসৃত জ্যোতিঃ এই বিশ্ব প্রকাশিত করে। মুণ্ড ২।২।১০।

গীতায় ১৫।১২ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন যে, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নিতে যে তেজের সহিত জগৎ পরিচিত, সে তেজঃ তাহাদের নিজের নয়। আমার ভগবানের তেজেই তাহারা তেজস্মান্। ইহা ত গেল সমষ্টি ভাবের কথা। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে আমিই (ভগবানই) বৈশ্বানর রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাহাদের প্রাণ-অপান বায়ুর পরিচালন ও তাহাদের চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—চতুর্ব্বিধ আহার পরিপাক করিয়া, তাহাদের দেহ ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি। গীঃ ১৫।১৪।

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, সমুদায় জ্যোতির মূলে 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' রূপে ভগবান্। জ্যোতির স্বভাব এই, উহা সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। আমাদের ঘরে সাক্ষাৎ ভাবে সূর্য্যকিরণ (রৌদ্ররূপে) প্রবেশ করিতে না পারিলেও, সূর্য্যের বিকীর্ণ কিরণ—"আভাস" রূপে গৃহের অভ্যন্তর আলোকিত করে। সেই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' হইতে সর্ব্বদিকে প্রসৃত জ্যোতিঃ প্রবাহ "আভাস" রূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত হইয়া সকলকে উদ্‌ভাসিত, ক্রিয়াশীল, ব্যাপারবান্ করিয়া থাকে। প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই। 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ'—চিদ্‌ঘন বলিয়া, তাঁহা হইতে প্রসৃত জ্যোতিঃ ই চিদাভাস বলিয়া বর্ণনা করা সঙ্গতই হইয়াছে।

৭৪। চিদ্‌ঘন "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে প্রসৃত জ্যোতিঃ যে চিন্ময় হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। এই জ্যোতিঃ ব্যাপকভাবে সর্ব্বদিকে প্রসৃত হইয়া সমুদায় চিন্ময় জ্যোতিঃতে আলোকিত করে। আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, মহদ্‌ব্রহ্ম বা প্রকৃতি—দেশ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, একারণ

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। প্রকৃতপক্ষে দেশকাল ত প্রকৃতি হইতে জাত। একারণ উহা প্রকৃতির ব্যাপকত্বের অন্তরায় সৃজন করিতে পারে না বলিয়া প্রকৃতির উপাদান বিশ্বের সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। সুতরাং উক্ত জ্যোতিঃ বা তাহার আভাস অন্যকথায় ভর্গ, অনন্ত দেশে, অনন্তকাল ব্যাপিয়া, কার্য্যশীল হইবার পক্ষে কোনও বাধা হইতে পারে না। প্রত্যক্ষতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, জ্যোতিঃর গতি স্বভাবতঃ কেন্দ্রস্থানীয় জ্যোতিষ্মান্ প্রদীপাদি হইতে বহির্ম্মুখে আলোকের গতির বেগে (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে) অগ্রসর হইয়া থাকে। ইহা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' হইতে জ্যোতিঃ প্রবাহ বা ভর্গ উক্ত বেগে সর্ব্বদিকে প্রসৃত হইয়া থাকে।

৭৫। আমরা আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, নদীগর্ভে জলপ্রবাহ অগ্রসর হইতে, হইতে, আপনি আপনাতে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া থাকে। এ আবর্ত্ত সৃষ্টিতে উক্ত প্রবাহের গতির কোনও অংশ ব্যয়িত হয় না। সেইরূপ 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ,' হইতে প্রসৃত জ্যোতিঃ বা ভর্গ প্রবাহ অনন্ত দেশে, অনন্ত কাল ধরিয়া আবর্ত্ত স্থানীয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড উক্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগণের একটি—উহা ভর্গ প্রবাহের একটি আবর্ত্ত। জলাবর্ত্তে যেমন মুখ্য আবর্ত্তের সঙ্গে অসংখ্য বুদ্‌বুদ্‌ও আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ আমাদের ব্রহ্মাণ্ডেও মুখ্যাংশ সবিতৃ দেবের সহিত, গ্রহ, উপগ্রহ, ছোট বড় উল্কা প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহাদের সকলের স্বাভাবিক গতি অগ্রসরণে। কিন্তু ভগবানের জগৎ বিধারিণী-শক্তি কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্যের সহিত উহাদের সকলের এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি বিধান করিয়া, উহাদের অগ্রগতি নিয়মিত করিয়াছেন। কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্যমণ্ডলে নারায়ণ অবস্থান করিয়া, এই নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করিতেছেন। মহানারায়ণোপনিষদের উদ্ধৃত অংশও ইহার প্রমাণ।

১৭) নিখিল বিশ্ব চিন্মাত্রই।

৭৬। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভর্গ প্রবাহ চিন্ময়। প্রবাহাকারে ও চিন্ময় এবং আবর্ত্তাকারেও চিন্ময়। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড সকল চিন্ময়। তেজোবিন্দু উপনিষৎ ইহা স্পষ্ট বলিতেছেন :—

আকাশো ভূর্জলং বায়ুরগ্নির্ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ।
যৎ কিঞ্চিৎসন্ন কিঞ্চিচ্চ সর্ব্বং চিন্ময়মেবহি॥ তেজোবিন্দু ২।২৭

অখণ্ডৈকরসং সর্ব্বং যদ্ যচ্চিন্মাত্রমেব হি।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেবহি ॥ তেজোবিন্দু ২।২৮
দ্রব্যং কালঞ্চ চিন্মাত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চিদেবহি।
জ্ঞাতাচিন্মাত্ররূপশ্চ সর্ব্বং চিন্ময়মেব হি ॥ " ২।২৯

[শ্রুতির ভাষা অতি সরল বলিয়া বাঙ্গালা অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই।]

যদি পরিদৃশ্যমান যত কিছু, সমুদায় চিন্মাত্র, তবে আমরা অন্য প্রকার দর্শন করি কেন? ইহার উত্তর ইহাই মায়ার খেলা। উপরে ৬১ অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, সমুদায়ে ব্রহ্মদর্শনই প্রকৃত দর্শন, অন্য প্রকার দর্শন ভ্রমমাত্র, বিষ্ণুমায়া দ্বারা প্রকটিত; এখানেও তাহাই পাইলাম।

৭৭। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলিতেছেন:—

চিদ্ ইহাস্তি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিৎ ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ ॥ যো. বাঃ. উপঃ ৫।২৬।১১

অতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বলিতে হয়, জগতে একমাত্র চিৎই আছেন। জগৎ চিন্মাত্র ও চিন্ময়। তুমি চিৎ, আমি চিৎ, এই যে সব লোক, ইহারা সকলই চিন্ময়। যোঃ বাঃ উপশম ৫।২৬।১১।

এরূপ বলিবার যুক্তি ও কারণ নির্দ্দেশে বলিতেছেন:—

বোধাববুদ্ধং যদ্বস্তু বোধ এব তদুচ্যতে।
নাবোধং বুধ্যতে বোধো বৈরূপ্যাৎ তেন নান্যতা ॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ২৫।১২

যে বস্তু বোধ বা অনুভূতি (Consciousness) দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা বোধ নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না যদি বোধ ও যাহা উপলব্ধ হয়, সেই জড় বস্তু পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইত, তাহা হইলে উহা বোধ দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারিত না। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ২৫।১২

জগৎ স্পন্দনাত্মক। একের স্পন্দন অপরে গ্রহণ করিতে পারিলে, তবে তাহাদের পরস্পর পরিচয় আদান প্রদান হইয়া থাকে। ইহাই উপলব্ধি। বস্তুর "ভাতিত্ব" ইহা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে এবং এই "ভাতিত্ব"—সচ্চিদানন্দময়ের চিদংশের ক্রিয়া হইতেই স্ফুরিত হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৭৮। উপরের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, মায়া—ভগবানের সংকল্পাত্মিকাশক্তি এবং ভগবানের "দিব্য মায়া বিনোদ" হইতে বিশ্বের

অভিব্যক্তি। অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানস্বরূপ পরমতত্ত্বে অজ্ঞানের আরোপ করিয়া থাকেন। এ সম্পর্কে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—জ্ঞান স্বরূপে অজ্ঞানের বা অবিদ্যার আরোপ করিয়া ভাষায় চিদ্ ব্রহ্মরূপ সুধাংশু মণ্ডলে যে সংকল্পরূপ কালিমার স্ফূরণ বলা হয়, উহা প্রকৃতপক্ষে কলঙ্ক কালিমা নহে। জ্ঞান স্বরূপ চিদ্‌ঘন ব্রহ্ম—উহা তাঁহার ঘন দেহ। যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ২৭।৩২

চিচ্চন্দ্র বিশ্বে সংকল্প-কলঙ্কঃ স্ফুরতীব চ।
নাসৌ কলঙ্কস্তদ্ বিদ্ধি চিদ্‌ঘনস্য ঘনং বপুঃ॥ যোগঃ বাঃ নঃ পূঃ ২৭।৩২

উদ্ধৃত শ্লোকে "স্ফুরতীব" পদে "ইব" শব্দের অর্থ স্ফুরণের ন্যায়—অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে স্ফুরণ নহে। আমাদের দৃষ্টিতে স্ফুরণের মত মনে হইয়া থাকে। উহা সত্য সত্য স্ফুরণ নয়, উহা ঐরূপই। উহার কারণ নির্দ্দেশ বা ভাষায় উহার বর্ণনা সম্ভব নয়।

৭৯। উপরে ৭৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে নিঃসৃত জ্যোতিঃ-প্রবাহের আবর্ত্তই বিশ্বের বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—

সর্ব্বং হি মনএবেদমিত্থং স্ফুরতি ভূতিমৎ।
জলং জলাশয় স্ফারৈ বিচিত্রৈশ্চক্রকৈরিব॥ যোঃ বাঃ উৎঃ ৮৫।৪

যেমন একই জল, জলাশয়ের মধ্যে বিচিত্র বিচিত্র বহু আবর্ত্তাকারে স্ফুরিত হয়, সেইরূপ একমাত্র মনঃই বিভূতি যুক্ত হইয়া, এই নিখিল জগদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যোঃ বাঃ উৎঃ ৮৫।৪

এই শ্লোকে কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে :—(ক) মনঃ—উপরে ৭৫ অনুচ্ছেদে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে প্রসৃত জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে। মনঃ ই এই জ্যোতিঃর আমাদের পরিচিত নাম। পরমতত্ত্বই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—তিনি নিজে যা তাঁহার মনও তাই। বিশেষতঃ মনের সংকল্প হইতেই সৃষ্টি বলা হইয়া থাকে—একারণ বশিষ্ঠদেব শ্লোকে "মনঃ" পদ ব্যবহার করিলেন। (খ) "বিচিত্রৈঃ চক্রকৈঃ"—বহু বহু বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাবেশে সমুজ্জ্বল বহু বহু চক্রক বা আবর্ত্ত। ইহারা যে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডকেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (গ) চক্রক অর্থাৎ আবর্ত্ত মুখ্য বলিয়া উহা মাত্র বলা হইয়াছে। উহার সঙ্গে

সঙ্গে ছোট বড় অগণ্য বুদ্‌বুদ্‌ ও বুদ্‌বুদ্‌ চূর্ণ অসংখ্য প্রকটিত হয়, তাহা স্পষ্ট কথিত না হইলেও, উহাদের প্রকটন বা স্ফুরণ বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, (i) বৃহৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানীয় তত্তৎ সূর্য্যমণ্ডল, (ii) প্রত্যেক সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহ-উল্কা প্রভৃতি বুদ্‌বুদ্‌ স্থানীয়, (iii) প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতিতে বুদ্‌বুদ্‌চূর্ণ স্থানীয় স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় প্রকটিত হইল।

৮০। উপরে উদ্ধৃত যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি ৮৫।৪ শ্লোকে ব্যবহৃত মনঃ যে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে অভিন্ন, তাহা ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব স্পষ্টতঃ বলিতেছেন :—

বিদ্ধি রশ্মিময়াকারমিব ব্রহ্ম জগৎস্থিতম্‌॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯৭।১৭

এই জগৎকে জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমব্রহ্মের রশ্মিরাজি বলিয়া জানিবে।

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯৭।১৭

বশিষ্ঠদেব অন্যত্রও বলিতেছেন :—

যথা বিসরণং ভাসস্তথা জগদিদং পরে॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৪২।৩

সূর্য্যাদির প্রভা যেমন স্বতঃ বিকীর্ণ হইয়া ভুবন আলোকিত করে, সেইরূপ "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" স্বরূপ ব্রহ্মের জ্যোতিঃ বিকাশে বিশ্ব স্বতঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৪২।৩

ভাগবত ১২।১১।৮ শ্লোকে জীবচৈতন্যকে "স্বাত্ম-জ্যোতিঃ" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জীব ও জগৎ উভয়েই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" স্বরূপের রশ্মি স্থানীয়, একারণ পরস্পর অভেদ। ইহা বশিষ্ঠদেব স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

আত্মানমিতরঞ্চৈব দৃষ্ট্যা নিত্যাবিভিন্নয়া।
সর্ব্বং চিজ্জ্যোতিরেবেতি যঃ পশ্যতি সঃ পশ্যতি॥ যোঃ বাঃ স্থিঃ ২২।২৭

যিনি আপনাকে ও অপর সকলকেই অভেদ জ্ঞানে, সমস্তই চিদ্‌জ্যোতিঃ, চিদ্‌জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এরূপ জানেন, তিনিই প্রকৃত দর্শক।

যোঃ বাঃ স্থিঃ ২২।২৭

ভগবান্‌ সূত্রকারও ৪।২।১৮ "রশ্ম্যনুসারী"—সূত্রে দেবযান পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার আলোচনা যথাস্থানে করা হইয়াছে।

৮১। যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে আমরা, পরব্রহ্ম বা

ভগবানের সহিত জীবের, জগতের, জগতে অন্তর্ভুক্ত যত কিছুর, যে অতি ঘনিষ্ঠ, অভেদাত্মক, নিবিড় সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা বুঝিতে পারিলাম। এ প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান বলিয়া, সংসারে আবদ্ধ, মানবদেহধারী জীব, যতই ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হউক্ না কেন, যতই দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ, দারিদ্র্য, অভাব সহ্য করিতে বাধ্য হউক্ না কেন, তাহার সহিত ভগবানের সংস্পর্শ—কিরণের সহিত সূর্য্যের ন্যায় চিরবর্ত্তমান। মেঘ দ্বারা সূর্য্যের আবরণের ন্যায়, সাময়িক কারণে উক্ত সংস্পর্শের প্রত্যক্ষজ্ঞান আবরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাও সেই পরম কল্যাণময়, করুণানিধান, জীববৎসল ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় সংঘটিত। ভগবান্ সূত্রকার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ইহাও উক্ত সাময়িক আবরণ হইতে মুক্তি লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন।

৮২। এই আলোচনা হইতে আমরা আরও বুঝিলাম যে, "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" যেমন অনাদি, অনন্ত, সত্য—তাঁহার জ্যোতিঃ হইতে অভিব্যক্ত জীব ও জগৎ অনাদি। তাঁহারই মঙ্গলময় সংকল্পানুসারে—অন্তবান, নশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও জীবের—অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা, এমনকি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বিশেষ বিশেষ জগৎ বিশেষ বিশেষ কারণে, বিশেষ বিশেষ কালে—প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে পুনরভিব্যক্তির সম্ভাবনা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশ্বের অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য, জীবের কল্যাণ সাধন। ইহা আগে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।২ শ্লোকের আলোচনায় বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া উল্লেখ করি যে, "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" —সমষ্টি আত্মচৈতন্য জ্যোতিঃ। ইহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ নাই। একারণ আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ন্যায়, অনন্তের ক্রোড়ে অবস্থিত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে ও তাহাদের—নিজের নিজের গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতিতে মূল কাঠামো পৃথক হইতে পারে না। অবশ্যই বাঁশ, দড়ি, খড় প্রভৃতি একই উপাদানে গঠিত বিভিন্ন কাঠামোতে যেমন বিভিন্ন রং, সাজ, সজ্জা, হাত, পা, প্রভৃতি বসাইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডেও তাহাদের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতিতে বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া, সেখানকার পরিস্থিতি অনুসারে জগদ্ ব্যাপার সম্পাদিত করিয়া থাকে। সে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডও দেশ ও কালে অবস্থিত। তবে অনন্ত বৈচিত্র্যময়-জগৎ-কর্ত্তার—মনসংকল্পানুসারে উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ, আমাদের পৃথিবীর সমতুল্য না হইতে পারে। সে অগণ্য

ব্রহ্মাণ্ডেও তথাকার পরিস্থিতির সামঞ্জস্যে সেখানকার উপযোগী জীবও বর্ত্তমান থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব। তাহারা কেহ কেহ যে আমাদের পৃথিবীর পরিচিত মনুষ্যদেহধারী জীবগণ অপেক্ষা অধিক উন্নত বা নিম্ন স্তরের হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি? একারণ যে সমুদায় মানবদেহধারী জীব ব্রহ্মার—একদিনে বা চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে উন্নতির শিখরে পৌঁছিতে না পারে এবং ব্রহ্মার পরদিনে, পৃথিবীর তখনকার পরিস্থিতি অনুসারে স্থান পাইবার উপযোগী না হয়, তাহা হইলে, উপরিউক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেটি তাহার পক্ষে উপযোগী, তাহাতেই সে স্থান লাভ করিবে, তাহাতে অসম্ভব কি আছে? ব্রহ্ম বা ভগবান্ অনন্ত, জীবও অনন্ত, কালও অনন্ত এবং দেশ বা ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যাও অনন্ত। সুতরাং জীবের উন্নতির সম্ভাবনাও অনন্ত। এই কারণে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, জীব-চৈতন্য জ্যোতিঃ-কণার একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ হইলেও "স চানন্ত্যায় কল্পতে"। শ্বেতাশ্বতর।

২০) আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত।

৮৩। এখন বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষা ও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত কি, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। স্যার জেম্‌স্ জিন্‌স্—ইংল্যাণ্ডের একজন খ্যাতনামা আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিক, অতি অল্পদিন হইল, দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—"The Mysterious Universe"—"রহস্যময় বিশ্ব" নামক পুস্তকে বলিতেছেন :„—To sum up the main results of this and of the preceeding chapter, the tendency of modern physics is to resolve the whole material Universe into waves. These waves are of two kinds—bottled up waves, which we call matter and unbottled waves which we call radiation or light"—"বর্ত্তমান ও তৎপূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা সংক্ষেপে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান যুগে আধিভৌতিক পদার্থ বিদ্যার প্রগতি হইতেছে, এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগৎকে শক্তিপ্রবাহ রূপে গ্রহণ করা। এই শক্তি প্রবাহ দুই প্রকার—বোতলে অবরুদ্ধ প্রবাহ, যাহাকে আমরা জড় দ্রব্য বলি ও অনবরুদ্ধ প্রবাহ—যাহাকে আমরা আলোক ও তাহার বিকীরণ বলিয়া থাকি।"

৮৪। উপরে সমষ্টিভাবে "আবর্ত্ত সৃষ্টি করে" বলিয়া যাহা আমরা বলিয়াছি, সেই কথাই জিন্‌স্ সাহেব—"বোতলে অবরুদ্ধ প্রবাহ" বলিয়া ব্যষ্টি জড় দ্রব্যের

পরিচয় দিলেন। জড় দ্রব্য বলিয়া Matter-এর পরিচয় দেওয়া হইল বটে, কিন্তু বিশ্বে জড় বলিয়া কিছুই নাই। সমুদায়ে শক্তির খেলা এবং এই শক্তি—চিৎ-শক্তি। ভগবানের সংকল্পানুসারে—"চিৎ" প্রচ্ছন্ন থাকায়, জড় বলিয়া কথিত হয় মাত্র।

জিন্‌স্ সাহেব উক্ত গ্রন্থে আরও বলিতেছেন :—"With a nearer approach to actuality, we may think of the electrons as objects of thought and time as the process of thinking"—"আসল ব্যাপারের স্বষ্ঠু পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ইলেকট্রণগুলি ঘনীভূত চিন্তা কণিকা এবং কাল-চিন্তার ধারা নির্দ্দেশক মাত্র।"

৮৫। ইলেকট্রন ও প্রোটন—বস্তুর অণু গঠন করে এবং জগৎ বস্তুর সমবায়ে সংগঠিত। সুতরাং বস্তুর অণু যখন ঘণীভূত চিন্তা কণিকা, তখন সমগ্র জগৎ যে চিন্তারই অভিব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ কি? জিন্‌স্ সাহেব এ সিদ্ধান্তে অনুমানের অপেক্ষা রাখেন নাই। তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন :—"The Universe cannot admit of material representation and the reason is, I think, that it has become a more mental concept"—"এই পরিদৃশ্যমান জগৎ জড় গঠিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহার কারণ, আমার মনে হয় যে, ইহা মনের চিন্তার বিকাশ মাত্র।" ভগবান্ বশিষ্ঠদেব—কে জানে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যোগসিদ্ধি লব্ধ প্রাতিভ জ্ঞান বিকাশে ঘোষণা করিলেন :—

মনোমণিমহারম্ভঃ সংসার ইতি লক্ষ্যতে।
আত্মানাত্মানমাশ্রিত্য স্ফুরত্যন্তুযথাম্ভসা ॥ যোঃ বাঃ উৎঃ ১০২।৬

মনি যেমন তাহার দশদিকে আলোকের আড়ম্বর বিস্তার করে, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ জগৎ মনোরূপ মহামণির মহাড়ম্বর পূর্ণ অভিব্যক্তি। জল যেমন নিজে নিজেকেই আশ্রয় করিয়া আবর্ত্তাকারে প্রকাশ পায়, সেইরূপ মনঃই আপনি আপনাকে আশ্রয় করিয়া সংসাররূপে স্ফুরিত হয়। যোঃ বাঃ উৎঃ ১০২।৬

ইহার সহিত উপরে ৭৯ অনুচ্ছেদের আলোচনা তুলনীয়। মন ই যে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" স্বরূপের জ্যোতিঃকণা তাহা আগেও বুঝিয়াছি।

৮৬। চিন্তার বিকাশ বলিলে, কার চিন্তা এ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। জিন্‌স্ সাহেব উত্তরে বলিতেছেন :—"The thought of.........a Mathematical thinker"—"একজন গণিতজ্ঞ চিন্তকের চিন্তা"। উক্ত পুস্তকের উপসংহারে জিন্‌স্ সাহেব বলিতেছেন :—"Today there is a wide measure of

agreement ...... almost to Unanimity that ...... the Universe begins to look more like a great thought than like a great machine"—"আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের, বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বসম্মত অভিমত এই যে, এই বিশ্ব একটি বিরাট যন্ত্র নয়, বিরাট, চিন্তার বাহ্যাভিব্যক্তি।"

সুতরাং আধুনিকতম আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, বিশ্ব জড় প্রকৃতির খেলা নয়। চৈতন্যময়—অচিন্তশক্তিমান ইহার কল্পনা করিয়াছেন ও পরিচালনা করিতেছেন। জিন্‌স্ সাহেব বলিতেছেন :—"We discover that the Universe shows evidence of a designing and Controlling Power, that has something in common with our own individual minds—not so far we have discovered emotion, morality or aesthetic appreciation, but the tendency to think in the way, which, for want of a better word—we describe as mathematical"—"বিশ্ব ব্যাপার পর্য্যালোচনায়, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইহার সৃষ্টি কল্পনা ও পরিচালনার পশ্চাতে এমন এক মহাশক্তি আছে, যাহাতে আমাদের ব্যষ্টিমনের গণিতধর্ম্মী চিন্তার সাদৃশ্য বর্ত্তমান। অবশ্য ইহাও বলা প্রয়োজন যে, এ পর্য্যন্ত আমরা, আমাদের ব্যষ্টি মনের ভাবপ্রবণতা, নীতিনিষ্ঠা বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির পরিচয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই নাই।"

জিন্‌স্ সাহেব আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টান্তে সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয়, তাঁহার নিজের ভাবানুসারে দিয়াছেন। বলা বাহুল্য ইহা একদেশীয় পরিচয় মাত্র। বিশেষতঃ তিনি আধিভৌতিক ক্ষেত্রের উপরি স্তর যৎকিঞ্চিৎ কর্ষণ করিয়াছেন মাত্র। গভীর অন্তঃস্তরের পরিচয়ের চেষ্টা করেন নাই, অন্য কোনও আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকও করিতে সমর্থ হন নাই। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র, অকৃষ্ট রাখিতেই বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কাছে তৎকথিত মহাশক্তির সমগ্র পরিচয় আশা করা দুরাশা মাত্র।

৮৬(ক)—আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিক জিন্‌স্ সাহেব নিজের বিজ্ঞান ও গণিত আলোচনার ফলে জগৎকর্ত্তা মহাশক্তিকে সুদক্ষ ইনজিনিয়র, বিরাট গণিতজ্ঞ, মনস্তত্ত্বে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ বর্ণনা করিতে পারেন, বলা বাহুল্য সমুদায় বর্ণনা—একদেশী মাত্র এবং সে দেশটি অতি সংকীর্ণ। ইহাতে পরমতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইল মনে করা, দারুণ ভ্রম।

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব, ব্রহ্মতত্ত্বালোচনায় জীবন যাপন করিয়া নিজের অপরোক্ষানুভূতি-লভ্য বিজ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া নিজের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :—

ব্রহ্মত্বং ব্রহ্মণি যথা তথৈবেতদ্ জগৎ স্থিতম্। যোঃ বাঃ ৬।৪৭।২০

ব্রহ্মণঃ কঃ স্বভাবোহকাচিতি বক্তুং ন যুজ্যতে।

অনন্তে পরমে তত্ত্বে স্বত্বাহসত্বাহসম্ভবাৎ॥ যোঃ বাঃ ৭।১০।১৪

ব্রহ্মে ব্রহ্মত্ব যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তাঁহাতে জগৎ স্থিতিও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। যোঃ বাঃ ৬।৪৭।২০।

ব্রহ্মের স্বভাবের কথা বলা হইল বটে, কিন্তু ব্রহ্মের স্বভাব কি, তাহা কি মানবচিন্তার—মানববুদ্ধির-অধিগম্য? এরূপ সন্দেহ কল্পনা করিয়া বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—

অনন্ত পরমতত্ত্বে তাঁহার স্বত্ব (নিজত্ব) ও অস্বত্ব (অনিজত্ব বা পরত্ব) অতি অসম্ভব বলিয়া, ব্রহ্মের এ প্রকার স্বভাব—ইহা বলা অযৌক্তিক। যোঃ বাঃ ৭।১০।১৪।

অর্থাৎ ব্রহ্মে ব্রহ্মত্ব যেমন আমরা আমাদের ভাব ও বিচারের ধারা অনুসারে আরোপ করিয়া থাকি, এবং তাহা আরোপ নহে, প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে করি, "জগত্ব" ও সেইরূপ তাঁহাতে আরোপ করিয়া, তিনি নিত্য—সে কারণ উহাও নিত্য মনে করিয়া বিতর্ক করিয়া থাকি। এ আরোপ আমাদের বুদ্ধির ব্যাপার মাত্র। এমন কি, চরম ও পরম তত্ত্বকে ভাষায় প্রকাশ ও আলোচনার জন্য "ব্রহ্ম" পদ ব্যবহারও বুদ্ধির ক্রিয়া ভিন্ন কিছু নহে।

[মদালোচিত "নাম মহিমা" হইতে উদ্ধৃত]

কিন্তু এরূপ হইলেও মানবের আর একটি অতি উচ্চতর দিক্ আছে। ইহা বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া—নিজ শাশ্বত আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহার উদ্বোধনে পরমতত্ত্ব নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। ইহা তাঁহার মঙ্গল বিধানে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই উদ্বোধনই উপযুক্ত সাধন-সাপেক্ষ। ব্রহ্মসূত্র ইহারই পরিচয় দিয়াছেন। এই সাধনার সিদ্ধিতে সমুদায় রহস্য সাধকের দিব্যদৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে।

৮৭। আমাদের দেশের ত্রিকাল দ্রষ্টা ঋষিগণের আত্মশক্তি উদ্বোধক বিশিষ্ট সাধনমার্গে সিদ্ধি প্রাপ্তি হইতে উদ্‌ভূত দিব্যদৃষ্টিতে, পরমতত্ত্বের আরও অতি সূক্ষ্ম, অতিমধুর, অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয়—সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহারা অনুমান, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্তের ধার ধারিতেন না। তাঁহারা পরমতত্ত্বের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া, আত্মায়—পরমাত্মায় মিলন-লহরী ছুটাইয়া দিলেন। তাঁহারা শ্রুতিতে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ঃ—

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো, বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ ॥ মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২২

একটি বৃহৎ বৃক্ষের উচ্চ শাখাগ্রে একটি অতি সুন্দর, সুপক্ক, সুমিষ্ট ফল লম্ববান রহিয়াছে। নীচে হইতে উহার দর্শনও মিলিতেছে না। উক্ত শাখার প্রতিবিম্ব জলে পড়ায়, সেই প্রতিবিম্বিত শাখাগ্রে লম্বমান উক্ত ফলটির দর্শন করিয়া কি উহার আস্বাদন লাভ করা যায়? তথাপি উক্ত প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ফলের মিষ্টতার আস্বাদন পাইলাম বলিয়া আনন্দ প্রকাশ যেমন হাস্যাস্পদ, সেইরূপ ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি লাভ না করিয়া, ব্রহ্ম সম্বন্ধে তর্ক বিচার সিদ্ধান্ত করা এবং তাহা হইতে আনন্দানুভব করা ও সেইরূপ হাস্যাস্পদ—যে করে তাহা তাহার মূঢ়তার পরিচায়ক মাত্র।

তাঁহারাই শ্রুতিতে উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছেন ঃ—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, ...। শ্বেতাঃ ২।৫

—হে বিশ্বস্থ মানবদেহধারী জীবগণ শুন, তোমরা সকলের অমৃতের পুত্র।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ শ্বেতাঃ ৩।৮

—আমি তমঃ পারে, সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ম্প্রকাশ মহাপুরুষকে জানিয়াছি।

৮৮। এ বিষয়ে বাহুল্য ভাবে আলোচনায় বিরত হইয়া—অতি সংক্ষেপে দিগ্‌দর্শন রূপে বলি ভগবান্ জীববৎসল। তিনি "গাণিতিক মনোবৃত্তি" লইয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা হইল—এই ধারণায় নিজের স্বর্গাসনে বসিয়া থাকেন না। অজ্ঞ জীবকে কল্যাণের পথে চালিত করিবার জন্য, নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য্য, আবরণ করিয়া, তাহাদেরই একজন হইয়া মর্ত্ত্যধামে অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন। গত ত্রেতায় এই ভারতে পূর্ণস্বরূপে শ্রীরামচন্দ্র রূপ ধারণ করিয়া, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ কর্ম্মযোগী, আদর্শ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সেনাপতি ও রাজা প্রভৃতি মানব সমাজের সর্ব্বস্তরের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। উহার তুলনা মানবের ইতিহাসে নাই। আজও "রামরাজ্য" প্রবাদের মত মুখে মুখে চলিতেছে এবং আমাদের দেশের নেতাগণের সমগ্র প্রচেষ্টা, ভারতে পুনরায় "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত।

দ্বাপরের শেষের পাদে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে পূর্ণরূপে এই ভারতের প্রকটিত হইয়া রাজনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে এবং আরও বহুস্থলে জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। ধর্ম্মনীতি, কর্ত্তব্যনীতির উপদেশ ভগবদ্গীতায় অমর সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া আজ পর্য্যন্তও পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জিনী বা সৌন্দর্য্যানুভবিকা বৃত্তির পরিচয়ে, বৃন্দাবনে রাসলীলায় ভগবান্ যে আনন্দের প্লাবন ছুটাইয়াছেন, তাহার হিল্লোল আজিও ভারতের আকাশে বাতাসে এবং নর-নারীগণের হৃদয়ে শিহরণ জাগাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ইহার কথঞ্চিৎ পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। ভাব প্রবণতা সম্বন্ধে পরিচয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অফুরন্তভাবে দিয়াছেন। তবে সে ভাব আধিভৌতিক ক্ষেত্রের নিম্নস্তরের কলুষতা হইতে বর্জ্জিত—আধিভৌতিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া, জীবাত্মা-পরমাত্মার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকটনে বিনিযুক্ত। পরম পুরুষে এ সমুদায় পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান আছে বলিয়া এবং উহার প্রতিচ্ছায়া ও মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিকা বলিয়াই ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্তধামে নিত্যলীলার পরিচয় প্রকটিত করিয়াছিলেন।

২১) পরমতত্ত্ব বা ভগবানের অপরোক্ষানুভূতি বা প্রত্যক্ষদর্শন।

৮৯। উপরে ব্রহ্মের প্রত্যাক্ষানুভূতির কথা বলা হইয়াছে। উহা কি কেবল কথার কথা? ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্ব অধিগত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রুতির ঘোষণা। মুণ্ডঃ ৩।২।৯। সে অবস্থা হইতে ব্যুত্থানে, জাগতিক ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হইলে, উক্ত প্রত্যক্ষদর্শী—নিজের পরমানন্দের যৎকিঞ্চিৎ স্মৃতির সহিত, প্রপঞ্চ জগতে নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগকারী মানবগণের দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, শোক, তাপভোগের দুঃখের তুলনায় করুণায় বিগলিত হইয়া, সকলকেই পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছায় কাতর হইয়া পড়েন (অনুঃ ৮৭)। তিনিও ত মানবদেহধারী, তাঁহার যখন এরূপ হয়, তখন করুণাময়, জীববৎসল, ভগবানের কথা কি? তিনি জীবগণকে নিজবক্ষে ধারণ করিবার জন্য বক্ষ বিস্তার করিয়াই আছেন। জীব নিজের স্বল্প সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার মোহে ও গর্ব্বে তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া—বিষয়ে ধাবিত হয়। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান হইলেও, জীবে প্রদত্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। অসীম ধৈর্য্যের সহিত তাহার মতি পরিবর্ত্তনের অপেক্ষায় থাকেন। প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব করিয়া আধুনিক কবি গাহিয়াছেন :—

"আমিত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে, হৃদয় মাঝারে, তুমি এসে দেখা দিয়েছ ॥ ১
কত আদরের বিনিময়ে সখা, শত অবহেলা পেয়েছ।
(আমি) দূরে চলে যেতে দুহাত পশারি, বুকে করে ধরে রেখেছ ॥ ২
ও পথে যেওনা ফিরে এস বলে, কাণে কাণে কত কয়েছ।
(আমি) তবু চলে গেছি, ফিরায়ে আনিতে, পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ॥ ৩
এই শত অপরাধী পাতকীর বোঝা, হাসিমুখে সখা বয়েছ।
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে, কোলে তুলে নিয়ে রয়েছ ॥" ৪

৯০। পরমতত্ত্ব বা ভগবানের প্রত্যক্ষদর্শন—অতীত কালের বস্তু নয়। অতি আধুনিক কালে, বর্ত্তমান সভ্যতার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার সন্নিকটেই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ (তখন পিতৃদত্ত নরেন্দ্র নাথ নামে পরিচিত) ভগবান ৺রামকৃষ্ণ দেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রসঙ্গক্রমে অনেকটা অবিশ্বাসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার কি ভগবদ্দর্শন হইয়াছে? আপনি কি ভগবানের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারেন? উত্তরে পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া, তখনই বলিলেন, দেখাইয়া দিতে পারে বৈ কি, ও পরে ৺ভবতারিণী মায়ের মন্দিরে যাইতে বলেন। মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তিনি পরমহংস দেবের চরণে পতিত হইয়া, চোখের জলে সিক্ত করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া সমগ্র জীবন শ্রীগুরুর উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

২২) বিশ্বে প্রতি পরমাণুতে অচিন্ত্য শক্তি নিহিত।

৯১। উপরে ৭৫ ও ৭৯ অনুচ্ছেদে জলপ্রবাহের আবর্ত্ত সৃষ্টির নিদর্শনে, "জ্যোতিষাং জোতিঃ" হইতে প্রসৃত জ্যোতিঃ প্রবাহ বা ভর্গ আপনি, আপনা দ্বারা, আপনাতেই স্থানে স্থানে আবর্ত্ত সৃষ্টি করা হেতু, বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, জলপ্রবাহ আবর্ত্ত সৃষ্টি করিলেও, ইহার শক্তি কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, বরং আবর্ত্ত সকলে শক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে বর্ত্তমান রাখিয়া উহা তুল্যবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। আবর্ত্ত সকলে কেন্দ্রীভূত শক্তি, সময়ে সময়ে বড় বড় নৌকা, ষ্টীমার,জাহাজ প্রভৃতিকে বিপন্ন করিয়া থাকে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সেইরূপ ভর্গ—অগণ্য আবর্ত্ত সৃষ্টি করিলেও, উহার শক্তির ক্ষয় মাত্র হয় না। উহা অনন্ত দেশপথে অপ্রতিহত গতিতে তুল্যবেগে চলিতে থাকে, অথচ প্রত্যেক

আবর্ত্তে ও তদানুসঙ্গিক বুদ্বুদ্, বুদ্বুদ্ চূর্ণ প্রভৃতিতে অচিন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে সঞ্চিত রাখিয়া যায়। সমষ্টিতে যে নিয়ম, ব্যষ্টিতেও সেই একই নিয়ম। আবর্ত্ত হইতে যেমন সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আবর্ত্তের আনুষঙ্গিক বুদ্বুদ্ চূর্ণ হইতে ব্যষ্টি স্থাবর জঙ্গমও অভিব্যক্ত হইল। জিন্স্ সাহেব এই ব্যষ্টি অভিব্যক্তির মূলে "bottled up waves" বলিয়াছেন। অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড ও তাহাদের প্রতেকের অন্তর্ভুক্ত স্থাবর-জঙ্গম অভিব্যক্ত করিয়া "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে শক্তিরূপা, জ্যোতিঃ প্রবাহ অনবরত "পরব্যোম রশ্মি" (cosmic rays) নামে বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া এরূপ চলিতে থাকিবে।

—

৯২। এই আবর্ত্ত সৃষ্টিতে কি অচিন্ত্য শক্তি বর্ত্তমান, তাহা একটি পরমাণু গঠনে শক্তির অচিন্ত্যতার দৃষ্টান্তে ধারণা করিতে গিয়া, আমরা আপনাকে হারাইয়া ফেলি। একটি অণু ধ্বংসে, উহাতে রুদ্ধ শক্তি, মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া গত বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে যে প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। উক্ত ধ্বংস-লীলার অভিনয়ের জন্য এক একটি শহরে এক একটি মাত্র "আণবিক বোমা" ব্যবহার করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে শুনিতেছি যে, হাইড্রোজেন অণু হইতে "হাইড্রোজেন বোমা" নামে অধিকতর ধ্বংসশক্তি বিশিষ্ট বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, মানবের ভগবৎ প্রদত্ত বুদ্ধি ধ্বংসমূলক কার্য্যেই নিযোজিত হইল।

৯৩। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়ে জলের উপাদান আমরা জানি। জল আমাদের জীবন স্বরূপ। উহার শৈত্য, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি গুণ আমাদের সুপরিচিত। বাষ্পরূপে উহার প্রসারণী শক্তিতে এঞ্জিন কার্যকরী হইয়া রেল ও জাহাজ যোগে লক্ষ লক্ষ মণ মাল ও লক্ষ লক্ষ পথিকগণকে দেশ হইতে দেশান্তরে বহন করে, ইহা আমরা এতদিন জানিতাম। কিন্তু অণু পরিমাণ জলের উপাদানে যে হাইড্রোজেন আছে, তাহার একটি অণুর মধ্যেই প্রলয়ঙ্করী শক্তি নিহিত, ইহা কে জানিত? আধিভৌতিক বিজ্ঞান এ রহস্য প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে আমাদের আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড হইতে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু পর্য্যন্ত সমুদায়ই, অচিন্ত্য শক্তিমান হইতে নিঃসৃত, তাঁহারই আত্মভূত ভর্গ হইতে অভিব্যক্ত। সুতরাং অনন্ত শক্তি যে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতে নিহিত থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এরূপ হওয়া ত সঙ্গতই। জগতের প্রতি

দ্রব্যের—প্রতি পরমাণুতে অচিন্ত্য শক্তি নিহিত, এ সিদ্ধান্ত স্বতঃই আপতিত হয়।

২৩) দেশ ও কাল।

৯৪। সৃষ্টির সহিত দেশ—কাল অপরিহার্য্যভাবে সংজড়িত, সুতরাং সৃষ্টির আলোচনায় দেশ-কালের আলোচনা অবান্তর নহে। বর্ত্তমানে আধুনিকতম, সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিক আইন্‌স্টাইন্‌, দেশ ও কাল সমবায়ে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার "আপেক্ষিকবাদ" (Relativity) স্থাপিত করিয়াছেন, এবং তাহা পৃথিবীর সমুদায় আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত আপেক্ষিকবাদ ও তাহার সহিত দেশকালের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ বিশদ্‌ভাবে বুঝিতে হইলে, অতি দুরূহ উচ্চগণিতের আলোচনায় প্রবেশ করিতে হয়। উহা আমার দ্বারা সম্ভব নহে, এবং আমার মনে হয় যে, তাহার প্রয়োজনীয়তাও নাই। আমি আমাদের অতি প্রাচীন ঋষিগণ যোগবলে, প্রাতিভ জ্ঞান লাভে যে তত্ত্বের অপরোক্ষ দর্শন লাভ করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহারই অতি ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়ার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

মদালেচিত "গায়ত্রী রহস্য পুস্তকে" (৫২ হইতে কয়েক পৃষ্ঠায়) "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ··মন্ত্রের ব্যাখ্যায়, দেশ-কাল তত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মৎপ্রণীত, "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থের একটি সমগ্র পরিচ্ছেদেও ইহার আলোচনা করিয়াছি। এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। এই সূত্রের আলোচনার পূর্ব্বে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৪।১৯ শ্লোকের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহাতে কালকে "মচ্চেষ্টারূপ" বলা হইয়াছে। এরূপ বলায় "কাল" যে জড়, অচেতন কিছু নহে, ইহা বলা হইল। এরূপ বলায়, বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের সহিত যে মতবিরোধ ঘটিল, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের শাস্ত্রানুসারে জগতে সমুদায় চিতেরই খেলা, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (অনুচ্ছেদ ৭৬)। সুতরাং কালও চিন্ময় বলা সঙ্গতই বটে।

৯৫। ভাগবত ২।৫।১৪ শ্লোকে বলিতেছেন :—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্‌! চান্যার্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥ ২।৫।১৪

ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন, দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব ইহাদের মধ্যে কোনটিই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। ২।৫।১৪

কেননা, শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন,—"নাস্তি কারণ—ব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য" কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। স্বামিজী বলিলেন যে. ভগবান্ বাসুদেব (ভাগবত মতে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম) সমুদায়ের একমাত্র কারণ। এখন ভগবান্ বশিষ্ঠদেব দেশ, কাল, দ্রব্য দর্শন সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্।

চিদনুর্যত্র ভাতোঽসৌ দেশো মিতিমুপাগতঃ।
যদা ভাতস্তদা কালো যদ্ ভানং তৎ ক্রিয়াস্মৃতম্॥

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৭৩।১৯।

উপলব্ধং বিদুর্দ্রব্যং দ্রস্টৃতাপ্যুপলব্ধতা।
আলোকনং দর্শনতা দৃশালোকন কারণম্॥

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ. ৭৩।২০

চিদণুর প্রকাশ স্থানই "দেশ" আখ্যায় অভিহিত। দেশই "মিতি" বা পরিমাণ বিশিষ্ট। ওই দেশ যে ক্ষণে প্রকাশ পায়, সেই ক্ষণের নাম "কাল"। ঐ প্রকাশের নাম ক্রিয়া (ইহাই ভাগবতের ২।৫।১৪ শ্লোকে কথিত "কর্ম্ম"), ঐ প্রকাশ—ক্রিয়ার দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার নাম "দ্রব্য"—ঐ উপলব্ধিই "দর্শন", উপলব্ধিকারী "দ্রষ্টা" এবং দৃক্—উপলব্ধির কারণ।

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৭৩।১৯।২০

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, পরতত্ত্ব, পুরুষোত্তম, বা ভগবানকে "চিদণু" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার যতদূর সম্ভব, বিশদ ধারণার জন্য একটি গোলক কল্পনা করি, যাহার ব্যাসার্দ্ধ সঙ্কোচন ও প্রসরণশীল। এই গোলকের পৃষ্ঠদেশে ও ভিতরে, পর্ব্বত. সাগর, নদী, বন, মরু, নগর, দেশ, বিদেশ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে, মনে করা যাইতে পারে। গোলকের ব্যাসার্দ্ধ যখন উহার স্বভাবগত পরিমাণে থাকে, তখন চিত্রগুলি সুপরিস্ফুট। ব্যাসার্দ্ধ সঙ্কোচ করিলে, চিত্রগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সংকুচিত হইবে। সংকোচের শেষ সীমায় পৌঁছিলে গোলক—তাহার পৃষ্ঠের ও ভিতরের চিত্রগণের সহিত কেন্দ্রে তাদাত্মভাবে লীন হইবে—আবার ব্যাসার্দ্ধ প্রসরণ করিলে. চিত্রগুলিও পরিস্ফুট হইবে। ইহাই চিত্রে প্রদর্শিত সৃষ্টির, স্থিতির ও প্রলয়ের নিদর্শন। এ সম্পর্কে বলিয়া রাখি যে আধুনিকতম জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তানুসারে, আমাদের জগৎ প্রসরণশীল (**Expanding universe**)। বলা বাহুল্য যে, অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রসরণের

একটা সীমা আছে, দোলকের দৃষ্টান্তে ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। সুতরাং যুক্তি সঙ্গত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জগৎ প্রসরণের সীমায় পৌঁছিলে, ক্রমশঃ সংকুচিত হইতে থাকিবে এবং সংকোচনের সীমায় পৌঁছিলে কেন্দ্রে, তাদাত্ম্যভাবে মিলিত হইয়া অবস্থান করিবে, ইহাই প্রলয়। এই কেন্দ্রই "চিদণু"। পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, সমুদায় চিতেরই খেলা। সুতরাং যিনি চিতের খেলা বা বিস্তার আত্মস্থ করিয়া, অনুরূপে কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তাঁহাকে "চিদণু" বলা খুবই সমীচীন—তাহাতে সন্দেহ কি? তখন দেশ-কাল ও সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রে লীন হইয়া গিয়াছে, সে কারণ "অণু" ও "মহৎ" উভয়ের বিভেদও অন্তর্হিত হইয়াছে। দেশ না থাকায় মহত্তের ধারণা আমাদের বুদ্ধিতে অসম্ভব বিধায়—"চিদণু" বলাই সঙ্গত।

৯৬। এই "চিদণু"ই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ," অধুনা কেন্দ্রীভূত বলিয়া, "অণু"। ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, পরমতত্ত্বের বা ভগবানের—তবে কি সঙ্কোচন-প্রসারণরূপ অবস্থান্তর আছে? ইহার উত্তর—কখনই নয়। পরমতত্ত্বের দৃষ্টিতে সৃষ্টি-প্রলয় নাই, দেশ-কাল নাই, অতীত-ভবিষ্যৎ নাই, অণু-মহৎ নাই। তিনি যখন সর্ব্বাধার-সর্ব্বাশ্রয়, তাঁহার আশ্রয় ছাড়িয়া কোনও কিছুর থাকা অসম্ভব। সুতরাং সমুদায়ই বর্ত্তমান আকারে তাঁহার আশ্রয়ে বিদ্যমান। সৃষ্টি-প্রলয়, অতীত-ভবিষ্যৎ প্রভৃতি আমাদের বুদ্ধির ব্যাপার মাত্র। আমাদের দৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহারই একটা মনগড়া এবং মনগড়া বলিয়া আমাদের বুদ্ধির পরিমাপে যুক্তি সঙ্গত বর্ণনামাত্র।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের মনগড়া এবং আমাদের আপেক্ষিক জগতের দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধির যুক্তিসঙ্গত হইলেই, উহা যে সর্ব্বতোভাবে, অবাঙ্‌মনসোগোচর পরমতত্ত্বে প্রযোজ্য হইবে; তাহা মনে করিবার কারণ কি? শাস্ত্র, যুক্তির প্রাধান্য দিয়াছেন বটে, তাহা মানবদেহধারী জীবগণের বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক, শাস্ত্র মানিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে অগ্রসরণে অশেষ কল্যাণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা জাগাইবার জন্য। শাস্ত্রবিধি অনুসারে অগ্রসর হইলেই, উক্ত মানবের দৃষ্টি ক্রমশঃ খুলিয়া যাইবে, তখন সে নিজে পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইবে, কৃতার্থ হইবে, জীবন সার্থক বলিয়া মানিবে, শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ক্রমশঃ প্রতিভাত হইবে, ফলে অধিক উৎসাহের ও তৎপরতার সহিত শাস্ত্রোপদেশ পালন করিতে থাকিবে।

৯৭। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৫।১৪ শ্লোকে "দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব" এই পঞ্চ পদার্থের উল্লেখ আছে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব উপরে উদ্ধৃত শ্লোক দুটিতে দ্রব্য, ক্রিয়া (কর্ম্ম) ও কালের পরিচয় দিলেন। জীবের পরিচয় ভগবান্ সূত্রকার পরে বিস্তারিত ভাবে দিবেন। স্বভাবের আলোচনা এই সূত্রের আলোচনার "অনুপ্রবেশ" শীর্ষক অংশে দিবার চেষ্টা করিব।

পণ্ডিতবর সুপ্রসিদ্ধ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জগতে দৃষ্ট, অদৃষ্ট, সম্ভাব্যমান সমুদায় ঘটনা সম্পাদনের জন্য দেশ ও কালের অপেক্ষা আছে। কিন্তু দেশ-কাল কাহার অপেক্ষা রাখে তাহা তিনি বলেন নাই। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকের চিন্তায় উহার কোনও স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার আপেক্ষিকবাদ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকভাবে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব জগতস্থ সমুদায়ের আপেক্ষিকত্ব ও সেই আপেক্ষিকতার মূল কোথায়, তাহা তাঁহার নিজের অপরোক্ষানুভূতির ফল স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই ইহাতে আইন্‌স্টাইনের অমান্য করিতেছি না বা তাঁহার আপেক্ষিকবাদের খর্ব্বতা জ্ঞাপন করিতেছি না। তিনি প্রত্যেক সত্যানুসন্ধিৎসুর বিশেষ সম্মানের পাত্র, তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি ও আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

৯৮। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, চিদণুর প্রকাশ স্থানই দেশ, ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। চিদণুই "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" জ্যোতিষ্মান পদার্থ মাত্রেরই স্বভাব এই যে জ্যোতিঃ কেন্দ্র হইতে জ্যোতিঃ রশ্মি দশদিকে সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়া থাকে। "গর্ভ" ও "ভর্গ" উভয়ের রহস্য আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, উভয় পদে ব্যবহৃত "গ" অক্ষরের অর্থ হইতেছে গমন—"গর্ভ" সম্বন্ধে অন্তরে প্রবেশ ও "ভর্গ" সম্বন্ধে বহির্গমন—অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্র হইতে দশদিকে প্রধাবন। সৃষ্টির পূর্ব্বে দেশের অভিব্যক্তি না থাকায়, "চিদণু" কেন্দ্রে নিজের স্বরূপে অবস্থান করা হেতু, বহিরন্তরের কোনও প্রশ্নই উঠে নাই। চিদণুর স্ফুরণ হইতেই সৃষ্টি। উক্ত স্ফুরণ হইলেই, রশ্মির প্রসরণের হেতু, কেন্দ্র হইতে বহিঃ সংঘটনের জন্য "দেশের" অভিব্যক্তি হইল। স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সহিত সম সময়ে কালেরও অভিব্যক্তি হইল। উদ্ধৃত শ্লোকে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, যে ক্ষণে স্ফুরণ (ভাতি), সেই ক্ষনই "কাল"। আমাদের দেশ-কালের প্রভাবে প্রভাবিত বুদ্ধিতে বুঝিতে হইবে না যে, উক্ত ক্ষণ, নিমেষ বা তৎপরিমিত অল্প সময় মাত্র। শ্লোকে ব্যবহৃত "যদা ভাতস্তদাকালঃ" বাক্যাংশে যদা তদা,—সৃষ্টির সমগ্র স্থিতি কালকে লক্ষ্য

করিতেছে। একারণ বুঝিতে হইবে যে, যতদিন সৃষ্টি বর্ত্তমান, ততদিন "চিদণুর" স্ফুরণ বর্ত্তমান, সুতরাং কালও বর্ত্তমান।

"যদ্ভানং তৎক্রিয়াগতম্"—এই ভানই জগদ্ভান—অর্থাৎ জগতের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিই মূল ক্রিয়া বা কর্ম্ম। ইহা মনে রাখিয়া ভগবান্ গীতায় কর্ম্ম সংজ্ঞা নির্দ্দেশে বলিলেন :—

ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ। গীঃ ৮।৩

"বিসর্গ" পদের আভিধানিক অর্থ ত্যাগ। যাহা অন্তরে আত্মস্থ ছিল, তাহা বাহিরে পরিত্যাগ—ইহাই সৃষ্টি। বিশ্ব চিদণুর অন্তরে তাদাত্ম্যভাবে ছিল, তাহার বাহিরে অভিব্যক্তি—ইহাই ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ—ইহাই কর্ম্ম। এই কারণে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, জগদ্ভানকে ক্রিয়া সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিলেন। এই কারণেই বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৬।১-২-৩ মন্ত্রে সমুদায় নাম, সমুদায় রূপ, সমুদায় কর্ম্মই ব্রহ্মের বলা হইয়াছে। এই একই কারণে ঋগ্‌বেদীয় পুরুষসূক্তে—পুরুষেরই মহাত্যাগের নিদর্শনে, পুরুষ-যজ্ঞের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। পুরুষ—যজ্ঞ হইতেই সৃষ্টির অভিব্যক্তি ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু শুধু সৃষ্টি করিলেই ত কর্ত্তব্য সমাধা হইল না। উহার স্থিতির ব্যবস্থাও তুল্য প্রয়োজনীয়। প্রকৃতি যজ্ঞে এই ব্যবস্থার বিধান করা হইয়াছে। পুরুষ—সৃষ্টির জন্মদাতা-পিতা। প্রকৃতি—স্থিতি বা পালনকর্ত্রী মাতা। যিনি একাধারে পিতা-মাতা-ধাতা (গীঃ ৯।১৭)—তিনি আপনাকে পুরুষ-প্রকৃতি ও বিধানকর্ত্তারূপে-সৃষ্টি-স্থিতি ও জগদ্বিধারণের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রকৃতি-যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তারিতভাবে "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে করিয়াছি। বাহুল্য পরিহারের জন্য উহার উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

৯৯। দ্রব্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশে বশিষ্ঠদেব বলিলেন :—"উপলব্ধং বিদুর্দ্রব্যম্"—ঐ প্রকাশ দ্বারা যাহার উপলব্ধি হয়, তাহার নাম "দ্রব্য" অন্য কথায় জগতস্থ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায়। ইহার মধ্যে যে রহস্যটুকু আছে, তাহার উদ্‌ঘাটন প্রয়োজন মনে করি। প্রকাশ্য থাকিলেই প্রকাশের সার্থকতা। যেখানে প্রকাশ্য নাই, সেখানে প্রকাশ উজ্জলভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও, উহার উপলব্ধি হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা ব্যোমযানারোহণে ঊর্দ্ধাকাশে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে, ঊর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলের নিম্নাংশের কতকদূর পর্য্যন্ত, পৃথিবীর ধূলিকণা বিচরণ করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্যালোকের বিকীরণে আকাশ নীলবর্ণ দেখায়। কিন্তু তাহার

উপরে যেখানে ধূলিকণার গতি নাই, সেখানে সূর্য্যালোক অপ্রতিহত ভাবে সঞ্চরমান হইলেও, প্রকাশের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। সেখানকার ও তাহার উপরের আকাশ নিবিড় অন্ধকারময় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। অবশ্যই তাঁহাদের আকাশ বিমানের উপর পতিত সূর্য্যালোক, উহাকে, তাঁহাদিগকে ও বিমানস্থ বস্তুজাতকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু, তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে ও উপরাকাশে আলোক প্রকাশের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতএব জ্যোতিঃ প্রকাশে প্রকাশ্য যাহা কিছু, তাহাই দ্রব্য।

ভাগবত উদ্ধৃত ২।৫।১৪ শ্লোকে "দ্রব্য" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। উহা ঠিক যোগবাশিষ্ঠে ব্যবহৃত অর্থে নহে বলিয়া মনে হয়। যোগবাশিষ্ঠের "দ্রব্য"—দ্রব্যসাধারণ; ভাগবতের "দ্রব্য"—দ্রব্যের উপাদান। সুতরাং বিভেদ—স্থূল ও সূক্ষ্ম নির্দ্দেশে; তত্ত্বতঃ নহে।

২৪) ভগবদ্-রহস্য।

১০০। ব্রহ্মনির্দ্দেশে "তেজোবিন্দু" উপনিষৎ বলিতেছেন :—

মুক্তামুক্তস্বরূপাত্মা মুক্তামুক্তবিবর্জ্জিতঃ॥ তেজোবিন্দু—৪.৬৫
বন্ধমোক্ষস্বরূপাত্মা বন্ধমোক্ষবিবর্জ্জিতঃ।
দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতঃ॥ " ৪.৬৬
সর্ব্বাসর্ব্বস্বরূপাত্মা সর্ব্বাসর্ব্ববিবর্জ্জিতঃ।
মোদপ্রমোদরূপাত্মা মোদাদিবিনিবর্জ্জিতঃ॥ " ৪.৬৭
আনন্দাদি বিহীনাত্মা অমৃতাত্মামৃতাত্মকঃ।
কালত্রয়স্বরূপাত্মা কালত্রয়বিবর্জ্জিতঃ॥ " ৪।৬৯

[আর কত উদ্ধার করিব? শ্রুতির ভাষা অতি সরল বলিয়া বাঙ্গলা অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই] উপরে উদ্ধৃত শ্রুতির মন্ত্র কয়টিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্রহ্ম, পরমতত্ত্ব বা ভগবান্ সম্বন্ধে তত্ত্বতঃ "তিনি ইহা ও ইহা নয়" বলা চলে না। যদি তাঁহার নির্দ্দেশের জন্য, "তিনি ইহা" বলা হয়, তাহা হইলে, তিনি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য হইয়া পড়িলেন, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আবার অন্য পক্ষে যদি বলা হয়, "তিনি ইহা নয়"—তাহা হইলে, তাঁহার সর্ব্বাত্মকতার অপলাপ করা হয়, অদ্বৈতহানি সংঘটিত হয়। অর্থাৎ তিনি ছাড়া অন্য কিছু "ইহা" থাকার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কিন্তু সমুদায় বিরোধের সমন্বয় তাঁহাতে—ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

১০১। গীতায় ভগবান্ ইহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :—

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ গীঃ ৯।৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ,, ৯।৫
যথা কাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ,, ৯।৬

সমস্তভূতই আমাতে অবস্থিত বটে, কিন্তু আমি ভূতে অবস্থিত নহি। ৯।৪. শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী "মৎস্থানি" পদের অর্থ করিতেছেন—"কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তি"—কারণরূপ আমাতে স্থিত। ইহাতে মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, মৃদ্‌ঘটের কারণ ত মৃত্তিকা—উহা ঘটের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করে, প্রত্যক্ষ দেখা যায়। তবে কি ভগবান্ প্রত্যেক ভূতের অন্তরে-বাহিরে অবস্থান করেন। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য ভগবান্ সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, না, আমি ভূতে অবস্থিত নহি। আরও বলিতেছেন যে, আমার আত্মা (পরমস্বরূপ) ভূতগণের ধারক ও পালক হইলেও আমি ভূতস্থ নহি। আমি নিরহঙ্কার, অসঙ্গ ও উদাসীন বলিয়া কাহারও সহিত আমার সংশ্লেষ মাত্র নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, যেমন গমনশীল বায়ু নিত্যই আকাশে স্থিত, সেইরূপ ভূতসকল আমাতে স্থিত অবগত হও। ৯।৫-৬। ভগবান্ বুঝাইলেন যে, তিনি সমুদায়ের কারণ হইলেও নিষ্কারণ—আমাদের দৃষ্টিতে আমরা কারণ ও কার্য্যের বিভিন্নত্ব দেখিয়া থাকি কিন্তু তাহা প্রকৃত দর্শন নহে। পরমতত্ত্ব বা ভগবানে তাহা প্রযোজ্য নহে। তিনি সর্ব্বাধার বলিয়া, জগতস্থ সমুদায় তাঁহার আধারে বর্ত্তমান থাকিলেও, আধেয়ের সহিত তাঁহার সংশ্লেষ মাত্র নাই। সুতরাং বর্ত্তমান আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্ম বা ভগবান্ জগতের ও তদন্তর্ভুক্ত সমুদায়ের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া কথিত হইলেও এবং ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৬।৪।২৫ শ্লোকে সমুদায় কারক ব্যাপার তাঁহাতে স্পষ্টতঃ বলিলেও, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের মনের ভাব বা ভাষা, পরমতত্ত্বে বা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য নহে। ইহা তত্ত্বতঃ সত্য নহে। অজ্ঞ শিষ্যের বোধ সৌকর্য্যার্থ বলা হইয়াছে মাত্র। এই প্রশ্ন "নাম মহিমা" পুস্তকে উত্থাপন করিয়া যাহা বলিয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

১০২। "প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আমরা স্পষ্টভাবে জানি যে, কারণ—কার্য্যের পূর্ব্ববর্তী ও কার্য্য—কারণের পরবর্তী; কিন্তু ব্রহ্ম বা পরতত্ত্ব, এমন একটি বস্তু;

যাহাতে পূর্ব্বত্ব-পরত্ব বর্ত্তমান নাই। সুতরাং তিনি কারণ হইবেন কিরূপে? ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন :—

হেতুত্বাভাবতো ব্রহ্ম কার্য্যত্বাভাবতস্তথা।
অদ্বৈতেনাতিগন্তাত্মা ন চ কার্য্যং ন কারণম্॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯৫।১২

অকর্ত্তৃকর্ম্মকরণম্ কারণম্ বীজকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম কর্ত্তৃ কথং ভবেৎ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯৫।১৩

যাহা পূর্ব্বগত, তাহা কারণ, যাহা পরগত তাহা কার্য্য। ব্রহ্মে পূর্ব্বত্ব-পরত্ব বর্ত্তমান না থাকায়, তাঁহাকে কারণ বা কার্য্য বলা চলে না। তিনি সর্ব্বাতীত। তাঁহার-কর্ত্তৃত্ব-কর্মত্ব-করণত্ব-কারণত্ব নাই। উপাদান বা নিমিত্ত কারণত্বও নাই। তিনি বিচারাতীত, জ্ঞানাতীত। তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বারোপ হইবে কিরূপে? যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৯৫।১২-১৩।

তবে যে ব্রহ্মকে জগতের—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলা হয়, তাহা "অরুন্ধতী ন্যায়ে" প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাহ্য বিষয়ের দৃষ্টান্তে, মানবের ভাষায় স্বভাবগত অক্ষমতা স্বত্বেও, ভাষায় প্রদত্ত বাচনিক উপদেশের মধ্য দিয়া অজ্ঞ শিষ্যের বুদ্ধিকে স্থূল দৃশ্যপ্রপঞ্চ হইতে ক্রমশঃ পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বস্বরূপে—উপনীত করিবার জন্য। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র পরমতত্ত্বই বর্ত্তমান। জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। তিনি "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"। কিরণ বিস্ফুরণ জ্যোতিঃর বিশেষত্ব। এই কিরণ-বিস্ফুরণ হইতেই জগতের অভিব্যক্তি। কিরণ যেমন "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে পৃথক্ নহে, সেইরূপ জগৎও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে।

১০৩। "পারমার্থিক দৃষ্টিতে এরূপ হইলেও, ব্যাবহারিক জগতের অপলাপ করা যায় না। যে কারণেই হউক, যখন আমরা ব্যাবহারিক জগতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি ও ব্যবহার সম্পাদন করা এবং ব্যাবহারিক জগৎ হইতে ক্রমশঃ আমাদিগের নিজ স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োগ, আমাদের নিয়তি, তখন ব্যাবহারিক জগতের—আপেক্ষিক সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। যতদিন আমাদিগের সম্বন্ধে ব্যাবহারিক জগৎ ও তাহাতে আমাদের ব্যবহার সম্পাদন চলিতে থাকিবে, ততদিন জগৎ সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা, শাস্ত্রের উপদেশ প্রভৃতি

সমুদায় মানিয়া পরমপুরুষার্থ পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ততদিন হৃদয়ের অন্তস্থলে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে হইবে যে—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীঃ ১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্‌স্যসি শাশ্বতম্ ॥
গীঃ ১৮।৬২

ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, সমুদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে শরণাগতি প্রয়োজন। শরণ গ্রহণ করিলেই ভগবান্ সমুদায় সুসম্পন্ন করিয়া দিবেন। ইহা যে তাঁহার নিজের অঙ্গীকার। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে সম্মিলিত জীবগণের সমক্ষে উদাত্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ গীঃ ১৮।৬৬

১০৪। "ভগবান্ যে সর্ব্বাত্মক, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কঠ শ্রুতি একটি মন্ত্রে ইহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। উহা ভগবদ্-রহস্য, অতি সংক্ষেপে জ্ঞাপনে অত্যন্ত উপযোগী বলিয়া উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। মন্ত্রটি এই :—

হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা, বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্ বরসদ্ ঋতসদ্ ব্যোমসদ্ অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥
কঠ-২।২।২

পরব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ সর্ব্বপুরে বাস করেন বলিয়া—"হংসঃ" নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বত্র গমন করেন বলিয়া—উক্ত নামের সার্থকতা। "শুচি" বা দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে অবস্থান করেন বলিয়া—"শুচিষৎ", সমস্ত ভূতকে বাসস্থান প্রদান করেন বলিয়া—"বসু", অন্তরিক্ষে (আকাশে) বায়ুরূপে অবস্থান করেন বলিয়া—"অন্তরিক্ষসৎ", স্বয়ং অগ্নি (জ্ঞান) স্বরূপ বলিয়া—অথবা যে আত্মারূপে শব্দাদি বিষয় সকল ভোগ করেন বলিয়া—"হোতা", পৃথিবীরূপ বেদিতে উক্তরূপ হোতার আশ্রয়ে বাস করেন বলিয়া—"বেদিষৎ", তিনিই সোমরূপী "অতিথি" এবং সোম বা ভোগ্যরূপে দুরোণে বা কলসে অবস্থান করেন বলিয়া—"দুরোণসৎ"।

নৃ—বা মনুষ্য সমূহে অবস্থান করেন বলিয়া—"নৃষৎ", দেবতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভূতে অবস্থান করেন বলিয়া—"বরসৎ"। ঋত—যজ্ঞ বা যজ্ঞফল—কর্ম্মফল—অথবা জগচ্চক্র পরিচালনের নিয়মপরম্পরা প্রভৃতিতে অবস্থান করেন বলিয়া—"ঋতসৎ"। আকাশে প্রাণ-শক্তির কারণীভূত তেজঃরূপে অবস্থান করেন বলিয়া—"ব্যোমসৎ"। জলে পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার, শঙ্খ, শম্বুক, মুক্তা, মকর, তিমি, মৎস্য প্রভৃতি রূপে অবস্থান করেন বলিয়া—"অব্জা", পৃথিবীতে ধান্য, গোধূম, যব, ওষধি প্রভৃতি ও বৃক্ষ-লতাদিরূপে উৎপন্ন হন বলিয়া—"গোজা", যজ্ঞাঙ্গে দ্রব্যাদিরূপে প্রকটিত হন বলিয়া—"ঋতজা", পর্ব্বত হইতে নদী, প্রস্রবণ, ধাতু প্রভৃতি আকারে প্রকাশ পান বলিয়া—"অদ্রিজা", তিনি সত্যস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা হইয়াও অবিতথ স্বভাব বলিয়া—"ঋত" এবং সর্ব্ব জগতের কারণ বলিয়া—"বৃহৎ"।

[উপরে "হংসঃ"পদের অর্থ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে দেওয়া হইয়াছে—আমার মনে হয় যে, উহার আর একটি সুন্দর অর্থ হইতে পারে। "হংসঃ"="অহং+সঃ"=আমিই সেই—'অহং'-এর "ম" কারের লোপ। ইহার অর্থ হইতেছে—ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত অহং—প্রত্যয় বেদ্য যতকিছু "হংস" পদের ব্যাপক অর্থ। একখণ্ড প্রস্তর বা একতাল মৃত্তিকা ও তাহার আকার, পরিমাণ, গুরুত্ব, ভার প্রভৃতি অপর হইতে পৃথক হওয়া হেতু, "অহং" প্রত্যয়ের পর্য্যায়ে কেন না পড়িবে? বিশেষতঃ যখন সমুদায়ই চিতের প্রকাশ-ভাব, তখন উক্তরূপ অর্থও সঙ্গত কেন না হইবে? পরস্থিত শুচিষৎ হইতে ঋতং-বৃহৎ প্রভৃতি সমুদায়গুলি—"হংস" পদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কেন না করা যাইবে? স্থাবরেও অহং প্রত্যয়ভাব বর্ত্তমান, তাহা বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণ উত্তরভাগে-১৭৩ অধ্যায়ে—৩-৪-৫ শ্লোকে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন। গ্রন্থ বাহুল্য পরিহারের জন্য উদ্ধৃত করিলাম না।]

এই মন্ত্রটি হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ব্যবহারিক জগতের যত কিছু সমুদায় ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি। আমাদের ব্যবহার সম্পাদনের জন্য উহাদের প্রকটন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৪।৫।২-৩ মন্ত্রে ব্রহ্মের এক পাদের নাম "প্রকাশবান" উক্ত হইয়াছে।

২৫) ব্যাবহারিক জগৎ।

১০৫। উপরের আলোচনায় আমরা ব্যাবহারিক জগতের উল্লেখ পাইয়াছি। ব্যাবহারিক জগতের পৃথক্ নাম শুনিয়া মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, তবে পারমার্থিক জগৎ বলিয়া কি অন্য একটি জগৎ আছে। ইহার উত্তর এই যে—নিত্যধামকে পারমার্থিক জগৎ বলা হইয়া থাকে, তাহা হইতে

পৃথকত্ব বুঝাইবার জন্য "মায়াপ্রপঞ্চ"—কে "ব্যাবহারিক জগৎ" বলা হয়। ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-পরমতত্ত্ব ভগবানের এক পাদে এই প্রপঞ্চ জগৎ—ইহা অবিদ্যাপাদ নামে কথিত, অন্য ত্রিপাদ অমৃত লোকে অবস্থিত। পুরুষসূক্তও বলিয়াছেন "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যাঽমৃতং দিবি"—এক পাদে এই প্রপঞ্চ জগৎ ও তদন্তর্ভুক্ত ভূতজাত, অন্য ত্রিপাদ অমৃতলোকে। এই এক পাদ—"অবিদ্যাপাদ" বলিয়া কথিত হইবার কারণ এই যে, এই পাদে অবিদ্যা বা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি-রূপা মায়ার প্রভাব, ভগবানেরই সংকল্পে ক্রিয়াশীল। ইহারই অপর নাম "মায়াপ্রপঞ্চ"। ১১৭ অনুচ্ছেদে যে সৃষ্টি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, উহাতে ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে কথিত অবিদ্যা বা মায়াকে বিশ্লেষণ করিয়া, প্রধান বা গুণমায়া, অবিদ্যা বা জীবমায়া এবং বিদ্যা—এই তিন নামে দেখান হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিদ্যা—নিরপেক্ষ ব্রহ্মবিদ্যা নহে—ইহা অবিদ্যার সহিত আপেক্ষিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ—ইহার দ্বারা অবিদ্যার শক্তি প্রতিহত ও পরাভূত হইয়া থাকে।

প্রধান বা গুণমায়া হইতে বিশ্বের অভিব্যক্তি, উক্ত চিত্র অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে। ইহা "প্রাধানিক সৃষ্টি" বলিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা কথিত। তাঁহারা বলেন, ইহা ঐকান্তিক মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র। ইহার সাক্ষাৎ পরে পাইব। এই প্রাধানিক সৃষ্টি—বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ উভয়ের তুল্যরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বিদ্বান্ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বিশিষ্ট জনগণ ইহাকে কিরূপ ভাবে দর্শন করেন, তাহার পরিচয় ভাগবত ২৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২।৩৯ শ্লোকে দিয়াছেন। তাঁহারা যত কিছু দেখেন, সমুদায় শ্রীহরির শরীর মনে করিয়া ভক্তিভরে অনন্যচিত্তে প্রণাম নিবেদন করেন। কিন্তু অবিদ্বান্, সাধারণ মানব কি তাহা করিতে পারেন? আমরা সাধারণ মানব, অবিদ্যার অন্ধকারে নিমজ্জিত। আমাদের শরীর প্রাধানিক সৃষ্টির উপাদানীভূত, পঞ্চমহাভূত, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির দ্বারা গঠিত হইলেও এবং উহা আমাদের আত্মা হইতে পৃথক্, ইহা মুখে আওড়াইয়া গেলেও, উক্ত অসৎ শরীরের—আত্মভাব আরোপ করিয়া "আমি কৃশ, আমি রুগ্ন, আমি দুঃখী, আমি দরিদ্র, আমার পুত্র কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার গৃহ, আমার সম্পত্তি"—প্রভৃতি অবিদ্যা প্রচোদিত এবং সেকারণ মিথ্যা সম্বন্ধ পাতাইয়া দুঃখ, ক্লেশ, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। ইহাই আমাদের ব্যাবহারিক জগৎ। আমাদের জীবিত কালে, আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ—গ্রহণ, আস্বাদন, শীতোষ্ণাদি অনুভব করিয়া থাকি, সমুদায় লইয়া আমাদের

ব্যাবহারিক জগৎ। আমাদের আত্মীয়, শত্রু, বন্ধু, প্রতিবেশী, উদাসীন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মানবের সহিত, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবের সহিত, পাথর-কাঠ—জল-ফুল-ফল-শস্য প্রভৃতির সহিত ব্যবহার—ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ইহার নাম ব্যাবহারিক জগৎ।

১০৬। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার পদানুসারী অদ্বৈতপন্থিগণ, জগৎ প্রপঞ্চকে অর্থাৎ প্রাধানিক ও ব্যাবহারিক উভয়কে, রজ্জু—সর্পের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে,—রজ্জু ও সর্প উভয়েরই আপেক্ষিক সত্যতা বর্ত্তমান, কিন্তু উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ মাত্রই মিথ্যা—উক্ত সম্বন্ধ ভ্রান্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং মিথ্যা ভিন্ন আর কি হইবে? কিন্তু উক্ত সম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়া, যেমন রজ্জু ও সর্পকে মিথ্যা বলা যুক্তি ও বিচার বহির্ভূত, সেইরূপ প্রাধানিক সৃষ্টি—জগৎ প্রপঞ্চ, দেহ, গেহ, ধন, জন প্রভৃতিতে "আমি ও আমার" জ্ঞানই মিথ্যা। এই সম্বন্ধ আমরা অবিদ্যা বশতঃ পাতাইয়া থাকি। এ সম্বন্ধ মিথ্যা হইলেই জগৎ প্রপঞ্চ, দেহ, গেহ প্রভৃতি মিথ্যা হইবে কেন? উহারা ত আমাদের কৃত নহে। উহারা ত ভগবানেরই বিভূতি বিকাশ। ঋগ্‌বেদের—পুরুষসূক্তে স্পষ্ট কথিত আছে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্"—পরিদৃশ্যমান ও তাহার অন্তর্ভুক্ত যা কিছু, ভূত ও ভবিষ্যৎ বিশ্বের জীবগণ ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু—সমুদায় পুরুষই। ছান্দোগ্য শ্রুতিও স্পষ্ট বলিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—পরিদৃশ্যমান সর্ব্ব ব্রহ্মই। অদ্বৈতপন্থিগণ বলেন, উহা আমরা তত্ত্বতঃ স্বীকার করি। উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, শুধু তত্ত্বতঃ কেন? জীবসৃষ্ট সম্বন্ধ মিথ্যা বল, তাহাতে আপত্তি নাই, ঈশসৃষ্ট যাহা কিছু, তাহাকে "সর্ব্বকাল-সত্তাক" সত্য না বল, তাহাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু উহা ঐকান্তিক মিথ্যা হইবে কেন? ভগবানের সংকল্প বশতঃ নশ্বরত্ব উহার সহিত জড়িত। উহার আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করিবে না কেন?

সাধারণ ভাবে উভয়ের মতবাদ কথিত হইল। প্রণিধান পূর্ব্বক অনুধাবন করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, বিরোধ শুধু তর্ক শাস্ত্রের বিতর্ক মাত্র—বুদ্ধির ক্রিয়া ভিন্ন, আর কিছু নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য "সর্ব্ব-কাল-সত্তাক" বস্তুকে সত্য বলিয়াছেন, সে কারণ যাহা অসর্ব্বকাল-সত্তাক—অন্য কথায় নশ্বর, তাহা তাঁহার উক্ত পরিভাষানুসারে মিথ্যা পর্য্যায়ে পড়িতে বাধ্য। অতএব বিরোধ শুধু পরিভাষায় মাত্র। অন্য পক্ষে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্যাবহারিক জগৎকে অপলাপ করেন নাই, তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

১০৭। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য জীবগোস্বামী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উপরে কথিত যুক্তি বিচার গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বে ৫৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৩৮ শ্লোকের তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম বা ভগবান্ (১) তাঁহার স্বরূপে, (২) তদ্রূপ বৈভবে, (৩) জীব, (৪) প্রকৃতি বা প্রধান এই চারিরূপে চির বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি সূর্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্য্য বলিলে, যেমন আমরা মণ্ডলের অন্তরস্থ (১) জ্যোতির্ম্ময় সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ, (২) মণ্ডলের বাহিরে তেজোমণ্ডল, (ইংরাজী নাম Photosphere), (৩) তেজোমণ্ডল হইতে সর্ব্বদিকে প্রসৃত রশ্মি প্রবাহ, (৪) প্রতিচ্ছায়া বা আভাস (Radiated বা diffused rays), এই চারিভাব একত্রে ধারণা করিয়া থাকি, ব্রহ্ম বা ভগবান্ সম্বন্ধেও সেই প্রকার। কেন্দ্রস্থ তিনি—ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কথিত (১) "চিদণু" রূপে, (২) তাঁহার রূপ বৈভবে—অর্থাৎ পুরুষসূক্তের ভাষায় পাদবিভূতি ও ত্রিপাদ বিভূতিরূপে (৩) জীবরূপে ও (৪) প্রধান বা প্রকৃতি রূপে চির বিদ্যমান। সুতরাং সৃষ্টি চির-বিদ্যমান। সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগণের মধ্যে, কোনও বিশেষ কারণে কোনও বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও সমগ্র সৃষ্টির বিনাশ নাই। প্রবাহরূপে চির বিদ্যমান। ইহাই সঙ্গত। চিদণুর স্ফুরণ ত চির বিদ্যমান। এইজন্য মাণ্ডূক্য কারিকায় ও অধ্যাত্মরামায়ণে উহা "সকৃদ্ বিভাতম্" বলা হইয়াছে। "সকৃৎ" শব্দের অর্থ—একবার মাত্র বটে। কিন্তু উক্ত "সকৃৎ বিভাতম্" পদে "সকৃৎ" সংখ্যাবাচক "এক" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। দীপ্তি কখনও বৃদ্ধি বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না, সমান ঔজ্জ্বল্যে চিরবর্ত্তমান, ইহা প্রকাশ করাই অভিপ্রায়।

১০৮। সৃষ্টি প্রবাহরূপে চির বিদ্যমান বলা হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমাদের শরীরাভ্যন্তরস্থ রক্ত কণিকায় দেখিতে পাই। উহারা এত ক্ষুদ্র যে সূচ্যগ্র পরিমিত এক বিন্দু রক্তে, উহাদের লক্ষ লক্ষ বর্ত্তমান থাকে। শক্তিশালী অণুবীক্ষণের সাহায্যে, উহারা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়াছে। উহারা জীবাণু—উহাদের জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানোৎপত্তি, নাশ—সাধারণ জীবের ন্যায় বর্ত্তমান আছে। উহাদের প্রত্যেকের জীবিত কাল অতি অল্প। উহারা আমাদের দেহের বর্দ্ধন, পোষণ, রক্ষণ করিয়া থাকে। উহাদের কাহারও কাহারও মৃত্যুতে আমাদের দেহের কোনও ক্ষতি হয় না। অন্য রক্ত-কণিকা জন্ম গ্রহণ করিয়া, প্রবাহরূপে উহার স্থান পূরণ করিয়া থাকে। সৃষ্টিতেও তাই। কোনও ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, অন্য ব্রহ্মাণ্ড

অভিব্যক্ত হইয়া উহার স্থান পূরণ করিয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টি অনাদি ও প্রবাহরূপে যে চির বিদ্যমান ইহা বুঝা গেল।

আচার্য্য জীবগোস্বামীর উপরে উদ্ধৃত উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া, ভাগবতের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিতেছেন :—

কার্য্যং প্রাধানিকং সত্যং কার্য্যমাবিদ্যকং মৃষা।
নিত্যং তদ্‌ভক্তিসম্বন্ধমিদং তৎ ত্রিতয়াত্মকম্ ॥১
প্রাধানিকাঃ স্যুর্দেহাস্তদ্ধর্ম্মা আবিদ্যকাঃ পুনঃ।
জীবেষু তত্তৎ সম্বন্ধো ভক্তিশ্চেন্নির্গুণাশ্চক ॥২
চিজ্জীবমায়া নিত্যাঃ স্যুস্তিস্রঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ।
তদ্‌বৃত্তয়শ্চ তাভিঃ স ভাত্যেকঃ পরমেশ্বরঃ ॥৩
কার্য্যকারণয়োরৈক্যাচ্ছক্তিঃ শক্তিমতোরপি।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনঃ ॥৪

ভাগবতের ২।৯।৩৫ শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা।

প্রাধানিক কার্য্য (সৃষ্টি) সত্য, আবিদ্যক সৃষ্টি মিথ্যা। ভগবানে জীবের ভক্তি সম্বন্ধ নিত্য। সৃষ্ট জগৎ এই ত্রিতয়াত্মক ॥১। দেহ সকল প্রাধানিক কার্য্য, দেহ ধর্ম্ম সকল যথা ক্ষুৎ-পিপাসা-রোগ-শোক-মোহ ইত্যাদি অবিদ্যা সম্ভূত। জীব সকল এই সকলের সহিত সম্বন্ধে বদ্ধ হয়। ভগবানে ভক্তি থাকিলে, উহারা নির্গুণ হইয়া থাকে, বদ্ধ করিতে পারে না ॥২।

চিৎ, জীব ও মায়া তিনই নিত্য, তিন-ই কৃষ্ণের শক্তি। উহাদের ও উহাদের বৃত্তিগণের সহিত, তিনি এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বররূপে প্রকটিত হন ॥৩।

কারণ—কার্য, শক্তিমান—শক্তি, অভেদ হেতু, একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই তত্ত্ব। জগতে নানা কিছুই নাই ॥৪।

অতএব ব্যাবহারিক জগৎ সত্য বলিতে হয় বল, মিথ্যা বলিতে হয় বল, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। ভাগবত ১০।১৪।১২ শ্লোকে উহা "অস্তি—নাস্তি—ব্যপদেশভূষিতম্" বলিয়াছেন। তত্ত্বতঃ যাহাই হউক, কিন্তু মুখে তোতা পাখীর ন্যায় আওড়াইয়া গেলেই কি আমরা মনে প্রাণে অনুভব করিতে পারি যে, ব্যাবহারিক জগৎ মিথ্যা? সংসারের দারুণ পেষণে সংপিষ্ট হইয়া "পরিত্রাহি" ডাক ছাড়িতেছি, ত্রিতাপ দহনে দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি;

তখন কি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি যে, দহন জ্বালা মিথ্যা? যিনি ইহা পারেন, তিনি ত আমার প্রণম্য, তিনি জ্ঞানের অতি উচ্চ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার জন্য এ আলোচনা নহে। এ আলোচনা আমার ন্যায় অজ্ঞ, মূর্খ, সাধনহীনের জন্য। আমার কাছে ব্যাবহারিক জগৎ মিথ্যা নহে, জলন্ত সত্য। ইহার পেষণ ও দহন জ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য, আমার সমগ্র চেষ্টা, সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। সেজন্য পরম দয়াল, জীববৎসল ভগবানের শরণাগতি গ্রহণ আমার সর্ব্বতোভাবে করণীয়।

২৬) ব্রহ্ম বা ভগবান যদি অকর্ত্তা, তবে জগতের কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন কিনা?

১০৯। উপরে ৯৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৫।১৪ শ্লোক হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, ভগবান্ বাসুদেবই সমুদায়ের—একমাত্র কারণ। আবার যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ পূর্ব্বভাগের ৯৫।১২-১৩ শ্লোক (১০২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) হইতে বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্ম বা ভগবানের কর্ত্তা হওয়া সম্ভব নহে। ভাগবত ভগবান্ বাসুদেবকেই পরমতত্ত্ব, ব্রহ্ম, ভগবান বলিয়া প্রতিপাদন করেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা যাইতেছে। এই বিরোধের সমাধান কি? এই বিরোধ সমাধানের জন্য একটু সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করি।

১১০। আমরা দুই প্রকার দৃষ্টি ভঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকি। একটি—ব্রহ্ম বা ভগবানের স্বরূপনিষ্ঠ ভাবের দিক হইতে, অপরটি—তাঁহার সৃষ্টিগত ভাবের দিক হইতে। সৃষ্টিগতভাব—ব্যাবহারিক জগৎভাব বুঝিতে হইবে, কেননা, আমরা ব্যাবহারিক জীব—উহার সহিতই আমাদের কারবার। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্যাবহারিক জগৎ অস্বীকার করেন নাই। সে কারণ, সেদিক হইতে আলোচনা শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদিগণের পক্ষ হইতে কোনও প্রকার আপত্তিকর হইতে পারে না।

১১১। স্বরূপনিষ্ঠ ভাবের দিক হইতে আলোচনায় আমরা নিজ নিজ বোধে বুঝিতে পারি যে, ব্রহ্ম বা ভগবান্—অবাঙ্‌মনসোগোচর, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অরূপ—মনে ধারনার বা ভাষায় প্রকাশের বিষয় নহেন। (ভাগবত ১০।৮৭।১)। একারণ যখন তিনি মায়ার (তাঁহার স্বকীয়া সংকল্পশক্তির) সাহচর্য্যে, সৃষ্টি অভিব্যক্ত করেন, তখনই তিনি স্বেচ্ছাবশতঃ, আপনাকে আমাদের ধ্যান-ধারণার যোগ্য করিয়া প্রকটিত করেন, তখনই ভাষা তাঁহাকে যথাশক্তি প্রকাশের প্রয়াস পায়, তখনই বেদ নিখিল জীব কল্যাণের জন্য অন্তর্দৃষ্টিতে

সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত, তাঁহার—স্বরূপ, ভাষার অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াই,—বাধ্য হইয়া উহারই মাধ্যমে, মানবদেহধারী জীব সমাজে, নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করেন (ভাগবত ১০।৮৭।১০, অনুচ্ছেদ ৫৮)। এই একই কারণে ভগবান্ সূত্রকার—তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বীয় স্বরূপনিষ্ঠভাবে থাকা কালে, পরমতত্ত্ব বা ভগবান্, যে কালে "অমাত্র"—পরিমাণ হীন বা শূন্য পরিমাণ (of no dimension), সেই সমকালেই তিনি অনন্তমাত্র (of infinite dimension)। তখন তিনি "চিদণু" রূপে বিশ্বের কেন্দ্রে শুধু ভাব পদার্থরূপে বিরাজিত। কিন্তু অনন্তের কেন্দ্র যে কোনও বিন্দু হইতে পারে বলিয়া, অনন্ত দেশে, সর্ব্বত্র "চিদণু" রূপে বিরাজিত থাকেন। তখন উক্ত সর্ব্বব্যাপী চিদণুতে, ভাবী বিশ্বস্থ অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডগণের সমুদায় ভাব ও শক্তি তাদাত্ম্য ভাবে, সেই পরমভাব ও অনন্ত শক্তিমান চিদণুতে অতিসূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমরা গোলকের দৃষ্টান্তে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

স্বরূপনিষ্ঠভাবে, সর্ব্বব্যাপী চিদণুতে অবস্থান কালে, তাঁহার জ্ঞানের ব্যভিচার নাই ; ইহা ৬৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৫।২৪ শ্লোক হইতে বুঝিয়াছি। সে জ্ঞান—নিরপেক্ষ জ্ঞান—উহা কাহারই বা অপেক্ষা রাখিবে। তিনি সর্ব্বাধার। সৃষ্টি ও স্থিতিকালে বিশ্ব যেমন তাঁহার আধারে থাকে, প্রলয়ে-সমগ্র বিশ্বের ধ্বংস কল্পনা করিলেও, তখনও নাশপ্রাপ্ত-বিশ্ব তাঁহার—আধারে বর্ত্তমান থাকে। তাঁহার—দৃষ্টিতে অতীত—ভবিষ্যৎ কাল বিভাগ নাই। সমুদায়ই বর্ত্তমান কাল। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে বুঝিতে পারি। ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠায় ৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিলেও বোধ সৌকর্য্যার্থ পুনরায় বলি। একটি জল-কণিকা সাগর হইতে বাষ্পাকারে মেঘরূপে আকাশে কিছুকাল অবস্থানের পর, বৃষ্টিরূপে পৃথিবী-পৃষ্ঠে পড়িয়া, অন্য অসংখ্য জল-কণার সঙ্গে মিলিয়া সাগরে পুনরায় পড়িল। ইহাতে, প্রথমে সাগরে থাকা. আকাশে অবস্থান ও পৃথিবী পৃষ্ঠে পতন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিতে অতীতের—ঘটনা ও সাগরে পুনঃ অবস্থান—বর্ত্তমান কালের ঘটনা বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু আকাশ—কি সাগর, কি মেঘ, কি পৃথিবী পৃষ্ঠ সমুদায়ের আধার বলিয়া—আকাশে উহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান,—আকাশ সম্বন্ধে উহার অতীত বা ভবিষ্যৎ নাই। সেইরূপ যিনি ভূমা, সর্ব্বাধার—তাঁহার আধারে কি সৃষ্টি, কি স্থিতি, কি প্রলয়ে, সমগ্র বিশ্ব—তাহার সবকিছুর সহিত চিরবর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার—স্বরূপনিষ্ঠভাবে অবস্থান কালে, তাঁহার দৃষ্টিতে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা কোথা হইতে থাকিবে ?

১১২। যখন সেই ভূমা বা সর্ব্বাধার বা চিদণু বা ভগবান্, নিজের স্বরূপ—

অপ্রচ্যুত ভাবে বর্ত্তমান রাখিয়াই, স্বেচ্ছাবশতঃ মায়ার আবরণে উহা সাময়িক ভাবে আবৃত করিয়া, মায়ার সহিত ক্রীড়ার অভিনয়ে সৃষ্টি অভিব্যক্ত করেন, তখন তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সগুণ, সবিশেষ, সাকার—ব্রহ্ম। আমরা ব্যাবহারিক জীব, তাঁহার সৃষ্ট দেশকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাবহারিক জগৎ আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, স্বরূপনিষ্ঠভাবে অবস্থিত ব্রহ্মকে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত দূরে রাখিয়া, আমরা তাঁহারই সৃষ্টিগতভাবে প্রকটিত, সগুণ, সবিশেষ, সাকার ভগবানকে লইয়া কি আধিভৌতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক সমুদায় ব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। "দূরে রাখিয়া"—বলায়, কেহ যেন বুঝিবেন না যে, স্বরূপনিষ্ঠ ও সৃষ্টিগত ভাব—উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ অভিপ্রেত, বলা বাহুল্য যে পার্থক্য মাত্র নাই। ভগবান্ সূত্রকার—"উভয়ব্যপদেশাৎ তু অহিকুণ্ডলবৎ"—৩।২।২৭ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, অহি (সর্প) যেমন কখনও কুণ্ডলাকারে এবং কখনও সরলাকারে—থাকে, তাহাতে তাহার স্বরূপের কোনও ব্যত্যয় হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম বা ভগবানের—সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ, মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত ভাব, তাঁহার—স্বরূপ হইতে অভেদ, ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, যিনি চিদণু, তিনিই ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবান্, তিনিই নারায়ণ—বাসুদেব,—রাম—কৃষ্ণ—শিব—দুর্গা—কালী ইত্যাদি। সুতরাং স্বরূপনিষ্ঠভাবে সৃষ্টি না থাকায় সৃষ্টিকর্ত্তাও নাই। সৃষ্টিগত বা ব্যাবহারিক ভাবে সৃষ্ট জগৎ বর্ত্তমান থাকায়, সৃষ্টিকর্ত্তাও বর্ত্তমান আছেন। বলা বাহুল্য যে, ব্যাবহারিক ভাব হইতে মুক্তি লাভই মোক্ষ, ইহার জন্যই বেদান্তালোচনা।

ব্যাবহারিক জগতে ভগবান ও জীব।

১১৩। তিনি জীবকে কত ভালোবাসেন, তাহা মানবদেহধারী জীবগণকে বুঝাইবার জন্য কৌস্তভব্যপদেশে সমষ্টি জীবচৈতন্য, অলঙ্কার-স্বরূপ নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। (ভাগবত ১২।১১।৮)। তিনি তাঁহার ভক্তের নিকট অপরাধী দুর্ব্বাসা ঋষিকে নিজ ভক্ত বৎসলতা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন :—

"অহং ভক্ত পরাধীনহ্য স্বতন্ত্র ইব দ্বিজ" (ভাগবত ৯।৪।৪৬)। তিনিই নিজের ও নিজের অন্তরস্থ জগতের প্রবিত্রতা সম্পাদনের জন্য নিরপেক্ষ ভক্তগণের পদধূলিতে স্নান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। (অনুচ্ছেদ ৩৭। ভাগবত ১১।১৪।১৫)। তিনিই জীব কল্যানের জন্য আদর্শ মানব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, আমাদেরই একজন হইয়া আমাদেরই সুখ দুঃখের ভাগী হওতঃ সমুদ্রতীরে—লঙ্কাসমরের প্রাক্‌কালে সমবেত অগণ্য সৈন্যগণের সমক্ষে বলিয়াছিলেনঃ—বিভীষণ পরম

শত্রু রাবণের সহোদর ভ্রাতা বটে, কিন্তু আমার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, সে কারণ তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষনীয়, কারণ,—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি যাচতে
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ ৬।১২

একবার মাত্র "আমি তোমার" বলিয়া যে ব্যক্তি, আমার প্রপন্ন হয়, আমি সর্ব্বভূত হইতে অভয় তাহাকে দান করি। ইহা আমার ব্রত। অঃ রা ৬।১২

তিনিই কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে উভয় পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পরস্পরকে আক্রমণ করিতে সমুৎসুক, সৈন্যগণের সমক্ষে, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া মানবদেহধারী জীবগণের অভয় দানের জন্য বলিয়াছিলেন :—

মন্‌মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌ যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

গীঃ ১৮।৬৫

তুমি মদ্‌গত চিত্ত, মদ্‌ভক্ত, আমার পূজনশীল হও ও আমাকে নমস্কার কর, তাহা হইলে আমার প্রসাদলব্ধ জ্ঞানে আমাকেই পাইবে। তোমাকে আমি ইহা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কেননা তুমি আমার প্রিয়। গীঃ ১৮।৬৫

তাঁহার নিজের বাক্যানুসারে তিনিই জীবের

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম ॥ গীঃ ৯।১৮

তিনি নিজের পরিচয়ে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন :—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ গীঃ ৯।১০

অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা

এরূপ পরিচয় দিবার কারণ কি ? তাহাও নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ গীঃ ১০।৮

আমিই সকলের উৎপত্তির হেতু। আমা হইতেই বুদ্ধি-জ্ঞানাদি সমদায় প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা জানিয়া বুধগণ (যাঁহারা নিজ নিজ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির উপায় অবধারণ করিতে কুশল) তাঁহারা প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন। গীঃ ১০।৮। এরূপ ভজনার ফল কি ? তাহাও নিজমুখে বলিতেছেন :—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীঃ ১০।১০

এইরূপ আমাতে সতত যুক্ত চিত্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনকারিগণকে সেই বুদ্ধি-রূপ উপায় প্রদান করি, যে উপায়ে তাহারা আমাকে লাভ করে। গীঃ ১০।১০। এরূপ ভজনা কি সকলের পক্ষে সম্ভব? অথবা কেবল বুধগণই অধিকারী? এ প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্টভাবে নিজমুখে বলিতেছেন:—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥ গীঃ ৯।২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীঃ ৯।৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ গীঃ ৯।৩১

অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া আপামর সাধারণ সকল জীবের উদ্দেশে বলিতেছেন:—আমি সর্ব্বভূতে সমান (নিরপেক্ষ)। আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই, তাহা হইলেও, যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে, আমিও অনুগ্রাহকরূপে—তাহাদিগের—অন্তরে বর্ত্তমান থাকি। গীঃ ৯।২৯

অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনণ্যচিত্তে আমাকে (অন্য দেবতা হইতে অপৃথক্‌ভাবে) ভজনা করে, তাহা হইলে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, যেহেতু সে, পরমেশ্বরের ভজনেই জীবন সার্থক করিব, এ প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে বর্ত্তমান। গীঃ ৯।৩০

সেই আগেকার—দুরাচার-ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয় এবং পরমেশ্বর—নিষ্ঠারূপ-নিত্যশান্তি লাভ করে। যদি কেহ ইহা অবিশ্বাস করে, মনে কর, হে অর্জ্জুন! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা (শপথ) করিয়া বলিতে পার যে, দুরাচারী ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলে বিনষ্ট হয় না। গীঃ ৯।৩১

১১৪। আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, উপরে উদ্ধৃত উক্তি যিনি করিলেন, তিনি ত সগুণ ব্রহ্ম—সবিশেষ ও সাকারও বটে। তিনিও নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, স্বরূপ-নিষ্ঠ—উভয়ে পৃথক্ কি—এক? ইহার উত্তর ১১২ অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলেও ভগবানের নিজের কথাতেই বলি,

গীতায় ১৪।২৭ শ্লোকে বলিতেছেন :—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্"—আমি (সগুণ, সবিশেষ, সাকার ব্রহ্ম)—উক্ত নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ-নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমা—অর্থাৎ ঘনীভূত মূর্ত্তরূপ। ঘনীভূত প্রকাশ যেমন সূর্য্যমণ্ডল, আমিও সেইরূপ স্বরূপনিষ্ঠ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ঘনীভূত রূপ—উভয়ের মধ্যে ভেদ দূরে থাকুক—উভয়ত্বই বর্ত্তমান নাই। সূর্য্যমণ্ডল ও তাহার প্রকাশ—ইহাদের মধ্যে কি ভেদ আছে ?

১১৫। ভগবান্ গীতায় ৮।৩ শ্লোকে বলিলেন, "**অক্ষরং ব্রহ্ম পরম**" পরে ১৫।১৮ শ্লোকে বলিলেন :—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ গীঃ ১৫।১৮

যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত বলিয়া ক্ষর (জড়বর্গ) সমূহকে অতিক্রম করিয়া থাকি এবং নিয়ন্তা বলিয়া অক্ষর (পরব্রহ্ম) হইতেও উত্তম। একারণ লোকমধ্যে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। গীঃ ১৫।১৮

এই পুরুষোত্তমই মূল অহম্। ইহারই উক্তি সকল উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, নির্গুণ-সগুণ প্রভৃতিতে কোন ভেদ নাই। ভেদ আমাদিগের বুদ্ধির বিশ্লেষিকা শক্তির ক্রিয়া মাত্র। এ শক্তি অবশ্যই অনন্ত শক্তিমান ভগবানের প্রদত্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

১১৬। এই প্রসঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনী মনে পড়িল। সংক্ষেপে উহার উল্লেখের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। একজন মহাবলবান্ দৈত্য বৃকাসুর, আপনাকে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিবার সংকল্পে ভগবান্ শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। শিব ত আশুতোষ। কিছুকালের তপস্যায় তিনি পরিতুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলে, উক্ত দৈত্য অতি আনন্দে প্রণাম করিয়া, বর চাহিল যে, হে দেব! যদি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, এই বর দিন যে, আমি যাহার মাথায় হস্তার্পণ করিব, সে তৎক্ষনাৎ ভস্মীভূত হইবে। শিবও তথাস্তু বলিলেন। তারপর শিব প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিলেই, দৈত্য উচ্চৈঃস্বরে বলিল, ঠাকুর! দাঁড়ান দাঁড়ান! আপনার বর আপনার মাথায় হাত দিয়াই পরীক্ষা করিয়া লইব। ইহাতে শিব বড়ই সঙ্কটে পড়িয়া দৈত্যকে কতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, দৈত্য কিছুই না বুঝিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে, শিব বেগতিক দেখিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে, ভগবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণের জন্য ধাবিত হইলেন, দৈত্যও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। উভয়েই

প্রায় একই সময়ে পুরুষোত্তম সকাশে উপস্থিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। বিষ্ণু, শিবের গায়ে হাত বুলাইয়া আশ্বস্ত করতঃ ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলে, উভয়ের মুখ হইতে সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাসিয়া, দৈত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি ত পরম শিবভক্ত, কিন্তু এমন বোকা কেন? শিবের প্রদত্ত বর সত্য কিনা, ইহা পরীক্ষার জন্য এত ছুটাছুটির প্রয়োজন কি? নিজের মাথা ত সঙ্গেই রহিয়াছে। উহাতে হাত দিয়া দেখ না। দৈত্য শুনিয়া বলিল, ঠিকই ত। এই বলিয়া, যেমন মাথায় হাত দিল, অমনি নিজে ভস্মীভূত হইয়া গেল। শিব তখন বিপন্মুক্ত হইলেন। ভাগঃ—১০।৮৮

ঐ দৈত্যের ন্যায় আমাদেরও বুদ্ধি, ভগবত প্রদত্ত বিশ্লেষিকা শক্তি লাভ করিয়া ভগবানকেই সবিশেষ—নির্ব্বিশেষ, সগুণ—নির্গুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিতে সাহসী হয়। পুরুষোত্তম যখন গুরুরূপে আসিয়া বুদ্ধিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, তুমি ত বড় বোকা মেয়ে—নিজেকেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখনা, কি পাও, কোথায় গিয়া পৌছাও। তাহা শুনিয়া বুদ্ধি বলে, তাই ত। বলিয়া নিজেকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখে যে, সে ত মহত্তত্ত্ব হইতে জাত। মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতি—ভগবানেরই সংকল্পাত্মিকা শক্তি—শক্তি বলিয়া শক্তিমান হইতে অভিন্ন। বিশ্লেষণে এই তত্ত্বে উপণীত হইলেই, বুদ্ধির আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে না, পুরুষোত্তম ভগবানে লীন হইয়া যায়। তখন কে কার বিশ্লেষণ করে?

সুতরাং বুঝা গেল যে, সূত্রকার তটস্থ লক্ষণ দিয়া যাঁহার নির্দ্দেশ করিলেন, তিনি আমাদের বুদ্ধির বিশ্লেষণ অনুসারে সগুণ-সবিশেষ হইলেও, তিনিই নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ। ভেদমাত্র নাই।

২৭) জগত স্থষ্টির প্রকৃতি ও ক্রম চিত্রাকারে দেখান হইল।

১১৭। বিশ্বসৃষ্টির প্রকৃতি ও ক্রম চিত্রাকারে প্রদর্শিত।

চিদণু=পরমাত্মা=ভগবান্‌=ব্রহ্ম=শ্রীকৃষ্ণ=শ্রীরাম=বাসুদেব=শিব=দুর্গা ইত্যাদি

অনন্ত শক্তিমান

অন্তরঙ্গাশক্তি | তটস্থাশক্তি | বহিরঙ্গাশক্তি (পাদবিভূতি)

সৎ | চিৎ (যোগমায়া) | আনন্দ

অস্তিত্ব | ভাতিত্ব | প্রিয়ত্ব

জীব

←মুক্ত | বদ্ধ→

মায়া (সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা)

সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা
অস্তিত্ব ভাতিত্ব প্রিয়ত্ব
ত্রিপাদবিভূতি
প্রধান বা প্রকৃতি
রজঃ প্রধানা
(গুণমায়া)
অবিদ্যা
তমঃ প্রধানা
(জীবমায়া)
বিদ্যা
সত্ত্ব প্রধানা
আধিভৌতিক
আধ্যাত্মিক
আধিদৈবিক
আবরিকা
বিক্ষেপিকা
নিত্যধাম
(ত্রিপাদ বিভূতি)
নিত্যধামবাসী-
গণের উপযুক্ত
ইন্দ্রিয় গ্রাম
ভগবানের পার্ষদ
নিত্যধাম বাসী-
গণের ইচ্ছাপূরক
তমঃ অজ্ঞান
মোহ মহামোহ তামিস্র অন্ধতামিস্র
বা বা বা বা
আস্মিতা রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ
বিদ্যাপাদ
আনন্দ পাদ
তুরীয়পাদ
ভক্তিমিশ্র জ্ঞান ও
জ্ঞানমিশ্রাভক্তি মার্গের
তদীয়তা-ময় সিদ্ধ সাধক-
গণের ধাম
নির্ব্বাণ মুক্তিক'মী
সিদ্ধ সাধকগণের
কৈবলাধাম
মহৎ
রাগানুগাভক্তি
মার্গের নিষ্কিঞ্চন
মদীয়তাময় সিদ্ধ
সাধকগণের ধাম
সত্ত্বপ্রধান
বা
জ্ঞানপ্রধান
রজঃপ্রধান
বা
ক্রিয়া প্রধান
তমঃপ্রধান
বা
অজ্ঞান প্রধান
প্রাণ বা
সূত্রতত্ত্ব
অহংকার
চিত্ত মনঃ বুদ্ধি অহংকার
বৈকারিক বা সাত্ত্বিক
(অতএব) অধিদৈব বা অধিষ্ঠাতা
তৈজস বা রাজসিক
তামসিক
দিক্ বাত অর্ক প্রচেতাঃ অশ্বি বহ্নি ইন্দ্র উপেন্দ্র মিত্র প্রজাপতি
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
অধ্যাত্ম
শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষুঃ জিহ্বা ঘ্রাণ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
অধিভূত
শব্দ স্পর্শ রূপ রস ঘ্রাণ কথন আদান গতি বিসর্গ আনন্দ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
পঞ্চতন্মাত্র
(পঞ্চমহাভুতের সূক্ষ্মাংশ ইহা হইতে
স্থুল মহাভূত)
আকাশ বায়ু তেজঃ অপ্ ক্ষিতি
১ ২ ৩ ৪ ৫
কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া বা কর্ম্ম।

২৮) চিত্র পরিচয়—

১১৮। উপরে ১১৭ অনুচ্ছেদে যে চিত্রটি দেওয়া হইল, উহা বিশদরূপে বুঝিবার জন্য উহা হইতে স্বতঃপ্রকটিত অনুসিদ্ধান্ত উহার পরিচয়রূপে দেওয়া যাইতেছে।

(ক) অনন্ত শক্তিমানের অন্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে ত্রিপাদবিভূতি, তটস্থা শক্তি বিকাশে—জীব ও বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে—পাদবিভূতি অভিব্যক্ত, তত্ত্বতঃ পরমতত্ত্বে অন্তর্—বহিঃ বা তটস্থভেদ নাই বটে, তাহা হইলে আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত আমাদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থ শাস্ত্র উহাদের কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে একই ভাগবতী শক্তি, আমাদের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান মাত্র।

(খ) চিদণুর স্ফুরণ যেমন নিত্য, শাশ্বত, ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত ধাম সকলও সেইরূপ নিত্য, শাশ্বত। সিদ্ধ সাধকগণের সাধনার বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের সাধনার সিদ্ধিতে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দানের জন্য অসংখ্য নিত্যধাম ভগবানের চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়ার দ্বারা অভিব্যক্ত।

(গ) পাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড সকল ভগবানের সংকল্প বশতঃই নশ্বর।

(ঘ) জীব—পাদবিভূতি ও ত্রিপাদ বিভূতি উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কারণ মর্ত্ত্যধামে যাহার যেরূপ সাধনা—নিত্যধামে তাহার সেরূপ প্রাপ্তি।

(ঙ) মর্ত্ত্যধাম বা পাদবিভূতির সহিত জীবের সম্বন্ধ—সাময়িক, আগন্তুক ও নশ্বর। কিন্তু নিত্যধামের সহিত সম্বন্ধ নিত্য, শাশ্বত।

(চ) মর্ত্ত্যধামে জ্ঞানমার্গের যে সমুদায় সাধক নির্ব্বাণমুক্তি কামনা করেন, সিদ্ধিলাভে তাঁহারা ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত তুরীয়পাদে অবস্থান করেন।

(ছ) ত্রিপাদবিভূতিতে বিদ্যাপাদের সাক্ষাৎ পাই। পাদবিভূতিতেও বিদ্যার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। প্রথমোক্ত "বিদ্যা"—নিরপেক্ষ বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান। শেষোক্ত বিদ্যা আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত—অবিদ্যানাশ ইহার ক্রিয়া।

(জ) মর্ত্ত্যধামে যাহাদের সাধনা ভগবানের—দাস, সখা, পরিজন, পিতা, মাতা, কান্তা প্রভৃতি রূপে অনুষ্ঠিত হয়, সিদ্ধিতে তাঁহারা ত্রিপাদ বিভূতির বিদ্যা ও আনন্দপাদের নিজ নিজ যথাযোগ্য লোক সকলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণ-পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

(ঝ) আমাদের পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহ, প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তরেন্দ্রিয়—চিত্ত-মনঃ-বুদ্ধি-অহঙ্কার ও উহাদের সকলের ক্রিয়া গুণ হইতে উৎপন্ন।

(ঞ) চিত্রে "অহংকার" দুই স্থানে দেখান হইয়াছে। একবার চারিটি অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি রূপে ও অপরটি মহতত্ত্বের তমঃ প্রধান অংশের অভিব্যক্তিরূপে। অন্তরিন্দ্রিয়গণের একতম অহংকারকে কোন কোন দার্শনিক বুদ্ধির অভিমানাত্মক কর্ত্তৃগুণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে বুদ্ধির দুটি বৃত্তি—একটি কর্ত্তৃগুণাত্মিকা ও অপরটি করণগুণাত্মিকা। প্রথমটিকে তাঁহারা "অহংকার" নামে ও শেষোক্তটিকে "বুদ্ধি" নামে অভিহিত করেন। চিত্রে ভাগবত মতানুসারে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ চতুর্থ অন্তরিন্দ্রিয় রূপে "অহংকারকে" দেখান হইয়াছে।

(ট) অন্তরিন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের বৃত্তি যথাক্রমে—চিত্তের অনুসন্ধানাত্মিকা, মনের সংকল্প—বিকল্পাত্মিকা, বুদ্ধির—নিশ্চয়াত্মিকা ও অহংকারের—অভিমানাত্মিকা।

(ঠ) অহংকারকে "চিদচিন্ময়-হৃদয়-গ্রন্থি" বলা হইয়া থাকে। চিত্রটি পর্য্যালোচনা করিলে—ইহা পরিস্ফুট হইবে। একদিকে অহংকার—চিদাভাসে সমুজ্জ্বল মহৎতত্ত্বের—সাত্ত্বিক অংশ হইতে অভিব্যক্ত বলিয়া, ইহাতে চিদাভাস উজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান। অন্যদিকে মহৎ-তত্ত্বের—তমঃপ্রধান অভিব্যক্তি-অহংকার, উক্ত অভিমানাত্মক কর্ত্তৃত্ব গুণ বিশিষ্ট চিদাভাসে উজ্জ্বল অহংকারের ভোগায়তন দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও তাহাদের কার্য্যের উপাদান কারণ হওয়ায় অচিৎ ভাবও (অবশ্যই তুলনামূলক ভাবে) বর্ত্তমান। এ কারণ চিদচিন্ময়।

(ড) বিশ্বে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ—প্রকৃতির এই তিনগুণ পরস্পর তর-তমভাবে মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেক পদার্থে অবস্থান করিয়া থাকে। কেবল কোনও গুণের প্রাধান্য কোনও বস্তুতে পরিলক্ষিত হইলে, তাহাকে সেই গুণ বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হয় মাত্র। গুণত্রয় অবিমিশ্রভাবে বর্ত্তমান থাকে না।

(ঢ) অহংকারেও সেকারণ উক্ত তিনগুণ বর্ত্তমান। উহার সাত্ত্বিকাংশে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-প্রধান অংশে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালক দেবতাগণ, রজঃ-প্রধান অংশে উক্ত উভয় কোটীর ইন্দ্রিয়গণ এবং তমঃপ্রধান অংশে উহাদের ক্রিয়া (যাহা পঞ্চতন্মাত্র নামে কথিত) এবং তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত অভিব্যক্ত হয়। চিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গুণসকল—আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হইয়া জগদ্‌ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে। আরও বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চ মহাভূত—যাহাদিগকে

আমরা জড় বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকৃত জড় নহে—চিদাভাসেরই অভিব্যক্তি। প্রত্যেকে চিদাভাস অল্প বিস্তর বর্ত্তমান। ভগবানের সংকল্পবশতঃ জড়বৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র।

(ণ) ত্রিপাদ বিভূতিপাদেও তুল্যরূপে আদিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক—ত্রিবিধ ক্ষেত্র চিত্রে দেখান হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, অবিদ্যা পাদে —উক্ত তিন আধিভৌতিকাদি নামে কথিত ক্ষেত্রত্রয়ের সহিত উহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য, সাদৃশ্য দৃষ্টে—উক্ত তিন নাম ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র। ত্রিপাদ বিভূতিপাদ ত মায়া সংস্পর্শের বাইরে. সুতরাং মায়িক আধিভৌতিকাদির সহিত সম্বন্ধ কোথা হইতে থাকিবে?

(ত) আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পরস্পর—অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ। উহারা পরস্পরকে পরস্পর—অপেক্ষা করিয়া সার্থকতা লাভ করে—ইহা চিত্র হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। ১।২।১৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২২।৩০ শ্লোক ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। উক্ত সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(থ) চিত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই প্রকৃতিজাত গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন। উহারাই আমাদের সমুদায় চিন্তা, কল্পনা, বাসনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার, দর্শন-স্পর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার জনয়িতা। সুতরাং কর্ম্মের সহিত গুণত্রয়ের এবং সে কারণ বিশ্বের অভিব্যক্তি কারিণী শক্তি—ত্রিগুণময়ী মায়ার অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। কর্ম্মের সহিত তাহার ফল ভগবান্ কর্ত্তৃক সংজড়িত এবং তিনিই জীবের সহিত তৎকৃত কর্ম্মফল যোজনা করিয়াছেন। সূত্রকারও "ফলমত উপপত্তেঃ" ৩।২।৩৮ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহা হইতেই সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, গুণসম্ভূত কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য, গুণসম্ভূত উপাধির বা দেহের প্রয়োজন। নিরুপাধিক আত্মার কর্ম্মও নাই, ভোগও নাই। এই প্রকারে জগচ্চক্র আবর্ত্তিত হইতেছে।

(দ) উপরের যে আলোচনা চিত্র সাহায্যে করা হইল, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্যভাবে আপতিত হইতেছে যে, কর্ম্ম, তাহার ফল, ফলভোগ সাধন উপাধি, ভোগের স্থান, সমুদায়—প্রকৃতি হইতে জাত, তখন কর্ম্মের দ্বারা, সকলের সহিত কোনও প্রকারের সম্পর্ক শূণ্য, অসঙ্গ, উদাসীন, পরমতত্ত্বের পরিচয় লাভ সম্ভব নহে। ইহাই ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।

(ধ) চিত্রে, সৃষ্টির যে প্রকৃতি ও ক্রমের পরিচয় দেওয়া হইল, বলা বাহুল্য, তাহা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে—বিশ্বের অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড গণের তুলনায়, সমুদ্রবেলায় একটি বালুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র নগণ্য হইলেও, ইহার দৃষ্টান্তে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও—তাহাদের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও পরিস্থিতির সহিত যথাযোগ্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ প্রলয়ের পর সৃষ্টিও একই নিয়মে অভিব্যক্ত হয়।

(ন) আলোচ্য সূত্রে "অস্য" পদের পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিলে চলিবেনা যে, পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ শুধু ভূর্লোক ও তদন্তর্গত বস্তুজাতের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড—চতুর্দ্দশ লোকে গঠিত—উহাদের মধ্যে সপ্তলোক—তল, অতল প্রভৃতি ও তদন্তর্ভুক্ত ভূতজাত, ভূতলের উপাদান অপেক্ষা অধিকতর স্থূল উপাদানে গঠিত। অন্য সপ্তলোক—ভুবঃ—স্বঃ—মহঃ—জনঃ—তপঃ—সত্য—ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, পাঞ্চ-ভৌতিক উপাদানে গঠিত। এমনকি ব্রহ্মা—যিনি সত্যলোকের অধিবাসী, তাঁহার শরীরও অপঞ্চীকৃত পাঞ্চভৌতিক উপাদানের অতি সূক্ষ্মতম অংশ লইয়া অভিব্যক্ত। ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ঃ—

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।
আব্রহ্ম স্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ॥   ১১।২১।৫

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ এই পাঁচটি আব্রহ্ম স্থাবর—পর্য্যন্ত সকলের শরীরের ধাতু অর্থাৎ আরম্ভক। উহাদের সহিত আত্মা সংযুক্ত। ১১।২১।৫।

(প) পাঞ্চভৌতিক শরীর—জন্ম-মৃত্যুর অধীন—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এ কারণ ব্রহ্মাও জন্ম-মৃত্যুর অধীন। আয়ুর পরিমাণ বেশী কম, এইমাত্র প্রভেদ। উপরে আমরা রক্ত কণিকার দৃষ্টান্ত (১০৮ অনুচ্ছেদে) গ্রহণ করিয়াছি। উহাদের প্রত্যেকের আয়ুষ্কাল কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিট মাত্র। উহাদের তুলনায় আমাদের আয়ুষ্কাল অতি দীর্ঘ। আমাদের তুলনায়—দেবতাগণের অর্থাৎ স্বর্লোকস্থ জীবগণের আয়ুষ্কাল অত্যধিক দীর্ঘ। তাঁহাদের তুলনায় মহ-জন-তপঃ-সত্যলোক বাসী জীবগণের আয়ুষ্কাল ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের সমান—অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধজীবী। সকলেই জন্ম-মরণ চক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারা সকলেই আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। একারণ

আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে, ধ্বংস হইলে, উহারা নাশ প্রাপ্ত হইয়া অতি সূক্ষ্ম বীজভাবে পরমতত্ত্বে অবস্থান করে।

(ফ) নিত্যধাম—উহাদের সকলের বাহিরে। উহা জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাহিরে। উহা নিত্য-শাশ্বত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। উহার জন্মাদি নাই।

১১৯। একারণ, সহজেই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে ১।১।২।২ সূত্র রচনায় সূত্রকার "জন্মাদি" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং যাহার জন্মাদি নাই, সেই নিত্যধামের উল্লেখ এবং সৃষ্টি-চিত্রে উহার প্রদর্শন কি অপ্রাসঙ্গিক হইল না? সূত্রকার ১।১।২।২ সূত্রে ত্রিপাদ বিভূতির বা নিত্যধামের কোনও ইঙ্গিত মাত্র করেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, পাদবিভূতি ও ত্রিপাদবিভূতি—উভয়ে পরস্পর সম্পর্কহীন, দৃঢ়বদ্ধ, স্বতন্ত্র পেটিকার মধ্যে নিবদ্ধ নহে। তটস্থা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত জীব—উভয়ের মধ্যে সংযোগ সেতু। জীব—পাদ বিভূতিতে অবস্থান কালে, পাদ বিভূতির দাবীসকল সম্পূর্ণ-রূপে মিটাইতে পারিলে, ত্রিপাদ বিভূতিতে অবস্থান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই অধিকার প্রাপ্তির উপায়—"সংরাধন" (সূঃ ৩।২।২৪) বা ভগবদুপাসনা। সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে সংরাধন সম্বন্ধে বিচার করিবেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে, সংরাধনে সিদ্ধ হইলে প্রাপ্তি সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন। এ কারণ—চিত্রে ত্রিপাদবিভূতির অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন সমীচীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আরও এক কথা, সূত্রকার ১।১।২।২ সূত্রে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা আগে বলা হইয়াছে। ইহার কারণ, অজ্ঞ শিষ্যকে প্রতক্ষ পরিদৃশ্যমান জগত ও জাগতিক বস্তু জাতের জন্ম-স্থিতি-নাশের দৃষ্টান্ত হইতে শিষ্যের বুদ্ধি ক্রমশঃ জন্মাদিবিহীন নিত্যবস্তু ধারণার উপযোগী করা। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জন্মাদিবিহীন নিত্যধাম—দৃষ্টান্তের উপযোগী না হওয়ায়, সূত্রকারের পক্ষে উহার উল্লেখ বা ইঙ্গিত—অসঙ্গতই হইত, সন্দেহ নাই।

১২০। উক্ত চিত্র ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, আমরা আরও কি পাই, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি। জিন্‌স্ সাহেব, তাঁহার জীবনব্যাপী আধিভৌতিক বিজ্ঞান সাধনার ফল স্বরূপ, যাহা পাইলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, যে, সৃষ্টির অভিব্যক্তি ও পরিচালনার পশ্চাতে বিশুদ্ধ গণিতের মনোবৃত্তি সম্পন্ন এক মহাশক্তি বর্ত্তমান আছেন (অনুচ্ছেদ ৮৫)। চিত্র পর্য্যালোচনায় আমরা কি শুধু তাহাই পাই? অন্য কিছু কি পাই না? উচ্চ বিশুদ্ধ গণিতের কঠোর ন্যায়ানুগামী যুক্তি-বিচার ও সিদ্ধান্তের দর্শন ত পাইই, সঙ্গে

সঙ্গে সর্ব্বাপলোপী ঐককেন্দ্রিক, চিন্তাপ্রণালীর, কারণ-কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির, আত্মবিলোপী মহাত্যাগের "ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখম্" (গীঃ ১৫।১) বিশ্ব-মহীরুহের মূল ও প্রধান প্রধান স্কন্ধ-শাখাদির দর্শন পাইয়া স্তম্ভিত হই এবং উক্ত মহীরুহের অনন্ত প্রসারের একপ্রান্তে অতি ক্ষীণ ছায়ার সহিত পরিচিত হইয়া আত্মহারা হইয়া যাই। কিন্তু ইহা ত বাহিরের ব্যাপার মাত্র। ইহাই কি সব?

না, তাহা নয়। ইহা ত বিশুদ্ধ গণিতের নিদর্শনে, শক্তিশালী, স্বচ্ছ, সূচ্যগ্র বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ মেধা-সম্পন্ন মস্তিষ্কের ব্যাপার মাত্র। ইহাতে হৃদয়ের সংস্রব নাই। ভাল করিয়া চিত্রটির উভয় দিক (পাদবিভূতি ও ত্রিপাদবিভূতি), ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, ভক্তির সহিত আলোচনা করিলে, আমাদের হৃদয়ের পটভূমিতে একটি মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠে। তিনি আমাদের অতি নিজ জন—আপন হইতেও আপন। আমার অস্তিত্বের, আমার ব্যক্তিত্বের, আমার আমিত্বের মূলে তিনি। আমার পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশের জন্য সৃষ্টির প্রসার করিয়াছেন (অনুচ্ছেদ ২৪-২৫ ইত্যাদি)। মাতার ন্যায় অহৈতুকী ভালবাসায় পাগল, পিতার ন্যায় কল্যাণকামী, গুরুর ন্যায় ইহ-পরকালের নিঃস্বার্থ পথপ্রদর্শক, ভ্রাতার ন্যায় হিতকারী, সখার ন্যায় নম্র সহচর, স্ত্রীর ন্যায় আত্মদানকারী—নিজের সর্ব্বস্ব এমন কি আপনাকেও পর্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত হইয়া করুণা সজল চোখে আমার অবসর প্রতীক্ষায় আছেন। তিনি কত মধুময়, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? জীব যে তাঁহার অতি প্রিয়—নিজের তটস্থ—অতি নিকটস্থ। পাদবিভূতিতে বিষয়ানন্দে বিভোর জীবকে ভজনানন্দের ভিতর দিয়া, ত্রিপাদ বিভূতিতে শাশ্বতধামে, নিজের স্বরূপানন্দ ভোগ করিবার,সমুদায় ব্যবস্থা সমাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। আমার অবসর হইলেই নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে ধরিবার জন্য বিশাল বক্ষঃ প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রেমে ঢল্ ঢল্ চোখে, হাসিমুখে, ত্রিভুবন মোহন ভঙ্গিমাতে, হাতছানিতে, অগ্রসর হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। এদৃশ্যের সহিত আরও কত কি যে অন্তশ্চক্ষে ছায়ার ন্যায় প্রকটিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে ভাষা মূক, চিন্তা পঙ্গু। সাধে কি ভক্তাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর ভগবন্নাম স্মরণ করিবামাত্র—"নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্ গদ্ রুদ্ধয়া গিরা, পুলকৈর্নিবিতং বপুঃ" হইত ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। সাধে কি সাধু বিল্বমঙ্গল—ভগবানের মধুরিমা বর্ণন করিতে গিয়া, ভাষার অক্ষমতা হৃদয়ে অনুভব করিয়া বারংবার "মধুরং মধুরং

মধুরং মধুরম্" বলিয়া বাক্যহারা হইয়া গেলেন। এক্ষেত্রে নয়ন জলই অবভৃথ স্নানের পবিত্র গঙ্গাজল, অঙ্গে পুলক—রোমাঞ্চ—উদ্‌গমই পুণ্য পূজোপকরণ, ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই প্রকৃত পূজা, মূকতাই উপযুক্ত স্তুতি, উদ্দেশ্যে ধূল্যবলুণ্ঠনই উপযুক্ত আত্মনিবেদন। ভগবান্ আচার্য্য শঙ্করদেব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহার পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন :—

অনিচ্ছৈব পরং পদম্, অক্রিয়ৈব পরা পূজা।
অচিন্তৈব পরং ধ্যানম্ মৌনমেব পরং তপঃ ॥

১২১। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার উল্লেখ করি যে, ভাগবত সাহায্যে আমার ব্রহ্মসূত্রালোচনা, কঠোর মস্তিষ্ক আলোড়ন ও ন্যায় শাস্ত্রের কচকচি নয়। ইহা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা রসস্বরূপের রসাস্বাদন। ইহা সাধনা—ভক্তি শাস্ত্রের সাধনা-হৃদয়ের অন্তস্তলের ব্যাপার। যদিও ইহাতে যুক্তি-বিচারের অসদ্ভাব নাই, সে যুক্তি-বিচার হৃদয়ের অমৃত রসায়নে সিক্ত, এ কারণ অতি স্নিগ্ধ, অতি মধুর। তাহা হইলেও যুক্তি বিচার গৌণ মাত্র। হয়ত, ন্যায়ানুসারী কঠোর সমালোচকের চক্ষে, আমার উপরে লিখিত অংশ দর্শন শাস্ত্রের পক্ষে অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলেও ভগবান্ সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় অনুধাবন করিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, সূত্রকার যখন সাধনা ও সিদ্ধি—ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তখন ভগবানের প্রসঙ্গ—অসঙ্গত বা অপ্রাসঙ্গিক হইতে পারে না। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিক যখন অধিভৌতিক প্রক্রিয়াতে, জগৎ সৃষ্টিতে মহাশক্তিমান মননশীল মহাসত্ত্বার পরিচয় পাইয়াছেন, তখন সেই মহাসত্ত্বাকে যদি আমি পুরুষোত্তম, ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাম বলি, তাহাতে আমি এমন কি অপরাধে অপরাধী হইয়া পড়ি। সুতরাং সাময়িক ভাবে ভাবরাজ্যের—বহিঃ-প্রাচীরের সংস্পর্শ হয়ত কোন দোষাবহ নহে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আরও ঘনিষ্টতর পরিচয় পাওয়া যাইবে। তখন বুঝা যাইবে যে, মানবদেহধারী জীব, বর্ত্তমানে যতই নিম্নস্তরে অবস্থিত হউক্ না কেন, আমার ন্যায় অজ্ঞান, মূর্খ, সাধনহীন হউক্ না কেন, দুঃখ করিবার বা হতাশ হইবার কিছু নাই। বুঝি বা না বুঝি, যে কোন প্রকারে ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়া জীবন যাপন করা, বিশেষতঃ এ বৃদ্ধ বয়সে—বৃথা বাকী কয়েকটা দিন নষ্ট না করিয়া, যদি ভগবদালোচনায় কাটান যায়, তাহা সমূহ কল্যাণ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন :—

নহি কল্যানকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ গীঃ ৬।৪০

২৯) অনুপ্রবেশ।

১২২। সৃষ্টির অভিব্যক্তির জন্য, উপকরণ—সৃষ্টির ক্রম চিত্রাকারে দেখান হইল। আমরা লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, যে, উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইলেই অট্টালিকা নির্ম্মাণ হয় না। উপাদান সকলের—বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে, উহাদের প্রয়োজন মত সন্নিবেশের জন্য, অভিজ্ঞ, কার্য্যক্ষম, বুদ্ধিমান, কার্য্য-কারকের প্রয়োজন। তার উপর যদি উপকরণ সকল, আমাদিগের অট্টালিকার উপকরণের ন্যায় জড়, নিশ্চেষ্ট না হইয়া, চৈতন্যবিশিষ্ট হয় এবং প্রয়োজন মত উপরে-নীচে বসিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে ত নির্ম্মাণ কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। কার্য্যতঃ বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তাহাই হইল। উপকরণ সকল মহৎ তত্ত্ব হইতে অভিব্যক্ত। মহৎ তত্ত্ব জড় নহে। প্রকৃতিতে ভগবান্ কর্তৃক অর্পিত চিদাভাস হইতে উহা অভিব্যক্ত—এ কারণ উহাতে চৈতন্য সমুজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান এবং উহা হইতে জাত ও অভিব্যক্ত এবং চিত্রে প্রদর্শিত সমুদায়ে চৈতন্য অল্প-বিস্তর বর্ত্তমান। বিশেষতঃ তাহারা ভগবানের শক্তি বিকাশে এবং ভগবানের সঙ্কল্পানুসারে চিদাভাসের অংশ লইয়া অভিব্যক্ত হওয়ায়, পরস্পর আপন আপনাকে সমজাতীয় স্বতন্ত্র সত্তা মনে করিয়া কেহ কাহারও বশ্যতা স্বীকার না করায় বিশ্বসৃষ্টি সহজসাধ্য হইল না। ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

> **এতে দেবাঃ কলাঃ বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ।**
> **নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুং॥**
>
> ভাগঃ ৩।৫।৩৬

এতে দেবা মহদাদ্যভিমানিনঃ বিষ্ণোঃ কলা অংশাঃ। কাল-লিঙ্গং বিকৃতি। মায়া-লিঙ্গং বিক্ষেপঃ। অংশ-লিঙ্গং চেতনা। তানি বিদ্যন্তি যেষু। অতঃ সমত্বেন নানাত্বাৎ পরস্পরা-সম্বন্ধাৎ স্বক্রিয়ায়াং ব্রহ্মাণ্ড-রচনায়াং অনীশাঃ অসক্তাঃ সন্তঃ বিভুং পরমেশ্বরং প্রোচুঃ॥ শ্রীধর। কাল-লিঙ্গ বিকৃতি, মায়া-লিঙ্গ বিক্ষেপ ও অংশ-লিঙ্গ চেতনা, এই তিন চিহ্নধারী মহদাদির অভিমানী দেবতাগণ, প্রত্যেকে বিষ্ণুর অংশ হওয়ায় তাঁহারা সকলে পরস্পরের সম এবং সেজন্য পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ সম্বন্ধশূন্য বলিয়া—ব্রহ্মাণ্ড রচনায়—অক্ষম হয়তঃ প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক সর্ব্বসমর্থ পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। ভাগঃ ৩।৫।৩৬

ইহার পর ৩।৫।৩৭ হইতে ৩।৫।৪৯ শ্লোক পর্য্যন্ত স্তবের বর্ণনা আছে। তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই।

১২৩। লৌকিক দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে,—কোনও বৃহৎ কার্য্য

সম্পাদনের জন্য নানাপ্রকারের বহু সংখ্যক ব্যক্তির সমবেত, একই উদ্দেশ্যমূলক সাহায্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যদি তাহারা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া পরস্পরের সহযোগে কার্য্য সম্পাদন না করে, নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, তাহা হইলে কার্য্য সম্পাদন অসম্ভব হইয়া পড়ে। কোনও বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইলে, সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি, রাজমিস্ত্রী, সাধারণ মিস্ত্রী, মজুর, উপকরণ সংগ্রাহক ও পরিপূরক (contractor) প্রভৃতির সমবেত সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহারা যদি প্রত্যেকে নিজের নিজের ইচ্ছামত চলে, তাহা হইলে, অট্টালিকা নির্ম্মাণ হয় না। অন্যপক্ষে সকলে যদি প্রধান কারুকের (ইন্‌জিনিয়ারের) অধীনে, তাঁহার পরামর্শ, নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থামত একযোগে কার্য্য করে, তাহা হইলে নির্ম্মাণকার্য্য সহজে সম্পাদিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইন্‌জিনিয়ারের কৃতিত্ব—সকলকে এক উদ্দেশ্যে একযোগে পরিচালিত করায় ও প্রত্যেকের অন্তরে নিজের শক্তি সঞ্চারে এবং কার্য্য সুষ্ঠু সম্পাদনের আগ্রহ জাগানয়। বিশ্বসৃষ্টিতেও সেই প্রকার, অবশ্যই অনন্ত গুণে বৃহৎ পরিমাণে।

১২৪। মহদাদি সকলে স্ব স্ব প্রধান হওয়ায় ও একত্র মিলিত হইয়া, বিশ্বসৃষ্টিরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে না পারায়, ভগবানের শরণাপন্ন হইল। তখন পরমেশ্বর তাঁহার সংহননী শক্তি-সঞ্চারে, উহাদিগকে সংহত, মিলিত করিয়া এবং পরস্পরের মুখ্যত্ব-গৌণত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগদ্‌সৃষ্টির উপযোগী করিলেন। ভাগবত বলিতেছেন :—

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥ ২ ৫।৩২
তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ২।৫।৩৩

হে ব্রহ্মবিত্তম নারদ! এই সকল ভূত, ইন্দ্রিয়, মনঃগুণ পূর্ব্বে অমিলিত থাকায় ব্রহ্মাণ্ড শরীর নির্ম্মাণে সমর্থ হয় নাই, তখন ভগবানের সংহননকারিণী শক্তি দ্বারায় প্রচোদিত হইয়া, উহারা পরস্পর মিলিত ও মুখ্যত্ব-গৌণত্ব অঙ্গীকারপূর্ব্বক সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ শরীর সৃষ্টি করিল। ২।৫।৩২-৩৩

উপরে উদ্ধৃত ২।৫।৩৩ শ্লোকে একটি অংশ হইতেছে "ভগবচ্ছক্তি-যোজিতাঃ" —ভগবানের সংহননকারিণী শক্তির দ্বারা প্রচোদিত হইয়া—অর্থাৎ ভগবানের উক্ত শক্তি তাহাদিগের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, উহাদিগকে বিশ্বসৃষ্টির উপযোগী

করিল। ইহাই "অনুপ্রবেশ"—ইহারই ব্যাখ্যা ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত ৩।৬।১-২ শ্লোকে বলিতেছেন :—

ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ॥ ভাঃ ৩।৬।১
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥ ভাঃ ৩।৬।২

মহদাদি নিজ শক্তিগণ পরস্পর অমিলিত হওয়াতে বিশ্বরচনায় অশক্ত হইয়াছে, তাহাদের এই দশা অবগত হইয়া, উরুক্রম (সর্ব্বকর্ম্মা) জগদীশ্বর, কাল দ্বারা উদ্‌বোধ্য নিজ সংহননকারিণী দৈবী শক্তি প্রকট করিয়া যুগপৎ—মহদ্‌-অহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্র-পঞ্চমহাভূত—একাদশ ইন্দ্রিয়াত্মক ত্রয়োবিংশতিগণে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩।৬।১-২

তৎপরে—

সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্॥ ভাগঃ ৩।৬।৩

ভগবান্ উক্ত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে প্রবেশান্তর চেষ্টারূপে তাহাদের ক্রিয়া প্রবুদ্ধ করতঃ, সে সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিলেন।
ভাগবত ৩।৬।৩

১২৫। উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে ভাগবত "অনুপ্রবেশের" যে পরিচয় দিলেন, তাহার ভিত্তি, আমরা "ছান্দোগ্য" উপনিষদে দেখিতে পাই। শ্রুতি বলিতেছেন :—

সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি॥ ছাঃ ৬।৩।২

পূর্ব্বোক্ত সেই সৎস্বরূপ দেবতা ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন, অধুনা আমি প্রাণধারক আত্মরূপে, এই তিন দেবতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করি। ছাঃ ৬।৩।২

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবানীতি সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ॥
ছাঃ ৬।৩।৩

উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে, ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব চিন্তা করিয়া, উক্ত সেই দেবতা (সৎস্বরূপ), এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রাণধারক আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া—নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিলেন। ছাঃ ৬।৩।৩

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৩।২ ও ৬।৩।৩ মন্ত্রদ্বয়ে "ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ" যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহারা যথাক্রমে তেজঃ। অপ্‌ ও অন্ন বা ক্ষিতি; উহাদের অভিব্যক্তি উক্ত শ্রুতির ৬।২।৩-৪ মন্ত্রে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। মহাভূত পঞ্চকের মধ্যে ছান্দোগ্যশ্রুতি বায়ু ও আকাশের উল্লেখ করেন নাই। একারণ পঞ্চীকরণের পরিবর্তে ৬।৩।৩ মন্ত্রে "ত্রিবৃৎ করণ" বলা হইয়াছে।

১২৬। এখন লক্ষ্য করিতে হইবে, ছান্দোগ্য তেজঃ, অপ্‌, অন্ন (ক্ষিতি)কে "দেবতা" বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, ভগবান্‌ প্রকৃতিতে যে "চিদাভাস" অর্পন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সমুদায়ে অল্পবিস্তর বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। সে কারণ, তেজঃ, অপ্‌, অন্ন (ক্ষিতি)—প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত হওয়ায়, চৈতণ্য উক্ত তিনে বর্ত্তমান। দিব্‌ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া করা। চেতনই ক্রীড়া করিতে সমর্থ। এজন্য উহাদিগকে "দেবতা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও ইঙ্গিত করা হইল যে, উহারা ভগবানের জগৎ ক্রীড়ার উপকরণ। এই একই কারণে ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৩।৫।৩৬ শ্লোকে তাঁহারা ভগবানের স্তব করিলেন, স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, চেতন না হইলে স্তব করা সঙ্গত হয় না। এই একই কারণে ভগবান্‌ গীতায় ১৫।১৬ শ্লোকে সমষ্টি ভূতাত্মক ক্ষরকে "পুরুষ" বলিয়া—উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতি গঠিত বিভিন্ন পুরে অবস্থান করেন বলিয়া—"পুরুষ" পদের নিরুক্তি। বলা বাহুল্য যে পুরুষ চেতন।

১২৭। ছান্দোগ্য শ্রুতি সমষ্টিভাবে অনুপ্রবেশের উল্লেখ করিলেন। ভাগবত ব্যষ্টিতেও অনুপ্রবেশের নিদর্শন দিলেন। গীতায় ভগবান্‌ অনুপ্রবেশের অতি বিষদ পরিচয় প্রদান করিলেন। গীতায় ভগবান্‌ বলিতেছেন :—

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ গীঃ ৮।৪

ক্ষর অর্থাৎ বিনশ্বরভাব—অধিভূত। পুরুষ—অধিদৈবত এবং দেহে অন্তর্য্যামী রূপে স্থিত আমিই—অধিযজ্ঞ। গীঃ ৮।৪ এখানে "অধ্যাত্ম" পদের ও তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষের—সাক্ষাৎ পাই না। ইহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ৮।৩ শ্লোকে "স্বভাবই অধ্যাত্ম"—ইহা ভগবান বলিয়াছেন।

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্যশ্রুতির ৬।৩।২ ও ৬।৩।৩ মন্ত্রের সহিত গীতার ৮।৩ ও ৮।৪ শ্লোক একত্র পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, ভগবান্ চারিভাবে জাগতিক স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ে অনুপ্রবিষ্ট—(ক) অধিভূত ভাবে, (খ) অধ্যাত্মভাবে, (গ) অধিদৈব ভাবে ও (ঘ) অধিযজ্ঞ ভাবে। ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা নিম্নে দেওয়া হইল।

১২৮। (ক) অধিভূত ভাবে অনুপ্রবেশ হেতু, জগতের স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়—নিজ নিজ আকারে, নিজের নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত সহযোগে বর্ত্তমান থাকে। ক্ষরভাব—বিনশ্বরভাব—ধ্বংশ বা নাশ ইহার ধর্ম্ম, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিচ্ছিন্ন করা—ইহার ক্রিয়া, সংহতি ভাব নষ্ট করা ইহার বিশেষত্ব। ভগবান্ আধিভৌতিক পুরুষরূপে—ক্ষরাত্মক অধিভূত ভাবে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক, সমুদায় অণু-পরমাণুকে নিজ সংহননী শক্তিদ্বারা সংহত করিয়া, প্রত্যেককে নিজ নিজ আকারে—বর্ত্তমান থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্থাবর-জঙ্গমের প্রত্যেকের আকার, স্থানাবরকতা, কাঠিন্য, তারল্য, বায়বীয়ত্ব, গুরুত্ব, লঘুত্ব প্রভৃতি সমুদায় ভগবানের অধিভূতভাবে অনুপ্রবেশ হেতু—ইহা এক কথায় সদ্‌ভাব। আমার দেহে, অস্থি-মাংস-মজ্জা-ত্বক্ প্রভৃতির সংহতভাবে বর্ত্তমানতা ও তাহার হেতু আমার দেহের বিশিষ্ট আকারে অবস্থান—ভগবানের সংহননী শক্তির ক্রিয়া।

(খ) অধ্যাত্মভাবে অনুপ্রবেশ :—ভগবান্ গীতায় ৮।৩ শ্লোকে স্বভাবকেই "অধ্যাত্ম" বলিয়াছেন। শ্রীধর স্বামিপাদ স্বভাব পদের অর্থে বলিতেছেন :—"সভাবঃ—স্বস্যৈব ব্রহ্মন এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ"। "অধ্যাত্মম্—আত্মানম্—দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানঃ অধ্যাত্ম—শব্দেন উচ্যতে"।—এক কথায় ইহার অর্থ হইতেছে—স্বভাব অর্থাৎ জীবই অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হন।

উপরে উদ্ধৃত স্বামিজীর অর্থই ভাগবতের ২।১০।৮ শ্লোকের টীকায়ও স্বামিজী ব্যবহার করিয়াছেন। উক্ত শ্লোক সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, উক্ত অর্থছাড়া আরও একটি অতি সুন্দর ও ব্যাপক অর্থ করা যাইতে পারে। ভগবান্ বহু হইবার সংকল্প করিয়া, আপনাকেই বহুত্বে অভিব্যক্ত করিলেন—ইহা শ্রুতির ঘোষণা। এই বহুত্ব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্যষ্টিকে লইয়া। সুতরাং স্বামিজী যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা হইতে "জীবরূপেণ" অংশটুকু বাদ দিলেই—অর্থটি পরিস্ফুট হইবে। "স্বভাব" শব্দের অর্থ নিজের ভাব

অর্থাৎ ভাবাত্মক স্থায়ী ধর্ম্ম—যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজত্ব বজায় থাকিতে পারে না।

জীবের স্বভাব জীবত্বে, বিশেষ ব্যক্তির স্বভাব তাহার ব্যক্তিত্বে—ইহা লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতায় ১৮।৫৯ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিলেন—অহংকারকে আশ্রয় করিয়া —"আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ যে মনে ভাবিতেছ, তাহা বৃথাই হইবে, কেননা তোমার ক্ষত্রিয় প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে নিযোজিত করিবে। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়—সুতরাং ক্ষত্রিয় প্রকৃতিই তাঁহার "স্বভাব"—ইহা গীতায় ১৮।৪৩,১৮।৬০ প্রভৃতি শ্লোকে সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। ভগবান্ গীতায় ১৮।৪২, ১৮।৪৪ শ্লোকদ্বয়েও ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের "স্বভাব" বিহিত কর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন। শুধু মানব-দেহধারী জীব সম্বন্ধেই বা কেন? উদ্ভিদের স্বভাব—উদ্ভিদত্ব, ও ক্ষেত্রের স্বভাব —উৎপাদিকা শক্তি ইত্যাদি। লৌহের স্বভাব তাহার কৃষ্ণবর্ণে, আপেক্ষিক গুরুত্বে, বিশেষ তাপ প্রয়োগে নমনীয়ত্বে, বিশেষ প্রক্রিয়া সাহায্যে অতি দৃঢ় ইস্পাতে পরিণতিতে, চৌম্বুকার্ষনের-প্রভাবে সঞ্চলনে, অতি তীক্ষ্ণ ধার গ্রহণের সামর্থ্যে প্রভৃতিতে আমাদের প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। অধিক উদাহরণ দিয়া গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিক পুরুষ—ভগবানের আধ্যাত্মিক নামধেয় শক্তি—বস্তুর এই "স্বভাব" কে "ভাব" পদার্থরূপে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া, তাহার বিশেষত্ব প্রকটিত করে। এই বিশেষত্ব—অন্য বস্তু হইতে বিভেদের হেতু। একত্ব হইতে বহুত্ব সংঘটনের ইহা অপরিহার্য্য ফল। ইহা আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়া, তাহার বিশ্লেষিকা শক্তির পরিচয়।

(গ) অধিদৈব ভাবে অনুপ্রবেশ:—চিত্রে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই তিন ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। আধিভৌতিক উপকরণে—দেহের উপাধি। আধ্যাত্মিক উপকরণে—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা ও তাহাদের নিজ নিজ ক্রিয়া বিধান মত সম্পাদনের জন্য পরিচালকের প্রয়োজন। আধিদৈবিক পুরুষ ভগবানের সংকল্পানুসারে ভগবচ্ছক্তিতে শক্তিমান হইয়া পরিচালকের কার্য্য সম্পাদন করেন। পূজ্যপাদ-স্বামিজী গীতায় ৮।৪ শ্লোকে "অধিদৈবত পুরুষ" পদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন:—

"পুরুষঃ—বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূত—সর্ব্বদেবতানামধিপতিঃ" —ব্রহ্মের বা ভগবানের নিজ অংশভূত সর্ব্বদেবতার অধিপতি বিরাট্ পুরুষ —অর্থাৎ নারায়ণ। তিনি সূর্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কিরণ পথে, আধিভূত পুরুষরূপে স্থাবর-জঙ্গমের উৎপত্তি—স্থিতি-বৃদ্ধির বিধান করিতেছেন। সেইরূপ

কিরণপথে অধ্যাত্ম পুরুষরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্যষ্টি সকলের নিজ নিজ বিশেষত্ব (স্বভাব) ধারণ করিয়া সৃষ্টির মর্য্যদা রক্ষা করিতেছেন। তিনিই আবার নিজের শক্তি প্রয়োজন মত বিভিন্নরূপে প্রকটিত করিয়া, কিরণপথে জ্ঞান—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিতেছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয়, আপনাকেই বহুত্বে প্রকটন করিয়া আপনি আপনাকে লইয়াই ক্রীড়া করিতেছেন। আমরা বহুত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হই, তাহা ইঁহারই সংকল্প বশতঃ।

ভাগবত ৩।২৬।৫৭ শ্লোকে চিত্রে প্রদর্শিত অধিদৈবত দেবতাগণের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, বিরাটের আয়তন (সমষ্টি দেহ) অভিব্যক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিলেন। তখন অধিদৈবতগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও বিরাট্ চেষ্টাশীল হইলেন না। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ (সমষ্টি জীব), সেই সমষ্টি দেহে যখন প্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাট্ উত্থিত হইয়া ক্রিয়াশীল হইলেন। শ্লোকটি ১।২।১৮ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞের পরিচয় মুণ্ডক শ্রুতি ৩।১ মন্ত্রে দেহরূপ বৃক্ষে—ফলাস্বাদনকারী পক্ষীরূপে দিয়াছেন। ইহার সহিত ফল অনাস্বাদনকারী—অপর একটি পক্ষীরও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমটি জীবাত্মা—পরেরটি পরমাত্মা। এই পরেরটি "অধিযজ্ঞ"। (গীঃ ৮।৪)।

(ঘ) অধিযজ্ঞ ভাবে অনুপ্রবেশঃ—এই বিশ্ব একটি বিরাট্ যজ্ঞক্ষেত্র। ব্রহ্ম, পরমপুরুষ বা ভগবানই—আদি যজ্ঞকর্ত্তা। তাঁহার আত্মবিলোপাত্মক ত্যাগ হইতে এই বিশ্বের অভিব্যক্তি। ঋগ্‌বেদীয় পুরুষ-সূক্ত ইহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মের উৎস তাঁহা হইতে উৎসারিত হইয়া—বিশ্বকে ও বিশ্বস্থ সকলকে ওতপ্রোত ভাবে প্লাবিত করিতেছে। এক মুহূর্ত্তও কর্ম্ম না করিয়া, কেহ থাকিতে পারে না। (গীতা ৩।৫)। মানব দেহধারী জীব মোহে পতিত হইয়া, আপনাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করিয়া, অভিমান বশতঃ কর্ম্মের বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয় এবং ফল ভোগের জন্য জন্ম হইতে জন্মান্তরে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। যদি মানব মনে প্রাণে দৃঢ় ধারণা করিতে পারে, যে, সে যখন যেখানে ছোট বড় যে কোন কর্ম্ম করুক,মনে সু বা কু যে কোনও চিন্তা, ভাবনা করুক্, সমুদায়ের মূলে ভগবান্, তখন তাহার সমুদায় কর্ম্ম, সমুদায় চিন্তা যজ্ঞ হইয়া যায় এবং যজ্ঞেশ্বর ভগবান্, অধিযজ্ঞরূপে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করিয়া থাকেন। তখন কর্ম্ম নিষ্কর্ম্ম হইয়া যায় ও কর্ম্মযজ্ঞের যজমানকে নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসরণ করাইবার উপায় স্বরূপ হইয়া যায়। তখন তাহার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি লোপ পায়। তখন তাহার সমুদায় ক্রিয়া, চিন্তা, ব্যবহার "ব্রহ্মযজ্ঞ" গীঃ (৪।২২) পর্য্যায়ে পড়ে। তখন

কর্ম-ব্রহ্ম, উহার আচরণ ব্রহ্ম, আচরণকারী ব্রহ্ম, যাহার উদ্দেশ্যে আচরিত হয় তাহা ব্রহ্ম, যে উদ্দেশ্যে আচরিত হয়, তাহাও ব্রহ্ম হইয়া যায়। তখন গীতার উক্ত ৪।২২ শ্লোক—অর্থসহ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন কর্ম্মাত্মক বা যজ্ঞাত্মক ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা প্রাপ্তি হয়, গীতার ভাষায় এই "ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধীনা" সেই একাগ্রতা হইতে কর্ম্মাচরণকারীর ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন দেহ রক্ষণে কৃত সতত ক্রিয়মান কর্ম্মসকলও—শ্বাস-প্রশ্বাস, চক্ষুর উন্মীলন-নিমীলন, দর্শন, শ্রবণ, গমন, ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতিও অকর্ম্ম হইয়া যায় (গীঃ ৫।৮-৯)। তখন ইহারা আত্মার সহিত সম্বন্ধ শূন্য ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া মাত্র হইয়া যায়।

গীতার প্রদত্ত ভগবানের এই উপদেশ শুধু পুস্তকগত উপদেশ স্বরূপে না রাখিয়া কার্য্যতঃ জীবনের দৈনিক আচারণে—মানবদেহধারী জীবগণকে সাহায্য করিবার জন্য ভগবান্ অধিযজ্ঞ (অন্তর্য্যামি) রূপে সকলের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীব তাঁহার নিজের অংশ (গীঃ ১৫।৭)। তিনি যেমন স্বতন্ত্র—জীবও সেইরূপ স্বতন্ত্র। তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইলেও, এই স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা অসঙ্গত বলিয়া, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া জীবের অবসর প্রতীক্ষা করেন। তাঁহার দিকে ফিরিয়া, "জয় ভগবন্! আমি তোমার" বলিয়া একবার তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেই, তিনি নিবিড় ভাবে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া আপনাতে মিলাইয়া লন। যে স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্বে মানব তাঁহাকে ছাড়িয়া কুপথে গিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্যের পরিচালনায় সুপথে প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষামাত্র করিয়া থাকেন। ইহা আগেও বলা হইয়াছে, আর বিস্তারের আবশ্যক নাই।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, সৃষ্টিতে ভগবানের "অনুপ্রবেশ" চারি মূর্ত্তিতে। প্রতিমূর্ত্তি "পুরুষ" আখ্যায় আখ্যায়িত। প্রত্যেকই অক্ষর—ব্রহ্মস্বরূপ। তবে আমাদের বিশ্লেষিকা বুদ্ধি উক্ত চারি অক্ষর স্বরূপের মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কিঞ্চিৎ বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা প্রকাশ করিয়া বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। প্রথমে লক্ষ করা প্রয়োজন যে, চারি প্রকারের "অনুপ্রবেশে" যদি "অক্ষর" নামধেয়—পরব্রহ্মই করিলেন, তবে তাহাকে আবার "পুরুষ" আখ্যায় আখ্যায়িত করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার সমাধান এই যে, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক—সমুদায় ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র, তত্তৎ ক্ষেত্রের উপাদানে গঠিত "পুর" বর্ত্তমান। অক্ষর—পরব্রহ্ম প্রত্যেক পুরই নিজের শক্তির সঞ্চারে অনুপ্রাণিত, সঞ্জীবিত, ক্রিয়াশীল করেন বলিয়া, পুরে অবস্থানহেতু, "পুরুষ" আখ্যায় কথিত হইয়া থাকেন।

অধিভূত পুরুষ—অক্ষর ব্রহ্মের মূর্ত্ত প্রকাশ বটে। কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ

অক্ষর হইলেও ক্ষরের সহিত সংজড়িত হইয়া, আপনার অক্ষর ভাব ভুলিয়া গিয়া, আপনাকে ক্ষরভাবে বিভাবিত করিয়া বসেন। ইহার বস্তুগত দৃষ্টান্ত আমাদের নিজের জীবনেই দেখিতে পাই। জীবের স্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্ন, হইলেও আমরা, ক্ষর হইতে উদ্ভূত বিষয়ের সংস্পর্শে জড়িত হইয়া, নিজেদের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া, ক্ষরের প্রভাবে প্রভাবিত হওতঃ আপনাদিগকে, দুঃখী, নির্ধন, গরীব, রুগ্ন, ক্লিষ্ট, তাপদগ্ধ ইত্যাদি মনে করিয়া থাকি। এই কারণে ভগবান্ গীতার ১৫।১৬ শ্লোকে সাধারণ ভাবে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম ও অধিদৈব পুরুষ, উল্লিখিত আত্মবিস্মৃতি হইতে মুক্ত বলিয়া উক্ত শ্লোকে "অক্ষর" পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত রূপে কথিত হইয়াছেন। এই তিন পুরুষ—অক্ষর পুরুষেরই ত্রিবিধ প্রকাশ। কিন্তু অধিযজ্ঞ —উহাদের হইতে স্বতন্ত্র। ইহা বুঝাইবার জন্য, ভগবান্ গীতায় ৮।৪ শ্লোকে পুরুষের উল্লেখ না করিয়া "অহম্ অধিযজ্ঞ" ইহা স্পষ্টতঃ বলিলেন। এই 'অহম্'—মূল 'অহম্'। ইনি পুরুষোত্তম। আমাদের বুদ্ধি তাহার বিশ্লেষনী শক্তি এরূপ চাকচিক্য ভাবে দিলেও—ভগবান্ সূত্রকার—

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মাব্যপদেশাৎ॥ ১।২।১৯

১।২।১৮ সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, অন্তর্য্যামি, অধিদৈব, অধিলোক প্রভৃতিতে পরমাত্মাই বা ব্রহ্মই বর্ত্তমান থাকিয়া তত্তৎ নামে কথিত হন। আমরা উপরের আলোচনা হইতেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

১২৯। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভাগবত আধিভৌতিকাদি তিন পুরুষের পরিচয় দিতেছেন ঃ—

যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ॥ ২।১০।৮

যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই আধিদৈবিক। তবে এই উভয় নাম ও তজ্জনিত বিভেদের হেতু—আধিভৌতিক পুরুষ। ২।১০।৮ ইহাই উক্ত শ্লোকের আক্ষরিক সরল অর্থ। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী আধ্যাত্মিক পুরুষকে দ্রষ্টা জীব এবং আধিভৌতিক পুরুষকে দৃশ্য এবং সে কারণ দ্রষ্টা জীবের উপাধি স্বরূপ বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার এই অর্থ গীতার ৮।৩ শ্লোকের উৎকৃত অর্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পদানুসরণে ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত শ্লোকের বাঙ্গলা অর্থ বলিতেছেন ঃ—"যিনি চক্ষুরাদি করণাভিমানী দ্রষ্টা জীব-স্বরূপ আধ্যাত্মিক পুরুষ—তিনিই আধিদৈবিক অর্থাৎ

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সূর্য্যাদিরূপ অধিষ্ঠাতা। এই উভয় ভিন্ন চক্ষুঃ গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃশ্য—দেহ, পুরুষ অর্থাৎ পুরুষরূপ দেহের উপাধি জানিবে।" ২।১০।৮

উপরে ১২৮ অনুচ্ছেদে গীতায় ৮।৩ শ্লোকে ব্যবহৃত "স্বভাব" শব্দের যে দ্বিতীয় অর্থ প্রস্তাব করিয়াছি—অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায়ের নিজের নিজের পৃথক্ "নিজত্ব"—তাহা গ্রহণ করিলে, ভাগবতের ২।১০।৮ শ্লোকের অর্থ হইবে ঃ—আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পুরুষ অভিন্ন হইলেও, উহাদের উভয়ত্ব কথনের হেতু এই যে, আধ্যাত্মিক পুরুষ—আধিভৌতিক ক্ষরভাবে বিভাবিত পুরুষ হইতে প্রকটিত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় বস্তুর—স্ব স্ব "স্বভাবে" রক্ষণ করিবার জন্য তত্তৎ বস্তুজাতের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায়, যদিও স্বরূপতঃ নিজের অক্ষর ভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই, তথাপি পৃথগ্রূপে নির্দ্দেশিত হইবার যোগ্য বটে। অবশ্যই এ প্রকার নির্দ্দেশ আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়া।

১৩০। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষের অভিন্নতা সম্বন্ধে ঈশাবাস্যোপণিষৎ ১৬ মন্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

পুষন্নেকর্ষে যমসূর্য্য প্রাজাপত্য বূহ রশ্মীন সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬

হে জগৎপোষক সূর্য্য, হে একাকী গমনশীল—অর্থাৎ অন্য নিরপেক্ষ হইয়া জগৎস্থ সকলের স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্ত্তক, হে সকলের নিয়ন্তা, হে প্রজাপতির সংকল্প হইতে অভিব্যক্ত! তোমার রশ্মিসমূহের ও তাহা হইতে প্রসৃত তেজের সঙ্কোচসাধন কর। তোমার যাহা অতি কল্যাণতম রূপ, অর্থাৎ যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া, তুমি বিশ্বে কল্যাণ বিতরণ কর, আমি তোমার সেই রূপ দর্শন করি। তোমার প্রবর্ত্তক ও সঞ্জীবয়িতা যিনি, আমারও তিনি। ১৬

৩০) এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান।

১৩১। মুণ্ডক শ্রুতির ১।১।৩ মন্ত্রে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।

মুণ্ডক ১।১।৩

হে ভগবন্! কি জানিলে এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় জানা হইয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন—ইহাতে গুরু বুঝাইলেন যে, ব্রহ্মকে জানিলে সমুদায় জানা হইয়া যায়।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ঐ একই উপদেশ, একটু অধিকতর বিস্তারিতভাবে এবং সহজে বোধগম্য করিবার জন্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেওয়া হইয়াছে। বালক শ্বেতকেতুর বয়স যখন ১২ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা, তাঁহাকে বিদ্যোপার্জ্জনের জন্য গুরুগৃহে পাঠাইলেন। শ্বেতকেতু গুরুগৃহে ১২ বৎসর কাল ধরিয়া—সমগ্র বেদাধ্যয়ন সমাপন করতঃ, গম্ভীর চিত্ত, বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীত স্বভাব হইয়া—২৪ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে, পিতা তাঁহাকে বেদজ্ঞানাভিমানী ও অবিনীত স্বভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি তোমার গুরুকে সে আদেশটির (উপদেশটির) কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি? যে উপদেশের জ্ঞানে (সহায়ে) অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয়।" উত্তরে শ্বেতকেতু বলিলেন, সে আদেশ কিরূপ? তখন তাঁহার পিতা বলিলেন :—

যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ছাঃ ৬।১।৪
যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্॥ ছাঃ ৬।১।৫
যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি। ছাঃ ৬।১।৬

হে সৌম্য! যেমন একটি মৃত্তিকা পিণ্ডের জ্ঞান হইতে মৃত্তিকার পরিণামভূত সমস্তই জানা যায়—কারণ—মৃত্তিকার—সমস্ত বিকারই বাগাড়ম্বর নামমাত্র কেবল মৃত্তিকাই সত্য। যেমন একটি সুবর্ণ পিণ্ডের জ্ঞানে, সুবর্ণের পরিণামভূত সমস্তই জানা যায়, কারণ সুবর্ণ দ্বারা গঠিত যত কিছু, বাগাড়ম্বর নামমাত্র, কেবল সুবর্ণই সত্য। যেমন একটি লৌহ নির্ম্মিত নরুণের জ্ঞানে, লৌহ হইতে অভিব্যক্ত সমুদায় জানা যায়, কারণ লৌহ গঠিত যত কিছু শুধু বাগাড়ম্বর নামমাত্র, কেবল লৌহই সত্য। হে সৌম্য, এইরূপে উক্ত উপদেশ হইয়া থাকে। ছাঃ ৬।১।৪-৫-৬

পিতা উপদেশ দিলেন যে, কার্য্য ও কারণ—অভিন্ন। এক কারণের—ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। মাটি হইতে ঘট, কলস, সরা, জালা, ইট প্রভৃতি গঠিত হইয়া থাকে।

সকলের মধ্যে কারণরূপে মাটি আছে—কার্য্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ নামমাত্র। মাটি—সবগুলিতে কারণরূপে অনুস্যূত থাকায়—উহাদের সম্পর্কে মাটিই সত্য এবং ঘট, কলস প্রভৃতি নামগুলি প্রত্যেক স্থলে বিভিন্ন হওয়ায় শুধু শব্দাড়ম্বর মাত্র। স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি যত কিছু উপাদান কারণরূপে আছে; সকলের সম্বন্ধে উক্ত বিচার প্রযোজ্য। পিতার উপদেশ শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন, এমন উপদেশ গুরুর নিকট পাই নাই। পিতা তখন সৎস্বরূপ ব্রহ্মই যে প্রপঞ্চ জগতের ও তাহার অন্তর্ভুক্ত স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের একমাত্র কারণ, তাহার উপদেশ দিলেন। ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত চিত্র দৃষ্টে সুস্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ বা পরমপুরুষ, পরব্রহ্ম, ভগবানই বিশ্ব প্রপঞ্চের ও তদন্তর্ভুক্ত সমুদায়ের একমাত্র কারণ। একারণ তাঁহাকে জানিলেই সমুদায় জানা হইয়া যায়। আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। পুস্তক পাঠের বা শাস্ত্রালোচনার ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তা নাই। ভগবান্ ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা গ্রামের পাঠশালাতেই শেষ হইয়াছিল, কিন্তু যে সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী পরম জ্ঞানের পরিচয় তিনি তাঁহার দৈনিক কথাবার্ত্তায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অলৌকিক, অত্যাশ্চর্য্য। উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ডাক্তার প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, মার্জ্জিত বুদ্ধি, বস্তুতান্ত্রিক মহামহারথিগণ, তাঁহার দৈনিক আলাপনে স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টৃগণের নিজ নিজ প্রত্যক্ষদর্শনের লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত বিবরণ হইতে জানা যায়। সুতরাং বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

৩১) প্রলয়।

১৩২। প্রলয় সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে ১০৭ ও ১০৮ অনুচ্ছেদে দৃষ্টি আকর্ষন করি। উহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, চিদণুর স্ফুরণই সৃষ্টি। উক্ত স্ফুরণ অনাদিকাল হইতে একইভাবে বর্ত্তমান আছে বলিয়া সৃষ্টিও অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। অন্য পক্ষে যাহার উৎপত্তি আছে, নাশও তাহার অপরিহার্য্য নিয়তি। এ কারণ সমাধান এই যে, সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডগণের, নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ হেতুবশতঃ, কাহারও প্রলয়ে নাশ হইলেও সমগ্রহ সৃষ্টির নাশ এককালে সংঘটিত হয় না। শাস্ত্রে যে প্রলয়ের কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা আমাদের ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর-জগৎ সম্বন্ধে। উহা

ধ্বংস হইলেও অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান থাকিয়া—চিদণুর অনন্তকাল ব্যাপী স্ফুরণের পরিচয় দেয়।

১৩৩। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, অনুলোম ক্রমে সৃষ্টির প্রসার অভিব্যক্ত হয়, তাহার প্রতিলোম ক্রমে প্রলয়ে নাশ সংঘটিত হয়।
ভাগবত বলিতেছেন :—

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে॥ ১১।২৪।২২
অপসু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতিরূপে প্রলীয়তে॥ ১১।২৪।২৩
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোঽপি চাম্বরে।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু॥ ১১।২৪।২৪
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ॥ ১১।২৪।২৫
স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ।
তেঽব্যক্তে সংপ্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে॥ ১১।২৪।২৬
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ॥ ১১।২৪।২৭

মর্ত্ত্যশরীর—অন্নে, অন্ন ওষধি-বীজে, ওষধি-বীজ পৃথিবীতে, পৃথিবী গন্ধে লীন হয়। গন্ধ-জলে, জল-রসে, রস-জ্যোতিতে (তেজে), জ্যোতি রূপেতে লীন হইয়া থাকে। ১১।২৪।২২-২৩।

রূপ-বায়ুতে, বায়ু-স্পর্শে, স্পর্শ-আকাশে, আকাশ-শব্দতন্মাত্রে, ইন্দ্রিয়গণ-নিজ নিজ যোনিতে—অর্থাৎ নিজ নিজ প্রবর্ত্তক দেবতাগণে লীন হয়। (ইন্দ্রিয়-গণের প্রবৃত্তি স্বভাব বশতঃ এবং প্রবৃত্তি—দেবতাগণের অধীনত্ব হেতু, শ্লোকে দেবতাগণে লীন বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে, অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়গণ রাজস অহংকারে লীন হয়)। ১১।২৪।২৪

যোনি—অধিষ্ঠাত্রী বৈকারিক দেবতাগণে লীন হইয়া থাকে, দেবতাগণ—মনে লীন হয়, মনঃ দেবতাগণের সহিত, বৈকারিক অহংকারে লীন হয়।

(উপরে ১১।২৪।২২-২৩-২৪ শ্লোকত্রয়ে—তামস অহংকারের কার্যসকলে লয় শব্দতন্মাত্রে কথিত হইয়াছে)। তামস অহংকারের অন্তর্ভুক্ত শব্দতন্মাত্র-

তামস অহংকারে লীন হয়। ভূতাদি অর্থাৎ ত্রিবিধ অহংকার—বৈকারিক-রাজস-তামস-মহতত্ত্বে লীন হইয়া থাকে। ১১।২৪।২৫

জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি মত্তা হেতু গুনবত্তম মহান্ (মহত্তত্ত্ব) নিজ জ্ঞান ও ক্রিয়া-শক্তি পরিত্যাগ করিয়া গুণমাত্রে লীন হয়, গুণসকল অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত অব্যক্তকালে লীন হইয়া থাকে। (সৃষ্টিতে কাল দ্বারা অব্যক্ত প্রকৃতির গুণক্ষোভ সংঘটিত হইয়াছিল, এখন সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কালে লীন হইল।) ১১।২৪।২৬

কাল, মায়াময় (মায়া প্রবর্ত্তক), জ্ঞানময়, জীবের জীবত্ব সংঘটনকারী মহাপুরুষে, উক্ত মহাপুরুষ—অজ, আত্মরূপী পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়েন। শেষে পরমাত্মা কেবল, আত্মস্থ থাকেন। তিনিই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন। ১১।২৪।২৭

১৩৪। প্রলয়ের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল। সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডগণের মধ্যে যখন যেটির প্রলয় সংঘটিত হয়, তখন উপরে কয়েকটি শ্লোকে কথিত পন্থা ক্রমে সেই ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। পরে আবার তাহার সৃষ্টি, পূর্ব্বে কথিত সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনুসারে ঘটিয়া থাকে। সৃষ্টি ও প্রলয়ের অন্তরালে —স্থিতি—ইহা ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবানের আধারে প্রকটভাবে অবস্থান। পুরুষোত্তম ভগবানের সংকল্পানুসারে ব্রহ্মাণ্ডগণের এই সৃষ্টি —স্থিতি-লয় সংঘটিত হইতেছে। অনাদিকাল হইতে এই খেলা চলিতেছে এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া এ খেলা চলিতে থাকিবে।

অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডগণের মধ্যে যখন যেটির মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন সেইটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে যে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম রেণুতে পরিণত হয়, তাহা নহে। মৃত্যুতে আমাদের স্থূল দেহের নাশ হইলেও, উহার অস্থি প্রভৃতি যদি অগ্নি সংস্কারে ভস্মে পরিণত না করা হয়, তাহা হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। জ্যোতির্ব্বিদগণ অনন্ত আকাশে, আলোকহীন অনেক ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, উহাদের প্রলয় সংঘটিত হইয়াছে বটে, তথাপি উহারা মৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া প্রকৃতির উপাদান ভাণ্ডারে সূক্ষ্ম রেণুকণা রূপে অবস্থান করিবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

১৩৫। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ, তাঁহাদের যোগ-সাধনলব্ধ প্রাতীভ জ্ঞানে ও পরমতত্ত্বের অপরোক্ষ দর্শন হেতু, সমগ্র জগদ্রহস্য অপরোক্ষভাবে দর্শন করিয়া—প্রলয়কে চারিভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহাদের নাম :—

(ক) নিত্য প্রলয়, (খ) নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন প্রলয়, (গ) প্রাকৃতিক প্রলয়, ও (ঘ) আত্যন্তিক প্রলয়।

(ক) নিত্য প্রলয়ঃ—ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত প্রত্যেকের প্রতিক্ষণে কালস্রোতে যে অবস্থান্তর হইতেছে, তাহার নাম নিত্য প্রলয়। ইহা আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রতিক্ষণ সংঘটিত হইতেছে। আমার শরীর—এ মুহূর্ত্তে যে অবস্থায় আছে, ইহার পূর্ব্বের মুহূর্ত্তে ঠিক সেরূপ ছিল না এবং পর মুহূর্ত্তেও থাকিবে না। অথচ আমরা এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারি না। ঘড়ির কাঁটা দিনরাত যেমন অবিশ্রান্ত চলিতেছে, আমরা দেখিতে পাই, এই পরিবর্ত্তনও অবিশ্রান্ত চলিতেছে। আমাদের জন্ম-বৃদ্ধি প্রভৃতি ষড়্‌বিকার এই নিত্য প্রলয়ের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। আমাদের প্রত্যেকের ব্যষ্টিদেহে যে নিয়ম—সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড দেহেও (অর্থাৎ আমাদের জগতের ব্রহ্মার দেহেও), সেই একই নিয়মের কার্য্য সর্ব্বক্ষণ অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতেছে। (ভাগবত ১২।৪-৩৪-৩৫-৩৬)।

(খ) নৈমিত্তিক বা দৈনন্দিন প্রলয়ঃ—ইহা ব্রহ্মার পরিমাণের ১ দিবার অবসানে রাত্রি—সমাগম মাত্রেই সংঘটিত হয়। মানব যেমন দিনের বেলায় সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া, রাত্রি সমাগমে বিশ্রাম ও নিদ্রা উপভোগ করে, সেই নিদর্শনে, ব্রহ্মাও তাঁহার পরিমাণে দিবাভাগে তাঁহার নিজ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় করণীয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া, তাঁহার রাত্রি সমাগমে বিশ্রাম ও নিদ্রা উপভোগ করেন। ব্রহ্মার নিদ্রা হইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডস্থ স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় ব্রহ্মার দেহে লয়প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে। পরে রাত্রি গতে উষার উদয়ে ব্রহ্মার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে উহারা জাগরিত হয়। ঠিক যেমন উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বৃহৎ বটগাছ বিনষ্ট হইয়া গেলে, উহার অসংখ্য বীজ ভূমির মৃত্তিকায় মিশিয়া যায়, বাছিয়া বাহির করা সম্ভব হয় না। বর্ষাগমে জলধারায় মৃত্তিকা ভিজিলে, অঙ্কুরোদ্গমে উহারা আত্মপ্রকাশ করে, ইহাও সেইরূপ। এই প্রলয় ব্রহ্মার পরিমাণের প্রতিদিন ঘটে বলিয়া, ইহার নাম দৈনন্দিন প্রলয়। ইহাতে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মার দিবাভাগ যে পরিমাণ কালে, রাত্রিও সেই পরিমাণ কালে। উহা কল্প নামে পরিচিত। ১ কল্প = ব্রহ্মার ১ দিন = ১৪ মন্বন্তর = ১০০০দৈব চতুর্যুগ = ৪৩২০০০০০০০ মানব বৎসর। রাত্রির পরিমাণ ঐ পরিমিত কাল। বাহুল্য পরিহারের জন্য হিসাব দেওয়া হইল না। (ভাগবত ১২।৪।২-৩-৪)

(গ) প্রাকৃতিক প্রলয়ঃ—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল তাঁহার পরিমাণের অহোরাত্র পরিগণনায় বৎসরে, কোনও মতে ১০০ বৎসর, কোনও মতে ১০৮ বৎসর।

উক্ত পরিমাণ বৎসর অন্তে, তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায়, তাঁহারও নাশ হইয়া থাকে। আমাদের মৃত্যুতে যেমন আমাদের দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মার মৃত্যুতেও তাঁহার—ব্রহ্মাণ্ড দেহ ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানভূত মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সপ্ত প্রকৃতি লয় প্রাপ্ত হয়। একারণ উহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। ভাগবতের ১২।৪।৫ হইতে ১২।৪।২১ পর্য্যন্ত ১৭টি শ্লোকে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

(ঘ) আত্যন্তিক প্রলয়:—ভাগবত ১২।৪।২২ শ্লোকে বলিতেছেন যে, কালে গ্রাহক বুদ্ধি, করণ-ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্য বিষয়ের পৃথক্ ব্যাপার থাকে না, কেবল উহাদের আশ্রয়-জ্ঞান মাত্র প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বা মুক্তি বলা হইয়া থাকে। অন্য কথায়, যখন ত্রিপুটীর লয়ে, উহাদের আশ্রয়-জ্ঞান স্বরূপ-মাত্র বর্ত্তমান থাকে, তখনই আত্যন্তিক প্রলয় ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ইহা মানবদেহধারী জীবের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ইহা আমরা অন্য প্রকারে বুঝিতে পারি, আমাদের জগৎ—আমাদের জীব ভাবে অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আমি না থাকিলে, আমার জগৎও নাই। সুতরাং সংসার হইতে আমার অব্যাহতি লাভে, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে উন্মজ্জন-নিমজ্জন, চিরতরে বিলোপপ্রাপ্ত হইলে, আমার জগৎও চিরতরে নাশপ্রাপ্ত হইবে, তাহার কথা কি? এই কথা আরও একটু বিস্তার করিয়া বলি। উপরে যে অন্য তিন প্রকার প্রলয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আদ্যন্ত বিশিষ্ট বা অবয়ব বিশিষ্ট—অবস্তু সম্বন্ধে। যাহা বস্তু আখ্যায় আখ্যায়িত (ভাগবত ১।১।২), তাহা নিত্য, সত্য, তাহার লয় সম্ভব নহে। সেই নিত্য-সত্য বস্তু অবয়বগণের আশ্রয় —উহাদিগকে সঞ্জীবিত ও ক্রিয়াশীল রাখা ইহার কার্য্য। ইহাই সর্ব্বাশ্রয়, অদ্বয়, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্ম। ইহার স্ফুরণ সমুদায়—অবয়বকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি অবয়বীর পৃথক্ পৃথক্ জগৎ গঠন করে। আমার জগৎ আমার নিজস্ব। আমার প্রতিবেশীর বা বন্ধুর অথবা শত্রুর জগৎও তাহাদের নিজস্ব। ব্যষ্টি মানবের গঠিত জগৎই তাহার গ্রাহ্য বিষয়। উহা ব্যষ্টি মানবের করণ সাহায্যে তাহার—বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে। উক্ত বুদ্ধি ও করণ প্রভৃতি ব্যষ্টি মানবের উপাধি। যখন বুদ্ধি-করণ-বিষয় পৃথকৃত্ব হারাইয়া —একত্বে বস্তু স্বরূপে—জ্ঞানমাত্রে লয় প্রাপ্ত হয়, তখনই উক্ত সৌভাগ্যবান ব্যষ্টি মানবের জগতের আত্যন্তিক প্রলয়। তখনই তাহার জগচ্চক্র হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি—উহাই মোক্ষ—নিজের স্বরূপ প্রাপ্তি ও নিজ স্বরূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতি

—অন্য কথায় ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবানের অপরোক্ষানুভূতি। আত্যন্তিক প্রলয়ে নিজের স্বরূপভূত অদ্বয় জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে বুঝা গেল।

৩২) **প্রলয়াবশেষ ঃ—**

১৩৬। প্রলয়ে কোনও বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, অবশেষ রূপে উহাতে ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত, উহার অভিব্যক্তির—উপাদান ও নিমিত্ত কারণ স্বরূপ, উহার সঞ্জীবক, সংধারক ও পরিচালক, ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোকে কথিত অদ্বয় জ্ঞান বর্ত্তমান থাকেন। ভাগবত ইহা পরমতত্ত্ব বা ভগবানের মুখ দিয়া বলাইতেছেন ঃ—

অহমেবাসমেবাগ্র নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ২।৯।৩২

সৃষ্টির পুর্ব্বে আমিই ছিলাম, অন্য কিছু ছিলনা। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ—প্রকৃতিও ছিলনা। সৃষ্টির পরেও আমিই আছি। দৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগৎ আমিই এবং প্রলয়ের পর যাহা অবশেষ থাকিবে; তাহা আমিই।

(ফলতঃ আমি, অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয় ও পূর্ণ স্বরূপ) ২।৯।৩২

এই শ্লোকে যে "অহম্" এর সাক্ষাৎকার লাভ হইল, তাহা মূল, নিরপেক্ষ—"অহম্"। ইহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, ভূমা প্রভৃতি মানবীয় ভাষায় কথিত পরমতত্ত্ব। আমাদের পরিচিত "অহম্" "ত্বং" এর অপেক্ষা রাখে। কিন্তু শ্লোকোক্ত "অহম্"—সৃষ্টি অভিব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান, তখন "ত্বং"-এর অভিব্যক্তিই হয় না। উহা মূল "অহম্"-এর সহিত তাদাত্ম্যভাবে মিলিত। গীতায় অনেক স্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে এই মূল "অহং" রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই মূল "অহং" জীবের আপন হইতেও আপনার জন, তাহার 'ভূয়োভূয়ঃ' পরিচয় দিয়াছেন। তিনিই আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য। তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ অপরিহার্য্য হইলেও তিনি একাধারে, সমকালে নির্গুণ-সগুণ, নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, সকল কার্য্যের একমাত্র কারণ অথচ নিষ্কারণ, সর্ব্বকর্ম্মের উৎস হইলেও নিষ্ক্রিয়, বিশ্বরূপ হইলেও অরূপ, সর্ব্বনামা হইলেও অনামী, সর্ব্বব্যাপী হইলেও চিদণু, "অচক্ষুঃ সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি"—ইহাই ভগবদ্ রহস্য। এই রহস্যের যথাশক্তি উদ্‌ঘাটনেই ভগবান্ বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ণের উদ্দেশ্য এবং আমার হিমালয় প্রমান ধৃষ্টতা ও বাতুলতা।

তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু। তিনিই ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রের "একমেবাদ্বিতীয়ম্ সৎ"। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহার পরিচয় দিতেছেন :—

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুনাত্মনাম্।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিৎষ্যেত তদেব সৎ ॥ ১১।১৯।১৫

ত্রিগুণাত্মক (সাবয়ব) পদার্থমাত্রের, উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ আলোচনা করিয়া, উৎপত্তিতে কারণরূপে, স্থিতিতে আশ্রয়রূপে এবং বিনাশে পরিণামরূপে যাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। এই রূপে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরের প্রতি যাহা সতত অনুগত থাকে এবং তাহাদিগের প্রলয়েতেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই "সৎ"—পদার্থ। ১১।১৯।১৫

উপরে ১০৬ অনুচ্ছেদের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যাহাকে "সর্ব্বকাল সত্তাক" বস্তু বলিয়াছেন, তাহা এই "সৎ"—ইহাই একমাত্র পরম সত্য বস্তু—ভাগবত ১।১।১ শ্লোকে ইহাকেই—"সত্যং পরং" বলিয়াছেন। কিন্তু উহা বলিলেও, যে সমুদায় বস্তু নশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাদিগের আপেক্ষিক সত্যতা অস্বীকার করেন নাই। ইহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

১৩৭। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৯।৩২ শ্লোকেও ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রাংশে আমরা "অগ্র" (অগ্রে) পদের সাক্ষাৎ পাই। ইহার অর্থ সৃষ্টি—অভিব্যক্তির পূর্ব্বে। এরূপ উক্তি—শিষ্যের বুদ্ধির প্রকৃতি অনুসারে, তাহার সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য করা হইয়াছে। শিষ্য জগদ্ ব্যাপারে অল্প বিস্তর পরিচিত। এজন্য অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ কালের পরিচয় তাহার অল্প-বিস্তর জানা আছে। একারণ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয় অবস্থা ছিল, এ ধারণা শিষ্য সহজেই করিতে পারে। শ্রুতিতে ও ভাগবতের শ্লোকে "অগ্র" (অগ্রে) পদ ব্যবহার এই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। নতুবা কি শ্রুতির, কি ভাগবতকারের ইহা অজ্ঞাত নহে যে, "সৎ" বা "অহং" নামধেয় পরমতত্ত্বে কালের পৌর্বাপর্য্য ভাব—অর্থাৎ অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যত বর্ত্তমান নাই। আমরা বুঝিয়াছি, চিদণুর স্ফুরণই কাল। উক্ত স্ফুরণ চিরকাল—সমান ভাবে বর্ত্তমান। যদি "কাল" বলিয়া কোনও কিছু পরমতত্ত্বে থাকে, তাহা চিরকালই "বর্ত্তমান" রূপে থাকিবে, অতীত-ভবিষ্যৎ রূপে থাকিতে পারে না। ইহা আগে

৯৬ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান্-ভূমা—সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া, কোনও কিছুর উৎপত্তি—স্থিতি—নাশ হইলেও, সর্ব্ব অবস্থায় উহা, তাঁহার আশ্রয়ে থাকে বলিয়া—তাঁহার সম্পর্কে উক্ত কোনও কিছুর অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ নাই। তাঁহার নিকট সকলই চিরবর্ত্তমান—কখনও প্রকটিত ভাবে, কখনও অপ্রকটিত ভাবে। এই জন্য ছান্দোগ্য ৭।২৩।১ মন্ত্রাংশে বলিয়াছেন "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাতত্ত্বে যখন সমুদায় চিরবর্ত্তমান, তখন আমাদের অনুভূতি ভূমাতত্ত্বে উন্নীত করিতে পারিলে, দুঃখ বলিয়া কিছু থাকে না। ভূমায় চিরমিলন, নিবিড় আনন্দ। ভগবান্ সূত্রকার "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্" ৩।৩।৯ সূত্রে ইহার উল্লেখ করিবেন।

ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত স্বতঃই আপতিত হয় যে, জীব যখন যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন—মর্ত্তধামে অন্ত্যজ যোনিতে দারুণ দুঃখ কষ্টে ডুবিয়া থাকুক, কৃমিকীট হইয়া দুর্গন্ধ নরকে পচিতে থাকুক, স্বর্গের বিভিন্ন লোকে সুখভোগ করিতে থাকুক, অথবা নিত্যধামে, ভগবৎ সকাশে ভগবদানন্দে বিভোর হইয়া থাকুক,—সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের আশ্রয়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, সুখ, আনন্দ প্রভৃতি ভোগ—বুদ্ধির ব্যাপার।

মায়াবদ্ধ জীবের নিজের কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্মজাত আগন্তুক মাত্র। উহারা সংশোধনের ও পরিণামে ভেদ দৃষ্টি দূরীকরণের উপায় স্বরূপ বিহিত। উহাদের দ্বারা ঈপ্সিত সংশোধন সমাধা হইলেই আবার নিজের শাশ্বত স্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন। ভগবান্ সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রে উক্ত উপায় অতি সুন্দর ভাবে শ্রুতির ভিত্তিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র ধীরভাবে আলোচনা করিলে, সকলেই উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারেন।

১৩৮। প্রলয়াবশেষ সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা পরমতত্ত্বের স্বরূপগত ভাবে। সৃষ্টিগতভাবে আলোচনায় আমরা কি পাই, দেখা যাউক। তৈত্তিরীয় শ্রুতির "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ২।১ মন্ত্রাংশে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বের আমরা "অনন্ত" নামের সাক্ষাৎ পাই। পরমতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তি, অনন্ত ভাব-নাম-রূপ প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে, উক্ত নাম যে অতি সমীচীন, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। পুরাণে—অনন্ত দেবের মূর্ত্তি সহস্র ফণা বিশিষ্ট সুবৃহৎ সর্পরূপে পরিকল্পিত হইয়াছে এবং ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়ের সময় উক্ত সর্পকে শয্যারূপে গ্রহণ করিয়া যোগনিদ্রায় অবস্থান করেন। লক্ষ করিতে হইবে যে, বিষ্ণুপদের আভিধানিক অর্থ সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার শয্যাও

সেইরূপ অনন্ত হওয়াই সমীচীন বটে। এই অনন্ত দেবই "শেষ নাগ" নামে অনেক স্থলে কথিত আছেন।

পুরাণের এই চিত্র হইতে মনে সন্দেহ হয়, তবে কি অনন্তদেব বিষ্ণু বা পরমতত্ত্ব হইতে পৃথক কিছু? আমাদের শয্যা, আসন ত, আমাদের স্বরূপ হইতে পৃথক্‌, সে নিদর্শনে যখন অনন্তদেবকে পরমতত্ত্ব স্বরূপ বিষ্ণু-শয্যা, আসনরূপে গ্রহন করিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিয়া থাকেন, তখন উহা তাঁহা হইতে পৃথক হইবেন না কেন? যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে তৈত্তিরীয় শ্রুতির উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের সহিত বিরোধ হইতেছে নাকি? এই সন্দেহ নিরসনের প্রয়োজন, সন্দেহ নাই।

অনন্তদেবকে সর্পরূপে পরিকল্পনায় ও "শেষ নাগ" নামে অভিহিত করিবার যে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কারণ মনে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। ঐ কয়টি অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, অনন্তদেব—পরমতত্ত্ব স্বরূপ হইতে অভিন্ন।

(ক) ঋগ্‌বেদীয় পুরুষ সূক্তে কথিত আছে যে, "সহস্র শীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্র-পাদ পুরুষ" সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া, তাহার বাহিরেও বর্ত্তমান আছেন। ইনিই—পরমতত্ত্বের প্রথম অভিব্যক্তি বা প্রকটিত মূর্ত্তি—তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, সৃষ্টির অনন্ত প্রসার—সে কারণ সমগ্র বিশ্ব—অনন্ত। এই অনন্তত্বের মধ্যে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ নিজ আয়ুষ্কাল ভোগ করিতেছে। সমগ্র সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া তাহার বাহিরেও থাকিতে হইলে, এমন একটি বেষ্টনীর প্রয়োজন, যাহা নিজে অনন্ত এবং সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া, তাহার বাহিরেও থাকিতে পারে। উক্ত বেষ্টনীর মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইলে, অনন্ত পরিমাণের সর্পমূর্ত্তির কল্পনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাই অনন্তদেব।

(খ) প্রত্যক্ষ জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, জলের অগ্রগতি, সমুদ্র পৃষ্ঠে স্রোত-প্রবাহ, জোয়ার-ভাঁটায় নদীর মধ্যে জলের গতাগতি—ঢেউএর আকারে হইয়া থাকে। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের বহু পরিদর্শন ও পরীক্ষায় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আলোক-তাপ-তড়িৎ-শব্দ সকলেই ঢেউ-এর আকারে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই ঢেউ-এর আকারে অগ্রগতিকে আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ "সর্পগতি" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ইহাও আমাদের মধ্যে অনেকের, বিশেষতঃ যাঁহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে রেল-যোগে ভ্রমন করিয়াছেন—প্রতক্ষ অভিজ্ঞতা যে, পাহাড়ের পাদদেশ হইতে, উপরে শিখরে উঠিতে হইলে বক্রগতিতে, অন্য কথায়, সর্পগতিতে, পাহাড়

ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতে হয়, সোজাসুজি উঠা সম্ভব নহে। এই প্রতক্ষ দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা, ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করিয়া আমাদের দেশের শাস্ত্রকারগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ক্রমবিবর্ত্তনে, কোনও নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উঠিবার ক্রমোন্নতি সোপান, নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সোজাসুজি প্রতিষ্ঠিত নহে। উহাও সর্পগতি ক্রমে ঘুরিয়া-ফিরিয়া উঠিতে হয়। যাহারা দিল্লীর কুতুব মিনার বা কলিকাতার মনুমেণ্টে উঠিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষভাবে জানেন। ইংরাজীতে ইহাকে Sprial motion বলে, ইহাই আমাদের শাস্ত্রে কথিত সর্পগতি। ভগবানের প্রতিষ্ঠিত ক্রমবিবর্ত্তনে, আমাদের শাস্ত্রমতে একখণ্ড অচেতন প্রস্তরের বা একটি কীট বা পতঙ্গের অন্তরে উন্নতির অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত আছে। ইহার জন্য অনন্ত কাল, অনন্ত ক্রমোন্নত বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ ব্যবস্থিত। এই উন্নতি আকস্মিক হইবার নহে। ইহা সর্পগতিতে সম্পাদিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণ এই সমুদায় মনে রাখিয়া, উহা চিত্রাকারে দৃশ্যতঃ প্রকাশ করিবার জন্য অনন্তদেবের সর্পমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন।

(গ) এই মূর্ত্তি-কল্পনায় উহা কি পরমতত্ত্ব হইতে পৃথক কিছু হইল? তাহা নয়। আমরা বেদান্তালোচনায় জানি যে, ভগবানে বা পরমতত্ত্বে "তিনি ও তাঁহার" ভেদ নাই। সুতরাং অনন্তদেবকে শয্যারূপে গ্রহন করিয়া, তাহাতে শয়নে উহার পৃথকত্ব সংঘটিত হইল না। পৃথক্ মনে করিলে অদ্বৈত হানি হয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

(ঘ) অনন্ত দেবকে "শেষ নাগ" নামে আখ্যায়িত করিবার কারণ কি? ভগবান্ সূত্রকার ৩।১।১ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, দেহ হইতে উৎক্রান্তির সময়, জীব, ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্ঠিত হইয়া, দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। মর্ত্ত্যলোকে জীবিত কালে, জীব যে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাদের মধ্যে যেগুলির ফল, জীবিত কালেই, ভোগে নিঃশেষ হইয়া যায়, সেগুলি বাদে অন্য কর্ম্মরাশি এই ভূতসূক্ষ্ম গঠন করে। পরলোকে এই কর্ম্মরাশির মধ্যে যেগুলির ভোগ হয়, সেগুলি বাদে অভুক্ত কর্ম্মের সহিত পুনরায় ইহলোকে জন্মান্তর পরিগ্রহ করে। ইহা সূত্রকার ৩।১।৮ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঠিক যেন ইহলোকে কোন ব্যক্তি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দূর দেশে ভ্রমণের জন্য যাত্রা করিয়া ফিরিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পৃথক্ রাখিয়া, তবে বাকী অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ পরলোকযাত্রী জীব—পরলোকে তাহার কৃত কর্ম্ম সকলের অধিকাংশ ভোগ করিয়া—"অবশেষ" কর্ম্মের সহিত পুনরায় ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে।

কোনও বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, ঐ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত অগণ্য জীবের এই "অবশেষ" কর্ম্ম নিত্য-সত্য-অবিনশ্বর অনন্তদেবে লীন থাকে। "অবশেষ" কর্ম্মের ভাণ্ডার বলিয়া অনন্তদেবের "শেষ" নামের সার্থকতা। শুধু যে জীবের "অবশেষ" কর্ম্ম, তাহা নয়। উক্ত প্রলয় প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডেরও "অবশেষ" কর্ম্ম সমভাবে অনন্তদেবে লীন থাকে। আগে বলা হইয়াছে যে বিশ্বে—সমুদায়—চিন্ময়, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের ন্যায় কর্ম্ম-চক্রে প্রতিষ্ঠিত—ইহা আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ।

(ঙ) ব্রহ্মাণ্ডে জীব অগণ্য—তাহাদের "অবশেষ" কর্ম্মও অসংখ্য প্রকার। ইহা বস্তুগত ভাবে বুঝাইবার জন্য, অনন্তদেবের সহস্র ফণা। সহস্র অর্থ হাজারটি মাত্র নয়—ইহা অসংখ্যের। হাজার শব্দ উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে মাত্র। এই "অবশেষ" কর্ম্ম—ফলপ্রদান রূপ ক্রিয়া সাধনে উন্মুখ হইয়া থাকে—ফণা—সর্পের ক্রিয়া শক্তি প্রয়োগের পরিচায়ক—ইহা সকলেই জানেন।

(চ) এখন ভগবান্ বিষ্ণুর বা পরমতত্ত্বের অনন্ত শয্যায় শয়নের তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভগবান্ উক্ত সমগ্র "অবশেষ" কর্ম্মের উপর অধিষ্ঠান করিয়া, উহার ইচ্ছামত উদ্বোধন এবং তাহার দ্বারা ফল প্রদান শক্তি অবরুদ্ধ করিয়া থাকেন। পরে উপযোগী কালে, নিজের মঙ্গলবিধান মত, উক্ত "অবশেষ" কর্ম্মের উদ্বোধন করিয়া নূতন সৃষ্টি অভিব্যক্ত করেন। উপরে ১২৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৬।৩ শ্লোকের "সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্" বাক্যাংশ ইহাই বলিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারিলাম যে, সৃষ্টি মাত্র কল্পনা বিলাস নহে, ইহা কারণ-কার্য্য শৃঙ্খলক্রমে অভিব্যক্ত হয় এবং জীবেরও সে কারণ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের "অবশেষ" কর্ম্ম ও ইহার পশ্চাতে থাকিয়া ব্যষ্টি জীবের এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমোন্নতি সোপানে নিম্ন হইতে উচ্চতর স্তরে পরিচালনে সহায়তা করিয়া থাকে। শ্রুতি "সূর্য্যাচন্দ্রোমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" মন্ত্রে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(ছ) এখন প্রশ্ন এই ভগবানের যোগনিদ্রা প্রকৃত কি? তিনি কি সত্যসত্যই জীবের ন্যায় ক্লান্তি অপনোদনের জন্য নিদ্রা যান? যিনি জ্ঞানময়, জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞান কি সাময়িকভাবে আবৃত থাকে? তাহা নয়। প্রলয়ে তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তি সংহরণ পূর্ব্বক আত্মস্থ করিয়া অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান অব্যভিচারীভাবে দেদীপ্যমান থাকে। উপরে ৬৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ৩।৫।২৪ শ্লোকে "সুপ্ত শক্তি বসুপ্তদৃক্" বাক্যাংশে ভাগবত সুস্পষ্ট বলিয়াছেন

যে, তাঁহার শক্তি তখন সুপ্ত থাকে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান (দৃক্—চিৎশক্তি) দেদীপ্যমান থাকে।

১৩৯। উপরে উদ্ধৃত মহানারায়ণোপনিষদের অংশে, আদি নারায়ণের উন্মেষ—নিমেষের কথা আছে—উহা শক্তির উদ্বোধন ও শক্তির সংহরণ—আদি-নারায়ণের জাগরণ ও নিদ্রা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে নহে।

অতএব সৃষ্টিগত ভাবে আলোচনায় আমরা বুঝিলাম যে, কোনও ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে, অনন্তদেব বা ভগবান্, পরমতত্ত্ব—অব্যয়, নিত্য সত্যরূপে বর্ত্তমান থাকেন—তিনিই একমাত্র "সৎ" বস্তু। আরও বুঝিলাম যে, প্রলয়ে কোনও বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, পুনঃ সৃষ্টিতে যে ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি হয়, তাহা পূর্ব্বসৃষ্টির—অধুনা লয়প্রাপ্ত—ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্ভুক্ত স্থাবর-জঙ্গমাদির সহিত সম্বন্ধ বিহীন নহে। উপরে ১৩৩(খ) অনুচ্ছেদে উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত বৃহৎ বটগাছ ধ্বংসে, তলস্থ মৃত্তিকায়—মৃৎকণার সহিত অবিভাজ্যভাবে মিশ্রিত বটবীজ হইতে বর্ষাগমে অঙ্কুরোদ্গমের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিয়াছি পূর্ব্ব সৃষ্টির ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি কর্ম্ম ও তদন্তর্ভুক্ত স্থাবর-জঙ্গমাদির ব্যষ্টিকর্ম্ম—উক্ত বট বৃক্ষের বীজের ন্যায় অনন্তদেবে তাদাত্ম্যভাবে অবিভাজ্যরূপে অবস্থান করে—উপযুক্ত কালে ঐ সকল লীন কর্ম্মবীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমে, পুনরায় পূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ নূতন ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি হয়। এইজন্য অনন্তদেব বা ভগবানকে, ভাগবত ৩।২৬।১৯ শ্লোকে "জগদঙ্কুর" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

৩৩) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—বস্তুগতভাবে বুঝিবার প্রয়াস :—

১৪০। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন, দেখ, আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি। তোমার আলোচনা চলা কালে, প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করিয়া বাধা সৃষ্টি করি নাই। তোমার সরল ভাষায় অতি স্বচ্ছভাবে আলোচনায় আমার অনেক সংশয় নিরসন হইয়াছে। দুটি বিষয়, বিশদভাবে বুঝিতে পারি নাই। তাহার একটি এই :—প্রলয়ে পরমতত্ত্ব আত্মস্থ (ভাগবত ১১।২৪।২৭) বা কেন্দ্রীভূত "চিদণু"রূপে অবস্থান করেন, ইহা কতকটা বুঝিতে পারি। কিন্তু সৃষ্টিতে সেই "চিদণু"ই সমুদায় ওতপ্রোতভাবে কিরূপে অবস্থান করেন, তাহা ত ধারণা করিতে পারিতেছি না। আমাদের পরিচিত কোনও বস্তুগত দৃষ্টান্ত দিয়া, ইহা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করি।

সিদ্ধান্তবাদী ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—তোমার সংযম ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তুমি যে বিশেষ মনোযোগ দিয়া আমার আলোচনা শুনিয়া যাইতেছ ইহাতে আমার

আলোচনার সার্থকতা অনুভব করিয়া বিশেষ আনন্দ হইতেছে। এখন তোমার প্রশ্নের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। পূর্ব্বের আলোচনা হইতে বুঝিয়াছি যে, "চিদণুর" স্ফুরণ হইতেই সৃষ্টির প্রসার। "চিদণু"—চিৎ ও অণু এই দুই শব্দে গঠিত। অণু—অর্থ—অতিসূক্ষ্ম—উহা "ভাবাত্মক অবস্থান" জ্ঞাপক মাত্র—কোনও পরিমাণ—উহার কল্পনা করা যায় না। উক্ত স্ফুরণের প্রসারের জন্য "দেশ" অভিব্যক্ত। দেশ অভিব্যক্তিতে পরিমাণের (দৈর্ঘ্য—প্রস্থ—বেধ) অভিব্যক্তি—অপরিহার্য্য। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠের-নির্ব্বাণ উত্তর ভাগের ৭৩।১৭ শ্লোকে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন—"দেশো মিতিমুপাগতঃ"—দেশের অভিব্যক্তিতে পরিমাণ ও অপরিহার্য্যভাবে দেখা দিল। (দেখ অনুচ্ছেদ ৯৫)। ইহা হইতে আমরা পাইতেছি যে, সৃষ্টি প্রসারের সহিত "দেশের" অপরিহার্য্য সম্বন্ধ থাকিলেও, "চিদণুর" সহিত ইহার কোনও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই। দেশ বর্ত্তমান না থাকিলেও "চিদণু" তাহার নিত্য-শাশ্বত স্বরূপে চির বর্ত্তমান। দেশ সম্বন্ধে যে কথা, কাল সম্বন্ধেও তাই। যদি চিদণুর সহিত দেশ-কালের—সম্বন্ধ থাকিত, তাহা হইলে, উহা আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িত। তাহা না হওয়ায় "চিদণু"—নিরপেক্ষ। উহা পরম ভাব পদার্থ। উহাই ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রে কথিত "সৎ"। মহোপনিষৎ ঐ একমাত্র পরমতত্ত্বের নির্দ্দেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন :—

ন শূণ্যং নাপি চাকারো ন দৃশ্যং ন চ দর্শনম্। মহোঃ ২।৬৬

পরমতত্ত্ব—শূণ্য নন, সাকার নন, দৃশ্য নন, দর্শনও নন। মহোঃ ২।৬৬। তবে ভাষায় তাঁহাকে কি করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে মহোপনিষৎ বলিতেছেন :—

শূন্যং তৎ প্রকৃতি মায়া ব্রহ্ম বিজ্ঞানমিত্যপি।
শিবঃ পুরুষ ঈশানো নিত্যমাত্মেতি কথ্যতে ॥ মহোঃ ৬।৬১

এই পরম ভাব পদার্থকে ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য, ইহাকে (i) শূণ্য (ii) তৎ (iii) প্রকৃতি (iv) মায়া (v) ব্রহ্ম (vi) বিজ্ঞান (vii) শিব (viii) পুরুষ (ix) ঈশান (x) নিত্য (xi) আত্মা প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহোঃ ৬।৬১

কিন্তু "শূণ্য' নামে কথিত হইলেও তিনি বৌদ্ধের "অভাবাত্মক শূণ্য" নহেন। ভাগবত বলিতেছেন :—যত্তদ্ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূণ্যং শূণ্য কল্পিতম্ ॥ ভাগঃ ৯।৯।৪০

সেই ব্রহ্ম পরম সূক্ষ্ম বলিয়া, যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে অশূণ্য—অর্থাৎ পরম ভাব পদার্থ, তথাপি সূক্ষ্মতার হেতু ইহাকে "শূণ্য" নামে কল্পনা করা হয়।

অতএব আমরা বুঝিলাম যে, চিদণু বা ব্রহ্ম, পরমতত্ত্ব-ভগবান—অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া "শূণ্য" বলিয়াও কল্পিত হইয়া থাকেন। এখন দেখ, শূণ্যের সহিত দেশ-কালের বা বস্তুর (দ্রব্যের) কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না—অন্য কথায়, এই পরম ভাব পদার্থ যাঁহাকে "শূণ্য" বলিয়া কল্পনা করা যায়—দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদ বিহীন। ইহা হইতে স্বতঃ এই সিদ্ধান্ত হয় যে, এই পরমসূক্ষ্ম পরমভাব পদার্থকে শূণ্য বলা হয় যেমন সত্য, চিদণু বলা সেইরূপ সত্য। অনন্ত বলাও তুল্যরূপ সত্য। শূণ্য যেমন পরিমাণ হীন, চিদণু ও তাই। অনন্ত ও তুল্যরূপ। অনন্তের পরিমাণ অঙ্গীকার করিলে উহার অনন্তত্ব বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, উহা অন্তবান হইয়া যায়। কারণ পরিমাণ বিশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা সাবয়ব পদার্থ। সাবয়ব পদার্থ—অনন্ত হইতে পারে না।

১৪১। গণিত শাস্ত্রেও, তাহার ভাষায় শূণ্য ও অনন্ত যে সমানধর্ম্মী তাহা প্রমাণ করে। $0+0=0$, $0-0=0$, $0\times0=0$, $0\div0=0$

অনন্ত + অনন্ত = অনন্ত, অনন্ত — অনন্ত = অনন্ত, অনন্ত × অনন্ত = অনন্ত, অনন্ত ÷ অনন্ত = অনন্ত। গনিতের সাংকেতিক চিহ্নেঃ—

$\infty+\infty=\infty$, $\infty-\infty=\infty$, $\infty\times\infty=\infty$, $\infty\div\infty=\infty$

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৃহদারণ্যক শ্রুতি শূণ্য ও অনন্তের এই বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়া, বলিয়াছেনঃ—

> পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
> পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ বৃহঃ ৫।১।১

উহাও পূর্ণ, ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণেরই অভিব্যক্তি। পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিলেও পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। বৃহঃ ৫।১।১

শূণ্য ও অনন্তের বিশেষত্ব এই চিরপূর্ণত্বে। উপরে গণিতের সাংকেতিক ভাষায় শূণ্য ও অনন্তের এই বিশেষত্ব দেখান হইয়াছে। ইহা উক্ত শ্রুতি মন্ত্রের গাণিতিক ভাষ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

১৪২। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লীর প্রথম মন্ত্রেই ব্রহ্মের বা পরমতত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশে শ্রুতি বলিলেনঃ—"সত্যংজ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম"—স্পষ্টতঃ "অনন্ত" নামে ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত হইলেন। এই "অনন্ত" নিরপেক্ষ অনন্ত। আমাদের

অনন্তের ধারণা দেশ-কালের নিষেধ মূলক ধারণা, সুতরাং উহা দেশ-কালের ধারণার সহিত জড়িত। অন্তবান বস্তু মাত্রই দেশ-কালে প্রতিষ্ঠিত। উহার সহিত নিষেধমূলক সম্বন্ধ বিশিষ্ট অনন্ত, এ কারণ প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিকতা বর্জ্জিত নহে। কিন্তু পরম-তত্ত্বের—অনন্তত্ব—নিরপেক্ষ, দেশ কালের সহিত সম্পর্ক শূণ্য। দেশ কালাভিব্যক্তির পূর্ব্ব হইতেই এই অনন্তত্ব বর্ত্তমান। সুতরাং শূণ্য যেমন দেশ-কাল-সম্বন্ধ শূণ্য পরম-ভাবপদার্থ-অনন্তও সেইরূপ দেশ-কাল সম্বন্ধ শূণ্য পরম ভাব-পদার্থ। পরম ভাব পদার্থ আবার দুইটি হইতে পারে না। দুইটি কল্পনা করিলে, একটি অপরটিকে পরিচ্ছেদ করিবে—পরমতত্ত্বে ইহা অসম্ভব। সম্ভব মনে করিলে পরমতত্ত্বই বর্ত্তমান থাকে না—উহার "পরমত্ব" লোপ পায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, চিদণু, শূণ্য, অনন্ত—বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হইলেও—উহা বিভিন্নতা বর্জ্জিত "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্ব—উহা সৎ।

১৪৩। একটু অন্যভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি। উপরে ৯৫ অনুচ্ছেদে গোলকের দৃষ্টান্তে আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে গোলকের কেন্দ্রে—গোলকের সমুদায় ভাব ও শক্তি অতি সূক্ষ্মরূপে তাদাত্ম্য ভাবে নিহিত। যদি অনন্তকে একটি গোলক মনে করা যায়, তাহা হইলে অনন্তের বিশেষত্ব হেতু, উক্ত কেন্দ্র, কল্পিত গোলকের ভিতরে যে কোনও বিন্দু হইতে পারে। শুধু "ভিতর" বলিলাম, বাহিরে বলিলাম না, কেননা অনন্তের বাহির হইতে পারে না, তাহা হইলে অনন্তত্ব লোপ পায়। যাহা হউক, যে কোনও বিন্দু যখন উক্ত অনন্ত গোলকের কেন্দ্র হইতে পারে, তখন, উক্ত অনন্ত গোলকের ভাব, শক্তি, বিশেষত্ব প্রভৃতি যতকিছু, অনন্তের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও বিন্দুতে বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কেন্দ্র—অর্থাৎ অনন্তের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও বিন্দু—চিদণু, সৎ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান। উভয় প্রকার আলোচনায় শ্রুতির উক্তি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বজায় রহিল। শূণ্যানন্ত পূর্ণাত্মক পরমতত্ত্বের পূর্ণত্ব অটুট রহিল। পূর্ণের অংশ হয় না। অংশ কল্পনা করিলে পূর্ণত্বের লোপাপত্তি হয়। সুতরাং যখন তিনি আত্মস্থ—চিদণু বা শূণ্যরূপে নিজ আত্মস্বরূপে অবস্থিত, তখন যেমন স্বয়ং পূর্ণ—যখন অনন্তত্ব অঙ্গীকার করিয়া, অনন্ত ভাব-শক্তি-নাম-রূপ আপনা হইতে প্রকটন পূর্ব্বক অবস্থিত, তখনও তেমনি স্বয়ংপূর্ণ। প্রথম ভাবে অবস্থানে, তিনি অনামী, অরূপ—দ্বিতীয় ভাবে, তিনিই সর্ব্বনামা, বিশ্বরূপ (ভাগবত ৬।৪।২৩)। প্রথমভাবে অবস্থান কালে, তিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদি—(বৃহঃ ৩।৮।৮), দ্বিতীয় ভাবে অবস্থানে তিনিই "সর্ব্ববাদ

বিষয়প্রতিরূপশীল" (ভাগঃ ১২।৮।৪৩)। প্রথম ভাবে "অকর্ত্তা" দ্বিতীয় ভাবে "উরুক্রম"।

১৪৪। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠে উপশম প্রকরণের ৮৭ অধ্যায়ে বলিতেছেন ঃ—

"তিনিই শূণ্যবাদিগণের "শূণ্য", ব্রহ্মবাদিগণের "ব্রহ্ম", বিজ্ঞানবাদিগণের "বিজ্ঞান", সাংখ্যগণের "পুরুষ", যোগপক্ষাবলম্বিগণের "ঈশ্বর", শৈবগণের "সদাশিব", কালবাদিগণের "মহাকাল", আত্মবিদগণের "আত্মা", নৈরাত্ম্য-বাদিগণের "নৈরাত্ম্য", মাধ্যমিকগণের "মধ্য", অবিজ্ঞানিগণের "সর্ব্বসুখস্বরূপ"।" ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের এই উক্তি উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১২।৮।৪৩ শ্লোকের বাক্যাংশের অতি সুন্দর ভাষ্য স্বরূপ। অনন্ত ভাব, অনন্ত শক্তি, অনন্ত নাম, অনন্ত রূপ—তাঁহাতে বর্ত্তমান—শাস্ত্র "অনন্ত" নামে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সুতরাং কয়টা নামেই বা মানবীয় ভাষা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়। ভাষা যেমন সেখানে পৌঁছিতে পারে না, অনন্তকাল ব্যাপিয়া, অসংখ্য মানবের চিন্তায়ও তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। অতএব ভক্তি-বিনম্র কন্ধরে প্রণতি নিবেদন করা ভিন্ন জীবের আর উপায় কি ?

১৪৫। এখন।বস্তুগত দৃষ্টান্তে পরমতত্ত্বের সমকালে, চিদ্গুরূপে শূণ্যত্বে অবস্থান এবং অনন্ত দেশ কালে, অগণ্য বিশ্বে, সর্ব্বব্যাপীরূপে, সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপাত্মক সর্ব্ববস্তুতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান বুঝিবার চেষ্টা করিব। পরমতত্ত্বে লৌকিক দৃষ্টান্ত সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য নহে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে।

আমরা সূর্য্যকিরণের সহিত সুপরিচিত। আমাদের জীবনীশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, মননশক্তি, আনন্দানুভাব শক্তি প্রভৃতি সমুদায়—শক্তির জন্য, আমরা সূর্য্যকিরণের নিকট ঋণী। অন্যান্য জীবগণের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, যথাযোগ্যভাবে প্রযোজ্য। আমাদের—চতুঃপার্শ্বস্থ স্থাবর উদ্ভিদগণের সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই—বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম, তাহা হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ বা লতার আকারে পূর্ণ পরিণতি, ফুল-ফল সম্ভারে সজ্জা,—সমুদায়ের—মূলে সূর্য্যকিরণ। সূর্য্য ত নিজে অতি দূরে নিজের মণ্ডলে অবস্থিত। তিনি ত জীব-উদ্ভিদের জনন-রক্ষণ, পালন-বর্দ্ধন প্রভৃতির জন্য নিজে প্রত্যেকের নিকট ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান না। তাঁহার শক্তি কিরণ ও তাপ আকারে প্রবাহরূপে সৌরজগতের প্রতি গ্রহে-উপগ্রহে পরিব্যাপ্ত হইয়া সমষ্টিভাবে উহাদিগের ও ব্যষ্টিভাবে উহাদের অন্তর্ভুক্ত স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের জনন-বর্দ্ধন-পরিপোষণ-

সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পাদন করিতেছে। সেইরূপ "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" স্বরূপ পরমতত্ত্ব বা চিদণু তাঁহার নিজ ধাম পরব্যোমে (তৈত্তিঃ ২।১) অবস্থান করিয়া জ্যোতিঃ প্রসরণে অন্য কথায় চিদণুর স্ফুরণে, সমষ্টিভাবে সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের এবং ব্যষ্টিভাবে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সমুদায়ের অর্থাৎ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহ এবং উহাদের প্রত্যেকের অন্তরস্থ স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতির—অথবা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যে আমাদের পৃথিবীর স্থাবর-জঙ্গমাদি থাকিবে, তাহার স্থিরতা না থাকায়,—প্রত্যেক ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ-উপগ্রহগণে, তাহাদের নিজ নিজ বিশেষত্বের উপযোগী—স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের জনন, বর্দ্ধন, পরিপোষণ, সংরক্ষণ করিয়া বিশ্বব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন। অনন্ত শক্তিমানের অচিন্ত্য শক্তি, উক্ত জ্যোতিঃ স্ফুরণের প্রতি কণিকার সহিত প্রবহমান হইয়া, সমুদায় অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত প্রতি অণু-পরমাণুতে অনুস্যূত হওতঃ প্রত্যেককে নিজ নিজ আকারে সংধারণ করিয়া রাখিয়াছে ও প্রাণবান করিয়া বিশ্বব্যাপার সম্পাদন করিতেছে।

আণবিক বোমার আবিষ্কারে, অতি সাধারণ দ্রব্যের প্রতি অণুতে কি অচিন্ত্য শক্তি সঞ্চিতভাবে অবস্থান করিয়া অণু গঠন করিয়াছে, তাহার কথঞ্চিত পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমরা উক্ত মহাশক্তির ধ্বংসলীলার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, উহার গঠন লীলার পরিচয় পাই নাই। কিন্তু দেখিতে পাই যে, মঙ্গলময়ের বিশ্বে, ধ্বংসের পাশাপাশি কল্যাণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং উক্ত মহাশক্তির কল্যাণময়ী মূর্ত্তির পরিচয় অচিরে পাইব মনে করি। এই সংক্ষেপ আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, চিদণু বা পরমতত্ত্ব সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থানীয় পরব্যোমে অবস্থান করিয়া, জ্যোতিঃ স্ফুরণে, অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের ও তাহাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত, সমুদায়ের জনন, বর্দ্ধন, সংধারণ, পরিপোষণ, পরিচালন করিতেছেন। তিনি কেন্দ্রস্থ বা কূটস্থ এবং সমকালে সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং শ্রুতি কথিত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—জলন্ত সত্য।

১৪৬। অন্য প্রকারে আরও বিশদ্‌ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি। পরমতত্ত্বকে "অনন্ত" বলিলে, দেশ-কাল প্রভাবিত আমাদের মনে জাগিয়া উঠে যে, তাহা হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী হইতে হয়। যদি তিনি সর্ব্বব্যাপী হন, তবে তাঁহার স্বরূপনিষ্ঠ মূর্ত্তি, ধাম প্রভৃতির সম্ভব কি প্রকারে হয়? মানবের জ্ঞান ও যুক্তিতে এ প্রকার ধারণা বড়ই কঠিন সন্দেহ নাই। তবে বর্ত্তমান পদার্থ বিজ্ঞানের অচিন্তিতপূর্ব্ব উন্নতির যুগে, আমরা একটি তুলনা মূলক ধারণার চেষ্টা করিতে পারি।

আজকাল আমরা প্রায় সকলেই কমবেশী বেতার-তড়িৎ সংবাদের বিষয় শুনিয়া থাকি। দিক্ বিদিক শূণ্য মহাসাগরে একখানি অর্ণবপোত বিপন্ন হইয়াছে। উক্ত জাহাজের কাপ্তেন, তাঁহার জাহাজে স্থিত বেতার যন্ত্রের সাহায্যে, উক্ত বিপদের সংবাদ আকাশে প্রেরণ করিলেন, অন্য কথায় উক্ত সংবাদের স্পন্দন আকাশে জাগাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, জাপান, চীন প্রভৃতি পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশে ও নগরে, যেখানে যেখানে উক্ত স্পন্দনাত্মক সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র আছে, সর্ব্বত্রই সেই সংবাদ পৌছাইয়া গেল ও সকলেই সেই জাহাজকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহা সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন।

বর্ত্তমানে "রেডিও" ও "টেলিভিশন" যন্ত্র সাহায্যে আমরা লণ্ডন, প্যারিস্, বার্লিন, মস্কো, দিল্লী, নিউইয়র্ক, টোকিও প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানের গান, বক্তৃতা, বাজনা, সংবাদ প্রভৃতি নিজ নিজ ঘরে বসিয়া শুনিয়া ও দেখিয়া থাকি ও যাঁহারা উহাতে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মূর্ত্তিও দেখিতে পাই। শুধু একটি উপযোগী যন্ত্র বাটীতে রাখিলেই হইল। আমার বাটীতে উক্ত যন্ত্র না থাকায় আমি শুনিতে বা দেখিতে পাইলাম না বটে, কিন্তু আমার বাটীর আকাশে উক্ত গান-বক্তৃতাদির স্পন্দন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার প্রতিবেশীর গৃহ হইতে একটি যন্ত্র সাজসরঞ্জামসহ আনিলেই শুনিতে বা দেখিতে পাইব।

এই উভয় দৃষ্টান্তে ইহা সুস্পষ্ট যে, বিপন্ন জাহাজের বিপদের সংবাদ, অথবা গান বক্তৃতাদি বেতার সহযোগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও, উহাদের একটি কেন্দ্রস্থানীয় উৎপত্তি স্থান আছে। প্রথম দৃষ্টান্তে—বিপন্ন জাহাজে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে, বড় বড় সহরের গান বক্তৃতাদির প্রেরক স্থান।

সেইরূপ আমরা সহজেই ধারণা করিতে পারি যে, একটি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান মহাসত্ত্বা—বিশ্বের কেন্দ্রে—পরব্যোমে—কূটস্থ বা চিদণুরূপে বর্ত্তমান আছেন। সেরূপভাবে থাকিলেও সমকালে তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র অন্তরে-বাহিরে বর্ত্তমান। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে অন্তর-বাহির নাই। সেই অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারিলেই, তাঁহার অস্তিত্ব আমাদিগের অনুভূতিগোচর হইবে। সমুদায় শাস্ত্র—এই সর্ব্বব্যাপী অথচ সমকালে কূটস্থ মহাসত্ত্বার অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়া, তাহা অনুভব করিবার—অধিকারী হইবার উপায় ও অনুভব করিলে তাহার ফল কি, ইহাই প্রতিপাদন ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ সূত্রকারও সেই একই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমার আলোচনাও সেই একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া—শ্রীমদ্ ভাগবতের উজ্জ্বল, কোমল, স্নিগ্ধ আলোকবর্ত্তিকা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক সূত্রকারের পদানুসরণ করিয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর পাইলে কি ?

৩৪) অনন্তের কেন্দ্র।

১৪৭। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—তোমার সরল আলোচনায় আমার সংশয় অপনোদন হইয়াছে। অধিকন্তু চোখে নূতন আলোকপাত হইয়াছে। কিন্তু আর একটি সন্দেহ হৃদয়ে জাগিয়াছে। উহা নিবেদন করিতেছি। তুমি উপরে বলিয়াছ যে, অনন্ত পরিমাণের কোনও গোলকের অন্তর্গত প্রতি বিন্দুই উহার কেন্দ্র হইতে পারে। ইহা বিশদ্ভাবে বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করি।

সিদ্ধান্তবাদী উত্তরে বলিতেছেন :—ইহা ত অতি সহজেই বুঝা যায়। মনে কর, আমরা যেখানে বসিয়া আলোচনা করিতেছি, তাহা গোলাকার—গোলাকারই বা কেন—বর্ত্তুলাকার—অনন্ত বিস্তৃত গোলকের কেন্দ্র। তারপর উক্ত বিন্দু ছাড়িয়া, উহা হইতে যে কোনও দিকে, দশ সহস্র বা লক্ষ যোজন দূরে, আর একটি বিন্দুকে কেন্দ্র মনে কর। ইহাতে যদি তোমার মনে হয় যে, তাহা হইলে অনন্ত বিস্তৃত গোলকের পরিধি পূর্ব্বের কল্পিত বিন্দু হইতে যতদূরে ছিল, দ্বিতীয় কল্পিত বিন্দু হইতে, তাহার দূরত্ব দশ হাজার বা লক্ষ যোজন কম হইবে, তাহা হইলে, তোমাকে বলিব যে, তোমার অনন্তত্বের ধারণা তোমাতেই থাকুক—উহা লোকসমাজে প্রকাশ করিও না। কারণ তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, দ্বিতীয় কল্পিত বিন্দু হইতে পরিধির দূরত্ব—অনন্ত দূর হইতে যদি এক ইঞ্চিও কম হয়, তাহা হইলে অনন্তের—অনন্তত্ব সম্পূর্ণ লোপ প্রাপ্ত হইবে, উহা আপনাপনিই অন্তবান হইয়া পড়িবে।

আরও একটি কথা বলি যে, ভাষায় বুঝাইবার জন্য "গোলক" ও "পরিধি" এই উভয় পদ ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনন্তের পরিধি হইতে পারে না। পরিধির সহিত সীমা ও তাহায় দ্বারা বদ্ধ—দেশের ধারণা সংজড়িত। উক্ত ধারণা অনন্তে প্রযোজ্য হইতে পারে না। জিন্স্ সাহেব (Sir James Jeans)—"Expanding Universe"—"প্রসরমান জগৎ" বলিয়া, এই অনন্তেরই তাঁহার ধারণা মত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অনন্ত প্রসারের অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান। উক্ত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড গোলক বা গোলকাভাস আকারে সীমাবদ্ধ হইতে পারে,

কিন্তু অনন্ত তাহা হইতে পারে না। যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারিলে ত যে, অনন্ত বিস্তারের যে কোনও বিন্দু হইতে উহার কল্পিত পরিধি সমান দূরে অবস্থিত। সুতরাং অনন্ত বিস্তারের যে কোনও বিন্দুতে অনন্তের সমগ্র ভাব, শক্তি সূক্ষ্মভাবে বীজাকারে বর্ত্তমান। উপরের আলোচনায় পরমতত্ত্ব বা ভূমা বা আত্মা বা চিদণুর যে সমকালে কূটস্থ ও সর্ব্বব্যাপীরূপে—অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন :—

অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্ম-রতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবত্যথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্য-রাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষ্বকামচারো ভবতি। ছান্দোগ্য ৭।২৫।২

অনন্তর আত্মা অবলম্বনে উপদেশ (প্রদত্ত হইতেছে):—আত্মাই নিম্নে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই এই সমস্ত। এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ সবিশেষ জানিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া পূর্ব্বোক্ত সেই বিদ্বান্ স্বরাট্ হন (অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন)—সমস্ত লোকে তিনি অপ্রতিহত গতি প্রাপ্ত হন। ছাঃ ৭।২৫।২

শ্রুতি আত্মা বা পরমতত্ত্বের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত উপদেশানুসারে সাধনা করিলে, সাধকের প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া সাধনায় উৎসাহিত করিলেন।

---

৩) শাস্ত্র যোনিত্বাধিকরণ

১। ভিত্তি :—

ভিত্তি (১)—যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্তি এবং বা-অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিঃশ্বসিতানি ॥

বৃহঃ ২।৪।১০

যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করিলে, অগ্নি হইতে ধূম পৃথক্ হইয়া বহির্গত হয়, সেই প্রকার পরমাত্মরূপ মহৎ ভূতের (মহাসত্ত্বার) অযত্ন ত্যক্ত নিঃশ্বাসই ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (নৃত্যগীতাদি কলাশাস্ত্র) উপনিষৎ, শ্লোকসকল (বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের মন্ত্র সকল), সূত্র সকল (কল্পসূত্র প্রভৃতি), অনুব্যাখ্যান সকল (মন্ত্রবিবরণ), এবং ব্যাখ্যান সকল (অর্থবাদ)—এ সকলই নিঃশ্বাসরূপে মহাসত্ত্বা হইতে বহির্গত হয়। বৃহঃ ২।৪।১০

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি। বৃহঃ ৩।৯।২৬

উপনিষদ্ সকলে উপদিষ্ট সেই পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করে। বৃহঃ ৩।৯।২৬

২। সংশয় :—

(২) সংশয় :—পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের জন্মাদির দৃষ্টান্তে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্ম-নির্দ্দেশ করা হইল। কিন্তু নির্দ্দেশ করিলেই ত তাঁহাকে জানা গেল না। অথচ তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিঃ ২।৯

বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া—ফিরিয়া আসে, সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে কিছু হইতে ভয় হয় না। তৈত্তিঃ ২।৯

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও ৩।৮ মন্ত্রে ব্রহ্মকে জানা যায় সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ শ্বেতাঃ ৩।৮

তমঃ পারে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রকাশমান এই মহাপুরুষকে আমি জানি। ইঁহাকে জানিলে অতিমৃত্যু (অমৃত) প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অবলম্বনের আর অন্য কোনও পন্থা নাই। শ্বেতাঃ ৩।৮

উদ্ধৃত তৈত্তিঃ ২।৯ বলিলেন, ব্রহ্মকে জানা যায়, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।৮ মন্ত্রে ব্রহ্মের অপরোক্ষ দ্রষ্টা ঋষি, তাঁহাকে ঘনিষ্টভাবে জানিয়া, লোক সমাজে প্রকাশ করিলেন। এই দুটি মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি এমন একটি বস্তু, যাহা বাক্য মনের অগোচর, অথচ তাঁহাকে জানা যায়। ইহাতে মনে স্বতঃই জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। অজ্ঞাত বস্তু জানিতে প্রমাণের প্রয়োজন। ভাগবত মতে প্রমাণ মোটামুটি চারি প্রকার। (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) ঐতিহ্য ও (৪) শ্রুতি। (ভাগবত ১১।১৯।১৬)। জানিবার বস্তুটি বাক্য-মনের অগোচর হওয়ায় প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। অনুমান ও ঐতিহ্য—উভয়েই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে, সুতরাং উক্ত উভয় প্রমাণও তাঁহাতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। বাকী থাকে, কেবল শ্রুতি প্রমাণ।

৩। আমরা জানি, ব্রহ্মসূত্র-মীমাংসা শাস্ত্র—বেদের জ্ঞানকাণ্ড আলোচনায় যে সমুদায় বিরোধ ও সন্দেহ মনে উদয় হয়, মীমাংসার দ্বারা সে সমুদায়ের নিরসন করাই, ইহার মুখ্য বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের নাম "ব্রহ্মসূত্র" দিবার হেতু, ব্রহ্মতত্ত্ব যথাতথ্য রূপে নিরূপণ করিবার প্রতিজ্ঞাও রচয়িতা সূত্রকার করিয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিবেন, তাঁহাদিগকে শ্রুতিপ্রমাণ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিন্তু ১।১।১।১ ও ১।১।২।২ সূত্রের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে শ্রুতি মন্ত্রগণের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে, ভাগবত, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে সংশয় হয় যে, উক্ত শাস্ত্রসকলের শ্লোক-প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিবার হেতু কি হইতে পারে? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন—

৩) সূত্র—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ১।১।৩।৩

৪। ব্রহ্মই শাস্ত্রযোনি। শাস্ত্রযোনি পদটি দুইপ্রকারে সিদ্ধ হয়—(ক) শাস্ত্র সকলের যোনি বা উদ্ভব স্থান বা কারণ—এরূপ বাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন। (খ) শাস্ত্র-যোনি-কারণ বা প্রতিপাদক অথবা প্রমাণ যাহার—এরূপ বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন। শাস্ত্রযোনির ভাব—

শাস্ত্রযোনিত্ব। সেই হেতু—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৩।১০ মন্ত্র প্রথম প্রকার অর্থের ও উক্ত শ্রুতির ৩।৯।২৬ মন্ত্র—দ্বিতীয় প্রকার অর্থের সমর্থক প্রমাণ। ভগবান্ সূত্রকার আলোচ্য ১।১।৩।৩ সূত্রে ব্যবহৃত শাস্ত্র-শব্দে বৃহঃ ২।৪।১০ মন্ত্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ ছাড়া, অন্য শাস্ত্রসকল, বেদের বোধক, পরিপূরক, রহস্যোদ্‌ঘাটক এবং প্রকৃত অর্থ-জ্ঞাপক। উক্ত শাস্ত্র সকলের নাম নিম্নে চিত্রাকারে দেখান হইল। চিত্রটি মহামহোপাধ্যায় ৺প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুঃসূত্রী ব্রহ্মসূত্রের ৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত চিত্রের প্রতিলিপি। উক্ত পুস্তকখানি সম্প্রতি নিকটে না থাকায়, উহার সহিত মিলন সম্ভব হইল না। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪৫।২৫-২৭ শ্লোকে উহাদের অনেকগুলির নাম পাওয়া যাইবে।

৪। ভাগবতে শাস্ত্রগণের অভিব্যক্তির পরিচয়।
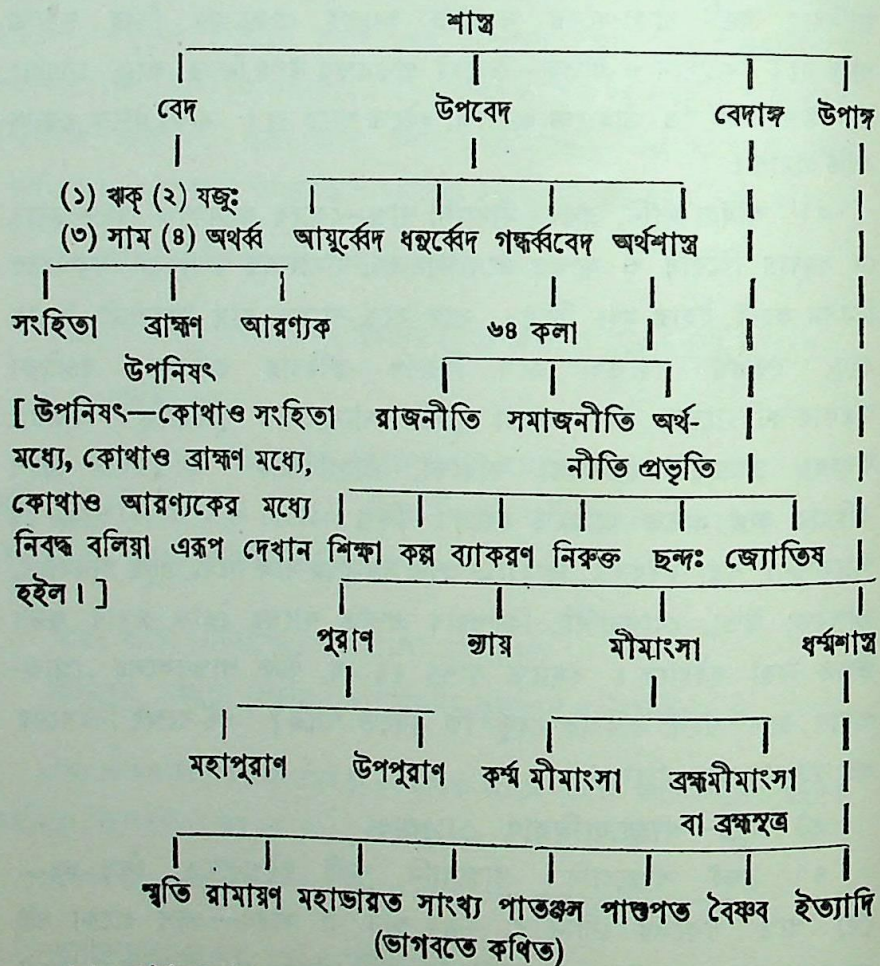
৫। উক্তশাস্ত্রগণের পরিচয় প্রদানে ভাগবত বলিতেছেন :—

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ॥ ১০।৪৫।২৫
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্যায়পথাংস্তথা।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্‌বিধাম্॥ ১০।৪৫।২৬
অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ॥ ১০।৪৫।২৭

দ্বিজবর গুরু (সান্দীপনি মুনি) রাম ও কৃষ্ণ দুজনের শুদ্ধভাব (ভক্তি) ও তদ্দ্বারা গুরু শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগকে শিক্ষাদি ষড়ঙ্গ ও উপনিষদ্‌গণের সহিত সমগ্র বেদ, সরহস্য ধনুর্ব্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্রসকল, মীমাংসাদি দর্শনবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধ-আশ্রয়—এতদ্রূপ ছয় প্রকার রাজনীতি, শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা চতুঃষষ্ঠি অহোরাত্রে চতুঃষষ্ঠি কলা আয়ত্ত করিলেন।
ভাগঃ ১০।৪৫।২৫-২৬-২৭

৬। ব্রহ্মাই এই সমুদায় শাস্ত্রের উৎপত্তিকারণ। শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহঃ ২।৪।১০ মন্ত্র ইহাদের অনেকগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে শাস্ত্রগণের আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। তৎসম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পরমতত্ত্ব বা ভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান প্রকাশ করিয়া, তাঁহাতে শক্তি সঞ্চার করেন, ইহা ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের— **"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে"** বাক্যাংশে স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে। সেই শক্তিসঞ্চার ও বেদজ্ঞান প্রকাশন হেতু ব্রহ্মার মুখ হইতে ভগবদিচ্ছানুসারেই শাস্ত্রসকল আবির্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে শাস্ত্রগণের আবির্ভাব সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মার মুখ হইতে বলা হইলেও, উহা ভগবানের প্রদত্ত বেদজ্ঞান ও শক্তিসঞ্চারের ফলস্বরূপ বলিয়া ভগবান্ বা ব্রহ্মকেই শাস্ত্রযোনি বলিতে হয়।

ভাগবতের শ্লোকগুলি এই :—

কদাচিদ্ধ্যায়তঃ স্রষ্টুর্বেদা আসংশ্চতুর্মুখাৎ॥ ৩।১২।১৯
চাতুর্হোত্রং কর্ম্মতন্ত্রমুপবেদনয়ৈঃ সহ।
ধর্ম্মস্য পাদাশ্চত্বারস্তথৈবাশ্রমবৃত্তয়ঃ॥ ৩।১২।২০
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ।
শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥ ৩।১২।২২

আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যাঞ্চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ।
ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্তেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥ ৩.১২।২৩

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কদাচিৎ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার চারিমুখ হইতে বেদসকল নির্গত হইল। চাতুর্হোত্র (হোতা-উদ্গাতা-অধ্বর্য্যু-ব্রহ্মা—এই চারিজন দ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম্ম), উপবেদ, নীতিশাস্ত্রের সহিত তন্ত্র, ধর্ম্মের চারিচরণ, আশ্রম—সকলের বৃত্তিও উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে, ঋক্—যজুঃ—সাম—অথর্ব্ব এই চারিবেদ, হোতার কর্ম্ম—শাস্ত্র (অর্থাৎ অপ্রণীত মন্ত্র—স্তোত্র), অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম—ইজ্যা, উদ্গাতের কর্ম্ম—স্তুতিস্তোম-সঙ্গীত স্বরূপ—ঋক্ মন্ত্রসকল এবং ব্রহ্মার কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত—উৎপন্ন হইল। আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ, স্থাপত্যবেদ ইত্যাদি উপবেদসকল, পঞ্চমবেদ—ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখ চতুষ্টয় হইতে আবির্ভূত হইল। ভাগবত ৩।১২।১৯—২০-২২-২৩।

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবোহ্যস্য দহ্রতঃ॥ ভাগঃ ৩।১২।২৮

আন্বীক্ষিকী বা তর্কশাস্ত্র, বেদবিদ্যা, বার্ত্তা (জীবিকোপায় নির্দ্ধারণ শাস্ত্র) দণ্ডনীতি, ভু-র্ভুবঃ-স্বঃ-মহঃ-জনঃ-তপঃ-সত্য এই সপ্তব্যাহৃতি ও প্রণব (ওঁ-কার), তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৩।১২।২৮

৫) সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কি তবে শাস্ত্রযোনি ?

৭। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করিলে, স্বতঃই মনে প্রশ্ন উদয় হয়, তবে কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই শাস্ত্রযোনি। ব্রহ্ম-ভগবান্-পরমতত্ত্বকে শাস্ত্রযোনি বলিয়া সূত্রকার সূত্র রচনা করিলেন, উহার সহিত কি ভাগবতের মতবিরোধ হইল? বিশেষতঃ উদ্ধৃত ৩।১২।২৩ শ্লোকে ভাগবত ব্রহ্মাকে "সর্ব্বদর্শনঃ" বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—উহার সরল অর্থ ত সর্ব্বজ্ঞ। সৃষ্টিকর্ত্তা যখন সর্ব্বজ্ঞ, তখন তাঁহার শাস্ত্রযোনি হইতে বাধা কি? ইহার উত্তর ৬ অনুচ্ছেদে অতি সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। নিঃসন্দিগ্ধভাবে এই সংশয় অপনোদনের জন্য কয়েকটি কারণ বিস্তারিত ভাবে নীচে দেওয়া হইতেছে—ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ব্রহ্ম—ভগবান্-পরমতত্ত্বই শাস্ত্রযোনি। কারণগুলি এই :—

(ক) বংশীবাদনদক্ষ কোনও পুরুষ, বংশী হইতে তান—লয়—বিশুদ্ধ সুমধুর স্বরলহরী বিকাশ করিয়া শ্রোতৃগণের মনোহরণ করিতেছেন। উক্ত স্বরলহরীর উদ্ভাবন কর্ত্তা এবং তাহা হইতে শ্রোতৃবর্গের মনোহরণকারী কে? উক্ত পুরুষ না বংশী? বংশী-যন্ত্র হিসাবে প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু সুনিপুণ যন্ত্রীর হাতেই উহা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবানের হাতের যন্ত্রমাত্র। উক্ত যন্ত্র হইতে ভগবানই বংশী হইতে স্বরলহরীর অভিব্যক্তির ন্যায়, শাস্ত্রাদির অভিব্যক্তি করেন। উক্ত সৃষ্টিকর্ত্তারূপ যন্ত্র—ভগবানের নিজ হাতে গড়া—উহা ৬ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

(খ) ভাগবতেই ব্রহ্মা নিজমুখে বলিতেছেন :—

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্। ভাঃ ২।৫।১১

স্বপ্রকাশ সেই পরম পুরুষের প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি সৃষ্ট্যাদি দ্বারা অভিব্যক্ত করি। ২।৫।১১

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥ ২।৫।১৭

তিনিই দ্রষ্টা (সর্ব্বসাক্ষী) ঈশ্বর (সকলের নিয়ন্তা) কূটস্থ, সকলের অন্তর্য্যামী, আমি তাঁহার দ্বারাই সৃষ্ট (এজন্য তাঁহার "নিজহাতে গড়া" বলা হইয়াছে), এবং এই সমুদায় তাঁহারই সৃজ্য (সৃজনের যোগ্য বলিয়া অভিপ্রেত), আমি তাঁহার কটাক্ষে পরিচালিত হইয়া, তাঁহার সৃজ্য সকলকে অভিব্যক্ত করিয়া থাকি। ২।৫।১৭

(গ) ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" শীর্ষক অনুচ্ছেদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। উক্ত উপাখ্যানে শ্বেতকেতুর পিতা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে একটি মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি নানা প্রকারে শ্বেতকেতুকে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান" বুঝাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিজের মুখ হইতে অমোঘ আশীর্ব্বাণী লাভ করিলেন :—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ভাগঃ ২।৯।৩১

আমার স্বরূপ, আমার যাদৃক সত্ত্ব, আমার গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ, আমার অনুগ্রহে এ সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার এখনই হউক্। ২।৯।৩১

আমার অমোঘ আশীর্ব্বাণীর দ্বারা এ প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান প্রদানের পর, ভাগবতে কথিত ২।৯।৩২-৩৩-৩৪-৩৫ এই চারি শ্লোকে অতি সংক্ষেপে কথিত চতুঃ শ্লোকী ভাগবত, ভগবান্ ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিলেন। এই চারি শ্লোকে সমুদায় জ্ঞানের সার—কেন্দ্রীভূত ভাবে অবস্থিত। এই প্রকারে ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মার হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ব্রহ্মা ভগবানের "নিজহাতে গড়া" ত বটেই। ভগবান্ তাঁহাকে অতি সুপটু যন্ত্র করিয়া গড়িলেন, এ কারণ তাঁহার মুখ হইতে শাস্ত্র সকলের অভিব্যক্তিতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? ভগবানই শাস্ত্রযোনি, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল। জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানঘন, ভগবানের নিজহাতে গড়া যন্ত্র যে "সর্ব্বদর্শনঃ" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, তাহা সমীচীন বটে।

(ঘ) গীতায় ১৫।১৫ শ্লোকে ভগবান্ সুস্পষ্ট বলিলেন :—

"মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।" গীঃ ১৫।১৫

আমা হইতে স্মৃতির উদয়, জ্ঞানের বিকাশ ও সঙ্কোচ সাধিত হয়।

গীঃ ১৫।১৫

সেই ভগবান্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিজেই ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব্ব সৃষ্টির স্মৃতি ও পরম জ্ঞান বিকাশ করিলেন। সেই জ্ঞানলাভে ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সমুদায় শাস্ত্রের অভিব্যক্তি হইল, তাহা বংশী হইতে সুমধুর স্বরলহরী বিকাশের ন্যায়, বুঝা গেল। সুতরাং ভগবানই শাস্ত্রযোনি।

(ঙ) নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভাগবত ভগবানকেই স্পষ্টভাবে শাস্ত্রকৃৎ (শাস্ত্রযোনি) বলিলেন।

স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥

১।১০।২২

সেই অপ্রচ্যুত স্বরূপ ভগবান্, নামরূপ রহিত আপনাকেই দেব—তির্য্যক্-নরাদি নামরূপ বিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়া, জীবসকলের ভোগবিধানের নিমিত্ত, নিজ কালশক্তি দ্বারা উদ্‌বোধিতা, স্বীয় অংশভূত জীবগণের মোহনকারিণী অতএব সৃজনাভিলাষিণী, স্বীয়া প্রকৃতির অনুসরণ করেন। তিনিই শাস্ত্রকৃৎ—কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিসাধন ও তাহার সিদ্ধির জন্য, প্রকৃতির অনুসরণের পূর্ব্বে— শাস্ত্র সকল অভিব্যক্ত করেন। ১।১০।২২

এই শ্লোকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করিবার আছে। (১) "স্বজীবমায়াং"— এখানে "জীবমায়ার" সাক্ষাৎ পাইলাম। ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত

সৃষ্টি চিত্রে—মায়াকে "গুণমায়া" ও "জীবমায়া" দুইভাবে দেখান হইয়াছে। (২) ভগবান্ স্বরূপে—"অনামরূপ"—এই স্বরূপভাব—ভগবান্—বশিষ্ঠদেব "চিদণু" নামে ভাষায় ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায়—৬২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৬।৩৮ শ্লোকে পরমতত্ত্বকে "বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম্" বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। স্বরূপে তিনি "অনামরূপ" হইলেও সৃষ্টিতে তিনিই "স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ"। (ভাগবত ৬।৪।২৭)

(৩) প্রকৃতির অনুসরণের পূর্ব্বে শাস্ত্রসকলের অভিব্যক্তি। ইহার ভিত্তি আমরা ভাগবতের ৩।১১।৩৫ শ্লোকে দেখিতে পাই।

পূর্ব্বস্যাদৌ পরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ।
কল্পো যত্রাভবদ্ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যৎ বিদুঃ॥ ভাগঃ ৩।১১।৩৫

পূর্ব্বপরার্দ্ধের প্রথমে "ব্রাহ্ম" নামে যে মহান্ কল্প হয়, সেই কল্পেই ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁহাকে শব্দ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। ৩।১১। ৩৫। ইহা বুঝিবার জন্য দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। শাস্ত্রে ব্রহ্মাকে দ্বিপরার্দ্ধজীবী বলা হইয়া থাকে। এই দুই পরার্দ্ধের মধ্যে পূর্ব্বপরার্দ্ধ গত হইয়াছে। সম্প্রতি দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিনের প্রায় মধ্যাহ্ন চলিতেছে। অর্থাৎ পরমায়ু তাঁর পরিমাণে ১০০ বৎসর ধরিলে, তাঁহার ৫০ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব পরার্দ্ধ দুইভাগে বিভক্ত—ব্রাহ্মকল্প ও পাদ্মকল্প। উত্তর পরার্দ্ধের—প্রথম কল্পের নাম শ্বেত বারাহ কল্প—ইহা এখন চলিতেছে। পঞ্জিকাকারগণ ইহার কাল গণনা করিতেছেন।

ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মা—শব্দ-ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন। সুতরাং সে সময়ে বেদ ও বেদের অনুগামী শাস্ত্র সকল অভিব্যক্ত হইয়া শব্দস্তরে—নাদরূপে বর্ত্তমান ছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভাগবত উদ্ধৃত ১।১০।২২ শ্লোক বলিলেন, "শাস্ত্রকৃৎ" প্রকৃতিকে অনুসরণ করিলেন। তৎপরে সৃষ্টি হইল এবং সৃষ্টির অভিব্যক্তির প্রথমেই—ব্রহ্মা ভগবানের নাভিপদ্মে অভিব্যক্ত হইলেন। এ কারণ—এই কল্পের নাম পাদ্মকল্প। ব্রহ্মার অভিব্যক্তির পর—সৃষ্টির অভিব্যক্তি—একারণ শাস্ত্রাদির শব্দ ব্রহ্মরূপে অভিব্যক্তির পরে সৃষ্টি অভিব্যক্ত হইল বুঝিতে হইবে।

(চ) উদ্ধৃত শ্লোকটির রচনাভঙ্গী হইতেও বুঝা যায় যে, শাস্ত্রকৃৎ—প্রকৃতির অনুসরণ করিলেন। অর্থাৎ শাস্ত্রসকলের—অভিব্যক্তি হেতু তিনি "শাস্ত্রকৃৎ" বলিয়া আখ্যায়িত হইবার যোগ্য হইবার পর প্রকৃতির অনুসরণ করিলেন।

৬) ব্রাহ্মকল্পে শাস্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া কোথায়, কিভাবে অবস্থান করে ?

৮। ব্রাহ্মকল্পে শাস্ত্র অভিব্যক্ত হইয়া শব্দস্তরে—নাদরূপে বর্ত্তমান রহিল, বলা হইয়াছে। ইহা বিশদ্ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্। ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় নাই, অতএব ভাষা বর্ত্তমান ছিল না, সুতরাং মন্ত্র, শ্লোক বা গদ্য আকারে শাস্ত্র বর্ত্তমান থাকা সম্ভব হইতে পারে না। শব্দস্তরে—নাদরূপে বর্ত্তমান ছিল, ইহা বলিবার হেতু কি, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

উক্ত আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান আলোচ্য সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহঃ ২।৪।১০ মন্ত্রের প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত শ্রুতি বলিলেন যে, পরমপুরুষের নিঃশ্বাস হইতে শাস্ত্র সকলের অভিব্যক্তি হইল। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, পরমতত্ত্বের জীবিত থাকিবার জন্য আমাদের ন্যায় নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ প্রয়োজনীয়। আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু-ক্রিয়ামাত্র, তখন ত বায়ুর জন্মই হয় নাই, ক্রিয়া হইবে কোথা হইতে? জীবের নিঃশ্বাস ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, শুধু—অজ্ঞ শিষ্যকে সহজে বুঝাইবার জন্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, লৌকিক উপমা বা দৃষ্টান্ত পরমতত্ত্বে সমগ্রভাবে প্রযোজ্য নহে। এখানে এই সাদৃশ্যটি গ্রহণ করিতে হইবে, যে, যেমন জীবের নিঃশ্বাস ত্যাগে অন্তরস্থ বায়ু বাহিরে নিঃসারিত করা হয়, সেই দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যে পরমতত্ত্বে তাদাত্ম্যভাবে আত্মস্থ শাস্ত্রসমুদায়, বাহিরে নিঃসৃত হইয়া পৃথগ্ভাবে অভিব্যক্ত হইল। ইহা পরমতত্ত্বের ইচ্ছা, সঙ্কল্প বা স্বভাববশতঃ হইল, যাহা বলা যাউক্, কিছু আসে যায় না।

৯। এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদীয় নারদীয় সূক্তের (ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭।২) দ্বিতীয় ঋকে ব্যবহৃত "আনীদবাতং" পদে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত ঋক্‌টি পরে ২।৩।৩২ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য বর্জ্জনের জন্য উহার সমগ্র উদ্ধার পরিহার করা হইল। উক্ত "আনীদবাতং" পদ "আনীৎ" ও "অবাতং" এই দুইটি পদের মিলনে উৎপন্ন। "আনীৎ" পদের অর্থ প্রাণবান—জীবের ন্যায়—জীবিত ছিলেন। (অন্ ধাতুর অর্থ—জীবিত থাকা)—কিন্তু "অবাতম্"—বায়ু সংস্পর্শ ব্যতিরেকে। অর্থাৎ প্রলয়ে ব্রহ্ম বা পরমসত্ত্বা বায়ু সাহচর্য্য ব্যতিরেকে জীবিতের ন্যায় বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার "নিঃশ্বসিতম্" কেবল রূপক মাত্র বুঝা গেল।

১০। ইহা আমাদের প্রত্যেকের দৈনিক উপলব্ধি যে, প্রতিদিন আমাদের তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া গতাগতি করিতে হয়—উহারা (১) জাগরণ (২)

স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। দিনের বেলা জাগরণে কর্ম্ম-সমাপনান্তে, আমরা স্বপ্নের মধ্য দিয়া সুষুপ্তি উপভোগ করি। সুষুপ্তিতে শান্ত বিশ্রান্তির পর, পূর্ব্বদিনের কর্ম্মসম্পাদন হেতু ক্লান্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, পরদিনের কর্ম্ম সম্পাদনের শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া জাগরিত হই। সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হইবার প্রাক্‌কালে পুনরায় স্বপ্নের মধ্য দিয়া জাগরণে আসিতে হয়। ব্যষ্টিতে যে নিয়ম, সমষ্টিতেও তাই। আমাদের প্রত্যেকের ব্যষ্টি দেহ যেমন আমাদের নিজের ব্যক্তিগত, সেইরূপ সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড দেহও ব্রহ্মার ব্যক্তিগত নিজস্ব দেহ। আমাদের নিদর্শনে, সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডদেহ, প্রলয়ে যেন সুষুপ্তিতে মগ্ন ছিল। নূতন সৃষ্টির জাগরণের পূর্ব্বে ইহাকেও স্বপ্নের মধ্য দিয়া তবে জাগরণে আসিতে হইবে। ব্রাহ্মকল্পে জাগরণের পূর্ব্বে এই স্বপ্নাবস্থা। পাদ্মকল্পে ব্রহ্মার জাগরণ। ব্রাহ্মকল্পে তিনি সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে মৎপ্রণীত "মাতৃপূজা" গ্রন্থের ১১২ হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আলোচনা ও উক্ত আলোচনার ফলস্বরূপ উক্ত গ্রন্থের ১২০-১২১-১২২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত চিত্র উপনিষদে প্রদত্ত উপদেশের ভিত্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উহার উদ্ধারে বিরত রহিলাম। উক্ত চিত্র ধীরভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মা ১২১ পৃষ্ঠায় (খ) চিহ্নিত চিত্রাংশের উ$_{২}$ পর্য্যায়ে অবস্থিত—অর্থাৎ তখন তিনি স্বপ্ন-তৈজস বা তৈজস-তৈজস অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত। ষোড়শ মাত্রাত্মক ব্রহ্ম—প্রণবের "নাদ" মাত্রাও উক্ত পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রণবই সমুদায় শাস্ত্রের বীজ—প্রণবই যখন "নাদ" মাত্রায় পরিণত তখন সমস্ত শাস্ত্রই নাদরূপে শব্দ ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মায় অবস্থিত। এই শব্দ ব্রহ্মরূপী ব্রহ্মার নাম "হিরণ্যগর্ভ"। (দেখ গায়ত্রীরহস্য পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় সম্মুখের চিত্র)। অতএব আমরা পাইলাম যে, ব্রাহ্মকল্পে সমুদায় শাস্ত্র অতি সূক্ষ্ম "নাদ" রূপে হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত। এই "নাদ" স্পন্দনাত্মক বা কম্পনাত্মক। চিদণুর স্ফূরণ এই কম্পনের মূলে—ইহার সহিত—যত সূক্ষ্মই হউক্, কোনও ভূতাত্মক বস্তুর স্পন্দনের বা কম্পনের কোনও সম্বন্ধ নাই।

১১। হিরণ্যগর্ভই সমষ্টি প্রাণতত্ত্ব। ইহার আলোচনায় "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত" গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ভূমিকায় করা হইয়াছে। এই প্রাণতত্ত্বের অপর নাম সূত্রতত্ত্ব। ইহা বায়ুক্রিয়া নহে। ভগবান্ সূত্রকার **"ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ"** ২।৪।৯ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদের ১১।২।৬ সূক্তের ১৫ মন্ত্রের এক অংশে **"প্রাণং দেবা উপাসতে"** দেখিতে পাই। আচার্য্য সায়ণ উহার ভাষ্যে বলিতেছেন:—**"প্রাণং হিরণ্য-**

গভং সমষ্ট্যাত্মকং অগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপাসতে।" উক্ত অথর্ব্ববেদের—উক্ত মন্ত্রেরই একাংশ এই "প্রাণে হ ভূতং ভব্যং প্রাণে চ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্"—আচার্য্য সায়ণ অর্থ করিতেছেন :—"তস্মিন্ প্রাণে জগদাধার ভূতে সূত্রাত্মনি ভূতং ভূতকালাবচ্ছিন্নং উৎপন্নং জগৎ, ভব্যং—ভবিষ্যকালাবচ্ছিন্নং উৎপৎসমানং জগৎ তদাশ্রিত্য বর্ত্ততে।"

এই আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, ব্রাহ্মকল্পে শাস্ত্রসকল অতিসূক্ষ্ম নাদরূপে হিরণ্যগর্ভে বা সূত্রতত্ত্বে অন্যকথায় সমষ্টিপ্রাণ-তত্ত্বে অবস্থিত ছিল। তখন হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণতত্ত্ব—সুপ্ত, একারণ ক্রিয়াশীল নহেন। পাদ্ম-কল্পে জাগরণে এই প্রাণতত্ত্ব হইতেই শাস্ত্রসকল প্রকটিত হইয়া থাকে।

ভাগবত বলিতেছেন :—

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ।
আকাশাৎ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাং॥
বিচিত্র-ভাষা-বিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্॥ ১১।২১।৩৮-৪০

যেমন ঊর্ণনাভ হৃদয়াকাশ হইতে মুখদ্বারা ঊর্ণাতন্তু প্রকটন ও উপসংহার করে, তদ্রূপ বেদমূর্ত্তি, অমৃতময়, নাদোপাদানবিশিষ্ট, প্রভু, হিরণ্যগর্ভ বর্ণব্যঞ্জক মনের সাহায্যে, বহু ভাগবিশিষ্ট, অনন্তপার, ওঁকারান্তর্গত স্পর্শ-স্বর-উষ্ম-অন্তঃস্থ বর্ণে ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্তরাধিক অক্ষরাত্মক, ছন্দোবিশিষ্ট, বৃহৎ বাক্যময়, বেদরাশিকে হৃদয়াকাশ হইতে প্রকাশমান ও উপসংহার করেন। (ভাগঃ ১১।২১।৩৮-৪০)

উদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্টতঃ বেদরাশির উল্লেখ নাই। ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুবাদে থাকায় লিখিত হইল। বেদরাশি যে সমুদায় বেদানুগ শাস্ত্রের উপলক্ষণে উক্ত অনুবাদে গৃহীত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। উদ্ধৃত শ্লোকে "ঘোষবান" ও "প্রাণ" এই দুইটি পদের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। নাদরূপে বর্ত্তমান থাকায় "ঘোষবান" হওয়াই স্বাভাবিক এবং হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টিপ্রাণ বলিয়া "প্রাণ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। হিরণ্যগর্ভের সমপর্য্যায় ভুক্ত অভিধা বা নাম—প্রাণাত্মা, সূত্রাত্মা। ইহা সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীর-উপহিত চৈতন্য। (শব্দকল্পদ্রুম)

১২। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে অষ্টম অষ্টকে ৭ অধ্যায় ৩ বর্গে ১২১ সূক্ত—"হিরণ্যগর্ভ" সূক্ত বলিয়া কথিত। উক্ত সূত্রের ১ম মন্ত্রের ১ম মন্ত্রাংশ হইতেছে—"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে"—আচার্য্য সায়ণ ইহার অর্থে বলিতেছেন—"হিরণ্ময়ঃ অণ্ডঃ গর্ভবদ্ যস্য উদরে বর্ত্ততে সোঽসৌ সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ ইতি উচ্যতে। অগ্রে—প্রপঞ্চোৎপত্তেঃ প্রাক্। সমবর্ত্তত—মায়াধ্যক্ষাৎ সিসৃক্ষোঃ পরমাত্মনঃ সমজায়ত। যদ্যপি পরমাত্মৈব হিরণ্যগর্ভস্তথাপি তদুপাধিভূতানাং বিয়দাদীনাং সূক্ষ্মভূতানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তেঃ তদুপহিতোঽপ্যুৎপন্ন ইত্যুচ্যতে"। সরলার্থ—হিরণ্ময় অণ্ড (ব্রহ্মাণ্ড) গর্ভের ন্যায় যাঁহার উদরে বিদ্যমান থাকে—সেই তিনিই "সূত্রাত্মাহিরণ্যগর্ভ" নামে কথিত হইয়া থাকেন। তিনি প্রপঞ্চ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে, মায়াধ্যক্ষ (মায়াধীশ) সৃষ্টি অভিব্যক্তি করিতে ইচ্ছুক পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত হইলেন। পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত বলিয়া, যদিও হিরণ্যগর্ভ তাঁহা হইতে অভিন্ন, তথাপি—হিরণ্যগর্ভের—উপাধিভূত, পরমব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন আকাশাদি সূক্ষ্মভূতগণে উপহিত হওয়া হেতু "উৎপন্ন" বলা হইল।

শ্রুতি হইতে হিরণ্যগর্ভের যে পরিচয় পাইলাম, তাহা আমাদের আলোচনার সমর্থক বুঝা গেল। উদ্ধৃত সায়ণের ভাষ্যের অংশ হইতে আমরা আরও বুঝিলাম যে, হিরণ্যগর্ভের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে, আকাশ প্রভৃতি ভূতসকল, অতি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান ছিল। এই সূক্ষ্মভাব কি প্রকার, তাহার সম্বন্ধে অনুমান করিতে পারি যে, উহা স্পন্দন বা কম্পনের আকারে ছিল। অন্য কথায় নাদ-রূপে বর্ত্তমান ছিল। ইহা সুষুপ্তির পর ও জাগরণের পুর্ব্বের স্বপ্নাবস্থা। ইহার কথা আগেও বলা হইয়াছে। এ অবস্থায় জীব নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিলেও, তাহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিয়া থাকে। উহারই নিদর্শনে "নাদ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, মনে হয়। কারণ সুপ্ত ব্যক্তির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অল্প বিস্তর শ্রুত হইয়া থাকে।

১৩। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রলয়ে সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংস হয় না—বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হয় মাত্র। সায়ণাচার্য্যের উদ্ধৃত ভাষ্যাংশ হইতে উহারও সমর্থন পাইলাম। "বিয়দাদীনাং" পদে 'বিয়ৎ' শব্দের অর্থ আকাশ। উহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার প্রথম অর্থ "দেশ" (ইংরাজীতে **Space**)—উহা বর্ত্তমান না থাকিলে, হিরণ্যগর্ভের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে, তাঁহার উপাধিভূত আকাশাদি ভূত সূক্ষ্ম সকল কাহার আশ্রয়ে থাকিবে? বিশেষতঃ চিদণুর স্ফুরণে যথন সৃষ্টির অভিব্যক্তি—তখন উক্ত স্ফুরণের প্রসরণের জন্য দেশ (আকাশ) স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যক্ত হইতে বাধ্য—ইহা বুঝিয়াছি।

শ্রুতিতে ব্যবহৃত "অগ্রে" পদে কালের ও বর্ত্তমানতার পরিচয় পাইলাম—ইহাই ত সঙ্গত—কারণ দেশ ও কাল পৃথক্ তত্ত্ব নয়—একই তত্ত্বের বিভিন্ন ভাবে দর্শনমাত্র। আকাশের দ্বিতীয় অর্থ—পঞ্চমহাভূতের অতিসূক্ষ্ম মহাভূত—প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত বিশ্বের উপাদান।

শ্রুতিতে বা অন্যান্য শাস্ত্রে যে সৃষ্টিপ্রলয়ের কথা বলা হয়, তাহা আমাদের ব্রহ্মাণ্ড—অন্য কথায় আমাদের সৌরজগতের নিদর্শনে। বিশ্বের সর্ব্বত্র একই নিয়ম সাধারণভাবে কার্য্য করে বলিয়া, অন্য ব্রহ্মাণ্ডেও সমভাবে সৃষ্টি ও প্রলয় সংঘটিত হয়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। অবশ্যই প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের নিজ নিজ বিশেষত্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া একই নিয়ম ক্রিয়াশীল হয়। ইহা বলা বাহুল্য। সৃষ্টি—প্রলয়ের নিয়ম—ভগবানের সংকল্পনানুসারে কার্য করে, আবার তিনি ও তাঁহার নিয়ম উভয়ে ভেদ না থাকায়, সমগ্র বিশ্বে একই নিয়ম সাধারণতঃ কার্য্যশীল, এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বটে।

৭) নাদের প্রকৃতি :—

১৪। মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, "নাদ" হইতে চতুর্ব্বেদ (সংহিতা-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষৎ-অঙ্গ-উপাঙ্গ প্রভৃতির সহিত) কি প্রকারে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভব। "নাদ" ত সর্ব্বত্র সমপ্রকৃতিক্ (Homogeneous)—উহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির শাস্ত্র—যাহাদের আলোচ্য বিষয়, আলোচনার ধারা, প্রকাশের ভঙ্গী প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন—অভিব্যক্ত হওয়া অসম্ভব মনে হয় না কি ?

কোনও প্রকার গবেষণায় বা দার্শনিক বাগাড়ম্বরে প্রবেশ না করিয়া—আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের পরিদর্শন ও পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের সাহায্যে, উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়াস করি। উক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, পৃথিবীতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতি যে সমুদায় ধাতু আছে, সূর্য্যমণ্ডলেও সে সমুদায় ধাতু বর্ত্তমান আছে। আমাদের পৃথিবীতে উক্ত ধাতুগণ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পিণ্ডাকারে, নানাপ্রকার সংমিশ্রণের সহিত বর্ত্তমান থাকে। সূর্য্য মণ্ডলে সূর্য্যের অত্যধিক তাপের হেতু, উহারা গলিয়া তরল আকারেও থাকিতে পারে না। বায়বীয় আকারে, কেন্দ্রস্থ সূর্য্যকে মণ্ডলাকারে ঘিরিয়া উহার তেজোময় পরিধি (Photosphere) সৃজন করিয়া—অবস্থান করে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, আমাদের পৃথিবী এককালে সূর্য্যেরই একাংশ ছিল, প্রাকৃতিক কোনও বিপ্লবে, সূর্য্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া,

পৃথক্ তেজোময় বায়বীয় পিণ্ডাকারে সূর্য্যের আকর্ষণ পাশে বদ্ধ হইয়া, উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছে। সূর্য্যের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়, উহা অতি উত্তপ্ত বায়বীয় আকারে ছিল। উহার উপাদান যে সূর্য্যের উপাদান হইতে পৃথক্ নহে, ইহা অতি সুস্পষ্ট। ক্রমশঃ কালপ্রভাবে, উক্ত বিচ্ছিন্ন তেজোময় পৃথিবী—শীতল হইতে আরম্ভ করে। যতই শীতল হইতে লাগিল, ততই যে সকল স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহাদি ধাতু বায়বীয় আকারে ছিল, তাহারা শীতল হইতে হইতে প্রথমে তরলাকারে, ক্রমশঃ কঠিন হইয়া নিজ নিজ প্রকৃতি—আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি অনুসারে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ রচনা করিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এখনও উক্ত ধাতুগণ ও অন্যান্য উপাদান তরল ও বায়বীয় আকারে বর্ত্তমান আছে। ভূমিকম্পে, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, পৃথিবীপৃষ্ঠে এবং পৃষ্ঠ হইতে নিকটস্থ খনিগহ্বরে—উক্ত ধাতু সকলকে কঠিন আকারে আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। উহাদিগকে বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় না, কেননা, তরল ভাব হইতে কঠিনতা প্রাপ্তির সময়, যে সমুদায় অন্য পদার্থ মিশ্রিত ছিল, তাহারাও ধাতুগণের সহিত কাঠিন্যপ্রাপ্ত হইয়া উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে।

এই দৃষ্টান্ত হইতেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতেছে। শাস্ত্রগণ অতিসূক্ষ্ম নাদরূপে হিরণ্যগর্ভে বর্ত্তমান ছিল। হিরণ্যগর্ভ তখন তৈজস-তৈজস (উ$_2$) অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন।

ইহা অতি সূক্ষ্ম অবস্থা। ইহা হইতে যখন অধিকতর স্থূলে, তিনি জাগ্রত-অবস্থায় (অ,) বিশ্বরূপে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখনই ব্রহ্মানামে পরিচিত হইলেন। তখন নাদরূপে তাঁহাতে তাদাত্মভাবে অবস্থিত শাস্ত্রসকল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক ভাবে অভিব্যক্ত হইল। ধাতু সকল তরলাবস্থায় থাকা কালে একত্র সংমিলিত ছিল, কঠিন হইবার সময়—নিজের নিজের প্রকৃতিগত আপেক্ষিক গুরুত্ব বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়। সেইরূপ শাস্ত্রসকলও নাদরূপে অবস্থানের সময় পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংমিলিত থাকিলেও, স্থূলত্বপ্রাপ্তির সময় নিজ নিজ বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্ত হয়। ধাতু সকলের তুলনায় শাস্ত্রসকলের অভিব্যক্তি, একটি বিশেষত্ব এই যে, ধাতু সকল প্রায় বিশুদ্ধভাবে পাওয়া যায় না, কিন্তু শাস্ত্র সকল, তাহাদের বিশেষ প্রকৃতিবশতঃই বিশুদ্ধভাবে পৃথক্ পৃথক্ অভিব্যক্ত হয়। ইহা ভগবানের সংকল্পবশতঃ হয় বলাই সঙ্গত। ইহা প্রমাণ করে যে, অচিন্ত্যতত্ত্বে লৌকিক দৃষ্টান্ত সমগ্রভাবে প্রযোজ্য নহে।

১৫। সূর্য্যকিরণে আর একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই। সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্র সমপ্রকৃতিক। কিন্তু যন্ত্রসাহায্যে উহা বিশ্লেষণ করিলে, আমরা উহাতে রামধনুর বর্ণসম্ভার দেখিতে পাই। ইহা সাধারণতঃ সাতরঙের বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। উক্ত সাতরঙের প্রত্যেক রঙ্, নিজ নিজ বিশেষ বিশেষ স্পন্দন বা কম্পন হইতে উৎপন্ন। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক রঙের স্পন্দনের মাত্রা, পরিমাণ, সংখ্যা বিভিন্ন। যখন উহারা মিলিত থাকিয়া শ্বেত বর্ণের আলোক প্রকটিত করে, তখন উক্ত বিভিন্ন স্পন্দন উক্ত শ্বেত আলোকে তাদাত্ম্যভাবে মিলিত থাকে। বিশ্লেষণে তাদাত্ম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করে। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রতীতিগম্য সাতটি রঙের উপরে ও নীচে—কথিত স্পন্দনের মাত্রা-পরিমাণ-সংখ্যা প্রভৃতির বেশী-কম অনুসারে আরও বহুবিধ কিরণের পরিচয়, আধিভৌতিক বিজ্ঞান সাহায্যে ফটোগ্রাফিতে, চিকিৎসাবিদ্যায় প্রভৃতিতে, পাইয়া থাকি। উহাদের বিস্তারিত বিবরণ দিবার স্থান ইহা নহে। ঐ সাত রঙের দৃশ্য কিরণ ও অন্যান্য অদৃশ্য কিরণ অতি ঘনিষ্টভাবে সংমিলিত হইয়া আমাদের অতি পরিচিত রৌদ্র প্রকটিত করিয়া থাকে। সেইরূপ সর্ব্ববিধ শাস্ত্রসকল অতি ঘনিষ্টভাবে সংমিলিত হইয়া, আরও অতিসূক্ষ্ম "নাদ" রূপে হিরণ্যগর্ভে অবস্থান করে। হীরণ্যগর্ভের স্থূলতা প্রাপ্তির সঙ্গে—উহারা সংমিলিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া, নিজের নিজের স্পন্দনের বিশেষত্ব অঙ্গীকার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৬। ইহাই ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৩।১২।১৯-২০-২১২-২-২৩-২৮ শ্লোকে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শাস্ত্রসকলের অভিব্যক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মা যখন ব্রাহ্মকল্পে, সূক্ষ্মাবস্থায় হিরণ্যগর্ভরূপে ছিলেন, তখন ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত শাস্ত্রসকল অতি সূক্ষ্ম নাদরূপে—হিরণ্যগর্ভের আধারে অবস্থান করিতেছিল। হিরণ্যগর্ভ স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপে অভিব্যক্ত হইলে, শাস্ত্রগণও স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব স্থূল আকারে প্রকাশ পাইল। সুতরাং ভগবানই শাস্ত্রযোনি।

৮) পাদ্মকল্প।

১৭। পূর্ব্ব পরার্দ্ধের ব্রাহ্মকল্প অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যগর্ভের জাগরণ ও সমষ্টি সূক্ষ্মদেহ পরিহার করিয়া স্থূল ব্রহ্মাণ্ডদেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন আপতিত হইল। স্থূলদেহ ধারণের উপকরণ সকল, ব্রাহ্মকল্পে—অতিসূক্ষ্ম নাদরূপে অবস্থিত ছিল। এখন ভগবানের সংকল্পবশতঃ, উহারা সম্মিলিত হইয়া,

ভগবানের নাভি হইতে পদ্মাকারে অভিব্যক্ত হইল। এই পদ্মই লোকপদ্ম। ইহাই জাগরিত হিরণ্যগর্ভের স্থূল সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড দেহ। হিরণ্যগর্ভ দেহীরূপে—উহাতে অধিষ্ঠান করিয়া—ব্রহ্মা নামে শাস্ত্রে কথিত হইলেন। উপকরণ যে আগে হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা আমরা উপরে ১২ অনুচ্ছেদে সায়ণ ভাষ্যের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে পারি। তখন "বিয়দাদি" অর্থাৎ আকাশ-বায়ু-তেজঃ-অপ্-ক্ষিতি অতিসূক্ষ্ম স্পন্দনাত্মক নাদরূপে, অতিসূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভের—উপাধি স্থানীয় ছিল। এখন উহারা স্থূলতাপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডাত্মক লোকপদ্মের অভিব্যক্তি করিল। এই পদ্ম ভগবানের নাভি হইতে উৎপন্ন। নাভিতে মনিপুর চক্র। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে এই চক্রে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। শাস্ত্র ইহার দ্বারা বুঝাইলেন যে, সৃষ্টি— অহৈতুক, যদৃচ্ছা প্রণোদিত, স্বপ্নের ন্যায় মনের কল্পনা-বিলাস মাত্র নহে। ইহার অভিব্যক্তির মূলে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অশেষ কল্যাণগুণনিলয়, জীববৎসল স্বয়ং ভগবান্। ইহা অতি মহৎ উদ্দেশ্যমূলক। ইহা পূর্ব্ব সূত্রে ৩২।৩৩ অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে বুঝিয়াছি। সূত্রকারও তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এতৎ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবেন।

১৮। ব্রহ্মার শরীর স্থানীয় ব্রহ্মাণ্ডকে পদ্ম বলিয়া বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য মনে হয়, (i) পদ্ম যেমন নিগূঢ় মূল হইতে অভিব্যক্ত—ব্রহ্মাণ্ডও তাই। (ii) পদ্ম যেমন ক্রম-বিকাশশীল—ব্রহ্মাণ্ডও তাই। (iii) পদ্ম যেমন সুষমা, সৌন্দর্য্য, বর্ণসম্ভার, প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ—ব্রহ্মাণ্ডও সেই প্রকার। (iv) বিশেষতঃ পদ্ম যেমন নিজ সৌন্দর্য্যের লালিত্যে, বর্ণসম্ভারের সমৃদ্ধিতে, সুগন্ধের প্রলোভনে, ভ্রমরকে মুগ্ধ ও বদ্ধ করিয়া থাকে, ব্রহ্মাণ্ডও সেইরূপ অচিন্ত্যনীয় বৈচিত্র্যে, মানবদেহধারী জীবগণকে, তাহাদের ইন্দ্রিয়সকলের—উপভোগ্য বিষয় জাতের প্রলোভনে, মুগ্ধ ও বদ্ধ করিয়া থাকে। পরম করুণাময়ের কেন এরূপ ব্যবস্থা, তাহা যত আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাইবে, তত পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। (v) পদ্মের শোভা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি যেমন স্বল্পকাল স্থায়ী—ব্রহ্মাণ্ডও তাহার অন্তর্ভুক্ত যত কিছু, সেইরূপ বিনশ্বর।

১৯। ব্রহ্মা স্থূল শরীর ধারণ করিয়া নিজ দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে—অধিষ্ঠিত হইলেন, অন্য কথায় ব্রহ্মাণ্ডরূপ আধারে তিনি আধেয় রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইখান হইতেই আপেক্ষিকতার সূত্রপাত হইল। আমরা জানি যে, ভূমা বা পরতত্ত্ব বা ভগবান্—সর্ব্বাধার (ছাঃ ৭।২৪), এবং তিনিই অধিযজ্ঞরূপে সকলের আধেয়। (দেখ পূর্ব্বসূত্র অনুচ্ছেদ—১২৭ খ)। এখন আমরা ব্রহ্মার পৃথক্ আধারের (ব্রহ্মাণ্ডের) দর্শন পাইলাম, এবং অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাই উহার আধেয়রূপে

বর্ত্তমান, তাহাও দেখিতে পাইলাম। এই যে পরস্পরের আধার-আধেয় সম্বন্ধ—ইহা আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্ব সূত্রের ১৩১ অনুচ্ছেদের আলোচনায় ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১।৪-৫-৬ মন্ত্রের ভিত্তিতে আমরা মৃত্তিকার, স্বর্ণের, লৌহের আপেক্ষিক সত্যতার পরিচয়—উহাদের হইতে অভিব্যক্ত বস্তু সকলের সম্বন্ধে পাইয়াছি, সেইরূপ ব্রহ্মার "আধেয়" ভাব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে—আপেক্ষিক ভাবমাত্র, ইহা সহজে বুঝা যায়। ব্রাহ্মকল্পে হিরণ্যগর্ভের দর্শন পাইতেছি বটে, কিন্তু তিনি তখন সুপ্ত—ক্রিয়াশীল নহেন। সুতরাং সর্ব্বাধার—সর্ব্বাধেয়—ভগবান্ হইতে তাঁহার পৃথক্ ভাবে কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই না। ভগবানের সর্ব্বাধারত্ব ও সর্ব্বাধেয়ত্ব—নিরপেক্ষ ভাব।

ইহাতে কুটতার্কিক তর্ক উঠাইতে পারেন যে, আধেয় ত আধারের অপেক্ষা রাখে—তবে ভগবানের সর্ব্বাধারত্ব বা সর্ব্বাধেয়ত্ব নিরপেক্ষ কি প্রকারে বলা যাইতে পারে। একটি সহজ দৃষ্টান্তে আমরা ইহা বুঝিতে পারি। নাট্যশালায় উজ্জ্বল দীপালোকে সমুদায় প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু নাট্যাভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে ও উহা শেষ হইবার পরেও, সেই দীপতুল্য সমুজ্জ্বলভাবে বর্ত্তমান থাকিলে, তখন কিছু প্রকাশ্য না থাকিলেও—দীপালোকের সমুজ্জ্বলতা নিরপেক্ষভাবেই, তিন অবস্থাতে বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে প্রলয়ে সৃষ্টির ধ্বংসে—"সর্ব্ব" প্রকটিত ভাবে বর্ত্তমান না থাকিলেও ভগবানের সর্ব্বাধারত্বের বা সর্ব্বাধেয়ত্বের হানি হয় না। কারণ "সর্ব্ব" প্রকটভাবেই হউক্ বা অপ্রকটভাবেই হউক্, ব্রহ্ম বা ভগবান্ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান।

২০। এই আপেক্ষিকতার পরিচয় ব্রহ্মা নিজেই দিতেছেন। ভাগবত ব্রহ্মার মুখে বলিতেছেন :—

ক্বাহং তমোমহদহঙ্খচরাগ্নির্বাভূ-সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাঽবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥

ভাগঃ ১০।১৪।১১

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিতেছেন। ভগবন্! তমঃ (প্রকৃতি), মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ডঘট (ব্রহ্মাণ্ড), তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্ত বিতস্তিমাত্র পরিমিত (সাড়ে তিন হাত) আমার শরীর—সেই ক্ষুদ্র আমি কোথায়—আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? এই ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু গবাক্ষপথে অসংখ্য পরমাণুগণের, অন্যের অবিরোধে, স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণের ন্যায়, আপনার প্রত্যেক লোমকূপে, আমার

শরীর স্থানীয় ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অগণিত ব্রহ্মাণ্ড, স্বচ্ছন্দে, অন্যের অবিরোধে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং আমি কত তুচ্ছ, আর তোমার মহিমা কি অচিন্ত্য। ভাগঃ ১০।১৪।১১

এই শ্লোকে ব্রহ্মার নিজের কথায় আপেক্ষিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইলাম এবং আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাও বুঝিলাম।

২১। শাস্ত্র সকল অতি সূক্ষ্ম নাদরূপে হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত—ইহা উপরের আলোচনা হইতে বুঝিয়াছি। ব্রহ্মার স্থূল শরীর ধারণের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্থূলত্বে প্রকটনের সময় উপস্থিত হইল। প্রাকৃতিক নিয়মে সূক্ষ্ম বা তরল হইতে স্থূল অভিব্যক্তি কি ভাবে হয়, তাহা গলিত ধাতুগণের স্থূলতা প্রাপ্তির দৃষ্টান্তে আগেই বলা হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক শক্তির সহিত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিলে, অভিব্যক্তি অতি শীঘ্র সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা সমুদায় সাধন শাস্ত্রের উপদেশ। ব্রহ্মা এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সহিত, আত্মশক্তি নিয়োগ করিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এই তপস্যা—জ্ঞান-পূর্ব্বিকা আলোচনা। যে জ্ঞান তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাণী রূপে পাইয়াছিলেন, সেই জ্ঞান সম্বন্ধে অনন্যভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার অপর একটি নাম "বেদগর্ভ" অর্থাৎ বেদ (সমুদায় শাস্ত্রের উপলক্ষণে ব্যবহৃত)—তাঁহার অন্তরে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান, ইহা পূর্ব্বের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি। এই সেই শাস্ত্রসকল, অভিব্যক্ত করিবার জন্য, ভগবান্ ব্রহ্মারূপ যন্ত্রকে কিভাবে পরিচালিত করিলেন, তাহা ভাগবতের ভাষাতেই বলি :—

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥

ভাগঃ ১১।১২।১৫

শ্রীধর স্বামিপাদ "জীবঃ" পদের অর্থ করিতেছেন—"জীবয়তীতি জীবঃ"—অর্থাৎ পরমেশ্বর—তিনি জীবরূপে অভিব্যক্ত করণের মূলে। এই "জীবঃ" পদ ব্যবহারে একটি রহস্যের ইঙ্গিত আছে মনে হয়। পূর্ব্বে হিরণ্যগর্ভের-আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু তিনি স্থূলদেহধারী জীব নহেন। সায়ণও হিরণ্যগর্ভ-সূক্তের প্রথম মন্ত্রাংশের ভাষ্যে বলিয়াছেন "যদ্যপি পরমাত্মৈব হিরণ্যগর্ভঃ"—অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে জীবের পর্য্যায়ে মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু তখন তিনি সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া—স্থূল ব্রহ্মাণ্ডদেহ ধারণ করতঃ ব্রহ্মারূপে অভিব্যক্ত

হওয়ায়, সমষ্টি জীবপদ বাচ্য হইলেন। ইহার সমর্থনে ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১১৮ নং অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২১।৫ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে "প্রাণেন ঘোষেণ" বাক্যাংশের সাক্ষাৎ পাই। বর্ত্তমান সূত্রের আলোচনায় ১১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২১।৩৮ শ্লোকে "ঘোষবান্ প্রাণঃ" বাক্যাংশ দেখিতে পাই। উভয় বাক্যাংশের একই অর্থ—অর্থাৎ শাস্ত্রসকল নাদরূপে প্রাণে (হিরণ্যগর্ভে) বর্ত্তমান থাকায় ও হিরণ্যগর্ভের অপর নাম সমষ্টি প্রাণ হওয়ায়, উক্ত বাক্যাংশের ব্যবহার সঙ্গতই হইয়াছে। এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে, পূর্ব্বে প্রাণ সুপ্ত ছিল এখন জাগরিত এবং সে কারণ ক্রিয়াশীল।

উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১২।১৫ শ্লোকটির অর্থ বুঝিবার জন্য, একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় মনে রাখিতে হইবে। শ্রুতি বলেন যে, বাক্ বাহিরে ভাষার বাক্যরূপে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, উহা অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই চারিপ্রকার অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া, তবে বাহিরে প্রকাশিত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। উক্ত চারি প্রকারের শ্রুতিকথিত নাম, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। 'পরা'—অতি সূক্ষ্ম—ইহার অবস্থান মূলাধার-চক্রে—উক্ত চক্র "গুহা" নামে কথিত। উদ্ধৃত ১১।১২।১৫ শ্লোকে "গুহা" পদই ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলাধার চক্র—তন্ত্রানুসারে কুলকুণ্ডলিনীর বা জীবশক্তির স্থান—সে কারণ জীবশক্তির ক্রিয়া বলেই বাক্-এর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। গুহা বা আধার চক্র হইতে বাক্—মনোরূপ সূক্ষ্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া—'পশ্যন্তী' আখ্যা গ্রহণপূর্ব্বক মণিপুর চক্রের ও 'মধ্যমা' নাম ধারণপূর্ব্বক বিশুদ্ধিচক্রের মধ্য দিয়া, মুখ হইতে 'বৈখরী' নামে বাহিরে প্রকাশ পাইলে, তবে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে। তখন উহা ভাষায়—অকারাদি বর্ণ গ্রহণান্তে বাক্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এখন উক্ত ১১।১২।১৫ শ্লোকের অর্থ সহজেই বোধগম্য হইবে আশা করি। উহার সরল অর্থ এই :—পরমেশ্বর,—নাদরূপে অতি সূক্ষ্মভাবে হিরণ্যগর্ভের অন্তরে অবস্থিত শাস্ত্রসকলের সহিত, হিরণ্যগর্ভের ই স্থূলরূপী ব্রহ্মার মূলাধার চক্রে অতি সূক্ষ্মভাবে প্রবেশ করিয়া, "পরা" আখ্যায় ভাবরূপে অবস্থান করতঃ, ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্তির স্তরে স্তরে উন্নয়ন করিয়া, মণিপুরচক্রে "পশ্যন্তী" আখ্যায় ও বিশুদ্ধিচক্রে "মধ্যমা" আখ্যায় আখ্যায়িত করিবার পর—আরও স্থূলতা সংঘটনপূর্ব্বক, মুখ হইতে "বৈখরী" রূপে, উক্ত শাস্ত্রসকলকে হ্রস্বাদি

মাত্রা, উদাত্তাদি স্বর,—অকারাদি বর্ণ সহযোগে—মন্ত্র, শ্লোক বা গদ্য আকারে অভিব্যক্ত করিলেন। ভাগঃ ১১।১২।১৫

অতএব বুঝা গেল যে, যদিও দৃশ্যতঃ শাস্ত্রসকল ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে নিঃসৃত প্রতীয়মান হয়, বটে, কিন্তু ব্রহ্মা যন্ত্রমাত্র। ভগবানই প্রকৃত শাস্ত্রযোনি, এবং বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র শব্দরাশি মাত্র নহে। উহারা পরমতত্ত্ব বা ভগবানের অন্তর হইতে নিঃসারিত—জীবের নিঃশ্বাস ত্যাগের ন্যায়। (বৃহ ২।৪।১০)

২২। উপরের আলোচনায় শ্রুতি কথিত পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী, ষট্‌চক্র প্রভৃতির উল্লেখে মনে বিভীষিকার—উদয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বিভীষিকার কিছুই নাই। আমরা প্রায় প্রতিদিন অজ্ঞাতসারে পরা-পশ্যন্তী প্রভৃতির ভিতর দিয়া, আমাদের জীবনপথে অগ্রসর হইয়া থাকি। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া—বিশদ্ করিবার চেষ্টা করি। আমার এই ১।১।৩।৩ সূত্রের আলোচনার দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাউক্। আমার আলোচনা কালে, মনে অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় প্রশ্ন উদিত হইল, এই আলোচনায় ব্রাহ্ম ও পাদ্মকল্পের—কিছু পরিচয় দেওয়া উচিত কিনা? এই ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট রেখাপাত—শরীরে অন্তর্গুহায়—শ্লোকে কথিত মূলাধার চক্রে উদয় হইল। ইহা উদ্ধৃত শ্লোকে কথিত "পরা" আখ্যায় আখ্যায়িত। তৎপরে এই প্রশ্নের মনোময় রূপ—অর্থাৎ উক্ত কল্পদ্বয়ের পরিচয় দেওয়া কি শাস্ত্রযোনিত্ব আলোচনায় অবান্তর হইবে না—ইহা সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের ক্রিয়া—তখন উক্ত প্রশ্ন "পরা" স্তর অতিক্রম করিয়া, মণিপুরচক্রে "পশ্যন্তী" আখ্যায় আখ্যায়িত হইল—অন্য কথায় তখন তাহার অস্পষ্ট ছায়ার ভাব কাটিয়া গিয়াছে, স্পষ্টতঃ বিচারের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন উহা বিশুদ্ধিচক্রে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধিকারে উপনীত হইয়া "মধ্যমা" আখ্যা প্রাপ্ত হইল। "মধ্যমা"—কেননা, তখন উহা "পশ্যন্তী" ও "বৈখরী"—উভয়ের মধ্যে অবস্থিত (intermediate)। বুদ্ধি বিচার করিয়া স্থির করিল যে, শাস্ত্রযোনিত্বের সহিত উহার সম্বন্ধ অবান্তর কেন হইবে? উহা শুধু প্রাসঙ্গিক মাত্র নহে, প্রয়োজনীয় সম্বন্ধও বর্ত্তমান, কেননা, উক্ত ব্রাহ্ম ও পাদ্ম কল্পের আলোচনা না করিলে, ব্রহ্মা যে শাস্ত্রযোনি নহেন, ভগবানের হাতে যন্ত্রমাত্র, ইহা কি প্রকারে বুঝা যাইত। বুদ্ধি—এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিবার পর, উক্ত আলোচনা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া "বৈখরী" আকারে বহিঃ প্রকাশ করিল।

ব্যাবহারিক জগতে আমাদের প্রায় সর্ব্ববিধ ব্যবহারে, প্রথমে অস্পষ্ট ছায়াপাত, তারপর "এটা করিব কি ওটা করিব" এ প্রকার দ্বিধা ভাব, পরে

বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অবশেষে কার্য্যতঃ ব্যবহার নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা সকলের অনুভব-সিদ্ধ। একটু চিন্তা করিলে, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

৯) পরমব্রহ্ম বা ভগবানের শব্দস্তরে অভিব্যক্তিই শাস্ত্র।

২৩। উপরে ৭।ঙ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।১১।৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মার—"শব্দব্রহ্ম" নামে ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। "শব্দব্রহ্ম" নামই সুস্পষ্ট প্রমাণিত করে যে, ব্রহ্মই শব্দরূপে অভিব্যক্ত। এইরূপ অভিব্যক্তির কারণ—মানব দেহধারী জীবের কল্যাণ সাধন। ইহা মানবের সহিত পরব্রহ্মের সংযোগ সেতু। পরব্রহ্ম যদি নিজের নির্ব্বিশেষ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, জীবের কি সাধ্য যে তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে। আগে বুঝিয়াছি যে, বিশ্বপ্রপঞ্চ খেলায় জীব তাঁহার খেলার সঙ্গী, সেজন্য অতি প্রিয়। নিজের দোষে খেলায় নিয়ম ভঙ্গ করায়, খেলারই নিয়মানুসারে—নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে, দেখিয়া কি করুণাময় চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? অনন্ত শক্তির অত্যল্প বিকাশে, আপনাকে শব্দস্তরে উপপাতিত করিয়া, মানবের ভাষায়, তাহাদের বোধ-সৌকর্য্যার্থ, আপনারই জ্ঞানালোক শাস্ত্রাকারে প্রকাশ করিলেন। উদ্দেশ্য যে শাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে, স্বরূপ বিস্মৃত মানবদেহধারী জীব, নিজ শাশ্বত স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে। এই জন্যই উপরে বলিয়াছি যে, শাস্ত্র—পরব্রহ্মের সহিত জীবের সংযোগ সেতু—কারণ উভয়ের স্বরূপ তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

২৪। ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, শব্দ ব্রহ্মপদ—বেদেই প্রযোজ্য। বেদ অভিব্যক্ত করিলেই ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। অন্য শাস্ত্রের ইঙ্গিত সূত্রকার করিলেন কেন এবং অন্যান্য শাস্ত্র সকলের প্রামাণিকত্ব সংস্থাপনের জন্য দীর্ঘ আলোচনারই বা প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর বুঝিবার জন্য একটু সংক্ষেপ আলোচনার প্রয়োজন। বেদ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

> শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ং।
> অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥ ১১।২১।৩৬
> ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা।
> ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষ্ুর্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ১১।২১।৩৭

শ্রীধর স্বামিপাদ বলিতেছেন :—শব্দ ব্রহ্ম-বেদ স্বরূপতঃ ও অর্থতঃ দুই প্রকারেই দুর্বিজ্ঞেয়। স্বরূপ ও অর্থ আবার উভয়েই সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে দ্বিবিধ।

সূক্ষ্ম স্বরূপগতভাবে, বেদ দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কেননা প্রথমে প্রাণময় পরাখ্য,, তারপর মনোময় পশ্যন্ত্যাখ্য, অতঃপর ইন্দ্রিয়ময় মধ্যমাখ্যরূপে বর্ত্তমান থাকা কালে, উহার স্বরূপ অপ্রকাশিতই থাকে—তখন উহা সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া, দুর্ব্বিজ্ঞেয় থাকিয়াই যায়। অবশেষে যখন বাগিন্দ্রিয় সহযোগে বৈখরীরূপে প্রকাশিত হয়, তখন স্থূলরূপে প্রকাশিত হইলেও উহার অর্থ বোধগম্য হওয়া অতি দুষ্কর।

উহা অনন্তপার, কেননা সমষ্টি প্রানাদিময়—একারণ নির্ব্বিশেষ, এবং দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছেদ রহিত বলিয়া, অর্থতঃ ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইবে, তাহার কথা কি? কেন না দেশ-কালের প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের ইন্দ্রিয়গণের প্রতীতিগম্য কোনও দৃষ্টান্ত, উক্ত দেশ-কালাপরিচ্ছিন্ন বস্তুতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইবার আরও কারণ, উহা গম্ভীর—অর্থ অতি নিগূঢ়—একারণ দুর্বিগাহ্য—অর্থাৎ উহার অন্তরে প্রবেশ অতি দুঃসাধ্য। অতএব উহা অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম অক্ষররাশি বিশিষ্ট পুস্তকরূপী নহে। উহা পরমেশ্বরের শব্দন্তরে অভিব্যক্তি। ভাগঃ ১১।২১।৩৬

দেশকাল-বস্তু পরিচ্ছেদ রহিত ভূমা আমি—সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, শব্দব্রহ্মে অন্তর্য্যামী রূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমার অনন্ত শক্তিবিকাশে, সর্ব্বভূতের অন্তরে ব্যক্ত প্রণবাকার অতি সূক্ষ্ম নাদরূপে অবস্থান করিয়া থাকি। যোগিগণ যোগ-প্রভাবে, মৃণালান্তর্গত অতি সূক্ষ্ম উর্ণাবৎ—ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।২১।৩৭

উদ্ধৃত শ্লোক দুটি আলোচনা করিলে, মনে স্বতঃই প্রশ্ন উদয় হয় যে শব্দ ব্রহ্ম বা বেদকে সুখবোধ্য করা কি অনন্ত শক্তিমানের পক্ষে সম্ভব নয়? উহা "সুদুর্ব্বোধ্যং", "দুর্বিগাহং" করিবার কি প্রয়োজন ছিল?—এই প্রশ্ন দ্বয়ের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রাভিব্যক্তির কারণের ও প্রয়োজনেরও উত্তর পাওয়া যাইবে।

চারিটি বেদের আলোচনায় আমরা "তত্ত্বমসি"—"অহং ব্রহ্মাস্মি"... প্রভৃতি কয়েকটি মহাবাক্যের সাক্ষাৎ পাই। উহারা স্পষ্টতঃ শিক্ষা দেয় যে, মানবদেহধারী জীব—তত্ত্বতঃ পরমাত্মা বা ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। আমরা এই অভেদত্ব ভুলিয়া গিয়া, সংসারে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। বেদ শিক্ষা দেয় যে, মানবের নিজকৃত কর্ম্মের ফলে, তাহার স্বরূপ—অজ্ঞানাবরণে আবৃত হওয়ায়, ভ্রম বশতঃ আপনাকে ক্ষুদ্র-তুচ্ছ মনে করিয়া কষ্ট পায়। উক্ত কর্ম্ম অনাদিকাল হইতে অসংখ্য জন্মের আচরিত অগণ্য প্রকারের কর্ম্ম। প্রত্যেকের কর্ম্ম এক প্রকার নহে—বিভিন্ন প্রকার—

ইহা সহজেই বুঝা যায়। বিভিন্ন কালে আচরণ হেতু উহাদের কর্ম্মসকলের পরিপক্কতা ও ফলপ্রদান ক্ষমতা অনন্তস্তরে বর্ত্তমান। হয়ত কতকগুলির ফল প্রদান আসন্ন হইয়াছে, কতকগুলির অল্প, কতকগুলির বহু বিলম্ব—এরূপ অনন্ত তর-তম ভাব বিদ্যমান। ভগবানের অমোঘ বিধানে কর্ম্মদেবতাগণ, কর্ম্মের সহিত ফল সংযোজনা করিয়া, সকলকে ক্রমোন্নতি সোপানে প্রত্যেকের নিজ নিজ আচরিত কর্ম্মের উপযোগী স্তর হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতে সাহায্য করিয়া থাকেন। একারণ ক্রমোন্নতি-সোপান—নিম্নস্থ স্থাবর যোনির অন্ধ তমসাচ্ছন্ন একখণ্ড প্রস্তর হইতে, উদ্ভিদ্-কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ যোনির মধ্য দিয়া, মানবের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত চিরবিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ থাকায়, প্রত্যেকে যতই নিম্নতম স্তরে থাকুক না কেন, মানবত্ব লাভ পর্যন্ত সমান সুযোগ—ভগবদ্ বিধানেই পাইয়া থাকে। মানবের স্তরে উন্নীত হইলে তখন মানবের নিজের আত্মিক শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা ও সুযোগ, ভগবদ্‌বিধানেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। মানবীয় স্তর হইতে পৃথক্ একটি ক্রমোন্নতি—সোপান—সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মস্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মানব এই স্তরে আরোহণ করিবার সুযোগ পায়। যদি মাবদেহধারী জীব—সে সুযোগ হেলায় না হারায়, তাহা হইলে, পরিণামে পরব্রহ্মের সহিত, তাহার নিজ আকাঙ্ক্ষা ও তৎপূরণের জন্য সাধনায়, সিদ্ধিতে, সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সাযুজ্য (একত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা শব্দব্রহ্ম বা বেদের উপদেশ। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" মুণ্ডক ৩।২।৯।

২৫। ক্রমোন্নতি সোপানের এই উচ্চতম স্তরে পৌঁছিতে হইলে, যে অশুভ-কর্ম্মস্তূপ, স্বরূপাবরণ করিয়া অন্যরূপ প্রকটিত করিয়াছে, তাহার সমূল ধ্বংসের প্রয়োজন। উক্ত কর্ম্মস্তূপ যতকাল অল্প-বিস্তর বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন স্বরূপও অল্পবিস্তর আবৃত থাকা হেতু, বেদের উপদেশ সমুজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হওয়া অসম্ভব। ততদিন সংসারের কামনামার্গে—গতাগতি চলিতে থাকে। ইহা লক্ষ্য করিয়া কঠশ্রুতি গাহিতেছেন :—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ কঠ ২।৩।১৪
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥ কঠ ২।৩।১৫

যখন মানবদেহধারী মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়স্থিত কামনাসকল হইতে মুক্তি

লাভ হয়, তখনই মর্ত্ত্য শরীরেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যখন মানবদেহধারী মর্ত্ত্য জীবের হৃদয়-গ্রন্থী সকল (দেখ ১।১।২।২ সূত্রের ১১৮ ঠ অনুচ্ছেদ) ভেদ প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই মর্ত্ত্য মানব অমৃতত্ব লাভ করে, ইহা বেদের উপদেশ।

কঠ ২।৩।১৪-১৫

অতএব যতদিন হৃদয়ে কামনা, বাসনা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিবে, এবং অহংকাররূপ হৃদয় গ্রন্থির ভেদ না হইবে, ততদিন শব্দব্রহ্মের উপদেশ সমুজ্জ্বল ভাবে হৃদয় উদ্ভাসন করিতে পারে না। সুতরাং আমাদের নিজকৃত কর্ম্ম-জনিত অজ্ঞানাবরণে আবৃত আমাদের চক্ষে বেদ দুর্ব্বিগাহ ও সুদুর্ব্বোধ্য হইবে, তাহার কথা কি? আমাদের স্বাতন্ত্র্যের অযথা পরিচালনায়, আবরণ সৃষ্টির জন্য আমরাই দায়ী—একারণ উক্ত আবরণ মোচনের জন্য প্রচেষ্টা, বেদের উপদেশমত, আমাদের উক্ত স্বাতন্ত্র্যের পরিচালনেই করা প্রয়োজন। ভগবান্ অনন্ত-অচিন্ত্য শক্তিমান হইলেও, জীবের হিতের জন্য, উক্ত স্বাতন্ত্র্যের পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন না। হস্তক্ষেপ করেন না বলিয়া, জীবের অনন্ত উন্নতির সম্ভাবনা, মানুষের নিজের হাতেই রহিয়াছে। ইহা বেদের অনুশাসন।

২৬। আরও একটি কথা। যে শিশু বর্ণপরিচয়ের পর সবে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে যদি এম. এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তক পড়িতে দেওয়া হয়, সে কি তাহার কিছু বুঝিতে পারে? বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া, তাহাকে অতি সরল হইতে ক্রমশঃ কঠিন ও কঠিনতর পুস্তকের শিক্ষার মধ্য দিয়া, তাহার বুদ্ধির, মেধার ও ধারণাশক্তির প্রখরতা সম্পাদন করিলে, তবে সে এম্. এ ক্লাসের পাঠ্য পড়িবার শক্তি লাভ করিতে পারে। এ কারণ ভগবান্ শুধু বেদ অভিব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নানা প্রকার শাস্ত্র প্রকটন করিয়া মানবদেহধারী জীববৃন্দের বুদ্ধি—যেন করুণাময় গুরুর ন্যায়, হাতে ধরিয়া ক্রমশঃ বেদের সর্ব্বোচ্চ স্তরের উপদেশ ধারণ করিবার উপযোগী করেন। এইরূপে উপযোগী করণের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মস্তূপ ধ্বংসের ব্যবস্থাও শাস্ত্রসকলে বর্ত্তমান। শাস্ত্র-বিধি অনুসারে জীবন পথে অগ্রসর হইলে, চিত্তশুদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। চিত্তশুদ্ধি মানে কোন বিভিষিকাময় বস্তু নয়—অজ্ঞানাবরণের ক্রমশঃ স্বচ্ছতা বিধান। আমাদের বুদ্ধি—মহত্তত্ত্বের—সত্বপ্রধান অংশ হইতে অভিব্যক্ত। (দেখ সৃষ্টি চিত্র ১।১।২।২ সূত্রে ১১৭ অনুচ্ছেদ), বলিয়া স্বভাবতঃ স্বচ্ছ। অনাদিকাল হইতে কর্ম্মজনিত মল উহার উপর সঞ্চিত হইয়া, উহার স্বচ্ছতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। স্বচ্ছ দর্পণে বহুকাল ধরিয়া ধূলা জমিলে, যেমন উহা প্রতিবিম্ব স্পষ্টরূপে প্রকটিত করিতে পারে না, সূক্ষ্ম বালুকাকণা বা সেই প্রকার সূক্ষ্ম, কোন পদার্থ দ্বারা

ধীরে ধীরে ঘর্ষণে উহার সঞ্চিত ধূলা অপসারণ করিতে পারিলে, উহার পূর্ব্বস্বচ্ছতা পুনঃ প্রাপ্তিতে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখাইতে পারে, সেইরূপ আমাদের বুদ্ধির উপরে সঞ্চিত কর্ম্ম-মলজনিত আবরণ ক্রমশঃ অপসারণ করিতে পারিলে, উহার স্বাভাবিক স্বচ্ছতার পুনঃ প্রাপ্তিতে, আমাদের অন্তর্হৃদয়ে, অন্তর্যামীরূপে পরমতত্ত্বের বা ভগবানের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব প্রকটিত করিতে পারিবে। ভগবান্ সূত্রকার "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" ৩।২।২৪ ইহার উপদেশ দিবেন। এই "সংরাধন" কি প্রকারে করিতে হইবে, তাহারও উপদেশ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে। সে বিধি অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশে জানিতে হয়। এ সকল সম্বন্ধেও সূত্রকার সাধন-পাদ তৃতীয় অধ্যায়ে, সবিস্তার আলোচনা, বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন। এই আলোচনায় আমরা বুঝিলাম, ভগবান্ বেদের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রসকল কেন অভিব্যক্ত করিলেন।

২৭। বেদের সুদুর্ব্বোধ্য ও দুর্ব্বিগাহ্য হইবার অন্য একটি বড় কারণ আছে। বেদে বিশ্ব-রহস্য, জীব-রহস্য, ভগবদ্-রহস্য—সমুদায় রহস্য অন্তর্নিহিত বেদের-রহস্য জ্ঞানলাভে, মানব ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া—অসীম শক্তির অধিকারী হয়। উক্ত শক্তির নিরঙ্কুশ চালনায় মহা অনিষ্ট আপতিত হইবার সম্ভাবনা সংঘটিত হয়। অনধিকারীকে রহস্য শিক্ষা দিলে, বহু অনর্থ ঘটিয়া থাকে। আনবিক বোমার অন্তর্নিহিত অচিন্ত্য শক্তির পরিচয় আমরা সম্প্রতি পাইয়াছি। উক্ত বোমা নির্ম্মাণের রহস্য, জনসাধারণের নিকট হইতে গুপ্তভাবে না রাখিয়া যদি প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে, মানবদেহধারী এমন অবিবেচক, স্বার্থসর্ব্বস্ব তথাকথিত দেশনেতা বিরল নহে, যে নিজের বা দেশের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমূহ অনর্থ সংঘটিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না। এ কারণ উহা রহস্যরূপে গোপন রাখাই যুক্তিযুক্ত, ইহা সকলে স্বীকার করিবেন। বিশ্ব-রহস্য বেদে অন্তর্নিহিত বলিয়াছি। উহা সর্ব্ব-সাধারণের নিকট নিরঙ্কুশভাবে উদ্‌ঘাটিত করার বিরুদ্ধেও উক্ত যুক্তি, তুল্যরূপে নয়, অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত প্রযোজ্য। উপযুক্ত অধিকারীকেই রহস্য শিক্ষা দিতে পারা যায় এবং যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি বিশিষ্ট রহস্যবিৎ না হইলে, শিক্ষা বৃথা। গুরুই এই বিশিষ্ট রহস্যবিৎ—ব্রহ্মজ্ঞ—ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত। তিনি উপযুক্ত অধিকারী চিনিয়া, পরীক্ষার দ্বারা নিঃসন্দেহ হইবার পর, তবে তাঁহাকে রহস্য শিক্ষা দিবেন—ইহাই আমাদের দেশের সনাতন ব্যবস্থা। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা ১।১।১।১ সূত্রে করিয়াছি। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, সূত্রকার ১।১।৩।৩ সূত্রে "বেদ-যোনিত্বাৎ" না

বলিয়া "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" কেন বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখা প্রয়োজন যে ভগবান্ যে সমুদায় শাস্ত্র প্রকটন করিলেন, তাহারা সকলে বেদানুগ, বেদের রহস্য অর্থ প্রকাশক, এ কারণ বেদের সমবর্দ্ধক। বেদবিরোধী শাস্ত্রসকল ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই স্থত্রের আলোচনার প্রারম্ভে শাস্ত্র সকলের যে চিত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহারা সকলেই বেদানুগশাস্ত্র।

১০) ভগবানের দ্বারা অভিব্যক্ত বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রসকল দেশ-কাল পরিচ্ছিন্ন কিনা?

২৮। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২১।৩৬ শ্লোকে শব্দব্রহ্মের একটি বিশেষণ আছে—"অনন্তপারম্"। শ্রীধর স্বামীপাদ ইহার অর্থ করিয়াছেন—নির্ব্বিশেষ এবং দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। ইহা বিশদ্ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। বিশেষতঃ উক্ত বিশেষণ ভাগবতে শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা কি অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রযোজ্য—ইহাও বুঝিবার চেষ্টা করিব।

২৯। আমাদের শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কথিত আছে যে, ওঁকার বা প্রণব—বীজ, গায়ত্রী—অঙ্কুর, বেদ—প্রকাণ্ড মহীরুহ, উপবেদ-বেদাঙ্গ-উপাঙ্গ—উক্ত মহীরুহের কাণ্ড, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ প্রভৃতি উহার শাখা, অন্যান্য শাস্ত্র উক্ত মহীরুহের প্রশাখা, পল্লব, পত্র প্রভৃতি। বীজের প্রকৃতি সুষ্ঠুরূপে নির্ণয় করিতে পারিলে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুর, মহীরুহ, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা প্রভৃতির প্রকৃতিও সাধারণভাবে নির্ণীত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য শ্রুতি ওঁকার উপাসনার উপদেশেই প্রথম মন্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। ওঁকার ভগবানের অতি ঘনিষ্ঠ ও অতি প্রিয় নাম। (গায়ত্রী রহস্য পৃঃ ৩)। প্রিয়নাম উচ্চারণ যেমন নামী ব্যক্তি, উচ্চারকের অভিমুখী হন, সেই প্রকার "ওঁম্" উচ্চারণে ব্রহ্ম বা ভগবান্, উচ্চারকের আবেদন শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকেন। এই কারণে—ইহার নাম প্রণব বা প্রকৃষ্ট স্তুতি। অন্য কথায়, ভগবত্তত্ত্ব বা পরব্রহ্মতত্ত্ব ভাষায় যতটুকু প্রকাশিত হওয়া সম্ভব, তাহা কেবল ওঁকার উচ্চারণে প্রকৃষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই হেতুতে, পাতঞ্জল দর্শন ১।২৭ সূত্রে বলিতেছেন :—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"—তাঁহার (ভগবানের) বাচক প্রণব বা ওঁম্। **ওঁকার-তত্ত্ব মৎ-প্রণীত "গায়ত্রীরহস্য"** পুস্তকে যথাশক্তি আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব না। উপরে কথিত বাচ্য-বাচক সম্বন্ধটি বুঝিবার জন্য, যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন, তাহাই করিব।

৩০। উদ্ধৃত ১।২৭ সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিতেছেন :—"বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সংকেতকৃতং বাচ্য—বাচকত্বম্ অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিত-

মিতি? স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ, সংকেতস্তু ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথাবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সংকেতেনাবদ্যোত্যতে—অয়মস্য পিতা, অয়মস্য পুত্র ইতি। স্বর্গাঽন্তরেষ্বপি, বাচ্য-বাচক-শক্ত্যা-পেক্ষস্তথৈব সংকেতঃ ক্রিয়তে। সম্প্রতিপত্তির্নিত্যতয়া নিত্যঃ শব্দার্থ সম্বন্ধ ইতি আগমিনঃ প্রতিজানীতে॥"—ইহার সরল বাংলা অর্থ:—প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। এই বাচ্য-বাচকত্ব কি সংকেত কৃত অথবা প্রদীপ প্রকাশের ন্যায় অবস্থিত? বাচ্যের সহিত বাচকের সম্বন্ধ অবস্থিতই আছে। ঈশ্বরের সঙ্কেত এই অবস্থিত সম্বন্ধকেই প্রকাশ করে। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অবস্থিতই আছে, আর তাহা সংকেতের দ্বারা প্রকাশ করা যায়—ইনি ইহার পিতা, ইনি ইহার পুত্র, সেইরূপ। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে যেরূপ, অন্যান্য সৃষ্টিতেও তদনুরূপ বাচ্য-বাচক শক্তি সাপেক্ষ সংকেত কৃত হয়। সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু, শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য—ইহা আগম—বেত্তাগণ বলিয়া থাকেন।

৩১। পাতঞ্জল দর্শনের এই সূত্র ও তাহার ব্যাসদেব কৃত ভাষ্য পর্যালোচনা করিলে, শাস্ত্র সকল ও সে সকলে ব্যবহৃত নাম সম্বন্ধে অনেক বিষয় সুস্পষ্ট হইবে। জগতে পরিচিত প্রত্যেক জীবের, প্রত্যেক বস্তুর এক একটি নাম আছে। সেই নামের দ্বারা উক্ত জীবের বা বস্তুর সংকেত করা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই সঙ্কেত অবগত আছে, তাহার সমীপে উক্ত নাম উচ্চারণ করিলে, তাহার মনে, সেই জীবের বা বস্তুর প্রতিবিম্ব ভাসিয়া ওঠে। ইহাকে চেনা বা জানা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ নাম ঔপচারিক নাম। যেমন "জল" একটি বস্তু—মানবের বিভিন্ন ভাষায় ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে—সমুদায় নাম এক অভিন্ন বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় জলের যে বিভিন্ন নাম বর্ত্তমান আছে, সেগুলির পরিবর্ত্তে যদি অন্য অন্য নাম থাকিত, তাহা হইলেও "জল" নামে যে বস্তু আমরা বুঝি, তাহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইত না।

আমি একজন মানব, আমার একটি নাম আছে। উক্ত নামে আমার জীবিতকাল পর্যন্ত আমার আত্মীয়-অনাত্মীয়, সকলের নিকট আমি পরিচিত। আমার মৃত্যুর পরেও শ্রাদ্ধাদি সম্পাদনের জন্য, কিছুকালের জন্য, সে পরিচয় বর্ত্তমান থাকিবে। আমার নাম এখন যাহা, তাহা না হইয়া, যদি অপর একটি নাম হইত, তাহা হইলেও উক্ত পৃথক্ নামে আমাকে জানিবার, চিনিবার কোনও ব্যাঘাত হইত না। আমার নাম, আমার দেহের সহিত ঔপচারিক সম্বন্ধে বদ্ধ মাত্র, এবং আমার পরিচয়ের সহিত আমার নামের সম্বন্ধও ঔপচারিক বুঝা গেল।

৩২। দ্বিতীয় প্রকার সংকেত—যেমন পিতা ও পুত্র। উক্ত সংকেত—উহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাপনের জন্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধ পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমান থাকে। "পিতা" এই পদ উচ্চারণ করিলে, কাহার পিতা জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। "পুত্র" বলিলেও সেই একই কথা। সুতরাং এ প্রকার সংকেত পরস্পর আপেক্ষিক। ইহা নিরপেক্ষ নহে বলিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে—অর্থাৎ "পিতা" পদ "পুত্র" সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—অন্য তৃতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। তবে ইহার মূল্য এইটুকু যে, ইহা পরস্পরের সম্বন্ধ জ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় বটে। ব্যাবহারিক পদার্থ সম্পর্কে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ জ্ঞাপনে, পিতাপুত্রের সংকেতের মূল্য বুঝা গেল।

৩৩। ঈশ্বর ও ওঁকার—উভয়ের সম্বন্ধ—বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বটে, কিন্তু উহা একটু অন্যরূপ। ইহা ভাষ্যে "প্রদীপ-প্রকাশবৎ" বাক্যাংশে বুঝান হইয়াছে। প্রকাশ্য না থাকিলে, প্রদীপের প্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয় না বটে, কিন্তু "প্রদীপের প্রকাশ"—প্রকাশ্যের অভাবেও অব্যভিচারে বর্ত্তমান থাকে। সুদূর অন্তরীক্ষে বায়ুস্তরের অতি উর্দ্ধদেশে, যেখানে পৃথিবীর অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণাও পৌঁছিতে পারে না, সেখানে কোনও প্রকার প্রকাশ্যের সম্পূর্ণ অভাবহেতু, সূর্য্যকিরণের প্রকাশকত্ব সিদ্ধ না হইলেও, সূর্য্যকিরণ-প্রকাশ যে অপ্রতিহতভাবে বর্ত্তমান আছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই—কারণ সূর্য্য হইতে কিরণপ্রকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবহমান না হইলে, পৃথিবীপৃষ্ঠে উহা কি প্রকারে পৌঁছিতে পারে?

প্রদীপ—ঘট, পট, প্রভৃতির প্রকাশক বটে, কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ঘট, পট বর্ত্তমান না থাকিলেও—উহার প্রকাশের বৈলক্ষণ্য নাই। এ প্রকার প্রকাশকে "নিরপেক্ষ প্রকাশ" বলা যাইতে পারে। ঘট-পট সন্নিকর্ষে আসিলে উহার স্বভাব বশতঃ তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা তিরোহিত হইলেও প্রকাশের ব্যভিচার নাই। যাহা সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাকেই প্রকাশ করিবে।

৩৪। ঈশ্বরের বাচক—ওঁকার বা প্রণব, সেইরূপ নিরপেক্ষ স্বপ্রকাশ। আমার নিকট উহার প্রকাশ, কোনও আগন্তুক কারণে ব্যাহত হইলেও, উহার প্রকাশত্বের কম বেশী নাই। উক্ত আগন্তুক কারণ, কোন উপায়ে তিরোহিত হইলেই, উহার স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সমুজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। উক্ত আগন্তুক কারণের তিরোধানও ওঁকার বা প্রণবের নামগ্রহণে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

"প্রদীপ-প্রকাশবৎ" দৃষ্টান্তের দ্বারা যে সংকেতের পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা "নিরপেক্ষ" সংকেত, ইহা বুঝা গেল। ইহা কোনও কিছুর অপেক্ষা রাখে না। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বজীব—এই সংকেতের অনুবর্ত্তন করিলে, পরিণামে, যাঁহার উদ্দেশে উক্ত সংকেত "অবস্থিত" আছে, তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এমন কি, বর্ত্তমান সৃষ্ট বিশ্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, অতীতে যে বিশ্ব বা তদন্তর্ভুক্ত বস্তুজাত ছিল, অথবা ভবিষ্যতে যে বিশ্ব তদন্তর্ভুক্ত বস্তুজাত অভিব্যক্ত হইবে, সমুদায়ে এই নিরপেক্ষ সংকেত তুল্যভাবে প্রযোজ্য। নিরপেক্ষ বলিয়া, ইহা ত কাহারও অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং—মানব—শুধু মানব কেন—মন-বুদ্ধি সঙ্কল্প, মনন-কার্য্যে বা বুদ্ধি-বিচারে সমর্থ, যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও বিশ্বে, যে কোনও কালে থাকুন না কেন, সকলেই তুল্যভাবে, এই নিরপেক্ষ সংকেত দ্বারা অভিষ্টলাভ করিতে পারেন। ওঁকার বা এই নিরপেক্ষ সংকেত—শব্দময় চিন্তার উৎপাদক, রক্ষক, সংবর্দ্ধক ও ফলসাধক। মন—এই শব্দময় চিন্তার যন্ত্র। উহা আমাদের লিঙ্গ দেহের অবয়ব। ইহা জীবের সহিত জন্ম হইতে জন্মান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করিয়া থাকে। (ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১ সূত্র)। কোষাবৃত বীজ যেমন অবিভাজ্য ভাবে মাটির সহিত মিশিয়া মৃত্তিকা গর্ভে অবস্থান করে ও পরে বর্ষাসমাগমে নব বারিপাতে, অঙ্কুরিত ও বিকশিত হইয়া বৃক্ষাকারে প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রলয়ের সময় জীব লিঙ্গদেহে আবৃত হইয়া পরমতত্ত্বে তাদাত্ম্যভাবে লীন থাকে—পুনঃ সৃষ্টিতে—পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে মনো-বুদ্ধির সহিত জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জগদ্-ব্যাপারে ব্যাপারবান হইয়া থাকে। সুতরাং যে কোন লোকে, যে কোনও কালে, যে কোনও সৃষ্টিতে হউক্, মন যতদিন বিদ্যমান আছে, মনন-ক্রিয়া ততদিন চলিবে। এবং এই নিরপেক্ষ সংকেতানুসারে শব্দময় চিন্তা—অন্য কথায় সাধনা—ততদিন চলিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

৩৫। এ সিদ্ধান্তে আপত্তি উঠিতে পারে যে, পরসৃষ্টিতে কি হইবে, না হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কি অধিকার আছে? ইহার উত্তর আংশিকভাবে উপরে দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ ইহা যখন "নিরপেক্ষ সংকেত"—তখন সৃষ্টি-প্রলয়ের সহিতই বা ইহার কি অপেক্ষা থাকিতে পারে? যাহা হউক্, ব্যাসদেব এ আপত্তির অনুমান, অগ্রে করিয়াই, সমাধানে বলিতেছেন,—যে "সম্প্রতিপত্তি"ই ইহার প্রমাণ। ভাষ্যের টীকাকার ৺বাচস্পতি মিশ্র—"সম্প্রতিপত্তি" পদের অর্থ করিলেন—"সদৃশব্যবহার-পরম্পরা"। যদি আমরা আমাদের বর্ত্তমান

সময় হইতে, আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি ধরিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে যতদূর যাই না কেন, দেখিতে পাই যে, "সদৃশ-ব্যবহার-পরম্পরা" চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে, উহা হইতে সঙ্গত অনুমান করা যাইতে পারে যে, উক্ত ব্যবহার-পরম্পরা প্রবাহরূপে নিত্য। সুতরাং নিরপেক্ষ সংকেতাত্মক ওঁকার—যেমন অধুনাকালে পরমতত্ত্বের বাচক, সেইরূপ নিত্যকাল ব্যাপিয়া, অর্থাৎ বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেও উহা চলিয়া আসিতেছে।

শুধু অনুমান-প্রমাণের উপর নির্ভর করা কি উচিত? ইহার উত্তর এই, তাহা কেন? পূর্ব্বসূত্রে—পাতঞ্জল দর্শন ১।২৬ সূত্রে ত বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর "পূর্ব্বেষাম্ অপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছিন্নত্বাৎ"—ঈশ্বর কালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণেরও গুরু। এই পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ যে কেবল এই বর্ত্তমান সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত হইবেন তাহা কেন? অগ্রে যে বিভিন্ন সৃষ্টি গত হইয়াছে, সে সকলে যে সকল আচার্য্য ছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগেরও গুরু। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে গুরু পরম্পরাক্রমে অনুসরণ করিয়া, আদি গুরু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাতে পৌঁছিলে ও, উহারা সকলে কালাবচ্ছিন্ন হওয়ায়, উহাদের জন্ম-নাশ আছে, এ কারণ তাহাদের জ্ঞানেরও বিকাশ, সংকোচ ও নাশও আছে। ঈশ্বর—কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহার জন্ম-বৃদ্ধি-অপক্ষয়-নাশ প্রভৃতি নাই। তাঁহার জ্ঞান সমান উজ্জ্বলভাবে চিরবর্ত্তমান। তিনি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের আদি গুরু—ব্রহ্মারও উপদেষ্টা। ভাগবতে ১।১।১ শ্লোকে ইহা সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ভগবানই ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অতীত সৃষ্টিপরম্পরা, বর্ত্তমান সৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিপরম্পরা ভগবানের অব্যভিচারী জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ঐশ্বরিক অব্যভিচারী জ্ঞানের নাম "বেদ"—এই কারণে বেদ নিত্য, অপৌরুষেয় বলিয়া পূজিত। সুতরাং "সম্প্রতিপত্তির" ধারাবাহিক নিত্যতায় সন্দেহ করিবার অবসর কোথায়? অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ—আমাদের ভাষার কথা। আমাদের বুদ্ধির পরিমাপে উহাদের আবিষ্কার, প্রচলন ও প্রয়োজনীয়তা। ঈশ্বর কালাবচ্ছিন্ন না হওয়ায়, তাঁহার দৃষ্টিতে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ নাই। তাঁহার কাছে সমুদায় বর্ত্তমান পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ কালবিভাগ, তত্তৎ কালাবচ্ছিন্ন সৃষ্টি ও তৎ সংক্রান্ত আপত্তি ও বিচারের সম্পর্ক তাঁহার দৃষ্টিতে নাই। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা ১।১।২।২ সূত্রে ৯৬ ও ১৩৫ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে।

৩৬। শাস্ত্রের সাহায্যে দার্শনিক ভাবে পণ্ডিতী আলোচনায়, আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ভগবান্—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া যে

বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসকল অভিব্যক্ত করিলেন, তাহারা প্রণবের অভিব্যক্তির নিদর্শনে, দেশ-কাল পরিচ্ছিন্ন নহে। সুতরাং তাহারা নূতন কিছু নহে। অনাদিকাল হইতে উহারা বর্ত্তমান আছে। কোন বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ে, উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের নাশে, কিছুকাল সাময়িক ভাবে, উক্ত বিনষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কে, অনভিব্যক্ত থাকে মাত্র। কিন্তু তখনও অগণ্য অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখায়, তাহাদের সম্পর্কে বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসকল বর্ত্তমান ও ক্রিয়াশীল ছিল। উহারা নিত্য। আমরা উপরের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, ভগবান্ বা ঈশ্বরের সম্পর্কে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ নিত্য—উহা শুধু আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নিত্য—তাহা নহে। বিশ্বের অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও নিত্য। বেদ এই নিত্য সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, তাহা ও তদনুগ শাস্ত্রসকলও অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে নিত্য ও ক্রিয়াশীল।

১১) সাধারণভাবে আলোচনায় বুঝিবার প্রয়াস।

৩৭। আমাদের ন্যায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষায় অর্দ্ধশিক্ষিত জনগণের সংখ্যা অতি বহুল। শাস্ত্রসঙ্গত দার্শনিক আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে দুরূহ বলিয়া, আমরা উহা হইতে দূরে থাকিতে অভ্যস্ত। আমরা আমাদের স্থূল বুদ্ধি ও বিচার শক্তির পরিমাপে—বস্তুগত আলোচনায় কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

শ্রুতি পরমতত্ত্বকে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (মুণ্ডক ২।২।১০) আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। কঠ ২।৫।১৩ ও শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩ এই পরমতত্ত্বকে "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" বলিয়া, তিনি নিত্য ও চৈতন্য স্বরূপ—এই পরিচয় দিলেন। অতএব পরমতত্ত্ব—নিত্য চৈতন্য স্বরূপ "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—সমুদায় জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের মূল জ্যোতিঃ। এই নিত্য চৈতন্যময় "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে জ্যোতিঃস্ফুরণ—অনন্তকাল ধরিয়া—নিত্য চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব—ইহাকেই চিদণুর স্ফুরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দেশ-কাল-বস্তু প্রভৃতির নির্ণয় ও সংজ্ঞা এই চিদণুর সম্পর্কে ও উহারই পটভূমিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। জ্যোতিঃ-পদার্থের জ্যোতিঃ-স্ফুরণ স্বাভাবিক। "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" নিত্য ও চৈতন্যময় বলিয়া—উহার স্ফুরণও নিত্য এবং চৈতন্যময়—একারণ উক্ত স্ফুরণের বিসরণ—ঢেউ-এর পর ঢেউ উঠাইয়া প্রবাহাকারে, নিত্যকাল, অচিন্ত্যবেগে (ধারণার জন্য বলা যাক্—আলোকের বা তড়িতের বেগে) চলিতেছে ও চলিবে। জল যেমন আপনাকে লইয়া আপনি আবর্ত্ত সৃষ্টি করে, সেইরূপ উহারও আবর্ত্তসৃষ্টি অনাদিকাল

চলিতেছে ও চলিবে। নিত্য—চৈতন্যময় "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"র সংকল্পাত্মিকা শক্তিরূপা মায়া বা প্রকৃতিও নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী। উহার ভাণ্ডারে উপাদানীভূত অতি সূক্ষ্ম মহাভূত সকলও নিত্য এবং অনন্ত আকাশের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। উহার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তিও নিত্য বর্ত্তমান। জল প্রবাহ আবর্ত্তাকারে ঘূর্ণমান হইলে, যেমন, অসংখ্য জলবিম্বের সৃষ্টি ও নাশ ক্ষণে ক্ষণে সংঘটিত হয়, সেইরূপ অনন্ত দেশে, প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সহজলভ্য উপাদানের মধ্য দিয়া উক্ত স্ফুরণের প্রবাহাকারে গতি হইতে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড—তাহাদের নিজ নিজ সূর্য্য-গ্রহ-উপগ্রহাদি সহ, ক্ষণে ক্ষণে জাত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা হইতেও বুঝা গেল যে, সমগ্র সৃষ্টির এককালে ধ্বংস নাই। শাস্ত্রে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডেরই সৃষ্টি ও প্রলয়ের বর্ণনা আছে মাত্র। উক্ত বর্ণনা, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেও তাহাদের উপযোগী কালে প্রযোজ্য—ইহা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়, মনে হয়।

৩৮। উপরে যে সংক্ষেপ আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সমগ্র বিশ্বে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান থাকিলেও, উহাদের উপাদান, গঠন প্রভৃতির প্রকৃতি আত্যন্তিক ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে, প্রথমে কাঠ, বংশদণ্ড, দড়ি, খড় প্রভৃতি উপাদান যথাযোগ্যভাবে সাজাইয়া কাঠামো প্রস্তুত করিতে হয়। তারপর উক্ত কাঠামোর উপর মাটি, রং প্রভৃতি লাগাইয়া বিভিন্ন মূর্ত্তি গড়িতে হয়। সেইরূপ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের কাঠামো—একই প্রকৃতি হইতে সংগৃহীত উপাদান, একই চিদণুর স্ফুরণ হইতে আবর্ত্ত গঠন, একই প্রকার বিভিন্ন আবর্ত্ত ও তাহা হইতে উৎপন্ন বিম্ব হইতে আবির্ভূত হয়, সুতরাং উহারা আত্যন্তিক বিভিন্ন হইবে কি প্রকারে? অনন্ত শক্তিমান এবং সমকালে বৈচিত্র্যপ্রিয় মহাসত্ত্বা, নানা প্রকার—সাজসজ্জা দিয়া সমপ্রকারে গঠিত কাঠামো সকলের, অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্য সম্পাদন ও অভিপ্রায় মত বহুত্ব সংগঠন করিয়া থাকেন। এই বৈচিত্র্য সম্পাদন ও বহুত্ব-সংগঠন কি অহৈতুকী-কল্পনা-বিলাসের খেলা মাত্র? তাহা নহে। উহাদের মূলে, উক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডগণের অধিবাসী জীববৃন্দের—সুপ্ত কর্ম্মবীজ বর্ত্তমান—ইহা আমরা, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে অনুমান করিতে পারি। এ অনুমান যে অতি সঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সকল জীবের কর্ম্ম সাধারণতঃ এমন প্রকার যে, এক ব্রহ্মাণ্ডে স্থাপিত হইলে, কৃত কর্ম্মের ফলভোগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহারা একই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। যেমন আমরা আমাদের পৃথিবীতেই

দেখিতে পাই যে, উষ্ণদেশের জীব বা উদ্ভিদ্ শীতপ্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্য পক্ষে শীত প্রধান দেশের জীব প্রভৃতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় উষ্ণ প্রধান দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না—ইহাও কতকটা সেইরূপ। একজন অনন্ত শক্তিমান, করুণাময়, জ্ঞানঘন মহাসত্ত্বা অতি শুভ, মহতুদ্দেশ্য সাধনের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা আমরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ড হইতেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে, অগণ্য বিশ্বের কাঠামো এক ও তাহাদের সাজসজ্জা পৃথক্ হইলেও, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে—দেশ-কালের যে সম্বন্ধ, আমাদের জগদ্দর্শন যে প্রকার, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে তত্রত্য জীবেরও কি তাই? তাহা না হইতে পারে। আমাদের জগদ্দর্শন আমাদের সমষ্টি মনের মূর্ত্ত প্রকাশ হিরণ্যগর্ভের নিকট হইতে পাইয়াছি। অর্থাৎ জগৎ তাঁহার মনে যে প্রকার প্রতিভাত হইয়াছিল, আমাদের মনেও সেই প্রকার হইয়া থাকে। ইহা তাঁহার মনোভিলাস মাত্র। "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে উদ্ধৃত ঋগ্‌বেদীয় "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ.." মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে যে, আমাদের বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড—সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ "যথাপূর্ব্বং-অকল্পয়ৎ"—সেইরূপ ইহা তাঁহার মনঃ-কল্পনা মাত্র। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ইহাকে স্বপ্নকল্পনার তুল্য বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা জানি যে, স্বপ্ন কল্পনা দুজন ব্যক্তির একরূপ হয় না। সেই নিদর্শনে অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সমষ্টি মনের মূর্ত্ত প্রকাশ স্বরূপ, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্যগর্ভের কল্পনা একপ্রকার হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের—দেশ-কাল সম্বন্ধ, অথবা আমাদের জগদ্দর্শন অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডে যে একরূপই হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। শান্ত, স্থির, স্তিমিত সাগর বক্ষে তরঙ্গ-ভঙ্গী, বীচি-হিল্লোল প্রভৃতির ন্যায়, একত্বের উপর বৈচিত্র্যের সমারোহ, উক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ সম্ভব।

১২) বেদ ও তদনুগামী শাস্ত্রসকল কি চিরবর্ত্তমান?

৩৯। বেদ ও বেদানুগামী শাস্ত্রসকল চিরবর্ত্তমান—ইহার ইঙ্গিত উপরে দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। শাস্ ধাতু হইতে শাস্ত্রপদ নিষ্পন্ন। শাস্ ধাতুর অর্থ শাসন করা—নিয়ন্ত্রণ বা সংযমন করা। অগণ্য বিশ্ব ও তাহাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য জীবাদির জন্য, অনন্ত বৈচিত্র্যময় পরিস্থিতির ব্যবস্থার প্রয়োজন। উহারা প্রত্যেকে—অপরের সহিত সম্পূর্ণভাবে অবিরোধে —নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া যাইতে পারে, তাহার শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করা —বিশ্বাভিব্যক্তির মূলে যিনি, তাহার একান্ত কর্ত্তব্য—ইহা আমরা আমাদের বুদ্ধির পরিমাপে বুঝিতে পারি। এ কারণ জগদ্বিধারণের জন্য এবং প্রত্যেকের মর্য্যাদা

অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য, নিয়মপরম্পরার প্রচলন, অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। শ্রুতি "ঋত" নামে এই নিয়মপরম্পরার সমষ্টিভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। মৎপ্রণীত "গায়ত্রী-রহস্য" পুস্তকের ৫২ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠায় "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ..." মন্ত্রে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে। পরমতত্ত্ব—"সত্য" স্বরূপে এই "ঋত"কে নিজের বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। এই নিয়মপরম্পরা—এক কথায় "ঋত", বিস্তারিতভাবে বেদ ও বেদানুগশাস্ত্র সকল, সেই সত্যস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞানময়, পরমপুরুষ কর্ত্তৃক নিহিত। পরমতত্ত্ব বা ভগবানের সহিত—জীব ও জগতের সম্বন্ধ, জীবের সহিত ভিন্ন ভিন্ন জীবের—জগতের ও পরমতত্ত্বের এবং জগতের সহিত ব্যষ্টি বস্তুর, জীবের ও পরমতত্ত্বের—সম্বন্ধ—শাস্ত্রে নানাপ্রকারে কথিত, ব্যাখ্যাত ও উপদিষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধ চির বর্ত্তমান। কোনও বিশেষ ব্রহ্মাণ্ড, প্রলয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও, ইহার বিনাশ নাই। সমগ্র সৃষ্টিতে—অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে—এই সম্বন্ধ তুল্য প্রকার। বিভিন্ন প্রকার হইবার কোনও হেতু, আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। এ কারণ শাস্ত্রসকলের, নিত্য, অবিনশ্বরভাবে অবস্থান যুক্তিযুক্ত বটে। ভগবান্ যেমন সমষ্টি "সত্য" স্বরূপে "ঋত" কে বক্ষে ধারণ করিয়া, উহা সমষ্টিভাবে পরিচালনা করিতেছেন, তেমনি ব্যষ্টিভাবে, প্রত্যেকের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী রূপে অবস্থান করিয়া প্রত্যেককে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। উপরে ২৩ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১ ২১।৩৭ শ্লোকে ভগবানের মুখ দিয়াই স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে।

৪০। ভববান্ গীতায় ১০।২০ শ্লোকে বলিতেছেন :—

অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। গীঃ ১০।২০

হে অর্জ্জুন ! সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমিই। গীঃ ১০।২০

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। গীঃ ১৫।১৫

আমি সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে সংপ্রবিষ্ট। গীঃ ১৫।১৫

বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে, স্পষ্ট কথিত আছে, ভগবান্—পৃথিবী, অপ্, বহ্নি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অন্তর্য্যামী রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ইহাই জগদ্বিধারণ—ইহাই প্রত্যেক ব্যষ্টির মর্য্যাদারক্ষা। ইহা শুধু আমাদের পৃথিবীতে প্রযোজ্য নহে—ইহা সর্ব্বত্র—যেখানে যত ব্রহ্মাণ্ড আছে এবং তাহাদের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু আছে—সমুদায়ে তুল্যভাবে প্রযোজ্য। আমি একটি নগণ্য ক্ষুদ্র জীব—আমার প্রত্যেক চিন্তা,

প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক ব্যাবহারিক আচরণ—নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য, তিনি যেমন আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন (গীঃ ১০।২০), সেইরূপ প্রতি জীবে, স্থাবরে, জঙ্গমে, উদ্ভিদে, প্রস্তরে, মৃত্তিকায় তিনি অন্তঃপ্রবিষ্ট। প্রত্যেক বস্তুর অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর অন্তঃস্থলে, প্রোটন ও তাহার চতুর্দ্দিকে ইলেকট্রোণের আবর্ত্তন ও ঘূর্ণন, প্রত্যেক বস্তুর বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংখ্যায় ইলেকট্রোণের ও তাহাদের বিভিন্ন প্রকার আবর্ত্তন ও ঘূর্ণনের মূলেও এই নিয়ন্ত্রণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শাস্ত্র এই নিয়ন্ত্রণের পরিচয় মানবের ভাষায় দিয়া সার্থকতা লাভ করে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে, আমরা বিজ্ঞানসম্মত ও সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত অনুমান করিতে পারি যে, এই নিয়ন্ত্রণ, অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও, তথাকার মননশক্তি সম্পন্ন জীবের ভাষায় শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান। ভাষা ভিন্ন হইলেও, ভাষায় কথিত মূলতত্ত্ব সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে একই, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, শাস্ত্রসকল শুধু শব্দরাশি মাত্র নহে। উহা পরমপুরুষের নিত্য-সত্য-পরম-চরম জ্ঞানের ভাণ্ডার। উহার সম্বন্ধে দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদ নাই। উহা আমাদের পৃথিবীতে যেমন সমুজ্জ্বল ভাবে দেদীপ্যমান, সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে কোনও ব্রহ্মাণ্ডে, তথাকার মননশীল জীববৃন্দের ভাষায়, তুল্য সমুজ্জ্বল ভাবে দেদীপ্যমান। উহা "সকৃদ্ বিভাতম্"—উহা "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে নিঃসৃত জ্যোতিঃপ্রবাহ—উহার তর-তম, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। সমভাবে চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে ও থাকিবে।

৪১। ভগবান্ গীতায় নিজমুখে অতি উদাত্তকণ্ঠে শাস্ত্রসম্বন্ধে অতি উচ্চ প্রশংসা ঘোষনা করিয়াছেন :—

> যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
> ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ গীঃ ১৬।২৩
> তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
> জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ গীঃ ১৬।২৪

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারণ করে, সে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, সুতরাং সুখ ও পরাগতি প্রাপ্ত হয় না। সেই হেতু, কোনটি কার্য্য, কোনটি অকার্য্য—ইহার ব্যবস্থার নিমিত্ত শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র-

বিধানানুসারে, যাহা উক্ত বা শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা জানিয়া নিজ অধিকারানুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। গীঃ ১৬।২৩-২৪

১৩) গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি ব্যাবহারিক শাস্ত্রগুলিও কি চিরবর্ত্তমান ?

৪২। সংশয় প্রবণ চিত্তে সন্দেহ জাগিয়া ওঠে যে, বেদ ও তাহার পদানুগ শাস্ত্রসকল—না হয় অধ্যাত্ম ও সাধনশাস্ত্র বলিয়া চির বর্ত্তমান স্বীকার করা গেল। কিন্তু গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা (chemistry) প্রভৃতি ব্যাবহারিক শাস্ত্রগণও কি চিরবিদ্যমান এবং আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে, উহারাও কি অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছে ?

প্রথমতঃ বলি যে, বেদ ও তাহার পদানুগ শাস্ত্রসকল, যে কেবল অধ্যাত্ম ও সাধন শাস্ত্র, তাহা মনে করা ভুল। জগদ্‌বিধারণের ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের অসংখ্য স্থাবর-জঙ্গমাদির—মর্য্যাদারক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য, যে যে নিয়ম প্রয়োজন—যাহা "ঋত" নামে কথিত—সে সমুদায়ই বেদের ও তাহার পদানুগ শাস্ত্রসকলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যাহাদিগকে আমরা "ব্যাবহারিক" শাস্ত্র বলি, সে সকলে যদি উক্ত নিয়মপরম্পরায়—অস্তিত্বের পরিচয় পাই, তাহা হইলে, তাহারাও যে বেদ ও তৎপদানুগ শাস্ত্রসকলের ন্যায় চিরবর্ত্তমান ও আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার কথা কি ? পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড—বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও সাধারণ ভাবে, উহারা সমপ্রকৃতিক। উহাদের মূল উপাদান সর্ব্বত্রই প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে গৃহীত। চিদণুর স্ফুরণ বা "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে নিঃসৃত জ্যোতিঃপ্রবাহ—আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, অন্যান্য সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত করে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে যেমন জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টি কর্ম্মফল—বৈচিত্র্য সৃষ্টির মূলে, অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও তাই। সুতরাং যে অমোঘ নিয়মপরম্পরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান ও ক্রিয়াশীল, তাহা অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও বর্ত্তমান ও ক্রিয়াশীল—এ অনুমান যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। অবশ্যই পরিস্থিতির ইতর বিশেষের জন্য একই নিয়ম যথাযোগ্য ভাবে, কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও, আসলে কোন ভেদ নাই। এই পরিবর্ত্তন—দেবপ্রতিমার সাজসজ্জার দ্বারা বৈচিত্র্যসম্পাদনের ন্যায় গৌণ। পৃথক্ পৃথক্ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া বিশদ করিবার চেষ্টা করি।

(ক) গণিত :—বিশুদ্ধ (Pure) এবং মিশ্র (Mixed) ভেদে গণিত প্রধাণতঃ দ্বিবিধ। ইহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ গণিত—মানব মনের গভীর চিন্তার,

যুক্তির, ন্যায়ানুগ বিচারের ও সিদ্ধান্তের—বস্তুতান্ত্রিক ফল। যে কোন সৃষ্টিতে, যে কোনও ব্রহ্মাণ্ডে, যে কোন কালে, যদি মানবের ন্যায় মনঃ—বুদ্ধিসম্পন্ন, মননশীল জীব থাকেন, তিনি দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-দৈত্য-অসুর—যে কোন মূর্ত্তিধারী হউন্ না কেন, মানবের ন্যায় গভীর চিন্তার, যুক্তির, বিচারের ও সিদ্ধান্তের আশ্রয় লইলে, বিশুদ্ধ গণিতের সাক্ষাৎ পাইবেন—ইহা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। মন ত সর্ব্বত্র চিরবর্ত্তমান। বেদ, বেদানুগ শাস্ত্রসকল—ভগবানের অনুগ্রহে সৃষ্টিকর্ত্তার মনঃ হইতেই অভিব্যক্ত—ইহা আমরা বুঝিয়াছি। ব্রহ্মার মন—সমষ্টিমনঃ। সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে পরিমাণগত ভেদ থাকিতে পারে, তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে যেমন ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা—অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ অগণ্য সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে, তাহাদিগকে ব্রহ্মা নামে পৃথক্ পৃথক্ পুরাণে কথিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের চিন্তাধারা যে প্রকার, অন্য ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ন্যায় মননশীল জীব বর্ত্তমান থাকিলে, তাহারও চিন্তার ধারা আমাদের সমপ্রকৃতিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই। অবশ্যই সেখানকার পরিস্থিতি ও বিভিন্ন পরিবেশের কারণ কিছু ইতর-বিশেষ সম্ভব—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

উপরের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, ওঁকার—শব্দময় চিন্তার প্রতীক। সেই নিদর্শনে সমভাবে, বলিতে পারি যে, মানসিক চিন্তার গাণিতিক রূপও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৫।১।১, (১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় —১৪১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) মন্ত্রের গাণিতিক রূপ নিম্নের আকারে লিখিতে পারা যায়।

পূর্ণ + পূর্ণ = পূর্ণ, পূর্ণ − পূর্ণ = পূর্ণ, পূর্ণ × পূর্ণ = পূর্ণ, পূর্ণ ÷ পূর্ণ = পূর্ণ

শূন্য ও অনন্ত চিরপূর্ণ বলিয়া, উহাদের গাণিতিক রূপ নিম্নাকার :—

$0+0=0,\ 0-0=0,\ 0\times 0=0,\ 0\div 0=0$

অনন্ত + অনন্ত = অনন্ত, অনন্ত − অনন্ত = অনন্ত, অনন্ত × অনন্ত = অনন্ত, অনন্ত ÷ অনন্ত = অনন্ত।

গণিতে অনন্তের সাঙ্কেতিক আকার এইরূপ $-\infty$।

অতএব :— $\infty+\infty=\infty,\ \infty-\infty=\infty,\ \infty\times\infty=\infty,\ \infty\div\infty=\infty$

এই ভিত্তির উপর গণিতের সংখ্যা-লিখন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত—

যথা $১+১=২,\ ১-১=০,\ ১\times১=১,\ ১\div১=১$

ইহা হইতে স্বতঃ সিদ্ধান্ত এই যে, "১"—পূর্ণ নহে। এ কারণ ছান্দোগ্য শ্রুতির **"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্"** ৬।২।১ মন্ত্রে ব্যবহৃত 'একম্' পদ সংখ্যাবাচক নহে বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন।

উপরে যে কয়েকটি সংকেত লিখিত হইল, উহারা মানবীয় চিন্তার ব্যাবহারিক স্তরে গাণিতিক রূপ। আদি মানবের চিন্তার অভিব্যক্তি বলিয়া, উহারা অতি সহজ, সরল ও সুখবোধ্য। মননশীল জীব মাত্রেরই মনে সমপ্রকৃতিক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, উহাদের জাগিয়া ওঠাই স্বাভাবিক। বহুবিস্তৃত, সহজ-দুরূহ, নিম্ন-উচ্চ-অতি উচ্চ গণিত শাস্ত্রের মূলে উক্ত কয়েকটি সংকেত মাত্র।

মানবের ব্যাবহারিক জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুজাতের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ, পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার হেতু গণিত শাস্ত্র, বিবিধ নামে বিভিন্ন ভাষায়—পরিচিত হইয়াছে। অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও উপরোক্ত সম্বন্ধ ও ক্রিয়া—প্রতিক্রিয়া, তুল্যভাবে বর্ত্তমান, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারি। সুতরাং সে সকল ব্রহ্মাণ্ডে মানবের ন্যায় মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন জীব বর্ত্তমান থাকিলে, তাহাদের মধ্যে যে তুল্য প্রকৃতির গাণিতিক নিয়ম, তাহাদের প্রদত্ত গাণিতিক রূপে বর্ত্তমান থাকিবে, এ অনুমান সর্ব্বথা সঙ্গত। তাহাদের প্রদত্ত গাণিতিক রূপ, আমাদের প্রদত্ত রূপের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলিতে না পারে, কিন্তু তথ্যনির্দ্দেশ, যুক্তির স্বচ্ছতা, গভীরতা, সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রভৃতি তুল্যভাবে সেখানেও বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

ইহা গেল বিশুদ্ধ গণিতের কথা। মিশ্রগণিতে—যেমন স্থিতি-বিজ্ঞান (Statics), গতিবিজ্ঞান (Dynamics), বারিবিজ্ঞান (Hydrostatics ও Hydrodynamics)—প্রভৃতির আলোচনা, বস্তুর সহিত বস্তুর, বস্তুর সহিত শক্তির সম্বন্ধ বিচারে ও নির্ণয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে। উক্ত আলোচনা বিশুদ্ধ গণিতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তু ও শক্তি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায়, অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও বর্ত্তমান। সুতরাং উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা যে সে সকল ব্রহ্মাণ্ডের মননশীল জীববৃন্দের পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভব, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

(খ) পদার্থ বিদ্যা—আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে, আমাদের চারিপাশে অসংখ্য বিভিন্ন পদার্থ বা বস্তু বর্ত্তমান। উহাদের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও পরস্পর সম্বন্ধ—পদার্থ বিদ্যার অধিকারে। গণিত শাস্ত্রের সহিত পদার্থ-বিদ্যা বা পদার্থ-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ফলতঃ উচ্চগণিতের সাহায্য ইহার বুঝিবার পক্ষে অপরিহার্য্য বলা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—পদার্থ বা বস্তুর বিভিন্ন নাম-রূপে অভিব্যক্তির মূলে উহাদের অতিসূক্ষ্ম পরমাণুর গঠনে, প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণের নাম করা যাইতে পারে। আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ, নানা প্রকার পরীক্ষা ও গবেষণার মূলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণ—শক্তির অতিক্ষুদ্র আবর্ত্ত ও প্রবাহ মাত্র। প্রোটনের চারিদিকে ইলেক্‌ট্রণগণের আবর্ত্তন ও ঘূর্ণ্যনের হেতু পদার্থ গঠিত হয়। প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণ উভয়ই একই শক্তি হইতে অভিব্যক্ত বলিয়া—উহারা সকল পদার্থেই একপ্রকার। পদার্থের নানা প্রকার বিভিন্নতার কারণ, উহাদের পরমাণু গঠণে প্রোটন ঘিরিয়া যে ইলেক্‌ট্রণগণ পরিভ্রমণ করে, তাহাদের সংখ্যা ও পরিভ্রমণবেগের তারতম্য। উচ্চগণিতের সাহায্যে, প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু কতগুলি প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রণ সহযোগে উৎপন্ন—তাহা নির্ণীত হইয়াছে। কি পরিমান অচিন্ত্যশক্তি, একটি প্রোটনের চতুর্দ্দিকে, এই এক একটি ইলেক্‌ট্রণের আবর্ত্তন, পরিভ্রমণ ও উহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন, পরমাণু বিধ্বংসনে—আনবিক বোমার আবিষ্কারে—তাহার পরিচয় সম্প্রতি আমরা পাইয়াছি। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও সমভাবে শক্তির খেলা চলিতেছে। সমভাবে সেখানেও প্রোটন-ইলেক্‌ট্রণের সহযোগে পদার্থের বিকাশ হইতেছে। সেখানেও সমভাবে পরমাণুর বিধ্বংসনে, অচিন্ত্যশক্তির আবির্ভাব, সেখানকার মননশীল জীব দর্শন করিয়া যে বিস্মিত হইবে, তাহার কথা কি ?

(গ) রসায়ন শাস্ত্র:—এই শাস্ত্র—দ্রব্যের উপর দ্রব্যের ক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ (i) অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন—জল অভিব্যক্ত করে, এবং তড়িৎ শক্তিপ্রয়োগে জল বিশ্লেষণ করিলে পুনরায় অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আত্মপ্রকাশ করে। (ii) অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও গন্ধক উপযুক্ত মাত্রায় তাপ প্রয়োগে মিশ্রিত করিলে সালফিউরিক এ্যাসিড—গন্ধক দ্রাবক নামে মহাদ্রাবক অভিব্যক্ত হয়। আরও দৃষ্টান্ত দিয়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। শুধু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডগণে, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, গন্ধকের অসদ্‌ভাব থাকিতে পারে না। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও প্রকৃতির উপাদান ভাণ্ডার হইতে গঠিত—সুতরাং আমাদের ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় উপাদানের সাক্ষাৎ পাই, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও সে সমুদায়ের সাক্ষাৎ মিলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্পেক্‌ট্রস্কোপ (Spectroscope) যন্ত্র সাহায্যে বস্তুগতভাবে আমাদের পরিদৃশ্যমান অগণ্য তারকাবলীর কিরণ-বিশ্লেষণ করিয়া আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাদের উপাদান ও আমাদের সূর্য্যেরও সে কারণ—আমাদের পৃথিবীর উপাদান তথ্যতঃ

অভিন্ন—পরিমাণগত ভিন্নতা থাকিতে পারে, তাহা অতি গৌণ ব্যাপার মাত্র। সুতরাং রসায়ন শাস্ত্রও ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডের পরিস্থিতির ও পরিবেশের সহিত, সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সে সকলে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্যান্য শাস্ত্র, যথা উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা প্রভৃতিতেও উক্ত যুক্তি, বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য। চিকিৎসা-বিদ্যা—বর্ত্তমান আলোচ্যসূত্রে প্রদত্ত চিত্রে আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত, ইহা সুস্পষ্ট। সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ৬৪ কলার অন্তর্ভুক্ত—গন্ধর্ব্ববেদের ভিতর পড়ে। যুদ্ধবিদ্যা—ধনুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং মানব চিন্তায় যে সমুদায় শাস্ত্র-জগদ্-বিধারণের-রক্ষণের-পরিবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে প্রকটিত হইয়াছে, সমুদায়ই বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে, বুঝা গেল। এ সমুদায় শাস্ত্র অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে তত্রত্য পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বর্ত্তমান থাকিবে, ইহার অনুমান সুসঙ্গত।

৪৩। ইহা হইতে আর একটি সন্দেহ মনে উদয় হয় যে, শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদাঃ ২।৪।১০ মন্ত্রে শাস্ত্রগণের অভিব্যক্তি সৃষ্টির আদিতে পরমপুরুষের নিঃশ্বাস হইতে বলা হইয়াছে। ভাগবত ও তাহার সমর্থনে, ভগবানের অনুগ্রহে ব্রহ্মার মুখ হইতে শাস্ত্রাবির্ভাব বলিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, আধুনিক কালে মানব চিন্তার ফলস্বরূপ যে সমুদায় শাস্ত্র বা তথ্য প্রকটিত হইয়াছে, সে সমুদায় শাস্ত্র ও বেদাদির ন্যায় চিরবর্ত্তমান বলা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। পৃথিবীর আকর্ষণ (মাধ্যাকর্ষণ) প্রথমে আমাদের দেশের জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে (১১৫০ খৃষ্টাব্দে) ভাষায় বর্ণনা করেন। নিউটন, তাহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে তাঁহার **Principia** গ্রন্থে উহার বর্ণনা ও উহার ক্রিয়া সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার করেন। মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিবার ফলে, আমাদের পৃথিবী নিজ কক্ষপথে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও সেখানকার গ্রহ-উপগ্রহগণ সেখানকার সূর্য্যের চতুর্দিকে, আবর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছে—এ অনুমান সঙ্গত, সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভাস্করাচার্য্য বা নিউটন নিজ নিজ ভাষায় মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে কি উহা বর্ত্তমান ছিল না? তাহা নয়। উহা সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান। উহার সম্বন্ধে ভগবানের অমোঘ নিয়ম চিরকাল কার্য্য করিতেছে।

মানুষ জানিত না বলিয়া, মহাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া প্রতিহত ছিল না। তারপর, নিউটন উক্ত নিয়ম ও তাহার ক্রিয়ার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাই যে সত্য, তাহা মনে করিবার হেতু কি? অবশ্যই উহা নানাপ্রকার জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সমর্থ বটে। কিন্তু সম্প্রতি প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ আইনস্টাইন, উহা ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না বলিয়া বিদ্বৎ-সমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। আমাদের সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, বুঝা গেল যে, মানুষ জানুক বা না জানুক, জগদ্‌বিধারণের যে সমুদায় নিয়ম বা যন্ত্র ক্রিয়াশীল থাকিয়া অনন্ত বিশ্বে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, তাহারা সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবে। মানুষ উহাদের কয়টিরই বা সন্ধান পাইয়াছে। বিশ্বরহস্য সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার বেলাভূমিতে বালুকাকণার ন্যায় অগণ্য। মানুষের সাধ্য কি যে, উহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? যতই নূতন নূতন রহস্য মানবের জ্ঞানগোচরে আসিতেছে, ততই তাহাদিগের পশ্চাতে সূক্ষ্মতর নূতন নূতন রহস্যের ইঙ্গিত মানুষকে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে। দৃষ্টান্ত দিয়া গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

৪৪। মানুষের আবিষ্কৃত বিশ্বরহস্য কয়টি সম্বন্ধে, আরও ভাবিবার বিষয় আছে যে, ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত সৃষ্টিচিত্রে (অনুচ্ছেদ ১১৭) আমরা বুঝিয়াছি যে, "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে প্রসৃত শক্তি—আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক—এই তিনভাবে ক্রিয়াশীলা হইয়া সৃষ্টি অভিব্যক্তি করিয়া থাকে এবং উক্ত ত্রিবিধ ভাব—পরস্পরের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ, মানুষের আবিষ্কার—মাত্র উক্ত তিন ভাবের মধ্যে শুধু আধিভৌতিক ভাবের সহিত সম্পর্কযুক্ত, অন্য দুই ভাবের সহিত কোন পরিচয় আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের নাই। তবে, বর্ত্তমানে উক্ত বৈজ্ঞানিকগণের মনে চিন্তার উদয় হইয়াছে যে, আধিভৌতিক তথ্য সকলের পশ্চাতে এক মননশীল মহা সত্ত্বা বর্ত্তমান থাকিয়া, উহাদিগকে পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। (দেখ ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৮৫।৮৩ অনুচ্ছেদ)। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের পরীক্ষা ও গবেষণা, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল হইয়া, বিশ্বরহস্যের সর্ব্বতোমুখী শক্তির পরিচয় পাইবেন।

১৪) জগদ্‌বিধারণের নিয়ম বা যন্ত্র সর্ব্বত্র একই।

৪৫। উপরে ৪৩ অনুচ্ছেদে জগদ্‌বিধারণের নিয়ম বা মন্ত্র সকলের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত নিয়ম বা মন্ত্র কি শুধু কথার কথা, অথবা উহাদের বস্তুগত

অস্তিত্ব আছে? ইহার উত্তর এই যে, যখন অনন্ত বিশ্বে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান ও তাহারা পরস্পরের অবিরোধে, নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ পরিবেশের মধ্যে সাষ্টাঙ্গ অবলুণ্ঠনে প্রণিপাত করিতে করিতে, বিশ্বের—কেন্দ্রস্থ পরম পুরুষ—"জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—চিদণু—ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তখন তাহারা ভগবানের অমোঘ নিয়ম মানিয়া চলিতেছে বৈ কি। কঠ শ্রুতি ২।৩।৩ মন্ত্রে বলিতেছেন ঃ—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ কঠ ২.৩.৩

ইহার ভয়ে অগ্নি-সূর্য্য তাপ প্রদান করেন। ইন্দ্র-বায়ু-মৃত্যুও ইহার ভয়ে নিজ নিজ কর্তব্যে ধাবমান হন। কঠ ২।৬।৩

ইহার পূর্ব্বের মন্ত্রেই উক্ত শ্রুতি—উক্ত মহা সত্বা সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

"মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"—কঠোর উদ্যত দণ্ড, মহদ্‌ভয় উৎপাদনে সমর্থ প্রভুর পর্য্যবেক্ষণে—স্ব স্ব কার্য্যে নিরত ভৃত্যগণের ন্যায় অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের আধিভৌতিক,-আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক—দেবতাগণ স্ব স্ব ব্যাপারে তৎপর। কোনও ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং জগদ্‌বিধারণের বস্তুগত নিয়ম আছে, সন্দেহ নাই। এই নিয়ম বা মন্ত্রসকল যে ভাষায় লিখিত, তাহা কোন বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডের কোন মননশীল জীবের বিশেষ ভাষা নয়। ইহা সমগ্র বিশ্বের. অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ ভাষা। এ ভাষা পরমতত্ত্বের বা ভগবানের শব্দস্তরে অভিব্যক্তি হইতে প্রকটিত। ইহার আলোচনা বর্তমান আলোচ্য সূত্রের ৩০-৩১-৩২-৩৩ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত ভাবে করিয়াছি—এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই ভাষায় অতি সূক্ষ্ম কেন্দ্রীভূত মূর্তি বা বীজ—"ওঁম্"। আমরা, আমাদের ভাষায় উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত—সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি স্বরের সহিত পরিচিত। "ওঁম্" এ সমুদায়কে ক্রোড়ীকৃত করিয়া, উহাদের উপরে ও নীচে অনন্ত বৈচিত্র্যময়—অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের উপযোগী, অনন্ত প্রকার স্বর-সম্ভার আত্মস্থ করিয়া, অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ ভাষার বীজরূপে সর্ব্বত্র বর্তমান। উক্ত নিয়ম বা মন্ত্র সকল "ওঁম্" বীজ হইতে সম্ভূত শাস্ত্র সকলে নিবদ্ধ থাকিয়া জগদ্‌বিধারণ, পরিচালন, সংবর্দ্ধন ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। আমরা "ওঁম্" কারের রণন্—ঝংকার—আমাদের চতুর্দ্দিকে পবন স্বননে, মেঘগর্জনে, অশনি নির্ঘোষে, সাগর উচ্ছ্বাসে, নদীর কল্‌কলে, বিহঙ্গের সঙ্গীতে, বীণার নিক্বণে প্রভৃতিতে শুনিতে পাই। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও তথাকার অধিবাসিগণও সেইরূপ অথবা তাহাদের

ইন্দ্রিয়শক্তি ও ইন্দ্রিয়-সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা বেশী হইলে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে শুনিবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই।

৪৬। আমরা, এই পৃথিবীতেই দেখিতে পাই যে, একই তথ্য, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত, পঠিত, কথিত হইয়া থাকে। সেইরূপ বিশ্বে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে একই নিয়ম বা মন্ত্র—তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডের উপযোগী ও ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষায় রচিত, লিখিত, পঠিত ও কথিত হইয়া থাকে। সমুদায়ের বীজ "ওঁম্"। আধিভৌতিক ক্ষেত্রে—উহা জগদ্‌বীজ—উহা হইতেই অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত। যেমন উষর ক্ষেত্রে পতিত বৃহৎ মহীরুহের বীজ হইতে, কোনও প্রকারে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া, প্রয়োজন মত রস প্রভৃতির অভাবে বৃহৎ বৃক্ষ জন্মাইতে পারে না। অন্যপক্ষে সেই একই বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পতিত হইয়া প্রয়োজন মত রস প্রভৃতি পাইলে, বৃহৎ বৃক্ষ প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ ওঁকার আধিভৌতিক ক্ষেত্রে—ক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুসারে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্তির কারণ হইয়া থাকে।

আবার ওঁকার শাস্ত্রবীজও বটে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তুল্যরূপে কার্য্য করিয়া, একই নিয়ম, একই মন্ত্র, একই তথ্য—বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে তথাকার ভাষায় অভিব্যক্ত করে। আধিদৈবিক ক্ষেত্রেও তুল্যরূপে তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক দেবতাগণের অভিব্যক্তি ও তাঁহাদের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর করিয়া থাকে।

১৫) ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবান, কি শাস্ত্র-প্রমাণের বিষয় ?

৪৭। শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। পরমতত্ত্ব আত্মস্বরূপ হইতে শাস্ত্র অভিব্যক্ত করিলেন এবং শাস্ত্রসকল চিরবর্ত্তমান ; জগদ্‌বিধারণের—রক্ষণের—সংবর্দ্ধনের—পরিচালনের—নিয়ন্ত্রণের-নিয়ম বা মন্ত্রসকলে শাস্ত্রে নিহিত এবং সাধারণভাবে, উহারা বিশ্বের অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডে সমপ্রকৃতিক—ইহা বুঝা গেল। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রসকল কি ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবানকে প্রমাণের বিষয় করিতে পারে ?

ইহার উত্তর অতি সংক্ষেপে ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৫৮ অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। যখন পরমতত্ত্ব বা ভগবান সমুদায় সৃষ্টি ও তদন্তর্ভুক্ত অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড আত্মস্থ করিয়া নিজের, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অনির্দ্দেশ্য স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তখন গুণবৃত্তি-বিশিষ্ট আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের শ্রুতিগণ এবং সেকারণ শ্রুতিগণের অনুগামী শাস্ত্রগণ, তাঁহার নির্দ্দেশ দিতে বা তাঁহাকে প্রমাণ করিতে

পারে না। অন্য কথায় তখন তাহারা তাঁহাতে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু যখন তিনি স্বেচ্ছায় আপনার—সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসস্বরূপ, সমগ্রভাবে অলুপ্ত রাখিয়াই মায়াশক্তি অঙ্গীকার করিয়া বিশ্বসৃষ্টির অভিব্যক্তি করেন, তখনই শ্রুতিগণ এবং সে—কারণ তদনুগামী শাস্ত্রগণ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।১০

৪৮। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার এখানেও বলি যে, পরমতত্ত্বে নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, নির্গুণ-সগুণভাব সমকালে, অবিরোধে, একাধারে বর্ত্তমান। আরও বলিয়াছি যে, সমগ্র সৃষ্টির এককালে ধ্বংস কল্পনা সম্ভব নহে, কেননা, তাহা হইলে, "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"র জ্যোতিঃ স্ফুরণের বা চিদণুর স্ফুরণের বিলোপ-সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। তাহা সম্ভব নয়। একারণ শ্রুতিগণ ও তদনুগামী শাস্ত্রগণ ভগবানকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ। এই সামর্থ্য, জীবকল্যাণের জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদি নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ, নির্গুণ-সগুণ উভয়ের উভয়ত্ব থাকিত—অন্য কথায় কিছুমাত্র ভেদ থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতিগণের ও তদনুগামী শাস্ত্রগণের—আনর্থক্য প্রসঙ্গ সম্ভব হইত। উক্ত উভয়ভাবে নির্দ্দেশ—আমাদের বুদ্ধির ক্রিয়ামাত্র—উহা পরম-তত্ত্বে বা ভগবানে প্রযোজ্য নহে। যখন তিনি সমুদায় আত্মস্থ করিয়া—চিদণুরূপে নিজ স্বরূপে বর্ত্তমান—তখনও তিনি যেমন "সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক-রসস্বরূপ"—ভগবান্, সৃষ্টিতে মায়ার সহিত ক্রীড়াশীল যখন, তখনও তেমন "সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈক-রসস্বরূপ" ভগবান্। সুতরাং শ্রুতি বা তদনুগামী শাস্ত্রসকলের প্রতিপাদকত্ব সর্ব্বক্ষেত্রেই বর্ত্তমান। অতএব বুঝা গেল যে, স্বরূপগতভাবে শাস্ত্র ভগবানকে প্রমাণের বিষয় করিতে পারে না—তখন তিনি অপ্রমেয় (গীঃ ১১।৪২, ভাগবত ১০।২৯।১৩।) কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে তিনি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য (ভাগঃ ১০।৮৭।১৩)। আমাদের কারবার সৃষ্টিগতভাবে প্রতিষ্ঠ এবং সম সময়ে নিজস্বরূপ হইতে অচ্যুত—ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবানের সহিত। সুতরাং শাস্ত্র আমাদের অপরিহার্য্য উপজীব্য।

যে আলোচনা করা হইল, তাহা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে। অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও উহা তুল্যভাবে প্রযোজ্য। বিভিন্ন প্রকার হইবার হেতু কল্পনা করা যায় না।

১৬) শাস্ত্র পরমতত্ত্বের প্রতিপাদক হইলেও, তাঁহার—কি সমগ্র নির্দ্দেশ দিতে সমর্থ ?

৪৯। উপরের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে; বেদ ও বেদানুগামী শাস্ত্রসকল ভগবানের বা পরমতত্ত্বের প্রতিপাদক। ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে,

উহারা প্রতিপাদক হইলেও কি তাঁহার সমগ্র নির্দ্দেশ দিতে সমর্থ। নির্দ্দেশের দুটি পন্থা শাস্ত্রে পরিচিত। একটি বিধিমুখে, অপরটি নিষেধমুখে। পরমতত্ত্ব সমকালে চিদণু—"অণোরণীয়ান্"—ও অনন্ত—"মহতো মহীয়ান্" (শ্বেতাঃ ৩।২০)। বিধিমুখে তাঁহার নির্দ্দেশ সম্ভব নহে, ইহা সুস্পষ্ট। এজন্য শ্রুতি নিষেধমুখে—"নেতি নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয়—বলিয়া সমুদায় অপলাপ করতঃ, তাঁহার কথঞ্চিৎ নির্দ্দেশের প্রয়াস করিয়াছেন (বৃহদারণ্যক ২।৩।৬)। ভগবান্ সূত্রকার শ্রুতির পদানুসরণ পূর্ব্বক—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" সূত্র ৩।২।২২ প্রণয়ন করিয়া—"নেতি নেতি" শ্রুতির তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছেন। (যথা স্থানে দ্রষ্টব্য)। এখানে এইটুকু মাত্র বলিয়া কর্ত্তব্য সমাধান করি যে, প্রস্তাবিত যাহা কিছু তাঁহাতে আমরা আরোপ করিয়া থাকি, তিনি সে সকল বটে, কিন্তু তাহার বাহিরে অনেক কিছু রহিয়া গেল। এই অনেক কিছু প্রস্তাবিত আরোপেয়—অনন্ত গুণ। সুতরাং নিষেধমুখেও তাঁহাকে প্রকাশ করা অসম্ভব। ভাগবত ১০।৮৭।৩৬ শ্লোকে (নিম্নে উদ্ধৃত) বলিতেছেন "যচ্ছ্রুতয় স্বয়ি হি ফলন্তি অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ"—অতএব শ্রুতিগণ আপনাতে পর্য্যবসানরূপে "তন্ন তন্ন" করিয়া আপনাতেই ফলবতী হয়।

৫০। উপরে ৪৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিগণ ও তদনুগ শাস্ত্রগণ—নির্ব্বিশেষ—নির্গুণ—পরমতত্ত্বে পৌঁহছিতে পারে না। যখন পরমতত্ত্ব নিজের ইচ্ছায় মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টি ও স্থিতিমূলক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ-নির্গুণ ভাব সংবরণ করিয়া সবিশেষ-সগুণভাব অঙ্গীকার করেন, তখনই বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রগণ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইলেও কি সমগ্র নির্দ্দেশ দিতে পারে, ইহাই প্রশ্ন। এ সম্পর্কে ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদুটির বিশেষ আলোকপাত করিয়া প্রশ্নটির উত্তর দিতেছে।

তথাপি ভূমন্! মহিমাঽগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা॥

ভাগঃ ১০।১৪।৬

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈর্ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥

ভাগঃ ১০।১৪।৭

শ্রীধর স্বামিপাদ টীকার ভূমিকায় বলিয়াছেন :—"এবং তাবৎ সগুণ নির্গুণয়োরুভয়োরপি জ্ঞানং দুর্ঘটমেব ইতি—তৎকথাশ্রবণেনৈব ত্বৎপ্রাপ্তিঃ নান্যথা ইত্যুক্তম্। ইদানীং যদি উভয়োরবিশেষেণ দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তম্, তথাপি গুণাতীতস্য তব জ্ঞানং কথঞ্চিদ্ ভবেৎ, ন তু সগুণস্য তব, অচিন্ত্যানন্তগুণত্বাদিতি স্তৌতি শ্লোকদ্বয়েন।"

ভগবানের স্বগুণ বা নির্গুণ যে কোনও ভাবই হউক, উভয়েরই জ্ঞান দুর্ঘট। একারণ ভগবৎকথা শ্রবণ হইতেই তৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যথা অসম্ভব। বর্ত্তমান ১০।১৪।৬-৭ শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন যে, ভগবানের গুণাতীত ভাবের জ্ঞান কথঞ্চিৎ হওয়া সম্ভব হইতেও পারে। কিন্তু সগুণ ভাবের জ্ঞান সম্ভব নহে—কেননা—তাঁহার গুণ অচিন্ত্য ও অনন্ত। ইহা ভূমিকা। শ্লোক দুটির সরল অর্থ :—হে অপরিচ্ছিন্ন! যদিও তোমার সগুণ নির্গুণ ভাব উভয়ই সবিশেষে দুর্জ্ঞেয়, তথাপি প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয় সকল হইতে উদ্ধৃত অন্তঃকরণের—সাত্মাকার প্রাপ্তি হইলে, অগুণের মহিমা জ্ঞানগোচর হওয়া সম্ভব—কেননা তুমিও সেকারণ তোমার মহিমা স্বপ্রকাশ—উহার প্রকাশের কোনও ব্যভিচার—কোনও কালে নাই। অন্তঃকরণের মলিনতা অপগমে উহার স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইলেই উহা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। উক্ত উদ্ভাসন কোনও ক্রিয়ার ফলস্বরূপ নহে। ১০।১৪।৬

কিন্তু তোমার অচিন্ত্য ও অনন্ত গুণবত্বাহেতু, সগুণভাব কি প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব? এমন কি যখন তুমি জগতের কল্যাণ বিধানের জন্য নরমূর্ত্তি গ্রহণে আবির্ভূত হও, তখনও তোমার গুণের বিশেষ বিবরণ দূরে থাকুক, উহা এত পরিমাণ বলিয়া গণনা করিতেই বা কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? যে সকল নিপুণ ব্যক্তি, বহু জন্ম, বহু কালে ভূমির পরমাণু, আকাশের হিমকণা ও নক্ষত্রগণের কিরণকণা গণনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁহারাও আপনার অনন্ত গুণ গণনায় সমর্থ নহেন। ১০।১৪।৭

৫১। সুতরাং শ্রুতিগণের ও তাহাদের অনুগামী শাস্ত্রগণের প্রতিপাদকত্ব—পরমতত্ত্বের কথঞ্চিৎ নির্দ্দেশে সার্থকতা লাভ করে। এই কথঞ্চিৎ নির্দ্দেশের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া, শ্রুতি ও তদনুগামী শাস্ত্রগণ মানবের নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তির জন্য "সংরাধন" অনুষ্ঠানের উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন—এই অনুষ্ঠান—তাঁহার নাম ও লীলা "শ্রবণং-কীর্ত্তনং-স্মরণং-পাদসেবনং-অর্চ্চনং-বন্দনং-দাস্যং-সখ্যং-আত্মনিবেদনম্" (ভাগবত ৭।৫।১৮) রূপ নবাঙ্গ আনুষ্ঠানিক ভক্তি সাধন। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীধর স্বামীপাদ উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।৬-৭ শ্লোকের টীকার ভূমিকায় "ত্বৎকথাশ্রবণেন—ত্বৎপ্রাপ্তিঃ নান্যথা" বাক্যাংশে

সাধন পথে ভ্রমণে উন্মুখ জীবকে উক্ত নবাঙ্গ অনুষ্ঠানের প্রথমাঙ্গ "শ্রবণের"— উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন যে, আরম্ভকারী উহার যথাযথ অনুষ্ঠান করিলে, সাধনের অন্যান্য অঙ্গগুলি, যথাসময়ে আপনাপনিই প্রকটিত হইবে।

৫২। কঠশ্রুতির ১।২।২২ মন্ত্র ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ৫২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রের একাংশ হইতেছে "তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—যাহাকে এই আত্মা বা ভগবান্ বা পরমতত্ত্ব, উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকটিত করেন। কিন্তু স্বরূপ প্রকাশ করিলেই কি উক্ত অধিকারী তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারে? অর্জ্জুন ত অতি উচ্চ অধিকারী ছিলেন। নরবপুঃধারী পরব্রহ্ম "বিহার শয্যাসন ভোজনেষু" (গীতা ১১।৪২) নির্জ্জনে নর্ম্মালাপে, প্রাকৃত সমবয়স্ক সখার ন্যায়, অর্জ্জুনের দ্বারা অবহসিত, কখনও বা তিরস্কৃত, কখনও বা নিকৃষ্টের ন্যায় ব্যবহৃত (গীঃ ১১।৪২) হইয়াছিলেন, সেই অতি উচ্চ অধিকারী অর্জ্জুনও কি যতক্ষণ না ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া দিব্যচক্ষুঃ দান করিয়াছিলেন (গীঃ ১১।৮), তাঁহার সমক্ষে প্রকটিত ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন? তাঁহার দর্শন বা স্বরূপ জ্ঞান—তাঁহার করুণার উপরই নির্ভর করে। গীতায় ১১।৪২ শ্লোকে "অপ্রমেয়ম্" বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ করায়, তিনি যে সমগ্রভাবে শাস্ত্রপ্রমাণের বিষয় নহেন, বলা হইল। শাস্ত্র তাঁহার এক এক দেশের পরিচয় দিয়াই সার্থকতা লাভ করে।

৫২। তিনি শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় না হইলেও, তিনি "বেদ্য"। প্রমাণ গ্রহণ ও তাহা হইতে সিদ্ধান্ত স্থাপন মস্তিষ্কের (intellect) ক্রিয়া—বুদ্ধির ব্যাপার। তাঁহার বেদন বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নহে। "বেদন" অর্থ—অনুভূতি —উহা আত্মস্বরূপ। অতএব তিনি "বেদ্য" বলায়, বুঝান হইল যে, আত্মার নিজের স্বরূপানুভূতি—ইহা আত্মদ্বারা আত্মানুভব। ভাগবত ১।১।২ শ্লোকে বলিলেন,—"বেদ্যং বাস্তব বস্তমত্র শিবদম্"। এই বেদ বস্তুই বাস্তব বস্তু এবং ইহা "শিবদ"। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পরিদৃশ্যমান বস্তুগণ বাস্তব বস্তু নয়, উহাদের প্রতীয়মান বাস্তবতা—উক্ত "বেদ্য বাস্তব বস্তুর" অধিষ্ঠান হেতু। এই বাস্তব বস্তু স্বতঃ প্রকাশ। ইহা কোনও কর্ম্মলভ্য নহে—ইহা শ্রীধর স্বামিপাদ ভাগবতের ১০।১৪।৬ শ্লোকের টীকায় বলিলেন, উক্ত উদ্ভাসন কোনও ক্রিয়ার ফলস্বরূপ নহে। তবে কি উপায়ে উহার স্বতঃ উদ্ভাসন প্রকটিত হইতে পারে? ভাগবত বলিতেছেন:—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ,
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো নন্নু নাথ পুংসাং।
যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রায়॥ ভাগঃ ৩।৯।১১

হে নাথ! ভক্তিযোগ দ্বারা পরিশোধিত পুরুষগণের হৃৎপদ্মে, ত্বদীয় কথা শ্রবণে সাধন পথ পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ হইলে, হে উরুগায়! (বহুরূপে যিনি স্তুত হন), তুমি তাহাদের সেই হৃদয়-পদ্মে অধিষ্ঠান কর। তোমার কৃপার কথা কি বলিব? তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতীরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনদ্বারা তোমার যে যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তুমি তাহাদের অনুগ্রহের জন্য সেই সেই রূপেই তাহাদের মানসচক্ষে প্রকটিত হও। ভাগঃ ৩।৯।১১

অতএব বুঝা গেল যে, ভগবান্ বুদ্ধিদ্বারা "বেদ্য" নন, তিনি হৃদয়ে "বেদ্য"— তাঁহার বেদন—অনুভূতিজনিত স্পন্দন গ্রহণের জন্য, ভক্তিযোগ দ্বারা হৃদয়কে পরিশোধিত করা প্রয়োজন—দার্শনিক ভাষায়, উহা আত্মাকারে আকারিত করা। ইহাই উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।৬ শ্লোকে "অনন্য বোধ্যাত্মতয়া" বাক্যাংশে কথিত হইয়াছে।

৫৩। ইহাতে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, ভক্তিযোগ দ্বারা হৃদয় পরিশোধিত করা কি কর্ম্মের ফল নহে? যদি উহা মানব প্রচেষ্টার ফল হয়, তবে ভগবানের বা আত্মার স্বরূপ প্রকাশ—কর্ম্মলভ্য নয় বলা হইল কেন? উহার উত্তর এই যে, অগণ্য যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যে মল সঞ্চিত হইয়াছিল— সেই মল অপসারণে মানব প্রচেষ্টার সার্থকতা। মল সঞ্চয় মানবের কর্ম্মজনিত। যাহা কর্ম্মজনিত, কর্ম্মদ্বারা তাহার অপসারণ সঙ্গতই বটে। সেই মল নিরাকৃত হইলেই, আত্মস্বরূপ বা ভগবৎ স্বরূপ স্বতঃ উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ভগবান্ সূত্রকার **"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম"** ৩।২।২৪ সূত্রে ইহার আলোচনাও বিচার করিয়াছেন। যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ সূত্রকার **"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ"** ৩।৪।২৬ সূত্রে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ পূর্ব্বক বুঝাইলেন যে, বিদ্যা ভগবৎ-স্বরূপ উদ্‌ভাসনে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইলেও, শ্রুতিকথিত যজ্ঞাদি কর্ম্মেরও অপেক্ষা আছে বুঝিতে হইবে। যেমন কোনও দূর প্রবাসী ব্যক্তি গৃহে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন, সেইরূপ। অর্থাৎ অশ্ব আরোহীকে তাহার গৃহের দ্বারদেশে পৌছাইয়া দিয়া—কর্ত্তব্য সমাধা করে। গৃহের ভিতর প্রবেশের তাহার কোনও

অধিকার নাই। গৃহের বাহিরে আস্তাবলে থাকে। গৃহের ভোগ, সুখ, সাচ্ছন্দ্য, আরাম প্রভৃতির সহিত অশ্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। উহারা আরোহীর বা গৃহস্বামীর ভোগ্য—সেইরূপ সংরাধন রূপ কর্ম্ম চিত্তের মলিনতা দূর করিবার জন্য অভিপ্রেত মাত্র। উক্ত মলিনতা দূর হইলেই, আত্মজ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশে হৃদয় আলোকিত করিয়া থাকে। সুতরাং আপত্তির কোনও কারণ নাই। [ভগবান্ সূত্রকারের সূত্র রচণার সমকালে অশ্বই দূর গমনাগমনের দ্রুতগামী যান ছিল। তখন রেলগাড়ী বা আকাশ-যান ছিল না। সে কারণ সূত্রকার—সূত্রে অশ্বের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।]

৫৪। ভগবান্ বা পরতত্ত্ব যে প্রমাণের বিষয় নন, তাহা আমরা অন্যপ্রকারেও বুঝিতে পারি। কেনোপনিষৎ প্রারম্ভিক মন্ত্রে বলিলেন যে, "ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, আমাদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুঃর চক্ষুঃ"—তার পরে কয়েকটি মন্ত্রে বুঝাইলেন যে, বাক্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহার পরিচালনায় তাঁহার বিষয় ও অন্য বিষয়ও বর্ণনা করে। মনঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণ—(চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার) তাঁহাকে চিন্তায় ধরিতে পারে না, তাঁহার পরিচালনায় ক্রিয়াশীল হয়—ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, আমাদের অন্তঃ ও বহিঃ ইন্দ্রিয়গণ এবং প্রাণ সেই পরম তত্ত্বকে বিষয় করিতে পারে না। অন্য পক্ষে, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া স্ব স্ব ব্যাপারে ব্যাপারবান থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে প্রমাণের বিষয় করিতে পারে না। কেনোপনিষদের এই মন্ত্রগুলির ভিত্তিতে ভাগবত বলিলেন :—

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে। ভাগবত ১০।১৬।৪০

শ্রীধর স্বামি পাদ "প্রমাণমূলয়ে" পদের অর্থ করিলেন—**চক্ষুরাদীনাং চক্ষুরাদিরূপায়, অতএব কবয়ে—স্বয়ং তন্নিরপেক্ষজ্ঞানায়।"** উক্ত শ্লোকাংশের সরলার্থ :—আপনি প্রমাণ সমূহের মূল অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের ও চক্ষুরাদি স্বরূপ, অতএব আপনি কবি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ। আপনি শাস্ত্রযোনি। আপনাকে নমস্কার। ১০।১৬।৪০

ইহাতে প্রশ্ন উঠে যে, উপরে কথিত কারণে, না হয়, প্রত্যক্ষ-অনুমান-ঐতিহ্য এই তিন লৌকিক প্রমাণ তাঁহাতে প্রযোজ্য হইতে পারে না বুঝা যায়। কিন্তু শ্রুতি ত তাঁহারই অন্তরে আত্মস্থ ছিল, ইহা অপৌরুষেয়—ইহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই যে শ্রুতি তাঁহার—নিঃশ্বাস হইতে

অভিব্যক্ত বটে। কিন্তু উহা মানবীয় ভাষায় অভিব্যক্ত, সে কারণ আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত। উহা নিরপেক্ষ তত্ত্বকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবে কিরূপে? উহা তাঁহার নির্দ্দেশ কথঞ্চিৎ দিতে পারে বটে এবং সে কারণ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেও কিছু সামর্থ্য রাখে বটে, কিন্তু ভাষার অক্ষমতা হেতু, উহার তত্ত্ব বহিঃ প্রকাশে ভাষার ত্রুটি থাকিয়া যাইবেই। একারণ ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, জগতে সমুদায় পদার্থ উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কেবলমাত্র "ব্রহ্ম" উচ্ছিষ্ট হন নাই। মুখদ্বারা অন্তরে গ্রহণ এবং মুখ হইতে বাহিরে ত্যাগ করিলেই উচ্ছিষ্ট হয়। পরমহংসদেবের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মতত্ত্ব ভাষার দ্বারা—কেহ কখনও উপদেশ দিতে পারেন নাই ও পারিবেন না। এবং বাক্যের উপদেশে ব্রহ্মতত্ত্ব কখনও কাহারও দ্বারা—অধিগত হইতে পারে নাই ও পারিবে না।

৫৫। আচার্য্য শঙ্করদেব, তাঁহার শারীরক ভাষ্যে এ সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর আখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালে বাহ্ব নামে একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন।

একজন জিজ্ঞাসু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিণীতভাবে প্রার্থনা করিলেন, 'ভগবন্! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। শুনিয়া মহর্ষি নীরব রহিলেন। পুনশ্চ তুল্যরূপ প্রার্থনা হইল, তখনও কোন উত্তর নাই। এই প্রকার চার পাঁচবার করুণ প্রার্থনা করিবার পর কোনও উত্তর না পাওয়ায়, উক্ত আগন্তুক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! ইহা কি ব্রহ্মবিদের উচিত যে, আমি বারংবার কাতর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি কোনও উত্তর না দিয়া আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। ইহা শুনিয়া মহর্ষি বাহ্ব বলিলেন, বাপু হে! তোমার প্রথম প্রার্থনা হইতেই আমি তোমার প্রকৃত উত্তর দিতেছি, তুমি যদি বুঝিতে না পার, সে কি আমার দোষ? ব্রহ্মতত্ত্ব কি ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায়? নীরবতাই উহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। তখন সে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল।

আমরাও বুঝিলাম যে, নীরবতা যেখানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, সেখানে তর্কশাস্ত্র এবং উক্ত শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ—প্রমেয় প্রভৃতির কোনও মূল্য আছে কি? সে সমুদায় ছাড়িয়া উপরে ৫১ অনুচ্ছেদে কথিত নবাঙ্গ সাধনানুষ্ঠানের প্রথমটি অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত নহে কি?

৫৬। উপরের ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় আমরা ১২২ হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদে "অনুপ্রবেশের" বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, চিদণু-

ব্রহ্ম-ভগবান্-পরমতত্ত্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতি বস্তুর অনু-পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে ধারণ, পালন, বর্দ্ধন, সংরক্ষণ করিতেছেন। ইহা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। সুতরাং আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নিদর্শনে বিশ্বে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। ইহা হইতে বুঝিয়াছি, তিনি সর্ব্বাত্মক। যে বস্তু সর্ব্বাত্মক, তাহার সিদ্ধির জন্য কি কোন প্রমাণের অপেক্ষা আছে? যে প্রমাণ দ্বারা তাঁহার—সিদ্ধির প্রচেষ্টার স্পর্দ্ধা করা হইবে, সেই প্রমাণই ত সেই সর্ব্বাত্মক বস্তু হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়া বর্ত্তমান আছে। শ্রীধর স্বামী পাদ—১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৫৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৩৮ শ্লোকের টীকায় সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন:—**"নহি সর্ব্বরূপেণ স্বতঃ ভাসমানস্য ব্রহ্মণঃ স্বসিদ্ধৌ প্রমাণাপেক্ষা ইতি ভাবঃ"**।

৫৭। উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, চিদণু-ব্রহ্ম বা ভগবানে অচিন্ত্য রহস্য বর্ত্তমান। মানবীয় শক্তিতে সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন সম্ভব নহে। সে সম্বন্ধে প্রমাণ অনুসন্ধান বৃথা। তিনি একমাত্র নিরপেক্ষ —পরম ভাব পদার্থ। তর্কশাস্ত্র সম্মত যে কিছু প্রমাণ, সমুদায় আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত, সে কারণ তর্কশাস্ত্রেরই নিয়মানুসারে উহা নিরপেক্ষ বস্তুতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। উহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক ভাষ্যে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন:—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

যে সমস্ত ভাব অচিন্ত্য, তাহাদের সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিও না। যাহা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত প্রপঞ্চের অতীত, তাহাই অচিন্ত্য ভাবের লক্ষণ।

আচার্য্যদেবের উক্ত নিষেধ হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি পরমতত্ত্বে প্রযোজ্য নহে। যিনি একাধারে—চিদণু ও অনন্ত, সেই শূন্য—অনন্ত —পূর্ণাত্মক পরম ভাব পদার্থে কোনও বিরোধ অবস্থান করিতে পারে না। ভগবান্ সূত্রকার **"অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্"** ৩।২।২৬ সূত্রে ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

৫৮। ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক-বিবাদ-বিতর্ক প্রভৃতি যে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য, সে সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন:—

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদ-সম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥

ভাগঃ ৬।৪।২৬

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠায়োরেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহৎতত্ত্বং ॥

ভাগঃ ৬।৪।২৭

যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ-বিতর্ককারী বাদিগণের কখনও বা বিবাদের,— কখনও বা সম্বাদের (তূল্যমত হইবার) স্থল হইয়া থাকে, এবং সেই সকল বাদিগণের অন্তরে মুহুর্মুহুঃ মোহ সঞ্চার করিয়া দেয়, সেই অনন্তগুণে অলংকৃত ভূমা পুরুষ ভগবানকে প্রণাম করি। ভাগঃ ৬।৪।২৬

যোগশাস্ত্রে অর্থাৎ উপাসনা বা ভক্তিশাস্ত্রে, যাঁহাকে হস্তপাদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট আকৃতিমান সগুণ-উপাস্য বলিয়া, উপাসনার বিধি আছে—আবার সাংখ্য বা জ্ঞানশাস্ত্রে যাঁহাকে অপাণিপাদ, সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নির্গুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। এই যে আকার আছে, বা আকার নাই, অথবা সগুণ বা নির্গুণ বলিয়া উভয় শাস্ত্রের বিবাদের হেতু পরস্পরা, পরস্পরের অত্যন্ত বিরোধী ও বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, উভয়ের উক্ত বিধি-নিষেধ এক বস্তুনিষ্ঠ হওয়ায়—উহাদের বিষয় একই ব্রহ্ম—যিনি বৃহত্তম, অনন্ত—একারণ সমুদায় বিধি নিষেধের সমাধান তাঁহাতেই। অধিষ্ঠান বিনা পাণি-পাদাদি কল্পনা, এবং অবধি বিনা নিষেধও অসম্ভব বিধায়, তাঁহাতে বিধি-নিষেধ দুইই যেমন অসম্ভব, সেইরূপ দুইই অবিরোধ বটে। তিনি দুই এর প্রতি তুল্য অনুকূল, অতএব দুইয়েরই উপপাদক। ভাগঃ ৬।৪।২৭

তিনি যখন অদ্বয়—তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য বস্তু মাত্র নাই, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া—কোথায় কোন কিছু থাকা কি সম্ভব? এতএব বিবাদ-বিতর্ক প্রভৃতির অবসর কোথায়? তাঁহার অচিন্ত্য-অনন্ত শক্তি-মত্ত্বাই সমুদায় বিরোধ সমাধানের কারণ--ভগবান্ সূত্রকার **"ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্"** ৩।৩।৯ সূত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিবাদ-বিতর্ক ত দূরের কথা। বৃহদারণ্যক শ্রুতি—বিবাদ-বিতর্কের আশঙ্কা করিয়া বহু শাস্ত্র পাঠেরও নিন্দা করিয়াছেন।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ বৃহঃ ৪।৪।২১

উদ্ধৃত মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ সুস্পষ্ট। আচার্য্য শঙ্কর প্রথমার্দ্ধের অর্থ করিতেছেন :—"ধীরো—ধীমান্, বিজ্ঞায়—উপদেশতঃ শাস্ত্রতশ্চ, প্রজ্ঞাং—শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টাং বিষয়াং জিজ্ঞাসা পরিসমাপ্তিকরীং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।"

সরলার্থ :—যে আত্মার সম্বন্ধে পূর্ব্বে উপদেশ দেওয়া হইল, বুদ্ধিমান সাধক গুরুপদেশ ও শাস্ত্র হইতে তৎসম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া,—শাস্ত্রও আচার্য্য উপদিষ্ট বিষয় প্রজ্ঞা করিবেন—অর্থাৎ যাহাতে জানিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরিসমাপ্ত হয়, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন না। ইহাতে বৃথা বাক্যের গ্লানি (বিতর্ক প্রবৃত্তি) সঞ্জাত হয় মাত্র। বৃহঃ ৪।৪।২৪।

এক কথায় ভগবান্ সূত্রকার কথিত "সংরাধন"—ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-দৃঢ়তার সহিত অনুষ্ঠানেরই উপদেশ দিলেন। এ অনুষ্ঠানে ভগবানের চরণে প্রণাম নিবেদনই প্রধান অঙ্গ।

৫৭। তাই ভাগবত বলিতেছেন :—

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্য-বাচক-শক্তয়ে॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৯
জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৬

আপনি অপরিচ্ছিন্ন, একারণ অনন্ত, আপনি সূক্ষ্ম—সে কারণ অদৃশ্য, আপনি কূটস্থ—একারণ উপাধিভূত বিচার আপনাতে নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ। অস্তি—নাস্তি, সর্ব্বজ্ঞ—কিঞ্চিদজ্ঞ, বদ্ধ—মুক্ত, এক—অনেক—ইত্যাদি নানা বাদের আপনি নিজ মায়া দ্বারা অনুবর্ত্তী হয়েন। অপিচ, আপনি—অভিধেয় ও অভিধাশক্তি ভেদের কারণেও, নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন। আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ভাগঃ ১০।১৬।৩৯

আপনি জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান) ও বিজ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) উভয়ের শাশ্বত ভাণ্ডার। অনন্ত শক্তিমান, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, প্রকৃতি প্রবর্ত্তক (একারণ সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্ম। আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। ভাগঃ ১০।১৬।৩৬

তিনি অনন্ত, সূক্ষ্ম, কূটস্থ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, প্রকৃতি প্রবর্ত্তক ও সেই হেতু প্রকৃতির প্রভাবে প্রভাবিত নয় বলিয়া কি, আমাদের মত প্রকৃতির প্রভাবে মোহমগ্ন, সাধারণ মানবের কোনও উপায় নাই? ভাগবত বলিতেছেন, তাহা কেন? তিনি যে অনন্ত করুণাসাগর। তিনি কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহার অপার করুণাই যে তাঁহাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করে। সেই ব্যবস্থা বশতঃ জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্ম কর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥
ভাগঃ ৬।৪।২৮।

যে ভগবান্, অনন্ত এবং সে কারণ স্বরূপতঃ নাম-রূপ বিহীন হইলেও, পাদমূল ভজনকারীদিগের অনুগ্রহের জন্য, নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ নানাপ্রকার কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, সেই পরমতত্ত্ব আমাকে প্রসাদ করুন। ভাগঃ ৬।৪।২৮

এই একই কথা, ভাগবত, বর্তমান সূত্রের আলোচনায় ৫২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ৩।৭।১১ শ্লোকে বলিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, দৃঢ়া ভক্তির সহিত তাঁহার চরণে প্রণাম নিবেদন করা মানব দেহধারী জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি অরূপ হইলেও সমকালে উরুরূপ বা বিশ্বরূপ। তাই ভাগবত বলিতেছেন :—

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নমো আশ্চর্য্যকর্ম্মণে॥ ভাগঃ ৮।৩।৯।

সেই অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর ব্রহ্মকে প্রণাম করি। তিনি অরূপ হইলেও সমকালে—উরুরূপ বা বিশ্বরূপ। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। তিনি আশ্চর্য্যকর্ম্মা, অতএব আমার ন্যায় সাধনহীনেরও নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই।

তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিবার জন্য, কি মঠে মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন আছে? অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া, স্তব করিতে করিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাতরে বলিতেছেন :—

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে, নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং, সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥
গীঃ ১১।৪০।

হে সর্ব্বাত্মন্, হে সর্ব্বরূপ! তোমাকে আমি, কোনদিকে প্রণাম করি? তুমি যে আমার সবদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ? আমার ধারণায়, আমি তোমাকে—আমার সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বদিকে তোমাকে দর্শন করিয়া, প্রণাম করিতেছি। হে অনন্ত বীর্য্য! অপরিমিত বিক্রমশালী তুমি, সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া, সর্ব্বস্বরূপ হইয়া, তুমিই রহিয়াছ, দেখিতেছি! গীঃ ১১।৪০

উদ্ধৃত শ্লোকের সমাপ্তি "সর্ব্ব" পদে। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা "সর্ব্বঃ" ধারণা করিতে পারি না। কল্পনা করি মাত্র এবং সে কল্পনা "সর্ব্বের"—আংশিক প্রকাশ মাত্র। ইহাই ত সঙ্গত। কারণ ব্রহ্মই "সর্ব্ব"। তাঁহাকে কি প্রকাশ করা যায়। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অজ্ঞ শিষ্যের "সর্ব্ব" সম্বন্ধে আংশিক অনুভূতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া শ্রুতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে "ব্রহ্ম" যেমন দুর্জ্ঞেয় "সর্ব্ব" ও সমভাবে দুর্জ্ঞেয়। অর্জ্জুন যাহা বলিলেন, তাহা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।২৫।২ মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। উক্ত মন্ত্র ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১৪৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬০। উপরে ভাগবতের ১০।১৬।৩৯ শ্লোকের বাঙ্গলা অর্থে বলা হইয়াছে —"নানাবাদের আপনি নিজ মায়ার দ্বারা অনুবর্ত্তী হয়েন"। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, আমরা যেমন মায়ার দ্বারা চালিত হইয়া কার্য সম্পাদন করি, ভগবান্ কি সেরূপ মায়ার দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন? তাহা নয়। মায়া তাঁহারই শক্তি—যখন ইচ্ছা হয়, শক্তি আবশ্যক মত অল্পবিস্তর বিকাশ করেন মাত্র—গায়কের গান গাহিবার শক্তির মত। আবার ইচ্ছা হইলে, মায়ার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন। ভাগবত বলিতেছেন :—

ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪।

অপরিমিত ভগঃ—অপরিমিতৈশ্বর্য্য ন হি অন্যেষামিব দেশ-কালাদি-পরিচ্ছিন্নং অপিতু পরিপূর্ণ-স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতম্ ॥ শ্রীধর।

ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেশকাল পরিচ্ছিন্ন নহে—ইহা স্বকীয় স্বরূপানুবন্ধী হেতু অপরিমিত—চিরপূর্ণ। সর্প যেমন বিনা কোনও প্রয়াসে—নিজ কঞ্চুক পরিত্যাগ করে, আপনিও সেইরূপ ইচ্ছামাত্র মায়ার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নিজের স্বরূপানুবন্ধী অপরিমিত ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া অপরিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করেন। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪

"ভগ" শব্দের অর্থ—ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্য। "অপরিমেয় ভগঃ" পদের অর্থ সেকারণ—অনন্ত-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য-যশঃ-শ্রী-জ্ঞান-বৈরাগ্যবান্। উপরে সরল বাঙ্গলা অর্থে, ঐ ষট্ প্রকার ভগের উপলক্ষণে মাত্র ঐশ্বর্য্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৭) **অনন্ত।**

৬১। উপরের আলোচনায় আমরা ভগবানের অনন্তগুণ (ভাগঃ ১০।১৪।৭), অনন্তশক্তি (ভাগঃ ৮।৩।৯), অনন্ত বীর্য্য (গীঃ ১১।৪০), অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি (ভাগঃ ১০।৮৭।২৪)—প্রভৃতির উল্লেখের সহিত, তাহার অনন্ত নামের (ভাগঃ ১০।১৬।৩৯) উল্লেখ ও পাইয়াছি। উপরে ৪৯ অনুচ্ছেদে, অতি সংক্ষেপে সূত্রাকারে অনন্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায়—"প্রলয়াবশেষ" শীর্ষক অংশে 'শেষ'' যে অনন্ত দেবের অপর নাম, এবং কি কারণে উক্ত নামে তাঁহার পরিচয়, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে অনন্ত—ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বের একটি নাম, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। এই সকল কারণে—"অনন্ত" সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা—ভাগবতের ভিত্তিতে করা উচিৎ বলিয়া মনে করি। ভাগবত একটি অতি সুন্দর শ্লোকে অনন্তের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলে, ভাগবতকারের অভিমত বুঝা যাইবে।

৬২। যিনি অনন্ত—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-শক্তি-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য প্রভৃতি সমুদায়ই অনন্ত। বিধি মুখে অনন্তের নির্দ্দেশ হইতে পারে না। অনন্ত—এই নামই নিষেধ মূলক। অনন্তের নির্দ্দেশে ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া,

ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।

খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ, যচ্ছ্রুতয়-

স্তয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭।

হে ভগবন্! আপনি অনন্ত। স্বর্গাধিপতিগণ ও আপনার অন্তপ্রাপ্ত হয়েন না। যেহেতু আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল কাল চক্রের সহিত, আকাশে রজঃ কণার ন্যায় আপনার অন্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অতএব শ্রুতিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপনাকে নির্দ্দেশ্ করিতে অসমর্থ হইয়া, নিষেধ মুখে "তন্ন তন্ন" করিয়া পর্য্যবসানরূপে কোনও প্রকারে আপনাকে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়া, আপনাতেই ফলবতী হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭

উদ্ধৃত শ্লোকটির অভিপ্রায় বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উহাতে ব্যবহৃত কয়েকটি অর্থগর্ভ বাক্যাংশের অর্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

(i) **"সাবরণা অণ্ডনিচয়া"**—আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল। "সাবরণ" পদ আমাদের পৃথিবীর নিদর্শনে ব্যবহার করা হইয়াছে। আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে আমরা প্রত্যক্ষত কঠিন স্থল ভাগ ও তরল জল ভাগ দেখিতে পাই। উহাকে ঘিরিয়া বায়ুমণ্ডল বর্ত্তমান—তাহাকে ঘিরিয়া অন্তরীক্ষ—ইহাও আমরা জানি। ইহার শাস্ত্রীয় নাম ভুবর্মণ্ডল। তাহাকে স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য লোক—ঘিরিয়া বর্ত্তমান আছে—ইহা শাস্ত্রে কথিত। আমাদের পৃথিবীস্থ জীবগণের এই সপ্তলোক লইয়া গতাগতি। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড—শুধু পৃথিবী ও তাহার আবরণ স্বরূপ উক্ত লোকগুলি লইয়া নহে। সমগ্র সৌর জগৎ—আমাদের ব্রহ্মাণ্ড—উহা আমাদের ব্রহ্মার শরীর। আমাদের পৃথিবীর নিদর্শনে, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ও তাহার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রহগণেরও সপ্তাবরণ আছে—এ অনুমান

সঙ্গত, সন্দেহ নাই। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডেরও ঐরূপ কেন না হইবে? ইহা হইতে এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রসার যে কতদূর, তাহা ভাবিতে মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যায়। শ্লোকটি বলিতেছে যে, আবরণের সহিত এক একটি ব্রহ্মাণ্ড আকাশে এক একটি অতি সূক্ষ্ম ধূলি কণার ন্যায় অন্যের অবিরোধে অনন্তের অন্তরে বিচরণ করে। ইহা হইতে অনন্তের ধারণা যিনি করিতে পারেন, করুন। আমি তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া নিরস্ত হই।

(ii) আর একটি বাক্যাংশ **"ৰান্তি বয়সা সহ"**—পরিভ্রমণ করে, কালচক্রের সহিত। "বয়সা" পদের অর্থ কালচক্র করা হইয়াছে কেন? আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, ঘড়ির কাঁটা চক্রাকারে ঘুরিয়া সময় নির্দ্দেশ করে—উহা হইতে দিনের বা রাত্রির বিশেষ বিশেষ সময় বুঝা যায়। অন্য কথায় যদি বলি, যে, উক্ত কাঁটা দিবসের, অহোরাত্রির এবং সেই হেতু মাসের ও বৎসরের বয়স নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। ব্রহ্মাণ্ডকে যদি ঘড়ির কাঁটা মনে করা যায় এবং উহার চক্রাকারে বা বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণ যদি মনঃ-কল্পনায় অনুসরণ করা যায়, তাহা হইলে কালচক্রের বিশেষ স্থানে উহার অবস্থান, যে উহার "বয়স" নির্দ্দেশ করিবে, তাহার কথা কি?

ইহাতে আরও একটি গূঢ় ইঙ্গিত আছে। চিদণুর স্ফুরণ অনাদি ও অনন্ত, সে কারণ কালও অনাদি ও অনন্ত। আমরা আমাদের সুবিধা মত এই অনাদি—অনন্ত মহাকালকে যুগ, বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া আমাদের ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া থাকি। সেইরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের পালয়িতা, রক্ষা-কর্ত্তা, নিয়ন্তা—তৎ তৎ সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী—নারায়ণ—নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য, তত্রত্য পরিস্থিতি ও পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন কালচক্র অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্বতঃ অনুসিদ্ধান্ত হয় যে, দেশ-কালের সহিত আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের যে সম্বন্ধ—অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেও যে সেই এক সম্বন্ধই বর্ত্তমান থাকিবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। কালের সহিত দেশও ব্যবহার করিলাম, কেননা উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কথিত উহাদের সংজ্ঞাই তাহা প্রমাণ করে।

(iii) তৃতীয় ব্যাক্যাংশ **"অতন্নিরসনেন"**—ইহা তিনটি পদে গঠিত—অ+তৎ+নিরসন। অ=নয়, তৎ=তাহা, নিরসন=প্রতিষেধ, অর্থাৎ নিষেধ মুখে তাহা নয়, তাহা নয়, বলিয়া—ইহাই তন্ন, তন্ন (তৎ+ন) রূপে বাঙ্গলা

অর্থে বলা হইয়াছে। এই "তন্ত্র" বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৩।৬ মন্ত্রের "অথাত আদেশো নেতি নেতি" অংশে দেখিতে পাই। এই "তাহা নয়" বা শ্রুতি কথিত "নেতি"—"ইহা নয়" দেখিয়া বুঝিতে হইবে না যে, অনন্তের অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া কোনও কিছুর প্রতিষেধ করা হইতেছে। এরূপ মনে করিলে অনন্ত হইতে স্বতন্ত্র অপর কোনও বস্তুর বা তত্ত্বের অস্তিত্ব সম্ভাবনা আপতিত হয়, ফলে অনন্তের অনন্তত্বের অস্তিত্ব লোপ প্রাপ্ত হয়, অন্তবান হইয়া পড়ে। এই "নেতি নেতি" শ্রুতির অর্থ বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য ভগবান্ সূত্রকার **"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ"** ৩।২।২২ সূত্র প্রণয়ন করিয়া বুঝাইলেন যে "নেতি নেতি" শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, "বিভিন্ন প্রস্তাবে বা প্রকরণে যাহা বলিলাম, তাহা যে ব্রহ্মের সমগ্র নির্দ্দেশ, তাহা নয় যাহা বলিলাম, তাহা ত বটেই, তাহা ছাড়া অনেক কিছুই অকথিত রহিয়া গেল।"

তিনি যে **"বাচাম বিষয়ঃ পুমান্"**—বাক্য দ্বারা তাঁহার—সমগ্র প্রকাশ অসম্ভব হইলেও জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসার কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্তির জন্য নির্দ্দেশ দিতে হইলে, বাক্য দ্বারাই দিতে হয়। একারণ ভাষার ব্যবহার। যদি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করাই যাইবে, তাহা হইলে ত তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৯ মন্ত্র মিথ্যা হইয়া পড়ে। অতএব সমাধান এই যে, যেখানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সমগ্র নির্দ্দেশ নহে। তাঁহাকে লাভ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ মাত্র মনে করিয়া, সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হইলে তাঁহার প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে কবে, কোন্ জন্মে, কাহার পরমপদ প্রাপ্তি হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। ভগবানের ইচ্ছাই উহার কারণ। "সংরাধন" (সূঃ ৩।২।২৪) উক্ত ইচ্ছা উদ্‌বোধনের অমোঘ উপায়। সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া উহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

(iv) চতুর্থ বাক্যাংশ—**"ভবন্নিধনাঃ"**—আপনাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া সার্থকতা প্রাপ্ত হয়। ভাষায় আপনার (ভগবানের) নির্দ্দেশ, যতদূর সম্ভব দেওয়াই শ্রুতিগণের একমাত্র প্রয়াস। বিধিমুখে তাহা অসম্ভব বিধায় শ্রুতিগণ, নিষেধমুখে দিবার প্রয়াসে আপনাতেই সার্থকতা লাভ করে। নিষেধমুখে নির্দ্দেশে, যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয়, তিনি নিষেধমূলক অভাবাত্মক বস্তু নহেন—তিনি পরম ও চরমভাব পদার্থ—সমুদায়ের পরিসমাপ্তি বা অবশেষ তাঁহাতে বলিয়া তাঁহার অপর একটি নাম "শেষ"। তাঁহার আধারে বীজরূপে সমুদায়ের

অবস্থান, একারণ শ্রুতিগণের ও পরিসমাপ্তি তাঁহাতে। চিদণুর তিনিই প্রথম অভিব্যক্তি একারণ তিনি "আদিদেব" বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

৬৩। অনন্তের—নাম, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি প্রভৃতি সমুদায় অনন্ত—ইহা আগে বলা হইয়াছে, একারণ—কোনও বিশেষ নাম, রূপ প্রভৃতি অনন্ত স্বরূপে থাকা সঙ্গত নহে, তাঁহার-অনামা, অরূপ, অগুণ, নিঃশক্তিক রূপে অবস্থান করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তা বলিয়া কি তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিহত করিবার কিছু আছে? উপরে যে ইচ্ছাশক্তি উদ্‌বোধনের কথা বলা হইল, তাহা কি মানবের—শক্তি সাপেক্ষ? তাহা নয়। "সংরাধন" রূপ বিশেষ অনুষ্ঠানে উক্ত উদ্‌বোধন, তাঁহার অমোঘ নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। জীব কল্যাণের জন্য করুণাময়ের মঙ্গল ইচ্ছাতেই উক্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। ঐ নিয়ম ধৈর্য্য ও বিশ্বাসের সহিত পালন করিয়া গেলে, পরিণামে অরূপ ও অনামা—ইষ্টরূপ ও ইষ্টনাম অঙ্গীকার করিয়া, স্বরূপে যিনি নির্গুণ—স্বরূপে অবস্থান করিয়াই, অশেষ কল্যাণ গুণ সমুহের একমাত্র আকর স্বরূপ হইয়া, উক্ত সংরাধণকারীর প্রত্যক্ষ অনুভবের গোচরীভূত হয়েন। তখন আর তিনি নিঃশক্তিক নহেন। আবশ্যক মত শক্তি বিকাশ করিয়া থাকেন। প্রহ্লাদের রক্ষার জন্য স্ফটিক স্তম্ভ হইতে নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপুর নিধন ইহার দৃষ্টান্ত। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৬।৩৯, ১০।১৬।৩৬, ৬।৪।২৮, ৮।৩।৯, ৩।৯।১১ প্রভৃতি শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

ভাগবতের ১০।১৬।৩৯ শ্লোকে প্রথমে বলিলেন "অনন্তায়"—সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "অনন্তায়" বলায় কি ভগবানের সমগ্র নির্দ্দেশ হইল? তাহা ত হইতে পারে না। তিনি ত বাক্য মনের অগোচর, এজন্য সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "সূক্ষ্মায়"। এই পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।২০ মন্ত্রে কথিত "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" মন্ত্রাংশের প্রতিধ্বনি। তিনি সমকালে, একই স্বরূপগত ভাবে, সূক্ষ্ম—অনন্ত, অণু—মহৎ। ইহারা উভয়ত্ব হারাইয়া, পরস্পর বিরোধ ভূলিয়া, সমুদায় বিরুদ্ধ ভাবের পর্য্যবসান স্থান পরমতত্ত্বে বা ভগবানে, তাদাত্ম্যভাবে চিরবর্ত্তমান। দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আপেক্ষিকতার জগতে, আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের মনে, ইহার ধারণা সম্ভব নহে বটে। আমরা মনে ধারণা বা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না বলিয়াই ত শ্রুতি তাঁহার তত্ত্ব বাক্য-মনের অগোচর বলিয়াছেন (তৈত্তিঃ ২।৯।) তিনি যা তাই। তাহার জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই। ভাষায় উপযুক্ত বাক্য সংগঠনের জন্য মস্তিষ্ক আলোড়নের দরকার নাই। তাঁহার করুণাকণা

লাভের জন্য তাঁহারই প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রানুযায়ী সংরাধনের অনুষ্ঠান—যাহা আমাদের অধিকারে আছে, তাহা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৮) আমাদের ক্ষুদ্রত্ব। আমাদের জগৎ, আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব।

৬৪। আমাদের সর্ব্বদিকে প্রসারিত এই বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চ জগতের জ্ঞান আমাদের নিজ নিজ ইন্দ্রিয় শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। অন্ধের নিকট সূর্য্যপ্রকাশ—অবরুদ্ধ। তাহার—সম্বন্ধে সূর্য্য বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্য কি বাস্তবিক বর্ত্তমান নাই? যে ব্যক্তি জন্মবধির, সে তাহার চতুঃপার্শ্বে ধ্বনিত স্বরবৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও, উহার অস্তিত্বে অসদ্‌ভাব কোনও কালে নাই। সাধারণ মানবের ন্যায় আমার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি থাকা হেতু, সাধারণের ন্যায় আমিও প্রপঞ্চগত বস্তুজাতের দর্শন ও আমার চতুঃপার্শ্বে স্বরবৈচিত্র্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হই বটে, কিন্তু আমার দর্শন ও শ্রবণ কি সমগ্র দর্শন ও শ্রবণ? উহাদের বাহিরে কি দর্শনের বা শ্রবণের বৈচিত্র্য নাই? তাহা নয়।

৬৪ (ক) আমাদের দর্শন ও শ্রবণ যে সমগ্র দর্শন ও শ্রবণ নয়, তাহা আমরা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। প্রথমে আমাদের দর্শনের ব্যাপার ধরা যাউক্। আমি আমার ঘরে বসিয়া উন্মুক্ত দ্বার পথে একটি বৃক্ষ দর্শন করিলাম। এ দর্শন কি বৃক্ষের প্রকৃত দর্শন? তাহা নয়। বৃক্ষে পতিত সূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ হইয়া—বৃক্ষের ছায়া আমার নেত্রগোলকের দৃশ্যচ্ছদে পড়িল। সেখান হইতে স্নায়ুযোগে মস্তিষ্কে বিশেষ স্থানে স্পন্দন জাগাইল। উক্ত স্পন্দন স্নায়ু পথে পুনরায় দৃশ্যচ্ছদে আসিয়া সেখান হইতে বৃক্ষের উপর পতিত হইলে তবে, আমার বৃক্ষ দর্শন সিদ্ধ হয়। সুতরাং বৃক্ষের প্রকৃত দর্শন দূরের কথা, আমাদের দর্শন উহার ছায়ার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, সমুদায় বস্তুর দর্শন এইরূপ ছায়ার প্রতিচ্ছায়ার দর্শন মাত্র—সুতরাং প্রকৃত দর্শন নহে।

শ্রবণ সম্বন্ধেও তুল্যরূপ। কোনও সঙ্গীতের স্পন্দন আমাদের কর্ণকুহরে বর্ত্তমান পটহের উপর পতিত হইয়া স্নায়ুপথে মস্তিকের বিশেষ স্থান স্পন্দিত করিয়া পুনরায় স্নায়ুপথে—পটহে স্পন্দন জাগাইলে তবে আমাদের শ্রবণ সিদ্ধ হয়, ইহা হইতে অনুসিদ্ধান্ত স্বতঃই প্রকাশ পায় যে, আমাদের জগৎ আমাদের নিজস্ব এবং ভগবানের সৃষ্ট জগতের ছায়ার প্রতিচ্ছায়া মাত্র। সে কারণ মিথ্যা। ইহাই মায়ার খেলা।

৬৫। এই সূত্রের আলোচনায় ১৫ অনুচ্ছেদে সূর্য্যালোক বিশ্লেষণের উল্লেখ

করা হইয়াছে। উক্ত বিশ্লেষণ অতি সহজে একখণ্ড ত্রিপল কাচ দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। আদিভৌতিক বৈজ্ঞানিক স্পেকট্রস্কোপ (Spectroscope) নামে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক উহার সাহায্যে নানাপ্রকার পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে সূর্য্যালোকে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা পরিদৃশ্যমান সাত প্রকার বর্ণের উপরে ও নীচে, আরও অনেক প্রকার বর্ণসম্ভার বর্ত্তমান আছে। আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি—অত্যল্প সীমার মধ্যে আবদ্ধ বলিয়া, উহারা আমাদের অনুভূতি গোচর হয় না। কয়েক বৎসর হইল, রুণ্টজেন নামে একজন বৈজ্ঞানিক, সূর্য্যালোকে, অধুনা তাঁহারই নামে পরিচিত একপ্রকার—রশ্মি আবিষ্কার করিয়া, চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। উক্ত রশ্মি সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান আছে—তা বলা বাহুল্য। সম্প্রতি আল্‌ফা রশ্মি, বিটা রশ্মি, গামা রশ্মি প্রভৃতি নামে আরও কত প্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের জ্ঞান গোচরে আসিয়াছে। উহাদের ছাড়া, আরও যে কত এখন-ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? ক্ষুদ্র আমরা, আমাদের অধিগত বিশ্ব-রহস্য, অত্যল্প মাত্র হইবে, ইহা ত স্বাভাবিক।

৬৬। অমাবস্যার রাত্রে মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে, আমরা নক্ষত্র মালার সজ্জা দেখিয়া চমৎকৃত হই। উহাদের কতগুলিই বা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়? উহাদের শত শত গুণ, আমাদের দৃষ্টি শক্তির বাহিরে থাকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক অদৃশ্য নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টি গোচরে আসিয়াছে। যতই অধিক শক্তিশালী দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইতেছে, ততই অধিক সংখ্যক আমাদের গোচরে আসিতেছে। কোন কোনটি এতদূরে, যে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, উহার আলো পৃথিবীতে আসিতে কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হয়। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, সুতরাং উহার দূরত্ব ধারণা করিতে মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যায়। ফলতঃ দূরস্থ তারকাগণের দূরত্ব গণনা, আমাদের পরিচিত মাইল—ক্রোশ—যোজনে চলে না। উহার পরিমাপের জন্য একক ধরা হয় এক আলোক বৎসর, অর্থাৎ উপরে কথিত প্রতি সেকেণ্ডে—এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল—বেগে আলোক অনবরত এক বৎসর অগ্রসর হইলে, যতদূর যায়, তাহাই দূরস্থ তারকার দূরত্ব পরিমাপের মাপ কাটির একক। ঐ সকল তারকাবলীর মধ্যে কোন কোনটি আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা হাজার বা লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ। বৃহতের কিঞ্চিৎ ধারণা ইহা হইতে পাইলাম। ইহা যে সমগ্র ধারণা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশ ত অনন্তদেবের প্রথম অভিব্যক্তি। ইহার অন্ত কে করিবে?

৬৭। বৃহৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ক্ষুদ্র সম্বন্ধে ও তাই। আমরা চক্ষুঃ সাহায্যে যত ক্ষুদ্র বস্তু বা জীব দেখিতে পাই, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম, অতিক্ষুদ্রতম, অত্যধিক ক্ষুদ্রতম—বস্তু বা জীব—অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমাদের—দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমাদের শরীরের রক্ত কণিকা—অতি ক্ষুদ্র জীবাণুতে গঠিত। এক সূচ্যগ্র পরিমিত রক্ত বিন্দুতে, উহাদের শত, শত, সহস্র, সহস্র বর্ত্তমান থাকে—কে তাহাদের সংখ্যা গণনা করিবে? আরও শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইলে, আরও কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে জানে? বশিষ্ঠদেবের কথায় বলি, এক পরমাণুর অন্তরে ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান।

জগজ্জালসহস্রাণি পরমাণ্বন্তষপি।

যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ১৮।৪৩

এক পরমাণুর অভ্যন্তরে সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করিতেছে। যোঃ বাঃ স্থিঃ ১৮।৪৩।

ইহা আমাদের দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু আণবিক বোমার আবিষ্কারের পর, ভাষা হইতে "অসম্ভব" পদ লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিশেষতঃ যখন আমরা দেখি যে, একবিন্দু রক্তকণিকায় অগণ্য জীবাণু বর্ত্তমান থাকিয়া, তাহাদের জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি ব্যাপার সম্পাদন করিয়া জীবিত কাল যাপন করিতেছে, তখন বশিষ্ঠদেবের উক্ত উক্তি যে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন নহে, তাহা আমরা বুঝিয়া স্তম্ভিত হই। তাহাদের প্রত্যেকের জগৎ ঐ বিন্দুব মধ্যে বিদ্যমান।

৬৮। এ ত গেল, যন্ত্র সাহায্যে আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির অক্ষমতার প্রমাণ। যন্ত্র সাহায্য ব্যতীত আমাদের চতুর্দ্দিকে, আমাদের পরিচিত ইতর জীবগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ইন্দ্রিয় শক্তি, আমাদের অপেক্ষা অত্যধিক। চিল, গৃধ্র, শকুনি প্রভৃতির দৃষ্টিশক্তি—আমাদের দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা অনেক প্রখর ও দূরপ্রসারী। প্যাঁচা, বিড়াল, ইন্দুর প্রভৃতি রাত্রিতে দেখিতে পায়, আমরা পাই না। পিপড়া, মৌমাছি প্রভৃতির ঘ্রাণশক্তি আমাদের অপেক্ষা অনেক প্রখর। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ওরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, প্রয়োজন নাই।

৬৯। ইহা প্রত্যক্ষ ও অবিসংবাদিত সত্য যে, আমাদের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি প্রখরতর হইত,

অথবা অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাদের থাকিত, তাহা হইলে, বিশ্বের আরও কতপ্রকার বৈচিত্র্য, বৈভব, আমাদের উপলব্ধিগোচর হইত, তাহা কে বলিবে? এক কথায়, এই নাম-রূপাত্মক জগতের অতি ক্ষুদ্রাংশ মাত্রই আমাদের জ্ঞানগোচরে আসে, অত্যধিক অংশ অ্যমাদের উপলব্ধির বাহিরে থাকিয়া যায়। সুতরাং অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য, আমরা যদি শূণ্যানন্ত-পূর্ণাত্মক পরমতত্ত্বের ধারণা করিতে না পারি, তাহাতে বিশ্বের বা পরমতত্ত্বরূপী ভগবানের কি আসে যায়? কিন্তু ভগবান্ যে বিশ্বতশ্চক্ষু। মহৎ-অনু, স্থূল-সূক্ষ্ম, বড়-ছোট তাঁহার দৃষ্টিতে ত নাই। থাকিবে বা কিরূপে? উহারা ত দেশের পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ভূত। তিনি ত অপরিচ্ছিন্ন—ভূমা—চিদণু—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্—একই কালে, একই স্থানে, একই আধারে সমুদায় আত্মস্থ করিয়া নিজের শাশ্বত শূন্যানন্তপূর্ণাত্মক স্বরূপে বর্ত্তমান। তাঁহারই মঙ্গল বিধানে, কি ছোট, কি বড়—সকলেই সৃষ্টিতে নিজ নিজ যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত। এবং তাঁহার মঙ্গল বিধান মানিয়া চলিলেই, কি ছোট, কি বড় সকলেরই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে ক্রমোন্নতি লাভে ব্রহ্মত্বে পর্যন্ত উন্নতি হইবার অনন্ত সম্ভাবনা—সকলের অন্তরে অনুস্যূত রহিয়াছে। আমরা অতিক্ষুদ্র, নগণ্য হই না কেন—তাহা আমাদের আপেক্ষিকতার প্রভাবে প্রভাবিত দৃষ্টির বিভ্রম মাত্র। উক্ত ক্ষুদ্রতা অঙ্গীকার করিয়া যদি আমরা আমাদের অধিকারানুসারে শাস্ত্র বিহিত পন্থাবলম্বনে "সংরাধন" রূপ প্রবিত্র ও বন্ধনহীন কর্ম্মে, আত্মশক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে সেই করুণাময় ভগবানই—"অন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্ আচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি" (ভাগঃ ১১।২৯।৬)—(দেখ ১।১।১।১ সূত্রের অনুচ্ছেদ ২৩)। তখন ত আর ভাবনার কিছু থাকিবে না। পরম আশ্রয় লাভ হেতু—অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। ইহাই ভগবানের নিজের উক্তি। শরণাগত-রক্ষণ তাঁহার ব্রত। নিজের আচরিত ব্রত, নিজে ভঙ্গ করিতে পারেন না। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্" গীঃ ৪।১১—ইহা তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞা। তাঁহার দৃষ্টিতে যে ছোট বড়, ক্ষুদ্র বৃহৎ, অল্প মহান নাই, ইহা বস্তুগত ভাবে বুঝাইবার জন্য, তিনি নিরপেক্ষ, নির্ব্বৈর, সমদর্শন, মুনির পদরেণু লাভে আপনাকে প্রবিত্রীকরণের জন্য, তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিয়া থাকেন—ইহা ভাগবত ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৩৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।১৪।১৫ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন।

৭০। আমরা ইহজন্মে যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা জলস্রোতে প্রবহমান তৃণ-খণ্ডদ্বয়ের মিলনের ন্যায় আকস্মিক—অহৈতুক কিছু নয়। ইহার

পশ্চাতে অতি কল্যাণকর, মহদুদ্দেশ্য, বহুপূর্ব্ব হইতে, এমন কি আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি হইতে, বর্ত্তমান থাকিয়া ক্রমপরিণতিতে, নরবপুঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভাগবত বলিতেছেন :—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
মায়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

ভাগঃ ১০।২০।১৭

এই শ্লোকটি বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থে ৮১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে সরল বাঙ্গলা অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভাগবতকারের অভিপ্রায় অতি গভীর। এই শ্লোকে নৃদেহের তিনটি অতি গভীর অর্থগর্ভ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের অর্থ বিশ্লেষণ করিলেই—ভাগবতকারের অভিপ্রায় বুঝা যাইবে।

প্রথম—"**আদ্যং**"—"আদ্যং" বলিবার গূঢ় অভিপ্রায় মনে হয় যে, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদি হইতে আমার বর্ত্তমান নৃদেহ প্রাপ্তির উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। আদিতে কে জানে, কোথায়, আমার জীবত্ব বা আমিত্ব—কোনও একখানি স্থাবর প্রস্তর খণ্ডে নিবদ্ধ হইয়া—কোন পর্ব্বতের অন্ধকারময় গুহার এককোণে পড়িয়াছিল। ভগবানের প্রবর্ত্তিত ক্রমবিবর্ত্তনের অমোঘ শক্তি তো গুহা বা অন্ধকার মানে না। ইহার ক্রিয়া-শক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। উক্ত ক্রিয়া-শক্তি—ঐ প্রস্তর খণ্ডের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া, উহাকে বিভিন্ন যোনিতে জন্মের পর জন্মের মাধ্যমে ৮৪ লক্ষ যোনি ঘুরাইয়া,—বর্ত্তমান মনুষ্যদেহে অভিব্যক্ত করিয়াছে। মনুষ্যদেহ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্যন্ত ভগবত প্রবর্ত্তিত ক্রমবিবর্ত্তনের শক্তি শুধু কাজ করিয়াছে, তখন আত্মশক্তি প্রয়োগের সুযোগ ছিল না, এখন তাহা মিলিয়াছে। মনুষ্য দেহ প্রাপ্তিতে বুঝিতে হইবে যে, এখন আমি ক্রমোন্নতির বিশিষ্ট সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান সূত্রের ২৪ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে, এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এখন যদি আমি, জানিয়া, বুঝিয়া, ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, ভগবদ্দত্ত আমার আত্মশক্তি—উক্ত ক্রম বিবর্ত্তনের ক্রিয়াশক্তির সহিত মিলাইয়া, একযোগে উক্ত বিশিষ্ট সোপানে আরোহণ করিয়া, ধৈর্য্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদে অগ্রসর হই, তাহা হইলে উন্নতি অতি শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইবে। এই অগ্রসরণের-ই অপর নাম সংরাধন। ছান্দোগ্য শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি"।

—বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়। ছাঃ ১।১০

দ্বিতীয় বিশেষণ—**"সুলভং"**—সহজ প্রাপ্য—ভগবানের অশেষ কল্যাণকর, ক্রমবিবর্ত্তনের বিধানে, যদিচ্ছাক্রমে—অর্থাৎ বিনা কোনও প্রচেষ্টায় লভ্য। মানব দেহ প্রাপ্তির পুর্ব্বে, যখন অচেতন স্থাবরে বা ইতর প্রাণীতে আমার "আমিত্ব"—অবস্থিতি করিতেছিল, তখন আত্মপ্রচেষ্টার কোনও ইচ্ছা বা সুযোগও ছিল না, সে কারণ নিজ প্রচেষ্টা সংযোগ করিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ক্রম বিবর্ত্তনের নিয়মে আপনা হইতেই ক্রমোন্নতির সংঘটন হইতে হইতে পরিণামে নরদেহ প্রাপ্তি হওয়ায়, "সুলভ" বলা হইয়াছে।

তৃতীয় বিশেষণ—**"সুদুর্ল্লভং"**—৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে প্রতি যোনিতে অল্পে অল্পে উন্নতি হইতে হইতে পরিশেষে নরদেহ প্রাপ্তি হয়, এ কারণ সুদুর্লভ ত বটেই। তখন অর্থাৎ নরদেহ প্রাপ্তির পূর্ব্বে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ কালীন—আত্মচেষ্টা উদ্‌বোধনের কোনও ইচ্ছা বা সুযোগ না মিলায়, "সুদুর্লভ" পরে ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে।

এই তিন অর্থগর্ভ বিশেষণ বিশিষ্ট নৃদেহ—সংসার সাগর উত্তরণের সুপটু নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার—তিনি ইহা নিপুণ হস্তে চালনা করিয়া গন্তব্য লক্ষ্যস্থানে—ভগবৎপাদপদ্মে—পৌছাইয়া দেন। এই কর্ণধার কি খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে? তাহার প্রয়োজন নাই। ভগবানই ঠিক সময় মত, কর্ণধার জুটাইয়া দেন—হয় নিজেই আচার্য্য মূর্ত্তিতে অথবা আপনার শক্তিতে শক্তিমান আচার্য্য সংগ্রহ করিয়া, নৌকা চালনা করেন। ৬৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৯।৬ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

অনুকূল বায়ু না বহিলে নৌকা চালান সহজ সাধ্য হয় না। ভগবানই উহার ব্যবস্থা করেন—আলোচ্য শ্লোক তাহা স্পষ্ট বলিলেন। ৬৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২৯।৬ শ্লোকও স্পষ্ট বলিতেছেন—"অন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভবিধূন্বন্"—সমুদায় অশুভ ভগবানই অপসারিত করেন।

৭১। সকল ব্যবস্থাই যদি ভগবান করেন, তবে কি নৌকায় আরোহী পুরুষের—অর্থাৎ উক্ত নৃদেহে অবস্থিত দেহীর—কোনও করণীয় নাই? করণীয় আছে বৈকি। নৌকার পাল টাঙ্গানো, দাঁড়টানা প্রভৃতি তাহার কাজ। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম সংরাধন। ইহা যদৃচ্ছাক্রমে করিলেও চলে না। ইহা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিবার বিধানও ভগবান শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যদি উক্ত নৌকারোহী পুরুষ, উক্ত বিধান মানিয়া নিজের করণীয়টুকু, সুষ্ঠু ও

সরলভাবে সম্পাদন করেন, তাহা হইলে উক্ত নৌকা, আরোহীকে ভবসাগর উত্তরণ করাইয়া অপর পারে, পরম লক্ষ্যে চির বিশ্রান্তিতে পৌছাইয়া দিয়া থাকে, আর যদি সে তাহার নিজের করণীয় পালন না করে, এত সুযোগ, সুবিধা—অবহেলায় পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহাকে "আত্মঘাতী" বলিতে হইবে বৈকি। আলোচনার অর্থ সুস্পষ্ট হওয়ায় আর পৃথক্ অনুবাদ দিবার প্রয়োজন নাই।

৭২। ৬৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৯।৬ শ্লোকের শেষে আছে **"স্বগতিং ব্যনক্তি"**—নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাতে মনে আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় যে, ইহা কি নূতন কিছু করা? ভাগবত বলিতেছেন, তাহা কেন?

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যান্নতু সদ্ বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে, হন্যাত্তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥
ভাগঃ ১১।২৮।৩৫।

শ্লোকটি ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ৮৪ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৮৭) উদ্ধৃত হইয়াছে ও সেখানেই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এখানে অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ যখন সর্ব্বাত্মক, তিনিই যখন একমাত্র "বাস্তব বস্তু"—অন্য বস্তুমাত্র নাই, তখন ভগবত স্বরূপ প্রকাশ যা আর স্ব-স্বরূপ প্রকাশও তাই। স্বরূপ ছাড়িয়া কোনও কিছু থাকিতে পারে না। স্বরূপ চির বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতকাল শত শত জন্মের মলিনতা জমিয়া জমিয়া বুদ্ধির স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা গাঢ় অন্ধ তামসে আবৃত হইয়াছিল। এখন শাস্ত্র বিধানানুসারে সংরাধন রূপ পবিত্র কর্ম্মের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে, উক্ত মলিনতা অপসারিত হওয়ায়, বুদ্ধি, কালিমামুক্ত হইয়া, নিজের স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়। একারণ স্বরূপের স্বাভাবিক উদ্ভাসন স্বতঃ সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। নূতন কিছু সৃষ্ট হয় না, যাহা চিরকাল ছিল, তাহারই প্রকাশ মাত্র। ইহাই সংসার হইতে মুক্তি। ইহাই পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি। ভগবান্ সূত্রকার চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিবেন। এখানে বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

১৯) জীবত্ব।

স্থাবরত্ব-জঙ্গমত্ব-মানবত্ব-দেবত্ব—সমুদায় জীবত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৭৩। উপরে ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, "আমার জীবত্ব বা আমিত্ব কোনও একখানি প্রস্তরখণ্ডে নিবদ্ধ হইয়া, কোনও পর্ব্বতের অন্ধকার গুহার এক কোণে পড়িয়াছিল"। ইহাই বিশদ্‌ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। প্রপঞ্চ জগতের বস্তুজাতকে সাধারণতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করা যায়—জীব ও

অজীব। কিন্তু এ বিভাগ আমাদের শাস্ত্রসম্মত নহে। ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১১৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২১।৫ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত শ্লোক সুস্পষ্ট বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায়ের শরীর পঞ্চমহাভূত হইতে জাত এবং তাহাদের প্রত্যেকের শরীরের সহিত আত্মা সংযুক্ত। উক্ত ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।৬।২০ শ্লোকও সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদায়ে, ব্রহ্ম-ঈশ্বর-ভগবান্ নিজ অব্যয় স্বরূপে আত্মারূপে বিদ্যমান।

৭৪। উক্ত ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৭৬ অনুচ্ছেদে তেজোবিন্দু উপনিষদের ২।২৭-২৮-২৯ মন্ত্র তিনটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শ্রুতি স্পষ্ট বলিতেছেন যে, প্রপঞ্চ জগতে "যৎকিঞ্চিৎ যন্নকিঞ্চিৎচ্চ"—সমুদায়—চিন্মাত্র। সুতরাং স্থাবর—"যৎকিঞ্চিৎ" এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইহা—চিন্মাত্র, সন্দেহ নাই। যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণ প্রকরণের উত্তর ভাগে ২৫।১২ শ্লোকে (৭৭ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন যে, যাহা আমাদের বোধ দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহা বোধই নতুবা উহার স্পন্দন—আমরা আমাদের বোধে গ্রহণ করিতে পারিতাম না।

৭৫। উক্ত ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় অনুপ্রবেশ শীর্ষক ১২২ ও ১২৭ অনুচ্ছেদে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বের (i) অধিভূত, (ii) অধ্যাত্ম, (iii) অধিদৈব ও (iv) অধিযজ্ঞ এই চারিভাবে প্রপঞ্চের সর্ব্ব বস্তুতে অনুপ্রবেশ বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। সুতরাং ভগবান্ বা পরমতত্ত্ব—যে স্থাবরেও অনুপ্রবিষ্ট, তাহাতে সন্দেহ কি? ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণ প্রকরণের উত্তর ভাগে বলিতেছেন :—

সংবিন্ময়ো যথা জন্তুর্নিদ্রাত্মাস্তে জড়োঽভবৎ।
জড়ীভূতা তথৈবাস্তে সংবিৎ স্থাবরনামিকা॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৮৬।১৪

যেমন সংবিন্ময় জন্তু (জঙ্গম ব্যক্তি) নিদ্রা আসিলে জড়ভাব ধারণ করে, সেইরূপ সংবিৎ জড়ীভূতা হইয়া স্থাবরাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৮৬।১৪

ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—কি করিয়া স্থাবরতা হইতে জঙ্গমত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাঁহার কথাতেই বলি :—

স্থাবরত্বাজ্জড়াচ্চিত্ত্বং জঙ্গমাত্ম প্রয়াতি চিৎ।
জীবঃ সুষুপ্তাত্মা স্বপ্নং জাগ্রচ্চৈব জগচ্ছতৈঃ॥

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৮৬।১৫

সুষুপ্তাত্মা জীবের শত-শত জগৎ কল্পনাত্মক স্বপ্ন হইতে জাগ্রদ্‌ভাব প্রাপ্তির ন্যায় চিৎ ও (অর্থাৎ স্থাবরে জড়ভাব প্রাপ্ত চিৎ) জড়স্থাবর ভাব হইতে জঙ্গমাত্মক চিত্ত বা চৈতন্য লাভ করিয়া থাকে—অন্য কথায় স্থাবর ভাবের অবসানে চিতের জঙ্গম ভাবে অভিব্যক্তি হয়। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১৮৬।১৫

অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, আমাদের শাস্ত্র মতে স্থাবর ও জঙ্গমের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ নাই। উভয়ই চিৎ। স্থাবরে চিৎ—সুষুপ্ত, সে কারণ জড়ভাব প্রাপ্ত ও জঙ্গমের চিৎ—জাগ্রদ্ ভাব প্রাপ্ত।

৭৬। চিৎ ই—আত্মস্বরূপ। চিতের—জাতি ভেদ নাই। আম মানব দেহধারী জীব, আমাতে যে চিৎ—একখণ্ড প্রস্তরেও সেই চিৎ। আমাতে যেমন 'অহং' প্রত্যয় বর্ত্তমান, আমি—আমার বলিয়া অভিমান—আমার সুষুপ্ত-দেহেও উক্ত 'অহং' প্রত্যয়ের অসদ্‌ভাব নাই—সুষুপ্ত থাকে মাত্র—একখণ্ড প্রস্তরেও সেরূপ 'অহং' প্রত্যয় সুযুপ্ত ভাবে বর্ত্তমান—উহার বিশেষ আকার, স্থানাবরোধকা, বিশেষ আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি এই 'অহং', ভাবের পরিচয় প্রদান করে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টির আদিতে, আমার জীবত্ব বা আমিত্ব, যে উক্ত প্রস্তর খণ্ডে নিবদ্ধ থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

৭৭। তবে প্রশ্ন উঠে যে, প্রত্যেক জীবের কি আদিতে প্রস্তর খণ্ডে নিবদ্ধ হইয়া থাকাই নিয়তি? ইহার উত্তর এই যে, এই নিয়তি যথেচ্ছক্রমে সংঘটিত হয় না, ইহা জীবের নিজহাতে গড়া। সৃষ্টি অনাদি, জীব অনাদি, জীবের কর্ম্ম অনাদি এবং কর্ম্মের জন্য ভোগও অনাদি। এ সমুদায় কূট প্রশ্নের বিচার পরে হইবে। এখানে অতি সংক্ষেপে এই মাত্র বলি যে, জীব ও তাহার কর্ম্ম অনাদি বলিয়া, কবে ও কেন যে প্রথমে অশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইল, তাহার প্রশ্ন উঠে না। প্রশ্ন করিলেও উহার উত্তর নাই। সেই প্রথম অনুষ্ঠিত আদি অশুভ কর্ম্মের ফল স্বরূপ উক্ত অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠাতা বিশেষ জীব—জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর খণ্ডে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং উহা তাহার নিজকৃত কর্ম্মের ফল। উহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ক্রম বিবর্ত্তনের বিধান, ক্রমোন্নতি সোপানের ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অনন্ত কালের অভিব্যক্তি—লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন যোনির ভিতর দিয়া গতাগতি এবং প্রত্যেক গতাগতি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ—উন্নতি, পরিণতিতে মনুষ্যত্ব লাভ এবং তৎসঙ্গে নূতন সোপানে প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। এই সোপানে আত্মশক্তি প্রয়োগের সুযোগ মিলিয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমান কালে

যাহারা মানব দেহধারী—তাহারা সকলেই যে প্রস্তর খণ্ডে আবদ্ধ ছিল, তাহা নাও হইতে পারে। বৃক্ষ—লতা—গুল্ম—কীট—পতঙ্গ প্রভৃতিতেও থাকা অসম্ভব নয়।

৭৮। স্থাবরত্ব, জঙ্গমত্ব ও দেবত্ব—ইহারা ভোগভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। এ ত্রিবিধ পর্যায়ে আত্মশক্তি প্রয়োগের এবং তাহা হইতে অনন্ত সম্ভাবনা—এমনকি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির সুযোগ মেলে না। বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট বিধানে ভোগ সমাধা করিতে হয়। মানবত্ব—কর্ম্মভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। মানব নিজ ইচ্ছামত শুভ কর্ম্মের অন্য কথায়, সংরাধনের—শাস্ত্র সঙ্গত অনুষ্ঠানে ব্রহ্মত্ব পর্যন্ত লাভ করিতে পারে ও নিত্য ধামের নিত্য সুখ, নিত্য শান্তিলাভ করিতে পারে, ভগবানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। ইহা বুঝিবার জন্য ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১১৭ অনুচ্ছেদে সৃষ্টিচিত্রে পাদ বিভূতিতে অবস্থিত প্রপঞ্চ জগতের সহিত, ত্রিপাদ বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত নিত্য ধামেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই মানবত্ব প্রাপ্তি দেবতাগণও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ভাগবতে উদ্ধবকে উপদেশ দান ছলে ভগবান্ বলিতেছেন ঃ—

অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ভাগঃ ১১।২০।১১

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি, লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকং ॥ ভাগঃ ১১।২০।১২

ন নরঃ স্বর্গতিং কাঙ্ক্ষেন্নারকীঞ্চ বিচক্ষণঃ।
নেমং লোকঞ্চ কাঙ্ক্ষেত দেহাবেশাৎ প্রমাদ্যতি ॥ ভাগঃ ১১।২০।১৩

এতদ্ বিদ্বান্ পুরা মৃত্যোরভবায় ঘটেত সঃ।
অপ্রমত্ত ইদং জ্ঞাত্বা মর্ত্ত্যমপ্যর্থসিদ্ধিদং ॥ ভাগঃ ১১।২০।১৪

ভগবান্ বলিতেছেন ঃ—নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞান যোগ প্রাপ্ত হয়েন বা ভাগ্য বশতঃ মদ্ভক্তি যোগ লাভ করেন। ভাগঃ ১১।২০।১১

নরকস্থ লোকদিগের ন্যায় স্বর্গবাসী দেবতারাও এই কর্ম্মজ্ঞান ভক্তিসাধক মর্ত্তলোক প্রার্থনা করেন, কেননা, স্বর্গী ও নারকী—উভয়ের শরীরই জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগের সাধক নহে। ভাগঃ ১১।২০।১২

অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি নারকীয় গতি বা স্বর্গগমন আকাঙ্ক্ষা করিবেন না,

এবং মনুষ্যলোকের দেহাদিও আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। যেহেতু দেহে আশক্তি বশতঃ স্বার্থে (পরম পুরুষার্থে) অবধানশূণ্য হইতে হয়। ভাগঃ ১১।২০।১৩

অতএব এই মনুষ্য দেহকেই সাধন জানিয়া এবং এই মর্ত্ত্যলোককেই অর্থ —সিদ্ধিদাতা জানিয়া, অনাসক্ত হইয়া,—মৃত্যুর পূর্ব্বে মুক্তির জন্য যত্ন করিবেন। ভাগঃ ১১।২০।১৪

৭৯। ভগবান্ উদ্ধৃত ১১।২০।১৪ শ্লোকে যাহা বলিলেন, তাহাই পরে ভাগঃ ১১।২৯।২২ শ্লোকে উদ্ধবকে বলিলেন :—

এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাং।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতং ॥ ভাগঃ ১১।২৯।২২

এই শ্লোকটি ১১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ৮৬ অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৮৮) উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সেখানেই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ভাগবত বলিলেন, নশ্বর মরণধর্ম্মী নরদেহ দ্বারা অমৃতস্বরূপ ভগবানকে লাভ করা, বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধির পরিচয়। এই প্রাপ্তি কি প্রকারে লাভ হয় ? ভগবৎ-প্রাপ্তির অপর নাম ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ। ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মলভ্য নহে, ইহা বর্ত্তমান আলোচ্য সূত্রের ৫৩ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সংসার হইতে অব্যাহতি বা মুক্তিলাভ।

ভাগবত ২।১০।৯ শ্লোকে মুক্তির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন :—

মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ। ভাগঃ ২।১০।৯

মুক্তি হইতেছে স্বরূপ হইতে পৃথক্ অন্য রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপেই বিশেষ রূপে অবস্থান। ভাগঃ ২।১০।৯

স্বরূপ ছাড়িয়া কোনও কিছুর এক ক্ষণ ও অবস্থান করা সম্ভব নয়। আবার —প্রপঞ্চগত অনন্ত বৈচিত্র্যময় অগণ্য বস্তু ও প্রাণিজাতের স্বরূপ—ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। উহা সকলের আত্মস্বরূপ, এবং সে কারণ—ব্রহ্ম বা পরমাত্ম স্বরূপ। ইহা আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। সুতরাং উহা চিরবর্ত্তমান ও অপরিচ্ছিন্ন। কর্ম্মদ্বারা যাহা লভ্য, তাহা উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও আপ্য এই চারি প্রকারের মধ্যে পড়িতে বাধ্য। কিন্তু আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ—চিরবর্ত্তমান বলিয়া উৎপাদ্য হইতে পারে না। উহা একই প্রকার বলিয়া—বিকার্য্য হইতে পারে না। উহা চির নির্ম্মল বলিয়া—সংস্কার্য্য হইতে পারে না এবং উহা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া—আপ্য হইতে পারে না। এ কারণ উহা কর্ম্ম-লভ্য হইতে পারে না।

৮০। উহা স্বতঃ প্রকাশ। তবে কি কর্ম্মাচরণের কোনও সার্থকতা নাই? যদি না থাকে, তাহা হইলে উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের উপদেশ ত অনর্থক হইয়া যায়।

ঈশাবাস্যোপনিষৎ ২ মন্ত্রে বলিতেছেন :—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ॥ ঈশঃ ২

এই মর্ত্ত্য শরীরে শত বৎসর জীবিত কাল ব্যাপিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। গীতায় ভগবান্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ গীঃ ৩।৫

সংসারে কেহ এক ক্ষণও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। গীঃ ৩।৫

ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। কর্ম্ম করাই—আমাদের নিয়তি। দর্শন, শ্রবণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, গমন, কথোপকথন, ইত্যাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিবার উপায় নাই। যাবজ্জীবন এ সকল কর্ম্ম বাধ্য হইয়া করিতে হয়। অতএব সমাধান কি?

৮১। সমাধান ভগবানই গীতায় স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ গীঃ ৫.৮-৯

অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি বা আত্ম অভিমান পরিত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি কর্ম্ম করিতেছি, ইত্যাকার বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, "আমি কিছুই করি না" ইন্দ্রিয়গণ স্বভাব বশতঃ নিজ নিজ বিষয় সমূহে প্রবর্ত্তিত হইতেছে মাত্র—এরূপ মনে করিলে ঐ সকল কর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ হইতে হয় না। কর্ত্তৃত্বাভিমানই কর্ত্তাকে কর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ করে। ভগবান্ গীতায় কি প্রকারে কর্ম্মাচরণ করিতে হইবে তাহার সংক্ষেপ অথচ সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়া বলিতেছেন :—প্রত্যেক নরদেহধারী জীবের কর্ম্মাচরণে ই অধিকার, কর্ম্মফলে তোমার কোনও অধিকার নাই। উহাই বন্ধের হেতুভূত। অতএব ফললাভের প্রত্যাশায় কর্ম্ম করিও না। আর কর্ম্মফল প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইতে পারে, এই ভয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিও না। গীঃ ২।৪৭

কি করিয়া কর্ম্মনুষ্ঠান করা উচিত—ইহার উপদেশে বলিতেছেন :—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ গীঃ ২।৪৮

শ্রীধর স্বামি পাদ টীকায় বলিতেছেন :-- যোগস্থঃ (যোগঃ—পরমেশ্বরৈকপরতা তত্র স্থিতঃ সন্), সঙ্গং (কর্ম্মানি-কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং), ত্যক্তা (কেবলং ঈশ্বরাশ্রয়েণৈব, তথা), সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধিঃ তদ্ বিপর্য্যয়ঃ অসিদ্ধিঃ তয়োঃ), সমঃ (তুল্যভাবঃ), ভূত্বা (কেবলং ঈশ্বরার্পণেনৈব), কর্ম্মাণি কুরু। (যতঃ) সমত্বং (এবম্ভূতং সমত্বমেব), যোগঃ (চিত্ত-সমাধান রূপঃ যোগঃ সদ্ভিঃ) উচ্যতে॥ গীঃ ২।৪৮

ইহার সরলার্থ :—যোগস্থ (পরমেশ্বরৈক পরায়ণ) হইয়া সঙ্গ (কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান) ত্যাগ করিয়া, এবং কর্ম্মফল জ্ঞানের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব হইয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ দ্বারা কর্ম্ম সকল আচরণ কর। যেহেতু, ইহাই চিত্ত সমাধান রূপ যোগ বলিয়া কথিত হয়। গীঃ ২।৪৮

ইহাই ভগবান্ সূত্রকার কথিত সংরাধন। ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ পূর্ব্বে কয়েকবার করা হইয়াছে। এই ঈশ্বর—আরাধন রূপ কর্ম্মের বা সংরাধনের বন্ধকত্ব নাই। ইহা অনুষ্ঠানকারীকে ক্রমোন্নতি সোপানের উন্নততর স্তরে আরোহণ করিতে সাহায্য করে। অতএব কর্ম্মে নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া—"পরমেশ্বরৈক-পরায়ণ" হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

৮২। কর্ম্মাচরণ—মানবদেহধারী জীব মাত্রেরই নিয়তি। ইহা যথেচ্ছাচারে অনুষ্ঠিত হইলে বন্ধনের কারণ হইয়া সংসারে গতাগতির বিরতি সংসাধিত হয় না। সে কারণ ভাগবতের উপরে ৭৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২০।১৩ শ্লোকের--উপদেশ প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব হয় না। ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—মানব দেহধারী জীবের মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি, কর্ম্ম-কাণ্ডে—স্বর্গাদি সুখভোগের স্থান প্রাপ্তির প্রলোভন দেখাইয়া—যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রুতি জানেন যে, মানবেতর যোনি হইতে যখন প্রথম মানবদেহ প্রাপ্তি হয়, তখন উক্ত মানবের প্রকৃতি, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পশু প্রকৃতি হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। তখন প্রবৃত্তিমার্গে উহার স্বাভাবিক প্রবণতা অত্যধিক থাকে। জোর করিয়া সে প্রবণতা হইতে একেবারে ফিরাইয়া নিবৃত্তি মার্গে প্রতিষ্ঠিত করা কল্যাণকর হয় না, উহা ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে করিলে, তবেই স্থায়িত্ব লাভ করে। এ জন্য শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ডে—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধান শাস্ত্রবদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র-সঙ্গতভাবে ইহার

অনুষ্ঠান করিলে প্রবৃত্তির সঙ্কোচের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের বিভূতি স্বরূপ, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার—যজন (আরাধনা) ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সাধিত হইতে থাকে, ফলে ক্রমে ক্রমে ক্রমোন্নতি সোপানে আরোহণ সুকর ও অল্লায়াস সাধ্য হইয়া থাকে।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনং।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৫

৮৩। ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন :—

শ্রীধর স্বামি পাদ টীকায় বলিতেছেন :—"দুর্জ্জ্ঞেয়ং বেদতাৎপর্য্যমিত্যাহ। পরোক্ষবাদ ইতি। যত্র অন্যথা স্থিতোঽর্থ সংগোপয়িতং অন্যথা কৃত্বা উচ্যতে দঃ পরোক্ষবাদঃ। পরোক্ষবাদত্বমেবাহ কর্ম্মমোক্ষায় ইতি। নন্থ স্বর্গাদ্যর্থং কর্ম্মাণি বিধত্তে, ন, মোক্ষার্থং তত্রাহ, বালানামনুশাসনং যথা ভবতি তথা। অত্র দৃষ্টান্তঃ। অগদং ঔষধং যথা পিতা বালমগদং পায়য়ন্ খণ্ড লড্ডুকাদিভিঃ প্রলোভয়ন্ পায়য়তি দদাতি চ তানি খণ্ডলড্ডুকাদীনি। নৈতাবতা অগদপানস্য তল্লাভঃ প্রয়োজনং অপি আরোগ্য তথা বেদোঽপি অবান্তর-ফলৈঃ প্রলোভয়ন্ কর্ম্মমোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে॥" ভাগঃ ১১।৩।৪৫

সরলার্থ :—বেদের তাৎপর্য দুর্জ্জ্ঞেয়। প্রকৃত অর্থ সংগোপন করিয়া অন্য প্রকারে বলার নাম পরোক্ষবাদ। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য—কর্ম্মমোক্ষ—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি। ইহার উপদেশ স্পষ্টতঃ দিলে নিম্নস্তরের মানবদেহধারী অজ্ঞ জীব গ্রহণ করিবে না, এ কারণ মোক্ষার্থ স্পষ্টতঃ না বলিয়া স্বর্গ প্রভৃতি সুখভোগের স্থান প্রাপ্তির প্রলোভনে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি শ্রুতিতে দেওয়া হইয়াছে। এই প্রলোভনের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। বালক পীড়িত হইলে তিক্ত ঔষধ সেবনের প্রয়োজন, বালক সহজে উহা খাইতে রাজী হয় না, সে কারণ তাহার পিতামাতা, তাহাকে ঔষধ সেবনের পর মিছরী, ওলা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য দিবার প্রলোভন দেখান, এবং ঔষধ গলাধঃ-করণের পর উক্ত মিছরি প্রভৃতিও দিয়া থাকেন, পিতামাতার উদ্দেশ্য—মিছরি প্রভৃতি খাওয়ান নয়, রোগ হইতে আরোগ্য প্রদান। সেইরূপ শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ম্মমোক্ষ—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি—সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফল স্বর্গাদি ও দান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।৩।৪৫

এই উদ্দেশ্য স্পষ্টতঃ ভাগবতের নিম্নদ্ধৃত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৭

যে ব্যক্তি ফলাসক্তি শূণ্য হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করত ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনি নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, ফলশ্রুতি কেবল রুচির উৎপাদনার্থ মাত্র। ভাগঃ ১১।৩।৪৭

গোপাল-পূর্ব্বতাপনী শ্রুতি বলিলেন, ভগবদ্‌ভজনই নৈষ্কর্ম্য। নৈষ্কর্ম্য বলিয়া ভগবদারাধনায়—এবং ঈশ্বরার্পণে কোনও প্রকার বন্ধকত্ব থাকিতে পারে না। উহা ক্রমোন্নতি সোপানের উন্নততর স্তরে আরোহণের প্রকৃষ্ট উপায়—বুঝা গেল।

৮৪। মানব—জঙ্গম জীবগণের অন্তর্ভুক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানবদেহ প্রাপ্তিতে উক্ত জীব—বিশেষ ক্রমোন্নতি সোপানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং তথায় আত্মশক্তি প্রয়োগের সুযোগ মিলায়, "মানবত্ব" পৃথক্ ভাবে দেখান হইয়াছে। উপরে ৭৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।২০।১২ ও ১০।২০।১৩ শ্লোকদ্বয়ে "নিরয়িণঃ", "নারকী" এই পদদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাই। উক্ত পদ দুটি যে সকল জীবকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহারা পাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত প্রপঞ্চ জগতের, বাহিরের কিছু নহে। উহারাও জীব পর্য্যায়ের অন্তরে অবস্থিত। ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায়—১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সৃষ্টিচিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত চিত্রে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত পাদবিভূতিতে, ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায়-জীবমায়াভিধেয়া,—তমঃ প্রধানা, অবিদ্যা-শক্তির আবরিকা ও বিক্ষেপিকা প্রকৃতির পরিচয় পাই। ইহাদের মধ্যে বিক্ষেপিকা প্রকৃতির মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই চারিপ্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। যে সমুদায় নিম্নস্তরের জীব—"অন্ধতামিস্রে" অবস্থিত, উহাদিগকে নিরয় বা নরকবাসী বলা যাইতে পারে—যেমন কৃমী, গুবরে পোকা, রোগ বীজাণু ইত্যাদি। যাহারা উহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত স্তরে অবস্থিত, তাহাদিগকে "তামিস্রে" বর্ত্তমান বলা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে অগণ্য উচ্চ-নীচ স্তর বর্ত্তমান বুঝিতে হইবে। মানব দেহধারী জীবও অবিদ্যার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তির অধীন সন্দেহ নাই। বিশেষ এই যে মানব, উক্ত উভয় শক্তি হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিবার শক্তি ধারণ করে—এ শক্তি ভগবদ্ বিধানে মানব দেহধারণের সঙ্গে সঙ্গে মানব লাভ করিয়া থাকে এবং সে শক্তি পরিচালনের স্বাতন্ত্র্য ও মানব—ভগবানের বিধানে মানব দেহের সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছে। কি করিয়া উহা পরিচালনা করিলে লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে, শাস্ত্রে, সে উপায়ও বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট আছে। এ সমুদায় সুযোগ, সুবিধা সত্ত্বেও যদি মানব, নিজের উক্ত স্বাতন্ত্রের অযথা পরিচালনায় জীবনের সার্থকতা লাভে যত্ন না করে, তাহা হইলে তাহাকে আত্মঘাতী বলিতে

হইবে, সন্দেহ কি? ভাগবত—উপরে ৭০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০।২০।১৭ শ্লোকে তাহাই বলিয়াছেন। কিন্তু বলিলে কি হইবে? উহা প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা ও কার্য্যে বিনিয়োগ করা কি প্রত্যেক মানব দেহধারী জীবের কর্ত্তব্য নয়? কার্য্যে নিয়োগ ও তাহার সিদ্ধিতে, ত্রিপাদবিভূতির অন্তর্ভুক্ত নিত্যধামে শাশ্বত অবস্থানের জন্য, উহাদের অভিব্যক্তি, ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে প্রকটিত। উহারা নিত্য, সত্য, শাশ্বত। উহাদের কোনটিতে স্থান মিলিলে আর পুনরাবর্ত্তের সম্ভাবনা নাই। জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ হইতে চিরমুক্তি। শাস্ত্রগণের—উপাদেয়ত্ব ও জীব কল্যাণ বিধানের মহদুদ্দেশ্যে উহাদের প্রকটন—বুঝিবার জন্য, এ সমুদায় আলোচনা করিতে হইল। সূত্রকার ইহাদের আলোচনা পরে করিবেন।

৮৫। করণীয় ও অকরণীয় কর্ম্মের জ্ঞান লাভের জন্য শাস্ত্র প্রমাণ যে অবশ্য গ্রাহ্য ইহা ভগবান্ গীতায় ১৬।২৪ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। উহা আগে উদ্ধৃত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পালনের হেতু কি? এ প্রকার প্রশ্নের কল্পনা করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যোগাবশিষ্ঠে নির্ব্বাণ প্রকরণের উত্তর ভাগে ৩৩ সর্গে বলিতেছেন :—

স্বং কল্পিতং কল্পিতঞ্চ প্রতিকল্পনয়া স্বয়া।
তদেবান্যত্বমাদত্তে বিষত্বমমৃতং যথা॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৩৩।২
কল্পনা চাকল্পনান্তা মুক্ততা যদকল্পনম্। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৩৩।৩

নিজের কল্পনা বা অন্যের কল্পনা, প্রতি কল্পনা দ্বারা অন্যত্ব প্রাপ্তি হয়, যেমন বিষ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে অমৃতের কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যেক কল্পনা—অকল্পনাতেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে, ফলতঃ কল্পনার বিরতিই—মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৩৩।২-৩

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিষ—প্রাণ নাশের কারণ বটে, কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা বিষত্ব পরিহার পূর্ব্বক অমৃতের ন্যায় জীবনরক্ষার হেতু হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সেইরূপ জগৎ—যদিও সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা প্রসূত ("যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ"—ঋগ্‌বেদ) বলিয়া তত্ত্বতঃ মিথ্যা, তথাপি উক্ত মিথ্যার প্রভাব হইতে মুক্তি লাভের জন্য, শাস্ত্রে যে বিধি-নিষেধ কল্পিত হইয়াছে, সে কল্পনার সাহচর্য্য বা প্রতিপালন আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত না কল্পনার অবসান ঘটে, তাবৎকাল শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ রূপ প্রতিকার কল্পনা বিধেয়। কল্পনার বিরতিই মুক্তি। প্রতিকার-কল্পনা দ্বারাই কল্পনার ধ্বংস ঘটিয়া থাকে, ইহা বলা

বাহুল্য। এই শাস্ত্র, মুণ্ডক শ্রুতির ১।১।৫ মন্ত্রে কথিত বেদাদি অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্র সমূহ। উহারা "অপরা" বলিয়া উহাদিগকে সৃষ্টি কল্পনায় প্রতিকার কল্পনা বলা হইয়াছে। উহারা নিত্য, শাশ্বত, সত্য. ব্রহ্মবিদ্যা নহে। সুতরাং নানা প্রকারে শাস্ত্রগণের—প্রয়োজনীয়তা বুঝা গেল।

৮৬। শাস্ত্র মানবদেহধারী জীবগণের জন্য, ইহা বলিতে হইবে না। এই শাস্ত্রানুসারে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালন করিবার জন্য, ভগবান্ বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়—মনঃ—প্রাণ—মানবদেহধারী জীবগণের উপাধিতে উপযোগী পরিমাণে ও প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ দিয়া, সংযোজিত করিয়াছেন। ইহা ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৩২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।২ শ্লোকে সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে মানব বিষয় ভোগ, উত্তরোত্তর উন্নত যোনিতে জন্মলাভ, পরিণতিতে স্বরূপ প্রাপ্তি, সংসার হইতে অব্যাহতি লাভ ও নিত্যধামে ভগবৎ-সান্নিধ্যে, তাঁহার অপরোক্ষ অনুভূতি লাভে পরম পদ প্রাপ্তি ও শাশ্বত শান্তিলাভ করিতে পারে। জীব কল্যাণের জন্য সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া, ভগবান্ জীবের সুমতি লাভের প্রতীক্ষায় আছেন। মানবদেহ প্রাপ্তি আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিবর্ত্তনের পরিণতি—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

৮৭। আমাদের শাস্ত্রীয়-ক্রমবিবর্ত্তন ও তাহা হইতে ক্রমোন্নতি, শুধু ব্যষ্টি জীবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ইহা সমষ্টিতে ও সে কারণ ব্রহ্মাণ্ডেও প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড—তত্রত্য ব্রহ্মার শরীর। প্রমাণ স্বরূপ বর্ত্তমান সূত্রের আলোচনায় ২০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।১১ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই শ্লোকে ব্রহ্মা সুস্পষ্ট বলিতেছেন যে, তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহার হাতের "সপ্তবিতস্তি"—৩৷৷০ সাড়ে তিন হাত পরিমাণ। ইহাই সাধারণ মানবের—দেহের পরিমাণ, নিজ নিজ হাতের "সপ্তবিতস্তি" মাত্র। ব্যষ্টি সাধারণ মানব যেমন বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে, তাহার আয়ুষ্কাল যাবৎ, অভিনয় সম্পাদন করিয়া, সাজ-সজ্জাত্মক উপাধি-পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপরত হয় ও নূতন অভিনয়ের জন্য নূতন পরিস্থিতিতে পুনঃ প্রকটিত হয়, ব্রহ্মাও সেইরূপ। তিনি দ্বিপরার্দ্ধ-জীবী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। তাহার মধ্যে এক পরার্দ্ধ—ব্রাহ্ম ও পাদ্ম-কল্পের সহিত অতীত হইয়াছে। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল যদি তাঁহার পরিমাণে ১০০ বৎসর হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তাঁহার পরমায়ুর—৫০ বৎসর অতীত হইয়া—৫১ বৎসরের প্রথম দিন চলিতেছে। ব্রহ্মার এক এক দিনের নাম কল্প। বর্ত্তমান যে কল্প চলিতেছে, তাহার নাম শ্বেতবরাহ-কল্প। মানব পরিমাণে—উহার পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ বৎসর,—তন্মধ্যে মানব পরিমাণের—১৯৭২৯৪৯০৫৪ বৎসর অতীত

হইয়াছে, ইহা পঞ্জিকাতে দৃষ্ট হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান কল্প শেষ হইতে মানব পরিমাণের আরও ২৩৪৭০৫০৯৪৬ বৎসর বাকী আছে। তারপর ব্রহ্মার নিশা, এবং সে হেতু দৈনন্দিন প্রলয়।

৮৮। ব্রহ্মার এক দিবাভাগে অর্থাৎ ১ কল্পে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকার। প্রত্যেকের অধিকার সম পরিমাণ। ১৪ মনুর মধ্যে ছয়জন মনুর অধিকার গত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। তাঁহার অধিকার কাল মানব পরিমাণের—৩০৮৫৭১৪২৯ বৎসর। অন্যান্য মনুগণের অধিকার কালও সম পরিমাণ। ছয় জন গত মনুর অধিকার কাল মানব পরিমাণের—(৩০৮৫৭১৪২৯ × ৬) = ১৮৫১৪২৮৫৭৪ বৎসর। শ্বেতবরাহ কল্পের—মানব পরিমাণের গত ১৯৭২৯৪৯০৫৪ বৎসর হইতে ছয়জন গত মনুর অধিকার—কাল ১৮৫১৪২৮৫৭৪ বৎসর বাদ দিলে, বাকী ১২১৫২০৪৮০ বৎসর,—বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। বর্ত্তমানে বৈবস্বত মনুর অধিকারে অষ্টাবিংশতি যুগের কলিযুগ চলিতেছে। বৈবস্বত মনুর অধিকার অন্তে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমোন্নতি সোপানের উচ্চতর স্তরে আরোহন আরম্ভ হইবে। ইহা বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থে ২৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চিত্র দৃষ্টে সহজে বুঝা যাইবে। সে সময়ে যে সমুদায় জীব ব্রহ্মাণ্ডের প্রগতির সহিত নিজের আত্মোন্নতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, তাহারা উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং পরিণামে ব্রহ্মার পরমায়ুর অন্তে—অন্য কথায়—অবশিষ্ট সপ্ত মনুর অধিকারের শেষে পরম তত্ত্ব ভগবানে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে, সংসার প্রবাহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে, নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভের জন্য নিত্যধামের আকাঙ্ক্ষিত লোকে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রের উপদেশ। সুতরাং শাস্ত্র যে কত উপাদেয় ও কল্যাণকর, বুঝা গেল।

৮৯। উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহা অতি সংক্ষেপ হইলেও, বুঝা গেল যে, আমরা মানবদেহধারী জীব, বর্ত্তমানে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমোন্নতি—সোপান আরোহণের—সন্ধিক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। যদি আমরা শাস্ত্র-বিহিত উপায়ে—সংরাধন রূপ শুভ অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমোন্নতি সোপানে আরোহণের সহিত—নিজ নিজ আত্মোন্নতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে; তাহা হইলে, অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। অন্যথা পিছনে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। ফলে বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডের প্রগতি হইতে বিচ্যুত হইয়া, অপর কোনও অনগ্রসর, পশ্চাৎ পতিত ব্রহ্মাণ্ডে, অন্যপ্রকার পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হইয়া, তথাকার বিধানানুসারে আত্মোন্নতি করিতে

বাধ্য হইবে। এই কারণে, ভগবান্ জীব কল্যাণের জন্য প্রথমে শ্রীরাম মূর্ত্তিতে ও পরে, গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মানব দেহধারী জীবগণের মধ্যে, তাহাদের একজন হইয়া, তাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ লইয়া, নিজের আচরণে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবানের পক্ষে সুব্যবস্থার ও সুযোগ দানের ত্রুটি নাই। আমরা যদি সে ব্যবস্থা না বুঝি ও না মানি ও সে সুযোগ গ্রহণ না করি তাহলে দায়িত্ব আমাদেরই, ইহা সুস্পষ্ট।

৯০। উপরে সংক্ষেপে আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রমবিবর্ত্তন—ক্রমোন্নতি-বাদের আলোচনা করা হইল। ইহাতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন। বিশদ্ ধারণার জন্য সেগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিত হইল।

প্রথম ঃ—আমাদের শাস্ত্রোপদেশানুসারে পৃথিবী-পৃষ্ঠে—আমাদের জীবিত কাল যাপন—জীবন সংগ্রাম নহে। ইহা বিশ্ব নাট্যশালায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ মাত্র। প্রত্যেক জীব—স্থাবরত্বে বা জঙ্গমত্বে বর্ত্তমান থাকুক, ছোট-বড়, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, অণু-মহৎ,—যাহাই হউক, এই অভিনয়ে—প্রত্যেকের বিশিষ্ট স্থান ও বিশিষ্ট অংশ আছে। সেই বিশিষ্ট স্থানে থাকিয়া, সেই বিভিন্ন অংশ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিলে, অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া সার্থকতা লাভ করে। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম স্বধর্ম্ম পালন। ভগবান্ গীতায় ৩।৩৫ শ্লোকে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন ঃ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ গীঃ ৩।৩৫

সম্যক্ আচরিত পরধর্ম্ম হইতে, হীনাঙ্গ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এমন কি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান হেতু যদি মৃত্যু হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। পরধর্ম্মানুষ্ঠান বিষম ভয় সঙ্কুল। গীঃ ৩।৩৫

এই এক কথাই ভগবান্ গীতার শেষভাগে, সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন গীঃ ১৮।৪৭-৪৮। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে উদ্ধারে বিরত হইলাম। অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সংসারে জীবন যাপন ও তাহা হইতে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। জীবন সংগ্রামে অপরের মুখের-গ্রাস কাড়িয়া লওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং আধিভৌতিক ভাবে ক্রমবিবর্ত্তন (Evolution) বাদের প্রবর্ত্তয়িতা পাশ্চাত্য আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকের প্রবর্ত্তিত "যোগ্যতমের জয়" (Survival of the fittest) বিশ্বরহস্যের মূল মন্ত্র নহে। আমাদের শাস্ত্রকারগণের দৃষ্টিতে পৃথিবী পৃষ্ঠে নিজে শান্তিতে থাকা ও অপরকে শান্তিতে

থাকিতে দেওয়া (To live and let live in peace)—বিশ্ব রহস্যের মূলে। ভগবান্‌ গীতায় বলিতেছেন :—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকোলোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ গীঃ ১২।১৫

যাহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোককে (অর্থাৎ আপন হইতে পৃথক অপরকে) উদ্বেগ দান করেন না, অন্য কথায়, কার্য্যে, চিন্তায়, ব্যবহারে প্রভৃতিতে যিনি অপরের উদ্বেগের কারণ হয়েন না, এবং যিনি হর্ষ, ঈর্ষা, ভয়, ও উদ্বেগ হইতে বিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয়। গীঃ ১২।১৫

সুতরাং ক্রমবিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি বাদ সম্বন্ধে আমাদের—শাস্ত্রকারগণের দৃষ্টি-ভঙ্গি, সিদ্ধান্ত ও উপদেশ, পাশ্চাত্য আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

দ্বিতীয় :—আমাদের শাস্ত্রকারগণের প্রতিভ জ্ঞানলব্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু বৃহৎকায়, প্রচণ্ড শারীরিক শক্তিশালী অনেক জীবের জাতি ও শ্রেণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার কারণ "জীবন সংগ্রাম ও যোগ্যতমের জয়" নহে। উহার কারণ, তাহাদের উপর বিশ্বনাট্যের অভিনয়ের যে নির্দ্দিষ্ট অংশ ছিল, তাহা সম্পাদিত হওয়ায়, তাহাদের প্রয়োজন না থাকায়, তাহারা তিরোহিত হইয়াছে। ইহা ভগবানের প্রবর্ত্তিত বিশ্ব বিধারণের অমোঘ নিয়মে সংঘটিত হইয়াছে। ইহার প্রমাণ, তুষার যুগের প্রবর্ত্তন ও অসংখ্য বৃহৎকায়, শক্তিশালী জীবগণের সমূলে ধ্বংস। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণায় এই প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে এখানে আলোচনার কোনও প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় :—আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে কি স্থাবর-জঙ্গম সমুদায় জীবের দেহ পঞ্চভূত নির্ম্মিত ও আত্মা-সংযুক্ত (ভাগবত ১১।২১।৫, দেখ ১।১।২।২ সূত্রের ১১৮-নং অনুচ্ছেদ)।

যোগশিখোপনিষৎ ৫।৪ মন্ত্রে বলিতেছেন :—

দেহং বিষ্ণ্বালয়ং প্রোক্তং সিদ্ধিদং সর্ব্বদেহিনাম্‌।

যোগশিখোপনিষৎ ৫।৪

দেহই বিষ্ণু মন্দির, ইহা দেহধারিগণের সিদ্ধিদানকারী।

ইহা যে কেবল মানব দেহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই মুখ্যস্থান আত্মাকেই দেওয়া হইয়াছে। দেহ বা উপাধি সর্ব্বত্রই গৌণ এবং উহা ভূতপঞ্চক বিনির্ম্মিত বলিয়া, উহার

অপরমার্থত্ব সর্ব্বত্র বিঘোষিত। মানবের দেহ যে বিশেষ পবিত্র ও অন্য জীবের দেহ অপবিত্র—এ প্রকার শিক্ষা কোথাও নাই। কোনও উজ্জ্বল আলোক—প্রস্তর আবরণীর মধ্যে রাখিলে উহার উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া পড়ে, উক্ত আলোক যদি কোনও স্বচ্ছ কাচ নির্ম্মিত আবরণীর মধ্যে রাখা যায়, তাহার সমুজ্জ্বলতা বাহিরেও প্রকাশমান হইয়া থাকে। আবার প্রস্তরাবরণী ও স্বচ্ছ কাচাবরণীর মধ্যে স্বচ্ছতার তর-তম বিভাগ অগণ্য প্রকার হইতে পারে। এই নিদর্শনে আমাদের শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন জীবের উপাধির নিম্নতা ও উচ্চতার ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র। আত্যন্তিক বিভেদ ও সে কারণ কোনটি ঘৃণার বস্তু এবং কোনটি পূজার, তাহা মনে করেন নাই।

প্রমাণ-স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের—উল্লেখ করি। (ক) শাস্ত্রকারগণ সর্ব্বশক্তিমান, নিত্য-সত্য-নিরঞ্জন-নিষ্কলুষ—ভগবানের মৎসা-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-হয়গ্রীব-হংস প্রভৃতি রূপগ্রহণ কল্পনা করায় কোনও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। (খ) ছান্দোগ্য শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়ে জানশ্রুতি ও রৈক্ক উপাখ্যানে—হংসের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন নাই। (গ) কেনোপনিষদে মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপা—হৈমবতী উমাকে—যক্ষমূর্ত্তিতে প্রকটিত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। (ঘ) ভাগবতের ১১।১৩ অধ্যায়ে—ভগবানের হংসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ তাঁহারাই দেওয়াইয়াছেন। (ঙ) মহাভারতে পরম দেবতা—ধর্ম্মকে বকরূপে ও কুকুররূপে—ব্যাস দেবই অঙ্কিত করিয়াছেন। (চ) ভূষুণ্ডি কাকের মুখে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ তাঁহারাই দেওয়াইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে, প্রয়োজন নাই।

চতুর্থ :—আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রমবিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতিবাদ—উপাধি সম্বন্ধে নহে। উপাধির ক্রমোন্নতি—অতি গৌণ। জীবত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা আপনাপনিই অভিব্যক্ত হয়। জীবত্বের বিকাশ বলিলাম, ইহার অর্থ—স্বতঃ প্রকাশ—উপাধিতে উপহিত আত্মার বা দেহস্থ দেহীর স্বতঃ প্রকাশত্ব প্রতিরোধের বা আচরণের—বিলোপ সাধনের ক্রম প্রচেষ্টা। ইহার আলোচনা নীচে পৃথক্ ভাবে করা হইল। যাহা হউক, আমাদের শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিবর্ত্তন-বাদের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য সমগ্র স্থাবর-জঙ্গম-জীব ও জগৎ লইয়া। পাশ্চাত্ত্য ক্রমবিবর্ত্তনবাদ, উহার এক অতি স্বল্প পরিমিত স্থানে হয়ত পড়িতে পারে। তাহা আমাদের শাস্ত্রীয় বিবর্ত্তনবাদের অতি গৌণ উপাধি সম্বন্ধে মাত্র প্রযোজ্য ইহাতে ডারুইন্ সাহেবের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার খর্ব্ব করা হইল না। বরং

আমাদের শাস্ত্রের—কোনও সাহায্য না লইয়া—নিজের প্রচেষ্টায় নূতন তথ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রশংসার্হ তাহাতে সন্দেহ নাই।

২০) একই ভাগবতী শক্তির বিভিন্নরূপে ক্রিয়া—বিভিন্ন নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে'

৯১। উপরে আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রমবিবর্ত্তনের ও ক্রমোন্নতির আলোচনায়, "আত্মোন্নতি," "জীবত্বের বিকাশ" প্রভৃতি বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়াছি। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন। ইহা বিশদ্‌ভাবে বুঝিবার জন্য একটু গোড়া হইতেই আরম্ভ করি।

পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, চিদণু বা "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" নিঃসৃত জ্যোতিঃ প্রবাহ হইতে সৃষ্টির অভিব্যক্তি। আনবিক বোমার ধ্বংস শক্তির নিদর্শনে আমরা বুঝিয়াছি, যে, কোনও দ্রব্যের পরমাণু গঠনে কি অচিন্ত্যশক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে পরমাণুতে অবস্থান করে। "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে প্রসৃত জ্যোতিঃকণার সহিত উক্ত শক্তি চিদণু হইতে প্রবহমান হইয়া সৃষ্টির প্রত্যেক সমষ্টি-ব্যষ্টি দ্রব্যের পরমাণু গঠন করিয়া থাকে। সুতরাং চিদণুতে যে অচিন্ত্যশক্তি কেন্দ্রীভূতভাবে বর্ত্তমান, তাহার চিন্তা করিতে আমরা অসমর্থ। অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র সমষ্টি-ব্যষ্টি দ্রব্যজাত গঠনে যে শক্তি প্রয়োজন, তাহা ও তাহা ছাড়া আরও অনন্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ভাবে চিদণুতে বর্ত্তমান থাকিয়া—সমগ্র সৃষ্টির অগণ্য ব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টি ও ব্যষ্টির সহিত ধারণ করিয়া আছে, এ কল্পনা যুক্তি সঙ্গত বটে। শক্তির এই মূল কেন্দ্র হইতে, শক্তিপ্রবাহ বিভিন্ন নামে সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া জগদ্ ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। ক্রিয়ার দ্বারাই আমরা শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। অন্য প্রকারে পরিচয় পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

৯২। উপরে যাহা বলিলাম, তাহার সমর্থনে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি। এই উক্তিটির বিশদ্ ধারণা করিতে পারিলে, বিশ্বরহস্যের—রুদ্ধদ্বার কিঞ্চিৎ উদ্‌ঘাটিত হইবে, আশা করি। বশিষ্ঠদেব পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোচনায় বলিতেছেন :—

এক সংবিদ্‌ঘনাকাসমপ্যনানৈব সর্ব্বগম্।
স্বয়ং নানেব সম্পন্নং সুপ্তে চিত্তমিবাত্মনি ॥

যোগঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২৪।২

তস্যাচ্ছত্বাৎ তথাভূতমাত্মৈবাত্মনি বিম্বতি।
তাদৃশস্য তথাভূতৌ মুকুরস্যেব নির্ম্মলা॥

যোগঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২৪।৩

এক লোহময়া এব যথাদর্শাঃ পরস্পরম্।
তথৈতে প্রতিবিম্বন্তি পদার্থাঃ পারমার্থিকাঃ॥

যোগঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২৪।৪

সংবিদ্ঘন জীবের দহরাকাশ, নানাত্ববিহীন ও সর্ব্বব্যাপী বটে, কিন্তু উহা স্বয়ং নানাত্ব সম্পন্ন—অর্থাৎ নানাত্ব, কেন্দ্রে মিলিত হইয়া অনানাত্ব প্রকটিত করে ও তাহাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের চিত্ত—আমাদের আত্মার দ্বারা ক্রিয়াশীল হইয়া প্রপঞ্চ গত গিরি—নদী প্রভৃতির প্রতিবিম্ব ধারণ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইলেও, চিত্তে গৃহীত প্রাভাবম্ব সকল স্বপ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাগ্রদবস্থায় ওই নানা প্রকার প্রতিবিম্ব সকলই—আত্মায় কেন্দ্রীভূত হইয়া অনানা রূপে ছিল; তখন উক্ত প্রতিবিম্ব সকলের ব্যাবহারিক ভাব তিরোহিত হইয়া—পারমার্থিক ভাবে বর্ত্তমান ছিল। নির্ম্মল মুকুরে যেমন মহাকাশ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিরি-নদী প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ আত্মার স্বচ্ছতা হেতু, তাহাতে আত্মা নিজে প্রতিবিম্বিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মার কেন্দ্রীভূতভাবে, অনানাত্ব রূপে অবস্থিত নানাত্বও প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন সমুদায় মুকুরএকই উপাদানে গঠিত, সেইরূপ সকলের আত্মা ও চিত্ত একই। সুতরাং পারমার্থিক পদার্থ উহাদের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, মুকুরে প্রতিবিম্বিত মহাকাশের ন্যায়।

ইহার বিশদ্ ব্যাখ্যার স্বরূপ বলিতেছেন ঃ—

ইত্যনানৈব নানেদং নানা নানা চ বস্তুতঃ।
ন চ নানা ন চানানানানানানাত্মকং ততঃ॥ যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২৪।৬

অতএব আমাদের ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে যাহা নানা, তাহা অনানাই (পারমার্থিক দৃষ্টিতে)। বাস্তবিক পক্ষে নানা—অনানা পৃথক্ ভাবে নাই। সমুদায়ই নানা—অনানাত্মক—ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভাব সম্পন্ন।

যোঃ বাঃ নিঃ উঃ ১২০।৬

এককথায় ইহার অভিপ্রায় এই মনে হয় যে, "নানা" যখন এক কেন্দ্রে তাদাত্ম্যভাবে মিলিত হয়, তখনই "অনানা" প্রকটিত হয়—অন্য কথায় "অনানার"

অন্তরে—"নানা" অবস্থিত—সুতরাং "অনানার" নিষেধে "নানাত্বের" সম্ভাবনা থাকে না। একারণ বাস্তব "অনানা" ব্যবহারতঃ "নানা" রূপে প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে কিন্তু বাস্তব বা পারমার্থিক যাহা, তাহার সহিত ব্যাবহারিক ভেদ আমাদের প্রতীতিগত হওয়ায়, বলিতে হয়, যে জগতের সমুদায় বস্তু উভয়াত্মক—নানা ও অননাত্মক। এই কারণে—যোগিগণ—এক বা "অনানায়" (নিজ শরীরে) বর্ত্তমান থাকিয়া, বিভিন্ন কায়বূ্যহ রচনা পূর্ব্বক, একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বহু কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হন।

৯৩। বশিষ্ঠদেবের উক্তি হইতে বুঝা গেল যে, "অনানা" বা এক তাহার অন্তরে অগণ্য নানাকে ধারণ করিয়া আছে। ইহা আমরা ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৯৫ অনুচ্ছেদে সংকোচন—প্রসারণশীল গোলকের দৃষ্টান্তে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। জগতে যত কিছু "নানা" আছে, সমুদায় তাদাত্ম্যভাবে চিদণু বা "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" তে মিলিত হইয়া—"অনানা" প্রকটন করতঃ একই ভাগবতী শক্তির শাশ্বত ভাণ্ডার রূপে বর্ত্তমান থাকে। এই আনানা ভাগবতী শক্তিকে আমরা সৎ-চিৎ-আনন্দ শক্তি নামে ত্রিবিধ নাম দিয়া জগতের প্রত্যেক পদার্থে সদ্‌ভাব, চিদ্‌ভাব ও আনন্দভাব এই ত্রিতয়ের বর্ত্তমানতা উপলব্ধ করিয়া থাকি। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা "আভাস" শীর্ষক অংশে ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

৯৪। উপরের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, প্রপঞ্চ জগতে যাহা কিছু আমাদের প্রতীতি গোচর হয়, সমুদায় চিন্ময়। তেজোবিন্দু উপনিষদের—উদ্ধৃত কয়েকটি মন্ত্র ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। উপনিষদের এই উক্তি তত্ত্ব-দৃষ্টিতে পারমার্থিক ভাবে করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে, স্থাবর-জঙ্গম জীব, উহাদের উপাধি, ভোগ্য বিষয়, উহাদের সকলের বৈচিত্র্য প্রভৃতি আমাদের প্রতীতি গোচর হইয়া থাকে। একই চিতের এই বিভিন্ন প্রকারে প্রতীতি ভগবানের ইচ্ছাতেই সংঘটিত। সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভের—যে রূপ প্রতীতি, ভগবদিচ্ছায় হইয়াছিল, সেই প্রতীতি ব্যষ্টি সকলের মধ্যে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং যতদিন না প্রলয়ে আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়, ততদিন চলিতে থাকিবে। ইহা শাস্ত্রে "ঋত" বা "নিয়তি" নামে কথিত। এরূপ হইবার কারণ (i) ভগবদিচ্ছা, (ii) হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টি মন বলিয়া, তাঁহার মনের স্পন্দন—ব্যষ্টি মনেও সংক্রামিত হইয়া, তাঁহার মনের অঙ্কিত ব্রহ্মাণ্ড চিত্র ব্যষ্টি সকলের মনে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়।

৯৫। একই চিতের এইরূপ বিভিন্ন প্রতীয়মানতা লক্ষ্য করিয়া, শাস্ত্র একই

ভাগবতী শক্তির বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা, এই ত্রিবিধ নাম দিয়া জগদ্ ব্যাপার বুঝাইয়াছেন। বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবের উপাধি, ভোগ্য বিষয়, তাহাদের বৈচিত্র্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। যদিও উহারা পারমার্থিক দৃষ্টিতে চিন্ময়, কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে চিদ্‌ভাবের উপর—অচিদ্‌ভাবের আবরণ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় বলিয়া, উহার অভিব্যক্তিকারিণী শক্তি বহিরঙ্গা নামে অন্বর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। বহিরঙ্গা নামে অভিহিত করিলেও এবং উক্ত বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত প্রপঞ্চ ও তদন্তর্ভুক্ত বস্তুজাতে অচিৎ ভাবের প্রাধান্য প্রতীতি গোচর করিলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে উহা ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে। ভাগবত বলিতেছেন :—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ ॥

ভাগঃ ১।৫।২০

এই বিশ্ব ভগবানই, তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইতে পারেন, কিন্তু বিশ্ব তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, কেননা ভগবান্ হইতেই জগতের—জগতের উৎপত্তি—স্থিতি ও লয় হইতেছে। ভাগঃ ১।৫।২০

জীবের ভোগ্য বিষয়রূপে অভিব্যক্তির হেতু অচিদ্ ভাবের—প্রাধান্য ভগবান্ কর্তৃকই প্রদত্ত, এবং উহা ব্যাবহারিকতা সিদ্ধির জন্য। যাহাই হউক, ভোগ্য থাকিলে ভোক্তার প্রয়োজন, উপাধি থাকিলেই তাহাতে উপহিত সত্বার প্রয়োজন—একারণ ঐ একই চিৎ হইতে জীবের অভিব্যক্তি। জীব—ভোক্তা—ভোগের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য অভিপ্রেত। উপাধিকে ক্ষেত্র নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। উপাধি বা ক্ষেত্রের সার্থকতা সাধনের জন্য জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে অভিপ্রেত। জীবের স্বাভাবিক প্রবণতা—উপাধি বা ক্ষেত্র ও ভোগের দিকে বলিয়া, যে শক্তি বিকাশে উহা অভিব্যক্ত, তাহা বহিরঙ্গা শক্তির তটস্থা—নিকট সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ভোক্তা ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া, জীবের চৈতন্যাংশ ভগবানের ইচ্ছানুসারেই অধিক প্রকাশমান।

৯৬। সৃষ্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ—সকলকে ব্রহ্মত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য জীব পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মানবদেহধারী-গণের সাহচর্য্য প্রয়োজন বিধায় এবং অভিনয়ের সাধক নিয়মপরম্পরায় কিছু পরিচালন অব্যাহত রাখিয়া, কিছু স্বাতন্ত্র্য না দিলে, অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না বলিয়া—অভিনয় প্রবর্ত্তন কর্ত্তা ভগবান্ মানবগণকে পরিমাণ মত স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। মানব এই স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্বে আত্মবিস্মৃতি হেতু অভিনয়ের সাধক

নিয়মভঙ্গাপরাধে—শাসক নিয়মে সংসারক্ষেত্রে শাস্তি ভোগ করিতেছে। যে স্বাতন্ত্র্যের কুপরিচালনে এরূপ ঘটিয়াছে, তাহারই সুপরিচালনে, নিজ স্বরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দানের জন্য, ভগবান্ কর্ম্মাচরণ ও তাহার সহিত ফল সংযোগ বিধান করিয়াছেন। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানবের সংখ্যা অগণ্য। তাহাদের কর্ম্মও অগণ্য প্রকার,—সে কারণ ফলও অগণ্য প্রকার হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? সেই অগণ্য মানবের—অগণ্য প্রকার শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের—অগণ্য প্রকার শুভ ফল ভোগের জন্য, অন্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে, অগণ্য প্রকার নিত্যধামের প্রকটন করিয়া, ভগবান্ প্রত্যেকের নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা মত নিত্য সুখ, শাশ্বত শান্তি ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অতি সংক্ষেপ আলোচনা হইতে আমরা অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তির নাম, অভিব্যক্তির প্রয়োজন ও উহাদের সার্থকতা কতক বুঝিতে পারিলাম।

৯৭। যে শক্তি বিকাশে জীবাভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার তটস্থা নামের ও কারণ বুঝিলাম। উহা অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা উভয়ের তটস্থা—একদিকে বহিরঙ্গা অপর দিকে অন্তরঙ্গা। আরম্ভে মানবদেহ প্রাপ্তিতে, উহার অধিক প্রবণতা বহিরঙ্গার দিকে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ নিজ স্বাতন্ত্র্যের সুপরিচালনে, শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সংরাধনরূপ—কর্ম্মানুষ্ঠানে উহার প্রবণতা ক্রমশঃ অন্তরঙ্গার দিকে হইয়া থাকে। তটস্থা নামের ইহাই মুখ্য কারণ। এ কারণ ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সৃষ্টি চিত্রে উহার উভয় দিকের প্রবণতা শরাকারে (→ ←) দেখান হইয়াছে। তটস্থা ও বহিরঙ্গা উভয়ই চিৎ হইতে পৃথক্ নহে। তাহা হইলেও ভগবানের ইচ্ছায় বহিরঙ্গার আত্মশক্তি প্রয়োগের—সুবিধা ও সুযোগ নাই। তটস্থা বা জীবশক্তিকে ভগবান্ সেই সুযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং উহা মুখ্যভাবে মানবদেহধারী জীবকেই দেওয়া হইয়াছে। এ কারণ শাস্ত্র মানবদেহধারী জীবের জন্য, ইহাও বুঝা গেল।

৯৮। এই প্রসঙ্গে মানবদেহধারী জীবের—সংরাধন রূপ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কতকাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য, তাহার উল্লেখ অবান্তর হইবে না, মনে হয়। ভাগবত বলিতেছেন :—

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্-ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্‌মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৭
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্ন্ পরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৮

অয়ং হি সর্ব্বকল্যাণাং সধ্রীচীনো মতো মম।

মদ্‌ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্ কায়বৃত্তিভিঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৯

যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাব (ব্রহ্মভাব বা ভগবদ্‌ভাব) না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপে বাক্য-মন-শরীর দ্বারা উপাসনা করিবে। (সংরাধন রূপ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে)। ভাগঃ ১১।২৯।১৭

এইরূপে যখন উপাসক পুরুষের—সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টিজাত ব্রহ্মবিদ্যা বিকাশে সকল বস্তু ব্রহ্মাত্মক হয়, তখন তিনি সেই সর্ব্বাত্মকত্ব দেখিয়া, মুক্ত সংশয় হওতঃ সমুদায় হইতে উপরত হয়েন অর্থাৎ তখন সংরাধন-কর্ম্মের ফল লাভ করেন। এই যে মন-বাক্য ও শরীর দ্বারা সর্ব্বভূতে মদ্‌ভাব (ব্রহ্মাত্মকত্ব)—ইহাই অন্য সকল প্রকার উপায় হইতে সমীচীন বলিয়া মনে করি।

ভাগঃ ১১।২৯।১৮-১৯

ইহাই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কথিত অগণ্য "নানা"-ত্বের মধ্যে—"অনানা" দর্শন। এইরূপ দর্শনই "সংরাধন" রূপ শুভ কর্ম্মাচরণের একমাত্র—পরিণতি। কেননা :—

ভাগবতই বলিতেছেন :—

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বর॥ ভাগঃ ১১।২৮।৬

তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যোভাবঃ নিরূপিতঃ।

নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২৮।৭

এ প্রকার সন্দেহ মনে উদয় হইতে পারে যে, বহু শ্রুতিতে সৃষ্টাদি উল্লেখে দ্বৈত নিরূপণ হইয়াছে, অতএব তাহা অসত্য হইবে কিরূপে? যদি অসত্য না হয় তাহা হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্মকত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? ইহার উত্তর উদ্ধৃত শ্লোকে ভাগবত দিতেছেন :—

প্রভু পরমেশ্বর—আত্মা হইতে অভিন্ন রূপে এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেন এব নিজে সৃষ্ট হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করেন। রক্ষক তিনিই এবং রক্ষিতও তিনি, সংহর্ত্তা তিনি এবং সংহৃতও তিনি। ভাগঃ ১১।২৮।৬

অতএব আত্মা হইতে, অথবা সৃজ্যাদি ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু হইতে, অন্য কিছু পৃথক্ পদার্থ নিরূপিত হয় না। আত্মাতেই অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাবের প্রতীতি—নির্ম্মূলা বলিয়া নিরূপিত হয়। অর্থাৎ যদি পরমাত্মাই বিশ্ব, তাহা হইলে পরমাত্মায়—ত্রিবিধ বা বহুবিধ ভাবের অভাব হেতু—অধ্যাত্মাদি ভাব কোথা হইতে আসিবে? এ কারণ নির্ম্মূলা। ভাগঃ ১১।২৮।৭

ভাগবত ৬।৪।২৩ শ্লোকে (১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত)—**"স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ"** অংশে ইহাই বলিয়াছেন।

৯৯। একই ভাগবতী শক্তির, বিভিন্ন লক্ষ্য স্থান হইতে পরিদর্শন হেতু, বিভিন্ন অভিধা প্রয়োগের ও বিভিন্ন প্রকারে চিন্তনের আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া, বর্ত্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব। ১/১/২/২সূত্রে আমরা জানি যে, বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়—ব্রহ্ম হইতেই—অন্য কথায় একই ভাগবতী শক্তি বিশ্বের জন্ম-স্থিতি ও লয়ের কারণ। উপরে ৯৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১।৫।২০ শ্লোকেও সুস্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আমাদের বোধ সৌকর্য্যার্থ, বিশেষতঃ অজ্ঞ শিষ্যকে সহজে বুঝাইবার জন্য, শাস্ত্র উক্ত একই ভাগবতী শক্তিকে ত্রিবিধ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সৃষ্টির অভিব্যক্তিকারিণী শক্তির অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা, স্থিতি বা পালনের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও সংহারের অধিষ্ঠাতা রুদ্র—এই তিন প্রধান দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে যে, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ইহারা কি পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া এবং ইহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে, পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠাতা দেবতাগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু এ সন্দেহের কোন ভিত্তি নাই। আমাদের স্থূল—ইন্দ্রিয় সাহায্যে বুঝিতে না পারিলেও, উক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়া যুগপৎ সম্পাদিত হইতেছে। একের ক্রিয়া, অপরের নিরপেক্ষ নহে।

১০০। আমরা জানি যে, আমাদের শরীর—অসংখ্য জীবিত জীবকোষে (living cells) গঠিত। জীবকোষগুলির আয়ুষ্কাল অল্প। পূর্ব্বে রক্তকণিকার দৃষ্টান্তে—ইহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কোন বিশেষ জীবকোষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, নূতন জীবকোষ—জাত হইয়া উহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে প্রবাহাকারে—উহারা আমাদের জীবিতকাল ব্যাপিয়া—আমাদের শরীর জীবিত রাখিয়া থাকে। এরূপ জীবকোষের—নাশ ও জন্ম ক্ষণে ক্ষণে সংঘটিত হইতেছে। ইহাই আমাদের শাস্ত্রে "নিত্য প্রলয়" নামে কথিত। ইহার আলোচনা ১।১।২।২ সূত্রে করা হইয়াছে—এখানে উল্লেখ মাত্র করিলাম।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে, সংজনন ও সংগঠন (সৃষ্টি কার্য্য), সম্পোষণ, সংবর্দ্ধন-সংরক্ষণ (স্থিতি কার্য্য) এবং সঙ্কলন ও সংহরণ (লয় কার্য্য) প্রতিক্ষণে যুগপৎ সম্পাদিত হইতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সংহরণ বা নাশের অধিষ্ঠাতা রুদ্রদেব—তিনিই অশেষ মঙ্গলের ও জীবকল্যাণের মূর্ত্ত প্রকাশ—সদা শিব। উহার পশ্চাতে কল্যাণ ও মঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত। ক্রমোন্নতি সোপানের—উহা অপরিহার্য্য ধাপ। জীবের বাল্যগতে যেমন

কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বৃদ্ধত্ব—পরে পরে নিঃশব্দ পদবিন্যাসে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে কেহ বিস্মিত বা ভীত হয়েন না। জীবন-ধারণের—অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ মাত্র মনে করেন। মৃত্যু বা দেহের সংহার ও সেইরূপ জীবন ধারণের—অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ বলিয়া মনে করা সকলের কর্ত্তব্য। ইহাতে ভীত হইবার কোনও কারণই নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা—সংরাধন রূপ—শুভ কর্ম্মাচরণে অভ্যস্ত, তাঁহাদের ত কথাই নাই। ভগবান্ গীতায় ৮।৫ শ্লোকে তাঁহাদের আশ্বাসবাণী সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত করিয়াছেন। সেই আশ্বাসবাণীর সার্থকতা নিজের নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য ভগবানেরই উপদেশ—

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ॥ গীঃ ৮।৭

অতএব, সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর ও স্বধর্ম্ম পালন কর। গীতা ৮।৭ ইহাই "সংরাধন"—ইহাই সংসার উত্তরণের—"প্লবং সুকল্পম্"—সুপটু নৌকা, ইহাই ভবরোগের অমোঘ রসায়ণ—ঔষধ—"ভবরুক্ষৌষধিঃ"।

১০০। উপরে ৯২ অনুচ্ছেদে যোগবাশিষ্ঠ হইতে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদেরই ভাগবতানুসারে বিস্তৃত ব্যাখ্যা কয়েকটি অনুচ্ছেদে দেওয়া হইল। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, "নানা" ও "অনানা"র মধ্যে বস্তুগত কোন ভেদ নাই। ভেদের কারণ আমাদের ব্যাবহারিক দৃষ্টি এবং এ দৃষ্টি প্রকৃত বাস্তব দৃষ্টি নহে, ইহা ভ্রান্ত দর্শন। এ সম্বন্ধে আলোচনা ১।১।২।২ সূত্রের ৫৯, ৬০, ৬১ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠের উক্ত কয়েকটি শ্লোক ও তাহাদের যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে স্বতঃ অনুসিদ্ধান্ত যাহা, তাহাই ভাগবতের ১১।২৯।১৮ শ্লোকে (৯৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত) সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। সর্ব্ব বস্তুতে অর্থাৎ প্রপঞ্চগত নানাত্বে—ব্রহ্মদর্শন বা অনানা দর্শনই প্রকৃত দর্শন এবং তাহাই সমুদায় সংরাধনের—পরিণতি ও সার্থকতা। ইহাই ব্যাবহারিকত্বে—পারমার্থিক দৃষ্টি। বশিষ্ঠদেব উপরে ৯২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১২৪।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, জীবও ত প্রপঞ্চগত বস্তু বা পদার্থের পর্য্যায়ে পড়ে। বশিষ্ঠদেবের কথানুসারে যদি জাগতিক সমুদায় বস্তুতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক উভয় ভাব বর্ত্তমান, তখন জীবে ও উক্ত উভয় ভাব বর্ত্তমান না থাকিবে কেন? ইহাই পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি।

২১) পারমার্থিক জীব ও ব্যাবহারিক জীব।

১০১। জীব স্বরূপ নির্দ্দেশে ভাগবত বলিতেছেন :—

অহং ভবান্ নচান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥ ভাগঃ ৪।২৮।৫৫

ভগবান্ জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

অহে! অনুধাবন কর, তুমি আমারই স্বরূপ, আমা হইতে অন্য বস্তু নহ, আমিও তোমার স্বরূপ। পণ্ডিতগণ আমাদের দুজনের মধ্যে অল্পমাত্রও প্রভেদ দেখিতে পান না। ভাগঃ ৪।২৮।৫৫

এই যে জীব স্বরূপ নির্দ্দেশিত হইল, সেই স্বরূপ প্রতিষ্ঠ জীব—পারমার্থিক জীব। ব্রহ্ম—পরমাত্মা—ভগবানের ন্যায়—আপেক্ষিক জগতের—প্রমাণ—প্রমেয়াদি তাহাতে প্রযোজ্য নহে। শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ তাহাতে কার্য্যকরী নহে। কিন্তু দেহরূপ উপাধিতে স্বরূপ প্রতিষ্ঠ পারমার্থিক জীব ছাড়া, স্বরূপ ভ্রষ্ট ব্যাবহারিক জীবও বর্ত্তমান আছেন। মুণ্ডক শ্রুতি নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে ইহাদের উভয়ের স্পষ্টতঃ নির্দ্দেশ দিতেছেন :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥
মুঃ ৩।১।১

দুইটি পক্ষী সহচর ও সমান স্বভাব, উভয়েই একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থান করে। তদুভয়ের মধ্যে একটি স্বাদু (প্রিয়) কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করিয়া, কেবল সাক্ষীরূপে দর্শন করে মাত্র। মুঃ ৩।১।১

শ্রুতির উদ্ধৃত মন্ত্রই ভাগবত নিজ ভাষায় বলিতেছেন :—

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥
ভাগঃ ১১।১১।৬

'যদৃচ্ছয়া' পদের অর্থ শ্রীধর স্বামি পাদ করিতেছেন "অনিরুক্তয়া মায়য়া"।

সরলার্থ :—দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত, উভয়ে—চেতন স্বভাব বশতঃ তুল্য, 'সখায়ৌ'—একত্রে অবস্থান প্রযুক্ত ঐক্যমত বিশিষ্ট, সুন্দর পক্ষযুক্ত এই পক্ষীদ্বয়, অনির্ব্বাচ্য মায়াবেশ বশতঃ দেহরূপ বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া—অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে—একটি কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্যটি নিরশন থাকিয়াও জ্ঞান-শক্তি দ্বারা অতিরিক্ত হয়েন। ভাগঃ ১১।১১।৬

বলা বাহুল্য যে, এই দুইটি পক্ষীর মধ্যে যেটি পিপ্পলান্নভোজী, সেটি ব্যাবহারিক জীব। যেটি নিরশন—সেটি পরমাত্ম স্বরূপ শুদ্ধ পারমার্থিক জীব। উভয়েই দেহে—অর্থাৎ দেহের হৃদয় দেশে নীড় বাঁধিয়া—অবস্থান করেন বটে, একজন নীড় বাঁধেন আসক্তি বশতঃ, অপরটির অনাসক্তিই বৈশিষ্ঠ্য—অনশনে থাকা, তাহার প্রমাণ। দেহরূপ নীড়ে বাস করেন বটে, কিন্তু তাহাতে আসক্তি নাই।

১০২। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকে যে পক্ষিটি কর্ম্মফল ভোক্তা, সেটি বদ্ধ, যেটি অনশনকারী, সেটি মুক্ত—ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে বদ্ধ ও মুক্তি স্বরূপতঃ কি, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা উদয় হয়। ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥ ভাগঃ ১১।১১।১
শোকমোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন তু বাস্তবী॥ ভাগঃ ১১।১১।২
বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ ভাগঃ ১১।১১।৩

হে উদ্ধব! বদ্ধ ও মুক্ত ভাব সত্ত্বাদিগুণ জাত উপাধি মাত্রের, বস্তুতঃ নহে। গুণের মায়া কার্য্যত্ব প্রযুক্ত স্বরূপতঃ আমার (শুদ্ধ পারমার্থিক জীবের) বদ্ধ ও নাই, মুক্তি ও নাই। যেমন স্বপ্ন কেবল বুদ্ধির বিবর্ত্তমাত্র, সেইরূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহপ্রাপ্তিরূপ যে সংসার, তাহা সূক্ষ্মদেহে আত্মাভিমান-রূপ—মায়ার কার্য্য মাত্র, বাস্তব নহে। বিদ্যা ও অবিদ্যা—উভয়ই—আমার শক্তি, উভয়ই—অনাদি, উভয়ই—মায়ার দ্বারা নির্ম্মিত—উহাদের একজন—বদ্ধকরী, অপর জন মোক্ষকরী। ভাগঃ ১১।১১।১-২-৩।

[লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ১১।১১।৩ শ্লোকে যে বিদ্যার কথা বলা হইল, তাহা ব্রহ্ম বিদ্যা নহে। ইহা অবিদ্যার ন্যায়—আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত। ১।১।২।২ সূত্রে ১১৭ অনুচ্ছেদে তাহাই দেখান হইয়াছে।]

১০৩। এখন প্রশ্ন উঠে যে, যদি জীব স্বরূপে—শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, পুনঃ দেহ প্রাপ্তি প্রভৃতি নাই, তবে সংসার পীড়নে কাতর হইয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে কে? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ ।
অহংকারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম-মৃত্যুর্ন চাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৮।১৬

শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহা প্রভৃতি, জন্ম-মৃত্যু এ সমুদায়ই অহংকারের। আত্মার—অর্থাৎ জীব স্বরূপের নহে। ভাগঃ ১১।২৮।১৬

অহংকার কি করিয়া জীবের—স্বরূপ আবরণ পূর্ব্বক, শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ প্রভৃতি অনাত্ম ধর্ম্ম প্রকটিত করে, ইহা বুঝাইতে ভাগবত একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :—

যথা ঘনোঽর্ক-প্রভবোঽর্ক-দর্শিতো হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ ॥
ভাগঃ ১২।৪।৩১

যেমন সূর্য্য হইতে উৎপন্ন (সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত জল, পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া আকাশে মেঘ আকার প্রাপ্ত হয়—ইহা সর্ব্বজন বিদিত) মেঘ, সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত, হইয়াও সূর্য্যের অংশভূত চক্ষুর আবরক তমোরূপে,—চক্ষুদ্বারা সূর্য্য দর্শনের—প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ অহংকার ব্রহ্ম হইতে গুণ রূপে—উৎপন্ন ও ব্রহ্মের ঈক্ষণে ক্রিয়াশীল হইয়া, ব্রহ্মের অংশভূত জীবাত্মার আবরক রূপে, তাহার—ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকে। ভাগঃ ১২।৪।৩১

১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায়,—১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সৃষ্টিচিত্র পর্য্যালোচনা করিলে উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১১।১-২-৩ ও ১২।৪।৩১ শ্লোকে কথিত মায়া, গুণের "মায়ামূলত্ব", বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়েই মায়া হইতে অভিব্যক্ত, অহংকারের "ব্রহ্মগুণত্ব" প্রভৃতি স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

১০৪। এই অহংকারই ব্যাবহারিক জীব। ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায়.—১০৫ অনুচ্ছেদে আলোচিত ব্যাবহারিক জগতের সহিত ইহারই কারবার। ইহারই সংসার, ইহারই ভোগ। ইহারই বন্ধন-মুক্তি। সমুদায়—শাস্ত্র—এই ব্যাবহারিক জীব সম্বন্ধে। পারমার্থিক জীবের সহিত ব্যাবহারিক জগতের—কোনও সম্পর্ক না থাকায়, তাহার সংসার ভোগ, সে কারণ—বন্ধন-মুক্তি নাই। শাস্ত্র তাহার জন্য নহে। সংসার বন্ধন হইতে ব্যাবহারিক জীবের মুক্তির—সহজ পন্থা কি ? ভাগবত ১২।৪।৩২ শ্লোক ইহার উত্তর দিয়াছেন। উক্ত শ্লোক ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায়—৮৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকে ভাগবত বলিলেন যে, আত্মার আবরক স্বরূপ—অহংকার—যখন ব্রহ্ম-

জিজ্ঞাসার দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ—উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় যে, মরণ-ধর্ম্মী দেহে আত্মবুদ্ধি থাকা হেতু, দেহে বর্ত্তমান থাকা কালে—অমৃত স্বরূপ ভগবানকে লাভ করা—অসম্ভব, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বর্ত্তমান আলোচ্য সূত্রের ৭৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৭।২২ শ্লোক ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব, ইহাই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির পরিচয় স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন। ইহা ত নূতন কিছু নহে, নিজের—স্বরূপানুভূতি। স্বরূপ ত সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। উহা ত খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না। নিজের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রের আলোচনায়—৭২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের—১১।২৮।৩৫ শ্লোকও সুস্পষ্ট বলিতেছেন যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কোনও নূতন বস্তুর জনক হয় না, পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বস্তুর (নিজ স্বরূপের) প্রকাশের আবরণ-স্বরূপ—অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংসে ইহার তাৎপর্য্য। (দেখ ১।১।১।১ সূত্রের অনুচ্ছেদ ৮৪)।

১০৫। ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনা ১১৮ অনুচ্ছেদে ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ সংখ্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উহার 'ট' চিহ্নিত সংখ্যা হইতে আমরা অহংকারের অভিমানাত্মিকা বৃত্তির পরিচয় পাইয়াছি। উক্ত বৃত্তির স্বভাব বশতঃ অহংকার যাহার সংস্পর্শে আসে, তাহাতেই আত্মাভিমান প্রয়োগ করিয়া, উপাধি বা দেহের সংস্পর্শে উহা "আমার দেহ" বিস্মৃত হইয়া, "আমিই দেহ" এই প্রকার অভিমান করে। এবং সেই হেতুতে, আমি রুগ্ন, আমি কৃশ, আমি ধনী, আমি নির্দ্ধন, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাকার ধারণায় মুগ্ধ হইয়া—সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। প্রকৃতির গুণজাত কোন ক্রিয়া-তে "আমি করিয়াছি" অভিমান করিয়া "কর্ত্তা" সাজিয়া বসে, এবং ফলে উক্ত ক্রিয়া জনিত ভোগ নিজের স্কন্ধে চাপাইতে বাধ্য হয়। বিষয় সংস্পর্শে—ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ স্বভাব বশতঃ ক্রিয়াশীল হইলে, অহংকার অভিমান বশতঃ আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা, আমি শ্রোতা ইত্যাদি কল্পনায়, আপনাকে বিষয়ে—হারাইয়া ফেলে। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৮।১৬ শ্লোকে কথিত, শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি যে অহংকারের, তাহা বুঝা কষ্টকর নহে। ইহা হইতে সহজেই সিদ্ধান্ত হয় যে, সংসার অহংকারের, ভোগ অহংকারের, দুঃখ-যন্ত্রণা অহংকারের, বন্ধ-মোক্ষ অহংকারের—বন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্তির—উপায় নির্দ্দেশক শাস্ত্র ও অহংকারের জন্য। জীবের স্বরূপের সহিত উহাদের কোনও সংস্রব নাই—উহা ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ন—ইহা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ৪।২৮।৫৫ শ্লোকে সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। এই কারণেই মুণ্ডকশ্রুতি ১।১।৫ মন্ত্রে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন

যে, বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র অপরা বিদ্যার—অন্তর্ভুক্ত। স্বর্গ, নরক এই অহংকারাত্মক ব্যাবহারিক জীবের। উহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় ও উক্ত অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্র সকলে নিবদ্ধ।

১০৬। এখন প্রশ্ন উঠে যে, অহংকার যদি জীবস্বরূপ হইতে পৃথক কিছু হয়, তবে তাহার স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের—অতি সংক্ষেপ উত্তর অধ্যাত্ম রামায়ণে প্রথম অধ্যায়ে "রাম হৃদয়" নামে পরিচিত কয়েকটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে। উহা হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিশদ্ করিবার চেষ্টা করি।

আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্।
জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ-আদি ১।৪৭

প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ।
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ-আদি ১।৪৮

আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ।
সাভাসবুদ্ধেঃ কর্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি।
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবাত্বঞ্চ তথাঽবুধৈঃ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ-আদি ১।৪৯

আকাশ ত্রিবিধ—সোপাধিক, নিরুপাধিক ও প্রতিবিম্বাখ্য। মহাকাশ সর্ব্বব্যাপী—উহা নিরুপাধিক। ঐ মহাকাশই জলাশয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া—জলাকাশ নামে কথিত হয়—উহা সোপাধিক। জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ—প্রতিবিম্বাখ্য আকাশ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সেই দৃষ্টান্তে—চৈতন্যও তিন নামে কথিত হইয়া থাকে—ব্রহ্মচৈতন্য—সর্ব্বব্যাপি, নিরুপাধিক। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্য—সোপাধিক—ইহাই জীবের স্বরূপ। আর চৈতন্য দ্বারা উদ্‌ভাসিত, স্বভাবতঃ স্বচ্ছস্বভাব বুদ্ধি হইতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা চিদাভাস, অহংকারে পতিত হওতঃ ক্রিয়াশীল হইয়া—জগদ্‌ব্যাপার—সম্পাদন করে। এই বুদ্ধি হইতে প্রতিফলিত সাভাস চৈতন্য বা চিদাভাসই উপরে অহংকার নামে কথিত হইয়াছে। ইহারই কর্ত্তৃত্ব—সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত, অবিচ্ছিন্ন, অবিকারীতে ভ্রান্তি হেতু আরোপ করিয়া মূঢ়গণ জীব নামে ব্যক্ত করে।

অঃ রাঃ আঃ-১।৪৭-৪৮-৪৯

১০৭। এ সম্বন্ধে মদালোচিত শান্তি গীতায়—পঞ্চম অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের আলোচনায় যাহা বলিয়াছি, তাহা উদ্ধার করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করি।

শ্লোকার্দ্ধটি এই :—সাভাসাহঙ্কৃতির্জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তাচ তত্রবৈ।

শান্তি গীঃ—৫।১৩

(অন্য শ্লোকার্দ্ধের প্রয়োজন নাই)

"তত্র" অর্থাৎ মায়া নিদ্রাবশে অবস্থান কালে, চিদাভাসের সহিত বর্ত্তমান ও তদ্বারা অবভাসিত এবং—সে কারণ চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীল অহংকারই ব্যাবহারিক জীব আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া সংসার রঙ্গমঞ্চে কর্ত্তা, ভোক্তা সাজিয়া অভিনয় করিয়া থাকে। শান্তি গীতা ৫।১৩

"জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম স্বরূপ হইতে অভিন্ন, এবং ব্রহ্ম নিরীহ, নিষ্ক্রিয়, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপাত্মক জীব স্বরূপের কোনও কর্ম্ম নাই এবং সে কারণ ভোগও নাই। তবে ব্যাবহারিক জগতে কে কর্ম্ম-সম্পাদন করে এবং কেইবা সুখ দুঃখ ভোগ করে, ইহা বুঝিবার জন্য সংক্ষেপ আলোচনার প্রয়োজন।"

"কোনও ঘরের অভ্যন্তরে একখানি স্বচ্ছ দর্পণ থাকিলে, সূর্য্যের বিকীর্ণ আলোকে ঘরখানি, তাহার অভ্যন্তরস্থ সমুদায়, এমন কি উক্ত দর্পণখানি পর্য্যন্ত, আলোকিত হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ প্রকাশ। কিন্তু উক্ত দর্পণ হইতে আলোক রশ্মি, ভিত্তি গাত্রে যেখানে পতিত হয়, তাহা অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সেইরূপ জীবের স্বরূপভূত হইতে বিচ্ছুরিত চৈতন্য কণা, দেহরূপ উপাধিকে বিকীর্ণ সূর্য্য কিরণের ন্যায়, আলোকিত করে। ইহা কূটস্থ চৈতন্য—ইহাই জীবের স্বরূপ। ইহা নিরীহ-নিষ্ক্রিয়।"

"উজ্জ্বল দীপালোক রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিয়া কর্ত্তা, অভিনেতা—অভিনেত্রী, দৃশ্যপট, দর্শকমণ্ডলী যেমন সাধারণভাবে আলোকিত করে, কূটস্থ চৈতন্য ও সেইরূপ—উপাধি (দেহ), উপাধির অন্তর্ভুক্ত চিত্ত-মন-বুদ্ধি-অহংকার-ইন্দ্রিয়গণ প্রভৃতিকে আলোকিত করিয়া, চৈতন্য সঞ্চারে ক্রিয়া সামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রাধান্য হেতু, বুদ্ধি স্বচ্ছ হওয়ায়, উহার উপর হইতে চৈতন্যালোক প্রতিফলিত হইয়া থাকে। ইহাই চিদাভাস। ঠিক আদর্শে-প্রতিফলিত সূর্য্যালোক ভিত্তিগাত্রে পতিত হওনের ন্যায়, এই চিদাভাস অহংকারে পতিত হইয়া উহাকে অধিকতর—আলোকিত করে। সে কারণ, উহাতে ক্রিয়া সামর্থ্যও সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর, অনুস্যূত হইয়া, উহাকে জগদ্ ব্যাপারে—প্রবর্ত্তিত করে। ইহাই ব্যাবহারিক জীব। ইহাই সংসার, ইহারই কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব—সে কারণ ইহারই স্বর্গ-নরক. ইহারই বন্ধ-মোক্ষ, ইহার সম্বন্ধেই

শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ। কূটস্থ জীব ত নিত্য মুক্ত, নিষ্ক্রিয়, নিত্য বুদ্ধ, সত্যস্বরূপ। তাহার সংসার, কর্ম্ম, ভোগ, বন্ধ, মোক্ষ, স্বর্গ, নরক, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ কিছুই নাই। নিত্য স্বরূপে অবস্থিত, অবস্থিত থাকিয়া—সর্ব্বদা আত্মারাম, আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মমিথুন।”

সুতরাং বুঝিলাম যে, শাস্ত্রোপদেশের সার্থকতা—ব্যাবহারিক জীবের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম সম্পাদনের পন্থা নির্দ্দেশ। যে কারণেই হউক, আমরা যখন ব্যাবহারিক জগতে ব্যাবহারিক জীব পর্য্যায়ে পড়িয়াছি, তখন যথাসাধ্য শাস্ত্র মানিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঘরে আগুন লাগিলে, কোথা হইতে কি করিয়া আগুন লাগিল, তাহার গবেষণায় না বসিয়া—অগ্নিনির্ব্বাণের যথা-সাধ্য চেষ্টা করতঃ, ঘর, ঘরে অবরুদ্ধ জীবগণের জীবন, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষা করাই—বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য—ইহাতে সন্দেহ নাই।

১০৮। বিষয়টি অন্যপ্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করি।

নারদ পঞ্চরাত্রে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে, জীবের সংজ্ঞা সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জীব—অর্থে মানব দেহধারী জীব বুঝিতে হইবে, কারণ—শাস্ত্র তাহারই জন্য, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ৺বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভাগবতের ১০।৮৭।২৮ শ্লোকের টীকায়—নারদ পঞ্চ-রাত্রের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটির উল্লেখ করিয়া, উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, শ্লোকে ব্যবহৃত “জীব” পদ যে শুধু সংসারে বদ্ধ জীব বুঝাইতেছে, তাহা নয়, মুক্ত ও সিদ্ধ জীবও উক্ত পদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার উক্তি তাঁহার কথাতেই বলি।

নারদ পঞ্চরাত্রের শ্লোকটি এই :—

যৎ তটস্থং তু বিজ্ঞেয়ং স্বসং বেদ্যাৎ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে ॥

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা :—যত্তটস্থং বিশেষতো জ্ঞেয়ং চিদ্‌বস্তুঃ স জীবঃ। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তীতি (বৃহ—২।১।২০)। স্বসংবেদ্যাৎ—চিৎ পুঞ্জাৎ ভগবতঃ সকাশাৎ বিনির্গতং চেৎ তদয়া গুণরাগেণ রঞ্জিতম্।

(ক) ‘বহিরঙ্গয়া মায়া’ শক্ত্যা স্বীয়ানাং গুণানাং রাগেন রঞ্জিতং মায়িকাকারং স্যাদিত্যর্থঃ’। (খ) ‘যদা তু কেবলয়া প্রধানা ভূতয়া বা ভক্ত্যা মায়োত্তীর্ণংস্যাৎ মধ্যে তদা অন্তরঙ্গয়া চিচ্ছক্ত্যা স্বীয় কল্যাণ গুণেন রঞ্জিতং—ভাগবতী অনুরক্তি কৃতং চিন্ময়াকার যুক্তং স্যাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ মায়া—চিচ্ছক্ত্যোস্তটস্থ বর্ত্তিত্বাৎ তটস্থমিতি

তন্নাম কৃতম্। (গ) যদা তু ভক্তি মজ্ জ্ঞানেন মুক্তঃ স্যাৎ তদা ব্রহ্মণি অপৃথগ্ ভূয়স্থিতং নৈব গুণরাগেণ রঞ্জিতম্॥"

সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।১।২০ মন্ত্রে কথিত, যেমন অগ্নিরাশি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ চিদ্‌ঘন ভগবান্ হইতে বিনির্গত চিৎকণ জীব (ক) বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত মায়ার স্বকীয়া সত্ত্ব-রজঃ-তমো গুণের রাগে রঞ্জিত হইয়া মায়িকাকার প্রাপ্তি হেতু "বদ্ধ জীব" আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে। (খ) উক্ত বদ্ধ জীব, নিষ্কাম ভক্তিযোগ সাধনায় মায়ার অধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ভগবানের অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি দ্বারা, উক্ত শক্তির স্বভাব সিদ্ধ কল্যাণ গুণে রঞ্জিত হওতঃ ভগবানে অনুরক্ত হইয়া চিন্ময়াকার প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি, সিদ্ধ ভক্ত আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে জীব—বদ্ধ ও সিদ্ধ অবস্থায়—মায়া ও অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি উভয়ের তটস্থ বলিয়া, তটস্থ নামে কথিত হইয়া থাকেন। (গ) বদ্ধ জীব যখন ভক্তি মিশ্র জ্ঞানযোগ সাধনায়, মায়ার অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মে অপৃথগ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকেন (অন্য কথায় সাযুজ্য বা একত্ব মুক্তি প্রাপ্ত হন) তখন নির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্তি হেতু, গুণ রাগে রঞ্জন সম্পূর্ণ ভাবে তিরোহিত হয়।

১০৯। উদ্ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রের শ্লোকটিতে ব্যবহৃত "স্ব স্বংবেদ্য" পদটিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উহার আক্ষরিক অর্থ—যিনি 'স্বস্মিন্'-আপনার অন্তরে, সম্যক্‌রূপে বেদ্য—অর্থাৎ যাঁহার বেদন বা অনুভূতি—নিজের অন্তরে সম্যক্ রূপে অনুভূত হয় বা প্রকাশ পায়। এই সূত্রের আলোচনায় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় না হইলেও বেদ্য—তাহার সমর্থন এখানে পাইলাম। এ সম্বন্ধে আলোচনা বর্ত্তমান সূত্রের ৫২ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে করা হইয়াছে। ভগবান্ অপার করুণায় সংসারে বদ্ধ জীবের বেদ্য হইয়াছেন বলিয়াই—, বদ্ধ জীব, সংসার বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, সিদ্ধ ও মুক্ত পদবীতে আরোহণ করিতে পারে। কি করিয়া সংসার বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ হয়, তাহার উপায় শাস্ত্রে কথিত আছে। এ কারণ শাস্ত্রের উপযোগিতা ও উপাদেয়তা। ভগবান্ নিজ মুখে গীতায় ১৬।২৪ শ্লোকে কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ের জন্য, শাস্ত্র প্রমাণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া সুস্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। উক্ত শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১১০। উপরে ১০২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১১।১-২-৩ শ্লোকত্রয়ের বদ্ধ মোক্ষ বস্তুতঃ কিছু নহে, উহারা—উপাধির অনুষঙ্গ মাত্র ইহা আমরা বুঝিয়াছি। জীবের স্বরূপের সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

জীব—প্রকৃতির গুণজাত উপাধিতে অভিমান প্রযুক্ত, আপনি আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। ইহা পারমার্থিক সত্য কিছু নহে। ব্যাবহারিক জগতে পরস্পরের সম্বন্ধে ব্যবহার নিষ্পাদনের হেতু বটে। কিন্তু ইহা ব্যাবহারিক বলিয়া পারমার্থিক সত্য না হইলেও ইহার ব্যাবহারিক অনর্থ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রচুর। ভাগবত বলিতেছেন :—

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।

এবং দেহাদয়োভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ং ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৫

যেমন প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি, আভাস, বস্তুতঃ অসৎ হইয়াও, ভয় মোহাদি অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহাদি দ্বৈত বস্তুসকল অবস্তু ও অসৎ হইয়াও মৃত্যু হইতে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ভাগঃ ১১।২৮।৫

এই ব্যাবহারিক অনর্থ হইতেই বদ্ধ জীবের—জন্মের পর জন্ম সংসারে গতাগতি হইতে থাকে। এই গতাগতি নিবারণের উপায় ব্যাবহারিক শাস্ত্রেই নিবদ্ধ। সেই ব্যাবহারিক শাস্ত্র সকলই, অঙ্গ-উপাঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদ, একারণ—ইহারা অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মুণ্ডক শ্রুতিতে কথিত।

১১১। উপরের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, অহংকারই ব্যাবহারিক জীব (দেখ অনুচ্ছেদ ১০৪)। এখন দেবর্ষি নারদের সংজ্ঞানুসারে বুঝিলাম যে,—বদ্ধ জীবই ব্যাবহারিক জীব। অহংকার ও বদ্ধ জীব তুল্য পর্যায় ভুক্ত বুঝা গেল। ইহাতে মনে দারুণ সংশয় হয় যে, বদ্ধ জীব, অহংকার বা ব্যাবহারিক জীবই বলি, সংসার ভোগ, জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ যাহার, তিনি ত স্বরূপ নিষ্ঠ জীব নহেন, তিনি বুদ্ধি হইতে প্রতিফলিত চিদাভাস মাত্র—সে কারণ উহা প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব বিম্বের উপরই নির্ভর করে—ইহা সুস্পষ্ট। এ কারণ অহংকারের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং উহা শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় হউক বা না হউক, তাহাতে ইষ্টাপত্তি কি? শাস্ত্র ত পরমতত্বে সে কারণ জীব স্বরূপে—প্রযোজ্য নহে। অতএব শাস্ত্রের অভিব্যক্তি—তাহাদের নিত্যকাল স্থায়িত্বের বা কি প্রয়োজন? আপত্তিটি অতি সাংঘাতিক। ইহার সমাধানের উপর সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র নির্ভর করে। ধীর ভাবে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাউক।

১১২। ১।১।২।২। ও ১।১।৩।৩। সূত্র দ্বয়ের পূর্ব্বকৃত আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে জ্যোতিঃ প্রবাহ বা ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের ভাষায় চিদণুর—স্ফুরণ সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে, সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, যেমন সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ড সকল ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বস্তুজাত অভিব্যক্ত

ও প্রকাশিত করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যষ্টি ও তদন্তর্ভুক্ত সমুদায়কে অভিব্যক্ত ও প্রকাশিত করে। উক্ত জ্যোতিঃ রশ্মি অত্যধিক সূক্ষ্ম বলিয়া, যেমন আমার দেহকে আলোকিত ও প্রকাশিত করে, সেইরূপ আমার দেহের অন্তরস্থ—চিত্ত-মনো-বুদ্ধি-অহংকার-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি সকলকে আলোকিত ও প্রকাশিত করে। অধ্যাত্ম রামায়ণে অবচ্ছিন্নবাদানুসারে ইহাকেই চিত্ত প্রভৃতির দ্বারা ব্রহ্ম চৈতন্যের অবচ্ছেদ বলা হইয়া থাকে। পরিভাষা ভিন্ন রূপ হইলেও বস্তুগত বিভিন্নতা নাই। যাহা হউক বুঝা গেল যে, আমার অন্তরস্থ অহংকার—অন্যান্য সকলের ন্যায় সাক্ষাদ্ ভাবে, অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্ম চৈতন্য দ্বারা আলোকিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, স্বচ্ছ দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক, ভিত্তি গাত্রে পতিত হইয়া, বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ঘরের অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সাধারণ ভাবে আলোকিত ভিত্তির বিশিষ্ট স্থান, অধিক আলোকিত ও প্রকাশিত করিয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। আমাদের বুদ্ধি-সত্ত্বগুণ প্রাধান্য হেতু স্বচ্ছ বিধায়, ব্রহ্মচৈতন্য উহাকে সাধারণ ভাবে আলোকিত ও প্রকাশিত করিবার পর, চিদাভাস রূপে বুদ্ধি হইতে প্রতিফলিত হইয়া, সাধারণ ভাবে প্রকাশিত ও আলোকিত অহংকারকে অধিকতর আলোকিত ও প্রকাশিত করিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই সংঘটিত হয়। ইহাকে অন্য কথায় বলা হয় যে, অহংকারে ব্রহ্মচৈতন্যের উপর চিদাভাসের রঞ্জন লাগে। এই চিদাভাসের সহিত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মজাত ভূত সূক্ষ্ম সকল—যাহা পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে ছিল (ব্রহ্মসূত্র ৩.।১ ও ৩।১।৮ সূত্র) অহংকারে—অনুপ্রবিষ্ট হয়। সুতরাং অহংকারে—চিদাভাসের অনুপ্রবেশ বলাও যা—আর অহংকার প্রাকৃতিক গুণরাগে রঞ্জিত বলাও তাই। একারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, ব্রহ্মচৈতন্যাত্মক ভিত্তির উপর চিদাভাস প্রাকৃতিক গুণজাত রঞ্জন লাগাইয়া দেয়। ইহার ফলে অহংকারের সহিত একদিকে ব্রহ্মচৈতন্যের সম্বন্ধ ও অপরদিকে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ—উভয় সম্বন্ধই বর্ত্তমান। ইহার জন্য "হৃদয়-গ্রন্থি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

১১৩। উপরে "রঞ্জন" লাগাইবার যে কথা বলিলাম, তাহা আমরা প্রত্যক্ষতঃ বস্তুগত ভাবে দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রে দেখিতে পাই। বাংলার বাহিরে উক্ত অমাবস্যা "দেওয়ালী" নামে পরিচিত। উক্ত রাত্রে—প্রত্যেক হিন্দুর বাটী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া থাকে, তাহা সত্ত্বেও বাটীর বালক-বালিকারা, লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রঙের আলোক জ্বালাইয়া, আলোকমালার শ্বেত

আলোকের উপর—লাল, নীল, সবুজ রঙের রঞ্জন লাগাইয়া—আনন্দ উপভোগ করে। ইহা উক্ত বালক-বালিকাগণের খেলা ও আনন্দ উপভোগের নিদর্শন। ভগবান্ ত **"জগৎ ক্রীড়নক", "ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতম্"** (ভাগবত ৮।২২।২০)—**"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"** (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩)—তিনিও ক্ষুদ্র বালক-বালিকার ন্যায় খেলা করেন এবং তাঁহার খেলার উপকরণ—জীব ও জগৎ। খেলার বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য,—নিত্য, শাশ্বত, অবিকারী, বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক ব্রহ্মচৈতন্যের উপর "লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা" (শ্বেতাঃ ৪।৫)—"অজা" প্রকৃতির রঞ্জন লাগাইয়া দেন।

১১৪। উপরে আলোচনায় অহংকারের দুটি দিকের পরিচয় পাইয়াছি। উহার যে দিকটি প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত, শাস্ত্রের কারবার সেই দিকটি লইয়া। সেই দিকটি—আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত—আপেক্ষিকতা ছাড়িয়া প্রকৃতির অবস্থান অসম্ভব। অন্য পক্ষে শাস্ত্র মানবের ভাষায়—নিবদ্ধ বলিয়া এবং ভাষা—মানবের চিন্তা ও বুদ্ধির সিদ্ধান্ত—উভয়ের বৈখরী অভিব্যক্তি হেতু—উহাও আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং অহংকারের এই দিকটি, আপেক্ষিকতার দৃষ্টিতে, শাস্ত্রের সহিত, সমপর্য্যায়ভুক্ত হওয়ায়, শাস্ত্রের নির্ণয়ের, সিদ্ধান্তের বা উপদেশের স্পন্দন গ্রহণ করিতে সমর্থ। সমজাতীয় পদার্থের পরস্পর স্পন্দন গ্রহণ, জগৎ-বিধারণের অব্যভিচারী নিয়ম। অহংকারের এই দিকটি অবশ্য বুদ্ধি হইতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা চিদাভাস হইতে অভিব্যক্ত—এ জন্য ইহার অস্তিত্ব—বুদ্ধির অস্তিত্বের সহিত জড়িত। যতদিন বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন চিদাভাসও বর্ত্তমান থাকিবে। বুদ্ধিতে যতদিন মল বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সেই মল (ভূত-সূক্ষ্ম) চিদাভাসের সহিত অহংকারে—অনুপ্রবেশ করিবে, সুতরাং ততদিন শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য। বুদ্ধির মলিনতা—শাস্ত্র বিধান মত "সংরাধন" (সূ ৩।২।২৪) অনুষ্ঠানে অপসারিত হইলে, বুদ্ধির আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। উহা আত্মার সহিত অধ্যাত্ম রামায়ণের ভাষায়—অবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম চৈতন্যে মিলিয়া যায়। এইজন্য ৺পরমহংসদেব বলিয়াছেন, নির্ম্মল বুদ্ধি ও আত্মা এক। বুদ্ধির মলিনতাই উপাধি গঠন করিয়া অবচ্ছেদ সংঘটন করিয়াছিল, মলিনতা অপসারণে উপাধির ধ্বংসে অবচ্ছেদ বিনাশ প্রাপ্ত হইবার সংঙ্গে সংঙ্গে, বুদ্ধি—ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত মিলিয়া গেল। তখন ব্রহ্ম-চৈতন্য—তটস্থ চৈতন্য—বা স্বরূপ প্রাপ্ত জীব রূপে নিজ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। সংসারে গতাগতিরও অবসান ঘটিল। অহংকারও বুদ্ধির সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। সুতরাং অহংকার—শাশ্বত নয়—একথা সত্য।

১১৫। তাহা হইলেও, সৃষ্টির আদি হইতে, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিয়া, জগদ্‌-ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে, এবং যতদিন না, বুদ্ধি মলিনতা-শূণ্য হইয়া আত্মার সহিত তাদাত্ম্যে মিলিত হইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, ততদিন ঐরূপ চলিতে থাকিবে। একারণ—ততকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে। কোন একজন বিশেষ মানব, শাস্ত্র বিহিত সংরাধনের অনুষ্ঠানে বুদ্ধির মলিনতার অপসারণে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেও, অপর অগণ্য মানবদেহধারী জীব বর্ত্তমান থাকিয়া, এবং ক্রমবিবর্ত্তনের বিধানানুযায়ী নিকৃষ্ট স্তরের জীব হইতে ক্রমোন্নতি লাভ পূর্ব্বক মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মানব প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে ও সংগে সংগে শাস্ত্রের ও অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রক্ষা করিয়া থাকে। এজন্য শাস্ত্র সকলের নিত্যকাল অবস্থিতির বিধান—পরম কল্যাণময় ভগবান্ কর্ত্তৃক বিহিত।

১১৬। এখন উপরে উদ্ধৃত নারদ পঞ্চরাত্রের জীব সংজ্ঞা নির্দ্দেশক শ্লোকে ব্যবহৃত "স্বসংবেদ্য" পদের মধ্যে যে রহস্য অর্থ রহিয়াছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। উপরে বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ এবং সে কারণ জীবের—পারমার্থিক স্বরূপ, শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় না হইলেও, বেদ্য বটে। ভাগবত ও ১।১।২ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন **"বেদ্যং বাস্তববস্তুমাত্র শিবদম্"**। গীতার ১৫।১৫ শ্লোকে ভগবান্ সুস্পষ্ট বলিলেন—**"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"**। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই বেদন বা ভগবদনুভূতি—অন্য কথায়—নিজের পারমার্থিক স্বরূপ জ্ঞান—কাহার? ইহা ভগবানের হইতে পারে না—তিনি ত "নিজ বোধরূপঃ"। তিনি সদ্‌ঘন, চিদ্‌ঘন, আনন্দঘন (নৃসিংহ-পূর্ব্ব-তাপণী ১।৬)। তিনি **"আত্মনি গূঢ় বোধঃ"** (ভাগঃ ১২।৮।৪৩)। উক্ত বেদন—জীব সংজ্ঞক স্বরূপ প্রাপ্ত তটস্থ জীব চৈতন্যের হইতে পারে না—কারণ উহা ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ন। (ভাগঃ ৪।২৮।৫৫)। অতএব ভগবত্তত্ত্ব বা নিজের স্বরূপ জ্ঞান—অহংকারেরই বেদ্য। কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব অত্যধিক সূক্ষ্ম। উহার অনুভূতি জনিত স্পন্দন গ্রহণ করিতে হইলে, উহার সমজাতীয় হওয়া প্রয়োজন। মুণ্ডক শ্রুতি স্পষ্ট বলেন **"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"**। (মুণ্ডক ৩।২।৯)। ব্রহ্মকে জানিতে হইলে ব্রহ্ম হইতে হয়।

১১৭। উপরের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি—অহংকারের দুটি দিক—একটি দিক সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা আলোকিত ও প্রকাশিত, অপর দিক—প্রকৃতির গুণ রঞ্জনে রঞ্জিত। এতক্ষণ দ্বিতীয় প্রকার দিকের আলোচনা করা হইল। প্রথম দিকটি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মচৈতন্য বা তটস্থ চৈতন্যের

সহিত সম্বন্ধ যুক্ত বলিয়া—উহা তাহার সমজাতীয়—একারণ উক্ত দৃষ্টিতে অহংকার—ভগবত্তত্ত্বের অনুভূতি লাভে সর্ব্বথা সমর্থ এবং সেই জন্যই শাস্ত্রের—উপদেশ সার্থকতা লাভ করে। অহংকার—বুদ্ধির অভিমানাত্মিকা বৃত্তি বশতঃ স্বভাবতঃই উহারই "জ্ঞাতা" বলিয়া অভিমান হইয়া থাকে। উহার অন্তরে যে "জ্ঞেয় আমি" বর্ত্তমান আছে, সে জ্ঞান জগদ্‌ ব্যাপার সম্পাদন কালে প্রকটিত হয় না। সংরাধনের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফলে উক্ত জ্ঞান ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া নিঃশ্রেয়স বিধানে মানব জীবন কৃতার্থ করে। এই "জ্ঞেয়" আমির জ্ঞানই ভগবত্তত্ত্ব জনিত অতি সূক্ষ্ম স্পন্দন, তখন "জ্ঞাতা" অভিমানে অভিমানী অহংকার—গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অহংকারে অবস্থিত এই উভয়াত্মক ভাব, মুণ্ডকশ্রুতি ৩।১।১ মন্ত্রে রূপক ভাবে দেহরূপ বৃক্ষে দুটি পক্ষীর বন্ধুভাবে অবস্থানের দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন। উক্ত দুটি পক্ষীর মধ্যে যেটি বৃক্ষের - ফলভোগকারী, সেটি জ্ঞাতা আমি—প্রাকৃতিক গুণরঞ্জনে রঞ্জিত জীব নামধারী—ব্যাবহারিক জগতে ব্যাবহার সম্পাদনকারী অহংকারের ব্যাবহারিক মূর্ত্তি। অপরটি সাক্ষিরূপে—অবস্থান করে, বৃক্ষের ফল ভোগ করে না—উহা উপরে কথিত জ্ঞেয় আমি—অহংকারের পারমার্থিক মূর্ত্তি। বুদ্ধির পৃথক্‌ অস্তিত্বের ধ্বংশের সঙ্গে সঙ্গে অহংকার নাশপ্রাপ্ত হইলে—উহা তটস্থ চৈতন্যে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থান করে। তখন ইহা সিদ্ধ বা মক্ত জীব। শাস্ত্রে এই অবস্থা লাভকে মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

১১৮। অহংকার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। শ্রুতিতে অহংকারের স্থান ও স্বরূপ নির্দ্দেশ কি প্রকার, তাহা বলা হয় নাই, তাহারই সংক্ষেপ উল্লেখ করিব। "অহংকার"—পদের বাংল. অর্থ "অহং অহং করা" অর্থাৎ যখন যাহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহাতে আত্ম-অভিমান। যেমন, ক্রিয়া সম্পর্কে—কর্ত্তা অহং, দৃশ্য সম্পর্কে—দ্রষ্টা, ভোগ্য সম্পর্কে—ভোক্তা, গান-বাজনা শোনা সম্পর্কে—শ্রোতা, শরীর সংস্পর্শে—রুগ্ন অহং, কৃশ অহং ইত্যাদি। অহংকার বা বদ্ধ জীবের এই যে অহংভাব—ইহাকে শ্রুতি, লৌকিক, তুচ্ছ বলিয়াছেন—মহোপনিষৎ বলিতেছেন :—

পাণিপাদাদিমাত্রোঽয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ।
অহংকারস্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ ॥

মহোপনিষৎ ৫।৭২

হস্তপদাদিমাত্র যুক্ত এই দেহ—অহম্‌-এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক অহংকার লৌকিক ও তুচ্ছ। মহোপনিষৎ ৫।৭২

এই অহংকার—সম্পূর্ণ আত্ম-দেহ-কেন্দ্রিক। ইহাতে 'ত্বম্' বা 'অন্যৎ'—কোনও কিছুরই স্থান নাই। ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন ঃ—

অহমন্য ইদং চান্যৎ ইতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ। মহোঃ ৬।১২

এই লৌকিক বা তুচ্ছ অহংকারই ব্যাবহারিক জগতে ব্যবহার সম্পাদনকারী বদ্ধ বা ব্যাবহারিক জীব। ইহার আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভিন্ন অহংকারের অপর একটি দিক আছে, তাহাও উপরের আলোচনায় বলা হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত গীতায় 'ভূয়ো ভূয়ঃ' দেখিতে পাই। ভগবান্ আপনাকে "অহং" পরিচয়ে গীতায় ভূয়ো ভূয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—"**অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ**" ইত্যাদি গীতা—৯।১৬। "**পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ**"---গীঃ ৯।১৭, "**অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ**"—গীঃ ১০।৮, "**অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ**"—গীঃ ৯।২৪, "**সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ**"—গীঃ—১৫।১৫, আর কত বলিব? ভগবানের নির্দ্দেশক এই অহং মূল "অহং"। ইহা ত্বম্, অন্যৎ, সমুদায়কে ক্রোড়ীকৃত ও আত্মস্থ করিয়া—নিজ অপ্রচ্যুত স্বরূপে, অচিন্ত্য বৈভবে চির বর্ত্তমান। শ্রুতি ইহাকে "পরমা অহংকৃতিঃ" বলিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান অর্পণ করিয়াছেন। শ্রুতির মন্ত্রটি এই ঃ—

অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি সংবিদ্ যা পরমা সা অহংকৃতিঃ॥ মহোঃ ৫।৮৯

এই সমগ্র বিশ্বই আমি। আমি পরমাত্মা, আমি অচ্যুত (চির পূর্ণ) আমি ছাড়া পৃথক্ অন্য কিছুই নাই—এই যে জ্ঞান—ইহা পরমা অহংকৃতি।

মহোঃ ৫।৮৯

১১৯। বহু জনাকীর্ণ একটি বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ বায়ু, অভ্যন্তরস্থ জনগণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে—দূষিত হইলে, ঘরের দ্বার, গবাক্ষ খুলিয়া দিলে, উক্ত দূষিত বায়ু, দোষ পরিহারপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ উপাধিতে আবদ্ধ অহংকার, নানাবিষয়ে—আত্মাভিমান হেতু, উদার ভাব পরিহারপূর্ব্বক আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে, শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে সংরাধন অনুষ্ঠানে, উহার দূষিত সংকীর্ণ ভাব দূরীভূত হইয়া, সর্ব্বাত্মক ভাব প্রকটিত হয়। শ্রুতির উপরে উদ্ধৃত ৫।৮৯ মন্ত্র ইহাই স্পষ্টভাবে বলিলেন। এই শ্রুতিমন্ত্র আরও আলোচ্য সূত্রের আলোচনায় ৯১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভগবান বশিষ্ঠদেবের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের—নির্ব্বাণোত্তর ভাগের ১২৪।৬ শ্লোক সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন। বদ্ধ জীব অগণ্য—

সুতরাং বিভিন্ন উপাধিতে আবদ্ধ অহংকার—অসংখ্য—এই অসংখ্য "নানা" যখন সর্ব্বাত্মক "অনানা"-তে মিলিয়া যায়, তখনই শাস্ত্র সকলের উপদেশও জীবনব্যাপী সংরাধন, সার্থকতা লাভ করে। সৃষ্টির কল্যাণপ্রসূ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করে। ক্রমবিবর্ত্তন ও তাহার পরিণতিতে ক্রমোন্নতি পরিপূর্ণভাবে সাধিত হয়। ব্যাবহারিক জীবের ব্যাবহারিক জগতে ব্যবহার শেষ হয়, পারমার্থিক জীব ভাবে স্বীয় স্বরূপে শাশ্বত অবস্থান লাভ করে। এক কথায়, জীব-জীবত্বের—পূর্ণ পরিণতি ব্রহ্মত্ব লাভ করে। চিৎকণা-চিৎঘনে মিশিয়া যায়। স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিরাশিতে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। চিৎ সূর্য্য হইতে প্রসূত কিরণ কণা, পুনরায় চিৎ সূর্য্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শাশ্বত বিশ্রান্তি লাভ করে। শ্বেতাশ্বঃ শ্রুতির ৫।৯ মন্ত্র কথিত, অতি ক্ষুদ্র জীবের—অনন্ত সম্ভাবনা প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রসকল সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম বা পরম তত্ত্বকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও, উহাদের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা, শাস্ত্রীয় উপদেশ সকলের অবশ্য পালনীয়, বুঝা গেল।

২২) তত্ত্বমসি।

১২০। আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিলাম যে, যদিও বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, হিমগিরির তুলনায় একটি অতি সূক্ষ্ম বালুকা কণা হইতেও নগণ্য, তথাপি শ্রুতির উক্তি অনুসারে আমাদের সম্ভাবনা অনন্ত। শ্বেতাশ্বর শ্রুতির—৫।৯ মন্ত্রের উল্লেখ উপরে করিয়াছি—নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ শ্বেতাঃ ৫।৯

একটি সূক্ষ্ম কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া, তাহার একখণ্ডকে আবার শত ভাগ করিলে, যত সূক্ষ্ম হয়, জীব তত সূক্ষ্ম বলিয়া কল্পিত হইলেও তাহার অনন্ত সম্ভাবনাও কল্পিত হইয়া থাকে। শ্বেতাঃ—৫।৯

মনে রাখিতে হইবে যে, মন্ত্রে ব্যবহৃত "শত", সংখ্যা নির্দ্দেশক নহে। উহা অসংখ্যের উপলক্ষণে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও লক্ষ করিতে হইবে যে, উদ্ধৃত মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে "কল্পিত" ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে "কল্পতে" এই উভয় পদের ব্যবহার গূঢ় অর্থ প্রকাশক। শ্রুতি জানেন যে, ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বের অংশ বা ভাগ সম্ভব হয় না—উহা চির পূর্ণ। ইহা জানিয়াও অজ্ঞ-শিষ্যের বুঝিবার সুবিধা বিধানের জন্য ভাগ "কল্পনা" করিয়াছেন এবং জীব স্বরূপ ও ব্রহ্ম স্বরূপ অভেদ বলিয়া, উক্ত কল্পিত ভাগের উন্নতির অনন্ত সম্ভাবনা ও "কল্পিত" বলা হইয়াছে। যাহা

পরমতত্ত্বের সহিত তত্ত্বতঃ অভেদ—তাহার আবার অবনতি বা উন্নতি কি? ইহা অন্তরে গূঢ়ভাবে রাখিয়া,—শ্রুতি উদ্ধৃত মন্ত্রে ঐরূপ লৌকিক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন—বুঝিতে হইবে।

১২১। এই অনন্ত সম্ভাবনা কতদূর? অনন্তের সীমা অনন্তেই—ইহা কি বলিতে হইবে? ইহা দেশ কালের দ্বারা নিবদ্ধ নহে—উহাদের উর্দ্ধে। ইহা পরব্রহ্ম প্রাপ্তি। অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত এবং সে কারণ বহু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, শত, শত, লক্ষ, লক্ষ, জন্মের পর জন্ম ব্যাপিয়া হারান ও নষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান নিজ স্বরূপের—সাক্ষাৎ লাভ ও তাহাতে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। এই অনন্ত সম্ভাবনার উপায় নির্দ্দেশে বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রের সার্থকতা—ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে। মায়ার প্রভাবে স্বরূপ আবৃত ও অন্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। মায়ার প্রভাব কাটাইবার জন্য, বেদাদি অপরা বিদ্যার (মুণ্ড ১।১।৫) অভিব্যক্তি —ইহাও আগে বলা হইয়াছে। শাস্ত্র সকল মায়া বদ্ধ মানব দেহধারিগণের—ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহারা মায়ার সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হওয়ায়, অপরা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই একই কারণে—ইহাদের উপদেশ, মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি দানের সম্পূর্ণ সামর্থ্য রাখে। ঠিক যেন বিষ দ্বারা বিষক্ষয়। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করিয়া উপসংহার করিব।

১২২। ভগবান্ গীতায় ১৫।৭ শ্লোকে জীব তাঁহার অংশমাত্র নির্দ্দেশের জন্য সুস্পষ্ট বলিয়াছেন **"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"** কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভাগ নির্দ্দেশ তাঁহারও অভিপ্রেত নহে। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগৎ হইতে দৃষ্টান্ত মাত্র দিয়াছেন—ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব হইতে জীবের—প্রতীয়মান ক্ষুদ্রত্ব বুঝাইবার জন্য। ভগবান্ সূত্রকারও শ্রুতির ও ভগবানের উক্তির নিদর্শনে, প্রপঞ্চ জগতের দৃষ্টান্তে—জীব হইতে ব্রহ্ম অত্যধিক—ইহা বুঝাইবার জন্য **"অধিকন্তু ভেদ ব্যপদেশাৎ"** ২।১।২৩ সূত্র রচনা করিয়াছেন। কি শ্রুতি, কি গীতা, কি ব্রহ্মসূত্র—তিনেরই ব্যাবহারিক জগতের দৃষ্টান্তে ব্যাবহারিক জীবের—বুঝিতে সুবিধা প্রদানের জন্য, ভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার অন্য মহদুদ্দেশ্য আছে। তাহাই আমাদের আলোচ্য।

১২৩। হিমালয় পর্ব্বত হইতে বিচ্যুত ও নদী প্রবাহে দূরে নীত, একটি অতি ক্ষুদ্র বালুকাকণা হইতে হিমালয় অত্যধিক বটে—কিন্তু উভয়ে তত্ত্বতঃ অভেদ ও বটে। উক্ত বালুকাকণার তত্ত্ব সম্যগ্‌ভাবে জানিতে পারিলে, সমগ্র

হিমালয়ের তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে না। একটি অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ হইতে দাবানল অত্যধিক বটে, কিন্তু উক্ত স্ফুলিঙ্গের তত্ত্ব সম্যগ্ভাবে অবগত হইলে, অগ্নিরাশির তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে না। একটি কিরণকণা তেজোময় সূর্য্য হইতে নগণ্য বটে, কিন্তু উক্ত কিরণকণার—তত্ত্ব সম্যগ্ভাবে জানিতে পারিলে, সূর্য্যের তত্ত্বও জানা হইয়া যায়। ইহা আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে বুঝিতে পারি। উহার সমন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায়—১৩১ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। সুতরাং ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জীব—ভগবান্ বা পরমতত্ত্ব হইতে অতিক্ষুদ্র, নগণ্য হইলেও, জীবের তত্ত্বালোচনায় ব্রহ্মের—তত্ত্ব মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতির উপদেশ। শুধু—উপদেশ দিয়াই শ্রুতি কর্ত্তব্য সমাধান করেন নাই। উপদেশ পালনে উভয়ের অভেদত্ব কিরূপে—সাধকের বিশুদ্ধ মানস চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, তাহা বুঝাইতেও শ্রুতি কার্পণ্য করেন নাই। শ্রীগুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

১২৪। শ্রুতিতে নানা প্রকার উপাসনার বা সংরাধনের উপদেশ আছে। উহাদের মধ্যে যে কোনটির শাস্ত্র সম্মত সম্যগনুষ্ঠানে, জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্বাবগতির সহিত, উভয়ের অভেদত্ব অপরোক্ষানুভূতি গোচর হইয়া উপাসককে স্তম্ভিত করে। শ্রুতিগণের উপদেশের সার স্বরূপ কয়েকটি, মহাবাক্য বিভিন্ন শ্রুতিতে কথিত আছে। শুক রহস্যোপনিষৎ চারিটি মহাবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা —**"ওঁম্ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"**। **"ওঁম্ অহং ব্রহ্মাস্মি"**। **"ওঁম্ তত্ত্বমসি"**। **"ওঁম্ অয়মাত্মা ব্রহ্ম"**। উহাদের মধ্যে ছান্দোগ্য শ্রুতি কথিত মহাবাক্য **"ওঁম্ তত্ত্বমসি"**র যথাশক্তি আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য বিশদ্ করিবার চেষ্টা করিতেছি। অধ্যাত্ম রামায়ণের—উত্তরাকাণ্ডে, পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত লক্ষ্মণের প্রার্থনায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবার জন্য, উক্ত মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া গুরুর কর্ত্তব্য সমাধা করিয়াছেন। আমি শ্রীশ্রীরাম গীতায় আলোচনায় যাহা বলিয়াছি, তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি। উক্ত শুক রহস্য—উপনিষদে, উক্ত **"তত্ত্বমসি"** মহাবাক্যের অঙ্গীভূত তৎ—ত্বম্—অসি এই তিন পদের প্রত্যেকটিকে এক একটি মহামন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেকের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ, শক্তি, কীলক প্রভৃতির—উল্লেখ করিয়া, প্রত্যেকের অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস, ধ্যান, জপ প্রভৃতির বিধান করিয়াছেন। বর্ত্তমান আলোচনায় আমাদের সে সকল বিস্তারের প্রয়োজন নাই। আমরা শ্রীশ্রীরাম গীতার পদানুসরণে অগ্রসর হইতেছি।

১২৫। প্রথম প্রশ্ন উঠে যে, চারটি মহাবাক্য থাকিতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অন্যগুলি পরিত্যাগ করিয়া "**তত্ত্বমসি**" বাক্যটি গ্রহণ করিলেন কেন ; এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া, শ্রীশ্রীরাম গীতার আলোচনায় যাহা বলিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। "এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্যক্ষ দেহাত্মবুদ্ধি হইতে, পরোক্ষ—আত্মতত্ত্ব জ্ঞানে শিষ্যকে উন্নয়ন করিতে হইলে, এই মহাবাক্য অবলম্বনই সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য উপায়। কেহই আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না। আমি আছি, কি নাই, এ সন্দেহ কাহারও মনে উদয় হয় না। সকলেই "আমি আছি" এই জ্ঞান দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাকে। যদিও প্রতিদিন আমাদের সমক্ষে কত শত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, আমরা দর্শন করি, এবং ক্ষণে ক্ষণে আমাদের পরিবর্ত্তনও আমাদের কাছে লুক্কায়িত থাকে না, পরিণামে আমরাও যে মৃত্যুমুখে পতিত হইব, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ কাহারও মনে উদয় হয় না, তথাপি মৃত্যুর পর আমরা যে লোপ প্রাপ্ত হইব, এ চিন্তা, আমরা ধারণা করিতে পারি না। আমাদের এই সাধারণ চিন্তা পদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়া, প্রত্যক্ষ হইতে পরোক্ষ পরম ও চরম জ্ঞানে পৌঁছিবার সুগম পথ—আলোচ্য মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধি।"

১২৬। ইহার পরে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র উক্ত শ্রীশ্রীরামগীতায়—২৫ শ্লোকে বলিতেছেন :—"বাক্যার্থের" যথার্থ জ্ঞান করিতে হইলে প্রথমে বাক্যের অবয়বীভূত পদ সকলের যথাবিধি অর্থজ্ঞান আবশ্যক। "**তত্ত্বমসি**" মহাবাক্যের অবয়বস্বরূপ তিন পদ—তৎ-ত্বম্-অসি। ইহাদের মধ্যে "তৎ" পদ পরমাত্মা "ত্বম্" পদে জীব এবং "অসি" পদ দ্বারা "তৎ" এর সহিত "ত্বম্" এর অভেদ জ্ঞাপন করা হইতেছে। রামগীতা ২৫।

এই অভেদ কি প্রকারে বুঝিতে হইবে, তাহা ২৬ শ্লোকে বলিতেছেন :—"তৎ" পদের দ্বারা লক্ষিত পরমাত্মা পরোক্ষবাচী. "ত্বম্" দ্বারা লক্ষিত জীব প্রত্যক্ষবাচী। সুতরাং জীব ও পরমাত্মা—উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ—পরোক্ষ বিরোধ বর্ত্তমান। জীব ও পরমাত্মার—এই বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া—যুক্তি-বিচার দ্বারা, "তৎ" ও "ত্বম্" এই উভয় পদ দ্বারা লক্ষিত চৈতন্যরূপতা-রূপ অভেদ, জহদজহল্লক্ষণা দ্বারা সাধন করিয়া, অন্য কথায় "ত্বম্" ও "তৎ" পদদ্বয়ের শোধন করিয়া, আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভেদ জ্ঞান করতঃ অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে। রামগীতা ২৬।

১২৭। ২৫ ও ২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছেঃ—"**তত্ত্বমসি** পদ তৎ-ত্বম্-অসি—এই তিন পদের মিলনে উৎপন্ন। উহাদের মধ্যে "তৎ"—পরোক্ষ ব্রহ্মের বাচক-(গীঃ ১৭।২৩)—ব্রহ্ম—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, চিদ্‌ঘন। ত্বম্"—প্রত্যক্ষ—শিষ্যের বাচক। "ত্বম্"—জীব—অল্পজ্ঞ, অত্যল্প শক্তিমান, চিৎকণ। "অসি"—"তৎ" ও "ত্বম্"—উভয়ের সমানাধিকরণবাচী—উভয়ের অভেদ প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য্য। এই অভেদ প্রতিপাদন কি প্রকারে হয়, ইহাই বিস্তারিতভাবে শ্রীশ্রীরামগীতা হইতে বলিতেছি।

বাক্যের অর্থ তিন প্রকারে গ্রহণ করা হইয়া থাকে—

(১) বাচ্যার্থ, (২) লক্ষ্যার্থ ও (৩) ব্যঙ্গ্যার্থ—যথা সাহিত্য দর্পণেঃ—

বাচ্যার্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়ামতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্র শব্দস্য শক্তয়ঃ ॥

কোনও বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে, ঐ বাক্যের প্রতি পদের অর্থ প্রতীতি প্রয়োজন। প্রতি পদের বা শব্দের অর্থ-শক্তি তিন প্রকার—(১) বাচ্যার্থ—ইহা উক্ত শব্দের ধাতু-প্রত্যয় (অভিধা) হইতে বুঝিতে হয়। যেখানে বাচ্যার্থে—অর্থ প্রতীতি হয় না, সেখানে লক্ষণার সাহায্য প্রয়োজন—ইহা (২) লক্ষ্যার্থ। এতদ্‌ভিন্ন শব্দের ব্যঞ্জনা হইতেও তৃতীয় প্রকারে অর্থ-প্রতীতি হইয়া থাকে। বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ দ্বারা অর্থ প্রতীতি না হইলেই ইহার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থগ্রহণ প্রয়োজন। প্রতি পদের বাচ্যার্থ গ্রহণে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য গ্রহণ সম্ভব হয় না। উক্ত বাক্যে পরোক্ষবাচী "তৎ" পদবাচ্য পরমাত্মার সহিত, প্রত্যক্ষবাচী "ত্বম্" পদবাচ্য জীবের অভেদ প্রতিপ্যাদনে, উহার তাৎপর্য্য। প্রতিপদের, বাচ্যার্থ দ্বারা উক্ত—তাৎপর্য্য প্রতীত হয় না, এ কারণ লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১২৮। লক্ষণা তিন প্রকার—জহল্লক্ষণা, (২) অজহল্লক্ষণা ও (৩) জহদজহল্লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা। "জহৎ" শব্দ "হা" ধাতু হইতে উৎপন্ন। "হা" ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ করা। যেখানে কোনও পদ নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া তৎসম্বন্ধী কোনও তৃতীয় পদকে লক্ষ্য করে, সেখানে "জহল্লক্ষণা" বুঝিতে হইবে। যেমন—

"গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি"। বাক্যে—ভগীরথ খাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহে—(অর্থাৎ গঙ্গানদীতে) ঘোষের বা গোপালকের—গোগণের সহিত, বাসের হেতু, আধার-আধেয় সম্বন্ধ নাই। এ কারণ—উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণের জন্য

"গঙ্গায়াং" পদে উক্ত জলপ্রবাহ না বুঝাইয়া—উহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত "তীর" বুঝিতে হইবে। "গঙ্গায়াং" পদের স্বার্থ পরিত্যাগ হেতু ইহা জহল্লক্ষণার দৃষ্টান্ত। অজহল্লক্ষণার দৃষ্টান্তে—"শোণো ধাবতি" বাক্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। "শোণো পদের" অর্থ রক্তবর্ণ—উহার ধাবন সম্ভব নহে। যাহার আশ্রয়ে "শোণ" বা রক্তবর্ণ বর্ত্তমান, এমন কোনও ধাবনের উপযোগী—অশ্ব বা গো অথবা অন্য কোনও জন্তু—উক্ত "শোণ" পদের লক্ষ্য বুঝিয়া, তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। এখানে "শোণ" পদের স্বার্থ রক্তবর্ণ পরিত্যাগ করিতে না হওয়ায় তৎপরিবর্ত্তে রক্তবর্ণ অশ্ব, গো বা অন্য জন্তু—উহার লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করায়, ইহা অজহল্লক্ষণা বুঝিতে পারা গেল। যেখানে বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে, উক্ত বাক্যের অবয়বীভূত পদ সকলের স্বার্থের কতকাংশ গ্রহণ ও কতকাংশ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেখানে পরিত্যাগ ও গ্রহণ উভয় বর্ত্তমান থাকায় এবং সে কারণ স্বার্থকে ভাগ করার ন্যায় প্রতীতি হওয়ায়, উহা জহদজহল্লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা বলিয়া কথিত। ইহার দৃষ্টান্ত "সোঽয়ং দেবদত্তঃ"। এই বাক্যে প্রাক্‌কালে ও ভিন্ন দেশে দৃষ্ট দেবদত্তের সহিত—বর্ত্তমান কালে ও বর্ত্তমান দেশে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট দেবদত্তের ঐক্য জ্ঞাপনে তাৎপর্য্য। কিন্তু পূর্ব্বকালে দৃষ্ট দেবদত্ত শিশু ছিল, অধুনা তাহার পূর্ণ যৌবন—সুতরাং উভয়ের আকৃতি, শরীরের পরিমাণ, গুরুত্ব, গুম্ফ-শ্মশ্রু প্রভৃতির অসদ্‌ভাব-সদ্‌ভাব, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় বিভিন্ন। এই সব কারণে—উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে, ঐ সমুদায় বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিয়া, যে যে বিষয়ে উভয়ের ঐক্যভাব বর্ত্তমান—যেমন, বংশ, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়—প্রভৃতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্য ইহা জহদজহল্লক্ষণা বা ভাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত।

১২৯। বর্ত্তমান আলোচ্য **"তত্ত্বমসি"** বাক্যে পরমাত্মার সহিত জীবের ঐক্য সাধন উদ্দেশ্য। উভয়ের ঐকাত্ম্য নিবন্ধন, জহল্লক্ষণা বা অজহল্লক্ষণা সম্ভব নহে। কারণ "তৎ" পদ—পরোক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, পরমাত্মার—বোধক, এবং "ত্বম্" পদ—প্রত্যক্ষ, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান জীবের—বোধক। উভয়ের ঐক্য জ্ঞাপনই বাক্যার্থের লক্ষ্য। উক্ত ঐক্য "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগে বা অপরিত্যাগে সাধিত হয় না। এখন দেখিতে হইবে যে, তৃতীয় প্রকার লক্ষণা দ্বারা উহা সম্ভব কিনা? যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" বাক্যে পরস্পর বিরোধী ভাব পরিত্যাগ করিয়া, অবিরোধী ভাব গ্রহণে তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হয়—সেইরূপ **"তত্ত্বমসি"** বাক্যে পরোক্ষত্ব—প্রত্যক্ষত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব—অল্পজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা—অল্পশক্তিমত্ত্বা প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ভাব পরিত্যাগ

করিয়া, চৈতন্যাংশে উভয়ের ঐক্যভাব গ্রহণে বাক্যার্থের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। স্থতরাং কোনও দোষ না থাকায় ভাগলক্ষণা দ্বারা অর্থ পরিগ্রহই যুক্তিযুক্ত।"

এই যে "তৎ" ও "ত্বম্‌" পদদ্বয়ের পরস্পর বিরোধী অংশ পরিত্যাগ ও অবিরোধী অংশ গ্রহণ—ইহাকে উক্ত পদদ্বয়ের শোধন বলা হইয়া থাকে। এই প্রকারে পরিশুদ্ধ "তৎ" ও "ত্বম্‌" পরস্পর—অভেদ—ইহা শ্রুতির ও শ্রুতির অনুগামী শাস্ত্র সকলের শিক্ষা। এই শিক্ষা অনুসারে ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের—সহিত সংরাধন ধীরভাবে অনুষ্ঠান করিলে পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ হইবে, ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। স্থতরাং শাস্ত্র সাক্ষাৎভাবে পরমতত্ত্বের প্রমাণ স্বরূপ না হইলেও, ইহার প্রয়োজনীয়তা যে অপরিহার্য্য ও অসীম এবং জীবের অশেষ কল্যাণকর, তাহাতে সন্দেহ কি ?

১৩০। উপরের আলোচনায় যে অভেদের উল্লেখ করা হইল, তাহাতে বলা হইল না, যে জীব—ব্রহ্মই হইয়া যায়। অবশ্য, যে মানবদেহধারী জীব, ইহলোকে জীবিত থাকা কালে ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত একত্ব প্রাপ্তির—অন্য কথায় নির্ব্বাণমুক্তির—আকাঙ্ক্ষা করিয়া সাধনা করেন, তাঁহার—সাধনার সিদ্ধিতে তাহাই পাইয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ভগবানের নিজেরই অঙ্গীকার গীতার ৪।১১ শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে যে, যে ব্যক্তি ভগবানকে যেমন ভজন করে, তিনি তেমনি প্রতিভজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভজনকারীর—প্রার্থিত ফলদান দ্বারাই, তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। স্থতরাং সাধকের—প্রার্থনা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইলে, ভগবান্‌ তাহাই প্রদান করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সকাম উপাসনা। ভাগবত ১।১।২ শ্লোকে ইহাকে "কৈতব" আখ্যা দিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ইহা নিজের জন্য প্রার্থনা—স্থতরাং ভক্তরাজ প্রহ্লাদের ভাষায় ইহা বণিক ব্যাপার। নিষ্কাম ভক্ত ইহার জন্য লালায়িত নন—ঘৃণার সহিত ত্যাগ করেন। ভাগবত বলিতেছেন :—

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভাগবত ৩।২৯।১১

জনাঃ—অর্থাৎ যে সকল ভাগ্যবান—ব্যক্তির ভগবানে নির্গুণ ভক্তিযোগ লাভ হইয়াছে, তাহাদিগকে সালোক্য (ভগবানের সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি—(ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্য বা ভোগ), সামীপ্য (ভগবানের সমীপে অবস্থান)—সারূপ্য (ভগবানের সমান রূপত্ব), এবং একত্ব বা সাযুজ্য—(ভগবানের নির্ব্বাণ

লাভ) এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও, তাঁহারা—ভগবানের সেবা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। ভাগঃ ৩।২৯।১১

এই সকল নির্গুণ ভক্তিযোগ সাধনে সিদ্ধ ভক্তগণের সেবানুরূপ—ফল দিবার জন্য, তাঁহারা কোনও কিছু আকাঙ্ক্ষা না করিলেও ভগবানের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা না করিলেও, ভগবান্ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া—নিজের অন্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে নিত্যধাম সকলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা—তাঁহাদের—সেবানুরূপ পরম ফল ভোগ করিয়া থাকেন। এই পরমফল—ভগবানের পরিপূর্ণ সেবা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহলোকে জীবিত থাকা কালে, তাঁহারা ভগবানের পরিতৃপ্তির জন্যই ভগবানের আরাধনা করিতেন। নিজেদের জন্য প্রার্থনার কিছু ছিল না। একারণ নিত্যধামে, ভগবানের সেবায় পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। তাঁহাদের অবস্থান স্থান—নিত্যধাম—ভগবানের স্বরূপ হইতে অভিন্ন—একারণ সেখানে অবস্থানই ভগবানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ জনিত, অপরিমেয় আনন্দ প্রদান করে। তাঁহাদের অনুভূতির যন্ত্র—মনো—বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়াদি—ভগবানের স্বরূপভূত—বিশুদ্ধ-সত্ত্ব হইতে অভিব্যক্ত বলিয়া, উহাদের সাহায্যে ভগবদনুভূতি—ভগবানের সহিত আরও ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শ—সংঘটন করে। তারপর, ভগবানের স্বরূপের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হেতু—তাঁহাদের ভজনানন্দ অন্য কথায় ভগবানের সেবা, তাঁহাকে ইচ্ছামত সাজে সাজান, নিত্যধামে নিত্যলীলার প্রকটন, তাঁহাকে লইয়া ইচ্ছামত খেলা, তাঁহার মাধুর্য্যের মধুর আস্বাদন—প্রভৃতি লাভ করিয়া. ভগবানের চরণে—আপনাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিলাইয়া দেন। এই পরমানন্দের সহিত সালোক্য—সার্ষ্টি—সামীপ্য—সারূপ্য—একত্ব বা নির্ব্বাণ মুক্তির কি তুলনা হয়? সুতরাং তাঁহারা এ সকল গ্রহণ করিবেন কেন? ভাগবতের উদ্ধৃত ৩।২৯।১১ শ্লোকের উক্তি কিছু মাত্র অতিরঞ্জন নহে।

১৩১। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, নির্ব্বাণ মুক্তিতে বা ভগবানের সহিত একত্ব প্রাপ্তিতে নিজের অস্তিত্ব নাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়, মনে হয়, এ ধারণা ঠিক নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক উদ্ধার করিয়া এই সূত্রের আলোচনা শেষ করি—এবং উহার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ, তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ॥ ষট্‌পদী স্তোত্রম্।

তরঙ্গ সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যতক্ষণ উহা

প্রকটিত ভাবে থাকে, ততক্ষণ উহা সমুদ্রের ভিত্তির উপর বর্ত্তমান থাকিয়া নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিতে থাকে। সেইরূপ আমি, হে নাথ! তোমা হইতে জাত, যতক্ষণ আমার বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্বের—সহিত প্রকটিত থাকি, ততক্ষণ আমি, তোমার ভিত্তির উপর, তোমার আশ্রয়ে, তোমার বক্ষে বর্ত্তমান থাকিয়া জগন্নাট্যে, আমার প্রতি নির্দ্দিষ্ট অভিনয় করিয়া থাকি। তারপর অভিনয় শেষ হইলে, তোমাতেই মিলাইয়া যাই। আমার অস্তিত্ব—তোমাতে অভেদে বর্ত্তমান থাকে। লোকে সমুদ্রের তরঙ্গ বলিয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র কেহ বলে না। সেইরূপ আমি তোমার, তুমি আমার নহ।

আচার্য্য শঙ্করদেব এই শ্লোকে যাহা বলিলেন, ভগবান্ সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের ২।১।২৩ সূত্রে **"অধিকন্তু ভেদব্যবদেশাৎ"**—তাহাই বলিয়াছেন।

২৩) দেহরূপ বৃক্ষে দুটি পক্ষী (মুণ্ডক ৩।১।১) শুধু যুক্তি-বিচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কি না?

১৩২। পূর্ব্ব পক্ষ বলিতেছেন :—তোমার আলোচনা চলাকালে, আমি কোনও আপত্তি উত্থাপন করিয়া তোমার বাধা সৃজন করি নাই। আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছি। এখন অনুরোধ করিতেছি যে, তোমার বিশদ্ আলোচনায় দু-এক জায়গায় আমার কিঞ্চিত সংশয় রহিয়াছে, উহা নিবেদন করিতেছি। আশাকরি, অনুগ্রহ করি আমার সংশয় অপনোদন করিবে।

প্রথম সংশয় এই। তোমার আলোচনায় ১০১ অনুচ্ছেদে মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।১ মন্ত্র ও ভাগবতের ১১।১১।৬ শ্লোকের বলে, তুমি দেহরূপ বৃক্ষে, দুইটি পক্ষীর রূপকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অবস্থানের—উল্লেখ করিয়াছ। তুমি নিশ্চয়ই জান যে অনেক ধর্ম্মে একটি আত্মার-ই অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। দুইটির-ত কথা নাই। শুধু আমাদের শাস্ত্র—বলে, দুইটির অস্তিত্ব স্থাপন করিলে, উহা—ত সার্ব্বজনীন সত্য হইতে পারে না। সম্মানের সহিত শ্রুতি ও শাস্ত্র সকল এক পার্শ্বে রাখিয়া—উহার প্রতিষ্ঠার জন্য কি যুক্তি আছে, তাহা যদি বুঝাইয়া দাও, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, যে বেদান্তের উপদেশ—সার্ব্বজনীন।

উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, ব্যাবহারিক ব্যাপারে—আমাদের শাস্ত্র যুক্তি ও বিচারের প্রথম স্থান দিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। তবে যে তত্ত্বের—আলোচনায় যুক্তি—বিচার—পঙ্গু হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই পরমতত্ত্বের সম্পর্কে শ্রুতি প্রমাণ গৃহীত হইয়া থাকে এবং তাহা "বিষে বিষক্ষয়" ন্যায় ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ে আমরা যুক্তি বিচারে—কি পাই, দেখা যাউক।

পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, আমাদের—জগৎ আমাদের—ইন্দ্রিয় লভ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যদি আমাদের—ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও সংখ্যা, বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে আমাদের জগৎ অন্যপ্রকার হইত, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। ইহা তুমিও অস্বীকার করিতে পারিবে না।

এখন প্রশ্ন উঠে—এই জ্ঞান হয় কাহার? চিত্ত-মনো-বুদ্ধি-অহংকার—ইহারা অন্তরেন্দ্রিয় বটে এবং ইহা জ্ঞানের উপলব্ধির সাধন বটে কিন্তু ইহারা "করণ" বা যন্ত্র মাত্র।

উপলব্ধি ইহাদের সাহায্যে হয় বটে, কিন্তু উহারা উপলব্ধি—কর্ত্তা নহে। তবে উপলব্ধি কাহার হয়? ভগবান্ সূত্রকার ২।২।১৯, ২।২।২০, ২।২।২৫, ২।২।২৮, ২।২।৩০, ২।২।৩১ সূত্র সকলে বৌদ্ধমত নিরসনে, বিস্তারিত ভাবে উক্ত প্রশ্নের—বিচার করিয়া—সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে মূলে কোনও নিত্য, সত্য, স্থির পদার্থ না থাকিলে—বিভিন্ন জ্ঞানের একীকরণ এবং অনুস্মৃতি সম্ভব হয় না। সুতরাং :—

প্রথমতঃ—অনুমান দ্বারা সমুদায় জাগতিক জ্ঞানের মূলে, এক স্থির, নিত্য, সত্য, অব্যভিচারী বস্তু স্বীকার করিতে হয়—ইহাই আত্মা।

দ্বিতীয়তঃ—"আমি আছি" ইহা সকলের "স্বকীয়ানুভূতি সিদ্ধ"—ইহা সতঃসিদ্ধ। ইহা কাহাকেও শিখিতে হয় না। এই স্বতঃ জ্ঞানই আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

তৃতীয়তঃ—ইহা আমাদের সকলের প্রত্যক্ষ—যে কোনও জ্ঞান হইলে, তাহার অনুস্মৃতি বহুকাল পরেও, আমাদের হইয়া থাকে। যদি মূলে একটি নিত্য, সত্য বস্তু না থাকে, তবে অনুস্মৃতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? এই আশ্রয়ই আত্মা-জীবাত্মা।

চতুর্থতঃ—আমাদের জগৎ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, আমাদের ব্যক্তিগত ব্যষ্টি জ্ঞানের বাহিরে, জগতের স্বতন্ত্র সত্তা বর্ত্তমান আছে। সেই স্বতন্ত্র সত্বা কাহার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত? আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জগতের নিদর্শনে, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, উহা সমষ্টি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমষ্টি জ্ঞান—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের কার্য্যমূর্ত্তি—হিরণ্যগর্ভের, এবং সে কারণ—পরমাত্মার—জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে দোষ হয় না।

পঞ্চমতঃ—এই নামরূপাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, জাগতিক বস্তু ও ব্যাপার মাত্রই পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর,

কেহই—সর্ব্বকালসত্তাকসত্য নহে। এই পরিবর্ত্তনশীলতা বা নশ্বরতার অপর নাম গতিশীলতা। গতির উৎপত্তির জন্য স্থিতির প্রয়োজন। ইহা বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং জগতের পরিবর্ত্তনশীলতার উপপত্তির হেতু—এক নিত্য, স্থির, কূটস্থ বস্তুর প্রয়োজন, বুঝা গেল না কি ?

ষষ্ঠতঃ—জগতে প্রত্যক্ষতঃ আমরা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল দেখিতে পাই, এই শৃঙ্খলের অনুবর্ত্তন করিতে করিতে, অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য—পরিশেষ বা অবধিরূপে এক অতি সূক্ষ্ম পরমকারণতত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে বাধ্য হই। ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সৃষ্টি চিত্রদৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, এই পরমকারণ হইতে জীব (তটস্থা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত) ও তাহার উপাধি (বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে অভিব্যক্ত) প্রকটিত। এই উপাধিই—দেহরূপ বৃক্ষ। এবং এই দেহের ভোক্তা—ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীবই—ফলাস্বাদনকারী পক্ষী, ও পরম কারণ স্বরূপ পরমাত্মাই অপর পক্ষী। প্রথম পক্ষীটিকে যদি জীবাত্মা বলি, তবে দ্বিতীয়টিকে পরমাত্মা বলিতে হয়। প্রথমটিকে যদি ব্যাবহারিক জীব বা অহংকার বলি, তাহা হইলে দ্বিতীয়টিকে পারমার্থিক জীব বলিতে হয়। পারমার্থিক জীবেরও পরমাত্মার স্বরূপ অভেদ বলিয়া—উভয় প্রকার বর্ণনার মধ্যে কিছুমাত্র দোষ নাই।

সপ্তমতঃ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যেমন ব্যষ্টি পৃথক্ পৃথক্ ক্ষেত্র উপভোগের জন্য ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ প্রয়োজন, সেইরূপ সমষ্টি ক্ষেত্র—জগৎ প্রপঞ্চ উপভোগের জন্য একজন সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ প্রয়োজন—এই সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ—হিরণ্যগর্ভ নামে শাস্ত্রে কথিত। ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা (সূত্র ২।৩।৩৩), উহা পরমাত্মার অংশ (সূত্র ২।৩।৪৩) এবং উহা জ্ঞাতাও বটে (সূত্র ২।৩।১৯)। বর্ত্তমান বিচারে—ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞের কর্ত্তৃভাব বা পরমাত্মার—অংশভাব—আলোচনার প্রয়োজন নাই। উহার জ্ঞাতৃভাবই আমাদের আলোচনার বিষয়। ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা—জ্ঞাতা বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন সমুদায় জ্ঞেয় পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে—ইহা সকলের অনুভব সিদ্ধ। এই জ্ঞাতৃভাবই সাধারণতঃ চৈতন্যের ক্রিয়া বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উক্ত জ্ঞাতৃভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া, বিবেক দৃষ্টিতে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, উক্ত জ্ঞাতৃভাবের ভিতর সূক্ষ্মভাবে "জ্ঞেয়" ভাব বর্ত্তমান আছে, বুঝা যায়—অর্থাৎ "জ্ঞাতা আমি" নিজেই "জ্ঞেয় আমিকে" জানিতে পারি। অন্য কথায়, "জ্ঞাতা আমি" বুঝিতে পারি যে, আমি "সৎ" বা আছি, ইহা বুঝিতে পারি বলিয়া, আমি "চিৎ" বা জ্ঞানস্বরূপ, ও জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উক্ত

উভয় রূপ জ্ঞানে আমি "আনন্দ" অনুভব করি—অর্থাৎ আমি **"সচ্চিদানন্দ স্বরূপ"** ইহা নিজে নিজেই উপলব্ধি করি। আমার এই "সচ্চিদানন্দ" ভাবই শুদ্ধ ভাব—ইহাই পরমাত্ম ভাব এবং ইহা আমার জ্ঞাতৃভাবের সহিত এককালে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান আছে। এই উভয় ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—**"ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ"**—বৃহঃ ৪।৪।২৫, **"ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"** (মুণ্ডক ৩।২।৯)। ভাগবত ১।১।২ শ্লোকে **"বেদ্যং বাস্তব বস্তু মাত্র শিবদম্"** বলিয়া ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এই জ্ঞেয় ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি অধ্যাত্মশাস্ত্রে "আত্মসংবেদন", "বিদ্যাপ্রাপ্তি", "স্বরূপ প্রতিষ্ঠা", "স্বরূপাভিব্যক্তি", "ব্রাহ্মীস্থিতি", "আত্মদর্শন", "ব্রহ্মদর্শন", "অপরোক্ষানুভূতি", "পরম-পুরুষার্থ প্রাপ্তি", "মোক্ষ", "কৈবল্য" প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

১৩৩। এখানে বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভাব, সম্যক্ভাবে উপলব্ধিকারী জ্ঞানী ব্রহ্ম হইয়া যান, বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যতক্ষণ আমি জ্ঞাতা ও আমি হইতে পৃথক "জ্ঞেয়", "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" ভাব বর্ত্তমান, ততক্ষণ দ্বৈতভাব বর্ত্তমান থাকায়—ব্রহ্মভাবাপত্তি সম্পূর্ণভাবে হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, ঐ প্রকার বলা ছাড়া উপায় নাই। এখন বুঝা গেল—দেহরূপ বৃক্ষে দুই পাখীর সখাভাবে অবস্থানের মধ্যে কি গভীর তত্ত্ব নিহিত। "জ্ঞেয়" মাত্রই "জ্ঞাতা" হইতে ব্যাবহারিক ভাবে পৃথক বলিয়া দুইটি পাখীর উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

এখন বল দেখি, শাস্ত্র প্রমাণ বাদ দিয়া—যুক্তি ও বিচারে প্রতি দেহে—"জ্ঞাতা আমি" ও "জ্ঞেয় আমি"—অন্য কথায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন—বুঝা গেল না কি? ইহাদের উভয়ের মধ্যে "জ্ঞাতা আমি" যে বিষয়—জ্ঞান হইতে উদ্ভূত সুখদুঃখের ভোক্তা—অন্য কথায় পিপ্পলাস্বাদনকারী পক্ষী ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে কি? অপরটি জ্ঞাতা নহে, সে কারণ অনশনকারী বলায় দোষ হইয়াছে কি? তোমার সংশয় সম্পূর্ণ ভাবে নিরাকৃত হইল কি?

২৪) নিত্যধামের নানাত্ব ও বৈচিত্র্যে কি উহার—পারমার্থিকত্ব ক্ষুন্ন হয়?

১৩৪। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন:—তোমার বিশদ্ আলোচনায় আমার—সংশয় সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছে। শুধু সংশয় তিরোধানে নয়, তোমার

বেদান্তালোচনায়—উদারতা ও সার্ব্বজনীনতা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আরও একটি সংশয় নিবেদন করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া ইহা নিরসন করিলে কৃতজ্ঞ হইব। সংশয়টি এই—তোমার আলোচনায় তুমি বলিয়াছ যে, "অনানার" অন্তরে "নানা" অবস্থিত। "অনানা" পারমার্থিক -- আর "নানা" ব্যাবহারিক (অনুচ্ছেদ ৯২)। অথচ ১৩০ অনুচ্ছেদে নিত্যধামে নানাত্বের ও বৈচিত্র্যের উল্লেখ করিলে, ইহাতে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, নিত্যধামে ব্যাবহারিকতার ছায়া পড়াও সম্ভব নয়, উহা ত মায়ার প্রভাবের বাহিরে। তবে নানাত্ব ও বৈচিত্র্য সেখানে থাকিবে কিরূপে ? ইহার সমাধান প্রার্থনা করি।

১৩৫। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—তোমার প্রশ্ন শুনিয়া, তুমি যে ধীর ভাবে মনোযোগের সহিত আমার আলোচনা শুনিতেছ, ইহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি। প্রথমে বলিয়া রাখি যে নিত্যধামে নানাত্ব ও বৈচিত্র্যের উক্তি আমার স্বকপোল কল্পিত নয়। ত্রিপাদবিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ ত্রিপাদ বিভূতিতে (i) বিদ্যাপাদ (ii) আনন্দপাদ ও (iii) তুরীয় পাদ বর্ত্তমান—ইহা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন। তদনুসারে ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ১১৭ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সৃষ্টিচিত্রে উহা দেখান হইয়াছে। উক্ত উপনিষৎই উক্ত তিন পাদে নানাত্ব ও বৈচিত্র্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে ভাগবত তৃতীয় স্কন্দের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ধামের বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন, বর্ত্তমান আলোচনা অত্যধিক দীর্ঘ হওয়ায় উহাদের উদ্ধারে বিরত হইলাম।

১৩৬। নিত্যধামই ভগবদ্ধাম। ভগবান্ ও তাঁহার ধাম এক বস্তু। কোনও ভেদ নাই। ভাগবত বলিতেছেন :—

> ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
> দর্শয়ামাস স্বংলোকং গোপানাং তমসঃ পরম্॥ ভাগঃ ১০।২৮।১২
>
> সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
> যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥ ভাগঃ ১০।২৮।১৩

ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাখ্যধাম দর্শন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে—মহাকারুণিক বিভু ভগবান্ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রপঞ্চের পারে অবস্থিত—নিজ স্বরূপ ভূত লোক প্রদর্শন করিলেন। উহা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত সনাতন ব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপ। মুনিগণ প্রাকৃতিক গুণ ধ্বংসে সমাহিত অবস্থায় উহা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।২৮।১২-১৩

ভগবান্ নিজ অচিন্ত্য শক্তি বলে, নিজ স্বরূপে অপ্রচ্যুতভাবে অবস্থান করিয়াও, যেমন বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে এই বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চ জগৎ প্রকটিত করেন, সেইরূপ স্বরূপে অবস্থান করিয়াই, স্বরূপ শক্তি বিকাশে, বৈচিত্র্যময় ধাম পরিকরাদিরূপে নিজেকেই প্রকটিত করেন। ইহা তিনি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণের আনন্দানুভূতির জন্য করেন, ইহা ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন।

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং
রচয়ন্তমেষাং।
যত্তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ় ভক্তিযোগৈ রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি
বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ॥ ভাগঃ ৩।১৫ ৪৭

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদপির্তভয়ং
ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ
কুশলা রসজ্ঞাঃ॥ ভাগঃ ৩।১৫:৪৮

হে ভগবন্! তুমি যে আত্মতত্ত্বরূপ পরমতত্ত্ব, তাহা আমরা হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। সেই পরমাত্মস্বরূপ তুমিই, তোমার কৃপালভ্য দৃঢ়ভক্তি-যোগ দ্বারা, যে সকল ভক্তের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হওয়ায় নিরভিমান হইয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দভোগ বিধানের জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি ও ধামাদি প্রকটন করিয়া থাক। এরূপ করিবার কারণ কি? তাহার উত্তরে বলিতেছেন। তোমার ভক্তগণ, তোমার প্রসাদরূপ আত্যন্তিক মোক্ষ ও প্রার্থনা করেন না। ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? উহারা ত তোমার ভ্রুভঙ্গেই নাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা তোমার—ভজনানন্দই প্রার্থনা করেন। এজন্য—তোমার স্বরূপ হইতে মূর্ত্তি ও ধামাদি প্রকটিত করিতে হয়—যাহাতে তাহারা—তোমার রমণীয় যশঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া—তোমার সেবা করিতে পারেন। ভাগঃ ৩।১৫।৪৭-৪৮ ইহাই উপরে ১৩০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

১৩৭। ভগবান্ সূত্রকার উক্ত শ্রুতির ভিত্তিতে **"অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ"** ৩।৩।৩৫ সূত্রে—এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সূত্রের সরলার্থ এই। "স্বাত্মনঃ"—স্বজন বলিয়া অঙ্গীকৃত ভক্তের জন্য, "অন্তরা"—ব্রহ্মপুর বা পরব্যোম মধ্যে—অথবা নিজের স্বরূপে, "ভূতগ্রামবৎ"—পঞ্চভূত নির্ম্মিত, গ্রাম বা পুর বা নগরের ন্যায়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চ জগতে

যে রূপ পঞ্চভূত নির্ম্মিত, বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ—গ্রাম নগরাদি বর্ত্তমান, সেইরূপ স্বজন বলিয়া গৃহীত ভক্তগণের জন্য—তুমি তোমার স্বরূপ হইতে ধামাদি প্রকটিত করিয়া থাক।

১৩৮। আমাদের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চে পঞ্চভূত নির্ম্মিত, গ্রাম-পুর বা নগরের ন্যায় বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ধাম সকল, ত্রিপাদ বিভূতিতে প্রকটিত করিবার কারণ ও তাহাদের—উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। এখন প্রশ্ন এই, উহাদের নানাত্ব কি প্রপঞ্চের ব্যাবহারিক নানত্বের সহিত এক পর্যায়ভূক্ত, অথবা উভয়ের মধ্যে কোনও প্রকার বিশেষত্ব বর্ত্তমান আছে? আমাদের প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চের নানাত্ব—পরস্পর ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত—ইহা সকলের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য। ভেদ-জ্ঞানই আমাদের নিয়তি। ভেদজ্ঞান হইতে অভেদজ্ঞানলাভ আমাদের—কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। সে সাধনায় আমাদের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়গণকে—উপযুক্ত রূপে সংযত, বিক্ষেপশূন্য, মলরহিত, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, তবে অভেদজ্ঞানের আলোক প্রকাশ সম্ভব হয়। ইহা যে শুধু শাস্ত্রের উপদেশ, তাহা নহে; ইহা বস্তুগতভাবে আনুষ্ঠানিক আচরণকারীর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। ইহা যোগশাস্ত্রের করিৎকর্ম্মা সিদ্ধ যোগিগণের সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত, সুতরাং ইহা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সাধনার সিদ্ধিতে মনো-বুদ্ধির-বিলয় সাধিত হইলে, "নানাত্ব"—বর্ত্তমান থাকে না, "অনানা" আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তখন, সমস্তই ব্রহ্মাত্মক হইয়া যায়। ইহাই উপরে ৯৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৯।১৮ শ্লোকে **"সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য"**—বাক্যাংশে কথিত হইয়াছে। অতএব অভেদ জ্ঞান যে কঠোর সাধনা সাপেক্ষ বুঝা গেল। ইহা অন্যপ্রকারে বুঝিবার চেষ্টা করি।

১৩৯। ভেদজ্ঞান আমাদের—নিয়তি—উপরে বলিয়াছি। ইহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিব। প্রথমে প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, বস্তুতে বস্তুতে যে ভেদ—তাহা বস্তুনিষ্ঠ বা বস্তুর স্বরূপগত কি না? যদি স্বরূপগত হয়, তাহা হইলে কোনও কালে ভেদজ্ঞানের তিরোধান সম্ভব নয়। বস্তু বর্ত্তমান থাকিবে, অথচ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবে, এরূপ কল্পনাও আমরা করিতে পারি না। ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিতে হইলে, বস্তুর স্বরূপ ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা হইয়া পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রের উপদেশ ও ঘোষণা ছাড়িয়া দিলেও ইহা অতি উচ্চ স্তরের সাধকগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে, জাগতিক বস্তু সকল আগের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিলেও, উহাদের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া, সমুদায় ব্রহ্মাত্মক

হইয়া যায়। সুতরাং ইহা হইতে অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত আপতিত হয় যে, ভেদ বস্তুনিষ্ঠ বা বস্তুর স্বরূপগত নহে।

১৪০। তবে ভেদজ্ঞান কাহার আশ্রয়ে বর্ত্তমান থাকে? ভাগবতের সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধানে চেষ্টা করি। ভাগবত বলিতেছেন :—

জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্মনির্গুণম্।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মণা॥ ভাগঃ ৩।৩২।২৩

প্রপঞ্চের যে প্রতীতি হইতেছে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। এক নির্গুণ ব্রহ্মই বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ভ্রান্তি বশতঃ, শব্দাদি যাহার ধর্ম্ম, তাদৃশ অর্থ বা বিষয়রূপে অবভাসমান হয়েন, বস্তুতঃ পৃথক্ অর্থ বা বিষয় কিছু নাই। ভাগঃ ৩।৩২।২৩

শ্লোকোক্ত অর্থ ই প্রপঞ্চে প্রতীয়মান পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। ভাগবত বলিলেন যে উহাদের প্রতীয়মান পৃথকৃত্ব বা ভেদ ভ্রান্তি বশতঃই হইয়া থাকে। উক্ত ভ্রান্তির কারণ—ইন্দ্রিয়গণের (অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সকলের) স্বভাবতঃ বহির্মুখ হওনের জন্য। আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়গণের এই বহির্মুখীনতার মূলে চিদণু বা "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" হইতে জ্যোতিঃ প্রবাহের বা স্ফুরণের বহির্মুখে প্রসরণ। সুতরাং ভগবানের ইচ্ছায় ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কঠশ্রুতি ২।১।১ মন্ত্রে স্পষ্টতঃ ইহাই বলিলেন :—"**পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ**"—**স্বয়ম্ভূ** পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখীন গমনে বাধ্য করিয়াছেন।

১৪১। দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাগবত ৩।৩২।২৩ শ্লোকের উক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন :—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্ দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একোনানায়তে তদ্ বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ ভাগঃ ৩।৩২।২৮

বহুগুণাশ্রয় কোন এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, যেমন একটি সন্দেশ—দেখিতে সুন্দর, স্পর্শে কোমল, ঘ্রাণে সুগন্ধ, জিহ্বার আস্বাদে মধুর, সেইরূপ অনন্ত গুণের আশ্রয় ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রমার্গে-নানাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৩।৩২।২৮

বিভিন্ন শাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন অগণ্য মানবদেহধারী জীবগণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে, তাহাদের বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, ধারণার সামর্থ্য, অনুষ্ঠানের উপযোগী

ইচ্ছা, শক্তি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একই ভগবানের নানাপ্রকার রূপে, নামে বিভিন্ন প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন—অন্য কথায় অনানাকে নানায় পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে কি শাস্ত্র পারমার্থিক ভগবদ্‌বস্তুকে ব্যাবহারিকত্বে অবনমিত করিলেন, তাহা নয়। প্রতীয়মানভেদে—অভেদ প্রতিষ্ঠাপন শ্রুতির উদ্দেশ্য। ভাগবত তাই বলিতেছেন :—

যথা হি স্কন্ধ শাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ভাগঃ ৮।৬।৩৮

যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলেই উক্ত বৃক্ষের স্কন্ধ-শাখা প্রভৃতি সকল অবয়বের সেচন সমাধা হয়, সেইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, সকলের ও আত্মার আরাধনা হইয়া থাকে। ভাগঃ ৮।৬।৩৮

১৪২। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩২।২৩, ৩।৩২।২৮ ও ৮।৬।৩৮ শ্লোকত্রয় হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ভেদ—বস্তুর স্বরূপগত নয়। উহা আমাদের বহির্ম্মুখীন অন্তরেন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গণ গত। ভ্রান্তি বশতঃই ভেদ দৃষ্ট হয় মাত্র এবং সে ভ্রান্তি ভগবান্ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত। যতদিন আমাদের অন্তঃ ও বহিরিন্দ্রিয়গণ বর্ত্তমান, ততদিন ভেদজ্ঞানও আমাদের বর্ত্তমান। সাধনায় সিদ্ধিতে ইন্দ্রিয়গণেরও সে কারণ—বুদ্ধিরও মলিনতা অপগতে, বিশুদ্ধি প্রাপ্তিতে —উহারা পারমার্থিক জীবের সহিত—অন্য কথায় পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য-ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি। নিত্যধামে ইহ জগতের বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের—গতি নাই। সেখানকার অনুভূতির যন্ত্র সেখানকার উপাদানে গঠিত। উক্ত উপাদান—বিশুদ্ধসত্ত্ব—যাহাতে ভগবান্ সেখানকার ধাম, পরিকর ও নিজের মূর্ত্তি প্রকটিত করেন। সুতরাং সেখানে ভেদ বলিয়া আমরা যাহা বুঝি, তাহা নাই। অভেদে বৈচিত্র্য দর্শন আছে বটে।

১৪৩। অভেদে বৈচিত্র্য ও তজ্জনিত আনন্দ বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত, ইহজগতে, আমরা পিতামাতার ক্ষুদ্র শিশুকে লইয়া বাৎসল্য রসের অনুভূতিতে দেখিতে পাই। উক্ত শিশুর আলিঙ্গন-চুম্বনে একপ্রকার অনুভূতি, উহার হস্তপদ আন্দোলনে, উঠিবার ও হাঁটিবার ব্যর্থ চেষ্টায় অন্য প্রকার অনুভূতি, উহার অর্দ্ধোস্ফুট কথা শ্রবণে, উহার কলহাস্যে প্রভৃতিতে—আনন্দের প্লাবন ছুটিয়া যায়। উহারা পরস্পর পৃথক্ অনুভূতি বটে—কিন্তু উহারা সকলেই এক বাৎসল্য রসের অন্তর্ভুক্ত। নিত্যধামে সেইপ্রকার—অভেদে—বিভিন্ন বৈচিত্র্য এবং তাহা হইতে পরমানন্দের—বন্যা বহিয়া যায়। ইহজগতে আমাদের—পরিদৃষ্ট ভেদে

বৈচিত্র্য সেখানে বর্ত্তমান নাই। ভেদ নাই বলিয়া ব্যাবহারিক ভাবের প্রশ্নই উঠে না।

তোমার সন্দেহ নিরসন হইল কি?

২৫) পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক জীব কি শ্রুতিতে কোথাও উক্ত উভয় আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে উক্ত উভয় আখ্যা ব্যবহারের হেতু কি?

১৪৪। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন, তোমার বিশদ্ ব্যাখ্যায় আমার সন্দেহ সম্পূর্ণ নিরসন হইয়াছে, এবং অনেক বিষয়, যাহা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহা আলোকিত হইয়াছে। সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখন আর একটি প্রশ্ন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—তোমার সন্দেহ নিরসন হওয়ায় আমি অতিশয় আনন্দিত। আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, তোমার সন্দেহ নিরসনের জন্য চিন্তায়, আমার মনে যাহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট ছিল না, তাহা স্পষ্টরূপে আলোকিত হইতেছে। সুতরাং ইহাতে আমার নিজের লাভ অল্প নহে। এখন তোমার প্রশ্নটি কি, অকুণ্ঠিতভাবে বল। আলোচনার শেষে এরূপ প্রশ্নোত্তরে উভয় পক্ষই লাভবান হয়।

১৪৫। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন :—তোমার আলোচনায়—তুমি পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই উভয়বিধ জীবের উল্লেখ করিয়াছ। আমার প্রশ্নটি এই যে, শ্রুতিতে কি এ প্রকার উল্লেখ কোথাও আছে? তোমার আলোচনায় শ্রুতি প্রমাণের উদ্ধার না করায় মনে হয় যে, এ প্রকার স্পষ্ট উল্লেখ শ্রুতিতে কোথাও নাই। যদি তাহা হয়, তবে তোমার ঐরূপ উভয় প্রকার আখ্যা ব্যবহার করিবার কি অধিকার আছে? উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—তোমার প্রশ্নে, তোমার প্রখর বুদ্ধির নিদর্শন পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি—ধীরভাবে শ্রবণ কর।

১৪৬। শ্রুতিতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক—পদদ্বয় জীব সম্পর্কে স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উভয়ের সমত্বের ও বিষমত্বের—পরিচয় দিতে শ্রুতি কার্পণ্য করেন নাই। বর্ত্তমান সূত্রের—আলোচনায়—১০১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।১ মন্ত্রে একই দেহরূপ বৃক্ষে, সহচর ও সমান স্বভাববিশিষ্ট দুইটি পক্ষীর উল্লেখ আছে। সহচারিতা ও সমান স্বভাব বিশিষ্টতা উহাদের সমভাব। কিন্তু উহাদের একটি উক্ত বৃক্ষের—ফল ভোজন করে, অপরটি—ফল ভোজন করে না—সাক্ষীমাত্ররূপে অবস্থান করে। সুতরাং উহাদের বিষম

ভাবও শ্রুতি বুঝাইলেন। ইহাদের মধ্যে ফলাশনকারী পক্ষীটি যে ব্যবহার নিষ্পাদনকারী ও অপরটি—সাক্ষীস্বরূপ—পারমার্থিক—ইহা স্পষ্টতঃ তত্তৎ নামে উল্লিখিত না হইলেও, অতি সহজে বুঝা যায়। এই পারমার্থিক জীবেরই পরব্রহ্মের সহিত অভেদ ১২৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত মহাবাক্য চতুষ্টয়ে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। উক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়ে ব্যবহৃত (i) **প্রজ্ঞানং**, (ii) **অহং**, (iii) **ত্বম্**, (iv) **অয়মাত্মা** পদ চতুষ্টয় জীববাচক এবং উক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়ের উদ্দেশ্য—জীবের সহিত পরব্রহ্মের ঐক্য নির্দ্দেশ। এই একতা প্রাপ্তির—উপযুক্ত জীব—সংসারে ব্যাপার সম্পাদনকারী, সংসার পীড়নে জর্জ্জরিত, আমরা এবং আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রতিবেশী ও অপর মানবদেহধারী জীবের সমপর্য্যায়ে পড়ে না, উহার উপরিতন স্তরে প্রতিষ্ঠিত—উহাই অনশনকারী পক্ষীরূপে মুণ্ডক ৩।১।১ মন্ত্রে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। উহা পারমার্থিক জীব পর্য্যায়গত। কি করিয়া—সংসারে ব্যাপারবান মানবদেহধারী জীব উক্ত উপরিতল স্তরে আরোহণ করিতে পারে, তাহা ভিন্ন কথা। সূত্রকার—সমগ্র ব্রহ্মসূত্রে তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমান আলোচনায়—তাহাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

১৪৭। উপরে ১০১, ১০২, ১০৩ অনুচ্ছেদের আলোচনায়—ভাগবতের ভিত্তিতে—সংসারে ব্যাপারবান জীবের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছি এবং মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।১ মন্ত্রের ও ১০৬ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের—আদিকাণ্ডের—১।৪৭, ১।৪৮, ১।৪৯ শ্লোকের বলে, আমাদের—দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি পক্ষীর অন্য কথায় দুই প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের পরিচয় পাইয়াছি। ইহাদের মধ্যে যিনি সংসারে ব্যাপারবান, তাঁহাকে যদি "ব্যাবহারিক" বলি, তাহাতে কি দোষ হয়? আবার-উহাকে "ব্যাবহারিক" বলিলে, অন্যটিকে বাধ্য হইয়া "পারমার্থিক" বলিতে হয়। সুতরাং এরূপ বলা যে অসঙ্গত হয় নাই, তাহা তুমিও স্বীকার করিবে। অবশ্যই তুমি মুণ্ডক শ্রুতির, ভাগবতের ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রামাণ্য স্বীকার করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

১৪৮। কিন্তু আমি উক্ত পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই উভয় আখ্যা, আমার নিজ কল্পনানুসারে ব্যবহার করি নাই। তাহাই বলিতেছি :—

বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডে "বাক্যসুধা" নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে। উহার টীকাকার—আনন্দগিরি ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী। আনন্দগিরি—উক্ত গ্রন্থ শঙ্করাচার্য্যের রচিত বলিয়া টীকা রচনা করিয়াছেন।

উক্ত একই গ্রন্থ "দৃগ, দৃশ্য বিবেক" নামে বিদ্যারণ্য স্বামীর রচিত মনে করিয়া—ব্রহ্মানন্দ ভারতী টীকা রচনা করিয়াছেন। আমাদের সে বিতণ্ডায় প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থখানি যে অতি উপাদেয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং উহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। উহা হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিলেই, আমার উক্ত উভয় আখ্যায় জীবকে আখ্যায়িত করিবার কারণ সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অবচ্ছিন্নশ্চিদাভাসস্তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ।
বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাদ্যঃ পারমার্থিকঃ॥ বাক্যসুধা—৩২ শ্লোক

জীব—তিন প্রকার জানিবে। প্রথম—অবচ্ছিন্ন, দ্বিতীয়—চিদাভাস ও তৃতীয়—স্বপ্নকল্পিত। তন্মধ্যে প্রথম প্রকার জীব—**পারমার্থিক।**

এই শ্লোকের সহিত ১০৬ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্লোক তিনটি তুলনীয়।

অবচ্ছিন্নস্য জীবস্য তাদাত্ম্যং ব্রহ্মণা সহ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানি জগুর্নেতরজীবয়োঃ॥ বাক্যসুধা ৩৪

"**তত্ত্বমসি**" প্রভৃতি বাক্য (মহাবাক্য) অবচ্ছিন্ন জীব বা সাক্ষী চৈত্যন্যের সহিতই ব্রহ্মের—তাদাত্ম্য বলিয়া থাকে। অন্য দুই প্রকার জীবের সহিত—অর্থাৎ চিদাভাস ও স্বপ্ন কল্পিত জীবের সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য বলে না। বাক্যসুধা ৩৪

এই অবচ্ছিন্ন জীব অর্থাৎ সাক্ষী-চৈতন্যই দেহরূপ বৃক্ষে ফল অনশনকারী পক্ষী।

জীবো ধীস্থশ্চিদাভাসো ভবেদ্ ভোক্তা হি কর্ম্মকৃৎ।
ভোগ্যরূপমিদং সর্ব্বং জগৎ স্যাৎ ভূতভৌতিকম্॥ বাক্যসুধা ৩৬।

অনাদিকালমারভ্য মোক্ষাৎ পূর্ব্বমিদং স্বয়ম্।
ব্যবহারে স্থিতং তস্মাদুভয়ং ব্যাবহারিকম্॥ বাক্যসুধা ৩৬ (ক)

যিনি সংসারে নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই ঐহিক এবং আমুষ্মিক ফলের ভোক্তা হন, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ সেই চিদাভাসই "জীব" পদ বাচ্য। আর এই দৃশ্যমান পদার্থ জাত—যাহা আকাশাদি ভূত ও তৎ কার্য্যরূপ জগৎ পদবাচ্য—তাহাই ঐ ভোক্তা জীবের ভোগ্য। বাক্যসুধা ৩৬ (ক)

অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া—মোক্ষের পূর্ব্ব পর্যন্ত এই দুইটি,

অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্য, ব্যবহারে অবস্থান করে—অর্থাৎ ব্যবহার সাধন করিয়া থাকে, এজন্য ইহাদিগকে ব্যাবহারিক আখ্যা দেওয়া হয়। বাক্যসুধা ৩৬ (ক)

ব্যাবহারিকো জীবস্তু জগৎ তদ্‌ব্যাবহারিকম্।
সত্যং প্রত্যেতি মিথ্যেতি মন্যতে পারমার্থিকঃ ॥ বাক্যসুধা ৪০

ব্যাবহারিক জীব এই ব্যাবহারিক জগৎকে অর্থাৎ দৃশ্য ব্যাবহারিক জগৎ ও তদ্দ্রষ্টা চিদাভাস—এতদুভয়কে সত্য মনে করিয়া থাকে। পারমার্থিক জীব ব্যাবহারিক জগৎকে মিথ্যা বলিয়াই মনে করে। বাক্যসুধা ৪০

পারমার্থিকো জীবস্তু—ব্রহ্মৈক্যং পারমার্থিকম্।
প্রত্যেতি বীক্ষ্যতে নান্যৎ বীক্ষ্যতে ত্বনৃতাত্মনা ॥ বাক্যসুধা ৪১

পারমার্থিক জীব, জীব ব্রহ্মের ঐক্যকেই পারমার্থিক মনে করেন। ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। প্রারব্ধ বশতঃ জগদ্‌ভানে বুত্থিত হইলেও, যাহা দেখেন, মিথ্যা বলিয়াই মনে করেন। বাক্যসুধা ৪১

উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক হইতেই পূর্ব্ব পক্ষের প্রশ্নের সমাধান হইল।

৪। সমন্বয়াধিকরণ।

১) ভিত্তি—(১) সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি,

তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি,

তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ ॥

কঠ ১।২।১৫

সমুদায় বেদ অবিরোধে যাঁহাকে প্রতিপাদন করেন, তপস্যা সকল যে পদ প্রাপ্তব্য বলিয়া থাকেন, যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হয়, আমি সংক্ষেপে সেই পদ সম্বন্ধে বলিতেছি—তিনি সংক্ষেপে ওঁম্।

[মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্ম স্বরূপে—তিনি ও তাঁহার—ভেদ নাই। সুতরাং তিনি যা, তাঁহার "পদ" ও তাই] কঠ ১।২।১৫

(২) বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥ গীতা ১৫।১৫

সমুদায় বেদগণেই আমিই একমাত্র বেদ্য। গীঃ ১৫।১৫

২) সংশয়

২। পূর্ব্ব সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইল যে, পরমপুরুষ বা ভগবান্ শাস্ত্র-যোনি। সমুদায় শাস্ত্র—অর্থাৎ বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসকল, তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত, এ কারণ, তাঁহার প্রতিপাদনে সকলের তাৎপর্য্য। কিন্তু শাস্ত্রালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাস্ত্র সকল নানাবিধ এবং সে সকলে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে। মহাভারতে বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে স্পষ্ট কথিত আছে :— **বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ। নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্ ॥"**—ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শাস্ত্রে বিভিন্ন মতবাদ—অতি পুরাকাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। যদি সকলের প্রতিপাদ্য এক অদ্বয় ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে, বিভিন্ন মতবাদ—প্রচলনের কোনও কারণ থাকিত না।

৩। এক বেদেই—কর্ম্ম, দেবতা ও ব্রহ্ম এই তিন কাণ্ড বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে—কোন বিশেষ কাণ্ড—অপর কাণ্ডদ্বয় হইতে শ্রেষ্ঠ—এ সম্বন্ধে বিতর্ক অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব মীমাংসকগণ, বেদকে ক্রিয়াপর—বলিয়া বিতর্ক করেন। এমন কি, কোনও বেদ বাক্য ক্রিয়াপর—না হইলে, তাঁহারা—উহার মুখ্যার্থ স্বীকার না করিয়া, লক্ষণা দ্বারা উহার ক্রিয়াপরত্ব

প্রতিপাদনে প্রয়াসের—ত্রুটি করেন না। নানা প্রকার চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইলে, উহা পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। অন্যপক্ষে—বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ, কর্ম্মকাণ্ডের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডের উৎকর্ষ স্থাপন করেন। এক বেদেই এই প্রকার বিভিন্ন মতবাদ। অথচ শিরোদেশে উদ্ধৃত কঠ শ্রুতির ২।১৫ মন্ত্র স্পষ্ট বলিতেছেন যে, সকল বেদ একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়?

৪। আবার উপাসনার—কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিমার্গ ভেদে উপাস্য এবং উপাসনার সিদ্ধিতে প্রাপ্তিও ত্রিবিধ। কর্ম্মকাণ্ডানুসারে উপাস্য দেবতাগণ, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলস্বরূপ—স্বর্গে নানা প্রকার—ভোগ প্রদান করেন। জ্ঞানমার্গের—উপাসনায় সিদ্ধিতে অপবর্গ বা মোক্ষলাভ। ভক্তিমার্গের উপাসনায়—সিদ্ধিতে ভগবদ্ দর্শন ও তৎ পদপ্রাপ্তি। সুতরাং সকল বেদ ও সকল বেদানুগ শাস্ত্র একমাত্র ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে, এ বিষয় দারুণ সংশয় মনে স্বতঃই উদয় হইয়া থাকে।

৩) সূত্র

এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি মনে করিয়া উহার নিরসনের জন্য সূত্র করিলেন ঃ—

৫। তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ১।১।৪।৪

তৎ + তু + সমন্বয়াৎ।

তৎ—তাহা অর্থাৎ ব্রহ্মের শাস্ত্র প্রতিপাদকত্ব।

তু—উক্ত সংশয় নিরসনে ব্যবহৃত।

সমন্বয়াৎ—সমন্বয় হেতু—পরমপুরুষার্থ রূপে অন্বয় বা সম্বন্ধ হেতু। অর্থাৎ সকল বেদ ও তদনুগ শাস্ত্র সকল—একমাত্র ব্রহ্মপর এবং উহাদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত—ইহা বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র সকল সরল ভাবে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

সরলার্থ ঃ—সমুদায় বেদ (অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ) এবং বেদানুগ শাস্ত্র সকল—একমাত্র ব্রহ্মপর এবং উহাদের তাৎপর্য্য একমাত্র ব্রহ্মে পর্যবসিত বলিয়া উহারা প্রত্যেকে পৃথক্ ভাবে ও সকলে একযোগে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া সার্থকতা লাভ করে।

৬। আমরা পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি—যে ব্রহ্ম যখন নিজের—নির্বিশেষ ও সে কারণ অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ-নিষ্ঠভাবে অবস্থান করেন, তখন শ্রুতি এবং তদনুগ শাস্ত্র সকল তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

কিন্তু যখন তিনি স্বরূপগত ভাব হইতে ঈষন্মাত্রও বিচ্যুত না হইয়া, মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, তখনই শ্রুতি ও তদনুগ শাস্ত্র সকল, তাঁহাকে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান। উক্ত প্রকাশ—মানবদেহধারী জীবের—কল্যাণের জন্য। এ কারণ—উহা উক্ত জীবের ভাষার সাহায্যেই করা হইয়া থাকে। কিন্তু মানব ও তাহার ভাষা দেশ কালাবচ্ছিন্ন আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানবের ভাষা স্বভাবতঃই পূর্ণ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তাহা হইলেও এবং ব্রহ্ম বা ভগবানের স্বরূপ নিষ্ঠ নির্বিশেষ—অনির্দ্দেশ্য ভাবের সহিত, মায়ার সহিত ক্রীড়ায় পরিগৃহীত ভাবের কিছুমাত্র তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকায়, আমাদের পক্ষে ব্রহ্মতত্ত্বাবধারণের জন্য, শ্রুতি ও তদনুগ শাস্ত্র সকলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য ইহাও বুঝিয়াছি। বর্ত্তমান সূত্রে ভগবান্ সূত্রকার বলিলেন যে, বিভিন্ন শ্রুতি ও তদনুগ শাস্ত্রসকল, একমাত্র ব্রহ্মপর—ব্রহ্মেই উহাদের তাৎপর্য্য—এখন আমরা তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

৭। দুইজন শক্তিশালী দিক্‌পাল সদৃশ—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার—শঙ্কর ও রামানুজাচার্য্য—উপরে ৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর্ম্ম মীমাংসকগণের অবলম্বিত শ্রুতিগণের ঐকদেশিক অর্থের বিরুদ্ধে যুক্তি-বিচার ও শ্রুতি প্রমাণে—সুদীর্ঘ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। আমাদের সে বিচার বিতণ্ডায় প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা ভাগবতের সাহায্যে সূত্রের সরল ও প্রকৃত অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

৪) ভাগবতের উক্তি ঃ—

৮। ভাগবত বলিতেছেন—

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণ পরা মখাঃ॥ ২।৫।১৫

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণ পরং তপঃ।
নারায়ণ-পরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥ ২।৫।১৬

বেদ সকল নারায়ণ পর—বেদ সকলের তাৎপর্য্য নারায়ণে পর্যবসিত। কর্ম্মকাণ্ডের সংহিতা বা দেবতাকাণ্ডে—অনেক দেবতার নাম ও তাঁহাদের বিভিন্ন পূজার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু দেবতাসকল নারায়ণের অঙ্গজ—নারায়ণেরই সন্তান, সুতরাং বিধিভাবে তাঁহাদের—পূজা বা উপাসনা—নারায়ণেরই পূজা বা উপাসনা। সমুদায় লোক—কি কর্ম্মভূমি স্বরূপ

ইহলোক, বা ভোগভূমি স্বরূপ পরলোক—স্বর্গাদি নারায়ণ পর। কর্ম্মকাণ্ডের ব্রাহ্মণ ভাগে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের—বিধি আছে বটে, কিন্তু সমুদায় যজ্ঞ নারায়ণপর। বেদ চতুষ্টয়ে এবং বেদানুগ শাস্ত্র সকলে যোগ, তপস্যা, নানা প্রকার গতির ও জ্ঞানের কথা নানা প্রকারে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহারা সকলে একমাত্র নারায়ণ পর। ইহাই ২।৫।১৫-১৬ মন্ত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য।

৯। ইহারই ব্যাখ্যা স্বরূপ ভাগবত বলিতেছেন :—

অজোঽনুবদ্ধঃ স্বগুণৈরজায়া গুণাৎ পরং বেদ নতে স্বরূপম্ ॥

ভাগঃ ১০।৪০।৩

ব্রহ্মাও মায়ার গুণে আবৃত হওয়ায় আপনার—গুণাতীত স্বরূপ জানিতে পারেন না, অন্য জীবের কথা কি? ভাগঃ ১০।৪০।৩

কিন্তু জানিতে পারে না বলিয়া কি মানবদেহধারী জীব নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহা নয়, তাহাদের প্রকৃতিই তাহাদের নিজ নিজ উপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত করে। একারণ,

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৪

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিত্ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।
যজন্তে বিততৈ র্যজ্ঞৈ র্নানারূপামরাখ্যয়া ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৫

একেত্ত্বাখিল কর্ম্মাণি সংনস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৬

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন চ।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৭

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ, শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৮

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৯

হে ভগবন্! আপনি, যদিও কাহারও সাক্ষাৎগোচর নহেন, তথাচ যে কোনও মার্গ—অবলম্বন করিয়া ভজনা করিলে, উপাসকদিগের গম্য হইয়া থাকেন।

অতএব হৈরণ্যগর্ভাদি সাধু যোগিগণ—অধ্যাত্ম—অধিভূত ও অধিদৈবের—সাক্ষী ও অন্তর্য্যামীরূপে নিয়ন্তা যে আপনি, আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন।
ভাগঃ ১০।৪০।৪

কোনও কোনও ব্যক্তিরা বেদ ও বিদ্যা দ্বারা আপনার আরাধনা করেন। কর্ম্মী দ্বিজগণও নানা নামে পরিচিত ও ইন্দ্রাদি নানারূপ দেবতার নাম দ্বারা বিস্তীর্ণ যজ্ঞ—সাধনরূপ আপনার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৪০।৫

যে সকল জ্ঞানী কর্ম্মফলে বিতৃষ্ণ হইয়া অখিল কর্ম্ম সন্ন্যাস করতঃ উপশম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও জ্ঞানযজ্ঞ (সমাধি) দ্বারা আপনারই আরাধনা করেন।
ভাগঃ ১০।৪০।৬

ব্রহ্মন্! অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি, বৈষ্ণব—শৈবাদি দীক্ষায়—দীক্ষিত, তাহারা আপনার স্বরূপ আত্মায় চিন্তা করতঃ আপনার কথিত পঞ্চরাত্রাদি বিধান দ্বারা—বাসুদেবাদিভেদে বহুমূর্ত্তি এবং নারায়ণরূপে একমূর্ত্তি যে আপনি, আপনার অর্চনা করেন। ভাগঃ ১০।৪০।৭

অপর ব্যক্তিগণ শিবোক্ত যে মার্গ—যাহা শৈব, পাশুপতাদি ভেদে—বহুপ্রকারে বিভিন্ন, তদ্দ্বারা শিবরূপী আপনারই উপাসনা করেন। ভাগঃ ১০।৪০।৮

প্রভো! আপনি সর্ব্বদেবময়, একারণ যাহারা বিবিধ অপর দেবতাভক্ত—তাহারা যদিও আপনাতে চিত্ত সমাধান করিতে অক্ষমতা হেতু, অন্য দেবতার—আরাধনা করে, তাহারা দেবতাধিক্ষেপ হেতু ব্যাকুলচিত্ত হইলেও, সকলের—পূজা আপনাতেই পর্যবসিত হয়। ভাগঃ ১০।৪০।৯

অধিক আর কত দৃষ্টান্ত দিব?

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥ ভাগঃ ১০।৪০।১০

সমুদায় গতি (উপাসনা মার্গ)—আপনাতেই পর্য্যবসিত। যেমন নদী সকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া—বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ হওতঃ বহুস্রোতা হয়, কিন্তু শেষে সকল দিক হইতে সাগরেই আসিয়া প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় তত্তৎ দেবতার উপাসনা মার্গ সকল অন্তে আপনাতেই প্রবেশ করে।
ভাগঃ ১০।৪০।১০

ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার পূজ্যপাদ মহোমহোপাধ্যায় শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকাবলম্বনে উদ্ধৃত ১০।৪০।১০ শ্লোকের অভিপ্রায় বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

অদ্রিঃ—পর্ব্বত। পৃথিবীতে বহু পর্ব্বত বর্ত্তমান এবং সে সকল হইতে নদীগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই জানি। পর্ব্বতগুলি সমতল ভূমি হইতে উচ্চে ইহাও কাহারও অজ্ঞাত নহে। পর্ব্বতে যে বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইতেই নদীগণের উৎপত্তি। শ্লোকে "অদ্রি" একবচনে ব্যবহৃত হইলেও—ইহা বহুবচন অভিপ্রায়ে ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং 'অদ্রয়ঃ' বা পর্ব্বত সকল। ইহারা বিভিন্ন উপাসনা মার্গের প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের উপলক্ষণে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা সাধারণ মানবের অপেক্ষা উন্নত স্তরের —ইহাতে সন্দেহ নাই।

নদ্যঃ—বিভিন্ন নদীগণ। ইহারা বিভিন্ন উপাসনা মার্গের উপলক্ষণে ব্যবহৃত।

পর্জ্জন্যঃ—মেঘ—বেদ সকলের উপলক্ষণে গৃহীত। মেঘ যেমন সমুদ্র পৃষ্ঠের জলরাশি হইতে উত্থিত জলীয় বাষ্প হইতে প্রকটিত হয়, সেইরূপ বেদ সকল সমুদ্রস্থানীয় অনন্তদেব বা ভগবান্ হইতেই প্রকটিত, ইহা ১/১/৩/৩ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আপূরিতাঃ—মেঘ হইতে বারিবর্ষণে সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ। সেইরূপ বেদ হইতে নিঃসৃত নানা দেবতার পূজাবিধি সকল—যাহা বেদানুগ শাস্ত্র সকলে নিবদ্ধ আছে।

সিন্ধুঃ—সমুদ্র—অনন্তদেব বা ভগবানের উপলক্ষণে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া—নগ্ন অর্থ হইতেছে যে, হে প্রভো! তোমা হইতে প্রকটিত বেদ সকলে ও তদনুগ শাস্ত্র সকলে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত বিভিন্ন উপাসনা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ প্রবর্ত্তিত উপাসনা মার্গ সকল, উক্ত বেদ ও তদনুগ শাস্ত্র সকলে উপদিষ্ট তথ্যসকলের—দ্বারা পরিবৃংহিত হইয়া, আচার্য্যগণের শিষ্য—প্রশিষ্যগণের হৃদয় সিক্ত করতঃ তাঁহাদের অশেষ কল্যাণ বিধান পূর্ব্বক, পরিণতিতে তোমাতেই তাদাত্ম্যভাবে মিলিত হইয়া সার্থকতা লাভ করে। এক কথায় উহাদের উৎপত্তি ভগবান্ হইতে, পরিণতিও ভগবানে।

১০। এই শ্লোকে একটি নিগূঢ় রহস্যে দৃষ্টি আকর্ষন করি। আমরা সকলে জানি যে, সমুদ্রের জল লবণাক্ত, সে কারণ বিস্বাদ। কিন্তু মেঘ হইতে পতিত বৃষ্টিজল মিষ্ট, সুস্বাদু। রহস্য এই হইতেছে যে, ভগবানে—সু ও কু—পৃথক্ ভাবে বর্ত্তমান নাই। সমুদায়—তাঁহাতে তাদাত্ম্য ভাবে মিলিত—এ কারণ—ভগবত্তত্ত্বের—সাক্ষাৎ ভাবে, কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে, গ্রহণ রুচিকর নহে। যখন উক্ত তত্ত্ব—বেদ ও শাস্ত্র সকলের ছাঁকণীর—ভিতর দিয়া, সাধারণ জীবগণের নিকট পরিবেশিত হয়, তখন উহা তাহাদের রুচিকর ও

গ্রহনীয় হইয়া থাকে। ইহা হইতেও আমরা বেদ ও শাস্ত্র সকলের প্রয়োজনীয়তার পরিচয় পাইলাম। ভাগবত যাহা বলিলেন, ভগবান ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক কথায় বলিলেন,—**"যত মত তত পথ"**।

১১। ভাগবত আরও বলিতেছেন ঃ—

অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতম্

কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্। ভাগঃ ১০।৮৭।১১

হে ভগবান্! সংসার চক্রে ভ্রমণকারী মানবগণের পদ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতি যে কোনও পদার্থ নিক্ষেপ করা যাউক না কেন, সে সকল পৃথিবী হইতে অভিন্ন হওয়ায়, সর্ব্বত্র পদ পৃথিবীতেই পতিত হয়, সেইরূপ বেদে যাহা কিছু কথিত হয়, সকলই একমাত্র তোমাকেই প্রতিপাদন করে। এ কারণ ঋষিগণ আপনাতেই মন, বচন, আচরণ সমুদায়ই অর্পণ করেন। ভাগঃ ১০।৮৭।১১

আজকাল, আমরা আকাশ যানের সহিত পরিচিত। বলা বাহুল্য যে, আকাশ যানে উপবেশন বা পদক্ষেপ করিলেও, উহা পৃথিবীতেই করা হয়, কারণ উহা পৃথিবীর সহিত সম্পর্ক শূণ্য নহে। উহা পৃথিবীর—পঞ্চভূতাত্মক উপাদানে গঠিত, উক্ত উপাদান হইতে সংগৃহীত শক্তি দ্বারা চালিত, পৃথিবীর বায়ু বেষ্টনীই উহার গমন পথ, এ কারণ—উহা সর্ব্বতোভাবে পার্থিব বটেই।

১২। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বিরোধের যে কোনও কারণ নাই, তৎ সম্বন্ধে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন ঃ—

৫) বশিষ্ঠদেবের উক্তি

তদসৌ সুসমং স্ফারং পদং পরমপাবনম্।

সর্ব্বভাবান্তরগতমভূৎ সর্ব্ববিবর্জ্জিতম্॥ যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭।১৭

যচ্ছূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মাবিদাং বরম্।

বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞান-বিদাং যদমলং পদম্॥

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭।১৮

পুরুষঃ সাঙ্খ্যদৃষ্টীনামীশ্বরো যোগবাদিনাম্।

শিবঃ শশিকলাঙ্কানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্॥

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭।১৯

আত্মাত্মনস্তদ্ বিদুষাং নৈরাত্ম্যং তাদৃশাত্মনাম্।

মধ্যং মাধ্যমিকানাঞ্চ সর্ব্বং সুসমচেতসাম্॥

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭।২০

যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তো যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগম্ ।
যৎ সর্ব্বং সর্ব্বগং সার্ব্বং যৎ তৎ তৎ সদসৌ স্থিতঃ ॥

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭।২১

যদনুত্তমনিঃস্পন্দং দীপ্যতে তেজসামপি ।
স্বানুভূত্যৈকমাত্রং যদ্ যৎ তৎ তৎ সদসৌ স্থিতঃ ॥

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭।২২

অজমজরমনাদ্যনেকমেকং পদমমলং সকলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক ।
স্থিত ইতি স তদা নভঃস্বরূপাদপি বিমলস্থিতিরীশ্বরঃ ক্ষণেন ॥

যোগঃ বাঃ উপশম-৮৭।২৪

যাহা সুসম, সুবিশাল, সর্ব্বভাবের অন্তর্গত হইয়াও সর্ব্বভাবহীন, সেই মুনি (বীত হব্য) তথাবিধ পরম পূতপদেরই অন্তর্ভূক্ত হইয়া রহিলেন। যোঃ বাঃ ৫।৮৭।১৭। (বলিতে কি) শূণ্যবাদীরা যাহাকে শূণ্য আখ্যা প্রদান করেন, ব্রহ্মবাদিরা যাঁহাকে ব্রহ্ম নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, বিজ্ঞানবাদিরা যাঁহাকে বিজ্ঞান স্বরূপ বিমল পদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, সাংখ্য দর্শনের মতে যিনি পুরুষরূপে—নিরূপিত হন, যোগবাদিগণ যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, শৈবগণ যাঁহাকে শিব, কালবাদিরা যাঁহাকে কাল, আত্মজ্ঞানিগণ যাঁহাকে আত্মা, নৈরাত্ম্যবাদিগণ যাঁহাকে নৈরাত্ম্য, মাধ্যমিকগণ যাঁহাকে শূণ্য, সুষমচিত্ত মুনিগণ যাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া আখ্যায়িত করেন, যাহা সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্ত, যাহা সমুদায় মানবদেহধারী জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিত, যাহা সর্ব্ব, সর্ব্বগ, সর্ব্বের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত, উক্ত মুনি, সেই "তৎ" পদের—বাচ্য পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যোগঃ বাঃ উপশম ৮৭।১৮-১৯-২০-২১-২২

যাহা নিতান্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে নিখিল তেজের উপর দেদীপ্যমান, সেই স্বানুভবমাত্র—সিদ্ধ, "তৎ" পদের বাচ্য পরমপদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যোগঃ বাঃ উপঃ ৮৭।২২। যাহা এক অথচ অনেক, যাহা অন্ধকারও প্রকাশ স্বরূপ, যাহা সর্ব্ব বস্তুর অতীত হইয়াও সর্ব্বস্বরূপে বিরাজমান, উক্ত মুনি সেই "তৎ" পদের বাচ্য পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যোঃ বাঃ উপঃ ৮৭।২৪

সুতরাং বিবাদ বিতর্কের অবসর কোথায়?

৬) ভগবতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্ক-বিবাদ-বিতর্কের অবসর নাই।

১৩। ভগবতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবাদ-বিতর্ক যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, তাহা উপরে উদ্ধৃত বশিষ্ঠদেবের উক্তি হইতে বুঝিলাম। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা

১।১।৩৩ সূত্রের আলোচনা ৫৮ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে করা হইয়াছে। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশে সুস্পষ্টরূপে কারণের সহিত ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন ঃ—

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণ ঈশ্বরেঽনবগাহ্য মাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন-বিকল্পবিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্ক-শাস্ত্র-কলিলান্তঃ-করণাশয় দুরবগ্রহ বাদিনাং বিবাদাবনসরে উপরত-সমস্ত-মায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ামন্তর্দ্ধায় কোন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥

ভাগঃ ৬।৯।৩৩

সমবিষমমতিনাং মতমনুসরসি যথা রজ্জু খণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াং ॥ ভাগঃ ৬।৯।৩৪ ভাগবত ৬।৯।৩২ গদ্যাংশে প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিলেন, হে ভগবন! তুমি ত ব্রহ্ম স্বরূপে আত্মারাম, অসঙ্গ, উদাসীন, তুমি সৃষ্টি করিয়াও কি উক্ত স্ব স্ব রূপে অপ্রচ্যুৎ ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সাক্ষীরূপে অবস্থান কর, অথবা ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও জীবভাবে গুণ—সৃষ্টিরূপ সংসারে পতিত হইয়া স্বকৃত কুশলাকুশল ভোগ কর? ইহার তথ্য আমরা জানিতে পারিতেছি না। দেবতারা এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া—নিজেরাই সমাধান করিতেছেন।

হে ভগবন্! আপনাতে এই উভয়ই অবিরুদ্ধ। কারণ আপনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, আপনাতে অপরিমিত গুণরাশি দেদীপ্যমান, আপনার মাহাত্ম্য অতর্কণীয়। অতএব যে সকল শাস্ত্রে বিকল্প অর্থাৎ "এইরূপ কি অন্যরূপ" ইত্যাকার সংশয়, বিতর্ক অর্থাৎ "এ বিষয়ে যুক্তি কি"—তাহার চিন্তা, বিচার—অর্থাৎ "ইহা এই প্রকারই"—এই প্রকার—সিদ্ধান্ত এবং তদনুকুল প্রমাণাভাস ও কুতর্ক অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও উহারা কোনও প্রকারে বস্তু-স্বরূপ-স্পর্শ করিতে পারে না, কেবল বাহিরে বাহিরে ব্যর্থ নর্ত্তন-কুর্দ্দন করিয়া থাকে মাত্র এবং তদ্দারা কেবল অন্তঃকরণকে ব্যাকুলিত ও বিচলিত করে মাত্র। আপনি যে দুরবগ্রহ, বিবাদ করিয়া আপনার উদ্দেশ পায় না। আপনি যে মায়াময় সংসার হইতে সম্পূর্ণ উপরত, কেবল অর্থাৎ স্ব স্ব রূপে নিত্য অবস্থিত—শুধু মায়াকে মাঝে রাখিয়া, দৃশ্যতঃ কর্ত্তৃত্বাদি কোন্ বিষয় আপনাতে না সম্ভবে? ফলতঃ যদি বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি হয়, তবেই বিরোধ সম্ভাবনা—তাহা কদাপি নয়। কারণ আপনার—স্বরূপ দ্বয় দেখিতে পাই না। কিন্তু মানবদিগের মতি এক প্রকার নহে, কতক লোকের—বুদ্ধি-সমা, কতক ব্যক্তির— বিষমা মতি। তাহারা নিজ নিজ মতি অনুসারে— জগদ্ ব্যাপার সম্পাদন করে, আপনি তাহাদিগের

এই—স্বাতন্ত্র্যে বাধা প্রদান করেন না। যেমন অজ্ঞানই রজ্জুখণ্ডে সর্পভ্রম জন্মায়, সেইরূপ—অজ্ঞানই উহাদিগকে পরস্পর—বিবাদে ও বিতর্কে প্রণোদিত করে। উহারা—শাস্ত্রে আপনার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা না বুঝিয়া—মনে করে, যে তাহাদের ব্যাখ্যাই আপনার অভিপ্রায়ের অনুকূল। ভাগঃ ৬।৯।৩৩-৩৪

১৪। গীতার উক্তি এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট। কি কর্ম্মকাণ্ড, কি দেবতাকাণ্ড, কি জ্ঞানকাণ্ড সমুদায়ই ভগবানে অবিরোধে বর্ত্তমান।

(ক) কর্ম্মকাণ্ড সম্পর্কে গীতা বলিতেছেন :—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাঽহমহমৌষধম্।

মন্ত্রোঽহমমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ গীঃ ৯।১৬

আমিই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ (ওষধি হইতে উৎপন্ন শষ্যাদি হইতে প্রস্তুত যজ্ঞীয় পুরোদাশ প্রভৃতি) আমিই মন্ত্র, ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম। গীঃ ৯।১৬

(খ) দেবতাকাণ্ড সম্পর্কে বলিতেছেন :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্॥

গীঃ ৯।২০

বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান পরায়ণ, সোমপায়িগণ,যজ্ঞ দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া নিষ্পাপ হওতঃ স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পূর্ণ্য কর্ম্মের ফল স্বরূপ সুরেন্দ্রলোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। গীঃ ৯।২০ দেবতাকাণ্ডে বহুদেবতার পূজার বিধান আছে, তৎসম্পর্কে বলিতেছেন :—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।

তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ গীঃ ৯ ২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।

ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ গীঃ ৯।২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ গীঃ ৯।২৫

হে কৌন্তেয়! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমা হইতে অপর—দেবতার ভজনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকেন।

গীঃ ৯।২৩

কারণ, সকল যজ্ঞের আমিই তত্তদ্দেবতারূপে ভোক্তা এবং আমিই সমুদায় যজ্ঞের প্রভু—স্বামী ও ফলদাতা। তাঁহারা (অন্য দেবতার উপাসকেরা) আমাকে যথার্থতঃ না জানায়, জন্মমৃত্যু প্রবাহে পুনঃ পতিত হন। গীঃ ৯।২৪

কেননা, দেবতার পূজকগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতার অনিত্য লোক প্রাপ্ত হন! পিতৃপূজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত হন, ভূতগণের (বিনায়ক ও মাতৃগণের) পূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। আর সাক্ষাৎভাবে আমার পূজকগণ—আমাকেই প্রাপ্ত হন—অর্থাৎ অক্ষর পরমানন্দ স্বরূপতা লাভ করেন। গীঃ ৯।২৫

(গ) জ্ঞানকাণ্ড সম্পর্কে গীতা বলিতেছেন :—

পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্-সাম-যজুরেব চ॥ গীঃ ৯।১৭
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ গীঃ ৯।১৮

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ গীঃ ৯।২২
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ। গীঃ ৮।১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ গীঃ ৮।১৬

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফল বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয়বস্তু, পবিত্র, ওঁকার এবং ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদ। গীঃ ৯।১৭

আমিই গতি (কর্ম্মফল পরিণতি) ভর্ত্তং, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস (ভোগস্থান), স্মরণ, সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্ত্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান), বীজ (কারণ), তথাপি অব্যয় (অপ্রচ্যুত স্বরূপ)। গীঃ ৯।১৮

অনণ্যকাম হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার চিন্তা করতঃ ভজনা করেন, নিত্য আমাতে যুক্ত তাঁহাদিগকে আমি যোগক্ষেম নিজে বহন করিয়া—প্রদান করি। গীঃ ৯।২২

পরমা সিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখের আশ্রয় যে অনিত্য জন্মপ্রবাহ, তাহা প্রাপ্ত হন না। গীঃ ৮।১৫

হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মলোক হইতে তন্নিম্নস্থ স্বর্গাদি লোক পুনরাবর্ত্তন চক্রের—উপর প্রতিষ্ঠিত। শীঘ্র বা কিঞ্চিৎ বিলম্ব হউক, সে সকল হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ইহলোকে ৭।২২ শ্লোকে কথিত ভক্তিযোগ দ্বারা যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি আমার—উপাসনা করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনর্জন্ম হয় না। গীঃ ৮।১৬

৭) সমস্ত উপাসনা মার্গের ভিত্তি—সূত্রোক্ত সমন্বয় সাধনের উপর।

১৫। ভগবান্ সূত্রকার আলোচ্য সূত্রে যে সমন্বয়ের কথা বলিলেন, সমুদায় উপাসনা মার্গের ভিত্তি তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা বুঝিবার চেষ্টা করি।

ছান্দোগ্য শ্রুতি ৩।১৪।১ মন্ত্রে বলিতেছেন :—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।
অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি,
তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥

ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কারণ—ইহা তাঁহা হইতেই জাত হয়, তাঁহাতেই লীন হয় ও তাঁহাতেই জীবিত থাকে, অতএব শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। কারণ মানুষ "ক্রতুময়" অর্থাৎ অধ্যবসায়শীল বা ইহা "এই রূপই অন্য রূপ নহে"—এ প্রকার দৃঢ় প্রত্যয়শীল। সে জীবিতাবস্থায় যেরূপ নিশ্চয়শীল হয়—দেহত্যাগের পর সেইরূপই হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক মানব এ তত্ত্ব জানিয়া—দৃঢ় প্রত্যয় অবলম্বন করিবে। ছাঃ ৩।১৪।১

শ্রুতি বলিতেছেন যে—সমস্তই যখন ব্রহ্মময়, তখন দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, বিতর্ক, পরমতাসহিষ্ণুতা প্রভৃতির স্থান কোথায়? বিশেষতঃ মানবের **"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি"** (গীঃ ২।৪১) একমাত্র। দৃঢ়ভাবে সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শান্তভাবে উপাসনা করিয়া যাও। কারণ জীবিতাবস্থায় যে রূপ নিশ্চয়শীল হইবে, দেহত্যাগের পর পরলোকেও সেইরূপ হইবে। গীতায় ভগবান্‌ও ইহাই বলিয়াছেন :—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ গীঃ ৮।৬

অন্তকালে যে ব্যক্তি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সর্ব্বদা তদ্-ভাব ভাবিত হওয়ায়, সে পরকালে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। গীঃ ৮।৬

এই শ্রুতির ভিত্তিতে ভগবান্ সূত্রকার—**“আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ”** ৪।১।১ সূত্র রচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জপ, ধ্যান প্রভৃতির অনুষ্ঠান অবিরত করিবে। ভগবান্‌ও গীতায় পরবর্ত্তী ৮।৭ শ্লোকে বলিলেন **“তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর”**—অতএব সর্ব্ব সময়ে আমার অনুস্মরণ করিবে। ইহাই উপাসনা, ইহাই সংরাধন, ইহাই সংসার—উত্তরণের—অমোঘ উপায়। আমাদের দেশের ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ ইহা স্মরণ করিয়া গাহিয়াছেন :—“গুরুদত্ত মন্ত্র কর দিবানিশি জপ করে”। এ প্রকারে দিবানিশি অনুষ্ঠান করিতে হইলে, সংসারের কাজ করিবার সময়, অন্য নানাপ্রকার চিন্তাহেতু ভগবানের অনুস্মরণে মনঃসংযোগ সম্ভব নয়, ইহা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু তাহাতে উদ্বিগ্ন হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ইহলোকে আমরা যাহা করি, যাহা চিন্তা করি, তাহার অণুমাত্র বিফলে যায় না। কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া ভগবান্ সমুদায় প্রত্যর্পণ করেন।

১৬। ভগবান্ বলিতেছেন :—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥ গীঃ ৪।১১

যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই প্রতিভজন করি। গীঃ ৪।১১

ভগবানের ভজনা—অতি শুভ কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভগবান্ উদ্দাত্ত কণ্ঠে অভয়বাণী শুনাইতেছেন :—

নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত ! গচ্ছতি ॥ গীঃ ৬।৪০

হে তাত ! (প্রিয়)—শুভানুষ্ঠানকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।
গীঃ ৬।৪০

ভাগবতও বলিতেছেন :—

**“যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য
যথা মুখশ্রীঃ ॥** ৭।৯।১০

মানবদেহধারী জীব ভগবানে যে মান বা পূজা অর্পণ করে, তাহা ভগবানের জন্য নহে, নিজের জন্যই।

সমগ্র শ্লোক ও উহার সমগ্র অর্থ ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ৫৭ অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে পরিহাব করা হইল।

১৭। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্রের **"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"** অংশের ব্যাখ্যাস্বরূপ ভাগবত বলিতেছেন :—

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে॥
ভাগঃ ৩।৩২।২১

এই শ্লোকটি ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ৬৪ অনুচ্ছেদে, ৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে ও সেখানেই অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

একই পরম-তত্ত্ব বা ভগবান্ বিভিন্ন উপাসনা মার্গে বিভিন্ন নামে কথিত ও পূজিত হইয়া থাকেন—ইহার সমর্থনে ভাগবত বলিতেছেন :—

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একোনানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ ভাগঃ ৩।৩২।২৮

শ্লোকটি ১।১।৩।৩ সূত্রের আলোচনায় ১৪১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। এ সম্পর্কে উক্ত সূত্রের উক্ত অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৮।৬।৩৮ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১৮। বেদের কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড সমষ্টিভাবে আলোচনা করিয়া, অধুনা উক্ত তিন কাণ্ডের প্রত্যেকটি ব্যষ্টিভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। ভাগবত বলিতেছেন :—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥ ভাগঃ ১১।২১।৩৫

বেদ ত্রিকাণ্ড বিষয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই। বেদ সর্ব্বসাধারণ জীবের অশেষ কল্যাণকর বলিয়া, ঋষিগণ, ভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া, অধিকারী-অনধিকারীভেদে অবহিত হওতঃ পরোক্ষভাবে অমূল্য ব্রহ্মনিষ্ঠ উপদেশসকল বেদমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই প্রকার পরোক্ষ (গূঢ়) ভাবে উপদেশ দান ভগবানের প্রিয়। ১১।২১।৩৫

১৯। ঋষিগণ পরোক্ষবাদী ও পরোক্ষ বর্ণনা ভগবানের প্রিয়—ইহা বুঝিবার চেষ্টা করি। ১৯-২০-২১-২২ অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(ক) যে বস্তু বাক্য মনের অগোচর, ঋষিগণ নিজ নিজ সাধনবলে ও ভগবদনুগ্রহে তাঁহার তত্ত্ব অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে পারিলেও, প্রকাশের সময় জগদ্ব্যাপারে জাগরণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সমাধির সময়

অপরোক্ষভাবে অনুভূত তত্ত্ব—জাগরণে সমুজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

(খ) ভাষা—দেশ কালের—প্রভাবাধীন আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রযুক্ত স্বভাতঃই—আত্মায় অনুভূত প্রত্যক্ষ দৃশ্য—ঠিক ঠিক প্রকাশ করিতে অক্ষম।

(গ) ভাষায় যতদূর প্রকাশ করা সম্ভব, তাহা, শাস্ত্রনির্দ্দেশিত উপায়ে, যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারা কথঞ্চিত বুঝিতে পারিলেও, সাধারণ শ্রেণী মানবের পক্ষে, তাহার ধারণা সম্ভব নহে। অন্যপক্ষে, বিপরীত বা ভ্রম ধারণায় কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ আপতিত হইবার সম্ভবনাই বেশী। বিশেষতঃ সাধারণ শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অত্যধিক। একারণ, ভাষায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সমীচীন নহে।

(ঘ) অনধিকারিগণকে উপযুক্ত অধিকারীর স্তরে উন্নয়ন করিবার জন্য, তাহাদের অধিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা ও শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে।

(ঙ) সাধারণ সংসারে দেখা যায় যে, সন্তানগণের কল্যাণকামী পিতামাতা, সুস্থ, সবল সন্তানের জন্য যে আহারের ব্যবস্থা করেন, অসুস্থ, রুগ্ন, দুর্ব্বল সন্তানের পক্ষে উহা অনিষ্টকর মনে করিয়া, তাহার উপযুক্ত পথ্যের বিধান করিয়া থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ, নীরোগ সন্তানগণের আহার্য্য—গোপন করিয়া রাখেন। মাতার ন্যায় হিতকারী শ্রুতি তাহাই করিয়াছেন। এই জন্যই—ভগবানের ইচ্ছায় চালিত হইয়া ঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ গুরুমুখে রাখিয়াছেন।

(চ) ব্রহ্মবিদ্যা—গুরুমুখী কেন—বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টান্তে বুঝিবার প্রয়াস।

২০। ১।১।১।১ সূত্রের অলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু—ব্রহ্মবিদ্যালাভের ইচ্ছায়, সর্ব্বপ্রকার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া, গুরু সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া, গুরুচরণে নিজ আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিলে, গুরু তাঁহাকে পরীক্ষা পূর্ব্বক, অধিকারী বলিয়া মনে করিলে, তবে ব্রহ্মোপদেশ দিবেন—এই ব্যবস্থা, বেদে ও বেদানুগ শাস্ত্রসকলে বিধিবদ্ধ আছে। পূর্ব্বের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, পরম ব্রহ্ম, যখন আপনি শব্দস্তরে-অবতরণ করিয়া বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রাদি অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তখন, সর্ব্বশক্তিমান—তাঁহার-পক্ষে বেদে ও শাস্ত্রসকলে, তাঁহার সমগ্র প্রকাশ সর্ব্বজনের সহজবোধ্য রূপে করিতে, যে সমর্থ হইতেন না, তাহা নহে। তবে তাহা করিলে কল্যাণ অপেক্ষা অক্যালণই অতি ব্যাপক ভাবে সংঘটিত হইত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের **"অপরোক্ষানুভূতি"** নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, অপরোক্ষানুভূতি লাভের প্রাক্‌কালীন

অপরিহার্য্য অঙ্গ—আপনাকে অধিকারীরূপে গঠন করা। সেজন্য (i) বিবেক (ii) বৈরাগ্য (iii) ষট্‌সম্পত্তি (শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান) (iv) ও মুমুক্ষুতা—একান্ত প্রয়োজনীয়। এ প্রকার অধিকারী হইতে না পারিলে হিতে বিপরীত পরিণতি হইয়া থাকে।

২১। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি।

(ক) আমরা সংবাদপত্রে প্রায় শুনিতে পাই যে, তড়িতালোকদীপ্ত কোনও অট্টালিকায় উক্ত আলোক বন্ধ হইয়া গেলে, উক্ত বাটীর কোনও যুবক—ত্রুটি সংশোধন করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাড়িৎশক্তির পরিচালনে ও সংহরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নাড়াচাড়া করিতে গিয়া নিজের মৃত্যু নিজেই ঘটাইলেন। এরূপ শোনা যায় যে, লোকে নিজের বাটিতে স্নানঘরে ইলেকট্রিক হিটারের দ্বারা উত্তপ্ত জলের টবে কারেণ্ট বিযুক্ত না করিয়াই বসার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অনভিজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারে নাই যে, short circuit তাহার মৃত্যুফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছে।

(খ) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা জিঘাংসাবশে, অন্ধ হইয়া, অচিন্ত্য শক্তিশালী নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রলয়কাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত অস্ত্রের প্রয়োগমাত্র জানিতেন, সংহরণ জানিতেন না। ভাগ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে সারথিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন ও তিনি উক্ত অস্ত্রের সংহরণে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ থাকা হেতু, উহা সংহরণ করিয়া সমূহ ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা প্রতিহত করিলেন। ইহা মহাভারত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

(গ) আণবিক বোমার বা হাইড্রোজেন বোমার—ধ্বংসশক্তির কতক পরিচয় আমরা সংবাদপত্র পাঠে জানি। যদি উক্ত বোমা প্রস্তুতের প্রণালী ও সংকেত গুপ্ত না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে জানিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে কোনও কাণ্ডজ্ঞান হীন, নিজের স্বার্থসর্ব্বস্ব ব্যক্তি, নিজ ব্যক্তিগত দারুণ উদ্দেশ্য বিশেষের সাধনের জন্য, উহা প্রস্তুত করিয়া, সমূহ অনিষ্ট করিতে পারে ইহা বুঝা যায়।

২২। মুণ্ডক শ্রুতি ৩।২।৯ মন্ত্রে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। ব্রহ্ম অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান—ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। যদি কোনও সাধারণ লোক, যাহার চিত্তশুদ্ধি না হওয়ায় শত্রু মিত্র সমজ্ঞান হয় নাই, নিজের স্বার্থের প্রতি অতি সতর্ক লোলুপদৃষ্টি বিদ্যমান, নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য, অপরের বিত্ত নিজের করিয়া লইতে আকুল আগ্রহে বিচলিত—সে ব্যক্তি যদি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্ম হইয়া যান, তাহা হইলে, অকল্যাণ শুধু তাঁহার নহে, সমুদায় জগতের। এ কারণ, করুণাময় ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্যা—বেদ বা কোনও

শাস্ত্রগত করিয়া রাখেন নাই। এই জন্যই বেদ পরোক্ষবাদী, এই জন্যই পরোক্ষবাদ ভগবানের প্রিয়। এই জন্যই ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখ হইতে লভ্য। এই জন্যই ইহা গুরুপরম্পরা ক্রমে অনাদি কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। নারদের ন্যায় ভগবানের একান্ত ভক্ত দেবর্ষি—সমুদায় বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র সকলে পারদর্শী হইলেও, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে না পারিয়া ভগবান্ সনৎ কুমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পর, তাঁহার উপদেশে উহা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা আমরা ছান্দোগ্য শ্রুতির সপ্তম অধ্যায় হইতে জানিতে পারি।

সুতরাং বুঝা গেল যে, ব্রহ্মবিদ্যা—কেবল বেদপাঠে ও উহার আক্ষরিক অর্থাবগতিতে লাভ করা যায় না। ছান্দোগ্য শ্রুতির শ্বেতকেতুর উপাখ্যানেও আমরা ইহা বুঝিতে পারি।

২৩। গুরুমুখে ব্রহ্মবিদ্যা রাখিবার উদ্দেশ্য আরও এই যে, গুরু ব্রহ্মজ্ঞ—একারণ তাঁহার সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি। তাঁহার শত্রুমিত্র নাই। সর্ব্বজীবে তাঁহার আত্মভাব। সে কারণ—কোনও ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেই, তিনি দৃষ্টিক্ষেপ মাত্র, উহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত,সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পান। সেই অন্তর্দৃষ্টিতে ও বাহ্যিক অন্যভাবে পরীক্ষা করিয়া, যদি তিনি উহাকে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযোগী অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাকে শিষ্যভাবে গ্রহণ করিয়া, ব্রহ্ম বিদ্যোপদেশ দেন। ইহা ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত মুণ্ডক ১।১২-১৩ মন্ত্র আলোচনায় বুঝিয়াছি। অতএব বেদ পরোক্ষবাদী কেন এবং পরোক্ষবাদ ভগবানের প্রিয় কেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল।

৯) বেদের—তিন কাণ্ড।

২৪। উপরে ১৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২১।৩৫ শ্লোকে ভাগবত বলিতেছেন:—বাহ্য দৃষ্টিতে বেদ—ত্রিকাণ্ড বটে, কিন্তু উহার আত্মবিষয়—মুখ্যবিষয় বা অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য—একমাত্র ব্রহ্ম প্রতিপাদনে। উপরে ধারাবাহিক কয়েকটি অনুচ্ছেদে সাধারণ ভাবে, ইহার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে বেদের তিন কাণ্ডের পরিচয় ও প্রত্যেকের সম্বন্ধে ভাগবতের অভিপ্রায় বুঝিবার চেষ্টা করিব। এই তিন কাণ্ড—যথাক্রমে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। সংহিতা বা মন্ত্রভাগ—দেবতা বিষয়ক—দেবতাগণই মন্ত্র মূর্ত্তিধারী—এ কারণ, ইহা দেবতা-কাণ্ড নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণভাগ—বেদের কর্ম্মকাণ্ড—যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা এই কাণ্ডে বিস্তারিতভাবে নিবদ্ধ আছে। আরণ্যক-ভাগ—জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ড। উপনিষৎগণ এই কাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এই কাণ্ডের অন্তর্গত ১০৮ খানি উপনিষদের মধ্যে প্রথম ১০ খানি অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন,

মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক সমধিক প্রসিদ্ধ—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই দশখানির বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার শারীরক ভাষ্যে প্রধাণতঃ এই কয়খানির প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য উপনিষদগুলি যে অপ্রামাণ্য বা অর্ব্বাচীন, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। আগে বলিয়াছি যে, "ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার শারীরক ভাষ্যে ব্রহ্মের—চিদ্ভাবের অন্য কথায় জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়াছেন।" (আভাস ৩৪) উক্ত দশখানি উপনিষদে জ্ঞানের প্রাধান্য থাকায়, তিনি উঁহাদেরই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর—উপায়-উপেয় সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া (গীঃ ১৮।৫৪-৫৫) জ্ঞানকাণ্ডে ভক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাপনী শ্রুতিগণ, নারায়ণোপনিষৎ, ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। ত্রিপাদ বিভূতি—মহানারায়ণোপনিষৎ স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :—**"কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি।** ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে তস্মাত্ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তি নিষ্ঠো ভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি। ভক্ত্যা অসাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি" (অষ্টম অধ্যায়ঃ উক্ত উপনিষৎ)।

২৫। এই জ্ঞান ও ভক্তির উপায়-উপেয় সম্বন্ধটি ও উহার সহিত উপরে ত্রিপাদ বিভূতিমহানরায়ণোপনিষদের অষ্টম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত অংশের সম্পর্ক কি প্রকার, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। গীতার ১৮।৫৪ ও ১৮।৫৫ শ্লোকদুটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

> ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
> সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ গীঃ ১৮।৫৪
> ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
> ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ গীঃ ১৮।৫৫

ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত সে কারণ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না। সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করায় আমার পরাভক্তিলাভ করেন। গীঃ ১৮।৫৪

সেই পরাভক্তিলাভে, আমি যেরূপ—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক, ও আমি যাহা অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন হই, সেইরূপে আমাকে তিনি স্বরূপতঃ জানেন—অনুভব করেন। অনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিবার পর, আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ হন। গীঃ ১৮।৫৫

ভগবান্ গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকে বলিলেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপে স্থিত ব্যক্তিই তাঁহার পরাভক্তি লাভের যোগ্য হন। সুতরাং পরাভক্তি লাভ—উপেয় ও ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিবার উপযোগিতা—উপায়—ইহা ভগবানের উক্তি হইতে সহজে বুঝা যায়। কিরূপ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের অধিকারী, তাহা ভগবানই পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮।৫৩ শ্লোকে বলিতেছেন :—

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ গীঃ ১৮।৫৩

অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া, সর্ব্ববিষয়ে মমতাশূণ্য হত্তঃ শান্ত হইলে ব্রহ্মত্বলাভের অর্থাৎ "ব্রহ্মই আমি" এই জ্ঞানে নিশ্চলভাবে অবস্থানের যোগ্য হয়। গীঃ ১৮।৫৩

এইরূপ ব্রহ্মভাবে অবস্থানের যোগ্য হওয়ায় জ্ঞানের চরম পরিণতি। ইহাকেই তেজোবিন্দু উপনিষৎ নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে "পূর্ণত্বপ্রাপ্তি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূণ্যবৃত্ত্যাহি শূণ্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যাহি পূর্ণত্বং তয়া পূর্ণত্বমভ্যাসেৎ॥ তেজোবিন্দু ১।৪২

কোনও বিষয় ভাবনা করিলে, মানসিক বৃত্তি তদ্‌বিষয়াকারে আকারিত হইয়া থাকে, সুতরাং ঘট, পটাদি নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের চিন্তায়, বৃত্তি তদাকারে আকারিত হইয়া তাহাদের প্রাপ্তির হেতু বাসনা এবং বাসনার হেতু বন্ধনের, কারণ হয়। শূণ্য বা অভাবাত্মক বস্তুর চিন্তায়, বৃত্তি—শূণ্যতা বা জড়তা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম চিরপূর্ণ—ব্রহ্ম চিন্তনে বৃত্তি পূর্ণত্ব লাভ করে। একারণ পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম চিন্তা অভ্যাস করিবে।—তেজোবিন্দু ১।৪২

ইহাকেই ছান্দোগ্যশ্রুতি উপরে ১৫ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ৩।১৪।১ মন্ত্রে "ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ" বলিয়া এক কথাতেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সংক্ষেপ আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, ভগবানে পরাভক্তি (উপরে কথিত "উপেয়") লাভের "উপায়" জ্ঞান।

২৬। গীতার পরবর্ত্তী ১৮।৫৫ শ্লোকে ভগবান্ সুস্পষ্টভাবে বলিলেন যে, ১৮।৫৪ শ্লোকে কথিত পরাভক্তি হইতেই পরাজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং পরাভক্তি—পরাজ্ঞান প্রাপ্তির "উপায়" ও পরাজ্ঞান—পরাভক্তির "উপেয়" ইহা সহজেই বুঝা গেল। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে—বড় ছোট লইয়া যে বিবাদ-বিতর্ক হয়, তাহার কোনও কারণই নাই। উক্ত

বিবাদ-বিতর্ক ভগবানের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ। শুধু মানবের বুদ্ধির বিক্রিয়ার পরিচয় মাত্র। ইহার প্রতি লক্ষ রাখিয়াই ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ—উপরে ২৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট বলিলেন, **"সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়"—"ভক্ত্যা সর্ব্ব সিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি"**।—অন্য সর্ব্ববিধ উপায় পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিনিষ্ঠ হও। ভক্তি দ্বারাই সমুদায়ই সিদ্ধ হইবে।

২৭। জ্ঞান ও ভক্তি—উভয়ের উপায়-উপেয় ভাবের যে আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জ্ঞানমার্গের চরম ও পরমতত্ত্ব নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্ম, কিন্তু ভক্তিমার্গের চরম ও পরম ভাব পদার্থ—সাকার ও সগুণ ব্রহ্ম। এ প্রকার উভয়ত্ব হেতু কি বিরোধ হইতেছে না? ইহার সমাধান কি? ইহার সমাধান ত্রিপাদ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎই করিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন:—**"পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার নিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ"**—ইহা ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনার ১০ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর নির্গুণত্ব ও সগুণত্বে যে কোনও বিরোধ নাই, তাহা উক্ত সূত্রের আলোচনায় ৩৩ ও ৩৪ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই।

১০) বিধি তিন প্রকার।

২৮। শ্রুতিতে কর্ত্তব্যের উপদেশ বিধিলিং প্রয়োগে দেওয়া হইয়াছে। বিধি প্রয়োগের সর্ব্বক্ষেত্রে বিধিলিঙ্ ব্যবহৃত হইলেও কর্ত্তব্যের মুখ্যত্ব ও গৌণত্ব নির্ণয়ের জন্য একই বিধিলিঙ্ নির্দ্দেশকে তিন ভাগে বিভাগ করা হয়—ইহাদের নাম যথাক্রমে অপূর্ব্ব বিধি—নিয়ম বিধি ও পরিসংখ্যা বিধি। এই তিনের মধ্যে অপূর্ব্ব বিধি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। নিয়ম বিধির বল মধ্যম শ্রেণীর ও পরিসংখ্যা বিধি সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বিশদ করিবার চেষ্টা করি।

> বিধি (অর্থাৎ অপূর্ব্ব বিধি) **রত্যন্তাপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।**
> **তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে॥**

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসিত"—ইত্যাদিরপূর্ব্ববিধিঃ। অত্র বিধেয়স্য সন্ধ্যাদেঃ শাস্ত্রেতো রাগতো ন্যায়তো বা ক্বচিদপি অপ্রাপ্তেঃ। তথা—

"ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ"—বিধেয়স্য—ভার্য্যাভিগমনস্য রাগতঃ প্রাপ্তৌ-অপি রাগাভাবাৎ পক্ষতোঽপ্রাপ্তেঃ। ইতি নিয়মবিধিঃ। তথা—

"প্রোক্ষিতং মাংসং ভুঞ্জীত"—বিধেয়স্য **প্রোক্ষিত** মাংস **ভক্ষণস্য তৎপ্রতি-পক্ষস্য অপ্রোক্ষিত মাংসভক্ষণস্য চ রাগতঃ প্রাপ্তঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ।**

২৯। উপরে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রথম, প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। এই বিধির অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা, কি শাস্ত্র, কি মানবের স্বাভাবিক অনুরাগ-বিরাগ, কি ন্যায়—কিছু দ্বারাই হয়না। অর্থাৎ এই বিধির প্রয়োগ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকা হেতু—ইহা অপূর্ব্ব বিধি—সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। ইহা না করিলে প্রত্যবায় আছে এবং তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত আছে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত :—ঋতুকালে নিজ বিবাহিত স্ত্রী সঙ্গম করিবে, এ ক্ষেত্রে রাগ বা অনুরাগ স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও কখনও কখনও বা উক্ত ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। ইহা নিয়ম বিধি। ইহা পালন করিলে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভঙ্গ হইবে না। পালন না করিলে প্রত্যবায় নাই। ঐ নিয়মের মধ্যে নিষেধের ইঙ্গিত আছে—অর্থাৎ ঋতুকাল ব্যতীত অন্যকালে ভার্য্যাভিগমন বিধেয় নয়—ইহাও অভিপ্রায়।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত :—প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ করিবে। ইহা পরিসংখ্যা বিধি। মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অবিচারে মাংস ভক্ষণে। উহার সঙ্কোচ সাধন জন্য—প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ অনুকল্পভাবে করা হইয়াছে। এই জন্যই যজ্ঞে পশুবধ—"অবধ" বলিয়া বিহিত হইয়াছে। এরূপ বিধির কারণ উদ্দামভাবে পশুবধ নিবারণ উদ্দেশ্য। যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যয়সাধ্য—সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরও অনেক কিছু সংগ্রহের প্রয়োজন। সে সমুদায় প্রয়োজন মিটাইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান সহজ সাধ্য নয়। বিশেষতঃ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইলে,—হত পশুর মাংস—বাহিরের নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, বহু লোকের সহিত, তবে ভক্ষণ সম্ভব হইতে পারে। এ কারণ, অনিচ্ছার সহিত, অনুকল্পভাবে যজ্ঞে পশুবধের বিধান দেওয়া হইয়াছে। নীচের আলোচনায় ইহা সুস্পষ্ট হইবে। (দেখ অনুচ্ছেদ—৪৫)

১১) বেদের দেবতাকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড।

৩০। বেদের সংহিতা বা দেবতাকাণ্ডের সহিত, উহার কর্ম্মকাণ্ডের বা ব্রাহ্মণভাগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। বেদালোচনা আমাদের দেশে এখন একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড এখন মাত্র কয়েকজন প্রাচীনপন্থী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই নিবদ্ধ। পুরোহিতগণই গৃহস্থের প্রতিনিধি রূপে ইহাদের আচরণ করিয়া থাকেন, এবং তাহাও গতানুগতিক ভাবে, যেন দায়ে পড়িয়া কোনও প্রকারে সম্পাদন মাত্র। সুতরাং বেদের উক্ত উভয় কাণ্ড বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রয়োজন নাই। সূত্রের উদ্দেশ্য বেদের তিন

কাণ্ডের সমন্বয় সাধন। আমরা ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিতেছি, সে কারণ ভাগবতের অভিপ্রায় অনুসারে, উক্ত সমন্বয় সাধন করিতে পারিলেই, আমাদের কর্ত্তব্য সমাধান হইল।

৩১। বেদের সংহিতা ভাগের ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার নাম ও তাঁহাদের স্তুতি বর্ত্তমান আছে। এই স্তুতি সকল সূক্ত নামে পরিচিত—"সু" সুন্দর ভাবে, "উক্ত"—কথিত বা ভাষায় নিবদ্ধ বলিয়া, ইহাদিগকে "সূক্ত" বলা হইয়া থাকে। সূক্তই বাচিক উপাসনা। কর্ম্ম কাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম—আনুষ্ঠানিক উপাসনা। উভয়ের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ বুঝা গেল। পৃথক্ পৃথক্ দেবতা সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ সূক্ত প্রচলিত থাকায়, এবং কর্ম্মকাণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার নামে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি দিবার ব্যবস্থা থাকায়, মনে স্বতঃই সংশয় হয় যে, সেই সেই দেবতার উপাসনা, কি পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা, অথবা একমাত্র ভগবানেরই উপাসনা—পৃথক্ পৃথক্ দেবতার নাম—উপলক্ষ্য মাত্র।

৩২। দেবতাগণের উপাসনা দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের উপাসনায় দেবতাগণের প্রাধান্য, দ্বিতীয় প্রকারের উপাসনায়—পরব্রহ্মের বা ভগবানের প্রাধান্য—দেবতাগণ—উপাসনার বাহ্য অবলম্বন মাত্র। পরমব্রহ্ম বা ভগবান্—সর্ব্বাত্মক বলিয়া, দেবতাগণ, তাঁহারই বিশেষ বিশেষ বিভূতি বিকাশ মাত্র—দ্বিতীয় প্রকার উপাসনায়, এই মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া উপাসক উপাসনা করিয়া থাকেন—সুতরাং ইহা ব্রহ্মোপাসনা। প্রথম প্রকার উপাসনা—ব্রহ্মোপাসনা নয়। ইহা প্রতীকোপাসনা নামে কথিত। ভগবান্ সূত্রকার ৪।১।৪ সূত্র **"ন প্রতীকেন হি সঃ"** প্রণয়ন করিয়া, ইহা বিচার ও মীমাংসা করিয়াছেন। এখানে উহার বিস্তার করিব না।

৩৩। মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন কামনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভজন করিয়া থাকে। উহাদের উক্ত ভজনে সেই সেই দেবতারাই প্রাধান্য দিয়া থাকে। ব্যাবহারিক জগতে যেমন একচ্ছত্র সম্রাটের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের—বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন অধ্যক্ষ্য নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাহা দ্বারা ছত্রপতিরই করণীয় আংশিকভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিভিন্ন দেবতাগণ, বিশ্বনাথ ভগবানের ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া, তাঁহারই পরিচারকরূপে বিভিন্ন বিভাগের করণীয়, নিজ নিজ অধিকারানুসারে সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই কারণে যে সমুদায় মানব, তাঁহাদের উপাসনা করেন, তাঁহারা নিজ নিজ উপাস্য দেবতাগণের অধিকারানুরূপই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভাগবত ২।৩।২ হইতে ২।৩।৯ পর্যন্ত আটটি শ্লোকে ইহাই বলিয়াছেন। বাহুল্য পরিহারের জন্য

উহাদিগকে উদ্ধৃত করিলাম না। সংক্ষেপে বলি, ভাগবত বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়কামী—ইন্দ্রকে, সন্তানকামী—প্রজাপতিকে, ঐশ্বর্য্যকামী—মায়াদেবীকে, তেজস্কাম—সূর্য্যকে—ইত্যাদি রূপে ভজন করিয়া থাকে। উক্ত ভজন সাধারণতঃ পার্থক্য বুদ্ধিতে করা হইয়া থাকে। একারণ উহা ভগবদ্ ভজন নয়। তবে শ্রদ্ধার সহিত, যদি উহা করা হয়, তাহা হইলে উক্ত ভজন—অবিধিপূর্ব্বক ভগবদ্ ভজন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। উপরে ১৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত গীতার ৯।২৩ শ্লোকে ইহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন। উক্ত উপাসকগণের গতি—তাঁহাদের উপাস্য দেবতাগণের অধিকার পর্য্যন্ত—ইহাও ভগবান্ উক্ত ১৪ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত গীতায় ৯।২৫ শ্লোকে বলিয়াছেন। সকাম কর্ম্মের ফল যে এরূপ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কামনার দ্বারা চালিত হইয়াই ত আমরা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমাদের ব্যাবহারিক জগতে নীতি শাস্ত্রেই আছে:—

অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্ যদ্ হি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥

এই সংসারে কখনও কোথাও কামনা রহিত ক্রিয়া দেখা যায় না জীবগণ যে যে কার্য্য করে, তৎ সমুদায় কামের চেষ্টামাত্র। সুতরাং বৈদিক হউক, লৌকিক হউক, কোনও কর্ম্মের অনুষ্ঠান কামনা পরিত্যাগ করিয়া, করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তবে উপায় কি?

৩৪। ভাগবত বলিতেছেন, ইহাতে চিন্তা করিবার কি আছে? উপায় ত তোমাদের হাতেই রহিয়াছে:—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ভাগঃ ২।৩।১০

উদার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ নির্ম্মেঘ উন্মুক্ত আকাশের ন্যায় যাহার বুদ্ধিতে মোহকালিমার চিহ্ন মাত্র নাই, এমন ব্যক্তি কামনাশূন্য হউন. অথবা সর্ব্ববিধ কামনা পূর্ণই হউন, কিম্বা মোক্ষকামীই হউন, ঐকান্তিক ভক্তি যোগে পরম পুরুষকে উপাসনা করিবেন। ভাগঃ ২।৩।১০

অন্যান্য দেবতার উপাসনা করিলে তাহা ভগবানেরই উপাসনা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা সাক্ষাৎভাবে না হওয়ায়, বক্রগতিতে ভগবানেই পৌছায়। ফলে পথে বিঘ্নবিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়. এবং সময়ও ব্যয় হইয়া থাকে, এমন কি জন্মের পর জন্মও অতিবাহিত হইতে পারে। ইহা ভাগবত অতি সুন্দর ভাবে, উপরে ৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০।৪০।১০ শ্লোকে বুঝাইয়াছেন।

৩৫। যদিও অন্তে সকলের পরিণতি একমাত্র ভগবানেই বটে, তাহা হইলেও পারক্য বুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে, দেবতাগণের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত হয় না, সে কারণ—উহাদের ফল ব্রহ্মোপাসনার তুল্য হয় না। ভাগবত এ কারণ বলিতেছেন যে পারক্য বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মারুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ভাগঃ ৪।৭।৪৯
যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃ পাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥ ভাগঃ ৪।৭।৫০

যেমন প্রত্যেকের শরীরে—শিরঃ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু উক্ত শরীরধারিজীব, সকল অবয়বকেই নিজের বলিয়া মনে করেন, পারক্য বুদ্ধি করেন না, সেইরূপ ব্রহ্মা, রুদ্র (ইন্দ্র, অগ্নি, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণকে) ও ভূত সকলকে—অদ্বিতীয়, কেবল পরমাত্মার অবয়ব স্বরূপ বলিয়া তাহা হইতে অপৃথক্ ভাবে ধারণা করা উচিত। অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিই ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। ৪।৭।৪৯-৫০

এই ভেদ দর্শন হেতু, উক্ত দেবতাগণের উপাসনা—ব্রহ্মোপাসনার পর্যায়ে পড়ে না—ইহা সুস্পষ্ট।

৩৬। কিন্তু এই ভেদদর্শন কেন হয়? ইহার উত্তর আমরা আগের তিন সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি। জগতে মানব দেহধারী জীব—যাঁহারা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন ও এখন বর্ত্তমান আছেন—তাঁহাদের সংখ্যা অগণ্য। ১।১।৩।৩ সূত্রের আলোচনায় ৭৬-৭৭ অনুচ্ছেদে আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রমবিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি বিধানের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। মানবেতর স্থাবর জঙ্গমাত্মক অসংখ্য জীববৃন্দের ক্রমবিবর্ত্তন একই কালে সংঘটন সম্ভব নহে বলিয়া, উহারা ক্রমোন্নতি সোপানের অসংখ্য বিভিন্ন স্তরে থাকিতে বাধ্য হয়। সে কারণ, উহাদের মধ্যে যাহারা মানবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলে এক কালেই উহা প্রাপ্ত হয় না। প্রাপ্তির কালের—অসংখ্য ভেদ বর্ত্তমান। এ কারণ প্রত্যেকের চিত্ত মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির শক্তি একরূপ নহে। প্রত্যেকের প্রকৃতি, ধারণা শক্তি বিভিন্ন। কিন্তু শাস্ত্র ত কাহাকেও বাদ দিতে পারেন না। প্রত্যেকের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তিতেই শাস্ত্রের সার্থকতা। আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে ক্রমোন্নতি সোপানের—উচ্চতর স্তরে উন্নয়ন করিবার জন্য অগণ্য প্রকার—উপায়, অনন্ত জ্ঞানময় ভগবান্ কর্ত্তৃক শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। এই

সকল কারণে—শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবতার নাম ও তাহাদের উপাসনা পদ্ধতি বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, যেমন কোনও মহানগরীতে পৌছিবার বহু পথ বর্ত্তমান থাকে, উহাদের মধ্যে যে কোনটিকে ধরিয়া অগ্রসর হইলেই মহানগরীতে পৌছান যায়, সেইরূপ পথে যে কোনও দেবতার উপাসনা মার্গ দিয়া ধীরভাবে বিশ্বাসের সহিত, অগ্রসর হইলে পরিণতিতে, সেই এক অদ্বিতীয় পরম ও চরমতত্ত্বে পৌছান যাইবে। উপরে ১।১।৩।৩ সূত্রের আলোচনার ১৪: অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩২।২৮ শ্লোকটি, অতি সুন্দর ভাবে ইহা বুঝাইয়াছেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সমুদায় বিভিন্নতার পর্য্যবসান ও সমন্বয়—একস্থানে এবং সেই স্থানটিই—ভগবান্ বা ব্রহ্ম।

৩৭। সমুদায় পথ মহানগরীতে পর্যবসিত বটে, কিন্তু সবগুলিই সমান সুখগম্য নহে। যে যে পথ নিকট বা দূরের অন্যান্য নগরীর সহিত সংযোজিত, তাহারা প্রশস্ত রাজপথ দুই পার্শ্বে পরিরোপিত বৃক্ষ শ্রেণীর ছায়ায় শীতল, যান-বাহন যোগে গমন অতিশয় সুখসাধ্য। কিন্তু যে সকল পথ দূরের গ্রামের—গরীব জনগণের পায়ে হাঁটিয়া অতিবাহনের জন্য অভিপ্রেত, তাহারা-সঙ্কীর্ণ, বন্ধুর, যান বাহনের উপযোগী নহে। ইহা আমাদের সকলের প্রত্যক্ষদৃষ্ট। প্রথম প্রকারের রাজপথ, সমাজের উচ্চস্তরের মানবগণের জন্য এবং দ্বিতীয় প্রকার পথ, সমাজের নিম্নস্তরের জন সাধারণের—ব্যবহার্য্য। সেইরূপ, যে সমুদায় ভাগ্যবান মানব-দেহধারী জীব ক্রমবিবর্ত্তনে মানবদেহ প্রাপ্তির পর, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া, ক্রমোন্নতি সোপানের—উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, শাস্ত্রে তাঁহাদের জন্য, তাঁহাদের উপযুক্ত উন্নততর ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর যাঁহারা সবে মাত্র মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কামনা, বাসনা প্রভৃতি মানবেতর জন্তুগণের সহিত কমবেশী সমভাবাপন্ন হওয়ায়, তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের-উপযোগী অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া, ক্রমোন্নতি সোপানের নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ ও উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারেন, শাস্ত্র সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার পশ্চাতে অনন্ত জ্ঞান ও অশেষ কল্যাণ সাধন সমুজ্জ্বল ভাবে দেদীপ্যমান। একট চিন্তা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

১২) আলোচ্য ১।১।৪।৪ সূত্রের ভাগবত ভাষ্য।

৩৮। ভাগবত কয়েকটি অতি উপাদেয় শ্লোক রচনা করিয়া আলোচ্য ১।১ ৪।৪ সূত্রের বিশদ্ আলোচনা করিয়া, ভগবান সূত্রকারের—প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নে সেইগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য সমাধা করি।

ক) নিবৃত্তি মার্গ ও প্রবৃত্তি মার্গ ঃ—

উপরে ৩৬ ও ৩৭ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপ আলোচনা হইতে আমরা বুঝিলাম যে, মানবত্ব প্রাপ্তির অগ্রপশ্চাৎ হেতু, বিভিন্ন মানবদেহধারী জীব ক্রমোন্নতি সোপানের—উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ও নিম্ন-নিম্নতর-নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিতে বাধ্য। সুতরাং সকলের অধিকতর উচ্চতর স্তরে আরোহন করিবার উপায় এক প্রকার হইতে পারে না। যাঁহারা মানবত্ব লাভের পর জন্মের পর জন্ম অতিবাহন করিয়া, ক্রমোন্নতি বিধানে উচ্চতর স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের উপাসনা নিবৃত্তি মার্গীয়। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

যতো যতো নিবর্ত্তেত বিমুচ্যেত ততস্ততঃ।

এষ ধর্ম্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোক-মোহ-ভয়াপহঃ॥ ভাগঃ ১১।২১।১৮

যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা তাহা হইতে মুক্ত হইবে, এই ধর্ম্মই মানবগণের পরম মঙ্গলের হেতু। ইহাই তাহাদিগের শোক-মোহ-ভয়াপহারী। ভাগঃ ১১।২১।১৮

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, প্রবৃত্তিমার্গে ভ্রমণকারী মানবদেহধারী জীবগণের বিষয়ের সহিত সংস্রব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। বিষয় স্বতঃ দোষাবহ না হইতে পারে, কিন্তু বিষয় সম্বন্ধে আমরা যে মনোবৃত্তি পোষণ করিয়া থাকি, তাহাই আমাদের বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। ইহা ভগবান্‌ গীতার ২।৬২-৬৩-৬৪ শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। ভাগবত ইহারই অনুকরণে ১১।২১।১৯-২০-২১ শ্লোকে বলিতেছেন ঃ—বিষয় চিন্তা হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে কলহ, কলহ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ এবং এই মোহই উক্ত বিষয় চিন্তক পুরুষের—কার্য্যাকার্য্য স্মৃতিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। ফলে মানুষ যেন চেতনাশূণ্য—অতএব অসত্তুল্য হইয়া, নিজের পরম স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

৩৯। একারণ প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করা শ্রেয়ঃ। ইহা বুঝা গেল। কিন্তু ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।

আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু॥ ভাগঃ ১১।২১।২৪

মানুষ স্বভাবতঃই আপনার অশেষ অনর্থ হেতু, কামনার বিষয়, আয়ু, ইন্দ্রিয়, বল ও বীর্য্যাদিতে এবং পুত্রদারাদি বিষয়ে আসক্তমনাঃ হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।২১।২৪

যে শ্রেণীর মানবের কথা ১১।২১।২৪ শ্লোকে ভাগবত উল্লেখ করিলেন, উঁহারা মানবত্ব প্রাপ্তির পর কয়েক জন্ম অতিক্রম করিয়া ক্রমোন্নতি সোপানের কথঞ্চিৎ উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের সংখ্যা অধিক—বর্ত্তমান যুগে ইহারাই সাধারণ মানুষ। কয়েক জন্ম পূর্ব্বে—পশুত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করায়, সাধনার উচ্চস্তরের উপদেশ, ইহাদের নিকট অর্থহীন নহে। ইহারা নিজেদের পরম শ্রেয় সম্বন্ধে অজ্ঞান, কামনাবর্ত্মে ভ্রাম্যমান বটে, কিন্তু যে বেদ পরমতত্ত্বে উপদেশপূর্ণ, তাহাতে শ্রদ্ধাবান, বিশ্বাসী ও ভক্তিপ্রণত। ইহাদের সম্বন্ধে বেদ কি পুনরায় কর্ম্মাচরণের উপদেশ দিতে পারেন? কর্ম্মাচরণে নানাপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি আছে। তাহাতে কর্ম্মের অযথা আচরণে শ্রেয়োলাভ দূরে থাকুক, বরং অধিকতর অন্ধতমসে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভাগবত বলিতেছেন :—

> ন তানবিদুষঃ স্বার্থং ভ্রাম্যতো বৃজিনাধ্বনি।
> কথং যুঞ্জ্যাৎ পুনস্তেষু তাংস্তমো বিশতো বুধঃ॥ ভাগঃ ১১।২১।২৫

[বুধ :—অর্থ পণ্ডিত—(পণ্ডা-উজ্জ্বল বেদজ্ঞান যাঁহার বর্ত্তমান)—অর্থাৎ বেদ]

সেই সমুদায় অজ্ঞান, কামবর্ত্মে ভ্রাম্যমান, নিজের পরম শ্রেয়ঃ ভ্রষ্ট, অথচ বেদের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা হেতু, বিনম্র পুরুষগণকে বেদ কি প্রকারে সেই সকল কর্ম্মে পুনরায় প্রবৃত্ত করিবেন? অর্থাৎ বেদসকল পরম শ্রেয়োনির্দ্ধারণে সার্থকতা লাভ করেন। কর্ম্মানুষ্ঠানে পরম শ্রেয়োলাভ হয় না। সুখভোগ, স্বর্গভোগ প্রভৃতি প্রলোভনে কামনা বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। ফলে জন্মের পর জন্মলাভ ঘুচে না। কখনও কখনও কর্ম্মের বৈগুণ্যবশতঃ নিকৃষ্টতর বৃক্ষাদি যোনিতে জন্মলাভও অসম্ভব নয়। সুতরাং মাতার ন্যায় হিতকারী বেদ কি এরূপ উপদেশ দিতে পারেন?

খ) প্রবৃত্তিমার্গ যদি হেয়, তবে বেদে তাহার বিধান কেন?

৪০। কিন্তু বেদের কর্ম্মকাণ্ডে—কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধানও সুস্পষ্ট দেওয়া আছে। এবং কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য ফলশ্রুতির বর্ণনাও আছে। ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহার আলোচনা করিতে যাইয়া ভাগবত বলিতেছেন :—

> ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরং।
> শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনং॥ ভাগঃ ১১।২১।২৩

স্বামিপাদ বলিতেছেন:—**"ইয়ং ফলশ্রুতিঃ ন শ্রেয়ঃ—পরম পুরুষার্থপরা ন ভবতি। কিন্তু বহির্মুখানাং নৃণাং মোক্ষবিবক্ষয়া অবান্তরফলৈঃ কর্ম্মস্থ রুচ্যুৎপাদনার্থমাত্রম্। যথা ভৈষজ্যে ঔষধে রোচনং রুচ্যুৎপাদনম্।"**

শাস্ত্রে যে ফলশ্রুতি কথন, তাহা পরম পুরুষার্থপর নহে। বহির্মুখ মানবদেহধারী জীবগণের মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় বর্ণনার হেতু, অবান্তর ফলদ্বারা শাস্ত্রবিধিবদ্ধ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠানে রুচি উৎপাদনের জন্য মাত্র। যেমন কঠিন রোগে আক্রান্ত বালকের—রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে তিক্ত, তীব্র ঔষধ গলাধ-করণের জন্য মিছরী, বাতাসা প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্যের প্রলোভন দেখান হয়, ফলশ্রুতিও সেইরূপ।

অবশ্যই কর্ম্ম আত্যন্তিক শ্রেয়োবিধানে সমর্থ নহে—ইহা ১।১।১।১ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি। কিন্তু কর্ম্মাচরণ না করিয়া মানব ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে সমর্থ নয় (গীতা ৩।৫)। একারণ ত্যাগ মূলক যজ্ঞরূপ শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনের দ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভের উপায় নির্দ্দেশ (গীঃ ৩।১৯) বেদ করিয়াছেন। এক কথায় কর্ম্ম দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি। ইহা পূর্ব্বে ১।১।৩।৩ সূত্রে ৮৪ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, কর্ম্ম মীমাংসকগণ বেদের ক্রিয়াপরত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বেদের আক্ষরিক অর্থ লইয়াই আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হইয়া তর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের তর্ক গ্রাহ্য করেন না।

গ) কর্ম্ম মীমাংসকগণের বেদের ক্রিয়াপরত্ব প্রতিপাদন—অজ্ঞান প্রসূত।

৪১। ভাগবত বলিতেছেন:—

> এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
> ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি॥ ভাগঃ ১১।২১।২৬

কোনও কোনও কুবুদ্ধি লোক (কর্ম্ম মীমাংসকগণ) বেদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া—অবান্তর ফল প্ররোচন হেতু রমণীয় ফল শ্রুতিকেই পরম ফলশ্রুতি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যাসাদি প্রকৃত বেদজ্ঞ ঋষিগণ সেরূপ বলেন না। ভাগঃ ১১।২১।২৬

উপরের শ্লোকে "কুবুদ্ধয়ঃ" বলিয়া যাঁহাদিগের প্রতি ইঙ্গিত করা হইল, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥ ভাগঃ ১১।২১।২৭

এই সকল কুবুদ্ধি ব্যক্তি—কাম প্রবণ, সে কারণ কৃপণ—সেই হেতু লুব্ধ—তৃষ্ণাকুল হওয়ায় অবান্তর ক্ষুদ্র ফলকেই পরম ফল মনে করিয়া থাকেন। এবং এই অবান্তর ফল লাভের জন্য অগ্নি—সাধ্য কর্ম্মে লুপ্ত বিবেক হইয়া ধূমমার্গেই তাহাদের গতি পরিণতি প্রাপ্ত হয়। ইহারা স্বকীয় আত্মায় পরিপূর্ণভাবে অবস্থিত পরমলোকের সন্ধান পায় না। ভাগঃ ১১।২১।২৭

৪২। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২১।২৭ শ্লোকে যে "স্বং লোকং" বলা হইল, উহার স্বরূপ কি? উহা কি ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ প্রভৃতি লোকের ন্যায় কর্ম্মলভ্য? ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য ভাগবত বলিতেছেন :—

ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥ ভাগঃ ১১।২১।২৮

ভগবান্ উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রিয়! যে ব্যক্তির চক্ষু নীহারে আবৃত, সে যেমন সূর্য্য দেখিতে পায় না, সেইরূপ যে সকল ব্যক্তি যজ্ঞাদি কর্ম্মে পশুহিংসা সাধন করিয়া—উদর পূরণ ও প্রাণতর্পণ পরায়ণ হন, তাঁহারা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আমার দর্শনলাভ করিতে পারেন না। এই সকলের হৃদয়স্থ আমা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন এবং ইহা আমা ব্যতিরিক্ত নহে।

ঘ) ভগবানে সমন্বয় সাধনই বেদের প্রকৃত অভিপ্রায়।

৪৩। জগৎ যখন ভগবান্ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে, তখন পরম লোক বা স্বকীয় লোক যে ভগবান্ হইতে পৃথক্ কিছু নহে, ইহা কি আর বলিতে হইবে? তিনি ও তাঁহার লোক অভিন্ন। তাঁহাকে জানিলে, তাঁহার লোকও যতকিছু সব জানা হইয়া যায়। ইহাই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান। একারণ বেদ সকলের প্রকৃত অভিপ্রায়—ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞানলাভের উপায় নির্দ্দেশেই পর্য্যবসিত। এই উপায় নির্দ্দেশ নানা প্রকারে ত্রিকাণ্ডাত্মক বেদের ব্রহ্মকাণ্ডে করা হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড নিম্নাধিকারিদিগকে উচ্চাধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত করিবার উপদেশে সার্থকতা লাভ করে। ঐ উপদেশ সকল যে ব্রহ্ম বা ভগবানে তাৎপর্য লাভ করে, ইহা ভাগবত নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে পুরুষ সূক্তের ব্যাখ্যানে নারদের নিকট ব্রহ্মার উক্তি উল্লেখ করি। ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন ঃ—

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ
সুরাসুরনরাঃ নাগাঃ খগা মৃগসরীসৃপাঃ ॥ ভাগঃ ২।৬।১৩
... ...
... .
সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চযৎ ॥ ভাগঃ ২।৬।১৫

আমি, তুমি, শিব, তোমার অগ্রজ এই সনকাদি মুনিগণ, সুর, অসুর, নাগ, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, অধিক কি এক কথায় বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ—যত কিছু সব পুরুষই ॥ ভাগঃ ২।৬।১৩-১৫

বেদে কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড পৃথক পৃথক্ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পার্থক্য বিন্দুমাত্রই নাই। চতুর্ব্বেদ, তাহাদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও তাহাতে উক্ত যজ্ঞ, মন্ত্র, দক্ষিণা, যজ্ঞ-সম্ভার, প্রায়শ্চিত্ত, দেবতা—সমুদায়ই ব্রহ্ম। উহারা সকলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে, আপনাদিগকে ব্রহ্মের অবয়ব স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। ইহা যে কেবল কথার কথা, তাহা নহে। ইহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—ব্রহ্মা বলিতেছেন ঃ—

যদাঽস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বানৃতে ॥ ভাগঃ ২।৬।২২
তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ।
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ ॥ ভাগঃ ১।৬।২৩
বস্তুন্যোষধয়ঃ স্নেহা রসলোহমৃদো জলম্।
ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ভাগঃ ২।৬ ২৪
নাম ধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ, দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥ ভাগঃ ২।৬।২৫
গতয়োমতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ভাগঃ ২।৬।২৬

ব্রহ্মা বলিতেছেন ঃ—আমি যখন পুরুষের নাভিপদ্মে অধিষ্ঠিত ছিলাম, তখন পুরুষের অবয়ব ভিন্ন যজ্ঞ সম্ভার না দেখিয়া, তাঁহার অবয়ব হইতেই যজ্ঞের পশু, বনস্পতিসকল, কুশ, যজ্ঞের স্থান, যজ্ঞের—উপযোগী কাল, বস্তুসকল, ওষধি সকল,

ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ, দুগ্ধাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক্, যজু, সাম, চাতুর্হোত্র, নাম, মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতানুক্রম, কল্প, সংকল্প, তন্ত্র, গতি, মতি, প্রায়শ্চিত্ত, সমর্পণ ইত্যাদি যত কিছু যজ্ঞানুষ্ঠানোপযোগী সম্ভার সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ভাগবত ২।৬।২২-২৬

এইরূপে পুরুষের—অবয়ব হইতে যজ্ঞসম্ভার—অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় যত কিছু সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা ব্রহ্মা সেই যজ্ঞরূপী পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মেরই যজন করিয়াছিলেন। ভাগঃ ২।৬।২৭

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।

তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্॥ ভাগঃ ২।৬।২৭

সুতরাং স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, বেদ—তাহার কর্ম্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড এক ব্রহ্ম বা ভগবানেরই বহুত্বাভিব্যক্তি মাত্র। তাঁহার অমোঘ ইচ্ছা হইতে প্রকটিত। ভেদবুদ্ধি আমাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র।

৪৪। উপরে কয়েকটি শ্লোকে ব্রহ্মা যাহা বলিলেন, ভগবান্ গীতায় একটি শ্লোকেই ইহাই শ্রেষ্ঠ স্তরের উপাসনা, তাহা বুঝাইলেন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ গীঃ ৪।২৪

অর্পণ (কাষ্ঠ নির্ম্মিত হস্তাকার পাত্রাদি—স্রুবাদ—চামচ)—ব্রহ্মই, হবিঃ (ঘৃত. পুরোদাশ, চরু প্রভৃতি) ব্রহ্মই, যাহাতে অর্পণ করা যায় সেই অগ্নি—ব্রহ্মই। যিনি অর্পণ করেন, সেই যজমান বা হোতা—ব্রহ্মই, হুতং—হোম অর্থাৎ অগ্নি, ক্রিয়া ও কর্তা ব্রহ্মই। এইরূপ সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মরূপ কর্ম্মেতে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গীঃ ৪।২৪

এই শ্লোকে ভগবান্ কর্ম্মকাণ্ডের প্রত্যেক ক্রিয়া বা যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ও যজ্ঞ সম্ভারাদির—গূঢ়-রহস্য প্রকাশ করিলেন। দৃশ্যতঃ বিভেদের মধ্যে যে পরম একত্ব অনুস্যূত, ইহা বুঝাইলেন। এ প্রকার—একত্বজ্ঞানে অনুপ্রাণিত ভগবদারাধিনারূপ কর্ম্মে যে বন্ধন শক্তি নাই, তাহা বুঝা গেল। প্রবৃত্তি মার্গের বিধানে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কি প্রকারে নিবৃত্তিমার্গে সর্ব্বোচ্চস্তরের আরাধনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে, তাহা ভগবান্ সরলভাবে বুঝাইলেন। কর্ম্মকাণ্ডে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধানের ইহাই বেদের গূঢ় ও প্রকৃত অভিপ্রায়। উক্ত শ্লোকে উপদিষ্ট মনোভাব লইয়া পরমেশ্বরের আরাধনার লক্ষ্যে কর্ম্ম সম্পাদন করিলে উহার বন্ধন-শক্তি ত

থাকেই না, বরং পরমনিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। উদ্ধৃত শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ব-শ্লোকেই ভগবান্ বলিতেছেন :—

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ গীঃ ৪।২৩

যজ্ঞায়াচরতঃ অর্থাৎ পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্ম—সমগ্রভাবে অর্থাৎ উক্ত কর্ম্ম ও তাহার সহিত কর্ম্মের সংস্কার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। গীঃ ৪।২৩

ইহাকেই ভগবান্ গীতায় ২।৫০ শ্লোকে **"যোগকর্ম্মসু কৌশলম্"** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামিপাদ উহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন :—"অতঃ কর্ম্মসু কৌশলম্— যৎ বন্ধ কানামপি-তেষাং ঈশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদন-চাতুর্য্যং স এব যোগঃ"—অর্থাৎ কর্ম্মসকল সাধারণতঃ সংসার বন্ধন সংঘটক। উহাদের—বন্ধকত্ব নাশ করিবার—কৌশল হইতেছে—ঈশ্বরারাধনা দৃষ্টিতে কর্ম্ম সম্পাদন—তাহা হইলে উক্ত কর্ম্ম—বন্ধক না হইয়া বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিয়া থাকে। ইহাই কর্ম্ম সম্পাদনের চাতুর্য্য। ভগবান্ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধানের গূঢ়, প্রকৃত ও অতিশয় কল্যাণকর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এ অভিপ্রায়ের সহিত বেদের ব্রহ্মকাণ্ডের কোনও বিবাদ নাই। কি কর্ম্মকাণ্ড, কি দেবতাকাণ্ড, কি ব্রহ্মকাণ্ড, সকলেই তুল্যভাবে অবিরোধে প্রতিপাদন করে, যে সমুদায়ের সমন্বয় ব্রহ্মে বা পরমতত্ত্বে বা ভগবানে।

ঙ) বেদের প্রকৃত, গূঢ় অভিপ্রায় অবধারণে অসমর্থ নিম্নাধিকারিগণের জন্য কর্ম্মকাণ্ডের ও যজ্ঞে পশু বধের বিধান।

৪৫। কিন্তু ক্রমবিবর্ত্তণের বিধানে, যে সমুদায় জীব সবেমাত্র মানবত্ব লাভ করিয়াছে, তাহারা মানবদেহধারী হইলেও মানবত্বের ক্রমোন্নতি সোপানের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত। "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ" উহাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার—দ্রব্য। প্রবৃত্তি মার্গের—নিম্নতম স্থানেই উহাদের দৈনন্দিন জীবন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। নিবৃত্তি মার্গের উপাদেয়তা ও তাহার জন্য উপদেশ তাহাদের কাছে অর্থহীন। বেদ কিন্তু সকলেরই হিতকামী। উহারা নিম্নতম স্তরে অবস্থিত বলিয়া, বেদ উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাহারা যাহাতে নিজের নিজের প্রবৃত্তি মার্গের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, এজন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ও যজ্ঞে মেধ্য পশুবধের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। এ প্রকার বিধান না দিলে উদ্দামভাবে যথেচ্ছ পশু বধ নিবারণ সম্ভব হইত না।

ভাগবত বলিতেছেন :—

তে মে মতমবিজ্ঞায় পরোক্ষং বিষয়াত্মকাঃ।
হিংসায়াং যদি রাগঃ স্যাদ্‌যজ্ঞ এব ন চোদনাঃ॥ ১১।২১।২৯

আমার যে গূঢ় অভিপ্রায় বেদে অন্তর্নিহিত আছে, বিষয় ভোগ লোলুপ ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভেদজ্ঞানে নানা দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তাহাদের পশুহিংসায় ও পশুমাংসভক্ষণে অনুরাগ থাকা হেতু যজ্ঞে অনুকল্পভাবে পশুহিংসার বিধান পরিসংখ্যাভাবে দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বিধিভাবে নহে।

হিংসাবিহারা হ্যালব্ধৈঃপশুভিঃ স্বসুখেচ্ছয়া।
যজন্তে দেবতা যজ্ঞৈঃ পিতৃণ্ ভূতপতীন্ খলাঃ॥ ভাগঃ ১১।২১।৩০

সেই হিংসা ক্রীড়ারত খল লোকেরা আপনাদের সুখ কামনায় যজ্ঞে বলিরূপে দত্ত পশুমাংস দ্বারা দেবতা, পিতৃ ও ভূতগণের অর্চ্চনা করে। ১১।২১।৩০

উদ্ধৃত শ্লোকে "হিংসাবিহারা" "খলাঃ" ও "স্বসুখেচ্ছয়া"—এই তিনটি পাদ উক্ত যজনকারী ব্যক্তিদিগের—ক্রূরতা, অনুদারতা ও ইহপরলোকে আপাততঃ মনোরম সুখলোলুপতা, নির্দ্দেশ করিতেছে। পশু হিংসায় তাহাদের আনন্দ, বেদে অনুকল্পভাবে পশুহিংসার বিধান থাকায়, উহারা সেই বিধানের বলে, নিজেদের হিংসা প্রবণতা চরিতার্থ করে। দৃশ্যতঃ দেবতোদ্দেশ্যে পশুবধ উক্ত বিধানানুসারে হইলেও, কার্য্যতঃ পশুমাংসে নিজেদের উদরপূর্ত্তি করিয়া খলতার পরিচয় স্থল হয়। ঐ প্রকারে উদর-পূরণে ইহ জীবনে ক্ষণিক সুখ ও পরলোকে দেব-পিতৃ প্রভৃতি লোকে নশ্বর সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষায় পারচালিত হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে। ইহারা বুঝিতে পারে না যে, স্বর্গসুখ চিরস্থায়ী নহে। ইহার ধ্বংসে পুনরায় জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও বেদের বিধানমত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া, কর্ম্মাচরণে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া, উক্ত যজমানকে নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিবে। নিম্ন অধিকার হেতু, এই সকল ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই যজ্ঞাদির ব্যবস্থা বেদে বিহিত হইয়াছে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত প্রিয় পুত্রের জীবনরক্ষার জন্য পিতামাতা যেমন তিক্ত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করেন এবং উহা সেবন করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য রুচিকর মিছরী, বাতাসা প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্যের প্রলোভন দেখান, মাতার ন্যায়

হিতকারিণী শ্রুতিও সেই প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন. ইহার আলোচনা আগে করিয়াছি!

৪৬। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বিধানানুসারে কর্ম্মাচরণ করিলে, কি ফললাভ হয় এবং তাহা যে নশ্বর, সে সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভূঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্॥

ভাগঃ ১১।১০।২২

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৫

যাজ্ঞিক ব্যক্তিগণ ইহলোকে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার যজন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায়—নিজোপার্জ্জিত দেবভোগ্য বিষয় সকল দেবতাগণের ন্যায় ভোগ করেন। ভাগঃ ১১।১০।২২

মর্ত্ত্যধামে যজ্ঞানুষ্ঠান হেতু অর্জ্জিত পুণ্য যতদিন না ক্ষয় হয়, ততকাল স্বর্গে সুখভোগ করেন, পরে পুণ্যক্ষয় হইলে, ভগবানের ক্রিয়াশক্তিরূপ কালের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া অধোমুখে—মর্ত্ত্যধামে পুনরায় পতিত হন। ভাগঃ ১১।১০।২৫

ভগবান্ গীতায়ও এই এক কথাই বলিয়াছেন :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নতি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

গীঃ ৯।২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীনে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ গীঃ ৯।২১

কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান পরায়ণ, যজ্ঞান্তে সোমপায়িগণ (পরোক্ষভাবে ভেদ বুদ্ধিতে) আমাকে যজন করতঃ নিষ্পাপ হইয়া—স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে, তাঁহাদের—পুণ্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ, ইন্দ্রলোক-প্রাপ্ত হইয়া তথায় দিব্য দেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। তাহার পর তাঁহাদের-বিশাল স্বর্গলোকে সুখভোগ দ্বারা পুণ্যক্ষয় হইলে, তাঁহারা—পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিতে

বাধ্য হন। সেখানে পুনরায় কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, ভোগের কামনা প্রবল থাকা হেতু, সংসারে তাঁহারা যাতায়াত করিতে বাধ্য হন।

গীঃ ৯।২০-২১

বলা বাহুল্য যে, এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান কারিগণ বেদের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্ম-কাণ্ডোক্ত আক্ষরিক বিধান পালন করেন মাত্র। উপরে ভাগবত ৪১ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১১।২১।২৬ শ্লোকে এই সকল ব্যক্তির নিন্দা করিয়াছেন।

কিন্তু নিন্দা করিলেই ত কর্ত্তব্য সমাধা হয় না। প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশও প্রয়োজন। ভগবান্ গীতায় ৪।২৩ শ্লোকে এই উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ২।৫০ শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের কৌশল বিবৃত করিয়াছেন। ইহা উপরে ৪৪ অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

৪৭। জগতে স্থূলতঃ আমরা দুই প্রকার নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত, একটি গঠন-মূলক ও অপরটি ধ্বংসমূলক। আমাদের শরীরের ষড় বিকারের মধ্যে—জন্ম-স্থিতি ও বৃদ্ধি—গঠনমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং অপর তিনটি, পরিণাম—অপক্ষয় ও নাশ—ধ্বংসমূলক প্রক্রিয়ার ক্রমপরিণতি। ক্রমবিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি—গঠনমূলক প্রক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হয়, ইহা সহজেই বুঝা যায়। একখণ্ড প্রস্তর হইতে মানবত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত—ক্রমবিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতি, ভগবদ্‌বিধানে, নৈসর্গিক উপায়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। বিবর্ত্তিত ও উন্নতিপ্রাপ্ত জীবের কোনও চেষ্টার অপেক্ষা নাই। কিন্তু মানবত্ব প্রাপ্তি হইতে ক্রমোন্নতি লাভের নিমিত্ত নৈসর্গিক বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় প্রচেষ্টার অপেক্ষা আছে। কারণ, মানবত্বপ্রাপ্ত জীবের—স্বাধীনভাবে ইচ্ছাশক্তি পরিচালনের অধিকার মানুষ ভগবদ্‌বিধানেই লাভ করে। এই কারণেই—মানবত্ব লাভে, জীব ক্রমোন্নতির বিশিষ্ট সোপানে প্রতিষ্ঠিত হয় বলা হইয়া থাকে, এই কারণেই—মানবের উন্নতির সম্ভাবনা অনন্ত—এমন কি, ব্রহ্মত্ব লাভ পর্যন্ত। এই কারণেই—দেবতাগণও মানবত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন—(ভাগঃ ১১।২০।১২—১।১।৩।৩ সূত্রের আলোচনায় ৭৮ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত)। সুতরাং মানবের উন্নতিলাভ যেমন নিজের হাতে, অবনতিও সেইরূপ নিজের হাতে। ইহা ভাগবত সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন :—

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ গত্বারংস্যামহে দিবি।
তস্যান্ত ইহ ভূয়াস্ম মহাশালা মহাকুলাঃ ॥ ভাগঃ ১১।২১।৩৩

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।

মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্ বার্ত্তাপি ন রোচতে॥ ভাগঃ ১১।২১।৩৪

যজ্ঞদ্বারা ইহলোকে দেবতাগণের যজন করিয়া—স্বর্গে অপ্সরাগণের সাহিত সুখভোগ করিব, ইহা তাহারা মনে করে। কিন্তু কর্ম্মফল শেষে—পুনরায় স্বর্গ হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া এই সকল মহাবংশ ও মহাগৃহস্থেরা মর্ত্ত্যধামে আবর্ত্তিত হয়। ভাগঃ ১১।২১।৩৩

উক্ত প্রকার রমণীয় ফলশ্রুতি বাক্যে—বিমোহিত অথচ অভিমানীলুব্ধ লোকদিগের—ভগবানের প্রসঙ্গে রুচি হয় না। ভাগঃ ১১।২১।৩৪

এই সমুদায় ব্যক্তি বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, শুধু পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা—বেদে অভিপ্রেত পরম ফল প্রাপ্ত হয় না। তবে—লোভ ও ভ্রমবশতঃ প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কর্ম্মকাণ্ডের বিধানমত যজ্ঞানুষ্ঠান করার ফলে, স্বর্গে ভোগপ্রাপ্ত হয় ও ফলশেষে পুনরায় মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়া সদ্‌বংশে ও শ্রীমান্ গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করে। ভগবদ্ প্রসঙ্গ তাহাদের নিকট অর্থহীন। এই প্রকার গতাগতি তাহারা জন্মের পর জন্ম লাভ করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের আত্মকৃত বুঝা গেল।

৪৮। অন্য পক্ষে যাহারা কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাদের কথা বলিতেছেন :—

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃ কাম উদ্ধব।

ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ॥ ভাগঃ ১১।২০।১০

অস্মিল্লোঁকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্‌ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ ভাগঃ ১১ ২০।১১

হে উদ্ধব! স্বধর্ম্মে থাকিয়া কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি যাজন করেন তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করেন, তবে স্বর্গে বা নরকে গমন করেন না। [কারণ নরকগমন—রিহিতের অনাচরণ ও নিষিদ্ধের আচরণ এই দুই হেতুতে হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মে—যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত ও নিষিদ্ধ বর্জ্জন নিমিত্ত নরকগম হয় না। আর ফল কামনা না থাকায় স্বর্গেও গমন হয় না।] ভাগঃ ১১।২০।১০

তবে কি হয়?—সেই নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী, শুদ্ধচিত্ত, **স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী**

ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়াই, বিশুদ্ধ জ্ঞান যোগ প্রাপ্ত হয়েন বা ভাগ্যবশতঃ ভগবদ্ ভক্তিযোগ লাভ করেন। ভাগঃ ১১।২০।১১

অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নিজের উন্নতি লাভ সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে। মানবত্বলাভ হেতু, ভগবান্, মানবদেহধারিদিগের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনে হস্তক্ষেপ করেন না। তাহা হইলেও, মানবত্ব প্রাপ্তির পর উন্নতির অভিমুখে অগ্রসরণ সাময়িক ভাবে প্রতিহত হইলেও, উহার গতি অবরুদ্ধ হয় না।

৪৯। ভাগবত বলিতেছেন যে, মানবেতর জীবে—বুদ্ধি—ইন্দ্রিয়—মনঃ—প্রাণ—আছে বটে, কিন্তু মানবদেহে উহারা স্বগত ও পরিমাণগত বিশেষের সহিত এরূপ ভাবে সংযোজিত, যে মানবের নিজের দোষে জন্ম মৃত্যু প্রবাহে উত্থিত-পতিত হইতে হইলেও, অল্পদিনে হউক বা বহুদিনে হউক, পরম গতি লাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হইবেই হইবে। ইহা ভগবানের অপার করুণার পরিচায়ক। শ্লোকটি এই ঃ—

> বুদ্ধীন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণান্ জনানামসৃজৎ বিভুঃ।
> মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেঽকল্পনায় চ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।২

শ্লোকটি ও তাহার অর্থ ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ৩২ অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে।

মানব বুদ্ধিমান জীব। তাহার—স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি পরিচালনার অধিকার ও ভগবান্ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং মানবের কর্ত্তব্য বেদের অভিপ্রায় বুঝিয়া—কর্ম্মাচরণ করা। এ সম্বন্ধে আলোচনা ১।১।৩।৩ সূত্রের ৮৩ ও ৮৪ অনুচ্ছেদে আগেই করা হইয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মের বিধান নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির জন্য। এ সম্বন্ধে উক্ত অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৪৫ ও ১১।৩।৪৭ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

চ) বেদের—প্রকৃত অভিপ্রায় কি?

৫০। বেদের—কর্ম্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ডের, একমাত্র ব্রহ্মে বা ভগবানে পর্য্যাবসান তাহা বুঝিলাম। ব্রহ্মকাণ্ড বা উপনিষৎ—যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মপর—তাহা বলিবার প্রয়োজন কি? উপনিষৎ আলোচনায় যে সমুদায় সন্দেহ মনে উদয় হইতে পারে, ভগবান্ ব্রহ্মসূত্রকার—সে সমুদায় উত্থাপন করিয়া, বিস্তারিত ভাবে বিচারপূর্ব্বক মীমাংসা বা সমন্বয় সাধন করায়, ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম

মীমাংসাদর্শন। সুতরাং ব্রহ্মকাণ্ড সম্বন্ধে আমার—অপটু আলোচনার প্রয়োজন নাই।

৫১। কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড—পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বেদে পরিদৃষ্ট হইলেও, উহাদের প্রত্যেকের গূঢ় অভিপ্রায় ভিন্ন নহে। ভাগবত ইহা অতি সুন্দর ভাবে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌বেদ কশ্চনঃ॥ ভাগঃ ১১।২১।৪০
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্॥ ভাগঃ ১১।২১।৪১
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দমাস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়া মাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥ ভাগঃ ১১।২১।৪২

বেদে কর্ম্মকাণ্ডে—বিধিবাক্যে—কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ করে, এবং ব্রহ্মকাণ্ডে বা জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক করে—এইরূপ ইহার তাৎপর্য্য—আমি ভিন্ন (ভগবান্ ভিন্ন) কেহই জানে না। কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই (ভগবান্‌কেই) বিধান করে। দেবতাকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে—আমাকেই ব্যক্ত করে এবং ব্রহ্ম বা জ্ঞান-কাণ্ডে আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে। ভাগঃ ১১।২১।৪০-৪১।

১১।২১।৪২ শ্লোকে সকল বেদের—তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বলিতেছেন :—

শ্রীধর স্বামি-পাদের ব্যাখ্যা :—"সর্ব্ব-বেদার্থং সংক্ষেপতঃ কথয়তি। এভাবানেব সর্ব্বেষাং বেদানামর্থঃ। শব্দো বেদ মাং পরমার্থরূপম্ আশ্রিত্য, ভিদাং মায়ামাত্রমিতি অনূদ্য, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি প্রতিষিধ্য প্রসীদতি—নিবৃত্তব্যাপারো ভবতি। অয়ং ভাবঃ যথা হি অঙ্কুরে যো রসঃ স এব তদ্-বিস্তারভূত-নানা-কাণ্ডশাখাস্বপি, তথাহি প্রণবস্য যোঽর্থঃ পরমেশ্বরঃ স এব তদ্ বিস্তারভূতানাং সর্ব্ববেদ-কাণ্ড-শাখানামপি সঙ্গচ্ছতে নান্যঃ॥"

সরল বাঙ্গলা অর্থ :—বেদরাশি সকল—পরমার্থরূপ—আমাকে (ভগবানকে) আশ্রয় করিয়া—প্রপঞ্চ জগতে পরিদৃষ্ট ভেদকে মায়ামাত্র বলিয়া অনুবাদ রূপে আমাতে আরোপ করিয়া,—শেষে তাহা প্রাতষেধ করতঃ প্রসন্ন হয়েন, অর্থাৎ কর্ত্তব্য—সমাধান করিয়া—নিবৃত্ত ব্যাপার হয়েন—ইহাই সকল বেদের তাৎপর্য্য। ভাব এই যে,—অঙ্কুরে যে রস, অঙ্কুর হইতে অভিব্যক্ত বহুকাণ্ড-শাখাদি সম্পন্ন বৃহৎ বৃক্ষেও সেই একই রস। সেই প্রকার—প্রণবের (ওঁকারের) তাৎপর্য্য

যে পরমেশ্বরে, প্রণব হইতে অভিব্যক্ত নানা কাণ্ড শাখা সমন্বিত বেদ সকলের তাৎপর্য্যও তাঁহাতেই। ভাগঃ ১১।২১।৪২

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে দৃষ্টান্ত সাহায্যে ভাগবত ইহা বুঝাইতেছেন :—

বাসুদেব পরা বেদা বাসুদেব পরা মখাঃ।
বাসুদেব পরা যোগা বাসুদেব পরাঃ ক্রিয়াঃ॥
বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরং তপঃ
বাসুদেব পরো ধর্ম্মো বাসুদেব পরা গতিঃ॥ ভাগঃ ১।২।২৮

২।৫।১৫ ও ২।৫।১৬ শ্লোক দুটিতেও ঐ এক কথাই বলিয়াছেন। ইহা উপরে ৮ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

৫২। এই সমুদায়—শ্লোকে বিধিমুখে বলা হইল যে, সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে বা ভগবানে পর্য্যবসিত। পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় ৬২ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত ১০।৮৭।৩৭ শ্লোকে নিষেধমুখেও সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, মানবগণের প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু তাহাদের প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া—পরমতত্ত্বের উপদেশ দিবার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তার জন্য—শাস্ত্র বিভিন্ন হইলেও, সমুদায় শাস্ত্রের—তাৎপর্য্য একমাত্র অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, যাহাকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান বলিয়া থাকেন। ভাগবত ১।২।১১

১৩) উপসংহার।

৫৩। চতুঃ সূত্রীয় বেদান্তলোচনা শেষ হইল। ব্রহ্ম বা ভগবানের জগৎ কারণত্ব, শাস্ত্র যোণিত্ব বিস্তারিত ভাবে প্রতিপাদিত হইল। একই সত্য স্বরূপ পরমতত্ত্ব—ক্রমোন্নতি-সোপানের বিভিন্ন উচ্চ-নীচ স্তরে অবস্থিত মানবদেহধারী জীবগণের—প্রকৃতি, ধারণাশক্তি প্রভৃতির—বিভিন্নতা প্রযুক্ত, বিভিন্নভাবে আলোচনার অপরিহার্য্যতা নিবন্ধন, বিভিন্ন ভাবে কথিত হওয়ায় বিভিন্ন শাস্ত্র—প্রকটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সমুদায় বিভিন্নতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের দ্বারা—একতা অনুধাবন করাই সকল বেদের, সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়—ইহাও নানা প্রকারে বুঝিতে পারা গেল। এখন ভাগবত উপসংহারে কয়েকটি শ্লোকে ইহাই উপদেশ দিতেছেন।

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্! নান্যত্ত্বদস্ত্যপি মনো বচসা
নিরুক্তম্॥ ভাগঃ ৭।৯।৪৭

হে ভূমন্! বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চতন্মাত্র, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, অহংকার—সকলই আপনি, স্থূল—সূক্ষ্ম যাহা কিছু সবই আপনি, মন ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোনও বস্তুই আপনা হইতে ভিন্ন নয়। ভাগঃ ৭।৯।৪৭

ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা ভূমা—যখন জগতের ও জগতের অন্তর্ভুক্ত যতকিছুর একমাত্র উপাদান ও নিমিত্ত কারণ,—তখন মনের চিন্তা দ্বারা—যাহা কিছু ভাবা যায় এবং বাক্য দ্বারা যাহা কিছু প্রকাশ করা যায়, জগতে স্থূল সূক্ষ্ম যত কিছু বর্ত্তমান আছে, পূর্ব্বে ছিল ও ভবিষ্যতে প্রকটিত হইবে, সমুদায় ই—তিনি। তাঁহাকে বাদ দিয়া কোনও কিছুর থাকিবার—সম্ভাবনা নাই।

৫৪। কিন্তু মনে মনে ইহা অনুভব করিলেই কি কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ সাধন হইল? ভাগবত বলিতেছেন, না তাহা কেন? এ প্রকার—অনুভব হইলেই যে মস্তক স্বতঃই তাঁহার চরণে অবনত হইতে বাধ্য।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ, জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

ভাগঃ ১১।২।৩৯

শ্লোকটি ১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ২৯ অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে ও অর্থ ২৯।৩০ দুই অনুচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর বিস্তার করিলাম না।

৫৫। সমুদায় সমন্বয় তাঁহাতে। সমুদায় বিরোধ তাঁহাতে পর্য্যবসান। তিনি অনন্ত। অনন্ত—তাঁহার রূপ, অনন্ত—তাঁহার শক্তি। সুতরাং সমুদায় তাঁহাতে ত পর্য্যবসিত হইবার বিরুদ্ধে কিছুই নাই। ভাগবত তাই প্রণাম নিবেদন করিতেছেন।

নমামি ত্বানন্তশক্তিং পরেশং সর্ব্বাত্মানং কেবলং জ্ঞপ্তিমাত্রম্।
বিশ্বোৎপত্তিস্থানসংরোধহেতুং যত্তদ্ ব্রহ্ম ব্রহ্মলিঙ্গং প্রশান্তম্॥

ভাগঃ ১০।৬৩।১৪

তুমি অনন্ত শক্তি পরমেশ্বর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি সর্ব্বাত্মা, কেবল, জ্ঞানমাত্র (জ্ঞানবিগ্রহ), তুমি এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু। বেদই তোমার দ্যোতক। তুমি প্রশান্ত স্বরূপ। ভাগঃ ১০।৬৩।১৪

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্‌ময়ে। ভাগঃ ১০।৬৩।১৯

তুমি পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ। বাঙ্‌ময় (ভাষায় প্রকটিত) বেদের মধ্যে,—তুমি গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছ। ভাগঃ ১০।৬৩।১৯

গূঢ়ভাবে অবস্থান করিলেও, তোমাকে জানিবার উপায় আছে।

ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।

যত্রোপলব্ধং সদ্‌ব্যক্তমব্যক্তঞ্চ ততঃ পরম্‌॥ ভাগঃ ১০।৮৪।১৪

অতি শুদ্ধ সত্ত্ব যে বেদ, তাহাই তোমার হৃদয়। তপঃ, স্বাধ্যায় ও সংযম দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়ে, বেদ হইতে কার্য্য-কারণ ও তাহাদের অতীত—পরব্রহ্ম উপলব্ধ হইয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৮৪।১৪

যদ্দর্শনং নিগম আত্মরহঃ প্রকাশং মুহ্যন্তি যত্র কবয়োঽজপরা যতন্তঃ।

তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং বন্দে মহাপুরুষমাত্মনিগূঢ়বোধম্‌॥

ভাগঃ ১২।৮।৪৩

আপনার রহস্য প্রকাশ রূপ দর্শন বা জ্ঞান বেদেতেই সম্পন্ন হয়। বেদ এত গভীর যে, অতি যত্নশীল ব্রহ্মাদি জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন। জগতে নানা ব্যক্তি নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে—নানা প্রকার তর্ক বিতর্কের দ্বারা নানা বাদের প্রকটন করিয়া থাকেন। কিন্তু সব বাদই ত তোমাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়ায় —তুমি ত সমুদায় বাদের বিষয়—সমুদায় বাদের প্রতিরূপ ধারণ করতঃ আপনার তত্ত্ব আপনাতেই গূঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া—মহাপুরুষরূপে চিরবর্ত্তমান —আপনাকে প্রণাম করি।

এই শ্লোকে ভাগবত বুঝাইলেন যে—সমুদায় বাদ বিবাদের প্রতিষ্ঠা যখন একস্থানে, তখন সমুদায়ের-সমন্বয় যে শাস্ত্রের অভিপ্রায়, তাহাতে সন্দেহ কি? জড়বাদ (materialism) এমন কি নিরীশ্বর বাদ (atheism) তাঁহা ছাড়া দাঁড়াইতে পারে না।

৫৬। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলিলেন যে, "**আত্মনিগূঢ়বোধম্‌**"—যদি ভগবান্‌ নিজের তত্ত্ব নিজের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তবে কি তাঁহাকে জানিবার—কোনও উপায় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

দ্বিজঋষভ! স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ং দৃক্‌।

স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া যঃ স্বয়ৈতৎ॥

সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো।

বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎ পরৈরাত্মলভ্যঃ॥ ভাগঃ ১২।১১।২১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ইনিই বেদযোনি, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ,—স্বীয় মহিমাতে পরিপূর্ণ, স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা, ইনিই এই জগতের—সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহার

করেন বলিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রাদি আখ্যায়—আখ্যায়িত হয়েন, কিন্তু তৎপর (তাঁহার ভজনপরায়ণ ভক্তগণ) কর্ত্তৃক অনাবৃত জ্ঞানরূপে—আত্মাতে লভ্য হইয়া থাকেন। ১২।১১।২১

কবির ভাষায় "**মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়**"।

৫৭। উপরে উদ্ধৃত ১২।১১।২১ শ্লোকে ভাগবত বলিলেন যে, যিনি স্বরূপতঃ অদ্বয়, বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, তিনিই জগদ্‌ব্যাপারে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্ররূপে প্রকটিত হয়েন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত—স্বতঃই আপতিত হয় যে, পরমতত্ত্বের পূজায় বা উপাসনায়, ব্রহ্মা,—বিষ্ণু,—রুদ্র—এবং সে কারণ—সমুদায় দেবতাগণের পূজা বা উপাসনা সংসাধিত হয়। ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :—

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ভাগঃ ৮।৫।৩৮

যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে, উহার স্কন্ধ, শাখা, পল্লব, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি সজীব, সতেজ, প্রফুল্ল থাকে, সে জন্য স্কন্ধ-শাখাদিতে জল সেচনের প্রয়োজন হয়না, সেইরূপ শ্রীবিষ্ণুর অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মক ভগবানের আরাধনা করিলে, সমুদায় দেবতার এবং নিজ আত্মারও আরাধনা সম্পাদিত হইয়া থাকে, পৃথক্ পৃথক্ দেবতার আরাধনার প্রয়োজন হয় না। ভাগঃ ৮।৫।৩৮ উদ্ধৃত শ্লোকে ব্যবহৃত "**আত্মনশ্চহি**" অংশ যোজিত করিয়া ভাগবত বুঝাইলেন যে,—জীব-সংসারে যখন যেভাবে থাকুক না কেন—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া—শিক্ষায়, দীক্ষায়, বংশ-গৌরবে উন্নত হউক, নিকৃষ্ট চণ্ডালকুলে জন্মাইয়া ঘৃণিত জীবন যাপন করুক, কৃমিকীট হইয়া নরকে পচিতে থাকুক—তাহার আত্মা—উহাদের দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না—ইহা পরমাত্মার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। পরমাত্মার আরাধনার সহিত উহারও আরাধনা সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাহিত হইয়া যায়।

৫৮। এই চারিটি সূত্রের আলোচনায়—সমগ্র বেদান্তালোচনা একপ্রকারে করা হইল। বেদান্তের মূল ভিত্তি, উহার উদ্দেশ্য, জীবকল্যাণের জন্য উহার আত্মপ্রকাশ, উহার উপদেশ অনুসরণে পরম শ্রেয়োলাভ—প্রভৃতি যথাশক্তি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। যন্ত্রী যেমন চালাইয়াছেন, সেইরূপ চলিয়াছি। দোষগুণ সমুদায় তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া উপরত হইলাম।

ওঁম্ শান্তিঃ।

১৪) পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

৫৯। পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন, তোমার আলোচনা আমি অখণ্ড মনোযোগে শুনিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। বেদান্ত যে ভবরোগের মহৌষধি—তাহা আগে বুঝিতাম না, এখন বুঝিয়া ধন্য হইয়াছি। আগে বেদান্তালোচনা শুষ্ক ন্যায়শাস্ত্রের কচ্‌কচি মাত্র মনে করিতাম, এখন বুঝিতেছি যে, ইহা অতি উপাদেয় সাধনশাস্ত্র—পরম শ্রেয়োলাভের উপায়—ইহাতে হৃদয়গ্রাহীভাবে দেওয়া আছে। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

একটি সন্দেহ হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহা নিরসনের জন্য নিবেদন করিতেছি। শ্রুতি যে মাতার ন্যায় জীবের হিতকারিণী, তাহা বুঝিয়াছি। বিভিন্ন প্রকৃতির মানবের জন্য একই পরম সত্যের—উপদেশ, নানাপ্রকারে তাহাদের বোধ ও ধারণাশক্তির নানাস্তরের উচ্চ-নীচ ভেদ নিবন্ধন—নানাপ্রকারে দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বুঝিয়াছি। নিম্নস্তরের মানবের—কল্যাণের জন্য, তাহাদিগকে বেদের উপদেশের—গণ্ডীর ভিতর আনিবার জন্য, কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞে পশুবধের বিধান অনুকল্পভাবে কেন দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটি বিষয় বুঝিতে পারিতেছি না। বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদে আভিচারিক ক্রিয়ার—বিধান কেন? ইহা ত অতিশয় হিংসাত্মক—ইহাতে ত কোনও সন্দেহ নাই। মাতার ন্যায় কল্যাণকামী শ্রুতি ইহার বিধান করিলেন কেন? ইহা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করি।

৬০। সিদ্ধান্তবাদী উত্তরে বলিতেছেন—তোমার প্রশ্ন ও উহার উপক্রম শুনিয়া তুমি যে মনোযোগের সহিত আলোচনা শুনিয়াছ, ইহাতে আমি কৃতজ্ঞ। আমার আলোচনা যদি একজন মানবেরও উপকারে আসে, আমি আমার প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে মনে করিয়া কৃতার্থ হইব।

এখন তোমার প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিব। আগে বলিয়াছি যে, ক্রমবিবর্ত্তনের বিধানে, জন্মের পর জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া, একটি প্রস্তর বা মৃত্তিকাখণ্ডে বদ্ধ জীবত্ব—ক্রমোন্নতি লাভ করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ যোনির ভিতর দিয়া পরিণতিতে মানবত্বে উন্নীত হয়। নৈসর্গিক বিধানে ইহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। মানবত্ব লাভের পর—স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের—অধিকার লাভ করে। ইতর জীব হইতে যখন প্রথম—মানবত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন তাহার প্রকৃতি হিংস্র পশুসদৃশ। সে তখন অপরের অর্থাৎ সমশ্রেণীতে অবস্থিত মানবত্ব প্রাপ্ত জীবের প্রাণনাশে ও তাহার সম্পত্তি ও দারাদি নিজ

অধিকারে আনিবার জন্য উদ্যমশীল। বংশে বংশে, গোত্রে গোত্রে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে এ কারণ—যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই আছে। এখনও আমরা আসামের উত্তর-পূর্ব্ব পর্ব্বতবাসী নাগা, কুকি প্রভৃতি অসভ্য জাতিগণের—মধ্যে ইহার নিদর্শন দেখিতে পাই। পূর্ব্বে যে পুরুষ নিজ হাতে হত্যা করিয়া যত নরমুণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিত, সে তত বীর বলিয়া গণ্য হইত এবং তাহাদের সমাজে তাহার নাম, যশঃ, প্রতিষ্ঠা তত উচ্চ হইত। বংশানুক্রমিক এরূপ পরস্পর প্রাণান্তকর যুদ্ধ চলিতে থাকে। ফলে—কোনও কোনও গ্রাম ও সেই গ্রামস্থ সমুদায় পুরুষ-স্ত্রী, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই নির্ম্মম হত্যা সাধিত হইত। যাহারা বিজয়ী, তাহারাও ইহাতে অনেকে প্রাণ হারাইত। ইহা তাহাদের মানবত্বের নিম্নতম স্তরে অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়। ইহা প্রায় পশুত্বেরই সমান।

৬১। কিন্তু সেই নিম্নস্তরের মানব যদি নিজেদের চোখের উপর—প্রত্যক্ষ দেখে যে উক্ত অভীপ্সিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য, অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া, দল বাঁধিয়া যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধে কাটাকাটি করিবার পরিবর্ত্তে, ঘরে বসিয়া আভিচারিক ক্রিয়া করিলে একই অভিপ্রায় সহজ সিদ্ধ হয়, তবে তাহারা যে ইচ্ছা করিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। উক্ত ক্রিয়া—সম্পাদনের পর যদি তাহাদের অভিপ্রায়—সমগ্রভাবে না হউক, অংশতঃও সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বেদে কথিত আভিচারিক ক্রিয়া, তাহার মন্ত্রাদির ও অনুষ্ঠানের—উপর সহজেই তাহাদের উপর বিশ্বাস জন্মে। তাহাদের—দেখাদেখি তাহার শত্রুপক্ষও যে তাহাদের অনুসরণ করিবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। ঐরূপ বিশ্বাস জন্মিলে, উক্ত বিশ্বাস আভিচারিক ক্রিয়া হইতে ফিরাইয়া যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে নিয়োগ করা দুঃসাধ্য হয় না। যজ্ঞের ভিত্তি—ত্যাগ ও সংযমের উপর। সুতরাং উহারা ক্রমে ত্যাগ ও সংযমের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের মাধুর্য্য ও উপাদেয়তা অনুভব করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। অবশ্যই ইহাতে জন্মের পর জন্ম গত হয় বটে, তথাপি উদ্দেশ্য সুষ্ঠুরূপে সিদ্ধ হয়। আত্মা নিত্য, কালও অনন্ত, সুতরাং শীঘ্র হউক, বা বিলম্বে হউক, সিদ্ধি হইতেই হইবে। সুতরাং মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতির উদ্দেশ্য অতি মহৎ—শ্রেষ্ঠতম পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশে উহার সার্থকতা বুঝা গেল।

৬২। ইহাতে তর্ককুশল, নীতিবাগীশ হয়তো আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, উপরে যে যুক্তি দেখান হইল, ইহা কি ধর্ম্মনীতি সঙ্গত? ইহার

উত্তরে তাঁহাকে অগাস্ট কোম্‌ত প্রতিষ্ঠিত Positivism মতবাদের আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। কোম্‌তের মতে যাহা—"Greatest good to the greatest number" যাহাতে সমূহের উপকার ও মঙ্গল, তাহাই ধর্ম্ম। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টির আদিতে শ্রুতি এই নীতি অবলম্বন করিয়া আভিচারিক ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ধ্বংস একজনের, কিন্তু প্রাণরক্ষা শত শত লোকের। এই ক্রিয়া সম্পাদনকারীর পক্ষে অনেক বিধি নিষেধ পালন করিতে হইত। যদি ক্রিয়া—বিদ্বেষ বা ক্রোধবশে—অন্য কোনও উপযুক্ত কারণ অভাবে, অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে, উক্ত ক্রিয়ার ফল, সম্পাদনকারীর উপর আপতিত হইয়া তাহার ধ্বংস সাধন করিত। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কাশীরাজের কৃত্যা নিয়োগ ও তাহা ফিরিয়া তাঁহার উপর পতিত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার কাশী নগরী ধ্বংস সম্পাদন পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সম্পাদনকারীকে অতি সাবধানে যে ইহা সম্পাদন করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন জিজ্ঞাসা করি—তোমার সংশয় সমাধান হইল কি?

পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—আমি নিঃসন্দিগ্ধ হইলাম। পুনরায় আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি—গুরু দক্ষিণারূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। প্রার্থনা করিতেছি যে, অতঃপর যখন বেদান্তালোচনা করিবে, আমার উপস্থিতি ও সংশয় নিবেদন সহ্য করিও।

৬২। উপরে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রের বিস্তারিত ভাবে আলোচনা ব্যপদেশে, সমগ্র বেদান্তের প্রতিপাদ্য যাহা বর্ণিত হইল—উহাই নিম্নোদ্ধৃত একটি শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবত অতি সংক্ষেপে সুষ্ঠুভাবে পরিচয় প্রদান করিলেন :—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ভাগঃ ২.৯.৩২

---

৫) ঈক্ষত্যধিকরণ :—

ভিত্তি :—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"।

—ছান্দোগ্য ৬।২।১

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"।—ছান্দোগ্য ৬।২।৩

"স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা" ইতি।—ঐতরেয় ১।১।১

"স ইমাঁল্লোকানসৃজত"।—ঐতরেয় ১।১।২

হে সোম! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে ছিল। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জন্মিব, বহু হইব।

ছান্দোগ্য, ৬।২।১ ও ৬।২।৩

তিনি আলোচনা করিলেন, লোক সৃষ্টি করিব, তিনি এই লোকসকল সৃষ্টি করিলেন। ঐতরেয়, ১।১।১ ও ১।১।২,

সংশয় :—পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি সূত্রে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির একমাত্র কারণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ও বটেন। কিন্তু জাগতিক প্রত্যেক বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, জন্মবান্ বস্তু মাত্রেই সাবয়ব, এবং যে বস্তুর অবয়ব আছে, তাহা প্রাকৃতিক জড় পরমাণু দ্বারা গঠিত। সুতরাং জগতের যখন জন্ম আছে, এবং ইহা অবয়ববান্, তখন ইহার উপাদান সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রকৃতি কেন না হইবে? জড় ভিন্ন কেবল চেতনকে কাহারও উপাদান হইতে—দেখা যায় না। অতএব জড় উপাদান কারণ হউক, এবং চেতন নিমিত্ত কারণ বলা যাইতে পারে। বিশ্ব প্রত্যক্ষতঃ চিজ্জড়াত্মক। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে অল্পবিস্তর চিৎ ও জড় বিদ্যমান আছে, এবং উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধ ও বিপরীত অর্থ, গুণ ও ক্রিয়া বোধক। সুতরাং, সংশয় স্বতঃই হইতে পারে যে, বিশ্বের উপাদান কারণ, জড়া প্রকৃতি বা চেতন ব্রহ্ম? এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত করিয়া, সূত্রকার সিদ্ধান্ত—সূত্র করিলেন :—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥ ১।১।৫

ইক্ষতেঃ +ন+অশব্দম্।

ঈক্ষতেঃ—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে ঈক্ষিতৃত্ব শ্রবণ হেতু—শ্রুতি অনুসারে জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব বা আলোচনা কর্ত্তৃত্ব আছে, এই কারণে :—

ন :—না

অশব্দম্ :—শব্দ নাই যাহাতে—অর্থাৎ শব্দ (বেদ) নয় প্রমাণ যাহাতে——যাহার বাচক শব্দ বেদে নাই—আনুমানিক প্রধান।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে আমরা পাইতেছি যে সাংখ্যোক্ত প্রধান, যাহার বাচক শব্দ শ্রুতিতে নাই, যাহা কেবল কার্যকারণের একরূপতা নিয়মানুসারী অনুমানগম্য মাত্র—জগৎকারণ হইতে পারে না, কেন না, জড় প্রধানের ঈক্ষিতৃত্ব বা আলোচনা কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎকারণের, আলোচনা—কর্তৃত্ব স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ—উপাদানও বটে, নিমিত্তও বটে। অন্যান্য শ্রুতিতেও ঈক্ষা পূর্ব্বিকা সৃষ্টির উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করা গেল না। এখন, শ্রীমদ্ভাগবত এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক। ব্রহ্মাকে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানি। পাছে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই জগৎ কারণ, সর্ব্বকারণ কারণ ; ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, বলিয়া সংশয় হয়, এজন্য ভাগবত বলিতেছেন :—

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ॥ ভাগঃ ২।৫।১৭

ব্রহ্মা বলিতেছেন—আমি ব্রহ্মা সেই সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকালব্যাপী, সকলের অন্তর্য্যামী। পরমতত্ত্বের নিজের সৃষ্ট, তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রেরিত হইয়া তাঁহারই সৃজ্য সকলকে আমি সৃষ্টি করি, অর্থাৎ, প্রত্যক্ষে বিকাশ করি মাত্র। ভাগঃ ২।৫।১৭

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রকৃতি ও মায়া কোথাও কোথাও একপর্য্যায়ভুক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—যথা—

স্বর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী।
সত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে॥ ভাগঃ ১১।২২।১৬
ব্যক্তাদয়ো বিকুর্ব্বাণা ধাতবঃ পুরুষেক্ষয়া।
লব্ধবীর্য্যঃ সৃজন্ত্যণ্ডং সংহতাঃ প্রকৃতে বলাৎ॥ ভাগঃ ১১।২২।১৭

সৃষ্টির আদিকালে ইহার কার্য্যকারণরূপিনী প্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা সৃজ্যাদি পদার্থের আদ্যাবস্থা বা কারণভাব ধারণ করে। এবং অব্যক্ত পুরুষ কেবলমাত্র দর্শন করেন। ভাগঃ ১১।২২।১৬

প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহদাদি, পুরুষের ঈক্ষণে লব্ধবীর্য হইয়া, প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। ভাগঃ ১১।২২।১৭

পরম পুরুষের ঈক্ষণে প্রকৃতি কার্য্যশীলা হইয়া, গুণ ক্ষোভ বশতঃ সত্ত্ব রজ স্তম-গুণাদির তারতম্যে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন। তবে কি প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? না, তাহা নহে। মায়া তাঁহার স্বকীয়া শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ কারণ, মায়া তাহা হইতে ভিন্ন নহে, আবার ভিন্নও বটে, কারণ, মায়া ঐক্যদেশিকা শক্তি। যেমন পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তি পৃথিবী হইতে ভিন্ন নহে, আবার উর্ব্বরা শক্তিই পৃথিবী নহে, পৃথিবীর ধারণ করিবার শক্তিও বিদ্যমান আছে, সেইরূপ মায়া এক হিসাবে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, আবার অন্য হিসাবে ভিন্নও বটে। শ্রীভগবান মায়া শক্তিকে বশে রাখিয়া তাহার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন।

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম.॥ ভাগঃ ১১।৯।১৯

তামাহু স্ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজতীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥ ভাগঃ ১১।৯।২০

হে অরিন্দম! কেবল আত্মানুভব রূপ কাল দ্বারা, ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া, সেই মায়া দ্বারা ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহতত্ত্বকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। ভাগঃ ১১।৯।১৯

অহংকার দ্বারে এই বিশ্বসমূহ সৃষ্টিকারিণী মায়াকেই সূত্রাত্মা কহে, ইহাতে বিশ্ব প্রথিত রহিয়াছে, এবং ইহার অধ্যাত্মরূপ প্রাণের দ্বারা, জীবের সংসারগতি হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।৯।২০

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তথা বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥ ভাগঃ ১১।৯।২১

কিন্তু মায়া বা প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ উপাদান কারণ নহে। যেমন মাকড়শা, তাহার হৃদয়স্থ লালা মুখ হইতে বাহির করিয়া জাল বুনিয়া, তাহাতে

বিহার করতঃ, ক্রীড়া সাঙ্গ হইলে পুনঃরায় উহা গ্রাস করে, শ্রীভগবান্ ও সেইরূপ নিজের হৃদয়স্থ সংকল্প হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে লীলা করিয়া থাকেন, এবং লীলান্তে তাহা পুনঃরায় গ্রাস করিয়া হৃদয়স্থ করেন। ভাগঃ ১১।৯।২১।

একটি প্রয়োজনীয় কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, এখানেও উহার সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ করিয়া রাখি যে, ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, শাস্ত্রকারগণ লৌকিক উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, সে উদাহরণ সকল সর্ব্বাংশে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রযুক্ত নহে। বর্ত্তমান উর্ণনাভির উপমায় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে উর্ণনাভির উর্ণা ও তদ্দ্বারা প্রস্তুত জাল, তাহার দেহস্থ লালা হইতে অপৃথক্ হইলেও, এবং জালের ব্যবহার শেষ হইলে তাহা আবার হৃদয়ে গ্রহণ করিলেও, যাহার অস্তিত্বে উর্ণনাভির উর্ণনাভিত্ব ও অস্তিত্ব, সেই আত্মা হইতে উহার হৃদয়, লালা, উর্ণা জাল ইত্যাদি পৃথক্। কিন্তু ভগবানের দেহ, দেহী ভেদ নাই। তাঁহার আত্মাও যাহা, দেহ ও তাহাই, হৃদয় ও তাহাই— ভেদমাত্রই নাই। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির নিমিত্ত পরিদৃশ্যমান বিশ্ব পৃথকরূপে, এবং ইহার প্রাকৃতিক উপাদান জড় রূপে প্রতীয়মান হইলেও, ইহা তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত অনেকগুলি শ্লোকে এই তত্ত্ব বিশদভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। আরও ২।১টি শ্লোক উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

একস্ত্বমেব জগদেতদমুষ্য যত্ত্বমাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ ॥
ভাগঃ ৭।৯।২৯।

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো, মায়া যদাত্ম-পরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।

যদ্ যস্য জন্মনিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ, তদ্বৈ তদেব বসুকাল-বদষ্টিতর্ব্বোঃ॥ ভাগঃ ৭।৯।৩০।

এই অখিল জগৎ এক আপনারই স্বরূপ। আপনি ইহার আদিতে কারণত্ব, অন্তে অবধিত্ব, এবং মধ্যে আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান আছেন। নিজশক্তি মায়া দ্বারা গুণপরিণাম স্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এবং, সেই সকল গুণের কারণ নানারূপে পতিত হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৭।৯।২৯

হে ঈশ! আপনি সদসৎরূপী কার্য্যকারণাত্মক এই জগৎ—ইহা আপনা হইতে পৃথক্ নহে। কিন্তু আপনি ইহা হইতে ভিন্ন; যেহেতু এই প্রপঞ্চ জগতের আদি ও অন্তে আপনি পৃথক্‌রূপে অবস্থান করেন। অতএব, এ আত্মীয়, এ পর, এরূপ বুদ্ধি মিথ্যা মায়া মাত্র। এই প্রপঞ্চ জগতের সৃষ্টি, প্রকাশ, স্থিতি, বিনাশ, বীজ ও বৃক্ষের. পৃথ্বী ও ভূতসূক্ষ্মের ন্যায়। অর্থাৎ, বৃক্ষ যেমন বস্তুতঃ পৃথ্বী বা বীজমাত্র, এবং বীজ ও ভূতসূক্ষ্মমাত্র বৃক্ষ কার্য্য, বীজ কারণ, উভয়ে পরস্পর আত্যন্তিক পৃথক্ প্রতীয়মান হইলেও, উভয়েই ভূতসূক্ষ্মের সমাবেশ মাত্র, অথচ ভূতসূক্ষ্ম কি বৃক্ষ, কি বীজ উভয় হইতে পৃথক্ বর্ত্তমান থাকে, তেমনি এই কার্যকারণাত্মক নিখিল জগত, পরম কারণ যে আপনি, আপনারই সগুণ মূর্ত্তি। কিন্তু, তাহা হইলেও, আপনি ইহা হইতে পৃথক্‌ভাবে নিজ স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকেন। ভাগঃ ৭।৯।৩০

এই দুইটি শ্লোকে জগতের সহিত জগৎকারণের সম্বন্ধ সুন্দর রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ জগতের পূর্ব্বে, পরে ও মধ্যে বর্ত্তমান আছেন, এবং নিজমায়া দ্বারা গুণপরিনাম স্বরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে, স্থাবর জঙ্গম প্রত্যেক বস্তুতে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। কিন্তু জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক নহে বলিয়া, তিনি যে জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন, তাহা নহে। কারণ, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ও প্রলয়ের পরেও তিনি পৃথক্ ভাবে বর্ত্তমান থাকেন। সুতরাং, স্থিতি সময়ে যে পৃথক্‌ভাবে থাকেন না, তাহা নহে। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায়ও এই কথা আছে :—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ গীতা ৯।৪
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা ৯।৫

অব্যক্তমূর্ত্তি আমার দ্বারা এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত; ভূতসকল আমাতেই অবস্থান করে, কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থান করি না। গীতা ৯।৪

আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ, আমি ভূত সকলের উৎপাদক কারণ, ভূত সকলকে আমি ধারণ করি, অথচ আমি ভূতস্থ নহি। গীতা ৯।৫

ইহাই ঐশ্বরিক অচিন্ত্য শক্তি, ইহাই মায়া।

এখানে সংশয় উঠে যে, শ্রুতিতে তো মায়ার ও প্রকৃতির উল্লেখ আছে।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।

তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ শ্বেতাঃ উপনিষৎ ৪।১০

মায়াকে প্রকৃতি ও মায়ী (মায়াধীশ) কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাঁহার অবয়ব দ্বারা এই নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত! শ্বেতাঃ ৪।১০

তবে "প্রকৃতি" কে "অশব্দ" বলিয়া সূত্রকার বর্ণনা করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জড়া, অচেতন এবং পুরুষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। শ্রুতিতে উল্লিখিত প্রকৃতি, ব্রহ্মশক্তি, শক্তিমানের অংশ এবং শক্তিমান্ হইতে অভেদ। সাংখ্য যদি প্রকৃতিকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তবে বেদান্তের সহিত তাঁহার ও সম্বন্ধে বিরোধ নাই। ইহার আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে করা হইবে।

এখন মায়ার স্বরূপ কি তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন :—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ভাগঃ ২।৯।৩৩

শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী ও শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বহু বিচার উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সমুদায়ের উল্লেখের প্রয়োজন নাই। অনুসন্ধিৎসুগণ তাঁহাদের টীকায় তাহা দেখিতে পাইবেন। সরল অর্থ নিচে দেওয়া হইল, (ইহার সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে করা হইয়াছে) :—

যেমন আভাস জ্যোতির্ব্বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিম্বের সত্ত্বায় তাহার সত্ত্বা, জ্যোতির্ব্বিম্ব না থাকিলে তাহার প্রতীতি হয় না; যেরূপ—অন্ধকার জ্যোতিঃ প্রকাশের অন্যত্র প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয় না, অর্থাৎ, জ্যোতিরাত্মা চক্ষুঃ দ্বারাই তাহার প্রতীতি হয়, হস্ত, পদ, পৃষ্ঠাদি দ্বারা তাহার প্রতীতি হয় না, সেইরূপ অর্থ, অর্থাৎ পরমার্থ স্বরূপ যে আমি, আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ, আমার প্রতীতি (স্ফুরণ) হইলে আর যাহার প্রতীতি হয় না, আর যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই, আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিও। ভাগঃ ২।৯।৩২ এই শ্লোকের বিস্তৃত ও বিশদ ভাবে আলোচনা "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে মায়াতত্ত্বালোচনায় করা হইয়াছে।

এই মায়া দ্বারাই ভগবান্‌ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বহুস্থানে ইহা বর্ণিত আছে। এক স্থান হইতে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ভগবানেক আসীদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৩

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্‌।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্‌॥ ভাগঃ ৩।৫।২৪

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৫

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়ং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্‌॥ ভাগঃ ৩।৫।২৬

ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৭

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টিকালে স্বইচ্ছায় নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীন হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎ স্বরূপে ছিল। ভাগঃ ৩।৫।২৩

একমাত্র স্বপ্রকাশ তিনি দ্রষ্টারূপে প্রকাশমান ছিলেন, কিন্তু কোনও দৃশ্য ছিল না। দৃশ্যাভাবে দ্রষ্টৃত্বের ও অপ্রয়োজনীয়তা হেতু বা অভাব বশতঃ তিনি আপনাকে যেন কিছু অভাবগ্রস্ত (খালি খালি) বলিয়া মনে করিলেন। তখন তাঁহার শক্তি সকল তাঁহাতে সুপ্ত বা লীন ছিল, প্রকটিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান বা চিচ্ছক্তি অব্যভিচারী ছিল, প্রকাশমান ছিল অর্থাৎ জ্ঞেয়ের অভাবে আপনি আপনাকেই জানিবেন। ভাগঃ ৩।৫।২৪

দ্রষ্টা স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্রষ্টৃ দৃশ্যানুসন্ধান রূপা শক্তিই মায়া, উহা কার্য্য কারণ উভয় স্বরূপা। ভগবান্‌ তাহার দ্বারাই এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভাগঃ ৩।৫।২৫

চিচ্ছক্তি যুক্ত পরমাত্মা কালশক্তি হেতু গুণ ক্ষোভ যুক্ত মায়াতে তাঁহার আত্মভূত প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃ পুরুষের দ্বারা বীর্য্য বা চিদাভাস আধান করিলেন। ভাগঃ ৩।৫।২৬

তদনন্তর কাল দ্বারা সংক্ষোভিত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি হইল। তাহাতে বিজ্ঞানাত্মা এবং তমোনাশক পরমেশ্বর, উচ্ছূন বীজ যেমন বৃক্ষকে প্রকাশ করে, সেইরূপ স্বদেহস্থ বিশ্বকে প্রকাশ করিলেন। ভাগঃ ৩।৫।২৭।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগবানের বহু হইবার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি। এখানে বলা হইল যে, তাঁহার একাকী থাকিবার ইচ্ছাতেই প্রলয়। এই প্রলয়ে দ্বিপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ সুপ্তশক্তি থাকেন, এবং সমুদায় বিশ্ব বীজভাবে বা ভাবরূপে তাঁহার দেহে লীন থাকে। আবার বহু হইবার—ইচ্ছা হইলেই, সদসদাত্মিকা কার্য্যকারণরূপা নিজ মায়া শক্তিতে তিনি চিদাভাস অর্পন করেন, তাহা হইতেই মহত্তত্ত্বের উদ্ভব, এবং ক্রমশ বিপরিনামে মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ইহা ১।১।২ সূত্রে আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অগ্নি সহযোগে জল উষ্ণ হইয়া যেমন পাক কার্য্যাদি সম্পন্ন করতঃ অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্নাদি অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ স্বরূপে ক্রিয়া ব্যাপারে—অসমর্থা প্রকৃতি—চৈতন্য সহযোগে কার্যশীলা হইয়া—জগদ্ব্যাপার—অভিব্যক্ত করে। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও বেদান্তোক্ত মায়া বা প্রকৃতি, পরস্পরের মধ্যে ভেদ বুঝা গেল এবং কি কারণে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিকে সূত্রাকার "**অশব্দং**" বলিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

তাঁহার ঈক্ষা দ্বারা অর্থাৎ ইচ্ছাতেই সমুদায় সৃষ্টি, তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে।

য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ
স্বমায়য়াত্মন্রচিতৈস্তদীক্ষয়া প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে॥

ভাগঃ ১০।৩৮।১০

যিনি কার্য্য ও কারণের ঈক্ষণ কর্ত্তা এবং অহংকার শূন্য, যাঁহার নিত্য-স্বরূপানুভূতি দ্বারা অজ্ঞান, ভেদ ও ভ্রম দূরীভূত হইয়া থাকে, তথাপি তিনি নিজাধীন মায়া দ্বারা আপনারই ঈক্ষণে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি সহিত আত্মাতে রচিত জীবগণ সমভিব্যহারে বৃন্দাবনস্থ তরুসমূহে এবং গোষ্ঠীদিগের আলয়ে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৩৮।১০

যতকাল ঈক্ষণ অর্থাৎ ভগবদিচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, ততকালই পৌর্ব্বাপর্য্য সৃষ্টি ও স্থিতি। ভাগঃ ১১।২৪।২০

স্বর্গঃ প্রবর্ত্ততে তাবৎ পৌর্ব্বাপর্য্যেন নিত্যশঃ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্॥ ভাগঃ ১১।২৪।২০

ঈক্ষণং পালনেচ্ছানুকূলং (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)।

অতএব আমরা পাইলাম যে, সৃষ্টির জন্য পুরুষ বা ঈক্ষণ কর্ত্তা, প্রকৃতি বা মায়া এবং কাল, এই তিনেরই প্রয়োজন। এই তিনই ব্রহ্ম। ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় চিত্রাকারে দেখান হইয়াছে। সেখানেও ১১।১৪।১৯ শ্লোক উদ্ধৃত

হইয়াছে। প্রকৃতি—উপাদান, পুরুষ—আধার রূপে নিমিত্ত কারণ, এবং কাল—অভিব্যঞ্জক। ভাগঃ ১১।২৪।১৯

প্রকৃতিঃ চাস্যোপাদান মাধরঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তন্ত্রিতয়ং ত্বহম্ ।। ভাগঃ ১১।২৪।১৯

অতএব সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি জগৎ কারণ নহে। ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রকৃতি তাঁহার শক্তি মাত্র। এই শক্তিই চৈতন্যময়ের ঈক্ষণে কার্য্যশীলা হইয়া জগতের উপাদান কারণ রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। প্রত্যুতঃ শক্তি শক্তিমান্ হইতে অপৃথক্ বিধায় ব্রহ্মই জগৎকারণ ইহা সিদ্ধ হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে সমস্ত বেদ—স্তুতি—তাৎপর্য নিম্নের শ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। ইহাতে অল্পের মধ্যে শ্রীভগবানের স্বরূপ, তাঁহার সহিত মায়া, জগৎ ও জীবের সম্বন্ধ, তাহার সাধন ও তদ্দ্বারা লভ্যকল, বলা হইয়াছে। শ্লোকটি এই :—

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্ট্বেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ।
যং সংপদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়াং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্ ।। ভাগঃ ১০।৮৭।৪-

যিনি এই বিশ্বের উৎপ্রেক্ষক, অর্থাৎ বিশ্বস্থ জীবনিচয়ের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় প্রয়োজনীয়, এই প্রকার আলোচক ; যিনি প্রপঞ্চ বিশ্বের আদিতে মধ্যে ও অন্তে বিরাজমান ; যিনি অব্যক্ত প্রকৃতির ও জীবের নিয়ন্তা ঈশ্বর ; যিনি বিশ্বসৃজন করিয়া জীবরূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া আছেন, এবং ভোগায়তন দেহ নির্ম্মান করিয়া তাহার দ্বারা জীবের ভোগদান ও তাহার পালন করিতেছেন। সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্বশরীরের অভিমান পরিত্যাগ করে, সেইরূপ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অনুশয়ী জীব অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অখণ্ড স্বরূপাবস্থান দ্বারা মায়াসম্বন্ধরহিত ভবভয়হারী সেই শ্রীহরিকে অনবরত ধ্যান করা কর্ত্তব্য। এই প্রকারে তাঁহার চরণমূলে পতিত হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই, ইহাই সমুদায় বেদের উপসংহার। ভাগঃ ১০।৮৭।৪২

[উপরোক্ত ব্যাখ্যা পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য সম্মত। শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও তদনুসারী শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাখ্যা একট অন্যপ্রকার।]

ভিত্তি :—

(১) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্...কঠ ১।৩।১৫

(২) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। ২।৪।১

(৩) সর্ব্বেবেদা যৎ পদমামনন্তি। কঠ ২।১৫

(৪) তন্তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি। বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৬

(৫) তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২

(৬) বেদৈশ্চসর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ...গীতা ১৫।১৫

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি, স্মৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, একপক্ষে, ব্রহ্ম আবাঙ্‌,—মনস-গোচর—তিনি বাক্য ও মনের অগোচর, বাক্য ও মন তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না দেখ, ১।১।২ সূত্রে আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।৩।৩৭ শ্লোক। তিনি **"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং"**, তিনি বাক্য, শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলের নিয়ন্তা, তাঁহার দ্বারাই ইহারা সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব, ইহাদের দ্বারা তাঁহাকে জানা অসম্ভব। অন্য পক্ষে শ্রুতি বলিতেছেন সমুদায় বেদ তাঁহাকে প্রতিপাদন করে, তিনি ঔপনিষদ পুরুষ ব্রাহ্মণগণ বেদানুবচনে তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন! তাহা হইলে সংশয় উদয় হয় যে, তিনি যখন বাক্য ও মনের দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, তবে সমুদায় শাস্ত্র তাঁহাতে সমন্বয় এবং সকলেই তাঁহাকে প্রতিপাদন করে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে :—

সূত্র :—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ১।১।৫

ঈক্ষতে :—শ্রুতিতে দেখা যায় বলিয়া; কি দেখা যায় যে তিনি শ্রুতি দ্বারা বাচ্য, অবাচ্য নহেন, এই হেতু—

ন :—না

অশব্দম্ :—শব্দবাচ্য নহেন।

তিনি যে অশব্দ অর্থাৎ শব্দ বাচ্য নহেন, তাহা নহে, কেননা শ্রুতিতে তিনি শ্রুতি দ্বারা বাচ্য বলিয়া কথিত আছেন। শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহঃ ৩।৯।২৬, ৪।৪।২২ ও গীতা ১৫।১৫ ইহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে।

অতএব শব্দ তাঁহার বাচক, কারণ বেদে এই প্রকার কথিত আছে।

স বা অয়ং সখ্যনুগীতসৎকথো বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ।
ভাগঃ ১।১০।২৪

গুর্ব্বর্ক লব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুষা……ভাগঃ ১০।১৪।২৩

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা বলেন দারুণ্যভিমথ্যমানঃ

অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে তথৈব মে ব্যক্তি রিয়ং হি বাণী।
ভাগঃ ১১।১২।১৬

হে সখিগণ! রহস্য নিরূপক পণ্ডিতগণ বেদরহস্যে ইহারই সৎকথা গান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১।১০।২৪

গুরুরূপ সূর্য্যদ্বারা লব্ধ উপনিষৎরূপ সুচক্ষু দ্বারা……১০।১৪।২৩

যেমন আকাশে উষ্মরূপে ব্যাপ্ত অগ্নি কাষ্ঠেতে অধিক মথিত হইলে, প্রথমতঃ সূক্ষ্ম বিস্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া, বায়ু সহকারে এবং ঘৃতপ্রাপ্তিতে বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ এই বেদরূপী বাণী আমারই প্রকাশক জানিবে। ভাগঃ ১১।১২।১৬

আরও অনেক শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে বিরত হওয়া গেল। বেদ, বাক্যমনের অগোচর, তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করেন, তাহা পূর্ব্বে শাস্ত্রযোনিত্ব প্রকরণে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে পুনঃরায় সে বিচার ও আলোচনা উত্থাপন নিস্প্রয়োজন। শ্রীভাগবত সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ওঁকার সমুদায় বেদের বীজ স্বরূপ। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, এবং অঙ্কুরে যে, রস, তাহাই বিস্তারলাভ করিয়া কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতিতে অনুস্যূত হইয়া মহামহীরুহ প্রকাশ করে, এবং তাহা হইতে অন্যান্য সমান জাতীয় মহামহীরুহের সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ পরম পুরুষের হৃদ্গত বীজভূত সূক্ষ্ম ওঁকার হিরণ্যগর্ভরূপ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া, প্রথমে নাদরূপে, ক্রমশঃ ত্রিবৃদ্‌ ওঁকার, ও তাহা হইতে বেদের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখারূপে অভিব্যক্ত হয়, এবং অন্যান্য শাস্ত্রের উৎপত্তির সম্ভাবনা ও কারণ ঐ সকল বেদের শাখা প্রশাখায় নিহিত থাকে। এই ওঁকারই সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মের বাচক।

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥ ভাগঃ ১২।৬।৩২
ততোঽভূ ত্রিবৃদোঁঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১২।৬।৩৪
স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥ ভাগঃ ১২।৬।৩৬

সমাধি সম্পন্ন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন হইল, যাহা আমরা কর্নবৃত্তি আচ্ছাদন করিয়া, অন্তরে অনুভব করিয়া থাকি। ভাগঃ ১২।৬।৩২

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব, স্বয়ং হৃদয়ে বিরাজমান ত্রিমাত্র ওঁকার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্মা ভগবানের বোধের দ্বার স্বরূপ। ১২।৬।৩৪

তাহা স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ, এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজস্বরূপ। ভাগঃ ১২।৬।৩৬

পূর্ব্বে ১।১।৪ সূত্রের আলোচনায়—উদ্ধৃত ২১।২১।৪২ শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রীধর স্বামী ভাবার্থ লিখিতেছেন: "যথা হ্যঙ্কুরে যো রসঃ, সএব তদ্বিস্তারভূত—নানা—কাণ্ড—শাখাস্বপি, তথৈব প্রণবস্য যোঽর্থঃ পরমেশ্বরঃ, স এব তদ্বিস্তারভূতানাং সর্ব্ববেদকাণ্ড—শাখানামপি—সঙ্গচ্ছতে, নান্য ইতি"। (শ্রীধর)।

অঙ্কুরে যে রস, তাহাই বিস্তার লাভ করিয়া, কাণ্ডশাখাদিতে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রণবের যে অর্থ পরমেশ্বর রূপ, তাহাই বিস্তার লাভ করিয়া সর্ব্ববেদ কাণ্ড শাখায় ব্যাপ্ত হয়। (শ্রীধর)

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রণবই পরব্রহ্মের বাচক, এবং সে কারণে প্রণব হইতে বিস্তার লাভ করিয়া বেদের বিকাশ হওয়ায়, তাহারাও ব্রহ্মের বাচক। সুতরাং ব্রহ্ম, শব্দের অবাচ্য নহেন, সিদ্ধ হইল। ওঁঙ্কার যে পরব্রহ্মের বাচক তাহা মৎকৃত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে ওঁঙ্কার তত্ত্বালোচনায় ৪ অনুচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এক্ষণে আর বিস্তার করিলাম না।

প্রণব বা ওঁকার কি প্রকারে ব্রহ্মের বাচক, তাহা আমরা অন্যপ্রকারে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি যে, গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মে অনন্ত পরিমাণ বিদ্যমান, সেই অনন্ত পরিমাণ বিশিষ্ট বস্তুকে শব্দতত্ত্বে বা শব্দস্তরে (in the plane of Sound) অবতরণ করিতে হইলে এমন একটি মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা বাগ্‌যন্ত্রের আদি মধ্য ও অন্ত সমুদায় ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে পারে। **'ওঁম্'** এই শব্দে তিনটি অক্ষর আছে—অ, উ, ও ম্। এই তিনের সন্ধি দ্বারা ওঁম্ শব্দ সিদ্ধ হয়। **"অ"** এর উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ এবং **'ম'** এর উচ্চারণ স্থান, ওষ্ঠ। **'উ'** কারের উচ্চারণ স্থান মূর্দ্ধা—কণ্ঠ ও ওষ্ঠের মধ্য স্থানে। সুতরাং 'অ', 'উ' ও 'ম্' এই তিনটি অক্ষর বাগ্‌যন্ত্রের আদি মধ্য ও অন্তে বর্ত্তমান। সুতরাং ওঁম্ এর উচ্চারণ সমগ্র বাগযন্ত্র ব্যাপিয়া ধ্বনিত হয়।

এত গেল স্থূল অন্নময় কোষের কথা। কিন্তু ওঁঙ্কারের শক্তি মাত্র স্থূল শরীরে নিবদ্ধ নহে। ইহা প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষেও কার্য্যকারী। ব্রহ্মোপনিষদনুসারে 'অ'-কার জাগরিত স্থান এবং তাহার পরিচালক ব্রহ্মার জ্ঞাপক, 'উ' কার স্বপ্নস্থান এবং উহার নিয়ন্তা বিষ্ণুকে এবং 'ম'কার সুষুপ্তিস্থান এবং উহার অধিষ্ঠাতা রুদ্রকে নির্দ্দেশ করতঃ অ, উ, ম সমবায়ে ওঁম্ কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম উভয় জগৎ এবং তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অভিব্যক্ত হয় এবং উহার ঁ (চন্দ্রবিন্দু) অক্ষর তত্ত্বের নির্দ্দেশক। এপ্রসঙ্গে মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকের ৬ ও ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সেই অক্ষর বা তূরীয় তত্ত্বই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, ভগবান্ বাসুদেব। তাঁহার আশ্রয়ে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় অবস্থিত। যেমন গভীর স্তিমিত সমুদ্র চিরবিদ্যমান, তাহার উপরে তরঙ্গ, ফেন বুদ্‌বুদ্ কত উঠিতেছে, ভাসিতেছে, আলোড়ন করিতেছে, আবার কিছু পরে তিরোহিত হইতেছে, তাহাতে সমুদ্রের গভীরতার, স্তিমিত ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। সেইরূপ সেই জগদাধারের আধারে কতশত ব্রহ্মাণ্ড উত্থিত হইয়া কতক কাল স্থাবর-জঙ্গম জীবগণের জীবন-যাত্রায় কার্য্যশীল হইয়া, আবার সেই আধারে লীন হইতেছে। তাহাতে সেই নিত্য, অব্যয় জগদাধারের কোনও প্রকার বিকার, বিকল্প কিছুই নাই। ওঁকার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব হৃদয়ে উদয় হয়, অন্ততঃ উদয় হওয়া প্রয়োজন, ওঁকার উপাসনার ইহাই বিধান।

আমরা দৈনিক জীবন যাত্রায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় ভোগ করি। এই তিন অবস্থায় আমাদের জ্ঞান অব্যভিচারী ভাবে থাকে। এবং এই জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা এই তিন অবস্থার উপলব্ধি করি। জাগ্রৎ কালে কতবিধ বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে উপস্থিত হইয়া, তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান লাভের সহায়তা করে। আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই, তাহার উপলব্ধি করিয়া থাকি। স্বপ্নে স্মৃতিপটে সঞ্চিত, জাগ্রদাবস্থালব্ধ বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হইতে ত্যাগ এবং গ্রহণ দ্বারা কতকগুলি যথেচ্ছভাবে সংযোগ বিয়োগ করিয়া, সেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞাতার অভিনয় করিয়া থাকি। আবার সুষুপ্তিতে "আমি সুখসুপ্ত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই"—এ জ্ঞান সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইবার পর থাকে, জানি। সুতরাং এ তিন অবস্থাতে আমাদের জ্ঞান অব্যভিচারীভাবে সাক্ষী স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। যেমন আমাদের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাতে আমাদের অব্যভিচারী জ্ঞান সাক্ষী স্বরূপে চিরবর্ত্তমান থাকে এবং সেই জ্ঞানের উপরই উক্ত অবস্থাত্রয় ভাসমান হইয়া জীবন যাত্রার পন্থা সুগম

করে ; সেইরূপ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, এই অবস্থাত্রয় ও এক অব্যভিচারী সাক্ষী স্বরূপ পরম জ্ঞানের উপর বর্ত্তমান থাকে। ওঁঙ্কারই সেই অব্যভিচারী পরম জ্ঞানের প্রতীক।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঁঙ্কার তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। উপনিষদের আরম্ভেই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, ওঁঙ্কারই এই পরিদৃশ্যমান নিখিল জগৎ। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং ত্রিকালাতীত সমুদায়ই, ওঁঙ্কার। অতএব ওঁঙ্কার পর ও অপর ব্রহ্মের প্রতীক। এই ওঁঙ্কারই আত্মা, ইহা ব্রহ্ম এবং ইহা চতুষ্পাদ, অর্থাৎ ইহার চারি অংশ। যদিও নিরবয়ব, নিষ্কল ব্রহ্মের পাদ বা অংশ সত্য নহে, উহা আরোপ মাত্র। ভাষায় ওঁঙ্কার বা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য উহার ব্যবহার করা হয় মাত্র।

প্রথম পাদ **'অ'** কার। জাগ্রদবস্থা—ইহার কার্য্যভূমি। বাহ্যবিষয়ে ইহার অনুভূতি—ইনি বৈশ্বানর বা সমষ্টি স্থূল-শরীরাভিমানী বিরাট্।

দ্বিতীয় পাদ **'উ'** কার। স্বপ্নাবস্থা ইহার কার্য্যভূমি। ইহার জ্ঞান অন্তরে—ইনি তৈজস—বা সমষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ।

তৃতীয় পাদ **'ম'** কার। সুষুপ্তি অবস্থা ইহার কার্য্যভূমি। ইহার বাহ্য ও আন্তর জ্ঞান—জ্ঞানস্বরূপ একীভাবপ্রাপ্ত, বিশেষ বিরহিত, আনন্দপূর্ণ, প্রজ্ঞানঘন, প্রাজ্ঞ।

চতুর্থ পাদ **অমাত্র, তুরীয়,** তিনি বৈশ্বানর নহেন, তৈজস নহেন, জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্নও নহেন, প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞও নহেন ; জ্ঞাতা নহেন, অচেতন নহেন ; তিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষ্য, অচিন্ত্য, অনির্ব্বাচ্য, কেবল **"আত্মা"** এই প্রকার প্রতীতিগম্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তি স্থান, শান্ত, মঙ্গলময়, অদ্বৈত। তিনিই **আত্মা,** তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ওঁকার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার যুগপৎ উপলব্ধি এবং উহারা কেহই যে নিত্য সত্য নহে, উহারা সকলেই একমাত্র তূরীয় পরমার্থ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, এবং উহাদের ক্রমশঃ পরম্পর লয়ে, সেই তূরীয়ের উপলব্ধি হইতে পারে, এবং তাহাই একমাত্র জানিবার, বুঝিবার, প্রার্থনা করিবার বস্তু ; ইহাই মাণ্ডুক্য শিক্ষা দিতেছেন :—

গোপালোত্তর—তাপণী শ্রুতিতেও এই একই উপদেশ আছে। উঁহার মতে **সঙ্কর্ষণ 'অ' কারাত্মক**—বিশ্ব বা জীব ; **প্রদ্যুম্ন 'উ' কারাত্মক**—তৈজস

(মনের অধিষ্ঠাতা) এবং **অনিরুদ্ধ 'ম' কারাত্মক**—প্রাজ্ঞ (অহংকারের অধিষ্ঠাতা) এবং **বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধমাত্রাত্মক তূরীয়, তাহাতেই অপর তিন প্রতিষ্ঠিত।** এবং ওঁকার উচ্চারণে যুগপৎ শ্রীভগবানের চতুর্ব্ব্যূহের এবং ঐ চতুর্ব্ব্যূহাত্মক পরব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে, এবং এই চারিই অভেদ, একই তত্ত্ব। সৃষ্টির জন্য ভগবদিচ্ছায় পৃথক্ রূপে প্রতিভাত হন মাত্র। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে, নারায়ণীয়ে ৩৪০ অধ্যায়ে এই চতুর্ব্ব্যূহ তত্ত্ব উল্লিখিত আছে।

যেমন চেতন পুরুষের শব্দ স্তরে অভিব্যক্তি স্বরে বা ধ্বনিতে—সেইরূপ চৈতন্যময়ের শব্দ স্তরে অভিব্যক্তি ওঁঙ্কারে। যেমন সাধারণ লোকে স্তরের মাত্রা, তাল, রাগ, রাগিনী, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি ভেদে সঙ্গীত সৃষ্টি করে, সেইরূপ চৈতন্যময় হইতে নিঃসৃত ওঁঙ্কার ধ্বনি এই জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই বিচিত্র জগৎ প্রপঞ্চই চৈতন্যময়ের সঙ্গীত। যতক্ষণ মাত্রা, তাল, রাগ, রাগিনী, মূর্চ্ছনা ইত্যাদি বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণই সঙ্গীতের স্থিতি, সেইরূপ যতক্ষণ এই অনাদি ওঁঙ্কার ধ্বনি চৈতন্যময় হইতে স্পন্দিত হইতে থাকিবে, ততক্ষণই বিশ্বপ্রপঞ্চের স্থিতি। উহা নিঃবৃত্ত হইলে প্রলয়। জীব হৃদয়ের স্পন্দনে, পবনের স্বননে, সাগরের উচ্ছ্বাসে, অশনির গর্জ্জনে, আমরা এই ওঁঙ্কার ধ্বনিরই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই।

অতএব, ওঁঙ্কারই ব্রহ্মের প্রতীক, এবং তাঁহার বাচক। যেমন কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিলে তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ওঁঙ্কার উচ্চারণ করিলেই উচ্চারকের মনে পরব্রহ্ম নিজতত্ত্ব স্ফুরণ করিতে উন্মুখ হয়েন। এই ধারণা এবং এই বিশ্বাসই ওঁঙ্কার উপাসনার মূলে বর্ত্তমান।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, পরব্রহ্ম শব্দবাচ্য—ওঁঙ্কার তাঁহার বাচক এবং সে কারণ ওঁঙ্কার হইতে অভিব্যক্ত শাস্ত্রও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ।

ওঁঙ্কার তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে যথাশক্তি করা হইয়াছে। বিষয়টি স্বনিষ্ঠ করিবার জন্য তাহা হইতে সংক্ষেপ করিয়া লিখিত হইল।

ভিত্তি ঃ—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা"। ছাঃ ৬৮।৭

এ সমস্তই এতৎস্বরূপ, সেই সৎপদার্থ ই সত্য, তাহাই আত্মা। ছাঃ ৬।৮।৭

সংশয়—শ্রুতিতে জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব কথিত আছে, এজন্য—সিদ্ধান্ত করা হইল যে,—সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানের ঈক্ষিতৃত্ব সম্ভব নহে,—অতএব অচেতন প্রধান জগৎ—কারণ নহে। এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে, ঈক্ষণ মুখ্যার্থে ব্যবহার না হইতে পারে, গৌণার্থে হইতে পারে, কারণ শ্রুতিতেই আছে "তেজ ঈক্ষণ করিলেন", "জল ঈক্ষণ করিলেন"। সুতরাং লৌকিক ব্যবহারে যেমন আমরা পতনোন্মুখ নদীকুল সম্বন্ধে বলিয়া থাকি যে, নদীকুল পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে, অথবা রৌদ্রে দগ্ধপ্রায় "ধান্য বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে", "বৃক্ষলতা সকল বারিবর্ষণে হর্ষলাভ করিল", এরূপ স্থলে যেমন—অচেতনে ঔপচারিক চেতনবৎ কার্য্যের আরোপ হয়, সেইরূপ ঈক্ষণের গৌণার্থ হইতে পারে, এবং তাহা হইলে উহা অচেতন প্রধানে প্রযোজ্য হইতে পারে, ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন ঃ—

সূত্র ঃ—

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদ্॥ ১।১।৬

গৌণঃ + চেৎ + ন + আত্মশব্দাদ্

গৌণ ঃ—ঈক্ষণের মুখ্যার্থ নহে, গৌণ অর্থ মাত্র। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না। **আত্মশব্দাৎ**—আত্মশব্দের প্রয়োগ হেতু। পূর্ব্বসূত্রে যে ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে (ছাঃ ৬।২।১), তাহা যে প্রকরণে আছে, তাহার উপসংহার হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যে সৎপদার্থের **"ঈক্ষণ"** উক্ত হইয়াছে, সেই সৎপদার্থ সম্বন্ধে শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন **"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা"**। ছান্দোগ্য ৬।৮।৭—৬।১৬।৩। সুতরাং **"আত্মা"** শব্দের প্রয়োগ থাকায় উহা চেতনকে বুঝাইতেছে, সুতরাং **"ঈক্ষণ"** মুখ্যার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত এস্থলে কোনও সংশয়ের অবসর মাত্র রাখেন নাই। ১।১।৫ সূত্রে ঈক্ষত্যধিকরণের আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৫।২৩ হইতে ৩।৫।২৭ পর্য্যন্ত যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই কথিত আছে যে, **সৃষ্টির পূর্ব্বে** একমাত্র পরমাত্মা ভগবান্ ই ছিলেন, তিনি জীবগণের আত্মা, **তাঁহার একাকী থাকিবার ইচ্ছাতেই** প্রপঞ্চ জগৎ তাহাতে লীন ছিল। একই

৩।৫।২৩ শ্লোকে শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে তিনবার "আত্মা" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, (১) আত্মনাং আত্মা, (২) আত্মেচ্ছানুগতৌ, (৩) আত্মা' এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি—শ্লোকে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নেলিখিত শ্লোকও একই অর্থ বিশদভাবে প্রকাশ করে।

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ। ভাগঃ ৮।১।৮

এই বিশ্ব এবং ইহাতে যা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদায়ই আত্মার (ঈশ্বরের) সত্ত্বা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যপ্ত। ভাগঃ ৮।১।৮

সুতরাং জগৎ কারণ পরমাত্মা ভগবান্ ভিন্ন যে অপর কিছু হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিতে "ঈক্ষণ" মূখ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সিদ্ধ হইল।

উপরে লিখিত অর্থ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য সম্মত। শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় অন্যপ্রকার অর্থ করেন। তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

সংশয়—পূর্ব্ব সূত্রে জগৎকারণ ব্রহ্ম বাচ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু শব্দ গুণবৃত্তি বিশিষ্ট, উহা সগুন বস্তুর অবরোধ জন্মাইতে পারে, তাহা হইলে ব্রহ্ম যদি শব্দবাচ্য হইলেন, তবে তিনি সগুণ, এবং শব্দ অর্থাৎ বেদ তাহা হইলে নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে সূত্র করিলেন ঃ—

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদ্—১।১।৬

গৌণ ঃ—সগুণ। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না। **আত্মশব্দাৎ ঃ**—আত্মশব্দের প্রয়োগ হেতু।

আর শ্রুতি হইতে উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, তাহারই আলোচনা করা যাউক।

আত্মাব্যয়োঽগুণঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতিরণাবৃতঃ। ভাগঃ ১১।২৮।১২

এখানে আত্মা নির্গুণ, অব্যয়, শুদ্ধ, স্বয়ং জ্যোতি এবং অনাবৃতস্বভাব, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী পাইলাম। সগুণ নহে, বুঝা গেল। ভাগঃ ১১।২৮।১২

কিন্তু নির্গুণ হইলেও তাঁহার গুণের অন্ত নাই। শিবব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও তাঁহার গুণের অন্ত পান না। ভাগঃ ১।১৮।১৪

নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ।

ভাগঃ ১।১৮।১৪

গুন—পরিণাম রূপ গুন, অর্থাৎ প্রাকৃতিক গুন তাঁহাতে নাই, কিন্তু নিত্যগুন

সকল তাঁহাতে বর্ত্তমান, এজন্য শ্রুতি তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ তিনি প্রাকৃতিক গুণের অতীত।

মাং ভজন্ত্যগুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ। ভাগঃ ১১।১৩।৩৯

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥ ভাগঃ ৩।২৬।৩

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে॥ ভাগঃ ১০।৮৫।২২

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ॥ ভাগঃ ১০।৮৮।৪

আমি নির্গুণ, নিরপেক্ষ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা এবং প্রাকৃতিক গুণাতীত সাম্য অসঙ্গাদি নিত্য গুণ সকল আমাকে ভজনা করে। ভাগঃ ১১।১৩।৩৯

সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের অগম্য পরম ধাম স্বরূপ যে আত্মা, তিনিই পুরুষ, তিনি অনাদি, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, নির্গুণ, স্বপ্রকাশ, এই বিশ্ব তাঁহার সহিত সমন্বিত। ভাগঃ ৩।২৬।৩

স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ এই এক আত্মা স্বীয় সৃষ্ট গুণ দ্বারা উৎপাদিত দেহ সকলে বহুপ্রকারে প্রকাশিত হয়েন, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি নিত্য ও নির্গুণ। ভাগঃ ১০।৮৫।২২

হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর, স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে ভজনা করিলেই নির্গুণত্ব প্রাপ্তি হয়। ভাগঃ ১০।৮৮।৪

বিলক্ষণঃ স্থূল—সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। ভাগঃ ১১।১০।৮

দৃশ্য পদার্থ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে ভিন্ন, দ্রষ্টা, স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা। ১১।১০।৮

সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি। ভাগঃ ৬।৯।৩১

নিজে নির্গুণ হইয়া এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন। ভাগঃ ৬।৯।৩১

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, জগৎকারণ শ্রীভগবান্ যদিও নিজ মায়াশক্তি গ্রহণে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন, তিনি সগুণ নহেন, তাঁহাতে প্রাকৃতিক গুণের গন্ধমাত্র নাই, তিনি নির্গুণ, এবং শ্রুতি সকল এই নির্গুণ আত্মা স্বরূপ ভগবান্‌কেই প্রতিপাদন করেন। প্রাকৃতিক গুণাতীত বলিয়া নির্গুণ হইলেও তাতে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী অসংখ্য গুণ বর্ত্তমান। এই সমুদায় গুণের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবিই প্রাকৃতিক গুণের অভিব্যক্তি করে।

ভিত্তি ঃ—

মন্ত্র—"তস্য তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষেঽথ সম্পৎস্য"।

ছাঃ ৬'১৪'২

মুমুক্ষুর সেই পর্যন্ত বিলম্ব, যাবৎ সে দেহ নির্ম্মুক্ত না হয়, দেহত্যাগের পর সৎ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ মুক্ত হয়। ছাঃ ৬।১৪।২

নিম্নোক্ত কারণে সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎ কারণ নহে।

সূত্র ঃ—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ১।১।৭

তৎ+নিষ্ঠস্য+মোক্ষ+উপদেশাৎ।

তৎ ঃ—"সৎ" শব্দ বাচ্য জগৎকারণে। **নিষ্ঠস্য ঃ**—যাহার নিষ্ঠা বা তৎপরতা আছে তাহার। **মোক্ষ ঃ**—মোক্ষপ্রাপ্তি—সংসার হইতে উত্তরণ। **উপদেশাৎ ঃ**—উপদেশ থাকা হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র সৎ সম্বন্ধীয় প্রকরণে আছে এবং উহাতে স্পষ্ট উপদেশ আছে যে, 'সৎ' শব্দ বাচ্য জগৎ কারণে নিষ্ঠা হেতু দেহত্যাগের পর মুমুক্ষু ব্যক্তি সৎ সম্পন্ন হয় বা মুক্ত হয়।

বিবশ হইয়া তাঁহার নাম মাত্র গ্রহণ করিলে ঘোর সংসার সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হয়। নাম মাত্র করিলেই হইল,—তাহা সঙ্কেত রূপে হউক, বা পরিহাস রূপে হউক, তাহাতে আসে যায় না। অনল যেমন বস্তুশক্তি দ্বারা কাষ্ঠ দগ্ধ করে, ঔষধ যেমন অনিচ্ছাপূর্ব্বক সেবন করিলেও, নিজের স্বগত শক্তি দ্বারা রোগ আরোগ্য করে, সেই প্রকার শ্রদ্ধায় হউক, হেলায় হউক, মনোযোগের সহিত হউক, বিবশ ভাবেই হউক, জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার নাম গ্রহণ করিলে, জীবের মহৎ কল্যাণ হয়, এবং মোক্ষফল করায়ত্ত থাকে। অচেতন প্রধানের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ভাগঃ ১।১।১৪

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ভাগঃ ২.৩।১০

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ভাগঃ ৬।২।১৪

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১৫
অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিত মঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১৮
যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১৯

ঘোর সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সংসার হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করে। ভয় আপনি তাঁহা হইতে ভয় পাইয়া পলায়ন করে। ভাগঃ ১।১।১৪

উদার বুদ্ধি ব্যক্তি অকামই হউন, সর্ব্বকাম হউন বা মোক্ষকামী হউন, তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষকে ভজনা করা তাঁহার উচিত। ভাগঃ ২।৩।১০
সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, গীতালাপ পূরণার্থ হউক, অবজ্ঞাক্রমেই হউক, ভগবান্ নারায়নের নাম যে কোনও রূপে গ্রহণ করিলে, অশেষ পাপ নাশ হয়। ভাগঃ ৬।২।১৪

উচ্চ গৃহাদি হইতে পতিত, যাইতে যাইতে স্খলিত বা ভগ্নগাত্র, সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট, জ্বরাদি রোগে সন্তপ্ত, দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশে ও যে কোনও পুরুষ যদি "হরি" এই শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহার কখনও নরক যাতনা হয় না। ভাগঃ ৬।২।১৫

অজ্ঞান বশতঃ হউক, বা জ্ঞানে হউক, উত্তম শ্লোক ভগবানের নাম-কীর্ত্তন করিলে, যেমন অগ্নি কাষ্ঠরাশি দগ্ধ করে, তদ্রূপ তাহা পাপ সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। ভাগঃ ৬।২।১৮

যেমন কোনও ব্যক্তি না জানিয়াও যদি বীর্য্যবান কোনও ঔষধ ভক্ষণ করে, সেই ঔষধ নিজেই বস্তুশক্তি দ্বারা আপনার গুণ দর্শাইয়া থাকে, সেইরূপ হরিনাম মন্ত্র অজ্ঞানতঃ উচ্চারণ করিলেও বস্তুশক্তি দ্বারা উক্ত নাম আপনার কার্য্য অবশ্যই করে। ভাগঃ ৬।২।১৯

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্ত্তঃ ক্ষুত্বা বা বিবশো গৃণন্।
"হরয়ে নম" ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥ ভাগঃ ১২।১২।৩৩
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ভাগঃ ১২।৩।৩৮

শ্রুতঃ সংকীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপিবা।
নৃণাং ক্ষীণোতি ভগবান্ হৃদস্থো জন্মাযুতাশুভম্ ॥ ভাগঃ ১২।৩।৩৯

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ভাগঃ ৩।৩২।১৮

পতিত, স্খলিত, পীড়িত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় বিবশ হইয়াও, যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরয়ে নমঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।
ভাগঃ ১২।১২।৩৩

ম্রিয়মাণ আতুর ব্যক্তি শয্যায় পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের অবশতা জন্য স্খলিত বাক্যে যাঁহার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধন ছেদন করতঃ উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়, কলির লোকেরা তাঁহার পূজা করিবে না ত আর কার করিবে? ভাগঃ ১২।৩।৩৮

হৃদয়স্থ ভগবান্ শ্রুত, কীর্ত্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে, অযুত জন্মের অশুভ ক্ষয় করেন। ভাগঃ ১২।৩।৩৯

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে, বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মদর্শণরূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে। ভাগঃ ৩।৩২।১৮

কি করিয়া মোক্ষলাভ হয়, তাহা এই শ্লোকে বলা হইল। নাম গ্রহণ করিলে, নাম গ্রহণের সাক্ষাৎ ফলে ভক্তি হইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে বৈরাগ্য এবং ব্রহ্ম দর্শনরূপ জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষলাভের আর অপেক্ষা নাই। অতএব জীবন-যাপনের মুষ্টিযোগ কি, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্ বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥
ভাগঃ ১০।১৪।৮

সংসারাবর্ত্তে পতিত যে ব্যক্তি প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারে আপনার অনুকম্পা অনুভব করিয়া, এবং সংসারে নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি মনে করিয়া, হৃদয়, বাক্য এবং মনের দ্বারা আপনাকে নমস্কার করিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়া, জীবিত থাকেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ হন। অর্থাৎ, পুত্র যেমন পিতৃধনে দায়ভাক্, সেইরূপ মুক্তি তাহার পিতৃপ্রাপ্ত ধনের ন্যায় অনায়াসে লভ্য। ভাগঃ ১০।১৪।৮

এই প্রকার অনন্যচিত্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলে, তিনিই গুরুপ্রাপ্তির বিধান করেন, এবং সেই গুরুলব্ধ জ্ঞান হইতেই সংসার সাগর উত্তরণ করা যায়। ভাগঃ ১০।১৪।২৩

এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি, স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।

গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥

ভাগঃ ১০।১৪।২৩

যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণের সময়ে, অন্নগ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে, তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধানাশ হইয়া থাকে, সেই প্রকার ভগবানের পাদপদ্ম ভজনকারীর ভজনের সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তি, ভগবান্ ভিন্ন অন্য বস্তু হইতে বিরক্তি, ও ভগবৎ প্রবোধ, তিন-ই এক কালে হইয়া থাকে। পৌর্ব্বাপর্য্য রূপে নহে। এবং তারপর সাক্ষাৎ শান্তিলাভ করিয়া থাকে। ১১।২।৪০-৪১

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।

প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুক্ষসম্ ॥

ভাগঃ ১১।২।৪০

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ ॥

ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ।

ভাগঃ ১১।২।৪১

ভগবানে ভক্তিলাভ হইতে ভক্ত, স্বর্গ, অপবর্গ, ভগবদ্ধাম প্রভৃতি যাহা কিছু বাঞ্ছা করেন, তাহা পাইতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু তখন মোক্ষফল পর্য্যন্ত "কৈতব" বলিয়া মনে হয়। ভজনের দ্বারা ফল লাভ বণিক্‌বৃত্তি মাত্র মনে করিয়া, ভগবদ্ভক্ত তাহা ঘৃণা করেন। তিনি কিছুই চান না। তাঁহারা সেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেই ইচ্ছা করেন। ভগবান্ মোক্ষ, অপুনর্ভব দিলেও একান্ত ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। ভাগঃ ১১।২০।৩৩-৩৪

সর্ব্বং মদ্ভক্তি—যোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি ॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৩

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তাহ্যেকান্তিনো মম।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৪

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥

ভাগঃ ১০।১৬।৩৫

যে সকল ভক্ত তাঁহার পাদপদ্মরজ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা স্বর্গ, সার্ব্বভৌম পদ, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, অপুনর্ভব বা কৈবল্যমোক্ষ কিছুই বাঞ্ছা করেন না। ভাগঃ ১০।১৬।৩৩

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে মোক্ষ লাভ ত সামান্য। ভগবল্লাভ হইয়া থাকে। প্রধান নিষ্ঠগণের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। অন্যপক্ষে মোক্ষলাভ করিতে হইলে প্রধান বা প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে হয়। অতএব প্রধান জগৎকারণ নহে। ব্রহ্মই জগৎকারণ সিদ্ধ হইল।

উপরে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ভাগবত মতানুসারে, হেলায়, শ্রদ্ধায়, পরিহাসে বা সঙ্কেতে ভগবন্নাম করিলে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয় ও মোক্ষলাভ পর্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাতে আমাদের মনে সন্দেহ হয় যে উহা হয়ত কেবল নাম মহিমার প্রশংসাসূচক অর্থবাদ মাত্র, সুতরাং উহাদের মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া গৌনার্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। ইহার কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা অবান্তর হইবে না মনে হয়। আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় জগৎকারণ ব্রহ্মার শব্দস্তরে অভিব্যক্তির বিচার করিয়াছি। এবং তাহাতে আমরা বুঝিয়াছি যে, ব্রহ্মই শব্দস্তরে অভিব্যক্ত হইয়া শাস্ত্ররূপে প্রকটিত হন, যে নাম গ্রহণ করিবার মহিমা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকসকলে উক্ত হইয়াছে, ঐ নাম সকলও ব্রহ্মের শব্দস্তরে বিভিন্ন অভিব্যক্ত রূপ। যদি নাম গ্রহণের সময় যুগপৎ হৃদয়ে ব্রহ্মভাব জাগরিত হয়, তাহা হইলে যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে বা মোক্ষলাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, হেলায়, শ্রদ্ধায় বা পরিহাসে নাম করিলে ব্রহ্মভাব জাগরিত হইবে কি প্রকারে? যদি উক্ত ভাবই জাগরিত হয়, তবে হেলা বা পরিহাস ভাব আসিবে কোথা হইতে! ইহার উত্তর এই যে উক্ত প্রকার উপদেশ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব অবস্থায় নাম গ্রহণের জন্য। যদি উহা পালিত হয় তবে নামের অন্তর্নিহিত শক্তি উচ্চারককে দেখাইয়া দেয় যে নাম ও নামী অভেদ এবং নামীর সমুদায় শক্তি নামে নিহিত। তখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ—সর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা, ভগবন্, মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ॥

চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড ২০ অধ্যায়॥

[হে ভগবান্ তোমার এতাদৃশী কৃপা যে তুমি বহুপ্রকার নাম ধারণ করিয়াছ এবং প্রত্যেক নামে তোমার নিজের সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ, স্মরণের

জন্য কোন কাল নিয়ম নাই। তথাপি আমার এ প্রকার দুর্দ্দৈব যে এতাদৃশ নামে অনুরাগ জন্মিল না।]

সুতরাং নামের সঙ্গে নামীর অভেদ জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন, এবং পরিহাস, সংকেত, হেলা প্রভৃতি শ্লোকক্ত ব্যাপারের উল্লেখ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব অবস্থায় নাম গ্রহণের উপদেশ দিবার জন্য। যদি নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হয়, তাহা হইলে সাধকের ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠালাভ হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ কর্ম্মব্যতীত অনারব্ধ কর্ম্ম সমুদায় ধ্বংস হইয়া যায় অর্থাৎ লব্ধবিদ্য সাধকের সম্বন্ধে ৪।১।১৫ সূত্রে সূত্রকার কর্ম্ম ধ্বংসের যে উল্লেখ পরে করিবেন, উক্ত প্রকার নাম উচ্চারকের পক্ষেও তাহা প্রযোজ্য।

মৃত্যুকালে যদি ঐ প্রকার নাম উচ্চারণ একবার মাত্রও হয়, তাহা হইলে মৃত্যুতে প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ ও নাম উচ্চারণে অনারব্ধ কর্ম্মের নাশ হওয়ায় আর অবশিষ্ট কর্ম্ম থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের বীজভূত কর্ম্মের নিঃশেষে ধ্বংস হওয়ায় উক্ত প্রকার নাম উচ্চারণে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। যদিও দৃশ্যতঃ কোন ব্যক্তির সমুদায় জীবন অজামিলের ন্যায় দুষ্কর্ম্মে অতিবাহিত হয়, তথাপি মৃত্যুকালে নাম নামীর অভেদ জ্ঞান একবার মাত্র উচ্চারণে অনারব্ধ কার্য্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহার যে মোক্ষ হইবে ইহা যুক্তি ও বিচারে প্রতিপাদিত হইতেছে। সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। একটি বিশেষ কথা এ সম্বন্ধে মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে ব্যক্তির চিরজীবন দুষ্কর্ম্মে অতিবাহিত হইয়াছে তাহার পক্ষে মৃত্যুকালে নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান সহ নাম উচ্চারণ দুষ্কর ত বটেই, একপ্রকার অসম্ভব, এজন্য চিরজীবন ধরিয়া অভ্যাসের প্রয়োজন এবং সেই অভ্যাসের জন্যই, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় নাম উচ্চারণ শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহা করিতে হইলে সঙ্কেতে, হেলায় ও পরিহাসেও করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে, অতএব বুঝা গেল যে শাস্ত্রের অর্থ এরূপ নহে যে, নামোচ্চারণে মনোনিবেশের কোনও প্রয়োজন নাই, কেবল মুখে বা মনে মনে অন্য বিষয় চিন্তার সহিত, করিলেই হইল। বরং তাহাতে নামাপরাধ সংঘটিত হয় এবং তাহা হইলে অনন্যমনে নাম উচ্চারণই তাহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। সে আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই।

নাম ও নামীর সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা ২।৩।১৭ সূত্রে করা যাইবে, সুতরাং এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

ভিত্তি :—

তত্ত্বমসি। ছান্দোগ্য ৬।৮।৭

তুমিই তৎস্বরূপ। ছাঃ ৬।৮।৭

সূত্র :—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ। ১।১।৫।৮

হেয়ত্ব + অবচনাৎ + চ

হেয়ত্ব :—অনুপাদেয়ত্ব হেতু পরিত্যাগের। **অবচনাৎ :—**উপদেশ না থাকায় হেতু। **চ :—**ও।

যদি প্রধান জগৎ কারণ হইতেন (শঙ্কর ও রামানুজ মত), অথবা যদি সগুণ ব্রহ্ম শব্দবাচ্য হইতেন (১) এবং নির্গুণ ব্রহ্ম শব্দবাচ্য না হইতেন (মাধ্বাচার্য্য ও বলদেবের মত), তাহা হইলে প্রধানের অচেতনত্ব নিবন্ধন, অথবা সগুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা নির্গুণ ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, উহাদের অপেক্ষা উপাদেয় থাকা সম্ভব হেতু উহাদের পরিত্যাগের উপদেশ বেদান্ত শাস্ত্রে থাকিত। কিন্তু কোথাও (২) জগৎকারণ সম্বন্ধে সেইরূপ উপদেশ নাই। এ কারণও প্রধান জগৎকারণ নহে, অথবা সগুণ ব্রহ্ম মাত্র শব্দবাচ্য নহে।

অন্য পক্ষে জগৎকারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমুদায় আদ্যন্তবন্ত এবং সে কারণ অসৎ ও অবস্তু, এ কারণ বর্জ্জনীয়। শাস্ত্রে এই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। এবং জগৎকারণ ব্রহ্ম যে সকলের পরম সুহৃৎ এবং সেজন্য পরম উপাদেয়, শ্রীকৃষ্ণ—যাঁহাকে ভাগবতানুসারে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় আমরা প্রদত্ত চিত্রে জগৎকারণ বলিয়া দেখাইয়াছি; তিনি অখিলস্থ আত্মাগণের পরমাত্মা। জগতে যাহা কিছু প্রিয় বস্তু আছে, তাহাদের বস্তুগত, স্বরূপনিষ্ঠ প্রিয়ত্ব নাই। আত্মার কারণ, সকলে প্রিয়। শ্রীকৃষ্ণ সেই সকলের আত্মা হওয়ায়, তাঁহার কারণ সকলেই প্রিয়। অতএব তিনি কোনও প্রকারে পরিত্যজ্য নহেন, তিনিই একমাত্র ভজনীয়। ইহা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। তিনি আত্মা, শুদ্ধ, অব্যয়, নিত্য, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, জগৎকারণ, ব্যাপক, অসঙ্গ ও অনাবৃত, অতএব হেয় নহে। ভাগঃ ৭।৭।১৪

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ এক ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥ ভাগঃ ৭।৭।১৪

তিনিই সমুদায় বস্তুতে বস্তুস্বরূপ। ভাগঃ ৬।৯।৩৫

স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ॥ ভাগঃ ৬।৯।৩৫

সামান্য বিশেষরূপে বা কার্য্যকারীরূপে পরস্পরাপেক্ষভাবে যাহা কিছু প্রতীত হয়, তাহাই আদ্যন্তবিশিষ্ট, অতএব অবস্তু, এবং তাহাই ভ্রম। অতএব তাহাই পরিত্যাজ্য। ভাগঃ ১২।৪।২৭

যৎ সামান্যবিশেষাভ্যামুপলভ্যেত স ভ্রমঃ।
অন্যোন্যাপাশ্রয়াৎ সর্ব্বমাদ্যন্তবদবস্তু যৎ॥ ভাগঃ ১২।৪।২৭

তিনি সত্যস্বরূপ, আনন্দনিধি, তিনিই একমাত্র ভজনীয়। তিনি ভিন্ন অন্য বস্তু ভজনা করিলে আত্মপাত হইয়া থাকে। ভাগঃ ২।১।৩৯

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্যত আত্মপাতঃ॥
ভাগঃ ২।১।৩৯

অতএব, তিনি ভিন্ন বস্তু পরিত্যাজ্য, তিনিই একমাত্র ভজনীয়।

দেহাত্মবাদিগণের দেহই, দারা সুত ধন জন প্রভৃতি সমুদায় হইতে প্রিয়। কিন্তু দেহ অপেক্ষা আত্মা প্রিয় এবং আত্মা সম্পর্কেই দেহ প্রিয়। আবার পরমাত্মা সমুদায় আত্মার আত্মা বলিয়া, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এবং তাঁহার সম্বন্ধেই যতকিছু প্রিয় বস্তু প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। ভাগঃ ১০।১৪।৫২-৫৪।

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫২

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৩

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৪

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মান মখিলত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৫

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৬

কৃষ্ণ, অখিল জীবগণের আত্মা স্বরূপ। জগৎ হিতের জন্য, তিনি মায়ায় মানব রূপে অবতীর্ণ। ভাগঃ ১০।১৪।৫৫

বস্তুতঃ স্থাবর-জঙ্গম যত কিছু বস্তু আছে, সকলই ভগবদ্রূপ, তিনি ভিন্ন বস্তু মাত্র নাই। ভাগঃ ১০।১৪।৫৬

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।

তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৭

যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের কারণেই অবস্থান করে। সেই কারণেরও কারণ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব, তদ্ব্যতীত অন্য কি এমন বস্তু আছে, যাহা নিরূপণের যোগ্য। ভাগঃ ১০।১৪।৫৭

সুতরাং তাঁহাকে যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহাদের সমুদায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের নিকট ভবসাগর বৎস পদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তাঁহাদের পরম পদ লাভ হয়, এবং বিপদের আশ্রয়ভূত সংসারে পুনরাবর্ত্তন তাঁহাদের হয় না। ভাগঃ ১০।১৪।৫৬

সমাশ্রিতা তে পদপল্লবপ্লবং, মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।

ভবাম্বুধির্ব্বৎসপদং পরং পদং, পদং পদং যদ্বিপদাং ন যেষাম্ ॥

ভাগঃ ১০।১৪।৫৮

তিনিই জগতের প্রিয় বন্ধু, আশ্রিতগণের সর্ব্বার্থদাতা। অতএব, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে ভজনীয় আর কে আছে?

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং, সর্ব্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃজেত কো নু।

কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ, কিম্বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ ॥ ভাগ ১১।২৯।৫

সকল জগতের প্রিয় বন্ধু, আশ্রিতগণের সর্ব্বার্থদাতা ঈশ্বর যে আপনি, আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া, কোন্ ব্যক্তি আপনাকে ভজনা না করিয়া থাকিতে পারে, আর আপনাকে বিস্মৃত হইয়া আপনার দত্ত বিভূতিই বা কোন্ ব্যক্তি প্রার্থনা করে? আর আপনার পদরজঃ সেবীদিগের বা কি অভাব আছে? ভাগঃ ১১।২৯।৫

তিনিই একমাত্র সত্য। তাঁহারই শরণ গ্রহণ পরম পুরুষার্থ।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং, সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥

ভাগঃ ১০।২।২৬

আপনি সত্যব্রত বা সত্যসংকল্প, সত্যই আপনার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্ত সাধন, আপনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তিন কালেই অব্যভিচারী সত্যস্বরূপ, আপনি পৃথিব্যাদি

পঞ্চভূতের যোনি এবং সত্যে বা আকাশাদি পঞ্চভূতে অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান আছেন, আপনি ঐ পঞ্চভূতের পারমার্থিক সত্য, আপনি ঋত ও সত্যের প্রবর্ত্তক, আপনি সকল প্রকারেই সত্যাত্মক, সত্যরূপী আপনার শরণ গ্রহণ করি।

ভাগঃ ১০।২।২৬

ঋত ও সত্য সম্বন্ধে আলোচনা মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকের ব্যাহৃতি-তত্ত্বে করা হইয়াছে।

তিনিই একমাত্র অনবদ্য, সংসার তাপে তাপিত জীবের তিনিই একমাত্র শরণ।

তস্মাত্তবন্তমনবদ্যমনন্তপারং, সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমকুণ্ঠবিকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্।
নির্ব্বিণ্ণধীরহমুহ বৃজিনাভিতপ্তো, নারায়ণং নরসখং শরণং প্রপদ্যে॥

ভাগঃ ১১।৭।১৪

আমি পাপ সন্তপ্ত ও নিরতিশয় নির্ব্বিণ্ণ হইয়া, সেই অকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠবাসী অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, নরসখ, নারায়ণ আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভাগঃ ১১।৭।১৪

কারণ, তিনি সমুদায় ক্লেশ বিনাশক'

নমো নমঃ ক্লেশবিনাশকায়, নিরূপিতোদারগুণাহ্বয়ায়।
মনোবচোবেগপুরোজবায়, সর্ব্বাক্ষমার্গৈরগতাধ্বনে নমঃ॥

ভাগঃ ৪.৩০।২২

হে ভগবান্! তুমি ক্লেশ বিনাশন, বেদসকল তোমার উদার গুণ ও মহৎ নামকে সকল বিষয়ের সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তুমি বাক্য ও মনের অগোচর, ইন্দ্রিয়গণ তোমার বর্ত্ম অবগত হইতে পারে না। তোমাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৪।৩০।২২

যদিও তিনি বাক্‌মনের অতীত, ইন্দ্রিয়মার্গের দ্বারা তাঁহার গতি ধারণা করা যায় না, কারণ তিনি "অধোক্ষজ"—ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, কিন্তু তিনি "আনন্দ সংপ্লব"। তাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করিলে, যদিও হৃদয়ে তাঁহার সমগ্র ধারণা তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে হয় না, তাহা হইলেও হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া থাকে। এবং জগতের হিতের জন্য তিনি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন।

হিত্বাত্মধামবিধূতাত্মকৃতত্র্যবস্থমানন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্।
কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্ত যোগমায়াকৃতিং পরমহংসগতিং

নতাঃ স্ম॥ ভাগঃ ১০।৮৩।৪

স্বীয় তেজোদ্বারা নিরস্ত আত্মকৃত অবস্থাত্রয়, সর্ব্বানন্দ স্বরূপ, অখণ্ড, অকুণ্ঠ, জ্ঞানরূপ, কাল সহকারে বেদের উদ্ধার জন্য যোগমায়া সাহায্যে গৃহীত নানারূপ, এবং পরমহংসদিগের গতি স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ১০।৮৩।৪

অতএব তিনিই সকলের সুহৃৎ, প্রিয়তম, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ লাভ করাই পরম পুরুষার্থ।

সুহৃৎ শ্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তং বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা॥ ভাগঃ ১১।৮।৩৪

শরীরীদিগের আত্মাস্বরূপ প্রিয়তম, সুহৃৎ, একমাত্র নাথ ঈশ্বরের নিকট এই দেহ নিবেদন করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় তৎসহ রমণ করিব। ভাগঃ ১১।৮।৩৪

বাহুল্য ভয়ে আর অধিক শ্লোকোদ্ধার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, জগৎকারণ হেয়ত্ব হেতু পরিত্যাগের কথা কোথাও নাই। বরং, তিনি যে একমাত্র পরম আশ্রয়, এবং তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে জীবের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহাই ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, "হেয়ত্ব অবচনাৎ" প্রধান, জগৎকারণ নহে। অথবা, ঈক্ষণকারী যিনি, তাঁহা হইতে উপাদেয় আর কেহ বর্ত্তমান নাই।

ভিত্তি :—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং

বিজ্ঞাতমিতি।" ছান্দোগ্য ৬।১।৩

যাহা দ্বারা অশ্রুত ও শ্রুত, অমত ও মত, অবিজ্ঞাত ও বিজ্ঞাত হয়।

সূত্র :—

প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ ॥ ১।১।৯

প্রতিজ্ঞা + বিরোধাৎ।

প্রতিজ্ঞা :—এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ যে প্রতিজ্ঞা, তাহার। অর্থাৎ যাহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার থাকে না, সমুদায় জানা হইয়া যায় এরূপ প্রতিজ্ঞা তাহার।

বিরোধাৎ :—বিরোধ হেতু।

প্রধান যদি জগৎকারণ হন, তাহা হইলে শ্রুতির এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-রূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ, সাংখ্য অচেতন প্রধানকে অচেতন সমুদায় পদার্থের উপাদান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অচেতন হইতে চেতন উৎপন্ন হইতে পারে না। চেতনের জন্য পুরুষ স্বীকার করিয়াছেন। আবার সাংখ্যমতে প্রধান ও পুরুষ পরস্পর স্বতন্ত্র। সুতরাং অচেতন প্রধানের বা চেতন পুরুষের বিজ্ঞান হইলে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। অতএব সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎকারণ নহে। পক্ষান্তরে জগৎকারণ ব্রহ্ম এবং প্রধান বা প্রকৃতি উহার শক্তি স্বীকার করিলে উক্ত প্রতিজ্ঞা অনায়াসেই সিদ্ধ হয়।

[এই সূত্রটি শঙ্করাচার্য্যের, মধ্বাচার্য্যের, বল্লভাচার্য্যের ও বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্যে নাই।]

জগতে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের অন্বয় মুখেই হউক বা ব্যাতিরেক মুখেই হউক একটি মাত্র জিজ্ঞাস্য—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ভাগঃ ২।৯।৩৫

তাহা জানিলে আর কিছুই জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না।

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।

পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে ॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩০

ইহার সরলার্থ ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব প্রধান জগৎকারণ নহে। ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ভিত্তি —

"য ত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সত্তা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি; তস্মাদেনং "স্বপিতি" ইত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি।" ছান্দোগ্য ৬।৮।১

এই পুরুষ অর্থাৎ জীব যখন সুষুপ্ত হয়, সে তখন সতের সহিত মিলিত হয়, স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই কারণে লোকে ইহাকে "স্বপিতি" বলিয়া থাকে। কেন না, সে তখন স্বস্বরূপ "অপীত" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মধ্ব ও বলদেবের ভাষ্যে প্রযোজ্য নহে।

সূত্র :—

স্বাপ্যয়াৎ ॥ ১।১।১০

স্ব + অপ্যয়াৎ

স্ব :—নিজেতে বা স্বস্বরূপে। **অপ্যয়াৎ :**—লীন হইবার হেতু। তিনি নিজে নিজেতেই লীন হন, এজন্য ব্রহ্ম সগুণ নহে। (মধ্বাচার্য্য ও বলদেব মত)

একো নারায়ণো দেবঃ পূর্ব্বসৃষ্টং স্বমায়য়া।
সংহৃত্য কালকলয়া কল্পান্ত ইদমীশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৬
এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ।
কালেনাত্মানুভাবেন সাম্যং নীতাসু শক্তিষু।
সত্ত্বাদিষ্বাদিপুরুষঃ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৭
পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৮

এক দেব নারায়ণ ঈশ্বর স্বীয় মায়া দ্বারা সৃষ্ট এই জগৎকে কল্পান্তে কাল শক্তি দ্বারা সংহার করিয়া আত্মাধার ও অখিলাশ্রয়রূপে এক অদ্বিতীয় হইয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।৯।১৬

প্রধানের, এবং প্রধান যাহার উপাধি এমন পুরুষের ও আদি পুরুষ, ঈশ্বর, ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ, আত্মানুভাবাত্মক কাল দ্বারা তাহার শক্তি স্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ সকল সমতা প্রাপ্ত হইলে কৈবল্যরূপে অবস্থান করেন, এবং সে সময়ে তিনি নির্ব্বিকার, স্বপ্রকাশ আনন্দ সন্দোহ ও নিরুপাধিক ভাবেই থাকেন। ভাগঃ ১১।৯।১৭-১৮

সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে, সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে। ভাগঃ ১১।৩।১৭

... ...সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ।

ভাগঃ ১২।৮।৩৫

স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া এই জগৎকে বিক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি করতঃ তাহাতে অন্তঃর্য্যামীরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক অন্তে তাহার সংহার করিয়া পরে উপরত হইয়া স্বীয় মহিমাতে অবস্থান করেন। ভাগঃ ১১।৩।১৭

মাকড়সার ন্যায় এই অখিল প্রপঞ্চ বিশ্ব সৃজন করিয়া তাহাকে আবার গ্রাস কর। ভাগঃ ১২।৮।৩৫

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরজয়োরুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ।

ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।২৭

কেবল জড়া অজা প্রকৃতি হইতে বা কেবল আবিকারী অজ পুরুষ হইতে প্রাণিবর্গের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। বায়ু সহকৃত জল হইতে উদ্ভূত বুদ্‌বুদের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের যোগ হইতেই এই প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রাণিবর্গ নানা নামরূপ সম্পন্ন কার্য্যকারণাত্মক উপাধির সহিত, পরমরস স্বরূপ আপনাতে বিলীন হয়, যেমন এক মধুতে ভিন্ন ভিন্ন কুসুমের রস অবিশেষ ভাবে, এবং সকল নদীর জল এক মহাসমুদ্রে অবিশেষ ভাবে, বিলীন হয়, সেইরূপ। ভাগঃ ১০।৮৭।২৭

ক ইহ নু বেদ বতাবর জন্মলয়োঽগ্রসরং, যত উদগাদৃষির্যমনু দেবাগণা উভয়ে।

তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ, কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা। ভাগঃ ১০।৮৭।২০

আপনা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন, এবং ব্রহ্মাই দেবগণকে সৃষ্টি করেন। সুতরাং আপনি পূর্ব্বসিদ্ধ, আর সকলেই অর্ব্বাচীন; উহারা কি করিয়া আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ আপনি যখন সমুদায় জগৎ উপসংহার করিয়া যোগনিদ্রায় শয়ন করেন, তখন স্থূল আকাশাদি ও সূক্ষ্ম মহদাদি এবং তদুভয়ারব্ধ শরীর, কালবৈষম্য, শাস্ত্র কিছুই থাকে না। ভাগঃ ১০।৮৭।২০

অতএব পাওয়া গেল যে, জগৎ প্রপঞ্চ এবং জীবগণ সমুদায়ই তাঁহাতে লীন হয়। অন্য কথায় তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত যত কিছু সমুদায় তাঁহাতে লীন হয় এবং তিনি তাঁহার নিজের অব্যক্ত স্বরূপে লীন হইয়া বর্ত্তমান থাকেন।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্ রামনুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যা একটু অন্যপ্রকার করিয়াছেন। জীব সুষুপ্তি অবস্থায় সতে লীন হয়। প্রধান অচেতন, সুতরাং চেতন জীবের প্রধানে লীন হওয়া অসম্ভব। অতএব সৎ-শব্দ-বাচ্য জগৎকারণ প্রধান নহে।

উপরে শ্রীমদ্ ভাগবতের যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত হইল, উহাদের সহিত যদিও সুষুপ্তি অবস্থার কোনও সম্বন্ধ নাই, তথাপি উহারা ঐ একই অর্থ প্রকাশ করে। কারণ উহা হইতে আমরা পাইয়াছি যে, বিশ্ব প্রপঞ্চ যাহা জড় ও অচেতন, এবং চেতন জীব বা পুরুষ উভয়েই সেই সৎ স্বরূপে লীন হইয়া থাকে। জড় প্রপঞ্চ জড়া প্রকৃতিতে বা সাংখ্যোক্ত অচেতন প্রধানে লীন হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু চেতন পুরুষও যখন তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, তখন সৎ-শব্দ-বাচ্য জগৎকারণ প্রধান হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সাক্ষাৎ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুষুপ্তি অবস্থায় ও আত্মানুভব হইয়া থাকে, নতুবা অনুস্মৃতি অসম্ভব হইত।

সন্নে যদেন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে, কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ॥

ভাগঃ ১১।৩।৪০

সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন ও অহংকার প্রসুপ্ত হইলে, কূটস্থ আশ্রয় বিনা অনুস্মৃতি অসম্ভব হইত। ভাগঃ ১১।৩।৪০

সুষুপ্তি অবস্থায় জীব কূটস্থে লীন হয়। অতএব, যাহাতে লীন হয়, তাহা প্রধান হইতে পারে না ॥

সূত্র ১১ ঃ—

ভিত্তি ঃ—

(১) "সর্ব্বে বেদা যুক্তয়ঃ সপ্রমাণা ব্রাহ্মং জ্ঞানং পরমং ত্বেকমেব প্রকাশয়ন্তে ন বিরোধঃ"। পৈঙ্গী শ্রুতি (মধ্বভাষ্য)

(১) সমুদায় বেদ, যুক্তি, প্রমাণ একমাত্র পরমজ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মাকে প্রকাশ করে, কিছু মাত্র বিরোধ নাই। (পৈঙ্গী শ্রুতি)

(২) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"। (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ১)

(২) এই সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল (তৈত্তিঃ আনন্দবল্লী-১)

সূত্র ঃ—

গতিসামান্যাৎ ॥ ১।১।১১

গতি + সামান্যাৎ

গতি ঃ—গতেঃ—অবগতির অর্থাৎ জ্ঞানের (মধ্ব, বলদেব), অথবা, কারণাবগতির (শঙ্কর, রামানুজ)।

সামান্যাৎ ঃ—একরূপতা হেতু।

সকল বেদ এক সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বকল্যাণগুণনিলয়, জ্ঞানময়, সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করে। তিনি সর্ব্ব জীবের আশ্রয় স্বরূপ ও গতিদাতা। সুতরাং প্রধান জগৎকারণ নহে। অথবা সমুদায় বেদে একমাত্র ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলে। কোনও মতভেদ নাই।

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৩

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহা হইতেই সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ ভাগবতের ৩।৫।২৪ হইতে ৩।৫।৩৮, ৩।৬।১ হইতে ৩।৬।২৯, ২।৫।১৪ হইতে ২।৫।৪১ এবং ৩।২৬।১৮ হইতে ৩।২৬।৫৮ শ্লোক সকল দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করা গেল না।

সমুদায় বেদ যে একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসান, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে তাহা ১।১।৪ সূত্র ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমদ্ মাধ্বাচার্য্য ও তদীয় পন্থানুসারী শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ "গতি" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মজ্ঞান" বলেন। ব্রহ্ম যে এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, তাহাও ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান পৃথক নহে। যে সকল ভক্ত তাঁহাকে স্মরণ করে, তিনি বাহিরে আচার্য্যরূপে, এবং অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে নিজরূপ প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগের সমুদায় অশুভ নাশ করতঃ নিজগতি প্রদান করেন।

ভাগঃ ১১।২৯।৬

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥ ভাগঃ ১১।২৯।৬

স্বগতিং নিজরূপং প্রকটয়তি (শ্রীধর)। স্বগতিং স্বানুভবং (ক্রমসন্দর্ভঃ)। তাঁহার স্বরূপ তাঁহার অনুভূতি বা জ্ঞান হইতে পৃথক নহে বলিয়া "নিজরূপ" অর্থ সমীচীন হইল।

তাঁহার সমগ্র ধারণা অসম্ভব। ১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিনস্তথাসমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥ ১।১৮।২৩

বিবুধ্য ভক্ত্যেব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫

হে অচ্যুত! তোমার কথানুশীলনে উৎপন্ন ভক্তি দ্বারা তোমার পরাগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাগঃ ১০।১৪।৫

"গতি" শব্দের অর্থ ফলও হইতে পারে। শ্রীমদ্ শ্রীধর স্বামী গীতার ৯।১৮ শ্লোকের টীকায় **"গম্যত ইতি গতিঃ ফলং"** বলিয়াছেন। সে অর্থ করিলে এই সূত্রের সুন্দর অর্থ হয়। ব্রহ্মই সকলের একমাত্র গতি। কর্ম্মী, জ্ঞানী বা ভক্ত সকলেই, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই কৃতার্থ হয়। যেমন ভ্রমর যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্পের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মধুপানে বিভোর না হইতে পারে ততক্ষণ তাহার গুঞ্জনের ও ভ্রমণের বিরাম হয় না, সেইরূপ যতক্ষণ না জীব সেই সর্ব্বগতি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের চরণকমল সুধা পানে বিভোর না

হইতে পারে, ততক্ষণ তাহার সংসারে গতাগতি ও কর্ম্মের বিরাম নাই। তাঁহাকে লাভ করিলেই শাশ্বত শান্তি।

তাঁহার চরণই সমুদায় বিষয় বাসনার নাশক, জ্ঞানী মুনিগণ মোক্ষের জন্য তাঁহাকেই ধ্যান করেন, ভক্তগণ তাঁহার সেবানন্দে বিভোর হইয়া, তাঁহার সেবার অধিকারী হইবার জন্য, সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রার্থনা করেন, কর্ম্মিগণ যজ্ঞে বেদমন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে হবিঃ অর্পণ করেন, যোগিগণ তাঁহার মায়া বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া অধ্যাত্মযোগে তাঁহাকে ধ্যান করেন, এবং মুক্ত পুরুষ পরম ভাগবতগণের তিনিই একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিপাত্র। অতএব তিনিই সকলের গতি। ১১।৬।৮-৯ শাস্ত্রে ইহা সর্ব্বত্র পতিপাদিত হইয়াছে, কোনও মতভেদ নাই।

স্যান্ন স্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়-ধূমকেতুঃ ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভির্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ
স্বরতিক্রমায়॥ ভাগঃ ১১।৬।৮

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ এয্যা নিরুক্তবিধিনেশ
হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ
পরীষ্টঃ॥ ভাগঃ ১১।৬।৯

.... পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম॥ ১০।৮৩।৪

অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্॥
ভাগঃ ৩।১৩।৪৮

সেই পরমহংসদিগের গতি স্বরূপকে আমরা প্রণাম করি॥ ভাগঃ ১০।৮৩।৪

সেই পরম পুরুষ, সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী; অনন্যমনে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিলে, তিনি আপনার পরাগতি প্রদানের বিধান করেন।
ভাগঃ ৩।১৩।৪৮

তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির মনোময়ী প্রতিকৃতি একবার হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেই, ভাগবতী গতি লাভ হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০।১২।৩৮

সকৃদ্ যদঙ্গ প্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্॥
ভাগঃ ১০।১২।৩৮

অতএব সিদ্ধান্ত হইল, প্রধান জগৎকারণ নহে॥

শ্রুতি :—

"সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনা সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।
ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা"।

(ছান্দোগ্যঃ ৬।৮।৬-৭)

হে সৌম্য! এই সমস্ত প্রজাই সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত এবং সতে বিলয়নশীল। ছাঃ ৬।৮।৬

এ সমস্তই এতৎ স্বরূপ, সেই সৎ পদার্থই সত্য, তাহাই আত্মা। ছাঃ ৬।৮।৭

সূত্র :—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১২

শ্রুতত্বাৎ+চ

শ্রুতত্বাৎ :—শ্রবণ হেতু, বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রবণ হেতু। **চ :**—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র স্পষ্ট প্রকাশ করিতেছে যে, জগৎ এবং জগতের যা কিছু সমুদায় সৎ হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত এবং বিলয়নশীল, এই সৎই ব্রহ্ম, ইহাই আত্মা। অতএব প্রধান জগৎকারণ নহে। এক ভগবান্ই নিজ মায়া নামক বহুগুণাশ্রয়া শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া, বহুরূপে বিভাবিত হন। এবং আপনার অংশরূপ পুরুষ দ্বারা সেই সমুদায় উপভোগ করেন।

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্ বিভাসি ॥

ভাগঃ ৪।৯।৭

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তিস্তয়া রজোসত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নিবার্ধরাঃ সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ ॥ ৪।২৪।৬০

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্টশ্চতুর্ব্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।
অতো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্তর্ভুংক্তে হৃষীকৈর্ম্মধু সারঘং যঃ ॥

ভাগঃ ৪।২৪।৬১

হে ভগবান্! মায়া আপনার আত্মশক্তি, তাহার অনন্ত গুণ; তাহার দ্বারা এক আপনিই মহদাদি অশেষ পদার্থের সৃজন করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে সে সকলে ও তাহাদের পরিণামরূপ ইন্দ্রিয়াদিতে অনুপ্রবেশ করতঃ, সেই সেই ইন্দ্রিয়ের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে প্রকটিত হয়েন। যেমন অগ্নি এক হইলেও কাষ্ঠের বিভিন্নতা প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় আপনি এক হইলেও উপাধি-বৈচিত্র্যবশতঃ বিবিধ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৪।৯।৭

তুমিই এক আদ্য পুরুষ; মায়া শক্তি তোমাতে সুপ্তা থাকে। সেই শক্তি দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয় বিভিন্ন হয়, এবং তাহা হইতেই মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেব, ঋষি, ভূত সকল, এবং সমুদায়াত্মক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনন্তর সেই নিজ শক্তি দ্বারাই, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ শরীররূপ পুর সৃষ্টি করিয়া, আপনার অংশ দ্বারা সেই সকল পুরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে উজ্জীবিত ও কার্য্যশীল করিয়া থাকেন। এজন্য পণ্ডিতেরা আপনাকে—পুরমধ্যে শয়ন হেতু—পুরুষ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলেও, আপনি সে সকলে অনাশক্ত, আপনার চিদাভাসই ঐ সমুদায় পুরমধ্যে মধুমক্ষিকার ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ করে, সেই চিদাভাস অবিদ্যাবদ্ধ জীব; তাহাকেও লোকে পুরমধ্যে থাকা হেতু, পুরুষ বলে। ৪।২৪।৬০-৬১

অতএব, যদিও তাঁহার নিজের সম্মুখ ও পশ্চাৎ, অন্তর, বাহির নাই তথাপি তিনিই জগতের সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তরে, বাহিরে; এবং তিনিই জগৎ। ১০।৯।১১

ন চান্ত র্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ ভাগঃ ১০ ৯।১১

তিনি প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, নিজ অব্যভিচারী জ্ঞান দ্বারা সকলের অন্তরের ও বাহিরের চেষ্টা সর্ব্বক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিত মাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশ মিবনৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদ মোহঃ॥
ভাগঃ ১।৯।৩৯

যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলনেন চক্ষুষা॥
১০।৩৮।১৭

ভীষ্ম বলিতেছেন:—ইনি অজ; নিজ বিনির্ম্মিত প্রাণীগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। যেমন একই সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বহুধা প্রকাশমান হন, সেইরূপ এক ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান

হইয়া থাকেন। যাহা হউক, আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম। ইঁহার দর্শনে আমার মোহ ও ভেদজ্ঞান নিবারণ হইল। ভাগঃ ১।৯।৩৯

তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সকলের অন্তর্য্যামী। অতএব আমার অন্তরের ও বাহিরের চেষ্টা তিনি তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ অব্যভিচারী জ্ঞান যোগে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ভাগঃ ১০।৩৮।১৭

তিনি সর্ব্ববস্তুতে বস্তুস্বরূপ, সর্ব্বেশ্বর, সকল জগৎকারণ-কারণ, সকলের অন্তর্য্যামী, সমুদায় গুণাভাসে উপলক্ষিত, এক তিনিই বর্ত্তমান, সমুদায় শ্রুতি তাহাতেই পর্য্যবসিত। ভাগঃ ৬।৯।৩৫

স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ সকল জগৎকারণ-কারণভূতঃ।

সর্ব্ব প্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্ব্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ ॥

ভাগঃ ৬।৯।৩৫

তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি, অনন্ত শক্তি তাঁহার, তিনি নির্গুণ, নির্ব্বিকার এবং প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক। আকাশাদি ভূতের আশ্রয়, সকলের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান তিনিই আছেন, তিনি পুরুষের অন্তর্য্যামী রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও অপরিচ্ছিন্ন, সমুদায়ের কারণ হইলেও কারণাতীত।

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৫
জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৬

আপনার ঐশ্বর্য্যাদি গুণ অচিন্ত্য. আপনি সকল দেহে অন্তর্য্যামী রূপে বর্ত্তমান, আপনি মহাত্মা, সকল দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও আপনি অপরিচ্ছিন্ন, কারণ, আপনি আকাশাদি ভূতের আশ্রয়, সর্ব্বপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান, সকলের কারণ স্বরূপ, কিন্তু স্বয়ং কারণাতীত পরমাত্মা, আপনাকে নমস্কার করি ॥ ভাগঃ ১০।১৬।১৮

ভাগঃ ১০।১৬।৩৬ শ্লোকের অর্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বপ্রকার দোষস্পর্শ শূন্য, নিরবধি নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণগুণের মহাসমুদ্র স্বরূপ ভগবানই জগৎ কারণ। প্রাকৃতিক

গুণমাত্র তাঁহাতে নাই, এবং তাঁহাকে ভজনা করিলে ভক্ত নির্গুণ হয়। এ প্রসঙ্গে ১।১।৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৮।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥ ভাগঃ ১০।৮৮।৪

ইহার অর্থ ১।১।৬ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

প্রাকৃতিক গুণাতীত হইলেও, তিনি স্বরূপনিষ্ঠ অপ্রাকৃতগুণের মহাসাগর। তিনি নির্গুণ হইলেও, তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য এবং অসাধারণ গুণ যে, আত্মারাম মুনিগণ, যাঁহাদিগের হৃদয়-গ্রন্থি নিঃশেষে অপগত হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১।৭।১০

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ভাগঃ ১।৭।১০

অতএব, তিনি শব্দের অবাচ্য নহেন।

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, যিনি জগৎকারণ, তিনি শব্দবাচ্য, তিনি ঈক্ষণকর্ত্তা অতএব চেতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, প্রাকৃতগুণের অতীত বলিয়া নির্গুণ, কিন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপনিষ্ঠ সমস্ত কল্যাণগুণ নিলয়। সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎকারণ নহে।

৬। **আনন্দময়াধিকরণ :—**

ভিত্তি :—

(১) "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ"।

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২.৫)

সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটি অভ্যন্তরস্থ আত্মা আছে, তাহার নাম আনন্দময়। (তৈত্তিঃ ২।৫)

সূত্র :—

(২) "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥"

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৯)

বাক্যসমূহ যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত, অর্থাৎ বাক্য ও মন, যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে বা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দবিদ্ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না। তৈত্তিঃ ২।৯

সংশয় :—প্রথম চারিটি সূত্রে প্রতিপাদিত হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, অশেষ কল্যাণ গুণের নিলয় এবং প্রাকৃতিক গুণাতীত বলিয়া নির্গুণ, ব্রহ্ম জগৎকারণ। পঞ্চম সূত্র হইতে দ্বাদশ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রকার সাংখ্যোক্ত প্রধান জগৎকারণ কিনা, এই সংশয়ের উত্থাপন করিয়া, নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন যে, অচেতন প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না। তবে জীবও ত জগৎকারণ হইতে পারে? কর্ম্মবশে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি সংসর্গ নিমিত্ত, নানাবিধ অনন্ত দুঃখসাগর নিমগ্ন বদ্ধ জীব জগৎকারণ না হউক, মুক্ত বা শুদ্ধ জীব কেন না হইবে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি কল্পনা করিয়া সূত্রকার, সর্ব্বপ্রকার হেয়গুণ রহিত ও নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম জগৎকারণ, প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১৩

আনন্দময়ঃ + অভ্যাসাৎ।

আনন্দময় :—আনন্দময় পদ-বাচ্য ব্রহ্ম। **অভ্যাসাৎ :—**অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হেতু।

বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকা হেতু, **"আনন্দময়"** পদ ব্রহ্মকেই বুঝায়, এবং তিনিই জগৎকারণ।

"আনন্দ" শব্দের উত্তর প্রাচুর্য্যার্থে "ময়ট্" প্রত্যয় করিয়া "আনন্দময়" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে জীবানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দেই আনন্দের মীমাংসা বা পর্য্যবসান উক্ত হইয়াছে। অতএব আনন্দের প্রাচুর্য্যের পরিণতি ব্রহ্মেই; সুতরাং ব্রহ্মই আনন্দময়।

এখন শ্রীমদ্ভাগবত এতৎ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥

ভাগঃ ৪।৯।১৬

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।

মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥ ভাগঃ ৭।৬।২১

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত………… ভাগঃ ২।১।৩৯

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন॥

ভাগঃ ১১।২৯।৩

তিনি বিশ্বের উৎপাদক, এক অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, অবিকার, আনন্দমাত্র ব্রহ্ম। আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৪।৯।১৬

তিনি কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর। যে মায়া দ্বারা এই গুণ সৃষ্ট জগৎ প্রপঞ্চ, সেই মায়া দ্বারাই, তিনি আপনার ঐশ্বর্য্য অন্তর্হিত করিয়া উপলক্ষিত হয়েন। ভাগঃ ৭।৬।২১

সেই সত্য স্বরূপ আনন্দনিধিকে ভজনা করা কর্ত্তব্য॥ ভাগঃ ২।১।৩৯

হে পদ্মপলাশলোচন! পরমহংসগণ এই জন্যই তোমার আনন্দদোহনকারী পদাম্বুজের আশ্রয় গ্রহণ-করেন॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোকমানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ।

বিশ্বস্য হেতুরুদয় স্থিতি সংযমানামাত্মেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ॥

ভাগঃ ৮।১২।৬

আপনি ব্রহ্ম, পূর্ণ, অমৃত স্বরূপ, নির্গুণ, বিশোক, আনন্দ স্বরূপ, নির্ব্বিকার। আপনা হইতে অন্য কোনও পদার্থই নাই, অথচ আপনি সমুদায় পদার্থ হইতে ভিন্ন। আপনি প্রপঞ্চ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ, আপনি প্রপঞ্চোপাধি জীবসকলের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, ও তাহাদের কর্মফলদাতা, অথচ আপনি কিছুরই অপেক্ষা করেন না। আপনি সম্পূর্ণ অনপেক্ষ, আপনার ঐশ্বর্য্য বিকাশ কেবল ভক্তানুগ্রহার্থ॥ ভাগঃ ৮।১২।৬

ভাগবতের ৮।১২।৬ শ্লোকে সুস্পষ্ট বলা হইল যে, তিনি **"আনন্দমাত্র"** তিনিই **"বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতি"**।

তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ হইলেও, তদ্দোষস্পর্শশূন্য। উপাধি সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই, তিনিই সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়স স্বরূপ। তিনিই একমাত্র সকলের ভজনীয়। বেদান্তবিদ্‌গণও তাঁহার মাহাত্ম্যের সীমা পান না। তিনি ভক্তগণের আনন্দরাশি দানের জন্য ইচ্ছামত রূপ পরিগ্রহও করেন। তিনি নিত্য বোধ স্বরূপ ও নিত্য সুখ স্বরূপ হইলেও, তাঁহারই সংকল্পরূপা মায়াদ্বারা এই বিশ্ব তাঁহাতে প্রতিভাত হয়।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ, পূর্ণোঽদ্বয়োমুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥
ভাগঃ ১০।১৪।২২

কেবলানুভবানন্দ সন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৮
কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥ ভাগঃ ১০।৩ ১১
..........সাক্ষান্নিশ্রেয়সাত্মনঃ॥ ভাগঃ ৭।১।২
স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যকৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
ভাগঃ ৭।১০।৪৮

আত্মানং ব্রহ্মনির্ব্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহং।
অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্॥ ভাগঃ ৪।১৩.৭
সত্য জ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥ ভাগঃ ১০।১৩।৫৪
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত, আনন্দমাত্র উপপন্ন সমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি
মমাহমিতি প্ররূঢ়ং॥ ভাগঃ ৪।১১।২৯
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥
ভাগঃ ১০।১৪।২২
প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং বিভো॥ ভাগঃ ১০।১৪।৩৭
আপনি এক অদ্বিতীয়, আত্মা, সত্যস্বরূপ, সৃষ্ট্যাদির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান,

আদ্যপুরুষ, স্বপ্রকাশ, অনন্ত, নিত্য, অক্ষয়, অজস্র সুখস্বরূপ, নিরঞ্জন, অদ্বয়, পূর্ণ, উপাধিমুক্ত ও অমৃতস্বরূপ। ভাগঃ ১০।১৪।২২

কেবল অনুভবানন্দরাশি স্বরূপ, নিরুপাধিক ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৮

কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী ॥

ভাগঃ ১০.৩।১১

আত্মার সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়স স্বরূপ ॥ ভাগঃ ৭।১।২

তিনিই ত এই মহৎ ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধেয়, কেবল নির্ব্বাণ সুখানুভূতি স্বরূপ ব্রহ্ম। ভাগঃ ৭।১০।৩৮

তাঁহার আত্মা প্রশান্ত হইয়া জ্ঞানরূপ রসের সহিত অভিন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি বশতঃ সর্ব্বত্র আনন্দময় পরব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করতঃ প্রপঞ্চে দ্বৈতদর্শন উপরত হইয়াছিল ॥ ভাগঃ ৪।১৩।৭

তাঁহাদিগের মূর্ত্তি সত্য—জ্ঞান—অনন্ত—আনন্দমাত্রৈকরস ব্রহ্মস্বরূপই হইয়াছিল, অতএব তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য জ্ঞানচক্ষু আত্মবিদ্‌গণেরও স্পর্শযোগ্য হয় নাই ॥ ভাগঃ ১০।১৩।৪৯

তিনি সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্‌ অনন্ত, সমস্ত শক্তি সম্পন্ন ও আনন্দ স্বরূপ, তাঁহার প্রতি পরমা ভক্তি করিলে, ক্রমে "আমি, আমার" ইত্যাদি সুদৃঢ় অহঙ্কারগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিবে ॥ ভাগঃ ৪।১১।২৯

এই প্রপঞ্চ জগৎ, সত্য জ্ঞান আনন্দ স্বরূপ অনন্ত তোমাতে মায়া দ্বারা প্রতি-ভাসমান হইলেও, **'সৎ'** এর ন্যায় প্রকাশিত হয়। ভাগঃ ১০।১৪।২১

হে প্রভো! আপনি স্বরূপতঃ নিষ্প্রপঞ্চ, কেবল প্রণত ভক্তগণের আনন্দ বিস্তারের জন্য আপনি ভূতলে প্রপঞ্চরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিড়ম্বনা করিতেছেন ॥

ভাগঃ ১০।১৪।৩৫

সেই আনন্দময় জগৎকারণ সকলের সেব্য ও উপাস্য। তাঁহার লীলা শ্রবণেই অখিল লোকের পাপ, তাপ, দুঃখ, ক্লেশ সমুদায় নিঃশেষে ধ্বংশ হয়। সুতরাং যাঁহারা তাঁহার আনন্দময় স্বরূপের ভজনা করেন, তাহাদের আর কথা কি?

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিল লোক-মল-ক্ষপণ কথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।

কিমুত পুনঃ স্বধা বিধূতাশয়-কালগুণাঃ পরম ভজন্তি যে পদম-জস্রসুখানুভবম্‌ ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।১২

হে ত্রিগুণ মায়ানুগীনর্ত্তক! তুমিই সর্ব্বকারণরূপে পরমার্থ বস্তু; যখন বিবেকিগণ তোমার অখিল লোকের বৃজিন নিরসনের হেতুস্বরূপ কীর্ত্তি-সুধাসিন্ধুতে অবগাহন পূর্ব্বক, পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তখন, হে পরম! যাঁহারা স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হেতু, রাগাদি পরিত্যাগ করতঃ, অখণ্ডানুভবানন্দ-রূপ তোমার স্বরূপ ভজনা করেন, তাঁহারা যে পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ভাগঃ ১০।৮৭।১২

তিনি মায়ার সাহায্যে সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু নিজ নিত্য আত্মসুখানুভূতি স্বরূপ দ্বারা মায়াকে পরাভব করিয়া, স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। ভাগঃ ১০।১২।৩৮

স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায় .... ॥ ভাগঃ ১০।১২।৩৮

তিনি মায়াধীশ। মায়া তাঁহার অধীন। বালক যেমন খেলার পুতুল লইয়া ইচ্ছামত তাহার সাজসজ্জা দিয়া খেলা করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি মায়াকে লইয়া ইচ্ছামত ক্রীড়া করিয়া থাকেন। **"জগৎক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ"** ॥ ভাগঃ ১১।২৯।৭। জীব কিন্তু মায়াবশ, শুদ্ধজীব যদিও তাঁহার কৃপায় মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পান, তথাপি শুদ্ধজীব মায়াধীশ নহে। মায়াধীশ না হইলে জগৎকারণ হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং শুদ্ধজীবও জগৎকারণ হইতে পারে না। অতএব আনন্দময় ব্রহ্মই জগৎকারণ।

উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের—শ্লোকগুলিতে আনন্দ ও তৎপর্য্যায়ভুক্ত নিত্যসুখ, নিঃশ্রেয়স, প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ লক্ষ করিবার বস্তু। এ প্রকার বহু শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, বাহুল্য ভয়ে বিরত হইতে হইল। যেগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সংখ্যায় কম নহে বলিয়া আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বুঝাইবার জন্য ঐরূপ করা হইয়াছে।

ভিত্তিঃ

"সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি"। তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৮

ইহাই আনন্দের মীমাংসা—সীমা হইতেছে। তৈত্তিঃ ২।৮

সংশয়ঃ—আচ্ছা, আনন্দময় না হয় জগৎকারণ হইলেন, কিন্তু ব্যাকরণ-শাস্ত্রানুসারে "বিকার" অর্থে ত "ময়ট্" প্রত্যয় হইতে পারে। যেমন অন্নময়। যদি বিকারার্থে "ময়ট্" প্রত্যয় হয়, তাহা হইলে অবিকার পরমাত্মা আনন্দময় বাচ্য হইতে পারে না, তাহা হইলে, আনন্দময় জীব হইতে পারে, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন জন্য পরবর্ত্তী সূত্র, সূত্রকার রচনা করিয়াছেন। সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া—পর অংশে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

সূত্রঃ—

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ॥ ১।১।১৪

বিকারশব্দাৎ + ন + ইতি, চেৎ + ন, প্রাচুর্য্যাৎ।

বিকারশব্দাৎ ঃ—বিকার বাচক শব্দ হেতু। **ন ঃ**—না। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না। **প্রাচুর্য্যাৎ ঃ**—প্রাচুর্য্য হেতু।

যদি বল, বিকারার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় করিয়াও আনন্দময় সিদ্ধ হয়, সুতরাং 'আনন্দময়' বিকারী জীব হইতে পারে, না, তাহা নহে, প্রাচুর্য্যার্থে—'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে, কারণ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জীবানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শতগুণ উত্তরোত্তর অধিক আনন্দ ক্রমে ব্রহ্মানন্দে অনন্তগুণ আনন্দ বিদ্যমান আছে। সুতরাং প্রাচুর্য্যার্থেই "ময়ট্" প্রত্যয় হইয়া 'আনন্দময়' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যেখানে সমুদায় আনন্দের পরিণতি, এবং যাঁহার আনন্দের কণামাত্র লইয়া জগতে জীব আনন্দভোগ করিয়া থাকে, তিনিই আনন্দময় ব্রহ্ম। যেমন প্রচুর প্রকাশ রবি বলিলে প্রকাশই রবির স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ আনন্দময় বলিলে, আনন্দই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রে এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তব্য বলা হইয়াছে এবং কয়েকটি উপাদেয় শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে আনন্দ বা সুখ যে তাঁহার স্বরূপ, তাহাই দেখাইবার জন্য ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ২।৭।৪৭ শ্লোকটি এখানে পুনরায় উদ্ধৃত করা হইল। ইহা হইতে বক্তব্যটি বিশদ্ হইবে।

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়াপরৈত্যভিমুখে বিলজ্জমানা।
তদ্বৈপদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্॥

ভাগঃ ২।৭।৪৬

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে **"অজস্র সুখং"** **"ব্রহ্ম"** পদের বিশেষণ। ব্রহ্ম অজস্র সুখ স্বরূপ ইহাই বলিবার উদ্দেশ্য।

এই শ্লোকের অনুবাদ ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। অতএব আনন্দময় জীব নহে, ব্রহ্ম।

ভিত্তিঃ

(১) "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি।"

তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৭

তিনি রসস্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে।

তৈত্তিঃ ২।৭

(২) এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥ বৃহঃ ৩.৩.৩২

ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ। এই আনন্দ স্বরূপের আনন্দকণা পাইয়া অন্য জীবগণ আনন্দ উপভোগ করে॥ বৃহঃ ৩।৩।৩২

সূত্র ঃ—

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ॥ ১।১।১৫

তৎ + হেতু + ব্যপদেশাৎ + চ

তৎ ঃ—তাহার, জীবানন্দের। **হেতু** ঃ—কারণ। **ব্যপদেশাৎ** ঃ—উল্লেখ বশতঃ। **চ** ঃ—ও।

ব্রহ্মানন্দই জীবানন্দের কারণ, ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র পাইয়া জীব আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, একারণ আনন্দময়, জীব হইতে পারে না।

অথ হ বাব তবমহিমামৃতরস সমুদ্র বিপ্রুষা সকৃল্লীঢ়য়া
স্বমনসি নিঃষ্যন্দমানানবরত সুখেন বিস্মারিত দৃষ্টি শ্রুতি
বিষয় সুখলেশাভাসাঃ পরমভাগবতা একান্তিনো
ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিয়ত নিবৃ'ত্তি মনসঃ॥

ভাগঃ ৬।৯।৩৬

হে প্রভো! আপনার মহিমা অমৃতরসের সাগর, সেই সাগরের বিন্দুমাত্র একবার আস্বাদিত হইলে, তদ্বারা মনোমধ্যে যে সুখ নিরন্তর নিঃস্যন্দিত হইয়া থাকে, তাহাতে আপনার ভক্তগণ, শ্রুতিদৃষ্টি বিষয়ক ক্ষুদ্র সুখ বিস্মৃত হইয়া থাকেন এবং সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভূতের প্রিয় সুহৃদ্ আপনাতে সর্ব্বদা একান্তভাবে নিবৃ'ত্তমনাঃ হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৬।৯।৩৬

সৌন্দর্য্য ও আনন্দ, উভয়ের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। কোনও কিছু সুন্দর দেখিলে মনে আনন্দ স্বতঃই উদয় হয়, আবার শ্রীভগবানের স্বরূপের সহিত দেহের ভেদ নাই, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতএব সমুদায় সৌন্দর্য্যের ললামভূত দেহ ও আনন্দময়, এবং সেই সৌন্দর্য্যের কণামাত্র লাভ করিয়া, জগতে যত কিছু সুন্দর দ্রব্য সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করিয়া থাকে॥ ভাগঃ ১১।১।৬

স্বমূর্ত্ত্যা লোক-লাবণ্য-নির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্ ॥ ভাগঃ ১১।১।৬

লোকেভ্য লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তিঃ দানং যতঃ।

যৎ সম্পর্কেণ লোকা লাবণ্যবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ (শ্রীধরঃ)

যে মূর্ত্তির লাবণ্যের কণামাত্র প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোক লাবণ্যবান্ হইয়া থাকে। (শ্রীধর)

... .ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দ্দধৎ। ১০।৩২।১৩

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্ ॥ ভাগঃ ১০।৪৪।১৩

.........লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনম্ ॥ ভাগঃ ১০।৩৮।৯

.........ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবং।

রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদম্.........ভাগঃ ১০.৩৮।১৩

যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ভাগঃ ১০।৩৯।১৯

তাঁহার বপুর এক অল্পাংশ মাত্রেই নিখিল ত্রৈলোক্যের সৌন্দর্যলক্ষ্মী বর্ত্তমান, এ প্রকার বপু ধারণ করিয়া......। ভাগঃ ১০।৩২।১৩

আহা! গোপীগণ এমন কি তপঃ আচরণ করিয়াছিল, যে তাহারা ইহার অনন্যসিদ্ধ, অসমোর্দ্ধ লাবণ্যসার রূপ (নেত্রাদি দ্বারা উপভোগ করে)...। ভাগঃ ১০।৪৪।১৩

লাবণ্যের আশ্রয় স্বরূপ হরির বপুর সন্দর্শন। ভাগঃ ১০।৩৮।৯

ত্রৈলোক্যে একান্ত কমনীয়, চক্ষুষ্মান্ দিগের মহোৎসব স্বরূপ, লক্ষ্মীর একান্ত ঈপ্সিত সকলের আশ্রয় স্বরূপ রূপ ধারণ করত: .....। ভাগঃ ১০।৩৮।১৩

আমরা মধুসূদনের দেহের একদেশে ব্রহ্মার অখিল সৃষ্টি সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছিলাম। ভাগঃ ১০।৩৯।১৯

আনন্দময় তিনি সন্তুষ্ট হইলেই তদীয় ভক্তের সমুদায় সুখময় হইয়া থাকে। তাহার চতুর্দ্দিকে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইতে থাকে।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।

ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ভাগঃ ১১।১৪ ১২

আমার দ্বারা অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতাঃ এবং সন্তুষ্টমনাঃ ভক্তগণের সমুদায় দিক্ সুখময় প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ভাগঃ ১১।১৪।১২

অতএব, বুঝা গেল যে, এ কারণেও 'আনন্দময়' জীব হইতে পারে না।

ভিত্তি ঃ—

"সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।১)

ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্ত স্বরূপ। তিনি সত্যস্বরূপ—অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোনও প্রকারে বাধিত হয় না। তিনি জ্ঞানস্বরূপ—অববোধাত্মক। আর তিনি অনন্ত—অর্থাৎ দেশ-কাল বা বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। (তৈত্তিঃ ২।১)

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৭)

ইহার অর্থ পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে দেওয়া হইয়াছে।

সূত্র ঃ—

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১।১।১৬

মান্ত্রবর্ণিকং + এব + চ + গীয়তে।

মান্ত্রবর্ণিকং ঃ—মন্ত্রে বর্ণিত। এব ঃ—নিশ্চয়। চ ঃ—ও। গীয়তে ঃ—গীত হয়, কথিত বা বর্ণিত হয়।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। (তৈত্তিঃ ব্রহ্মানন্দবল্লী ১)

মন্ত্রে অভিহিত ব্রহ্মই আনন্দময়। তিনি উক্ত শ্রুতিতে প্রথম হইতে প্রাণময়, মনোময় ইত্যাদি অভিহিত হইয়া "আনন্দময়" বলিয়া তৈত্তিঃ ব্রহ্মানন্দবল্লী ৫ম শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন। অতএব, তিনি জীব নহেন।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।

অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ভাগ ঃ ১০।১৩।৪৯

১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।

যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ভাগঃ ১০।২৮।১৩

মুনিগণ সমাহিত চিত্তে, গুণ ও তৎকার্য্য ধ্বংসের পর যাহা দর্শন করেন, সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, জ্যোতিঃস্বরূপ, সনাতন, ব্রহ্মস্বরূপ দর্শন করিলেন।

ভাগঃ ১০।২৮।১৩

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥

ভাগঃ ১১।২০।৩০, ১।২।২১

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, তিনি উপাস্য, জীব উপাসক। সুতরাং উপাস্য-উপাসক ভেদে ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্। এ কারণ আনন্দময়, জীব নহে।

ভিত্তি :—

"রসোবৈসঃ। রসঃ হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৭)

তিনি রসস্বরূপ। সেই রস পাইয়াই লোক আনন্দ লাভ করে।

(তৈত্তিঃ আনন্দ ২।৭)

সংশয় :— যদিও উপাসক জীব হইতে তৎপ্রাপ্য ব্রহ্মবস্তুর ভেদ থাকা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপতঃ জীবব্রহ্মের বস্তুগত ভেদ নাই। পরন্তু উপাসকই সাধনা প্রভাবে সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা সম্বন্ধ রহিত, নির্ব্বিশেষ, একমাত্র চিন্ময় ও বিশুদ্ধ স্বরূপে প্রকাশিত হন। তখন তাঁহাকেই **"সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"** বলায়, তাঁহার দোষসম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্দ্দোষ স্বরূপ প্রতিপাদন করা হইতেছে মাত্র। শ্রীমদ্ ভাগবতেও স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মে ভেদ নাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অহ ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ননৌ পশ্যন্তি কবয় শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥ ভাগঃ ৪।২৮।৫৫

হে মিত্র! তুমি আমারই স্বরূপ, আমা হইতে অন্য বস্তু নহ, এবং আমিও তোমারই স্বরূপ। পণ্ডিতেরা আমাদের দুইজনের কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পান না। ভাগঃ ৪।২৮।৫৫

বদ্ধ জীব সংসার জ্বালায় কাতর, ত্রিতাপ তাপে তাপিত হইয়া সর্ব্বদাই অস্থির, নিজেরই দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের উপর নিজের কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। তাহারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া তাহাকে যথেচ্ছ চালিত করে, সুতরাং বদ্ধজীব জগৎকারণ, আনন্দময়, মান্ত্রবর্ণিক না হউক, শুদ্ধ জীব কেন হইবে না ?

যখন শুদ্ধ জীবের সহিত ব্রহ্মের অল্পমাত্রও ভেদ নাই, তখন "মান্ত্রবর্ণিক" শুদ্ধ জীবের প্রতি প্রযোজ্য না হইয়া ব্রহ্মকেই বুঝাইবে কেন? শুদ্ধ জীবকে বুঝাইবে। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার নিম্নসূত্র করিলেন :—

সূত্র :—

নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥ ১।১।১৭

ন + ইতরঃ + অনুপপত্তেঃ।

ন :— না, মান্ত্রবর্ণিক নহে। **ইতরঃ :—** অপর, অন্য, ব্রহ্ম ভিন্ন অপর অর্থাৎ শুদ্ধ বা মুক্ত জীব। **অনুপপত্তেঃ :—** অনুপপত্তি হেতু, অসঙ্গতি হেতু। অসঙ্গতি হেতু শুদ্ধ জীব মান্ত্রবর্ণিক হইতে পারে না। কারণ

পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ।

ভাগঃ ১।৫।৬

জগৎকারণ পরাবরেশ, তিনি নিজ সংকল্প দ্বারাই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণে আসক্ত হন না। ভাগঃ ১।৫।৬

শুদ্ধ জীবে জগৎ কর্তৃত্ব নাই। ইহা সূত্রকার **"জগৎ-ব্যাপার-বর্জ্জম্"** ৪।৪।১৭ সূত্রে প্রকাশ করিবেন। এখন উহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। শুদ্ধ বা মুক্ত জীবের ক্ষমতা কতদূর, তাহাও সূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইয়া সমুদায় ভোগ করিয়া থাকেন, স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া ভোগের ক্ষমতা তাঁহার নাই। তাঁহার ইচ্ছা ব্রহ্ম ইচ্ছারই অনুকুল। স্বতন্ত্র ইচ্ছাই নাই। সতী স্ত্রী যেমন নিজের সৎপতিকে বশে আনিয়া পতির সমুদায় সম্পত্তিই নিজের মনে করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন, মুক্তজীবও সেইপ্রকার ভগবানকে বশে আনিয়া সমুদায় ভোগ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৯।৪।৭৮

ময়ী নির্ব্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তী মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৮

সুতরাং, পতিপত্নী সম্পর্কে, যেমন পতির প্রাধান্য চির বিদ্যমান, সতী স্ত্রী পতিকে বশে আনিতে পারিলেও, তাঁহার প্রাধান্য উল্লঙ্ঘন করেন না, সেইরূপ, ভগবান্ ও মুক্তজীব বা ভক্ত সম্পর্কে, ভগবৎ প্রাধান্য ও চিরবিদ্যমান। যেমন সূর্য্যকিরণে আলোকবান্ হইয়া চন্দ্র পৃথিবীতে স্নিগ্ধ আলোক দান করিয়া সকলের প্রিয় বলিয়া পরিচিত হয়, সেইরূপ ভগবানের অনুগ্রহে, অনুগৃহীত মুক্তজীব ভগবদৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া জগতে কল্যাণ বিতরণ করেন ও ইচ্ছা করিলে তাঁহার কামনা মাত্রেই সর্ব্বপ্রকার ভোগ উপস্থিত হয়।

বিশেষতঃ ব্রহ্ম অংশী, জীব অংশ মাত্র। অংশ স্বরূপতঃ অংশী হইতে অভিন্ন হইলেও, অংশ অংশী নহে। সূর্য্যকিরণ সূর্য্য হইতে অভিন্ন হইলেও, কিরণ সূর্য্য নহে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ অগ্নিরাশির অংশ হইলেও, স্ফুলিঙ্গ অগ্নিরাশি নহে। একটি বালুকণা হিমালয়ের অংশ হইলেও, এবং উহা স্বরূপতঃ হিমালয় হইতে অভিন্ন হইলেও উহা হিমালয় নহে। সেইরূপ জীব চিৎকণ রূপে চিৎঘন ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, জীব ব্রহ্ম নহে।

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়াচ তথেতরঃ॥ ভাগঃ ১১।১১।৪

হে মহামতে! এক অদ্বিতীয় আমার অংশ স্বরূপ জীবের অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ ও বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।১১।৪

……ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ॥ ভাগঃ ১২।৪।৩১

ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ জীবাত্মার বন্ধন স্বরূপ……। ১২।৪।৩১

অতএব জীবের কর্ত্তব্য যে সর্ব্বাত্মভাবে, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা, শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা। ভাগঃ ২।২।৩৬

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥ ভাগঃ ২।২।৩৬

স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ব্রহ্মা পর্যন্ত প্রপঞ্চ জগতের সকলেই, জীব-পর্য্যায়ভুক্ত। শরীর ও আত্মা হিসাবে সকল জীবের সাম্য আছে। শরীরের উপাদানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য থাকিতে পারে মাত্র এবং তজ্জন্য আত্মার আবরণের স্বচ্ছতা ও মলিনতা ইতর বিশেষ থাকিতে পারে মাত্র। ইহা ছাড়া আত্যন্তিক ভেদ নাই।

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চ ধাতবঃ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ॥ ভাগঃ ১১।২১।৫

ব্রহ্মা হইতে স্থাবরাদি সকলেরই শরীর, ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চধাতু দ্বারা নির্ম্মিত ও আত্মাসংযুক্ত। ভাগঃ ১১।২১।৫

অতএব জীব যত উচ্চ পদবীতেই অধিষ্ঠিত হউন না কেন, এমন কি সারূপ্য সাযুজ্যাদি মুক্তি পাইলেও, তিনি মান্ত্রবর্নিক নহেন। জীব শরীর থাকিলেই এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার থাকিলেই, আত্মার আবরণ থাকিবেই থাকিবে, তবে সে আবরণ ব্রহ্মার পক্ষে স্বচ্ছ ও ব্রহ্মেতর জীবের পক্ষে মলিন, মলিনতর ও মলিনতম হইতে পারে। এবং সে মলিনতা দূর করিবার জন্য শ্রীভগবানের চরণে ভক্তির প্রয়োজন। সূর্য্যোদয়ে যেমন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয় না, অন্ধকার রূপ আবরণ দূর করিয়া, সূর্য্য, বস্তু প্রকাশ করেন মাত্র, সেইরূপ শ্রীভগবৎ চরণে প্রবল ভক্তি

হইলে, গুণকর্ম্ম হইতে উৎপন্ন চিত্তের মল দুরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব উদয় হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বই অদ্বয় জ্ঞান, ইহাই ব্রহ্মদর্শন।

স্বকৃতবিচিত্র যোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া তরতমতশ্চকাস্স্যনলবৎ
স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষবিতথং তব ধাম সমং বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভি-
বিপণ্যব একরসম্॥ ভাগঃ ১০৮৭।১৫

অগ্নি যেমন দাহ্য কাষ্ঠের আকারানুসারে ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও স্বকৃত বিচিত্র কার্য্যে উপাদান কারণ রূপে অনুপ্রবিষ্টের ন্যায় তত্তদ্বস্তুর অনুকরণ করতঃ ন্যূনাধিক ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এই হেতু অসত্য স্বরূপ এই বস্তু সকলে সত্যস্বরূপ একরস আপনাকে উপলব্ধি করিয়া, নির্ম্মল বুদ্ধি যোগিগণ সাংসারিক ব্যবহার শূন্য হইয়া, ভজনা করেন। ভাগঃ ১০।৮৭।১৫

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতোমলানি বিধমেধ-
গুণ কর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং সাক্ষাদযথাঽমলদৃশোঃ
সবিতৃ প্রকাশঃ॥ ভাগঃ ১১।৩.৪১

ভক্তি সহকারে পদ্মনাভের চরণ পদ্ম সেবার দ্বারা, গুণকর্ম্ম জনিত চিত্তমল ধ্বংস হয়, এবং তখন নির্ম্মল চক্ষুর নিকট সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায়, বিশুদ্ধ সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়॥ ভাগঃ ১১।৩।৪১

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যান্নতু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে হন্যাত্তা-মিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥
ভাগঃ ১১।২৮.৩৫

১।১।১ সূত্রে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

জ্ঞানিগণ, স্বীয় কর্ম্মোপার্জ্জিত নানা দেহে ভোক্তৃরূপে বর্ত্তমান বস্তুতঃ কার্য্যকারণাদিরূপ আবরণ শূণ্য জীবকে সর্ব্বশক্তির আশ্রয় পূর্ণ স্বরূপের অংশ বলিয়া বর্ণনা করেন। এইরূপ জীবতত্ত্ব বিচার করিয়া, বিশ্বাস স্থাপন করতঃ সংসার নিবর্ত্তক ও নিগমোক্ত কর্ম্মের ফলপ্রদ সেই পূর্ণ স্বরূপের পাদপদ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৮৭।১৬

স্বকৃতপুরেষ্ববহিরন্তরসম্বরণং, তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতো-
ঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং, ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রি ম-
ভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।১৬

বিশেষতঃ তিনি চরাচর সকলের সমুদায় শক্তির অববোধক। তাঁহা হইতে শক্তি লাভ করিয়া, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ শক্তিমান্ হইয়া কার্য্যক্ষম হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।১০

অগজগদোক সামখিল শক্ত্যবোধক ·…॥ ভাগঃ ১০।৮৭।১০

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে মুক্তজীবও মান্ত্রবর্ণিক নহেন। সুতরাং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ নহেন। ব্রহ্মই মান্ত্রবর্ণিক। এবং তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। সূত্রকারও ২।৩।৪৩ সূত্রে জীব ব্রহ্মাংশ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিলেন।

ভিত্তি :—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

পূর্ব্বসূত্রে শিরোদেশে অর্থ দেওয়া হইয়াছে। (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ৭)

সূত্র :—১।১।১৮

ভেদব্যপদেশাচ্চ। ১।১।১৮

ভেদ + ব্যপদেশাৎ + চ।

ভেদ :—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ। **ব্যপদেশাৎ :**—উল্লেখ হেতু। **চ :**—ও।

জীব উপাসক, ব্রহ্ম উপাস্য, জীব লব্ধা, ব্রহ্ম—লব্ধব্য, জীব ভজনকারী, ব্রহ্ম ভজনীয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ উল্লেখ হেতু, জীব আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে পারে না।

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত........। ভাগঃ ২।১।৩৯

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত আনন্দমাত্র উপপন্ন

সমস্তশক্তৌ।

ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি

মমাহমিতি প্ররূঢ়ং॥ ভাগঃ ৪।১১।২৯

১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এক দেহরূপ বৃক্ষে জীব ও পরমাত্মা পক্ষীরূপে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু একজন কর্ম্মফলভোগী, অন্যজন কেবল সাক্ষী মাত্র, একজন অবিদ্যাবশতঃ নিত্যবদ্ধ, অপর বিদ্যাময় নিত্যমুক্ত। সুতরাং উভয়ের ভেদ।

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।

একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥

ভাগঃ ১১।১১।৬

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বান অপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।

যোঽবিদ্যয়া যুক্ সতু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্যমুক্তো॥

ভাগঃ ১১।১১।৭

দেহ হইতে পৃথক্‌ভূত, চেতন স্বভাব বশতঃ তুল্য, ঐকমত্য বিশিষ্ট সখারূপ দুইটি পক্ষী মায়াবেশ হেতু শরীররূপ বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি

করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য নিরশন থাকিয়াও জ্ঞান শক্তি দ্বারা অতিরিক্ত হয়েন। ভাগঃ ১১।১১।৬

সেই বিদ্বান্ নিরশন পক্ষী আপনাকেও জানেন, অন্যকেও জানেন, কিন্তু কর্ম্মফল ভোক্তা অপর তদ্রূপ নহেন। উহাদের মধ্যে শেষোক্ত অবিদ্যাযুক্ত, নিত্যবদ্ধ ; অপর বিদ্যাময়, নিত্যমুক্ত। ভাগঃ ১১।১১।৭

উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ ভেদ বর্ত্তমান। এক ক্ষেত্রজ্ঞ 'ত্বং' পদার্থ পরিলক্ষিত, তিনি চিৎকণ বলিয়া স্বরূপতঃ শুদ্ধ হইলেও মায়ারচিত জীবোপাধি ও অবিশুদ্ধ কর্ত্তা মনের বৃত্তি সমুদায়, বিভূতিরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবাহরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদিগকে জাগ্রৎ—স্বপ্নাবস্থায় আবির্ভূত ও সুষুপ্তি অবস্থায় তিরোভূতভাবে দর্শন করেন। "তৎ"—পদার্থ পরিলক্ষিত অপর ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মরূপে সর্ব্বব্যাপী, পুরাণ বলিয়া জগৎকারণ, পূর্ণ, স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ, পরেশ, সমুদায় জীবের অর্থাৎ ত্বং পদার্থ পরিলক্ষিত ক্ষেত্রজ্ঞের আশ্রয়রূপে নারায়ণ, সকল ভূতের আশ্রয়রূপে বাসুদেব, ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য তাহাতে পূর্ণ ও অব্যভিচারীরূপে নিত্য বর্ত্তমান, তিনি মায়াধীশ এবং সমুদায় জীবের নিয়ন্তা। ৫।১১।১২-১৩।

অতএব উভয়ের মধ্যে ভেদ যথেষ্ট আছে।

ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতীর্জীবস্য মায়ারচিতস্য নিত্যাঃ।
আবির্হিতাঃ ক্বাপি তিরোহিতাশ্চ শুদ্ধো বিচষ্টে হ্যবিশুদ্ধকর্ত্তুঃ॥

ভাগঃ ৫।১১।১২

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ, স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥

ভাগঃ ৫।১১।১৩

যেমন বায়ু প্রাণরূপে প্রবেশ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি সকলের উপর আধিপত্য করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা, পরমপুরুষ ভগবান্ বাসুদেব জগতে অনুপ্রবেশ করিয়া সকলকে চালিত করেন। ভাগঃ ৫।১১।১৪

যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানামাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ॥

ভাগঃ ৫।১১।১৪

গুণ অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি যেমন গুণীর অর্থাৎ চক্ষু, রসনা, নাসিকা

প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রকাশকত্ব জানে না, সেইরূপ সখা জীবও দেহরূপ পুরমধ্যে বাস করিয়া, ঐ স্থানেই বাসকারী সখার ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তকাদিরূপ সখ্য জানিতে পারে না। শেষোক্ত সখাই মহেশ, জগদীশ্বর। তাঁহাকে নমস্কার করি।

ভাগঃ ৬।৪।১৭

ইহাতেও উভয়ের ভেদ উল্লিখিত হইল।

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ, সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্।
গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে, তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি॥

ভাগঃ ৬।৪।১৭

এই সমুদায় ভূতে গূঢ়রূপে বিরাজমান, দেহরূপ বৃক্ষে শেষোক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ, সখা, যিনি সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। অন্য ক্ষেত্রজ্ঞ তাহা নহে।

সবা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ, ষাড়্‌বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ॥

ভাগঃ ১।৩।৩৬

সেই অমোঘলীল ভগবান্ এই বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন, কিন্তু যদিও ইহাতে অন্তর্য্যামীরূপে ইন্দ্রিয় ষড়্‌বর্গের বিষয় গ্রহণ করিতেছেন, তিনি কিছুতেই লিপ্ত হয়েন না। কারণ তিনি আত্মতন্ত্র এবং ইন্দ্রিয় ষড়্‌বর্গের নিয়ন্তা। ভাগঃ ১।৩।৩৬

তিনি আত্মাতন্ত্র। জীব কিন্তু আত্মতন্ত্র নহে, পরতন্ত্র। যতদিন পারতন্ত্র্য, ততদিন ঈশ্বর হইতে ভয়।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥ ভাগঃ ১১।১০।৩০
যাবৎ স্যাদ্ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি।
যাবদস্যা স্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্॥ ভাগঃ ১১।১০।৩১

ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম সৃষ্টি করে, আত্মা করেন না, সত্বাদি গুণ সকল ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, আত্মা নহেন, জীব ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া উপাধিতে অভিমান বশতঃ কর্ম্মফল ভোগ করে, নিরুপাধি আত্মা ভোগ করেন না। ভাগঃ ১১।১০।৩০

যতদিন গুণ বৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব হয়, এবং ততদিনই তাহার পরাধীনত্ব ; যতদিন পরাধীনত্ব, ততদিনই ঈশ্বর হইতে ভয়।

ভাগঃ ১১।১০।৩১

পূর্ব্ব সূত্র আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, জীব অংশরূপে অংশীরূপ পরব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, অংশ অংশী নয় বলিয়া, উভয়ের ভেদ নিত্য বর্ত্তমান আছে। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্তে আমরা দেখিয়াছি যে, জীব-শ্রী ভগবানের তটস্থা শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বটে, কিন্তু শক্তি শক্তিমান্ নহে, অতএব ভেদও বটে। সুতরাং নানা প্রকারে বুঝিলাম যে ভেদ উল্লেখ হেতু, জীব আনন্দময় জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে পারে না।

এই সূত্রের অলোচনায় ভাগবতের ১১।১১।৬, ১১।১১।৭, ৫।১১।১২, ৫।১১।১৩, ৬।৪।১৯ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোক সকলে জীবদেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যথাক্রমে ভোক্তা ও সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান কথিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, অনেক ধর্ম্মে এক আত্মারই অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তুমি আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুইটি আত্মার অস্তিত্ব কেন বলিতেছ? শ্রুতি ও শাস্ত্র প্রমাণ একপার্শ্বে রাখিয়া, এ সম্বন্ধে তোমার যুক্তি কি? যদি যুক্তি ও বিচারে ইহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে কেবল শাস্ত্র প্রমাণে উহা স্বীকার করা, আর গায়ের জোরে কোন কিছু বলিতে বাধ্য করা এক কথা নয় কি? তোমার শাস্ত্র ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী মানিবে কেন? সুতরাং সার্ব্বজনীন যুক্তি ও বিচারে তোমার সিদ্ধান্ত সিদ্ধ না হইলে উহা সর্ব্ববাদী সম্মত হইবে না, ইহা সুস্পষ্ট।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে ব্যাবহারিক প্রমাণ প্রয়োগে আমাদের শাস্ত্র, যুক্তি ও বিচারকে প্রথম স্থান দিয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। তবে যে তত্ত্বের আলোচনায় যুক্তি বিচার পঙ্গু হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই পরমতত্ত্বের সিদ্ধান্তে শ্রুতি প্রমাণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহা হউক আলোচ্য বিষয়ে আমরা যুক্তি বিচারে কি পাই দেখা যাউক। ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, আমাদের জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়লভ্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি এবং সংখ্যা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক হইত, তাহা হইলে আমাদের জগৎ অন্যরূপ হইত, ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

এখন প্রশ্ন উঠে এই জ্ঞান কাহার? চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইহারা অন্তরিন্দ্রিয় বটে এবং ইহাঁরা জ্ঞানের উপলব্ধির সাধন বটে, কিন্তু ইহারা "করণ"

বা যন্ত্র মাত্র, উপলব্ধি ইহাদের সাহায্যে হয় বটে, কিন্তু তাহা উহাদের হইতে পারে না, তবে উপলব্ধি কাহার হয়? ইহার বিচার সূত্রকার ২।২।১৯, ২।২।২০, ২।২।২৫, ২।২।২৮, ২।২।৩০, ২।২।৩১ প্রভৃতি সূত্রে বৌদ্ধমত নিরসনে বিস্তারিত ভাবে করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যে মূলে এক নিত্য, সত্য, স্থির, পদার্থ না থাকিলে বিভিন্ন জ্ঞানের একীকরণ সম্ভব হয় না। সুতরাং (১) প্রথমতঃ—অনুমান দ্বারা সমুদায় জ্ঞানের মূলে এক নিত্য, সত্য, স্থির, অব্যভিচারী বস্তু স্বীকার করিতে হয়, তাহাই আত্মা।

(২) দ্বিতীয়তঃ—"আমি আছি" ইহা সকলের "**স্বকীয়ানুভূতিসিদ্ধ**"—এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ইহা কাহাকেও শিখিতে হয় না। এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

(৩) তৃতীয়তঃ—আমাদের ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, কোন জ্ঞান হইলে তাহার অনুস্মৃতি বহুকাল পরেও আমাদের হইয়া থাকে। যদি মূলে একটি সত্য, নিত্য বস্তু না থাকে, তবে '**অনুস্মৃতি**' কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? সেই আশ্রয়ই আত্মা বা জীবাত্মা।

(৪) চতুর্থতঃ—আমাদের জগৎ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যষ্ট জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমাদের ব্যক্তিগত ব্যষ্টিজ্ঞানের বাহিরে জগতের পৃথক স্বতন্ত্র সত্তা বর্ত্তমান আছে। এই স্বতন্ত্র সত্তা কাহার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত? আমাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জগতের নিদর্শনে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, উহা সমষ্টি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমষ্টি জ্ঞান ব্রহ্ম, ভগবান বা পরমাত্মার কার্য্যমূর্ত্তি হিরণ্যগর্ভ। এবং সে কারণ পরমাত্মার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিলে দোষ হয় না।

(৫) পঞ্চমতঃ—নাম রূপাত্মক জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, জাগতিক ব্যাপারমাত্রই পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর, কেহই সর্ব্বকাল সডাক সত্য নহে। এই পরিবর্ত্তনশীলতা বা নশ্বরতার অপর নাম গতিশীলতা। কিন্তু গতি উপপত্তির জন্য স্থিতির প্রয়োজন, ইহা মৎপ্রণীত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে দেশকাল তত্ত্বালোচনায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং পরিবর্ত্তনশীল জগতের উপপত্তি হেতু এক নিত্য, স্থির, কূটস্থ বস্তুর প্রয়োজন বুঝা গেল '

(৬) ষষ্ঠতঃ—জগতে প্রত্যক্ষতঃ আমরা কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল বর্ত্তমান দেখিতে পাই। এই শৃঙ্খলের অনুবর্ত্তন করিতে করিতে, ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমে যাইতে যাইতে অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য পরিশেষে পরমসূক্ষ্ম

কারণতত্ত্বে বা ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হই। ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টির চিত্রে দেখান হইয়াছে। উক্ত চিত্র পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই পরম কারণ বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশ নাম রূপাত্মক জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হয়, এবং এই নাম রূপাত্মক জগৎ ভোগের জন্য তটস্থ শক্তি বিকাশে জীবরূপে প্রকটিত হইয়া ব্যাবহারিক জগতের ব্যাপার পরম্পরা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এবং তিনিই অন্তরঙ্গা শক্তি বিকাশে নিয়ন্তৃরূপে উক্ত বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ তাঁহার তটস্থা শক্ত্যংশকে বহিরঙ্গা শক্ত্যংশ উপাধিতে সম্বন্ধ করেন। এই উপাধিই ভাগবতে ১১।১১।৬ শ্লোকে কথিত বৃক্ষ বা জীবদেহ, এই তটস্থা শক্ত্যংশই উক্ত শ্লোকে কথিত পিপ্পলান্নাস্বাদক পক্ষী-জীবাত্মা এবং অপর অনশনকারী পক্ষী পরমাত্মা।

(৭) সপ্তমতঃ—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, যেমন ব্যষ্টি পৃথক পৃথক ক্ষেত্র উপভোগের জন্য ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ প্রয়োজন, সেইরূপ সমষ্টি ক্ষেত্র—জগৎ প্রপঞ্চ উপভোগের জন্য এখানে সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ বা হিরণ্যগর্ভ প্রয়োজন। যেই ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ত্তা (সূত্র ২।৩।৩৩) ইহা পরমাত্মার অংশ বটে (সূত্র ২।৩।৪৩) এবং উহা জ্ঞাতাও বটে (সূত্র ২।৩।১৯) বর্ত্তমান বিচারে ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞের কর্ত্তৃভাব বা পরমাত্মার অংশভাব আলোচনায় প্রয়োজন নাই। উহার জ্ঞাতৃভাবই আমাদের আলোচনার বিষয়। ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মা—জ্ঞাতা বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন সমুদায় জ্ঞেয় পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা সকলের অনুভবসিদ্ধ। এই জ্ঞাতৃভাবই সাধারণতঃ আত্মতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উক্ত জ্ঞাতৃভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া বিবেক দৃষ্টিতে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত 'জ্ঞাতৃভাবের' ভিতর সূক্ষ্ম 'জ্ঞেয়' ভাব বর্ত্তমান আছে বুঝা যায়। অর্থাৎ 'জ্ঞাতা' আমি নিজেই 'জ্ঞেয়' আমিকে জানিতে পারি। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় জ্ঞাতা আমি বুঝিতে পারি যে, আমি **'সৎ'** বা **"আছি"** এবং ইহা বুঝিতে পারি বলিয়া আমি চিৎ বা জ্ঞান স্বরূপ এবং আমি "আছি" ও জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াই আমি **"আনন্দ"** অনুভব করি অর্থাৎ আমি **"সচ্চিদানন্দ স্বরূপ"**। এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমার ভাবই শুদ্ধভাব, ইহা পরমাত্মার ভাব এবং উহা আমার জ্ঞাতৃভাবের সহিত এককালে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান আছে। এই উভয় ভাবের প্রতি লক্ষ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন **"ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ"** বৃহঃ ৪।৪।২৫, **ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব** (মুণ্ডক ৩।২।৯) যে ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই জ্ঞেয় ভাবের সম্যক উপলব্ধি অধ্যাত্মশাস্ত্রে 'আত্মসংবেদন', বিদ্যাপ্রাপ্তি, "স্বরূপ প্রতিষ্ঠা", "স্বরূপাভিব্যক্তি", "ব্রাহ্মীস্থিতি",

'আত্মদর্শন, 'ব্রহ্মদর্শন' 'পরম পুরুষার্থলাভ' 'মোক্ষ' 'কৈবল্য' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

এখানে বিশেষ লক্ষ করা প্রয়োজন যে, ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য—জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ভাবগ্রাহী এরূপ জ্ঞানী ব্রহ্ম হইয়া যান, বলা হয় মাত্র। নতুবা যতক্ষণ আমি জ্ঞাতা এবং আমার হইতে পৃথক "জ্ঞেয়" "সচ্চিদানন্দ রূপ" ভাব বর্ত্তমান ততক্ষণ দ্বৈতভাব বর্ত্তমান—আমার ব্রহ্মভাবাপত্তি সম্পূর্ণ ভাবে হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে উপরোক্ত প্রকারে ভেদনির্দ্দেশ ভিন্ন উপায় না থাকায় কাজে কাজেই ঐ প্রকারে বলিতে হয়।

এখন বুঝা গেল যে, শরীর রূপ বৃক্ষ দুই পক্ষীর কুলায় রূপ রূপকের মধ্যে কি গভীর তত্ত্ব নিহত। জ্ঞেয় মাত্রই জ্ঞাতা হইতে পৃথক বলিয়া "জ্ঞেয় আমি" "জ্ঞাতা আমি" হইতে পৃথক এজন্য দুইটি পক্ষীর উল্লেখ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে আছে। এখন বল দেখি শাস্ত্র প্রমাণ বাদ দিয়া যুক্তি ও বিচারে, প্রতি দেহে 'জ্ঞাতা আমি' ও 'জ্ঞেয় আমি', অন্য কথায় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন বুঝা গেল না কি? উহাদের উভয়ের মধ্যে 'জ্ঞাতা আমি' যে জ্ঞান হইতে উদ্ভূত সুখ দুঃখের ভোক্তা বা অন্যকথায় পিপ্পলাস্বাদনকারী, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে কি? অপরটি জ্ঞাতা নহে, অতএব অনশনকারী বলায় দোষ হইয়াছে কি?

ভিত্তিঃ—

"সোঽকাময়ত—বহুস্যাং প্রজায়েয়" । তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৬

তিনি কামনা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব না। তৈত্তিঃ ২।৬

সূত্রঃ—১।১।১৯

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১।১।১৯

কামাৎ+চ+ন+অনুমানাপেক্ষা।

কামাৎ ঃ—কামনা হেতু—ইচ্ছা বা সংকল্প হেতু জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত। **চ ঃ**—ও। **ন ঃ**—না। **অনুমানাপেক্ষা ঃ**—অনুমান বা সাংখ্যোক্ত প্রধানের অপেক্ষা।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে সৃষ্টি সংকল্পাত্মিকা কথিত হইয়াছে। প্রধান জড়, অচেতন; তাঁহার সংকল্প বা আলোচনা সম্ভব হয় না। অতএব জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে প্রধানের কোনও অপেক্ষা নাই। শুধু সংকল্প মাত্রেই জগতের সৃষ্টি; সুতরাং অচিৎ প্রধানের সহিত সংসর্গমাত্র নাই। জীব কিন্তু স্বরূপতঃ চিৎকণ হইলেও চিদচিৎ অর্থাৎ অচিৎ—প্রধানের সহিত সর্ব্বদা সংশ্লিষ্ট। **অতএব আনন্দময়, জীব বা প্রধান নহে। পরব্রহ্মই।**

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।

আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ভাগঃ ২।৫।২১

একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া, দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়া।

সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে, যথোর্ণনাভির্ভগবান্ স্বশক্তিভিঃ।

ভাগঃ ৩।২১।১৮

সেই মায়াধীশ ভগবান্ বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া স্বীয় মায়া দ্বারা, আপনাতে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত কাল, কর্ম্ম (জীবাদৃষ্ট) ও স্বভাব গ্রহণ বা স্বীকার করেন।

ভাগঃ ২।৫।২১

ভাগবত '**স্বয়া**' বিশেষণ দ্বারা মায়া যে ব্রহ্মের সৃষ্টিকারিণী সংকল্পাত্মিকা শক্তি ইহা প্রকাশ করিলেন।

আপনি স্বয়ং এক হইয়াও জগতের সৃষ্টি বাসনায় আপনাতে অধিকৃত্ত বা লীন দ্বিতীয় যোগমায়ার সাহচর্য্যে উর্ণনাভির ন্যায়, এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। ভাগঃ ৩।২১।১৮

এই যোগমায়া তাঁহার সংকল্পাত্মিকা শক্তি। অতএব প্রতিপাদিত হইল যে সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎকারণ—আনন্দময় ব্রহ্মই। জীব বা প্রধান নহে।

ভিত্তি:—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৭

১।১।১৭ সূত্রের শিরোদেশে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি রস স্বরূপ। জীব এই রস লাভ করিয়া আনন্দী হইয়া থাকে।

তৈত্তি: ২।৭

(২) ১।১।১৫ সূত্রে শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৩।৩২ মন্ত্রাংশ।

এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি

মাত্রামুপজীবন্তি। বৃহঃ ৪।৩।৩২

ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ। এই আনন্দ স্বরূপের আনন্দকণা পাইয়া অন্য জীবগণ আনন্দ উপভোগ করে। (বৃঃ ৪।৩।৩২)

সূত্র :—১।১।২০

অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি॥ ১।১।২০

অস্মিন্ + অস্য + চ + তদ্‌যোগং + শাস্তি।

অস্মিন্ :—ইহাতে অর্থাৎ আনন্দময়ে। **অস্য :**—ইহার অর্থাৎ জীবের। **চ :**—ও। **তদ্ যোগং :**—তাহার যোগ অর্থাৎ আনন্দ সম্বন্ধ। **শাস্তি :**—উপদেশ দিতেছেন।

আনন্দময় হইতেই আনন্দকণা পাইয়া জীব আনন্দ উপভোগ করে। এই প্রকার উপদেশ আছে। এজন্যও জীব আনন্দময় হইতে পারে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে আছে, যে ব্রহ্মই রস স্বরূপ। তাহা হইতে রসকণা লাভ করিয়া জীব আনন্দী হইয়া থাকে। অতএব লব্ধা এবং লব্ধব্য এক হইতে পারে না। অতএব জীব আনন্দময় নহে।

শ্রীমদ্ ভাগবতের ৬।৯।৩৬ গদ্যাংশ ১।১।১৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই উক্ত অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।

প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥ ভাগঃ ১০।১৪।৩৭

১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

হে প্রভো! আপনি স্বরূপতঃ নিষ্প্রপঞ্চ, কেবল প্রণত ভক্তগণের আনন্দ

বিস্তারের জন্য আপনি ভূতলে প্রপঞ্চরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিড়ম্বনা করিতেছেন।
ভাগঃ ১০।১৪।৩৭

১।১।৮ সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ১০।৭৩।৪ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে **"আনন্দসংপ্লবং"** বলা হইয়াছে। যেমন জল প্লাবনে উচ্চনীচ স্থান একাকার হইয়া জলে প্লাবিত হইয়া যায়, সেইরূপ আনন্দময়ের আনন্দ প্লাবনে জগতে আনন্দের বন্যা বহিয়া থাকে। ইহা বিচিত্র কি? **অতএব জীবানন্দ, ব্রহ্মানন্দ হইতে লভ্য। সুতরাং জীব, আনন্দময় নহে। ব্রহ্মই আনন্দময়।**

উপরোক্ত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য সম্মত। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ, ইহার একটু অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

আনন্দময়ে ইহার (জীবের) যোগ বা সংযোগ হইলে ব্রহ্মভাবাপত্তি হইয়া থাকে, এবং তাহাতে জীবের অভয় প্রতিষ্ঠা হয়।

তাঁহারা ইহার পোষকার্থ তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীর ৭ সংখ্যক শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং
প্রতিষ্ঠাং বন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।
যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি ॥"

এই জীব যখন দর্শনের অবিষয়, অশরীর, অনিরুক্ত (অনির্ব্বাচ্য) ও অনিলয়ন (অনাধার), এই ব্রহ্মেতে নির্ভয়ে স্থিতিলাভ করে, তখন অভয় প্রাপ্ত হয়। আর জীব যখন উক্ত প্রকার ব্রহ্মেতে অল্পমাত্র ও ভেদ দর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয়। তৈত্তিঃ ২।৭। অর্থাৎ, তাঁহাকে আশ্রয় করিলেই, জীব তাহার দ্বারায় রক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হয়, প্রকৃত মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। এবং যত প্রকার বিঘ্ন আছে, তাহাদিগকে সোপান স্বরূপ করিয়া, তাহাদিগকে মস্তকে পদার্পণ করতঃ, তাঁহার পরমপদে স্থান লাভ করেন। ভাগঃ ১০।২।৩৩

তথা ন তে মাধব! তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াঽভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া, বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥

ভাগঃ ১০।২।৩৩

তাঁহার ভক্তগণ এতদূর **"অভয় প্রতিষ্ঠা"** লাভ করেন যে, তাঁহারা বিপদকে

কিছুমাত্র ভয় করেন না, বরং বিপদ্ প্রার্থনা করেন, কারণ, তাহা হইলে, ভগবানের অনুগ্রহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদ্ পুনর্ভবদর্শনম্॥ ভাগঃ ১।৮।২৪

কুন্তী বলিতেছেন, হে জগদ্‌গুরো! আমাদের সেই সকল বিপদ্ আবার হউক, যাহাতে আপনার দর্শন লাভ হয়, যে দর্শনলাভে পুনর্জ্জন্ম আর হয় না। ভাগঃ ১।৮।২৪

ভাব, ক্রিয়া, বস্তু সমুদায়ে অদ্বৈত জ্ঞান হইলে, তবে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এবং তখনই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের উপরে ভক্ত গমন করেন। ভাগঃ ৭।১৫।৬১

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ।
বর্ত্তয়ন্‌স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ॥ ভাগঃ ৭।১৫।৬১

ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত কি, কথিত হইতেছে।

কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ।
অবস্তুত্বাৎ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ভাগঃ ৭।১৫।৬২
যদ্‌ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণম্।
মনোবাক্‌তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ভাগঃ ৭।১৫।৬৩

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্ব্বদেহিনাম্।
যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ভাগঃ ৭।১৫।৬৪

বিকল্প অর্থাৎ ভেদ অবস্তু, এই জন্য বস্ত্র ও সূত্রের ন্যায়, কার্য্য ও কারণকে এক বস্তুরূপে আলোচনা করাকে ভাবাদ্বৈত বলে। ভাগঃ ৭।১৫।৬২

মনঃ, বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে যে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ, তাহা ক্রিয়াদ্বৈত। ৭।১৫।৬৩

আর, আপনি, পুত্র, কলত্র এবং অন্যান্য সকল দেহীর অভেদ আলোচনা দ্বারা, অর্থ ও কামের যে ঐক্য দর্শন, তাহার নাম দ্রব্যাদ্বৈত। ভাগঃ ৭।১৫।৬৪

দ্বৈত অবস্তু এবং দ্বৈত—অভিনিবেশ হইতে ভয়। আত্মাই জগতে একমাত্র বস্তু, এবং তাহা হইতে পৃথক বস্তু বা ভাব বা ক্রিয়া, সমুদায় অবস্তু, উহা হইতেই ভয়, এবং উহা হইতেই মৃত্যু।

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেবচ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৪
ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়োভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্॥ ভাগঃ ১১।২৮।৫
আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৬
তস্মান্নহ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যোভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২৮।৭
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
ভাগঃ ১১।২।৩৫

অবস্তু দ্বৈতের মধ্যে কোন্‌টি সৎ ও কোন্‌টি অসৎ, বা, কতগুলি সৎ ও কতগুলি অসৎ, তাহার নির্ণয় হয় না। কেবল বাক্য দ্বারা কথিত ও মনঃ দ্বারা ধ্যাত বিষয় মাত্রই অনৃত, অবস্তু, এই নিরূপণ হয় মাত্র। ভাগঃ ১১।২৮।৪

যেমন, প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও আভাস, ইহারা বস্তুতঃ অসৎ হইয়াও, ভয় ও মোহাদি উৎপাদনে অর্থকরী হয়, তদ্রূপ দেহাদি দ্বৈত মাত্রই অবস্তু ও অসৎ হইয়াও, মৃত্যু হইতে ভয় প্রদর্শন করে। ভাগঃ ১১।২৮।৫

প্রভু পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও সৃষ্ট হয়েন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত হয়েন, এবং সংহার করেন ও সংহৃত হয়েন।
ভাগঃ ১১।২৮।৬

অতএব সৃজ্যাদি বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। বিশ্বে যত কিছু ভাব বর্ত্তমান আছে সমুদায় পরমাত্মারই ভাব। কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি হেতু তাঁহাতে বিকার সম্ভাবনা নাই। আত্মাতেই অধ্যাত্মাদি ত্রিবিধ ভাব নিরূপিত হয় বটে, কিন্তু বিবেকী দৃষ্টিতে শুদ্ধ আত্মার উহার নির্ম্মূলা অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ ভাবের সহিত শুদ্ধ আত্মার বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই। ভাগঃ ১১।২৮।৭

ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তির স্বরূপের অস্মৃতি ও দেহে আত্মজ্ঞান হয়, সুতরাং দ্বৈতাভি-নিবেশ অর্থাৎ আমি পৃথক বলিয়া বুদ্ধি হেতু তাহারা ভয় পায়। অতএব গুরু ও দেবতাতে আত্মদৃষ্টি পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি একান্ত ভক্তি সহকারে, ভগবানের ভজনা করিবেন। ভাগঃ ১১।২।৩৫

অতএব আনন্দময়ের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে কিছু হইতে ভয় হয় না।

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ, বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥

ভাগঃ ১১।২।৩১

ইহার সরলার্থ ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, যখন আনন্দময়কে আশ্রয় করিলে জীবের অভয়-প্রতিষ্ঠা হয়, সমুদায় ভয় নিবৃত্ত হয়, তখন জীব আনন্দময় হইতে পারে না।

এখানে আনন্দময় অধিকরণ শেষ হইল।

৭। **অন্তরধিকরণ :—**

ভিত্তি :—

"য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে… …তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ……"

ছান্দোগ্য ১।৬।৬-৭

এই যে আদিত্য মণ্ডল মধ্যে হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ পুরুষ দৃষ্ট হয়, যাহার নখাগ্র হইতে সমস্তই স্বুবর্ণ অর্থাৎ স্বুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল।

………তাঁহার নাম "**উৎ**"—কারণ তিনি সমস্ত পাপ হইতে উত্তীর্ণ। যে ব্যক্তি এইরূপ তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও সমুদায় পাপ হইতে উদ্গত বা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। ছাঃ ১।৬।৬-৭

সংশয় :—আত্মা, অল্পপুণ্য জীবের ইচ্ছামাত্রে জগৎসৃষ্টি, নিরতিশয় আনন্দ-যোগ, ভয়াভয়হেতুত্ব সম্ভব না হইতে পারে, তবে বিশেষ পুণ্যজনিত স্বুকৃতিসম্পন্ন আদিত্য, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতির পক্ষে তাহা সম্ভবতঃ হইতে পারে। তাঁহাদের শক্তি অল্পপুণ্য জীব হইতে অনেক অধিক, স্বুতরাং তাঁহাদের পক্ষে উহা অসম্ভব হইবে কেন? এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ কল্পনা করিয়া স্বূত্র করিলেন।

সূত্র :—১।১।২১

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ।। ১।১।২১

অন্তঃ + তদ্ধর্ম্ম + উপদেশাৎ।

অন্ত :—অভ্যন্তরে। **তদ্ধর্ম্ম :—**তাহার অর্থাৎ পরমাত্মার ধর্ম্মের। **উপদেশাৎ :—**উপদেশ হেতু।

শাস্ত্রোপদেশে জানা যায় যে, চক্ষুঃ ও আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে পরাৎপর, পদ্মপলাশলোচন নারায়ণই নিয়ন্তৃরূপে অবস্থান করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা স্পষ্টই আছে। ১।১।২ স্বূত্রের আলোচনায় যে সৃষ্টি সম্বন্ধীয় চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, অর্ক বা আদিত্য, চক্ষুঃ এবং রূপ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত রূপে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। উহারা পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে, রূপ না থাকিলে চক্ষুর প্রয়োজন নাই, এবং আদিত্যেরও অধিষ্ঠানের ও নিয়ন্তৃত্বের কোনও প্রয়োজন নাই। আবার চক্ষুঃ না থাকিলে, রূপের উপলব্ধি নাই এবং আদিত্যেরও কোনও প্রয়োজন নাই। আবার আদিত্য না থাকিলে, চক্ষুঃ ও রূপের কিছুই সিদ্ধ হয় না। এই প্রকার শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, কথা, বল, গতি, বিসর্গ, আনন্দ প্রভৃতি

অধিভূত ক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এবং দিক্, বাত, প্রচেতা, অশ্বি, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি প্রভৃতি অধিদৈব, অধিষ্ঠাতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। পরমাত্মার এই সকল অধিদৈবগণের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া—তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে চক্ষুঃ ও আদিত্যমণ্ডল উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে মাত্র। উক্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, পরাৎপর পরমাত্মাই চক্ষুঃ ও আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন। তাহা হইতেই আমরা পাইতেছি যে, অন্যান্য শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের এবং দিক্ প্রভৃতি দেবতার অন্তরে সেই একই পরমাত্মা পুরুষ অবস্থান করেন। সূত্রকারও "**অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্ম**ব্যপদেশাৎ" ১।২।১৯ সূত্রে তাহাই সিদ্ধান্ত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এতদ্ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক।

ইত্থং ধৃত ভগবদ্ব্রত......সূর্য্যর্চ্চা ভগবন্তং হিরণ্ময়ং পুরুষমুজ্জিহানে
সূর্য্যমণ্ডলেঽভ্যুপতিষ্ঠন্নেতদুহোবাচ॥ ভাগঃ ৫।৭।১৩

পরোরজঃ সবিতুর্জ্জাতবেদো দেবস্য ভর্গো মনসেদং জজান।
স্বরেতসাঽদঃ পুনরাবিশ্য বিচষ্টে হংসং গৃধ্রাণং নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ॥
ভাগ ঃ ৫।৭।১৪

পরম ভাগবত মহারাজ ভরত এইরূপে ভগবদ্ব্রত ধারণ করিয়া উদয়শালি সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যপ্রকাশক ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা, ভগবান্ হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনা করিতে করিতে এই স্তব করিতেন। ভাগঃ ৫।৭।১৩

প্রকৃতির পর অতএব শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ সূর্য্যদেবের সেই ভর্গ অর্থাৎ তাহার আত্ম-স্বরূপতেজ আমাদিগের কর্ম্মফলদাতা, তাঁহারই মনের দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বসৃষ্ট বিশ্বের সর্ব্বত্র অন্তর্য্যামীরূপে প্রবেশ করিয়া আপনার চিৎশক্তি দ্বারা, কল্যাণাকাঙ্খী জীবদিগকে পালন করিতেছেন। আমরা বুদ্ধি-প্রবর্ত্তক সেই ভর্গেরই শরণাপন্ন হই। ভাগঃ ৫।৭।১৪

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সত্য পুরুষ পরমাত্মাই। কারণ, পরমাত্মার সমুদায় ধর্ম্ম তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে।

এই প্রকার অন্যত্রও আছে।

ওঁ নমো ভগবতে আদিত্যায়াখিল জগতামাত্মস্বরূপেণ কাল-স্বরূপেণ চ চতুর্ব্বিধভূতনিকায়ানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামন্তর্হৃদয়েষু

বহিরপি চাকাশ ইব উপাধিনা ব্যবধীয়মানো ভবান এক এব……
ভাগঃ ১২।৬।৫৯

হে ভগবান্ আদিত্য! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি একমাত্র হইয়াও ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ ভূত সমূহের অন্তর্বাহে আকাশের ন্যায় নিরুপাধিরূপে বর্ত্তমান, এবং অখিল জগতের আত্মস্বরূপ ও কালস্বরূপে অবস্থিত। ভাগঃ ১২।৬।৫৯

সেই আদিত্যই ভক্তদিগের অখিল দুরিত, তৎফল দুঃখ এবং তদ্বীজভূত অজ্ঞান নাশক। অতএব তাঁহাকে ধ্যান করি। ভাগঃ ১২।৬।৬০

……অখিল দুরিত-বৃজিন-বীজাবভর্জন-ভগবতঃ সমভিধীমহি ॥

ভাগঃ ১২।৬।৬০

তিনিই নিজের আশ্রয়ভূত স্থাবর জঙ্গম সকলের জড়-স্বরূপ মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণগণের অন্তর্য্যামী রূপে তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন।

ভাগঃ ১২।৬।৬১

য ইহ বাব স্থিরচরনিকরাণাং নিজনিকেতনানাং মন ইন্দ্রিয়াসুগণান-নাত্মনঃ স্বয়মাত্মান্তর্য্যামী প্রচোদয়তি।। ভাগঃ ১২।৬।৬১

এই সূর্য্য এক, আত্মাদিকৃৎ হরি এবং সর্ব্ববেদক্রিয়ামূলক। ভাগঃ ১২।১১।২৭

এক এব হি লোকনাং সূর্য্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ।
সর্ব্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ ॥ ভাগঃ ১২।১১।২৭

প্রত্নস্য বিষ্ণো রূপং যৎ সত্যর্ত্তস্য ব্রহ্মণঃ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি।। ভাগঃ ৫।২০।৮

পুরাণ পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তি স্বরূপ সূর্য্যদেবের শরণাপন্ন হই। তিনি অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্ম, প্রতীয়মান ধর্ম্ম, তদ্বোধক বেদ ও শুভাশুভ ফলের অধিষ্ঠাতা।

ভাগঃ ৫।২০।৮

যচ্চক্ষুরাসীত্তরণীর্দেবযানং, এয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্ণ্যম্।
দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ, প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥

ভাগঃ ৮।৫।২৫

ব্রহ্মণো ধিষ্ণ্যং উপাসনা স্থানং, **"য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষ"** ইতি শ্রুতেঃ। (শ্রীধর)

এই সূর্য্য দেবযান। অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি মার্গের দেবতা, ত্রয়ীময়, ব্রহ্মের উপাসনাস্থান, এবং দেবযানত্ব হেতু মুক্তির দ্বার, ও পুণ্যলোকত্ব হেতু অমৃতস্বরূপ, আর কালরূপত্ব প্রযুক্ত মৃত্যুরূপী, সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৮।৫।২৫

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ

শ্রুতিঃ ॥ 　ভাগঃ ১০।৪০।১৩

হে ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য্য আপনার চক্ষুঃ, আকাশ আপনার নাভি এবং দিক্‌সকল আপনার শ্রবণেন্দ্রিয়।

ভাগঃ ১০।৪০।১৩

সৃষ্টিতত্ত্বে কথিত আছে চক্ষুঃ নির্ভিন্ন হইলে সূর্য্য তাহাতে প্রবেশ করিলেন, এজন্য চক্ষুর দ্বারা রূপের প্রতীতি হয়। চক্ষুঃ নিজে জড়, চেতন সংস্পর্শ না হইলে প্রতীতি হইতে পারে না।

নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালো বিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ 　ভাগঃ ৩।৬।১৪

বিরাট পুরুষের দুই চক্ষুঃ গোলক নির্গত হইলে লোকপাল সূর্য্য স্বীয় অংশের সহিত—অধিদেবতা রূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। সেই চক্ষুঃ হইতে জীবের রূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। ভাগঃ ৩।৬।১৪

অনত্রও আছে।

ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ।
তস্মাৎ সূর্য্যোন্যভিদ্যেতাং কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ॥

ভাগঃ ৩।২৬।৫২

ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল। তারপর দুই চক্ষুঃ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইলেন, তাহার পর কর্ণেন্দ্রিয় ও তাহা হইতে দিক্‌সকল প্রকটিত হইল। ভাগঃ ৩।২৬।৫২

এখন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য একটু অবান্তর আলোচনার প্রয়োজন। সৃষ্টি প্রক্রিয়া পর্য্যালোচনা করিলে, ইহা স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বিশ্বের উপকরণ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি সৃষ্টি হইলেই পুরুষার্থ লাভ হয় না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের সংহননী শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ সংহত ও পরস্পর মিলিত করিয়া শ্রীভগবান্ সৃষ্টি করিলেন। সাংখ্যেও উক্ত হইয়াছে, **"সংঘাতে পরমার্থত্বাৎ"** যেখানে দুইএর বা ততোধিকের মিলন, সেখানেই বুঝিতে হইবে যে পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য তাহা হইয়াছে। বিশ্বের ক্ষিতি, অপ, তেজঃ প্রভৃতি মহাভূত, এবং রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি সৃষ্ট হইল। কিন্তু ইহাদের উপভোগের জন্য পুরুষের প্রয়োজন। এজন্য প্রথমে সমষ্টি পুরুষ বিরাট্ উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার উক্ত রূপ, রস, গন্ধ

প্রভৃতি ভোগের ইচ্ছা ভগবদিচ্ছায় প্রচোদিত হওয়ায়, ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভব হইল। কিন্তু উহারা যন্ত্র মাত্র। যেমন রেল গাড়ীর এঞ্জিন প্রস্তুতকারী ইঞ্জিনিয়ার বটে, কিন্তু উহা প্রস্তুত হইলে, এবং উহার নিকট জল কয়লা প্রভৃতি থাকিলেই, এঞ্জিন চলে না, উহার চালনার জন্য পৃথক্ চালক চাই, তাহারা ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ অনুসারে শিক্ষিত হইয়া উহা চালায়—সেইরূপ দিক্, বাত, অর্ক প্রভৃতি দেবতাগণ (১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্র দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রিয়গণ অধিষ্ঠিত হইয়া উহাদিগকে চালনা করেন, এবং তাঁহারা সকলে ক্ষেত্রজ্ঞের অধীন। এজন্য শ্রীমদ্ ভাগবতের ৩।২৬।৫৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বহ্নি দেবতা মুখে, বায়ু নাসিকায়, আদিত্য চক্ষুতে, দিক্‌দেবতা শ্রোত্রে, ইত্যাদি ক্রমে সমুদায় দেবতাগণ স্ব স্ব অধিষ্ঠান স্থান ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলে, এমন কি ব্রহ্মা বুদ্ধিতে, রুদ্র অভিমানে, চন্দ্র মনে প্রবেশ করিলেও, বিরাটের অর্থাৎ সমষ্টি জীবের বাহ্য বিষয় জ্ঞান হইল না। যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, অমনই তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল, তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞের অধীনেই ও অনুকুলে সমুদায় অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ কার্য্য করেন। এই ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আমরা ১।১।১৮ সূত্রে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এখন বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই বিষয়টি বিশদ হইবে আশা করা যায়।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, চক্ষুঃ ও সূর্য্যের অভ্যন্তরে যে পুরুষের বিষয় শ্রুতিতে উপদেশ আছে, তাহা পরমাত্মাই, এবং তিনিই জগৎকারণ। এবং এই কারণে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা অধিদেবতাগণ ও পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান বটে। **সেই পরমাত্মাই জগৎকারণ।**

ভিত্তি ঃ—

"য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়তি"। (বৃহঃ ৩।৭।৯)।

"যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুঃ ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং, যশ্চক্ষুরন্তরো যময়তি"। (বৃঃ ৩।৭।১৮)

"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ॥ (বৃহঃ ৩।৭।২২)

যিনি আদিত্যে অবস্থিত থাকিয়াও আদিত্য হইতে পৃথক, যাঁহাকে আদিত্য জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তর নিয়ন্ত্রণ করেন। (বৃহঃ ৩।৭।৯)

যিনি চক্ষুতে অবস্থিত থাকিয়াও চক্ষুঃ হইতে পৃথক, যাঁহাকে চক্ষুঃ জানে না, চক্ষুঃ যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুর অন্তর নিয়ন্ত্রণ করেন। (বৃঃ ৩।৭।১৮)

যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়াও বুদ্ধি হইতে পৃথক, যাঁহাকে বুদ্ধি জানে না, বুদ্ধি যাঁহার শরীর, যিনি বুদ্ধির অন্তর নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই অন্তর্য্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা। (বৃহঃ ৩।৭।২২)

সূত্র ঃ—১।১।২২

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥ ১।১।২২

ভেদ + ব্যপদেশাৎ + চ + অন্যঃ।

ভেদ ঃ—ভেদ, বিভিন্নতা। **ব্যপদেশাৎ** ঃ—উল্লেখ হেতু। **চ** ঃ—ও। **অন্যঃ** ঃ—অপর, পৃথক।

আদিত্যাদি শক্তিশালী উন্নত জীব হইতে ভেদের উল্লেখ হেতু, পরমাত্মা আদিত্যাদি হইতে পৃথক, অপর। তিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করিলেও, আদিত্যের অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাকে আদিত্য জানে না, আদিত্য তাঁহার শরীর, তিনি আদিত্য হইতে পৃথক, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অবিনাশী আত্মা। (বৃহদারণ্যক ৩।৭।৯) ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষুঃ হইতে পৃথক, যাঁহাকে চক্ষুঃ জানে না, চক্ষুঃ যাঁহার শরীর এবং যিনি চক্ষুর অন্তরে চক্ষুর নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অবিনাশী আত্মা। (বৃহদারণ্যক ৩।৭।১৮)। যিনি বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে)

অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি হইতে পৃথক, বুদ্ধি যাহাকে জানে না, বুদ্ধি যাঁহার শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা। (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২২)।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রত্যগাত্মা একই। তিনি যেমন জীবের অন্তর্য্যামী, তেমনি আদিত্য, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের এবং জগতস্থ সমুদায়ের অন্তর্য্যামী, এবং তাহাদের সকল হইতে পৃথক এবং তাহাদের নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান আছেন। এই ভেদ উল্লেখ হেতু, তিনি আদিত্যমণ্ডল, ও তাহার অভিমানী দেবতা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, এবং তত্তদভিমানী দেবতা হইতে পৃথক। এই সব দেবতারা ভিন্ন ভিন্ন শক্তিশালী জীবমাত্র। অতএব পরমাত্মা তাঁহাদের সকলের হইতে পৃথক।

আমরা ১।১।১৭ সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১।২১।৫ শ্লোকের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলের শরীর পঞ্চধাতুময়, তাঁহাদের মন, বুদ্ধি, অহংকার সমুদায় বর্ত্তমান আছে। কেবল গুণের তারতম্য অনুসারে স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর ও স্বচ্ছতম মাত্র, এই প্রভেদ। এবং আমাদের নিজ নিজ দেহে যেমন তত্তদভিমানী আত্মা বর্ত্তমান থাকিয়া উহা ভোগ করেন, সেইরূপ আদিত্য, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মা প্রভৃতির পাঞ্চভৌতিক দেহের তত্তদভিমানী আত্মা, তত্তদ্ দেবতারূপে উহা ভোগ করিয়া থাকেন। এবং যেমন আমাদের জীবাত্মার অন্তরে পরমাত্মা নিয়ন্তা রূপে বর্ত্তমান থাকেন, সেইরূপ উক্ত দেবতাদেহের অভিমানী দেবতাদের অন্তরে পরমাত্মা বর্ত্তমান থাকিয়া উহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন।

ইহা আমরা অন্যরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমার শরীরে আমি ভোক্তা জীবরূপে বর্ত্তমান আছি। কিন্তু নিয়ন্তা রূপে নহে। যদিও আমি, দেহ আমার বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, তথাপি দেহের সকল ক্রিয়ার উপর আমার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নাই। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক, রক্ত সঞ্চালন, দেহের পুষ্টি, ভুক্ত দ্রব্য হইতে রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি গঠন, ভুক্তদ্রব্য মলমূত্রে পরিবর্ত্তন প্রভৃতির উপর আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। সুতরাং আমি হইতে পৃথক এমন একটি সত্তা আমার দেহ মধ্যেই বর্ত্তমান আছেন, যিনি উহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, ইহা মানিতেই হইবে, কারণ, দেহ ত জড়, এবং ভুক্ত দ্রব্যও জড়, তাহারা নিজে নিজে উক্ত প্রকার পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, পোষন প্রভৃতি কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। এজন্য ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৫।১১।১২ ও ৫।১১।১৩ দুইটি শ্লোকে দুই ক্ষেত্রজ্ঞের উল্লেখ আছে। ১১।১১।৬ ও ১১।১১।৭ শ্লোকে উক্ত উভয় ক্ষেত্রজ্ঞ, দুই পক্ষীরূপে দেহরূপ বৃক্ষে বিরাজ করে, উল্লিখিত হইয়াছে। একজন

ভোক্তা, একজন নিয়ন্তা ও সাক্ষী। আমাদের দেহ যেরূপ একটি ক্ষেত্র, তাহাতে আমি জীবাত্মা ত্বং-পদার্থ কথিত ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং পরমাত্মা তৎ-পদার্থ কথিত ক্ষেত্রজ্ঞ। উভয়ের চিদংশে ঐক্য থাকিলেও, ভেদ বর্ত্তমান আছে। সেইরূপ আদিত্যাদি মণ্ডল, বা বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির দেহ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম, পৃথক পৃথক ক্ষেত্র, প্রত্যেক ক্ষেত্রে তত্তদভিমানী দেবতা ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং পরমাত্মা নিয়ন্তা ক্ষেত্রজ্ঞ। চিদংশে উভয়ের ঐক্য থাকিলেও উভয়ের ভেদ বর্ত্তমান। ইহাই এই সূত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে।

তৎ পদার্থ কথিত ক্ষেত্রজ্ঞ, স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর, নারায়ণ, ভগবান্, বাসুদেব। ইহা ৫।১১।১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। আরও ২।১টি পোষক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার উপসংহার করিব।

ত্বং নিত্যমুক্ত পরিশুদ্ধ বিবুদ্ধ আত্মা, কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাং-
স্ত্র্যধীশঃ।

যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা, দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত
আস্সে ॥ ভাগঃ ৪।৯।১৫

প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসু শরীরকেতঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥
ভাগঃ ৮।৫।২৭

অনীহ আত্মা মনসা সমীহতা, হিরন্ময়ো মৎসখ উদ্বিচষ্টে।
মনঃ স্বলিঙ্গং পরিগৃহ্য কামান্, জুষন্নিবদ্ধো গুণসঙ্গতোঽসৌ ॥
ভাগঃ ১১।২৩।৪০

হে প্রভো! যদিও আপনার যোগনিদ্রায় শয়ান, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি দ্বারা, সৃষ্টি লয় সংসাধিত হয়, সুতরাং নিদ্রা জাগরণাদি জীবক্রিয়া আপনাতে পরিলক্ষিত হইলেও, আপনি জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। যে হেতু, আপনি নিত্যমুক্ত—জীব বদ্ধ, আপনার প্রসন্নতা ভিন্ন মুক্ত হইতে পারে না। আপনি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ—জীব মলিন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ—জীব অজ্ঞ; আপনি আত্মা—জীব জড়; আপনি কূটস্থ—নির্ব্বিকার, জীব—বিকারী; আপনি আদি পুরুষ—জীব আদিমান্; আপনি ভগবান্—জীব ভগহীন—ঐশ্বর্য্যাদি নাই; আপনি তিন গুণের ঈশ্বর—জীব গুণত্রয়ের অধীন; আপনি আপনার অখণ্ডিত চিৎশক্তির দ্বারা, জীবের অন্তর্য্যামী হইয়া, তাহাদিগের বুদ্ধির অবস্থা সর্ব্বদা অবলোকন করিতেছেন, এবং ঐরূপ হইয়াও জগৎ পালন বিষয়ে মখাদি সর্ব্বকর্ম্মাধিষ্ঠাতা স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন; আপনি জীব হইতে সর্ব্বপ্রকারেই বিভিন্ন।
ভাগঃ ৪।৯।১৫

প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, নাগকূর্ম্মাদি বায়ু ও শরীরের আশ্রয় সেই মহাবিভূতিসম্পন্ন প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৮।৫।২৭

বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন ও চেষ্টা রহিত পরমাত্মা মনের ব্যাপার দ্বারা জীবের নিয়ন্তারূপে কেবল দর্শন মাত্র করেন, আর জীব মনকে আত্মরূপে গ্রহণ করিয়া গুণসঙ্গ দ্বারা কামনানুভবে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়েন।

ভাগঃ ১১।২৩।৪০

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎ স্বপ্ন জাগরসুষুপ্তিষু
সদ্‌বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন, সংজীবিতানি তদবেহি পরং
নরেন্দ্র॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৬

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ, সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ, ষাড়্‌বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ॥

ভাগঃ ১।৩।৩৬

১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, **আদিত্য ও চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ পুরুষ জীব নহে, পরমাত্মা সিদ্ধ হইল।**

অন্তরধিকরণ সমাপ্ত হইল।

৮। আকাশাধিকরণ ঃ—

ভিত্তি ঃ—

"অস্য লোকস্য কা গতিরিতি ? আকাশ ইতি হোবাচ ; সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশ হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্"।

(ছান্দোগ্য ১।৯।১)

প্রশ্ন ঃ—এই লোকের কি গতি ? উত্তর ঃ—আকাশ। আকাশ হইতেই সমুদায় উৎপন্ন হয়। এবং আকাশেই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়। এই সমুদায় হইতে আকাশ শ্রেষ্ঠ, এবং আকাশই ইহাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (ছাঃ ১।৯।১)

ছান্দোগ্য ১।৯।১ খণ্ডে শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকের গতি (আশ্রয়) কি" ? প্রবাহন উত্তর করিলেন—"আকাশ, কারণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, আকাশেই বিলীন হয়, এবং যেহেতু আকাশই সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় মহান্, অতএব আকাশই পরম আশ্রয়। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্রুতিতে যখন বর্ণিত হইয়াছে যে আকাশ হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, এবং আকাশেই লীন হয়, তখন **"জন্মাদ্যস্য যতঃ"** সূত্রের লক্ষ্য আকাশ হইবে না কেন ? ব্রহ্ম কেন হইবে ? ঈক্ষা পূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ঈক্ষণ শব্দের যথার্থ না হইয়া গৌণ অর্থ ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। আত্মা শব্দ প্রয়োগ হেতু ১।১।৬ সূত্রে যে যথার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই, অচেতন জড় পদার্থেও ত আত্মা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন **"মৃত্তিকাত্মক ঘট"**, সুতরাং আকাশই জগৎকারণ, ব্রহ্ম নহে। এই প্রকার আপত্তির উত্তরে সূত্র করিলেন ঃ—

সূত্র ঃ—১।১।২৩

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ১।১।২৩

আকাশঃ + তল্লিঙ্গাৎ।

আকাশঃ ঃ—আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। **তল্লিঙ্গাৎ ঃ**—সেই সূচক চিহ্ন হেতু।

আকাশ ব্রহ্মই, কারণ উক্ত শ্রুতিতে **"জ্যায়ান্"** সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় মহান,

এবং **"পরায়ণ"** অর্থাৎ পরম আশ্রয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্ব এবং পরম আশ্রয়ত্ব, একমাত্র পরমাত্মারই সূচক চিহ্ন; অতএব আকাশ ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্ ভাগবতে আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ বলিয়া বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়োবায়ুমুপেত্য কালে. বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥

ভাগঃ ২।২।২৮

বৃহদাত্মনো লিঙ্গং পরমাত্মমূর্ত্তিত্বেনোপাসনেযুক্তং খং আকাশম্ ॥

(শ্রীধর)

তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥ ভাগঃ ৮।৫।১৬

.......তন্মহদ্ভুতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্ ॥ ভাগঃ ১।৬।২৫

.......যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্ ॥ ভাগঃ ১০।৬৩।১৯

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ভাগঃ ১১।১১।২৮

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১২

জ্যোতিঃ স্বরূপ হইবার পর বায়ু স্বরূপে, ও পরে পরমাত্মার মূর্ত্তির স্বরূপ যে আকাশ, তাহার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ২।২।২৮

আমি আকাশাত্মা সমষ্টি প্রাণ স্বরূপ—আমাতে যিনি নাদরূপে চিন্তা করেন। ভাগঃ ১১।১৫।১৯

সেই অক্ষর, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যিনি অব্যভিচারে আবির্ভূত হয়েন, তাঁহার শরণাপন্ন হই। ভাগঃ ৮।৫।১৬

আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী অশরীরী ঈশ্বর। ভাগঃ ১।৬।২৬

বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তিগণ যাঁহাকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিঃসঙ্গ দর্শন করেন। ভাগঃ ১০।৬৩।১৯

আপনি প্রকৃতির পর পুরুষ ও আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, আপনি পরব্রহ্ম। ভাগঃ ১১।১১।২৮

নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে, বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃত রূপে আমাকে দর্শন করিবে। ভাগঃ ১১।২৯।১২

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।

ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ॥ ভাগঃ ২।১০।১৪

তিনি ক্রিয়াশক্তি প্রকাশে চেষ্টাবান্ হইলে, তাঁহার অন্তরাকাশ হইতে ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি), সহ (মনঃ শক্তি), বল (দেহশক্তি) এবং সূত্র নামক মহৎ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ২।১০।১৪

আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ॥ ভাগঃ ১২।৫।৯

তিনি আকাশের ন্যায় দেহাদি প্রপঞ্চের আধার, নির্ব্বিকার, অনন্ত, উপমা রহিত এবং বিভু হয়েন। ভাগঃ ১২।৫।৯

অতএব **জগৎকারণ রূপ উক্ত আকাশ ব্রহ্মই।** উপরে যে সমুদায় শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সকলে কথিত আছে, যে **আকাশে ব্রহ্মলিঙ্গ বর্ত্তমান।**

৯। প্রাণাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"প্রাণ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে"। (ছান্দোগ্যঃ ১।১১।৫)

ছান্দোগ্য ১।১১।৫ খণ্ডে উষস্তি বলিলেন, প্রাণ সেই দেবতা, কারণ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতই প্রলয় কালে প্রাণে বিলীন হয়, আবার উৎপত্তি কালে প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হহয়া থাকে। অতএব সংশয় হইতে পারে, যে প্রাণই জগৎকারণ। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি কল্পনা করিয়া তাহার খণ্ডনার্থ সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।১।২৪

অতএব প্রাণঃ ॥ ১।১।২৪

অতঃ + এব + প্রাণঃ

অতঃ :—এই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্ব সূত্রোক্ত যুক্তি হেতু। **এব** :—নিশ্চয়। **প্রাণঃ** :—প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম, বায়ুরূপী মুখ্য প্রাণ নহে।

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত যুক্তি অনুসারে উক্ত শ্রুতিতে প্রাণ ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, নিখিল জগতের যে প্রবেশ ও নিক্রমণ, তাহা পরব্রহ্মেরই অসাধারণ লিঙ্গ। বিশেষতঃ মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি শাস্ত্রে কথিত আছে।

ওজঃ সহো বলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ। ভাগঃ ১২।১১।১২

ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি এবং দেহশক্তি যুক্ত মুখ্যপ্রাণ তত্ত্বরূপ গদা ধারণ করিয়া ভগবানের রূপ, আয়ুধ প্রভৃতি তাঁহার সহিত অভেদ বলিয়া, মুখ্যপ্রাণ গদারূপে বর্ণিত হইলেও উহা ভগবানের স্বরূপাত্মক। ভাগঃ ১২।১১।১২

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে মনসা ঘোষমুদ্বহন্। ভাগঃ ১১।১৫।১৯

প্রাণঃ সমষ্টিপ্রাণঃ তদ্রূপে ময়ী। শ্রীধর।

পূর্ব্ব সূত্র আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

প্রাণাদভূদ যস্য চরাচরাণাং প্রাণঃ সহোবলমোজশ্চ বায়ুঃ

ভাগঃ ৮৫।২৬

নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে। ভাগঃ ৮।১৬।২৬

বিরাটের প্রাণ হইতে চরাচর প্রাণী সকলের প্রাণ, মনঃশক্তি, দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি ও বায়ু উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৮।৫।২৬

হিরণ্যগর্ভ, সমষ্টিপ্রাণরূপি জগদাত্মাকে নমস্কার। ভাগঃ ৮।১৬।২৬

অতএব, শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্যবহৃত "প্রাণ" ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক। বায়ুরূপী মুখ্যপ্রাণ নহে। কারণ উক্ত মুখ্যপ্রাণ বিরাট হইতে উৎপন্ন কথিত আছে, এবং উহা জগতের উৎপত্তি বা লয় কারণ নহে।

১০। **জ্যোতিরধিকরণ** ॥

ভিত্তি :—

"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু, ইদং বাব তদ্, যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ"। ছান্দোগ্যঃ ৩।১৩।৭

ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের অন্তরে যে জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃই বিশ্বের উপর, দ্যুলোকের উপরে, এবং উত্তমাধম সমুদায় লোকের উপরে প্রকাশ পাইতেছে। শ্রুতিতে কথিত এই মন্ত্রে সন্দেহ হয়, এই জ্যোতিঃ আদিত্যাদির জ্যোতিঃ বা সেই কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম। এই আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন :—

সূত্র :—১।১।২৫

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ১।১।২৫

জ্যোতিঃ + চরণ + অভিধানাৎ।

জ্যোতিঃ :—জ্যোতি শব্দের অর্থ পরম ব্রহ্ম। **চরণ :**—পাদ। **অভিধানাৎ :**—উক্তি হেতু।

জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ পরম ব্রহ্ম। কারণ পুরুষের অন্তর্জ্যোতিঃ অর্থাৎ জীব চৈতন্যই জগদ্‌ভান প্রকাশ করে। এই চৈতন্য যদি না থাকিত, তাহা হইলে এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাত্মক জগৎ ইহার সমুদায় সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈভবের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও প্রকাশিত হইত না বা উপলব্ধি গোচর হইত না। ছান্দোগ্য শ্রুতি শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে বলিতেছেন যে, বিশ্বের সর্ব্বত্র, দ্যুলোক এবং উত্তমাধম সমুদায় লোকে যে জ্যোতিঃ প্রকাশমান থাকিয়া সমুদায় প্রকাশিত করিতেছে, তাহা এই আত্মজ্যোতিঃ হইতে অভিন্ন। সুতরাং এই অভিন্ন জ্যোতিঃ পরব্রহ্মই। বিশেষতঃ এই প্রকরণে উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতেই ৩।১২।৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে **"পাদোহস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"**— তাঁহার একপাদে সমুদায় ভূত অর্থাৎ সৃষ্টি, এবং ত্রিপাদে নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ স্বরূপ। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় চিত্রে ইহাই দেখান হইয়াছে। উক্ত শ্রুতির ভাগবত ভাষ্য বড়ই সুন্দর। নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু ॥ ২।৬।১৮

পুরুষের একপাদে এই প্রপঞ্চ বিশ্ব, অপর তিন পাদে তিনি প্রপঞ্চের মস্তকের উপরে, অর্থাৎ প্রপঞ্চের বাহিরে, অমৃত, ক্ষেম ও অভয় স্বরূপে চির বিরাজমান আছেন। ভাগঃ ২।৬।১৮

অতএব 'পাদ' শব্দের প্রয়োগ হেতু জ্যোতিঃ শব্দে পরমাত্মাই বুঝাইতেছে। কারণ তাঁহার একপাদে সৃষ্টি প্রপঞ্চ এবং অবশিষ্ট ত্রিপাদে সৃষ্টির—বাহিরে নির্ব্বিকার স্ব স্বরূপে অবস্থিত।

জ্যোতিঃ যে পরমাত্মাই, তাহা শ্রীমদ্ ভাগবতের অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণঃ গুণৈঃ ॥

ভাগঃ ১০।৮৫।২২

স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ সেই আত্মা একই, নিত্য, নির্গুণ, গুণাদি হইতে ভিন্ন। ভাগঃ ১০।৮৫।২২

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥ ভাগঃ ৩।২৬।৩

১।১।৬ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সাক্ষাৎ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পরেশঃ।
নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ, স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥

ভাগঃ ৫।১১।১৩

ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, জীবান্তর্য্যামী, সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান, স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ স্বরূপ, জন্মাদিহীন, পরমেশ্বর, সমুদায় জীবের আশ্রয় রূপে নারায়ণ, ভগবান্, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতাবাস বলিয়া বাসুদেব, তিনি আপনার অধীনা মায়া দ্বারা, জীবের নিয়ন্তৃত্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। ভাগঃ ৫।১১।১৩

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।

ভাগঃ ১০।১৪।২৩

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্। ভাগঃ ১০।২৮।১৩
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্। ভাগঃ ১০।১৩।৫০

তুমি এক অদ্বিতীয় আত্মা, জীবান্তর্য্যামী পুরুষ, সৃষ্টির আদি হইতে বর্ত্তমান, একমাত্র সত্য, আদ্য, স্বয়ং জ্যোতি, অনন্ত। ভাগঃ ১০।১৪।২৩

সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, সনাতন, জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম। ভাগঃ ১০।২৮।১৩

যাঁহার দীপ্তিতে সমুদায় জগৎ দীপ্তিমান রূপে প্রকাশ পায়।

ভাগঃ ১০।১৩।৫০

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতি গূ ঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে ॥ ভাগঃ ১০।৬৩।১৯

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষ বিদ্যুতাম্।

যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥ ভাগঃ ১০।৮৫।৭

অর্থতো বস্তুতো ভবান্। শ্রীধর।

চন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, নক্ষত্র বিদ্যুতাদির কান্তি,—তেজঃ, প্রভা, সত্তা, এবং বৃক্ষ পর্ব্বতাদির—স্থৈর্য্য, পৃথিবীর বৃত্তি—গন্ধ, এ সমুদায় বস্তুতঃ আপনিই। ভাগঃ ১০।৮৫।৭

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে কথিত জ্যোতিঃ পরব্রহ্মই। তিনিই স্বপ্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ এবং তাঁহার জ্যোতিতেই আদিত্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্।

এই সূত্র হইতে আমরা অবগত হইলাম যে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, নক্ষত্রাদির জ্যোতিঃ পুরুষের অন্তর্জ্যোতি বা আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন হওয়ায় সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ ও চৈতন্যময়, সমুদায় চৈতণ্যের খেলা। জড়, চৈতণ্যের আমাদের মনগড়া কল্পিত বিভাগ তত্ত্বতঃ বর্ত্তমান নাই। গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, যে তেজঃ সূর্য্যে থাকিয়া সমুদায় জগৎকে প্রকাশিত করে, যে তেজঃ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে, তাহা আমারই তেজঃ বলিয়া জানিও (গীঃ ১৭।১২) গায়ত্রী রহস্য পুস্তকে গায়ত্রী মন্ত্রে উপাস্য ভর্গ যে পরমাত্মা, তাহা বুঝিয়াছি। সেই পরমাত্মাই আবার জীবের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া ইন্দ্রিয় ব্যাপার পরিচালনা করিতেছেন। এই জন্যই সবিতা দেবের ভর্গের উপাসনার উপদেশ গায়ত্রী মন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। এই জন্যই ভর্গদেবকে উপাসকের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনের জন্য প্রার্থনা উক্ত মন্ত্রে বিহিত আছে।

উক্তি ঃ—

"পূর্ণামপ্রবর্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ"। (ছান্দোগ্য ৩।১২।৯)

যে লোক ইহা জানেন, তিনি পূর্ণ—অবিনশ্বর সম্পদ লাভ করেন। (ছাঃ ৩।১২।৯)

৩।১২।৬ ছন্দোগ্য শ্রুতিতে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের উপপত্তি করা হইয়াছে। কিন্তু গায়ত্রি ছন্দের প্রতিপাদন কেন না হইবে, কারণ গায়ত্রী ছন্দ ত প্রসিদ্ধই আছে; পাছে এই সংশয় হয়, তাহার জন্য পরসূত্র করিলেন ঃ—

সূত্রটির প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশ ভাগে তাহার সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র ঃ—১।১।২৬

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥ ১।১।২৬

ছন্দঃ + অভিধানাৎ + ন + ইতি + চেৎ + ন + তথা + চেতোঽর্পণ + নিগদাৎ + তথাহি + দর্শনম্ ॥

ছন্দঃ ঃ—গায়ত্রী ছন্দ। **অভিধানাৎ** ঃ—অভিধান বা কথন হেতু। **ন** ঃ—না, বলিতে পার না। **ইতি** ঃ—ইহা। **চেৎ** ঃ—যদি বল। **ন** ঃ—না। **তথা** ঃ—সেইরূপে। **চেতোঽর্পণ** ঃ—চিত্ত সমর্পণের। **নিগদাৎ** ঃ—উপদেশ বশতঃ। **তথাহি** ঃ—সেইরূপেই। **দর্শনম্** ঃ—দেখা যায়। উদাহরণ আছে।

গায়ত্রী চতুষ্পাদ এবং ব্রহ্মও চতুষ্পাদ (এক পাদে সৃষ্টি ও বাকি তিন পাদ স্বরূপে অবস্থিত), এই সাদৃশ্য থাকায় গায়ত্রী ব্রহ্মকেই বুঝাইল, বিশেষতঃ ছান্দোগ্য ৩।১২।১ মন্ত্রে—**"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ"**—এই পরিদৃশ্যমান যা কিছু সর্ব্বই গায়ত্রী, ইহা কখনও ছন্দে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, উপসংহারেও—**"পূর্ণামপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়াং লভতে যে এবং বেদ"**—(ছান্দোগ্য ৩।১২।৯)—যে লোক ইহা জানেন, তিনি পূর্ণ ও অবিনশ্বর সম্পদ লাভ করেন। অবিনশ্বর সম্পদ্ অর্থ ব্রহ্মভাব, তাহাই বিনশ্বর নহে। অতএব ইহা জানিলে

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং **গায়ত্রী শব্দে ছন্দ অভিপ্রেত নহে। ব্রহ্মই অভিপ্রেত।**

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং, সত্যং পরং ধীমহি॥ ভাগঃ ১।১।১

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

স্বচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥ ভাগঃ ১২।১৩।১৪

সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃতস্বরূপ, পরম সত্যকে ধ্যান করি। ভাগঃ ১২।১৩।১৪

উভয় শ্লোকাংশে গায়ত্রী ও ব্রহ্ম যে একই, তাহা দর্শিত হইয়াছে।

"গায়ত্রী" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ হইতে বুঝা যায়, যে "গায়ত্রী" শব্দ দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছে :—(১) **"গায়ন্তং ত্রায়তে"**, অর্থাৎ যে লোক গায়ত্রীকে গান করে, অর্থাৎ তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, গায়ত্রী উচ্চারণ করেন, গায়ত্রী তাঁহাকে ত্রাণ করেন, অর্থাৎ সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন। (২) **"গায়তী, ত্রায়তে চ"**, অর্থাৎ, যিনি নিজেই শব্দরূপ ধারণ পূর্ব্বক, বিবিধ বস্তুর নাম কীর্ত্তন করেন, এবং **"মা ভৈঃ"** প্রভৃতি শব্দে লোককে ভয় হইতে রক্ষা করেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৩।১২।১ মন্ত্রে শেষোক্ত অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য প্রথম অর্থ, তাহা উক্ত শ্রুতির ৩।১২।৬ ও ৩।১২।৯ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সূত্রকার **"তথাহি দর্শনম্"** পদে প্রথম অর্থই লক্ষ করিয়াছেন। আর একটি বিশেষ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যা সংক্ষেপে গায়ত্রীতেই অনুস্যূত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মৎকৃত গায়ত্রী-রহস্য নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত হইয়া সুন্দর মালারূপ ধারণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক সমুদায় শাস্ত্রই গায়ত্রীতে গ্রথিত। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক শ্রীমদ্‌ভাগবত, উপক্রম ও উপসংহারে, গায়ত্র্যর্থ প্রকাশক দুইটি শ্লোক রচনা করিয়া, প্রকাশ করিয়াছেন, যে শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ **"গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপ"** ইহার আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব **গায়ত্রী ছন্দমাত্র নহে। পরব্রহ্মের ছন্দোময় রূপ।**

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াৎ উর্ণামুদ্বমতে মুখ্যাৎ।
আকাশাৎ ঘোষবান্ প্রাণো মনসা স্পর্শরূপিণা॥
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ।
ওঁকারাদ্ব্যঞ্জিতস্পর্শস্বরোষ্মান্তস্থভূষিতাম্॥

বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ।
অনন্তপারাং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥
গায়ত্র্যুষ্ণিগথানুষ্টুব বৃহতী পংক্তিরেব চ।
ত্রিষ্টুব্ জগত্যতিচ্ছন্দো হ্যত্যষ্ট্যতি জগৎ বিরাট্ ॥

ভাগঃ ১১।২১।৩৮-৩৯

যেমন উর্ণনাভি হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা উর্ণাতন্তু প্রকটন ও উপসংহার করে, তদ্রূপ বেদমূর্ত্তি, অমৃতময় ও নাদোপাদান বিশিষ্ট প্রভু হিরণ্যগর্ভ, মনের সাহায্যে স্পর্শাদি বর্ণদ্বারা বহুভাগ বিশিষ্ট অনন্তপার ওঁকারান্তর্গত স্পর্শ, স্বর, উষ্ম, অন্তস্থ বর্ণে ভূষিত, লৌকিকাদি ভাষায় বিস্তৃত, চতুরক্ষরাদি উত্তরোত্তরাধিক গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পংক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিজগতী, অতিবিরাট্ ইত্যাদি ছন্দোবিশিষ্ট, বৃহৎ বাক্যময় বেদরাশিকে, হৃদয়াকাশ হইতে প্রকটন ও উপসংহার করেন। ভাগঃ ১১।২১।৩৮-৩৯

বেদ ব্রহ্মের শব্দান্তরে অভিব্যক্তি, ইহা আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি। গায়ত্রী বেদমাতা। সুতরাং গায়ত্রী ছন্দোমাত্র নহে। উহা ব্রহ্মবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বিধায় গায়ত্রী ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

ভিত্তি :—

"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ, বাগ্বৈ গায়ত্রী..." ইত্যাদি। (ছান্দোগ্য ৩।১২।১)।

সূত্র :—১।১।২৭

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্। ১।১।২৭

ভূতাদি + পাদ + ব্যপদেশ + উপপত্তেঃ + চ + এবম্।

ভূতাদি :—ভূত প্রভৃতি, অর্থাৎ ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়রূপী চতুষ্পাদ, অথবা, ভূত, বাক্, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, প্রাণরূপী ষড়্বিধ। (ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ ৩।১২।৫)

পাদ :—চরণ অথবা অংশ। **ব্যপদেশ :**—নির্দ্দেশ, কথন। **উপপত্তেঃ :**—সঙ্গতি হেতু। **চ :**—ও। **এবম্ :**—এইরূপ অর্থাৎ গায়ত্রীর ব্রহ্মার্থতা।

ছান্দোগ্য শ্রুতি ৩।১২।১ হইতে ৩।১২।৪ মন্ত্র পর্যন্ত, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, বাক্ ও প্রাণ, ইহারা গায়ত্রীই, এইরূপ কথিত হইয়াছে। যদি গায়ত্রী ছন্দোমাত্র হইত, তাহা হইলে এরূপ নির্দ্দেশ কিছুতেই সঙ্গত হইত না। সুতরাং গায়ত্রী ছন্দোমাত্র নহে। গায়ত্রীর ব্রহ্মার্থতা প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য, এজন্য ঐ প্রকার কথিত হইয়াছে।

শব্দব্রহ্মাত্মনস্তস্য ব্যক্তাব্যক্তাত্মনঃ পরঃ।
ব্রহ্মাবভাতি বিততো নানা শক্ত্যুপবৃংহিতঃ॥ ভাগঃ ৩।১২।৩১

ব্যক্ত অর্থাৎ বৈখরী নামিকা বাক্যরূপা ও প্রণব (অব্যক্ত), এই উভয়রূপ শব্দ ব্রহ্মাত্মা বেদ হইতে, পরব্রহ্মই নানা শক্তি বিকাশে ইন্দ্রাদি দেবতারূপে আর্বিভূত হয়েন। ভাগঃ ৩।১২।৩১

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ব্রহ্মই শব্দস্তরে অবতরণ করিয়া বেদরূপে প্রকাশিত হন। পূর্ব্ব সূত্রের (১।১।২৬ সূত্রের) আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, সমুদায় ব্রহ্মবিদ্যা, গয়ত্রীতেই অনুস্যূত। বেদসকল ব্রহ্মবিদ্যাই প্রতিপাদন করে। অতএব গায়ত্রী বেদসকলের কেন্দ্রীভূত ছন্দোমূর্ত্তি। বেদ সকল বিস্তারে যাহা উপদেশ দিয়াছেন, এক গায়ত্রীই সংক্ষেপে একটি ক্ষুদ্র মন্ত্রে তাহাই উপদেশ দিয়াছেন। ওঁকারকে বেদের বীজ বলিয়া বেদান্তবিদ্গণ বর্ণনা করেন। গায়ত্রী উক্ত বীজ হইতে উদ্গত অঙ্কুর এবং উহা ব্রহ্মের ছন্দোময় মূর্ত্তি। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ভূতাদিপাদ নির্দ্দেশে তাহাই প্রতিপাদিত হয়।

ভিত্তি ঃ—

১।১।২৫ সূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৩।১৭ মন্ত্র এবং

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥"

(ছান্দোগ্য ৩।১২।৬)

পূর্ব্বে সবিকার যে সমস্ত বস্তু জাতের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই সমস্তই গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি। "পুরুষ" তদপেক্ষাও অতিশয় মহান। সমস্ত ভূতবর্গ—তাঁহার একপাদ মাত্র এবং অপর তিন অংশ নির্ব্বিকার স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে। ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭

দিবের উপরে ও তাহার বাহিরে যে জ্যোতি দীপ্যমান আছে। (ছাঃ ৩।১৩।৭)

সংশয় ঃ—

ছান্দোগ্য ৩।১২।৬ মন্ত্রে—দিবি সপ্তমী বিভক্তি হওয়ায় দিব্ আধার স্বরূপ, কিন্তু ছান্দোগ্য ৩।১৩।৭ মন্ত্রে 'দিবঃ' পঞ্চমী বিভক্তি থাকায়—সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এপ্রকার উপদেশের ভিন্নতা হেতু শ্রুতি প্রমাণ কি করিয়া গ্রাহ্য করি? এবং 'জ্যোতিঃ' যে পরব্রহ্ম তাহা কি প্রকারে অঙ্গীকার করি। ইহার উত্তরে সূত্র। সূত্রটির প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাংসে সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে।

সূত্র ঃ—১।১।২৮

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ॥ ১।১।২৮

উপদেশভেদাৎ + ন + ইতি + চেৎ + ন + উভয়স্মিন্ + অপি + অবিরোধাৎ

উপদেশভেদাৎ ঃ—উপদেশ প্রভেদ হেতু। **ন ঃ**—না, ব্রহ্ম হইতে পারে না। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না। **উভয়স্মিন্ ঃ**—উভয় পক্ষেই। **অবিরোধাৎ ঃ**—বিরোধের অভাব হেতু।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৩।১২।৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। **"পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ইতি"**—এবং উক্ত শ্রুতিতে ৩।১৩।৭ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে"। অতএব একস্থানে দিব্‌ শব্দের সপ্তমী বিভক্তি ও অন্য স্থানে পঞ্চমী বিভক্তি গৃহীত হইয়াছে। সপ্তমী বিভক্তি দিব্‌কে আধার বলিতেছে, আবার পঞ্চমী বিভক্তি দিব্‌কে সীমা বলিতেছে, এই উপদেশের প্রভেদ হেতু জ্যোতিঃ শব্দার্থ ব্রহ্ম নহে। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, উভয় পক্ষেই বিরোধের সম্ভাবনা নাই। "বৃক্ষাগ্রে পক্ষী" এবং "বৃক্ষাগ্র হইতে উপরে পক্ষী" বলিলে এক অর্থই প্রকাশ করে।

স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্ব্বহিঃ পুমান্॥ ভাগঃ ২।৬।১৬

প্রাণ—আদিত্যঃ প্রাণো বা এষ আদিত্য ইতি শ্রুতেঃ। শ্রীধর।

সূর্য্য যেমন আকাশ মণ্ডল প্রকাশ করতঃ অন্তরে ও বাহিরে সকল বস্তু প্রকাশ করেন, তদ্রূপ সেই পুরুষ বিরাট্ দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ২।৬।১৬

সে জ্যোতির স্থান কোথায়, তাহা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অখিল লোকপালগণেরও গম্য নহে। সে জ্যোতিঃ প্রপঞ্চ জগতের অন্তরে-বাহিরে দীপ্তিমান্ হইয়া, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও লোকপালগণের লোক সকল জ্যোতিষ্মান্ করিয়া, তাহার উপরে অর্থাৎ প্রকৃতির পারে, প্রপঞ্চের বাহিরে বর্ত্তমান আছেন। এই পরম জ্যোতিঃ সকল ভেদ রহিত ব্রহ্ম স্বরূপ। ইহাতে স্বত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের সংস্পর্শ মাত্র নাই। সুতরাং ভেদ কোথা হইতে থাকিবে? ভাগঃ ৮।৭।২৪

ন তে গিরিত্রাখিললোকপাল, বিরিঞ্চি বৈকুণ্ঠ সুরেন্দ্রগম্যম্।
জ্যোতিঃ পরং যত্র রজস্তমশ্চ, সত্ত্বং ন যদ্ব্রহ্ম নিরস্তভেদম্।
ভাগঃ ৮।৭।২৪

ব্রহ্ম সেই পরম জ্যোতিঃ ইহা সিদ্ধ হইল।

১১। ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ॥

ভিত্তি :—

"সহোবাচ, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং
মামায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব।" (কৌষীঃ ৩।২)
"প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতো……" (কৌষীঃ ৩।৯)

কৌষীতকি উপনিষদে প্রতর্দ্দন বিদ্যায় (কৌষীতকি ৩) প্রতর্দ্দন ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিলে, ইন্দ্র বর প্রার্থনা করিতে বলায়, প্রতর্দ্দন বলিলেন, মনুষ্যের মধ্যে যাহা হিতকর, এরূপ একটি বর প্রদান করুন। তাহাতে ইন্দ্র বলিলেন, যে আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ ও অমৃত। অতএব আমার উপাসনা কর। (কৌষীঃ ৩।২) প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত। (কৌষীঃ ৩।৯)

এখানে সংশয় হইতেছে যে, তাহা হইলে প্রাণ ব্রহ্ম নহে, জীব' ইহার সমাধানের জন্য সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।১।২৯

প্রাণস্তথানুগমাৎ॥ ১।১।২৯

প্রাণঃ + তথা + অনুগমাৎ।

প্রাণঃ :—প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। **তথা** :—সেই প্রকার। **অনুগমাৎ** :— অবরোধের জন্য।

প্রাণ ব্রহ্মই, এবং ইন্দ্র আপনাকে প্রাণরূপে উপাস্য বলায়, ওখানে ইন্দ্র ও প্রাণ ব্রহ্মার্থেই বুঝিতে হইবে। কারণ ঐ প্রকরণে এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। (কৌষীঃ ৩।৯)

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
ভাগঃ ৭।৯।৪৭

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে। ভাগঃ ৮।১৬।২৬

১।১।২৪ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে—**প্রাণ মাত্র বায়ুরূপী নহে। ইহা ব্রহ্মই।**

ভিত্তি :—

১।১।২৯ সূত্রে উদ্ধৃত, কৌষী: ৩।২ এবং ৩।৯ মন্ত্র।

সংশয় :—

১।১।১৭ সূত্রের আলোচনায়—তুমি ত বলিয়াছ যে, "**ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রপঞ্চ জগতের সকল জীব পর্য্যায়ভুক্ত**" এবং তোমার এ উক্তির পোষকে ভাগবতের ১১।২।১৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছ। যদি উহা সত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত কৌষীতকি শ্রুতির ৩।২ মন্ত্রের বক্তা ইন্দ্র ত জীব বিশেষ মাত্র। তিনি নিজের উপাসনার—উপদেশ দিতেছেন। উহার সহজ অর্থ গ্রহণ না করিয়া,—প্রাণ অর্থে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র ও ব্রহ্ম এরূপ অর্থ করিবার কারণ কি?

এই প্রকার আপত্তি আশঙ্কা করিয়া সূত্রকার—তাহার সমাধানের জন্য সূত্র করিলেন, ইহার প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাংশে সিদ্ধান্ত।

সূত্র :—১।১।৩০

ন বক্তু রাত্মোপদেশাদিতি চেৎ, অধ্যাত্ম সম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ১।১।৩০

ন + বক্তুঃ + আত্মোপদেশাৎ + ইতি + চেৎ + অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা + হি + অস্মিন্

ন :—না। **বক্তুঃ :**—বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের। **আত্মোপদেশাৎ :**—আপনাকে উপাসনা করিবার উপদেশ করায়। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা :**—আত্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় উপদেশ বাহুল্য। **হি :**—নিশ্চয়ই, যেহেতু। **অস্মিন্ :**—এখানে, এই প্রকরণে।

যদি বল, প্রাণাদি শব্দের ব্রহ্ম অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ এখানে বক্তা ইন্দ্র আপনাকে উপাস্য করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, ইন্দ্র এখন শক্তিশালী জীব ইহাই প্রসিদ্ধ আছে, অতএব এই প্রকরণের বাক্যগুলি যাহাতে ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী জীবের উপাসনাপর হয়, সেইরূপ অর্থ করিতে হইবে, এই সংশয় উত্থাপন করিয়া উত্তর দিলেন, না, ইহা হইতে পারে না, যেহেতু এই প্রকরণে পরমাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। (দেখ কৌষী: ৩।৯)।

শ্রীমদ্ ভাগবতে গোবর্দ্ধন ধারণ লীলায় ইহা সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, প্রথমে তাঁহার নিন্দা করেন, এবং তৎপরে তাঁহার ইন্দ্রমখ ভঙ্গ করিবার জন্য শাস্তিদান করিতে বৃন্দাবনে বৃষ্টিজল প্লাবন উৎপাদন করেন। কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহ ব্যাপী গোবর্দ্ধন ধারণ

করিয়া, গোপ, গোপী এবং গোগণের রক্ষা বিধান করিলে, তিনি তাঁহার অতিমানুষিক কার্য্য দেখিয়া, তাঁহাকে পরমাত্মা জ্ঞানে স্তব-স্তুতি করেন। অতএব ইন্দ্র উপাস্য নহেন। পরমাত্মাই উপাস্য। ইন্দ্র কৌষীতকি উপনিষদে নিজের নাম করিয়া পরমাত্ম উপাসনারই উপদেশ দিয়াছেন। ভক্ত ভাবে বিভোর হইয়া কখনও কখনও আপনাকেই ভগবান্ মনে করেন।

ইন্দ্র উবাচ :—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্॥ ভাগঃ ১০।২৫।৫

গোপ সকল, বাচাল, শিশু, অবিনীত, পণ্ডিতমন্য ক্ষুদ্র মানুষ কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া, আমায় অপ্রিয় আচরণ করিল। ভাগঃ ১০।২৫।৫

তারপর ইন্দ্র স্তব করিলেন :—

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং, তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসংপ্রবাহো, ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ॥
ভাগঃ ১০।২৭।৪

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো, দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে, মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্॥
ভাগঃ ১০।২৭।৬

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ভাগঃ ১০।২৭।১০

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ভাগঃ ১০।২৭।১১

....

ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ। ভাগঃ ১০।২৭।১৩

আপনার স্বরূপ শান্ত একরূপ, তপোময় অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাচুর্য্য হেতু সর্ব্বজ্ঞ, রজো ও তমোগুণ ধ্বস্ত হওয়ায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব; অতএব আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্যমান অজ্ঞানে অনুবন্ধ এই মায়াময় সংসারে, আপনার দৃষ্টিতে নাই।
ভাগঃ ১০।২৭।৪

আপনি জগতের পিতা, গুরু, অধিশ্বর, আপনি দুরন্ত কাল স্বরূপ, সকলের

নিয়ন্তা রূপে দণ্ডধারী হইয়া, আমার ন্যায় জগদীশ্বরমানী অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণের অভিমান নাশ করেন। ভাগঃ ১০।২৭।৬

আপনি ভগবান্, অন্তর্য্যামী পুরুষ হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী বাসুদেব, সর্ব্বভূতাবাস, সাত্বতগণের পতি, হে কৃষ্ণ! আপনাকে নমস্কার। ভাগঃ ১০।২৭।১০

আপনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বভূতাত্মা, আপনি নিজ ইচ্ছাবশতঃ দৃশ্যমান দেহধারণ করিয়াছেন। আপনাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ১০।২৭।১১

আপনি ঈশ্বর, গুরু, আত্মা, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

ভাগঃ ১০।২৭।১

অতএব ইন্দ্র উপাস্য নহেন, পরমাত্মাই উপাস্য—ইহা সিদ্ধ হইল।

ভিত্তি ঃ—

"তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি ।"

(বৃহদারণ্যকঃ ১।৪।১০)

বামদেব ঋষি এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে "আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম।" (বৃহঃ ১।৪।১০)

সংশয় ঃ—তাহা হইলে যাহার জীবভাব প্রসিদ্ধই আছে, সেই ইন্দ্রের পক্ষে আপনাকে উপাস্য বলিয়া উপদেশ করা সঙ্গত হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন ঃ—

সূত্র ঃ—১।১।৩১

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাত্তূপদেশো বামদেববৎ। ১।১।৩১

শাস্ত্রদৃষ্ট্যাৎ + তু + উপদেশঃ + বামদেববৎ।

শাস্ত্রদৃষ্টা ঃ—শাস্ত্রের উপদেশ দর্শনে। **তু ঃ—**কিন্তু, পরন্তু। **উপদেশঃ ঃ—** উপদেশ, নিজেকে উপাস্যরূপে উপাসনার উপদেশ। **বামদেববৎ ঃ—** বামদেব ঋষির মত। (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০)

শাস্ত্রে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মাই জগদ্রূপে প্রকাশিত হন। এ সম্বন্ধে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের ৭।৯।৪৭, ৭।৬।২০ হইতে ৭।৬।২৩ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য। তিনিই যখন প্রপঞ্চ জগতের যা কিছু, তখন ইন্দ্রও তিনি, অতএব ইন্দ্র যদি তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, শ্রীভগবানে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া, আপনাকে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১।৪।১০ মন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, বামদেব ঋষিও "আমি মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম" বলিয়াছিলেন।

পরমহংস চূড়ামণি শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকেও শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রবণ করাইয়া, শ্রীভগবানের ভাবে বিভোর হইয়া, তন্ময়ত্ব লাভ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন ঃ—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদং।
এবং সমীক্ষ্যচাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥ ভাগঃ ১২।৫।১২
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১২।৫।১৩

আমিই ব্রহ্ম পরম ধাম, ব্রহ্মই আমি পরম পদ, এই অভেদ চিন্তায়, নিরুপাধি পরমাত্মায় জীবাত্মায় যোগ কর। তাহা হইলে পদতলে লেলিহান দংশনকারী তক্ষককে ও শরীর এবং বিশ্বকে আত্মা হইতে আর পৃথক্ দেখিবে না। ভাগঃ ১২।৫।১২-১৩

ব্রজগোপীদিগেরও ঐ প্রকার তন্ময়ত্ব, ভাগবতে ১০।৩০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, যথা—

অসাবহং ত্বিত্যবলা স্তদাত্মিকা ন্যবেদিষু কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ।।

ভাগঃ ১০।৩০।৩

কৃষ্ণের ন্যায় তাহাদিগের ক্রীড়া ও বিলাস হইল, সুতরাং সেই সকল অবলাগণ কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া, পরস্পর "আমিই সেই কৃষ্ণ" এই প্রকার কহিতে লাগিলেন। ভাগঃ ১০।৩০।৩

উক্ত অধ্যায়ে অনেক শ্লোক, উক্ত অর্থ প্রকাশ করে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

অতএব ইন্দ্র ভগবদ্‌ভাবে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া—যদি নিজের উপাসনার উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা ভগবদুপাসনারই উপদেশ, বুঝিতে হইবে।

ভিত্তি :—

১।১।২৯ সূত্রে উদ্ধৃত কৌষী: ৩।২ এবং ৩।৫ মন্ত্র।

সংশয় :—তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক ধারণা করিতে পারিলাম না। ইন্দ্র ও জীব পর্য্যায়ভুক্ত। তিনি নিজের উপাসনা উপদেশ দিতেছেন। আবার তিনি মুখ্য প্রাণরূপী, তাহাও নির্দ্দেশ করিতেছেন। এরূপ করিবার কারণ কি? যদি ব্রহ্মোপাসনার—উপদেশ দেওয়া উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে ত স্পষ্টভাবে বলিলেই হইত। সূত্রের প্রথমাংশে এই আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে তাহার সমাধান করিতেছেন।

সূত্র :—১।১।৩২

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, ন উপাসনাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ-
তদ্যোগাৎ ॥ ১।১।৩২

জীব-মুখ্য-প্রাণ-লিঙ্গাৎ + ন + ইতি + চেৎ + ন + উপাসনাত্রৈবিধ্যাৎ
+ আশ্রিতত্বাৎ + ইহ + তদ্যোগাৎ ॥

জীব-মুখ্য-প্রাণ-লিঙ্গাৎ :—জীব লিঙ্গ ও মুখ্য প্রাণ লিঙ্গ থাকায়। **ন :**—না,—প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না, বলিতে পার না। **উপাসনা ত্রৈবিধ্যাৎ :**—যেহেতু উপাসনা তিন প্রকার। **আশ্রিতত্বাৎ :**—গ্রহণ করা হেতু, অপর অপর স্থানে আছে বলিয়া। **ইহ :**—এখানে, এই প্রকরণে। **তদ্যোগাৎ :**—যে হেতু তাহারই সম্বন্ধ আছে।

কৌষীতকি উপনিষদে প্রতর্দ্দন বিদ্যায় ইন্দ্রের উপদেশে জীবলিঙ্গ ও মুখ্য প্রাণ লিঙ্গ শব্দ সমূহ দ্বারা উপাস্য ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন। যদি বল, না, উপাস্য জীব ও মুখ্য প্রাণই; তাহা বলিতে পার না, কারণ পরমাত্মার উপাসনা ত্রিবিধ—অর্থাৎ পরমাত্মভাবে, জীবভাবে, এবং প্রাণাধিষ্ঠাতৃভাবে বিহিত আছে, এবং অন্যত্রও এই ত্রিবিধ উপাসনা স্বীকৃত হইয়াছে। এখানেও তাহাই সম্ভবপর।

ইন্দ্র নিজে জীব, তিনি আপনাকে উপাস্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন ইহাতে জীবলিঙ্গ হইল। আমি প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ (কৌষী: ৩।২), যতদিন শরীরে প্রাণ থাকে, ততদিনই আয়ু, এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, এবং যে প্রজ্ঞাত্মা

সেই প্রাণ, তাহাকে উপাসনা কর (কৌষীঃ ৩।২), ইহাতে মুখ্য প্রাণলিঙ্গ বুঝা গেল। আবার ইহাই অজর, অমৃত, আনন্দ, বলায় ব্রহ্মলিঙ্গ ও কথিত হইল, (কৌষীঃ ৩।৯)। ইন্দ্র কখনও তিনের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার উপদেশ দেন নাই। একের উপাসনার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই এক কি? ব্রহ্ম না জীব, না মুখ্যপ্রাণ? সূত্রকার বলিতেছেন, ইন্দ্রের উপদিষ্ট উপাস্য, ব্রহ্মই বটে, কারণ অন্যান্য স্থানে ত্রিবিধ উপাসনার কথা বিহিত আছে, এখানে সেই এক পরম তত্ত্বের তিন প্রকার উপাসনারই উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। যে প্রকারেই উপাসনা হউক না কেন, সেই এক স্থান অর্থাৎ পরমতত্ত্বই উহার লক্ষ্য।

এই সম্পর্কে আমরা ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১২।১১ শ্লোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভাগঃ ১।২।১১

এক অদ্বয় পরতত্ত্বই তত্ত্ববিদ্‌গণ কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা এবং কেহ ভগবান্ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১।২।১১

বলা বাহুল্য যে, উপাসক সম্প্রদায় ভেদে এই বিভিন্নতা। জ্ঞানিগণ সেই এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন। যোগিগণ, প্রাণবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া, প্রাণের অধিষ্ঠাতা, ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, পরমাত্মা বলিয়া সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকেই ধ্যান করেন এবং ভক্তগণ, সমুদায় কর্ম্ম—তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া, তদ্‌গতচিত্তে, সমুদায় কল্যাণগুণের আকর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, ভক্তানুগ্রহের জন্য ভক্তেচ্ছানুযায়ী শরীরধারী ভগবান্ বলিয়া, সেই এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বেরই উপাসনা করেন। সকলের গতি ও লক্ষ্য সেই একই। সগুণ-সাকার শ্রীভগবানে জীবলিঙ্গ বর্ত্তমান; হৃদি স্থিত পরমাত্মায় মুখ্য প্রাণলিঙ্গ বর্ত্তমান; নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে ব্রহ্মলিঙ্গ বর্ত্তমান। কিন্তু উপাসনা সেই অদ্বয় তত্ত্বের। অতএব ইন্দ্রের উপদেশে উক্ত তিন লিঙ্গ বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার উপদিষ্ট—সেই এক অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব, ইহা সিদ্ধ হইল।

আমরা ১।১।২ ও ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ে, জগৎকারণ ব্রহ্মে কোনও বিকার প্রসক্তি নাই। তিনি সর্ব্বদা স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকেন। এবং তিনি "**সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ**", স্বরূপ (দেখ ১।১।১৬ সূত্র)। আবার ১।১।১০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।৩।১৯ শ্লোকের, ১।১।১২ সূত্রের

আলোচনায় উদ্ধৃত ৪।৯।৭, ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৫।১১।১৪ প্রভৃতি শ্লোকের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে, তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতি অণু-পরমাণুতে "অনুপ্রবেশ" করিয়া আছেন। ১।১।১৭ সূত্রের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে, জীব ব্রহ্মাংশ এবং ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেবতাগণও যে শক্তিশালী জীব, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বেদও ত্রিবিধ :—কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ড। এই তিন প্রকার ভেদে উপাসনাও ত্রিবিধ। কর্ম্মিগণ অগ্নিতে হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অচেতন অগ্নিতে অচেতন হবিঃ দ্বারা উপাসনা করেন। কেহ কেহ শ্রীভগবানের মনোময়ী প্রতিকৃতি হৃদয়ে ধারণা করিয়া ভাগবতী গতি লাভ করেন (দেখ ১।১।১১ সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১২।৩৮ শ্লোক)। কেহ কেহ দেবতারাধনা করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার স্বরূপের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকেন। সকলের লক্ষ্য কিন্তু সেই একই অদ্বয় তত্ত্ব। এই সম্পর্কে ১।১।১১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৬।৮, ১১।৬।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল না।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ভৌতিক অগ্নিতে ভৌতিক হবিঃ দ্বারা যজ্ঞ, ভৌতিক মনোময়ী প্রতিকৃতির ধারণার দ্বারা উপাসনা, জীবরূপী দেবতার আরাধনা এবং নির্গুণ শ্রীহরির উপাসনা,—সকলেরই লক্ষ্য এক। সুতরাং ইন্দ্রের উপদেশে জীবলিঙ্গ, মুখ্য প্রাণলিঙ্গ ও ব্রহ্মলিঙ্গ থাকায়, কোনও দোষ হয় নাই।

উপরন্তু, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, উপাসনার এই তিন পন্থা প্রসিদ্ধই আছে। অধিকারী ভেদে উপাসনার এই প্রকার ভেদ মাত্র। কোন্ প্রকার অধিকারীর পক্ষে কোন্ পন্থা হিতকর, তাহা শ্রীমদভাগবতে বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥

ভাগঃ ১১।২০।৬

যোগা—উপায়াঃ, ব্রহ্ম-কর্ম্ম-দেবতাকাণ্ডৈঃ প্রোক্তাঃ। (শ্রীধর)

মানবদিগের মঙ্গল বিধান জন্য, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এই

ত্রিবিধ সাধনোপায় আমি বর্ণনা করিয়াছি। ইহা ভিন্ন কোথাও অন্য উপায় নাই। ভাগঃ ১১।২০।৬

তন্মধ্যে কাহার পক্ষে কোন্ প্রকারের উপায় বিহিত, বলিতেছেন ঃ—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনমামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্॥

ভাগঃ ১১।২০।৭

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

ভাগঃ ১১।২০।৮

তন্মধ্যে কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে বিরক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগই সিদ্ধিদান করে আর কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিষয়ে দুঃখবুদ্ধিশূন্য অতএব কামী ও অবিরক্ত ব্যক্তিদিগের কর্ম্মযোগই সিদ্ধিদান করে। ভাগঃ ১১।২০।৭

কোনও রূপ ভাগ্যোদয় বশতঃ আমার প্রসঙ্গে যাঁহার নিতান্ত শ্রদ্ধা জন্মে এবং কর্ম্ম ও তৎফলাদি বিষয়ে যিনি অতিবিরক্ত বা অত্যাসক্ত নহেন, ভক্তি-যোগই তাঁহার সিদ্ধিদান করে। ভাগঃ ১১।২০।৮

এক প্রকার অধিকারীর পন্থা অন্য প্রকার অধিকারীর পক্ষে হিতের হয় না। যেমন, যতদিন না পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের উদয় হয়, অথবা ভগবদ্‌কথায় শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। ভাগঃ ১১।২০।৯

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

ভাগঃ ১১।২০।৯

অতএব বৈরাগ্যের উদয় হইলে জ্ঞানযোগ আশ্রয় করা, অথবা ভগবদ্‌কথায় শ্রদ্ধা জন্মিলে ভক্তি যোগ আশ্রয় করা বিহিত। কিন্তু প্রাপ্য সকলের এক। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, ভগবদ্ভক্ত সেই সমুদায়ই প্রাপ্ত হন। ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মুক্তি, এমন কি ভগবদ্ধাম পর্য্যন্ত, প্রাপ্ত হইতে পারেন। ভাগঃ ১১।২০।৩২-৩৩

যৎ কর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ ভাগঃ ১১।২০।৩২

সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদযাদি বাঞ্ছতি ॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৩

অতএব প্রতর্দ্দন বিদ্যায় ইন্দ্র যদি অধিকারী ভেদ মনে করিয়া, প্রতর্দ্দনকে উপলক্ষ করতঃ, সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ, জীবলিঙ্গ, মুখ্যপ্রাণলিঙ্গ ও ব্রহ্মলিঙ্গ এই তিন বিষয়ক উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাতে কোনও দোষ হয় নাই। বিশেষতঃ, তিনিই উপাস্য, উপাসক এবং উপাসনা এবং তদুপকরণ। অতএব ইন্দ্রের ও প্রকার উপদেশে কোনও দোষ হয় নাই।

ত্বং ক্রতুংস্ত্বং হবিস্তং হুতাশঃ স্বয়ং ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভ-
পাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম
আজ্যং পশুঃ ॥ ভাগঃ ৪।৭।৪২

তুমি ক্রতু, তুমি হবিঃ, তুমিই অগ্নি স্বয়ং, তুমিই মন্ত্র, তুমিই যজ্ঞোপকরণরূপ সমিৎ, কুশ ও যজ্ঞপাত্রসকল, তুমিই সদস্য, ঋত্বিক, তুমিই যজমান দম্পতি, তুমিই দেবতা,অগ্নিহোত্র, তুমিই স্বধা, সোম, আজ্য ও যাবতীয় পশু।

ভাগঃ ৪।৭।৪২

প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

অস্পষ্ট উপাস্য ব্রহ্মবোধক বাক্য বিচার।

প্রথম পাদের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, সংসারে কর্ম্মস্রোতে ভাসমান জীবের কর্ম্মাবর্ত্তে উন্মজ্জন নিমজ্জন করিতে করিতে স্বতঃ ভগবদনুগ্রহে অথবা শাস্ত্রালোচনায়, জ্ঞান জন্মে যে নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গ বিধায়ক সমুদায় কর্ম্মমাত্রই নশ্বর। উহাদের ফল নিত্য স্থায়ী নহে। এই জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্মে স্পৃহা স্বতঃই কমিয়া যায় এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ইচ্ছা মনে উদয় হয়। ব্রহ্ম, বাক্য মনের অগোচর। সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ও ঐতিহ্য এই তিন প্রমাণের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য নহেন। একমাত্র বেদ ও তদনুসারী শাস্ত্রই তাঁহাকে প্রতিপাদন করে। সুতরাং শাস্ত্র চর্চ্চায় অভিলাষ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ।

শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে মনে নানারূপ সংশয় উদয় হয়। শাস্ত্র সমুদায় সকল প্রকার উচ্চ নীচ অধিকারী সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য উপদেশগুলি পরোক্ষভাবেই দেওয়া হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ, সাক্ষাৎভাবে ভাষার দ্বারায়, বাক্য মনের অগোচর, সমুদায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থের বহির্ভূত, ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং তাঁহাকে ভাষায় সাহায্যে ব্যক্ত করিতে হইলে, উপমা বা সাদৃশ্যের দ্বারা করিতে হয় এবং সেই উপমা বা সাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান বিশ্ব হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু তাহারা কিছুতেই সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে ব্রহ্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না। এই সকল কারণে, মনে নানারূপ সংশয়ের উদয় আপনিই হইয়া থাকে। প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মচিহ্ন যুক্ত বাক্য বিচার করিয়া, পূজ্যপাদ ভগবান্ বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন যে, যদিও ঐ সমুদায় বাক্যে প্রধান, আকাশ, প্রাণ ইত্যাদি প্রতিপাদ্য বলিয়া সন্দেহের অবসর থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের উল্লেখ না থাকায়, গৌণভাবে জীব প্রভৃতিও বুঝাইবার সম্ভাবনা থাকে, অথচ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মপ্রতিপাদনই তাহাদের উদ্দেশ্য, সেই সমস্ত বাক্য দ্বিতীয় পাদে বিচারিত হইতেছে।

১। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ্যধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

(১) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসীতা অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি স ক্রতুং কুর্ব্বীত।" ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।১

"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ"॥

(ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।২)

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির মন্ত্রের সরলার্থ হইতে আমরা পাইতেছি যে, পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম। তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাতে স্থিত এবং তাহাতেই লয়শীল। শান্তভাবে তাঁহার উপাসনা কর্তব্য। পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময় (সংকল্প প্রধান)। পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্পশালী হয়, মৃত্যুর পর সেইরূপই হইয়া থাকে। অতএব পুরুষ, মনোময়, প্রাণশরীর বিশিষ্ট, জ্যোতিরূপ, সত্য-সংকল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্ববিশ্বব্যাপী, বাক্যের অগোচর, অসঙ্গ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু উপাসনা করিবে। (ছাঃ ৩।১৪।১-২)

সংশয় ঃ—

ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে, মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু ক্ষেত্রজ্ঞ—জীব বা পরমাত্মা। এই সংশয় নিরাসের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।১

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১।২।১

সর্ব্বত্র + প্রসিদ্ধ + উপদেশাৎ।

সর্ব্বত্র ঃ—সকল স্থানে। **প্রসিদ্ধ** ঃ—প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত। **উপদেশাৎ** ঃ—উপদেশ হেতু।

উদ্ধৃত ৩।১৪।১ ছান্দোগ্য মন্ত্রে **"তজ্জলান্"** পদে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ ব্রহ্মকেই উপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম যে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অতএব উপাস্য **"মনোময় প্রাণ শরীর"** ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট বস্তু, ব্রহ্মই। অন্য কিছু নহে। জীব কখনও সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ ভাগবতে স্পষ্ট জীবও ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ শ্রীভগবান্‌কেই প্রতিপাদন করে, ইহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়টিতে বিষদ ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

স এষ জীবো বিবরপ্রসূতিঃ, প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং, মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥

ভাগঃ ১১।১২।১৫

ইহার সরলার্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

অহং হি জীবস্ত্রিবিদজযোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি, বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ॥

ভাগঃ ১১।১২।১৮

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং, পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ॥

ভাগঃ ১১।১২।১৯

গুণাশ্রয়, লোক পদ্মের উত্তম স্থান, আদিতে অব্যক্ত, কালে বহুধা বিভক্ত শক্তি, আদ্য পুরুষ, পরমেশ্বর, ক্ষেত্র পতিত জীবের বহু আকারে পরিণামের ন্যায়, স্বরূপতঃ একই বহু প্রকারে প্রতিভাত হয়েন। ভাগঃ ১১।১২।১৮

উপাদান কারণ স্বরূপ তন্তু, যেরূপ দীর্ঘ ও হ্রস্ব ভাবে বিন্যস্ত হইয়া, বস্ত্র নাম ও রূপে অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ এই অশেষ বিশ্ব ঈশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছে। ভাগঃ ১১।১২।১৯

নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥ ভাগঃ ৫।১১।১৩

১।১।২৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যথানিলঃ স্থাবরজঙ্গমানামাত্ম স্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ॥

ভাগঃ ৫।১১।১৪

যেমন একই বায়ু, স্থাবর জঙ্গমাদি ভূত সকলের শরীরে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে পরিচালিত করে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, পরমপুরুষ, ভগবান বাসুদেব, প্রপঞ্চ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পরিচালিত করিতেছেন॥ ভাগঃ ৫।১১।১৪

চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব মন্দিরম্॥ ভাগঃ ১১।২৭।১৩
জীবস্য ভগবতো মন্দিরম্। শ্রীধর।

চল ও অচল দুই প্রকার প্রতিমাতে ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

ভাগঃ ১১।২৭।১৩

বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
কাল কর্ম্ম স্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবয়ৎ ॥ ভাগঃ ২।৫।৩৪
জীবয়তীতি জীবঃ পরমাত্মা। (শ্রীধর)

বহু সহস্র বর্ষ অন্তে জলে শয়ান সেই ব্রহ্মাণ্ডকে, পরমাত্মা, কাল, জীবাদৃষ্ট ও স্বভাবে অধিষ্ঠান করিয়া, সচেতন করিলেন। ভাগঃ ২।৫।৩৪

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকের অর্থ বিচার করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, জীব কখনই সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের আশ্রয়, লোক পদ্মের কারণ, পরেশ, ভগবান্, বাসুদেব, সর্ব্বনিয়ন্তা, স্থাবর জঙ্গমের আত্মা স্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। অতএব এই শ্লোক সকলের প্রতিপাদ্য পরমাত্মাই, ইহা সিদ্ধ হইল। যদিও ১১।১২।১৫, ১১।১২।১৮, ১১।২৭।১৩, ২।৫।৩৪ শ্লোকে স্পষ্টতঃ "**জীব**" শব্দ এবং ৫।১১।১৪ শ্লোকে জীব পর্য্যায় ভুক্ত "**ক্ষেত্রজ্ঞ**" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহারা পরমতত্ত্বের প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় সূত্রের ভিত্তি :—

প্রথম সূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ মন্ত্র

সূত্র :—১।২।২

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১।২।২

বিবক্ষিত + গুণ + উপপত্তেঃ + চ।

বিবক্ষিত :—অভিপ্রেত, বর্ণিত। **গুণ :**—পরমাত্ম সম্বন্ধীয় গুণ। **উপপত্তেঃ :**—উপপত্তি বা সঙ্গতি হেতু। **চ :**—ও

উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ শ্রুতিতে যে সমুদায় গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সে সকল ব্রহ্মেই প্রযোজ্য; জীবে নহে। অতএব উক্ত শ্রুতির প্রতিপাদ্য, ব্রহ্মই।

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রযানং বচসা নিরুক্তং নমামহে দেব বরং বরেণ্যম্ ॥

ভাগঃ ৮।৫।১৫

বিপশ্চিতং প্রাণ মনোধিয়াত্মনামর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ, তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ॥

ভাগঃ ৮।৫।১৬

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনার বিকার নাই, আপনি সত্য, অনন্ত, অনাদি, সর্ব্বান্তর্য্যামী, নিরুপাধি এবং অপ্রতর্ক্য, আপনি মনেরও অগ্রে গমন করেন, বাক্য দ্বারা আপনাকে নির্ব্বাচিত করিতে পারা যায় না; আপনাকে নমস্কার। ভাগঃ ৮।৫।১৫

যিনি প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও আত্মাকে জানেন, এবং বিষয় ও ইন্দ্রিয় ও তদুভয়রূপে প্রকাশিত হন, অথচ অজ্ঞান রহিত, যাঁহার দেহ নাই, যিনি অক্ষর, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, এবং যাঁহাতে জীব পক্ষপাতিনী অবিদ্যা, অথবা, তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা কিছুই নাই, তিনি তিন যুগেই আবির্ভূত হয়েন। আমরা তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৮।৫।১৬

উপরে উদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে **"গুহাশয়"** শব্দ এবং **"প্রানমনোধিয়াত্মনাম্‌"** শব্দে জীব বুঝাইতে পারে, এ প্রকার সংশয় যদি সম্ভব হয়, তাহার নিরাসের জন্য না, জীব বুঝাইতে পারে না, কেননা অন্যান্য বিশেষণগুলিতে পরমাত্মার গুণ সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। উহারা জীবে প্রযোজ্য নহে। পরমাত্মাতেই তাহাদের উপপত্তি বা সঙ্গতি।

পূর্ব্বের ১।২।১ সূত্রের আলোচনায়, ১১।১২।১৫, ১১।১২।১৮, ১১।১২।১৯, ৫।১১।১৩ ও ৫।১১।১৪ উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকে ও পরমাত্মায় বিবক্ষিত গুণ সকলই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব উক্ত শ্লোক সকলের প্রতিপাদ্য, জীব নহে, পরমাত্মাই। যদিও উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোকে "জীব" পদ স্পষ্টতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভিত্তি ঃ—

তৃতীয় সূত্রের ভিত্তি ও প্রথম সূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ মন্ত্র।

সূত্র ঃ—১।২।৩

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ১।২।৩

অনুপপত্তেঃ + তু + ন + শারীরঃ।

অনুপপত্তেঃ ঃ—অনুপপত্তি—অসঙ্গতি হেতু। **তু ঃ**—কিন্তু। **ন ঃ**— না। **শারীরঃ ঃ**—জীব।

ছান্দোগ্য ৩।১৪।২ মন্ত্রে সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি যে সমুদায় গুণ বর্ণিত আছে, জীব চিৎকণ এবং পরমাত্মার অণুপ্রমাণ অংশ হইলেও মায়াবশ হওয়ায় তাহাতে এ সকল গুণের সঙ্গতি হয় না। অতএব জীব প্রতিপাদ্য নহে।

যদি বল, জীবের স্বরূপ অভিব্যক্তিতে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির মন্ত্রস্বরূপ প্রাপ্ত জীবে প্রযোজ্য হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিব যে, স্বরূপাভিব্যক্তিতে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উক্ত গুণসকল তখন জীবে প্রকাশ পায়। জীবে উক্ত গুণ সকল সাধনসিদ্ধ, কিন্তু পরব্রহ্মে উহারা নিত্য সিদ্ধ। জীব-অংশী—পরব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বরূপপ্রাপ্তিতে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি? পরব্রহ্মে উহাদের উৎপত্তি নিত্য। সুতরাং উহারা মুখ্যভাবে পরব্রহ্মেই প্রযোজ্য বুঝা গেল।

খদ্যোতগণ আলোক দ্বারা রবির কাছে—কি প্রকাশ করিবে? সেই প্রকার অল্পজ্ঞ জীব সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের নিকট কি বর্ণনা করিবে?

বিদিতমনন্ত সমস্তং, তব জগদাত্মনো জনৈরিহাচরিতং।
বিজ্ঞাপ্যং পরমগুরোঃ, কিয়দিব সবিতুরিব খদ্যোতৈঃ ॥
ভাগঃ ৬।১৬।৪২

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগদ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥
ভাগঃ ৩।২৮।৪১

ব্রহ্মা বলিতেছেন :—

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নি বাভূ্ সম্বেষ্ঠিতাণ্ডঘট সপ্ত
বিতস্তি কায়ঃ।
কেদৃগ্বিধাঽবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য
চ তে মহিত্বম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।১১

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে, সংতপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ॥
ভাগঃ ১১।১৯।৯

হে অনন্ত! আপনি জগদাত্মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আচরিত আপনার বিদিত। খদ্যোত স্বীয় সামান্য জ্যোতিঃ দ্বারা জ্যোতির আধার দিবাকরের নিকট কি প্রকাশ করিবে? সেইরূপ পরম ৮— আপনি, আপনার নিকট আমরা কি প্রকাশ করিব? ভাগঃ ৬।১৬।৪২

ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান ও জীব হইতে দ্রষ্টা আত্মা পৃথক্। আবার জীব সংজ্ঞিত আত্মা হইতে ব্রহ্ম সংজ্ঞিত আত্মাও পৃথক্। ভাগঃ ৩।২৮।৪১

হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী এই সকল পরিবেষ্টিত যে অন্তঘট তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তিমাত্র পরিমিত আমার শরীর। আমি কোথায়, আর তোমার মহিমাই বা কোথায়? ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষ দ্বারে অগণ্য ধূলিকণার বিচরণের ন্যায় তোমার শরীরের প্রত্যেক রোম বিবরে পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব আমি অতি তুচ্ছ। আমাকে অনুকম্পা কর। ভাগঃ ১০।১৪।১১

ব্রহ্মা ও ভগবানে যখন এত প্রভেদ, তখন সাধারণ জীবের কথা কি?

হে ঈশ! এই ঘোর সংসার পথে তাপত্রয়ে সংতপ্যমান হইয়া, আমি আপনার অমৃতাভিবর্ষী পাদপদ্মরূপ আতপত্র ব্যতীত আর অন্য আশ্রয় দেখিতে পাইতেছি না। ভাগঃ ১১।১৯।৯

অতএব জীবের কর্ত্তব্য, তাঁহার শ্রীচরণেরই উপাসনা করা। ইহা ১।২।১ সূত্রে উদ্ধৃত ৩।১৪।১ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভাগবত ও ১১।১৯।৯ শ্লোকে তাহাই বলিলেন। **অতএব ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য। তিনিই জীবের উপাস্য।**

ভিত্তি :—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসংভবিতাস্মি।"

ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।৪

সর্ব্ব কর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্ব বিশ্বব্যাপী, বাক্যের অগোচর, অসঙ্গ, আমার অন্তর্হৃদয়স্থ আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম ; মৃত্যুর পর ইনিই গতি।

ছাঃ ৩।১৪।৪

সূত্র :—১।২।৪

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।২।৪

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ + চ।

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাৎ : —কর্ম্ম ও কর্ত্তার—উপাস্য ও উপাসকের নির্দ্দেশ হেতু। **চ :**—ও।

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।৪ মন্ত্রে, কর্ম্ম—প্রাপ্য বা উপাস্য ব্রহ্ম এবং কর্ত্তা—প্রাপ্তা বা উপাসক জীব, নির্দ্দেশের কারণ, পরব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট ; জীব নহে। কারণ, এক বস্তু উপাস্য ও উপাসক হইতে পারে না।

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥ ভাগঃ ১১।২০।২৮

অতএব শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ঐ সকল কামনা উপভোগ করিয়াও দুঃখজনকত্বরূপে তাহাদের নিন্দা করতঃ প্রীতমনে আমাকে ভজনা করিবে। ভাগঃ ১১।২০।২৮

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা, ভক্তির্বিরক্তি র্ভগবৎপ্রবোধঃ ॥
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্, ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥

ভাগঃ ১১।২।৪১

১।১।৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

জ্ঞানং যদেতদদধাৎ কতমঃ স দেবস্ত্রৈকালিকং স্থিরচরেষ্বনুবর্ত্তিতাং শং।
তং জীবকর্ম্মপদবীমনুবর্ত্তমানা স্তাপত্রয়োপশমনায়

বয়ং ভজেম ॥ ভাগঃ ৩।৩১।১৬

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

ভাগঃ ১১।২৯।৩২

জীব বলিতেছেন, এই যে ত্রৈকালিক জ্ঞান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা সেই পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে বিধান করিতে সমর্থ হন? আমি কর্ম্মপদবী অনুবর্ত্তনকারী জীব; আমাতে স্বতঃ এ জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে। অতএব, যিনি আমার এইরূপ জ্ঞানপ্রদ এবং স্থাবর জঙ্গমে যাঁহার অংশ অনুবর্ত্তমান, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উপশমনার্থ তাঁহারই ভজনা করি। ভাগঃ ৩।৩১।১৬

মনুষ্য যখন সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মনিবেদন করতঃ নিশ্চিন্ত হয়েন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওতঃ আমার সাম্য লাভ করেন।

ভাগঃ ১১।২৯।৩২

নারায়ণো ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ ॥

ভাগঃ ৫।১১।১৩

আত্মনি—জীবে, অবধীয়মানঃ অবস্থাপ্যমানঃ কর্ম্মকর্ত্তৃপ্রয়োগঃ তন্নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমান। শ্রীধর।

১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই কয়েকটি শ্লোক এবং ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৮।৫।১৫, ৮।৫।১৬ শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, জীব উপাসক ও ব্রহ্ম উপাস্য। অতএব, উভয়ে এক বস্তু হইতে পারে না। অতএব **মনোময়ত্বাদি গুণ সম্পন্ন বস্তু ব্রহ্ম, জীব নহে।**

ভিত্তি ঃ—

১।২।৪ সূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।৪ মন্ত্র।

সূত্র ঃ—১।২।৫

শব্দবিশেষাৎ॥ ১।২।৫

শব্দবিশেষাৎ ঃ—শব্দ গত বিশেষ হেতু।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।৪ মন্ত্রাংশে আছে, **"এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়"**—এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে আছেন—এই স্থলে উপাসক জীব ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা, এবং উপাস্য প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, এবং উহার পরেই **"এতদ্বৈব্রহ্ম"** এরূপ উক্ত আছে, অতএব, এ কারণেও মনোময়ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট, জীব নহে ; ব্রহ্মই।

শ্রীমদ্ ভাগবতে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ ব্রহ্মা তিনবার সমগ্র বেদ পর্যালোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভগবান্ হরিই সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, এবং সর্ব্বাত্মা দ্বারা তাঁহার শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা সর্ব্ব জীবের কর্ত্তব্য।

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎর্স্ন্যেন ত্রিরন্বিক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতোভবেৎ॥ ভাগঃ ২।২।৩৪
ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥ ভাগঃ ২।২।৩৫

ভগবান্ ব্রহ্মা নিজের সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদ তিনবার বিচার করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে, ভক্তি যোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন না তাহা হইতে ভগবান্ শ্রীহরিতে রতি সঞ্জাত হয়। ভাগঃ ২।২।৩৫

ভগবান্ হরি ক্ষেত্রজ্ঞ ও অন্তর্য্যামীরূপে সকল প্রাণীতেই বিরাজমান। বুদ্ধি আদির দর্শন দ্রষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না, এবং বুদ্ধি আদি করণগ্রাম কর্ত্তার অধীন, এই প্রকার উৎপত্তি ও অনুমাপক প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর স্বতন্ত্র কর্ত্তা আছেন, ইহা অনুভব সিদ্ধ হয়। ভাগঃ ২।২।৩৫

'হরি' শব্দ বিশেষভাবে পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করে। কর্ম্ম ও কর্ম্মজনিত সংস্কার, বাসনা, যাহারা ভবিষ্যৎ কর্ম্মের বীজস্বরূপ, সমুদায় হরণ বা নাশ করেন বলিয়া—**'হরি'** নামের সার্থকতা।

ভিত্তি ঃ—

গীতা—সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥
(গীতা ১৫।১৫)

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত। (গীতা ১৩।২)

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। (গীতা ১৮।৬১)

আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি, স্মৃতি, জ্ঞান এবং অপোহন অর্থাৎ উহাদের অপলাপ ও আমা হইতে হইয়া থাকে। আমি সমুদায় বেদ দ্বারা বেদিতব্য। বেদান্তের কর্ত্তা ও বেদবেত্তা আমিই। গীঃ ১৫।১৫

হে অর্জ্জুন! সমুদায় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও। গীঃ ১৩।১২

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। গীঃ ১৮।৬১

সূত্র ঃ—১।২।৬

স্মৃতেশ্চ ॥ ১।২।৬

স্মৃতেঃ + চ।

স্মৃতেঃ ঃ—স্মৃতি শাস্ত্রে থাকা হেতু। **চঃ** —ও। স্মৃতি শাস্ত্রেও কথিত আছে, জীব উপাসক এবং ব্রহ্ম উপাস্য।

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥ ভাগঃ ১১।১৬।১
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয় মকৃতাত্মভিঃ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ ॥ ভাগঃ ১১।১৬।২
অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহীনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ভাগঃ ১১।১৫।৩৬
এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।
যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্তেনাপ্নোতি মামৃতম্ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।২২
কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠ্যজো মহাংস্ত্বং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা ॥
ভাগঃ ৭।৩।২৭

জীবঃ জীবনহেতুঃ যত স্তস্যাত্মা নিয়ন্তা। (শ্রীধর)
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ।
ভূতৈর্ম্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ॥ ভাগঃ ৭।৭।৪২
ভূতানাং প্রাণিনাং জীবসংজ্ঞিতোঽন্তর্য্যামী। (শ্রীধর)।
অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎ কৃতেঃ প্রিয়ঃ॥ ভাগঃ ৩৯।৪১

তোমার আদি, অন্ত, আবরণ নাই, তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, এবং সকল জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের হেতু। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ভূত মধ্যে, অকৃতপূণ্য লোকের তুমি দুর্জ্ঞেয়। ব্রাহ্মণেরা (ব্রহ্মবিদ্গণ) তোমাকে যথার্থরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।১৬।১-২

আমি সর্ব্বদেহির অন্তর্ব্বাহ্য অনাবৃত আত্মা। যেমন ভূত সকল ভৌতিক বস্তু সকলের বাহিরে ও অন্তরে থাকে, তদ্রূপ আমিও সকলের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান। ভাগঃ ১১।১৫।৩৬

ইহাই বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি ও মনীষিগণের মনীষা, যে অনৃত, মর্ত্ত্য মনুষ্যদেহ দ্বারা সত্য ও অমৃত প্রাপ্তি ঘটে। ভাগঃ ১১।২৯।২২

তুমি কূটস্থ—নির্ব্বিকার, আত্মা—জ্ঞানস্বরূপ, পরমেষ্ঠী—পরমেশ্বর, অজ—জন্মশূণ্য, মহান্—অপরিচ্ছিন্ন, তুমিই জীবগণের জীবন ও নিয়ন্তা। ভাগঃ ৭।৩।২৭

ভগবান্ হরি সর্ব্বভূতের আত্মা, প্রিয়, ঈশ্বর, এবং সকল প্রাণী তাঁহারই স্বকৃত ভূত সকল দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি সকলেরই অন্তর্য্যামী। ভাগঃ ৭।৭।৪২

হে বিধাতঃ! আমি অহঙ্কারোপাধি জীবগণের আত্মা, অতএব আমি অতি প্রিয় বস্তুর মধ্যেও প্রিয়তম ও নিরবদ্য। এই নিমিত্ত আমার প্রতি লোক সকলেরই রতি করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, আমার নিমিত্তই তাহাদের দেহাদিতে প্রীতি হইয়া থাকে। ভাগঃ ৩৯।৪১

অতএব ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক; ব্রহ্ম নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। ব্রহ্মই জীবের অন্তর্য্যামী আত্মা ঈশ্বর, প্রিয়। সুতরাং মনোময়ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট বস্তু জীব নহে, ব্রহ্মই বটে।

ভিত্তি :—

"এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ, জ্যায়ান্দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।" (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।৩)

আমার—হৃদয়ের অন্তরস্থ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, শ্যামা অপেক্ষা, শ্যামা তণ্ডুল অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, এই হৃদয়স্থ আত্মাই পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরিক্ষ অপেক্ষা, দিব অপেক্ষা সমুদায় লোক (ভূবন) অপেক্ষা বৃহত্তর। ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩

সংশয় :—

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্যে শ্রুতিতে "আমার হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা, যব অপেক্ষা, শ্যামা অপেক্ষা, শ্যামাতণ্ডুল অপেক্ষা সূক্ষ্মতম, বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব, আত্মা যখন হৃদয়স্থ এবং সূক্ষ্ম, অতএব উহা ব্রহ্ম নহে, জীবই। এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—প্রথমাংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া শেষাংশে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

সূত্র :—১।২।৭

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ।

১।২।৭

অর্ভক + ওকস্ত্বাৎ + তৎ + ব্যপদেশাৎ + চ + ন + ইতি + চেৎ + ন + নিচায্যবত্ত্বাৎ + এবং + ব্যোমবৎ + চ।

অর্ভক :—অল্প। **ওকস্ত্বাৎ :**—বাসস্থান হেতু। **তৎ :**—সেইরূপ, অল্পপরিমাণ রূপ। **ব্যপদেশাৎ :**—নির্দ্দেশ হেতু। **ন :**—না। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **নিচায্যবত্ত্বাৎ :**—উপাস্যত্ব হেতু। **এবং :**—এই প্রকার, অল্প পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ। **ব্যোমবৎ :**—আকাশের ন্যায়। **চ :**—ও, বটে।

অল্পায়তনত্ব হেতু "আমার হৃদয়স্থ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম," ইত্যাদি শ্রুতিতে অল্প পরিমাণ নির্দ্দেশ হেতু, ইহা যে পরমেশ্বর হইতে পারে না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, উপাসনার জন্যই ঐরূপ বিধান হইয়াছে। পরন্তু ঐ শ্রুতিমন্ত্রেই উহা **আকাশাত্মা** (ছাঃ ৩।১৪।২) বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব মনোময়ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট বস্তু ব্রহ্মই বটে, জীব নহেন। নিম্বার্ক স্বামী

"ব্যোমবৎ" পদের অর্থ করিয়াছেন "বৃহতোঽল্পত্বন্ত গবাক্ষ—ব্যোমবৎ সংগচ্ছত"। "আকাশ অনন্ত হইলেও গবাক্ষ ব্যোম—স্থলে যেমন বৃহতের অল্পত্ব বিবক্ষা হয়, তদ্রূপ বিভু আত্মায়ও ঐ প্রকার ক্ষুদ্রত্ব উপদেশ অসঙ্গত নহে।"

তিনি দারুতে অগ্নির ন্যায় গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে বিরাজ করেন।

যদা তু সর্ব্বভূতেষু দারুষগ্নিমিব স্থিতম্।
প্রতিচক্ষীত মাং লোকো জহ্যাত্তর্হ্যেব কশ্মলম্॥ ভাগঃ ৩।৯।৩১

হে ব্রহ্মণ্! আমি যে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি ইহা জানিলেই, সমুদায় অজ্ঞান জনিত মোহ নিবৃত্তি হয়, অগ্নি যেমন সকল কাষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থিত, আমি সেইরূপ সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত আছি। ভাগঃ ৩।৯।৩১

এই প্রকার গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান তাঁহাকে যে ব্যক্তি অনুভব দ্বারা দর্শন করিতে পারে, তাহারই সমুদায় দুঃখ দূর হয়।

এই প্রকার ক্ষুদ্র হইয়াও তিনি সমুদায় ভূতের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান আছেন।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ভাগঃ ২।৯।৩৪

যেমন মহাভূত সকল ভৌতিক পদার্থ সকলের ভিতরে প্রবিষ্ট ও বাহিরে অপ্রবিষ্ট বটে, সেইরূপ আমি ভূত ভৌতিক সমুদায় পদার্থের অন্তরে ও বাহিরে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট আছি। ভাগঃ ২।৯।৩৪

পদার্থ বিদ্যাবিৎ ইহা বিশেষ রূপে জানেন। এক খণ্ড প্রস্তর দেখিতে সম্পূর্ণ নিরবকাশ (নিরেট) হইলেও উহার পরমাণুগণের মধ্যে অবকাশ বা ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রে আকাশ, বায়ু প্রভৃতি ভূতগণ বিরাজ করে। ইহা ভূতগণের অন্তরে অবস্থিত। বাহিরে ত তাহারা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তিনি জীবের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান আছেন বটে, এবং মহৎ হইতেও মহীয়ান্ বটে। তাঁহার প্রতি লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে (ভাগঃ ১০।১৪।১১)। তথাপি তিনি জীবের উপাসনার জন্য সূক্ষ্মরূপে তাহার অন্তরে বিরাজ করেন, যাহাতে জীব তাঁহাকে আত্মরূপে জানিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে। ভাগঃ ১০।৮৮।৭

কেদৃগ্বিধাঽবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে
মহিত্বম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।১১

১।২।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে।। ভাগঃ ১০।৮৮।৭

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু যে সময়ে তিনি অণুরূপে অন্তরে বিরাজ করেন, সেই এক কালেই, তিনি সর্ব্বভূতের, সর্ব্বজীবের অন্তরে বাহিরেও বিরাজ করিতেছেন, ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির মহিমা।

এই ভাবটি শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন লীলায় বড়ই সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই শ্লোক দুটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণ দৃশ্যতঃ প্রাকৃত শিশু বটে, কিন্তু তাঁহাকে বন্ধন করিবার জন্য যখন শ্রীমতী মাতা যশোদার গৃহের রজ্জুসকল প্রচুর হইল না, তখন তিনি নিকট ও দূরস্থ প্রতিবেশীগণের রজ্জু চাহিয়া আনিলেন। এইরূপে গোকুলের সমুদায় রজ্জুও বন্ধন করিতে সমর্থ হইল না। এখানে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে নন্দরাজ ও তাঁহার প্রতিবেশীগণ সকলেই গোপ জাতীয় ছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের অসংখ্য গো, বৃষ, বৎসাদি ছিল, এবং তাঁহাদের বন্ধন করিবার রজ্জুও যথেষ্ট ছিল। এই পর্ব্বতপ্রমাণ রজ্জুরাশি যখন বন্ধনে অসমর্থ হইল, তখন শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন ঃ—

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ভাগঃ ১০।৯।১৩
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ভাগঃ ১০।৯।১৪

যাঁহার অন্তর, বাহির, সম্মুখ, পশ্চাৎ নাই, যিনি জগতের সম্মুখ, পশ্চাৎ, অন্তর ও বাহির, এবং যিনি জগন্ময়, মানবলীলাকারী সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে, আত্মজ জ্ঞান করিয়া গোপী প্রাকৃত বালকের ন্যায়, রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন। ভাগঃ ১০।৯।১১-১২।

তিনি তখন দেখিতে ক্ষুদ্র বালক বটে, কিন্তু সেই এক কালেই, এবং সেই বালক—মূর্ত্তিতেই তিনি জগতের অন্তরে, বাহিরে, জগৎরূপে এবং অব্যক্ত ভাবে, নিজস্বরূপে, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত রূপে বর্ত্তমান, সুতরাং তাঁহাকে বাঁধিবার চেষ্টা কৃতকার্য্য হইবার সম্ভবনা কি? তিনি নিজে কৃপা করিয়া বন্ধন অঙ্গীকার না

করিলে, তাঁহাকে কি চেষ্টা দ্বারা বাঁধা যায়? বাস্তবিক বাৎসল্যময়ী মাতার আগ্রহ ও কষ্ট দেখিয়া, তিনি তাঁহার অপার কৃপায়, বন্ধন অঙ্গীকার করিলেন। এই প্রকারেই তিনি ভক্তগণের কাছে ধরা পড়েন, এবং এইজন্য উপাসনার সার্থকতা।

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণ কৃপয়াঽসীৎ স্ববন্ধনে॥ ভাগঃ ১০।৯।১৮

নিজ মাতা যশোদাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও কেশপাশ হইতে বিশ্লিষ্ট পুষ্প-মাল্যবতী দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া, বন্ধন স্বীকার করিলেন। ভাগঃ ১০।৯।১৭

আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সমুদায় বিরোধ—তাঁহাতে সমাধান, এখানেও তাহাই পাইলাম। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির বা যোগমায়ার প্রভাব।

পরমতত্ত্বে দেশকাল বস্তু পরিচ্ছেদ নাই। সুতরাং কেবল ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অনু, মহৎ, যে অনেক, সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্ব—প্রভৃতি বর্ত্তমান নাই। দেশ কালের প্রভাবে প্রভাবিত আমাদের মনে ইহা ধারণা করা যায় না।

ভিত্তি ঃ—

পূর্ব্বসূত্রোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।৩ মন্ত্র।

সংশয় ঃ—জীবের ন্যায় যদি পরব্রহ্মেরও শরীর মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ত শরীর সম্বন্ধ থাকায়, জীবের ন্যায় তাঁহারও সুখ দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা হইতে পারে। এই সংশয়ের সমাধানের জন্য সূত্র ঃ—

সূত্রের প্রথমাংশে সংশয় উত্থাপন করিয়া, শেষাংশে তাহার সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র ঃ—১।২।৮

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥ ১।২।৮

সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ + ইতি + চেৎ + ন + বৈশেষ্যাৎ ।।

সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ ঃ—সুখদুঃখ ভোগের সম্ভাবনা। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না। **বৈশেষ্যাৎ ঃ**—যে হেতু প্রভেদ আছে।

জীব হইতে প্রভেদ হেতু পরমাত্মার সুখদুঃখ ভোগের সম্ভাবনা নাই। কারণ ১।২।৪ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিতেই ৩।১৪।৪ মন্ত্রে তাঁহাকে সর্ব্বকাম, সর্ব্বরস, অবাকী, অনাদর প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তাঁহার প্রভেদ দেখান হইয়াছে। তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কামনার বিষয় নাই। তিনি মূর্ত্তিমান্ রস বা আনন্দ, সুতরাং প্রাকৃত জৈবিক সুখদুঃখ তাঁহাতে নাই। তিনি অনাদর অর্থাৎ নিত্যতৃপ্ত একারণ অসঙ্গ, সুতরাং তাঁহার কিছুতেই আগ্রহ বা আদর নাই। অতএব জীবের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ তাঁহাতে সম্ভব নহে।

তিনি আকাশের ন্যায় নিঃসঙ্গ ; আকাশ যেমন ঋতুগুণের দ্বারা গুণান্বিত হয় না। পরমাত্মা সেইরূপ প্রাকৃত গুণের দ্বারায় স্পৃষ্ট হন না।

যথা নভোবায্বনলাম্বুভূগুণৈর্গতাগতৈর্ব্বর্ত্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।
তথাক্ষরং সত্বরজস্তমোমলৈরহম্মতেঃ সংসৃতি হেতুভিঃ পরম্ ॥

ভাগঃ ১১।২৮।২৭

যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল গুণ দ্বারা বা ঋতুগুণ দ্বারা, আকাশ আসক্ত হয় না, তদ্রূপ সত্ব, রজঃ ও তমো গুণ দ্বারা বা সংসার হেতু ভূত গুণ দ্বারা, সংসার পারে অবস্থিত পরমাত্মা আসক্ত হন না।

ভাগঃ ১১।২৮।২৭

রজঃ সত্ত্বতমোবৃত্ত্যা জায়তে বোত নশ্যতি।

ন তত্রাত্মা স্বয়ং জ্যোতি র্যো ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃ॥ ভাগঃ ১২।৫।৮

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো বৃত্তি দ্বারা, শরীর উৎপন্ন বা বিনষ্ট হয়, কিন্তু স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যেহেতু তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম দেহ হইতে ভিন্ন। ভাগঃ ১২।৫।৮

আকাশ ইব চাধারো ধ্রুবোঽনন্তোপমস্ততঃ॥ ভাগঃ ১২।৫।৯

১।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারায় সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধন করেন, কিন্তু মায়াগুণে আসক্ত হন না।

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্ব্বিভাব্যং, ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈ র্ভবানজিতকর্ম্মভিরজ্যতে বৈ যঃ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ॥
ভাগঃ ১১।৬।৬

হে অজিত! আপনি মায়া গুণে বর্ত্তমান হইয়া, ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা, এই দুর্ব্বিভাব্য প্রপঞ্চ বিশ্ব আপনাতে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন; অথচ আপনি সে সকল কর্ম্মে লিপ্ত হন না, যে হেতু, আপনি অনবদ্য—রাগ দ্বেষাদি শূণ্য, এবং আপনি সর্ব্বদা আপনার স্বরূপ সুখে অভিরত। ভাগঃ ১১।৬।৬

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্॥
ভাগঃ ১।৩।৩৬

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো নতু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ সতু নিত্যবদ্ধো, বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্যমুক্তঃ॥
ভাগঃ ১১।১১।৭

১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো, যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি
বিভ্যতি স্ম॥ ভাগঃ ১১।৬।১৫

হে হৃষিকেশ! তুমি বিষয়ভোগ করিলেও, তাহাতে লিপ্ত নহ। যে বিষয়ভোগ, তোমা ভিন্ন অন্য দেবতাগণ পরিত্যাগ করিয়াও, তাহা হইতে ভীত হন। ভাগঃ ১১।৬।১৫

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, **পরমাত্মা সাক্ষী ও নিয়ন্তা রূপে জীবদেহে বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি জীবের ন্যায় সুখ দুঃখে, পুণ্য পাপে লিপ্ত হন না।**

২। অত্ত্রধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ।

মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥" (কঠঃ ১।২।২৫)

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ) যাঁহার অন্ন, এবং মৃত্যু যাঁহার অন্নের উপকরণ, ব্যঞ্জন দধি প্রভৃতির স্বরূপ, তিনি যেখানে থাকেন, তাহা কে জানে? (কঠঃ ১।২।২৪)

সংশয় :—

পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে পরমাত্মা ভোক্তা নহে, জীবই ভোক্তা, পরমাত্মা উদাসীন সাক্ষী মাত্র। তাহা যদি হয়, তবে উপরি উদ্ধৃত কঠ-শ্রুতিতে যিনি অত্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, তিনি কি জীব, অথবা, অগ্নি? পরমাত্মা নহে। এই সংশয় সমাধানের জন্য সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।২।৯

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ১।২।৯

অত্তা + চরাচরগ্রহণাৎ।

অত্তা :—ভোক্তা ব্রহ্মই বটে। **চরাচরগ্রহণাৎ** :—চরাচর সমুদায় জগৎকে ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিবার কারণ। কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রে "সম্ভোগপ্রাপ্তি" যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা 'অত্তা' পদের স্পষ্ট অর্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

যে হেতু উপরে উদ্ধৃত কঠশ্রুতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চরাচর সমুদায় জগৎ যখন ভোজ্যরূপে, এবং মৃত্যুকে ভোজ্যের উপকরণ রূপে, গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন '**অত্তা**' ব্রহ্মই বটেন।

শ্রীমদ্ ভাগবতের বহুশ্লোক এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করে।

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্ ॥

ভাগঃ ১।৩।৩৬

য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া, সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে ॥

ভাগঃ ১।১০।২৪

পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং, সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥

ভাগঃ ১।৫।৬

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ॥ ভাগঃ ১১।৯।২১
…সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ॥ ভাগঃ ১২।৮।৩৫

ইহাদের সরলার্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত অধিকাংশ শ্লোকে **"অত্তি"** শব্দেরই প্রয়োগ আছে, দুইটি শ্লোকে **"গ্রসতি"** ও **"গ্রসসি"** অর্থাৎ **"অদনের"** পর্য্যায় ভুক্ত শব্দ আছে। এই শব্দ সকলের লক্ষ্য যে পরমাত্মা—তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে পরমাত্মাই অত্তা বটে।

ভগবান অশেষ কল্যাণ গুণের—একমাত্র আশ্রয়, তিনি **"অত্তা"** বলিয়া উল্লিখিত হইলেন কেন? চরাচরের অদন—ভক্ষণ বা ধ্বংস কি তাঁহার কল্যাণ গুণবত্তার বিরোধী নহে? ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক্।

জগদ্ ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে অতি সাধারণ দর্শকের গোচরীভূত হয় যে, জগতের সর্ব্বত্র ধ্বংসলীলা বর্ত্তমান। বৃহৎ ক্ষুদ্র সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পরস্পর-পরস্পরের জীবন সংহার করিয়া আপন আপন পুষ্টি বিধান করে। ইহার দৃষ্টান্ত আমাদিগের চতুর্দ্দিকে এত প্রচুর যে তাহাদের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানবিৎ এই সমুদায় দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়া, প্রকৃতিতে "যোগ্যতমের জয়" (survival of the fittest) মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণের সর্ব্বভেদী অন্তর্দ্দৃষ্টির—নিকট ইহা অবিদিত ছিল না। তাঁহারা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, যে মহাশক্তির স্পন্দনে সৃষ্টির অভিব্যক্তি, তাহার প্রতি স্পন্দনে তিনটি শক্তি প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া জগৎ অভিব্যক্ত করে—এবং জগতের স্থূল-সূক্ষ্ম প্রতি পদার্থের প্রতি অনু-পরমাণুতে আপন আপন সমজাতীয় স্পন্দন উৎপাদন করে। এই তিন শক্তি প্রবাহের—শাস্ত্রীয় নাম **"অ," "উ"** ও **"ম"**—উহাদের সমবায়ে উৎপন্ন—"ওঁ"ই বিশ্বের প্রতিক। এই তিন শক্তির ক্রিয়া যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। যে বিশিষ্ট চৈতন্য ইহাদের-উপর অধিষ্ঠিত হইয়া উক্ত ত্রিবিধ ব্যাপার—পরিচালনা করেন, তাঁহাদের নাম—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র। এই ত্রিবিধ ক্রিয়া জগতে সমষ্টি ভাবে এবং জগতের প্রতি পদার্থে ব্যষ্টি ভাবে ও উহাদের প্রতি অনু-পরমাণুতে সূক্ষ্ম ভাবে যুগপৎ সংঘটিত হইয়া উহাদের অভিব্যক্তি সম্পাদন করতঃ উহাদিগের বৃদ্ধি—স্থিতি—হ্রাস—পরিণামের মধ্য দিয়া

ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিতেছে। মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্যে" এ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ধ্বংস ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা রুদ্র ইহা উপরে বলা হইয়াছে। ইহার নাম শিব বা মূর্ত্ত মঙ্গল। তিনি জ্ঞানময়,—এ কারণ তাঁহার বর্ণ শ্বেত। ইহা হইতে শাস্ত্রকারগণ বুঝাইতেছেন, যে ধ্বংসের মূলে অনন্ত জ্ঞান এবং পরম মঙ্গল বর্ত্তমান। ক্রমোন্নতি ইহার উদ্দেশ্য। আত্মসংবেদন লাভ ইহার লক্ষ্য। নিজ স্বরূপে অবস্থিতিতে ইহার পরিণতি। আমাদের বোধ সৌকযার্থ—একই শক্তির ত্রিবিধ ক্রিয়া তিন নামে কথিত হইয়া থাকে এবং উহাদের অধিষ্ঠাতা তিন দেবতার বিধান শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ফলতঃ মহাশক্তি একই, এবং এক পরমাত্মাই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের মূলে। তিনি এক পক্ষে যেমন স্রষ্টা ও পাতা, অন্যপক্ষে তেমনি "**অত্তা**" ও বটে। কিন্তু অত্তা বলিয়া তাঁহার —অনন্ত কল্যাণ গুণবত্তার বিরোধ নাই। তিনি যে সময়ে "অত্তা", সে সময় পরম মঙ্গল রূপী শিব এবং পরম জ্ঞানময়ও বটে।

ভিত্তি :—

"মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি"। (কঠঃ ১।২।২২)

ধীর ব্যক্তি মহৎ বিভু পরমাত্মাকে জানিয়া আর দুঃখানুভব করে না। কঠঃ ১।২।২২

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"।

(কঠঃ ১।২।২৩)

বিবিধ শাস্ত্র পাঠ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা, আত্মাকে জানা যায় না, তিনি যাঁহাকে আপনজন বলিয়া বরণ করেন, তাঁহার নিকটই আত্মপ্রকাশ করেন। (কঠঃ ১।২।২৩)

সূত্র :—১।২।১০

প্রকরণাচ্চ। ১।২।১০

প্রকরণাৎ + চ।

প্রকরণাৎ :—পরমাত্মা প্রকরণ হেতু। **চ :**—ও।

পূর্ব্বসূত্রে উক্ত ভোক্তৃত্ব, পরমাত্মা প্রকরণে কথিত হইয়াছে, তাহা উপরে উদ্ধৃত কঠশ্রুতির অতি নিকটবর্তী ১।২।২১ এবং ১।২।২২ মন্ত্র হইতে প্রতিপাদিত হইবে। অতএব, "অত্তা" পরব্রহ্মই।

পূর্ব্ব সূত্র সম্পর্কে যে কয়েকটি ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই শ্লোক গুলি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে জগৎকারণ পরমেশ্বর সম্বন্ধেই "অত্তি" "প্রসতি", "প্রসসি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সন্দেহ মাত্রই নাই, যে **পরমাত্মাই "অত্তা"**।

ভিত্তি :—

**"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে, গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ॥"**

(কঠঃ ১।৩।১)

ব্রহ্মবিদ্‌গণ, পঞ্চাগ্নিগণ এবং যাঁহারা তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ণ বা আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন, যে জগতে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোক্তা (ঋত পান কারী), এবং অত্যুৎকৃষ্ট মহনীয় গুহায় (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট উভয়েই, ছায়া ও আলোকের ন্যায় (পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সম্পন্ন)। (কঠঃ ১।৩।১)

সংশয় :—

এখানে আর একটি আপত্তি উত্থিত হইতে পারে। কঠশ্রুতির দ্বিতীয় বল্লীর শেষ মন্ত্রই ১।২।৯ সূত্রের ভিত্তি। তাহার পর তৃতীয় বল্লী আরম্ভ হইয়াছে। এবং ইহার প্রথম মন্ত্রই উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রে কর্ম্মফল ভোক্তার সদ্বিতীয়ত্ব কথিত হইয়াছে। জীব কর্ম্মফল ভোক্তা, ইহা প্রসিদ্ধিই আছে, তবে তাহার দ্বিতীয়টি কে ? পরমাত্মা হইতে পারে না, কারণ কর্ম্মফল ভোগ, পরমাত্মার সম্ভব হইতে পারে না, অতএব ইহা বুদ্ধি বা প্রাণ হইতে পারে। কারণ, বুদ্ধি ও প্রাণ উভয়েই জীবের ভোগ সাধন—ভোগের উপকরণ। অতএব কর্ম্মফল ভোগে তাহাদের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইতে পারে। অতএব উহাদের একটিকে লইয়া জীবের সদ্বিতীয়তা বলা হইয়াছে। উভয় মন্ত্র অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী থাকায় "অত্তা" জীব হওয়াই উচিত, পরমাত্মা নহে। এই আপত্তির নিরাকরণের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১।২।১১
গুহাং + প্রবিষ্টৌ + আত্মানৌ + হি + তদ্দর্শনাৎ।

গুহাং :—বুদ্ধিতে। **প্রবিষ্টৌ :**—প্রবিষ্ট দুইটি। **আত্মানৌ :**—দুইটি আত্মা। **হি :**—নিশ্চয়ই। **তদ্দর্শনাৎ :**—যেহেতু সেইরূপ দৃষ্ট হয়।

"গুহাং প্রবিষ্টৌ" (কঠঃ ১।৩।১) বাক্যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধেই **"গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্‌"** উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা ত কর্ম্মফল ভোক্তা নহে, তবে **"ঋতং পিবন্তৌ"** বলা হয় কেন ? এই আপত্তির উত্তরে "ছত্রি—

স্থায়" অনুসারে ঐ-প্রকার উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এক স্থানে বহুলোক একসঙ্গে যাইবার কালে, কাহারও মাথায় ছত্র আছে, কাহারও নাই; কিন্তু সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে, **"ছত্রিণো গচ্ছন্তি"**; এখানে দ্বিবচন প্রয়োগ এই প্রকারই। অপরন্তু, প্রয়োজ্য—প্রয়োজক রূপে জীব ও পরমাত্মার উভয়ের কর্ম্মফল ভোগের কর্তৃত্বও সিদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ ভাগবত এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক।

সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগশ্চাদিবৃক্ষঃ ॥

ভাগঃ ১০।২।২৭

ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ইহার ত্বক্, পঞ্চভূত ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্ট, ইহার শাখা বিস্তার, নব ইন্দ্রিয় ছিদ্র, ইহার দ্বার এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়, এই দশ প্রাণ, ইহার পত্র। এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা ইহাতে দুই পক্ষী।

ভাগঃ ১০।২।২১

এই সমষ্টি ব্যষ্টি দেহরূপ বৃক্ষে, পরমাত্মা ও জীবাত্মারূপ দুইটি পক্ষী বাস করে।

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ো, যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্ ॥

ভাগঃ ১১।১১।৬

১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

দেহরূপ বৃক্ষে দুই পক্ষী সখা রূপে বাস করে, উহাদের মধ্যে একজন পিপ্পলান্ন ভক্ষণ করে, অপরটি কিছু ভক্ষণ না করিলেও অত্যধিক শক্তিশালী।

দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥

ভাগঃ ১১।১২।২০

একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার শাখা; বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মারূপ তিন বল্কল; সুখ, দুঃখ দুইটি ফল; জীব ও পরমাত্মারূপ দুইটি পক্ষীর নীড় ইহাতে বর্ত্তমান; এবং এই দেহরূপ বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে (কারণ, সূর্য্যমণ্ডলের উপরে সংসার নাই এবং দেহীর গতাগতি সংসারের মধ্যে)। ভাগঃ ১১।১২।২০

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্টশ্চতুর্ব্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।
অথো বিদুস্তং পুরুষং সন্তমন্ত ভুঙ্‌ক্তে হৃষীকৈর্ম্মধুসারঘং যঃ ॥

ভাগঃ ৪।২৪।৬১

১।১।১২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভগবান্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।

বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥ ভাগঃ ২।৯।২৫

ব্রহ্মা কহিলেন—হে ভগবন্! আপনি সমস্ত প্রাণীর অধিষ্ঠাতা ও সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত। অতএব আপনি আপনার নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা সকলের অন্তরের অভিপ্রেত অবগত আছেন। ভাগঃ ২।৯।২৫

অতএব সিদ্ধ হইল যে, জীব ও পরমাত্মা গুহাপ্রবিষ্ট বটে, সুতরাং **"অত্তা" পরব্রহ্মই,—জীব নহে।**

ভিত্তিঃ—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং, মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥"

(কঠঃ ১।২।১২)

দুর্ব্বিজ্ঞেয়, অব্যক্ত স্বরূপ, সর্ব্বভূতের অন্তরে প্রবিষ্ট, বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত, বিষম, অনেক অপর্থ সমাকুল দেহরূপ গহ্বরে অধিষ্ঠিত, নিত্য, দ্যোতনশীল, পরমাত্মাকে সমাধিযোগ দ্বারা অবগত হইয়া, ধীর ব্যক্তি সংসারের দুদিনের হর্ষশোক পরিত্যাগ করিয়া, মুক্তিলাভ করে। (কঠঃ ১।২।১২)

সূত্র ঃ—১।২।১২

বিশেষণাচ্চ ॥ ১।২।১২

বিশেষণাৎ + চ।

বিশেষণাৎ ঃ—বিশেষরূপে কথন হেতু। **চ ঃ**—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত কঠশ্রুতিতে ১।২।১২ এবং ১।২।১০, ১।২।১১ সূত্রের শিরো-দেশে উদ্ধৃত কঠশ্রুতির ১।২।২১ মন্ত্রে পরমাত্মাই বিশেষরূপে কথিত হইয়াছেন ; অতএব **"অত্তা"** পরমাত্মাই।

শ্রীমদ্ ভাগবত কয়েকটি বিশেষণ দ্বারা পরমাত্মাই যে গুহাশয় ও **"অত্তা"** তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং গুহাশয়ং নিষ্ফলমপ্রতর্ক্যম্।

ভাগঃ ৮।৫।২৫

১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

যোঽন্তঃপ্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং, সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।

অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্, প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ॥ ভাগঃ ৪।৯।৬

ধ্রুব কহিলেন, হে ভগবন্! যিনি সমুদায় চক্ষুরাদি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ধারণ করেন, এবং আমার অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় চিৎশক্তি

দ্বারা প্রসুপ্ত বাক্য, এবং কর, চরণ, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলকে জীবিত করিতেছেন, সেই পরম পুরুষ আপনাকে প্রণাম করি। ভাগঃ ৪।৯।৬

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধ্বা মদ্ধর্ম্ম আস্থিতঃ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্।। ভাগঃ ১১।২৬।১

ভগবান্ কহিলেন, আমার স্বরূপ অবগতির সাধনভূত নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া, আমার ধর্ম্মে বিশ্বাস করতঃ, আপনার অন্তরে নিয়ন্তৃরূপে স্থিত, আনন্দ পরমাত্মা-রূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।২৬।১

অতএব সাক্ষী ও নিয়ন্তৃরূপে হৃদয় গুহায় অবস্থিত পরমাত্মাই বটে।

৩। **অন্তরাধিকরণ।**

ভিত্তি ঃ—

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃত-মভয়মেতদ্ব্রহ্ম"। (ছান্দোগ্যঃ ৪।১৫।১)

এই যে চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়, এবং ইনিই ব্রহ্ম। ছাঃ ৪।১৫।১

সংশয় ঃ—চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রতিবিম্ব হইতে পারে, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা কোনও দেবতা হইতে পারেন, অথবা, জীবাত্মা বা পরমাত্মা। এই সংশয় নিরাসের জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।১৩

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১।২।১৩

অন্তরঃ + উপপত্তেঃ ॥

অন্তরঃ ঃ—অভ্যন্তরে অবস্থিত—পরমাত্মাই। **উপপত্তেঃ ঃ—**যে হেতু উপপত্তি হয়।

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।১৫।১ মন্ত্রে অক্ষিমধ্যে যে পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি পরমাত্মাই, কারণ, তিনি অমৃত, অভয়স্বরূপ এবং তিনিই ব্রহ্ম, ইহা কথিত হইয়াছে। ইহা প্রতিবিম্বে, অধিষ্ঠাতা দেবতায় বা জীবে সঙ্গতি হয় না। অধিষ্ঠাতা দেবতা যে শক্তিশালী জীব মাত্র, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব সে দেবতা হইতে শাশ্বত অমৃত বা অভয় লাভ হয় না, জীবের ও প্রতিবিম্বের ত কথাই নাই। অতএব সেই পুরুষ, পরমাত্মাই। "চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়" ইহার অর্থ কেনোপনিষদের ১।৬ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে কথিত আছে। মন্ত্রটি এই—

"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি।"
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ কেঃ ১।৭

"চক্ষু যাঁহাকে দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে চক্ষুর্দ্বয় দর্শন ক্রিয়ায় সমর্থ হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে"। সুতরাং চক্ষুর মধ্যে দৃষ্ট পুরুষ অর্থাৎ যিনি চক্ষুর দর্শন শক্তির প্রবর্ত্তক ও পরিচালক।

চক্ষুস্ত্বষ্টরি সংযোজ্য ত্বষ্টারমপি চক্ষুষি।
মাং তত্র মনসা ধ্যায়ন্ বিশ্বং পশ্যতি দূরতঃ॥ ভাগঃ ১১।১৫।২০

চক্ষুকে সূর্য্যেতে এবং সূর্য্যকে চক্ষুতে সংযোগ করিয়া যিনি তাহার মধ্যে আমাকে ধ্যান করেন, তিনি দূর হইতে বিশ্বদর্শন করেন। ভাগঃ ১১।১৫।২০

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদিধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥

ভাগঃ ১।৯।৩৯

১।১।১২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

দান, কর্ম্ম, তপঃ, যোগ, মন্ত্র প্রভৃতি যত কিছু সাধনোপায় আছে, তাহারা তাঁহাতে সমর্পিত না হইলে, শ্বাশত ক্ষেম প্রাপ্ত হয় না।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিদন্তি বিনা যদর্পণং, তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥

ভাগঃ ২।৪।১৬

তপস্বী, দানশীল, যোগী, যশঃ প্রত্যাশায় অশ্বমেধাদি কর্ম্মকর্ত্তা, জপশীল কি মন্ত্রবিদ্ অথবা সদাচার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যাঁহাকে অর্পণ ব্যতীত মঙ্গল প্রাপ্ত হয়েন না, সেই সুমঙ্গল যশঃশালী ভগবান্‌কে নমস্কার। ভাগঃ ২।৪।১৬

তাঁহারই কীর্ত্তন, তাঁহারই স্মরণ ইত্যাদি সদ্যই সকলের সর্ব্ববিধ পাপরাশি ধ্বংশ করে।

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥

ভাগঃ ২।৪।১৪

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার গুণ শ্রবণ, যাঁহার অর্চ্চন, সদ্যই লোক সকলের পাপ সমূহ বিনাশ করে, সেই সুমঙ্গল যশঃশালী ভগবান্‌কে নমস্কার। ভাগঃ ২।৪।১৪

এই পুরুষ কে? না—তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত।

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে, সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনামন্তর্ভবায়ানুপলক্ষবর্ত্মনে॥ ভাগঃ ২।৪।১২

সেই পুরুষকে নমস্কার, তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা নাই। এই প্রপঞ্চরূপ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তাঁহার লীলা এবং তজ্জন্য ত্রিবিধ শক্তি ধারণ করেন। তিনি সকল দেহীর অন্তর্য্যামী, অথচ তাঁহার বর্ত্ম লক্ষ্য হয় না। ভাগঃ ২।৪।১১

এই সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে "চক্ষুঃ" উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে মাত্র। যেমন চক্ষুর অন্তরে অবস্থিত পুরুষ—পরমাত্মা, সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি জীব দেহের সমুদায় অন্তঃকরণ এবং বহিঃকরণ বৃত্তির অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত পুরুষ—পরমাত্মাই বটে। ইহা প্রকাশ করা ঐ শ্রুতি-মন্ত্রের উদ্দেশ্য। এবং সূত্রকার সূত্রে তাহাই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করে।

ভিত্তি ঃ—

(১) পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৪।৫।১ মন্ত্র।

(২) "য চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুষোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ, যস্য চক্ষুঃ শরীরং, যশ্চক্ষুরন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।"

বৃহদারণ্যক, ৩।৭।১৮

যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষু হইতে পৃথক, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, এবং যিনি চক্ষুর অন্তরে চক্ষুর নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা। বৃহঃ ৩।৭।১৮

সূত্র ঃ—১।২।১৪

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ॥ ১।২।১৪

স্থানাদি + ব্যপদেশাৎ + চ।

স্থানাদি ঃ—স্থান প্রভৃতি, পরমাত্মার অবস্থান প্রভৃতির। **ব্যপদেশাৎ ঃ**— উল্লেখ হেতু। **চ ঃ**—ও।

যেহেতু বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে অর্থাৎ ৩।৭ খণ্ডে পরমাত্মার অবস্থানের বিষয় উল্লেখ আছে, এ কারণ চক্ষুর অন্তরে বিদ্যমান পুরুষ পরমাত্মাই বটে।

শ্রীমদ্ ভাগবতে এই তত্ত্ব বড়ই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

যিনি চক্ষুরাদি করণাভিমানী দ্রষ্টা জীব স্বরূপ আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই আধিদৈবিক, অর্থাৎ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সূর্য্যাদিরূপ অধিষ্ঠাতা। এবং উভয় ভিন্ন চক্ষু গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃশ্য দেহ, তাহাকে পুরুষরূপ জীবের উপাধি বলিয়া জানিবে। ভাগঃ ২।১০।৮

যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ॥ ভাগঃ ২।১০।৮

এখানে চক্ষুঃ মাত্র উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সম্বন্ধেও এইরূপ। এবং পরমাত্মাই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সকলের একমাত্র কারণ, এবং তাহাদের হইতে ভিন্ন, এবং তিনিই ব্রহ্ম।

দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিদ্ধ্যতি যঃ স্বতঃ খে।
আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ স্বয়াঽনুভূত্যাঽখিল সিদ্ধ সিদ্ধিঃ॥
ভাগঃ ১১।২২।৩০

এবং ত্বগাদি শ্রবণাদি চক্ষুর্জিহ্বাদি নাসাদি চ চিত্তযুক্তম্।
ভাগঃ ১১।২২।৩১

যদ্ যস্মাদাত্মা এষামধ্যাত্মাদীনামাদ্যঃ কারণং অত একরূপঃ অভিন্নশ্চ, তস্মাদেভ্যোঽপরো ভিন্নঃ, স্বপ্রকাশত্বাদপীত্যাহ, স্বয়ানুভূত্যা-স্বতসিদ্ধপ্রকাশেন, অখিলানাং সিদ্ধানাং পরস্পরং প্রকাশকানামপি প্রকাশকঃ। শ্রীধর।

আকাশে বিদ্যমান স্বয়ং প্রকাশ সূর্য্যমণ্ডল স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষুদর্শনেন্দ্রিয়; আধিভৌতিক-রূপ দৃশ্য এবং চক্ষু গোলকে প্রবিষ্ট আধিদৈবিক সূর্য্যাংশ, যেমন পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ দৃশ্য না থাকিলে অথবা দ্রষ্টা না থাকিলে, চক্ষুর সার্থকতা নাই; ঐরূপ দ্রষ্টা এবং দর্শনশক্তি রূপ চক্ষু না থাকিলে, দৃশ্যের সার্থকতা নাই; আবার চক্ষুঃ এবং দৃশ্য থাকিলেও, দ্রষ্টার অভাবে উহারা নিরর্থক। কিন্তু আকাশস্থ সূর্য্য উহাদের কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃসিদ্ধ এবং উহাদের হইতে ভিন্ন। সেইরূপ আত্মা সকল হইতে ভিন্ন ও নিজের স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকাশকদিগেরও প্রকাশক; সুতরাং তাঁহার প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ। ভাগঃ ১১।২২।৩০

চক্ষুঃর ন্যায় ত্বক্, স্পর্শ ও বায়ু, শ্রোত্র, শব্দ ও দিক, জিহ্বা, রস ও বরুণ, নাসিকা, গন্ধ ও অশ্বিনীকুমার, চিত্ত, চেতয়িতব্য ও বাসুদেব, মন, মন্তব্য ও চন্দ্র, ইত্যাদি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক পরস্পর সাপেক্ষ জানিবে। ভাগঃ ১১।২২।৩১

নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালো বিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ভাগঃ ৩।৬।১৪

১।১।২১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব আত্মা হইতে পৃথক অন্য ভাব নাই। যাহা পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহা নির্ম্মূল।

তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যোভাবো নিরূপিতঃ।
নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২৮।৭

১।১।২০ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, পরমাত্মা বা ব্রহ্মই নিয়ন্তৃরূপে বা অন্তর্য্যামী রূপে—বর্ত্তমান এবং তাঁহার শক্তিতেই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন,—শ্রোতা, শ্রোতব্য, শ্রবণ প্রভৃতি সমুদায় ব্যাবহারিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়।

উপরে ভাগবতের ১১।২২।৩০ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভাগবত একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি অল্প কথায় সুন্দর ভাবে আত্মার স্বতঃসিদ্ধি ও নিরপেক্ষতা এবং অন্য সমুদায়ের আপেক্ষিকতা এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরতা প্রকাশ করিলেন। আত্মার স্বতঃ সিদ্ধির উপর অন্য সমুদায়ের অস্তিত্ব ও সার্থকতা বুঝা গেল। ভাগবতের ১।৪।১ শ্লোকে **"সত্যং পরং ধীমহি"** বলিয়া পরমাত্মা স্বরূপের বন্দনা, ভাগবতকার করিয়াছেন কেন এবং অপর সকলের আপেক্ষিক সত্যতা যে এই পরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন কেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম। আপেক্ষিক সত্যতার অনুবর্ত্তন করিতে করিতে, আমরা বুঝিতে পারি যে জাগতিক বস্তু মাত্রের স্বতঃ সিদ্ধ সত্য নিরপেক্ষ সত্যতা নাই। **"অনবস্থা"** দোষ পরিহারের জন্য এই অনুসন্ধান একস্থানে শেষ করিতেই হয়—আত্মা সেই পরম পরিসমাপ্তি—ইহাই সেই পরম নিরপেক্ষ স্বতঃ সিদ্ধ সত্য। ইহা যে কেবল, মানসিক কল্পনা মাত্র তাহা নহে। ঋষিগণের অপরোক্ষানুভূতি ও তাহাই প্রমাণ করে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের **"আপেক্ষিকবাদ"** ভাগবতের এই শ্লোকের জড় বিজ্ঞান সম্মত বিবৃতি।

ভিত্তি ঃ—

প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম……… (ছান্দোগ্য) ৪।১০।৫

যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কং।

ব্রহ্ম প্রাণ স্বরূপ, ব্রহ্ম সুখ স্বরূপ, ব্রহ্ম আকাশ স্বরূপ। যাহা সুখস্বরূপ তাহাই আকাশ, এবং যাহা আকাশ তাহাই সুখ।

সূত্র ঃ—১।২।১৫

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ॥ ১।২।১৫

সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ+এব+চ।

সুখবিশিষ্টাভিধানাৎ ঃ—সুখ বিশিষ্ট বা সুখ বলিয়া কথন হেতু। **এব ঃ**—অবধারণে। **চ ঃ**—ও।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।১০।৫ মন্ত্রে ব্রহ্ম সুখ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং সেই প্রকরণেই ১।২।১৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত উক্ত শ্রুতির ৪।১৫।১ মন্ত্রে অক্ষিস্থিত পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, যে তিনিই ব্রহ্ম। ইহা হইতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে চক্ষুস্থিত পুরুষই সুখ স্বরূপ ব্রহ্ম। সুখ স্বরূপ এবং আকাশ স্বরূপ ব্রহ্মকে উপাসকের উপাসনার উপযুক্ত করিবার জন্য, উপাসনানুকুল গুণ বিধানার্থ, নিজের **"অক্ষি মধ্যে এই যে পুরুষ, তিনিই আত্মা"** কথিত হইয়াছে।

তিনি স্বতঃসিদ্ধ, তিনি প্রিয়, অতএব তাঁহার সেবা সুখরূপ, এবং তাঁহার সেবার দ্বারাই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

এবং স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধ, আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ।

তং নির্বৃতঃ সন্নিয়তার্থো ভজেত, সংসার হেতূপরমশ্চ যত্র॥

ভাগঃ ২।২।৬

তিনি স্বতঃসিদ্ধ আত্মা, প্রিয়, একমাত্র উপভোগের বিষয়, ভগবান্‌ তিনি অনন্ত—অনন্ত গুণ, অনন্ত শক্তি, অনন্ত ভাব, অনন্ত রূপ তাঁহাতে বিদ্যমান—এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া নিজ চিত্তে নিশ্চিতরূপে ধারণা করিলে, তদনুভবানন্দে পরম সুখে নির্বৃত হওয়া যায় এবং সংসারের হেতুভূতা অবিদ্যারও উপরতি হয়। ভাগঃ ২।২।৬

যদিও তিনি অনন্ত, তথাপি উপাসনার জন্য তিনি ভক্ত হৃদয়ে প্রাদেশ মাত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হয়েন।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ ভাগঃ ২।২।৮

কেহ কেহ আপনার অন্তর্হৃদয়াকাশে অধিষ্ঠিত, চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধারী, প্রাদেশ মাত্র পরিমিত, পুরুষকে ধারণা দ্বারা অনুস্মরণ করেন।

ভাগঃ ২।২।৮

এ প্রকার উপাসনার ফল কি? সাধক নিজে আনন্দময় হইয়া আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার পর আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না।

তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্তমানন্দমানন্দময়োঽবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ স বৈ পুনর্নেহ বিসজ্জতেঽঙ্গ॥

ভাগঃ ২।২।৩১

তাহার পর প্রকৃতি স্বরূপে আনন্দময় হইয়া, উপাধি সকলের অবসান হওয়াতে, পরম আনন্দ স্বরূপ অবিকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। হে রাজন্! যে যোগী এই প্রকার ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়, তাহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। ভাগঃ ২।২।৩১

শ্রীমদ্ ভাগবতের ২ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেই কথিত হইয়াছে যে তিনি আনন্দনিধি; একমাত্র তাঁহার উপাসনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি ভিন্ন অন্যত্র আসক্ত হইলে আত্মপাত হইয়া থাকে। ইহা বলিয়া পর অধ্যায়ে উপাসনার প্রণালী বিস্তারিতভাবে উক্ত হইয়াছে এবং তাহার ফল ও শেষে কথিত হইয়াছে। এই উপাসনা প্রণালী অতি সংক্ষেপে ২।২।৬ এবং ২।২।৮ উদ্ধৃত শ্লোকে এবং ফল ২।২।৩১ শ্লোকে দেখান হইয়াছে। এখন ২।১।৩৯ শ্লোকের শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া এই সূত্রের উপসংহার করিব।

তং সত্য মানন্দনিধিং ভজেত, নান্যত্র সজ্জেৎ যত আত্মপাতঃ॥

ভাগঃ ২।১।৩৯

সেই সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি একমাত্র ভজনীয়। অন্যত্র আসক্ত হইবে না। কারণ, তাহা হইলে আত্মপাত হয়, অর্থাৎ সংসারে গতাগতি নিবৃত্ত হয় না।

ভাগঃ ২।১।৩৯

একটু প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে যে, শ্রীমদ্ ভাগবত ঠিক ছান্দোগ্য শ্রুতির অনুসরণ করিয়াছেন।

ভিত্তি :—

ছান্দোগ্য শ্রুতির পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত ৫।১০।৫ মন্ত্র।

সূত্র :—১।২।১৬

অতএব চ স ব্রহ্ম ॥ ১।২।১৬

অতঃ + এব + চ + সঃ + ব্রহ্ম।

অতঃ :—এই হেতু। **এব :**—নিশ্চয়ই। **চ :**—ও। **সঃ :**—তাহা, অর্থাৎ অক্ষিপুরুষ। **ব্রহ্ম :**—পরমাত্মা।

যে হেতু জন্মমরণভীত উপকোশলরূপী জীবকে, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, যাহা সুখ তাহাই আকাশ এবং যাহা আকাশ তাহাই সুখ, এই প্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহার উপাসনা করিবার জন্য অক্ষিপুরুষের উপদেশ দিয়াছেন, অতত্রব অক্ষিপুরুষ ব্রহ্মই বটেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে যে সমুদায় ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে সুষ্ঠু প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পরমাত্মাই উপাসনার জন্য অক্ষিপুরুষরূপে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে ১।২।১৩ সূত্র ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৪।১১, ২।৪।১৪, ২।৪।১৬ শ্লোক, ১।২।১৪ সূত্র ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত ১১।২২।৩০, ১১।২২।৩১, ১১।২৮।৭ শ্লোক, ১।২।১৫ সূত্র ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত ২।২।৬, ২।২।৮, ২।২।৩১, ২।১।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

উপাসনার্থ তিনি যোগমায়া দ্বারা রূপধারণ করেন মাত্র।

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পরঃ ॥ ভাগঃ ২।১০।৩৫

সেই ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া বাচকত্বরূপে নাম ও বাচ্যত্ব রূপে রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। যদিও বাস্তবিক তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই, তথাচ মায়ার দ্বারা সকর্ম্মা ন্যায়, অর্থাৎ বহুব্যাপার বিশিষ্টের ন্যায়, হইয়া থাকেন। ভাগঃ ২।১০।৩৫

উপাসণার্থ ই তিনি অক্ষিপুরুষাদি নাম ও রূপ ধারণ করেন মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি নামরূপের অতীত. উপলব্ধি স্বরূপ মাত্র।

যত্তৎ বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং, স্বতেজসাধ্বস্ত গুণ ব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং, হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥

ভাগঃ ৫।১৯।৩

আমরা সেই পরমাত্মা স্বরূপ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ রহিত, এক অদ্বিতীয়, বিশুদ্ধ অনুভব তাঁহার স্বরূপ, তিনি প্রশান্ত, তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা জাগ্রদাদি বিবিধ অবস্থা তাঁহাতে বিনষ্ট হইয়াছে, তিনি দৃশ্য হইতে ভিন্ন। এজন্য প্রত্যক্‌স্বরূপ, নাম ও রূপ বর্জ্জিত, নিরহঙ্কার, কেবল শুদ্ধ চিত্ত দ্বারা উপলভ্য। ভাগঃ ৫।১৯।৩

[শঙ্কর ভাষ্যে মধ্বভাষ্যে ও বল্লভাচার্য্য কৃত অণুভাষ্যে ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত গোবিন্দভাষ্যে এই সূত্রটি গৃহীত হয় নাই। মাত্র রামানুজাচার্য্য এই সূত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন।]

ভিত্তি ঃ

"অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নাচিষমেবাভিসংভবন্তি, অর্চ্চিষো অহরহঃ আপূর্য্যমাণ পক্ষং........চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽ-মানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি।" (ছান্দোগ্যঃ ৪।১৫।৫)

মৃত্যুর পর যদি উহার দাহাদি ক্রিয়া কৃত হয়, অথবা নাও হয়, তথাপি তিনি অর্চ্চি প্রাপ্ত হন। অর্চ্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুক্ল পক্ষ‥ ...চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন। তারপর প্রসিদ্ধ অমানব পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান।

সূত্র ঃ—১।২।১৭

শ্রুতোপনিষৎক—গত্যভিধানাচ্চ ॥ ১।২।১৭

শ্রুতোপনিষৎক + গতি + অভিধানাৎ + চ।

শ্রুতোপনিষৎক ঃ—যে লোক উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছে, তাহার। **গতি ঃ**—লোক প্রাপ্তি। **অভিধানাৎ ঃ**—কথন হেতু। **চ ঃ**—ও।

উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্গণের গতি বিহিত আছে যে, অক্ষি পুরুষাভিজ্ঞ-দিগের পক্ষে সেই গতিই উক্ত হওয়ায়, অক্ষি পুরুষ ব্রহ্মই।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ক্রমমুক্তি, অর্চ্চিরাদি পথে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি, ২।২।২২ শ্লোক হইতে ২।২।২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে।

যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং, বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে, সহৈব গচ্ছন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥

ভাগঃ ২।২।২২

বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ, সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।

ভাগঃ ২।২।২৪

ক্রমশঃ তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং, যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্ ॥

ভাগঃ ২।২।২৬

হে নৃপ! যদি সদ্যোমুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে, অর্থাৎ যদি ব্রহ্মপদ বা সিদ্ধগণের বিহার স্থান, অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য কিম্বা সর্ব্বত্রাধিপত্যলাভের

আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলে, দেহত্যাগ সময়ে, মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ না করিয়া তত্তল্লোক লাভার্থ ঐ সকলের সহিত প্রাণবায়ুর নির্গম করিতে হইবে। ভাগঃ ২।২।২২

দেহান্তে আকাশ পথে গমন করতঃ ব্রহ্মলোকপথস্বরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না-নাড়ী যোগে, অগ্ন্যভিমানিনী দেবতার নিকট যান। ভাগঃ ২।২।২৪

অনন্তর তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন, উহা দ্বিপরার্দ্ধস্থায়ী, এবং সেখানে সিদ্ধেশ্বরদিগের সেবিত ভূরি ভূরি বিমান আছে। ভাগঃ ২।২।২৬

ভাগবতে অক্ষিপুরুষ ও পরমপুরুষ—পরমাত্মা বা ভগবান্‌—ইহাদের উপাসনায় কোনও প্রকার ভেদ কথিত হয় নাই। অক্ষি পুরুষই ভগবান্‌। উপাসনা সৌকর্য্যার্থ নামরূপহীন পরমতত্ত্ব নামরূপ অঙ্গীকার করেন মাত্র, তাহা ভক্তের কল্যাণ বিধানের জন্য। সুতরাং গতি সর্ব্ববিধ ভগবদুপাসনায় একই প্রকার, ইহা বুঝাইবার জন্য—উপরে ভাগবতের শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত হইয়াছে।

সংশয় :—

যে অক্ষিপুরুষ চক্ষুতে দৃষ্ট হয়; তাহা ত জীব হইতে পারে,—অথবা চক্ষুতে পতিত ছায়া বা প্রতিবিম্ব হইতে পারে, কিংবা সূর্য্যদেব বা তৎপ্রতিবিম্বও হইতে পারে। অক্ষিপুরুষ যে ব্রহ্মই হইবেন, তাহা ত মনে হয় না। এই সংশয়ের —উত্তরে সূত্র।

সূত্র :—১।২।১৮

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১।২।১৮

অনবস্থিতে + অসম্ভবাৎ + চ + ন + ইতরঃ

অনবস্থিতে :—ছায়া প্রভৃতির চক্ষুতে অবস্থানের নিয়ম না থাকায়। **অসম্ভবাৎ :**—সম্ভবনার ও অভাব হেতু। **চ :**—ও। **ন :**—না। **ইতরঃ :**— অপর, জীব বা ছায়া বা সূর্য্য।

বিম্ব না থাকিলে প্রতিবিম্ব হয় না, অতএব বিম্ব ব্যতিরেকে শুধু ছায়ার সর্ব্বসময় চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব নহে। জীব, চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণেরও ভোক্তা, সুতরাং অন্য ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা চক্ষুতে অবস্থান, তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। সূর্য্যদেব রশ্মি দ্বারা চক্ষুতে অবস্থিত আছেন, এই শ্রুতিতে বুঝিতে হইবে যে, সূর্য্যদেব রশ্মি দ্বারা চক্ষুর পরিচালনা করেন, তাঁহার পক্ষে চক্ষুতে সর্ব্বদা অবস্থান সম্ভব নহে। বিশেষত ইহাদের কাহারও নিরুপাধিক অমৃতত্ত্ব, অভয়ত্ব—সম্ভবপর হয় না; অতএব ব্রহ্মই অক্ষিপুরুষ।

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থ কারিণঃ ।

এবং দেহাদয়োভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্ ।। ভাগঃ ১১।২৮।৫

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ ।

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ।। ভাগঃ ১১।২৮।৬

তস্মান্ন হ্যাত্মনোঽন্যস্মাদন্যোভাবো নিরূপিতঃ ।

নিরূপিতেয়ং ত্রিবিধা নির্ম্মূলা ভাতিরাত্মনি ।। ভাগঃ ১১।২৮।৭

১১।১২০ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত ১১।২৮।৫ শ্লোকে, **'ছায়া'** অসৎ বলা হইয়াছে। সুতরাং ছায়া ত অক্ষিপুরুষ নহেই।

জীব, হৃদয়ে অবস্থিত, তাহা সূত্রকার ২।৩।২৫ সূত্রে প্রতিপাদন করিবে না। সেই সূত্র আলোচনার সময় উহা আলোচনা করা হইবে। জীব যে অক্ষিপুরুষ, ইহার পোষক শ্রুতি প্রমান নাই। অতএব জীব, অক্ষিপুরুষ নহেন।

অধিষ্ঠাতা দেবতাও অক্ষিপুরুষ নহেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের ৩।২৬।৫৭ শ্লোকে ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়গণে অধিষ্ঠান করিলেও, বিরাট বা সমষ্টি জীবের বাহ্যজ্ঞান হইল না, সর্ব্বশেষে, যখন পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাটের বাহ্যজ্ঞান হইল। অতএব অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, ক্ষেতজ্ঞের নিয়ন্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হইয়া, স্ব স্ব অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিতে সমর্থ হন। শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

এতেহ্যভ্যুত্থিতা দেবা নৈবাস্যোত্থাপনেঽশকন্ ।
পুনরাবিবিশুঃ খানি তমুত্থাপয়িতুং ক্রমাৎ ।
বহ্নির্বাচা মুখ্যং ভেজে নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
ঘ্রাণেন নাসিকে বায়ু নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
অক্ষিণী চযুষাদিত্যো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
শ্রোত্রেণ কর্ণৌ চ দিশো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
ত্বচং রোমভিরোষধ্যো নোদতিষ্ঠত্ততো বিরাট্ ।
রেতসা শিশ্নমাপস্তু নোদতিষ্ঠত্ততো বিরাট্ ।
গুদং মৃত্যুরপানেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।
হস্তাবিন্দ্রো বলেনৈব নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্ ।

বিষ্ণুর্গত্যৈব চরণৌ নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্‌।
নারীর্নদ্যো লহিতেন নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্‌।
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যামুদরং সিন্ধুর্নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্‌।
হৃদয়ং মনসা চন্দ্রো নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্‌।
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মাপি হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্‌।
রুদ্রোঽভিমত্যা হৃদয়ং নোদতিষ্ঠত্তদা বিরাট্‌।
চিত্তেন হৃদয়ং চৈত্যঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রাবিশদ্‌ যদা।
বিরাট্‌ তদৈব পুরুষঃ সলিলাদুদতিষ্ঠত ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৫৭

এই সকল দেবতা আবির্ভূত হইয়াও বিরাট পুরুষকে উত্থাপন করিতে, অর্থাৎ সচেতন ক্রিয়াশীল করিতে, সমর্থ হইল না। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার স্ব স্ব ইন্দ্রিয় রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। বহ্নি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা মুখে, বায়ু ঘ্রাণ দ্বারা নাসিকায়, আদিত্য দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা চক্ষুগোলকে, দিক্‌ সকল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণে, ওষধি রোম দ্বারা ত্বকে, জল শিশ্ন দ্বারা রেতঃতে, মৃত্যু অপান দ্বারা পায়ুতে, ইন্দ্র বলসহ হস্তে, বিষ্ণু গতিসহ চরণে, নদীসকল রক্তদ্বারা নাড়ীতে, সমুদ্র ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বারা উদরে, চন্দ্র মন দ্বারা হৃদয়ে, ব্রহ্মা বুদ্ধি দ্বারা হৃদয়ে, রুদ্র অহঙ্কার দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেও, বিরাট্‌ উত্থিত হইলেন না। যখন শেষে ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেব চিত্ত দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, তখনই বিরাট পুরুষ সলিল হইতে উত্থিত হইলেন, অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হইলেন। ভাগঃ ৩।২৬।৫৭

যদি সূর্য্য, অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা দেবতা, অক্ষিপুরুষ হইতেন, তাহা হইলে উপরে উদ্ধৃত ৩।২৬।৫৭ শ্লোক অনুসারে তিনি যখন চক্ষুতে প্রবেশ করিলেন, তখনই ত দর্শন ক্রিয়া হইতে পারিত। কিন্তু যতক্ষন না পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে অন্তরে প্রবেশ করিলেন, ততক্ষণ বিরাটের বাহ্যজ্ঞান, অর্থাৎ দর্শন জ্ঞান হইল না। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তাই। অতএব পরমাত্মাই অক্ষিপুরুষ। তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক সকলের নিয়ন্তা। ইহা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্য পরের সূত্র, পূজ্যপাদ ভগবান্‌ বাদরায়ণ সন্নিবেশ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ ভাগবতে বহু শ্লোক সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদন করিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ, মন, হৃদয় প্রভৃতি জীবের সমুদায় করণগ্রাম পরমাত্মার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও স্ব স্ব কার্য্যে চালিত হয়। কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য, যৎ স্বপ্ন জাগরসুষুপ্তিষু সদ্‌বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন, সংজীবিতানি তদবেহি পরং
নরেন্দ্র॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৬

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এষ স্বয়ং জ্যোতিরজোঽপ্রমেয়ো, মহানুভূতিঃ সকলানুভূতিঃ।
একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে, যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥

ভাগঃ ১১।২৮।৩৬

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে। ভাগঃ ১০।১৬।৩৮

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরঃ ······ ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

করণ-সম্বন্ধ-রহিত এব অখিল-কারক-শক্তিধরঃ। অখিলানাং যানি কারকানি ইন্দ্রিয়ানি তেষাং শক্তিং ধারয়তি প্রবর্ত্তয়তীতি। (শ্রীধর)।

আপনি ভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত সমুদায় স্বরূপ।

ভাগঃ ১০।১৬।৩৮

আপনি নিজে ইন্দ্রিয় রহিত হইয়াও, অখিলস্থ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ও প্রবর্ত্তক। ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

আর অধিক শ্লোক উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই।

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, অক্ষিপুরুষ পরমাত্মাই।

৪। অন্তর্য্যাম্যধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ,
যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত
আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥" বৃহঃ ৩।৭।৩

এই প্রকারে পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া, অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দৌঃ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, তমঃ, তেজঃ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ত্বক্, বিজ্ঞান ও শুক্রের উল্লেখ করিয়া, যিনি ইহাদের সকলের অন্তরে অবস্থিত, অথচ উহাদের হইতে পৃথক্, অথচ, ইহারা কেহই যাঁহাকে জানে না, এবং ইহারাই যাঁহার শরীর, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা, এই প্রকার উপদেশ উল্লিখিত আছে। বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩-২৩

সংশয় ঃ—

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, এই যে অন্তর্য্যামী আত্মার কথা বলা হইল, তিনি জীব না পরমাত্মা। এই সংশয় নিরাকরণের জন্য সূত্রকার পর সূত্র সন্নিবেশ করিলেন।

সূত্র ঃ—১।২।১৯

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ভাগঃ ১।২।১৯

অন্তর্য্যামী + অধিদৈবাধিলোকাদিষু + তদ্ধর্ম্ম + ব্যপদেশাৎ।

অন্তর্য্যামী ঃ—অন্তর্য্যামী শব্দের অর্থ পরমাত্মা। **অধিদৈবাধিলোকাদিষুঃ**—অধিদৈব ও আধলোক প্রভৃতিতে। **তদ্ধর্ম্ম ঃ**—তাহার অর্থাৎ পরমাত্মার ধর্ম্মের। **ব্যপদেশাৎ ঃ**—নির্দ্দেশ হেতু।

বৃহদারণ্যক অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে (৩।৭) উদ্দালক প্রশ্নে (৩।৭।১) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে :—"**তমন্তর্য্যামিনং য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং সর্ব্বাণি ভূতানি যোঽন্তরো সময়তীতি।**" (বৃহঃ ৩।৭।১)। যিনি অন্তরে থাকিয়া ইহলোক, পরলোক ও সমস্ত ভূতকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহার বিষয় বলুন। ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক বৃহদারণ্যকের ৩।৭।৩ হইতে ৩।৭।২৩ মন্ত্র পর্য্যন্ত অন্তর্য্যামী বিষয় বলিয়াছেন, এবং প্রত্যেক মন্ত্রেই তিনি তোমার অমৃত স্বরূপ আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই প্রকার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ উক্ত শ্রুতির এক শাখায় যিনি "আত্মায়

আছেন, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর" ইত্যাদি পাঠও আছে। অতএব অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই।

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে পর্য্যাক্রমে, সমস্ত লোককে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত দেবতাকে নিয়মন করিবার কথা বলা হইয়াছে। ইহা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব অন্তর্য্যামী পরমাত্মাই। এক পরমাত্মাই অধিদৈব রূপে, অন্তর্য্যামী বা অধিযজ্ঞ রূপে (গীঃ ৮।৪) এবং অধিলোক বা অধিভূত রূপে, (গীঃ ৮।৪) জগদ্-বৈচিত্র্য বিধান করিতেছেন। ইহা আমরা প্রতিদিন আমাদের দৈনিক জীবনে অনুধাবন করিতে পারি। সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত কিরণ প্রবাহ, যাহা পৃথিবীর জীব উদ্ভিদের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, প্রাণন ব্যাপারাদির মূলে তাহাই সবিতৃ—মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অধিদৈব ভর্গ বা নারায়ণাখ্য পুরুষ—তাঁহারই অধি-ভূতাভিব্যক্তি স্থূল প্রপঞ্চ জগৎ এবং উক্ত পুরুষেরই অধিযজ্ঞাভিব্যক্তি প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবাত্মা। এ প্রসঙ্গে ঈশোপনিষদের ১৬ মন্ত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত মন্ত্র মৎ-প্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে ১৭৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্র হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে যে, সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভর্গাখ্য পুরুষ ও উপাসকের আত্মা অভেদ।

তিনিই অন্তর্য্যামী রূপে শরীরধারিগণের প্রতি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বহুরূপে প্রতীয়মান হন। ভাগঃ ১।৯।৩৯

তমিমমহমজং শরীরভাজাং, হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং, সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥
ভাগঃ ১।৯।৩৯

১।১।১২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভগবন্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥ ভাগঃ ২।৯।২৫

১।২।১১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ॥ ভাগঃ ২।১০।৮

১।২।১৪ সূত্রে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজত্ত্রিধা।
অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্য্যং ত্রিধা ভিদ্যত তচ্ছৃণু॥ ভাগঃ ২।১০।১৩

যিনি চক্ষুরাদি করণাভিমানী দ্রষ্টা জীব স্বরূপ আধ্যাত্মিক পুরুষ, তিনিই আধিদৈবিক, অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সূর্য্যাদিরূপ অধিষ্ঠাতা। আর ঐ উভয় ভিন্ন চক্ষুর গোলকাদি বিশিষ্ট যে দৃশ্য, তাহাকে পুরুষের অর্থাৎ পুরুষরূপ জীবের উপাধি জানিবে। ভাগঃ ২।১০।৮

এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যোগরূপ শয্যা হইতে উত্থানের পর বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া, মায়া দ্বারা হিরন্ময় অর্থাৎ প্রকাশবহুল চিদাভাসরূপ ভোক্তৃত্ব শক্তিকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে তিন ভাগ করিলেন।

ভাগঃ ২।১০।১৩

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥ ভাগঃ ৩।৬।২

অন্তর্য্যামিতয়া প্রাবিশৎ। শ্রীধর।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা॥ ভাগঃ ৩।৬।৭
সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা॥ ভাগঃ ৩।৬।৯

সেই মহদাদি বিশ্ব সৃষ্টিকারী তত্ত্ব সকলের কার্য স্বরূপ গর্ভ অর্থাৎ বিরাট্, জ্ঞান শক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি বিশিষ্ট হইয়া, এক, দশ ও তিন প্রকারে বিভক্ত হইল অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে একপ্রকার, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, এবং আত্মশক্তি বা ভোক্তৃত্ব-শক্তিরূপে, অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত ভেদে তিন প্রকারে, বিভক্ত হইল। ভাগঃ ৩।৬।৭ ও ৩।৬।৯।

স এব হি পুনঃ সর্ব্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্ব্বেশ্বরঃ। সকলজগৎকারণ কারণভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যাগাত্মত্বাৎ...... ভাগঃ ৬।৯।৩৫

সর্ব্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ—সর্ব্বজীবান্তর্য্যামিত্বাৎ। (শ্রীধর)

তিনিই সমুদায় বস্তুতে বস্তুস্বরূপ, তিনি সর্ব্বেশ্বর, সকল জগতের কারণ—সমূহের মূল কারণ এবং সমুদায় জীবের অন্তর্য্যামী।

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৪

সাধুগণ ও যোগিগণ মহাপুরুষ ঈশ্বর স্বরূপ তোমাকেই সাধ্যাত্ম, সাধিভূত ও সাধিদৈব বলিয়া সর্ব্বদা উপাসনা করেন। ভাগঃ ১০।৪০।৪

বিজ্ঞানমেতত্রিয়বস্থমঙ্গ, গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্॥

ভাগঃ ১১।২৮।২১

কারণকার্য্যকর্ত্তৃ কারণমধ্যাত্মং, কার্য্যেমধিভূতং কর্ত্তৃ অধিদৈবং।

(শ্রীধর)

বিজ্ঞান (বা জীব চৈতন্য) ও জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় এবং তাহাদের কারণভূত গুণত্রয় এবং কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তা, অর্থাৎ, অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব এই সমুদায় যে তূরীয় চৈতন্যের অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য পদার্থ। ভাগঃ ১১।২৮।২১

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র (১।২।১৮) আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পরমাত্মা অন্তর্য্যামী ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, তবেই বিরাটের বাহ্যজ্ঞান হইল। অতএব অন্তর্য্যামী, অধিদৈব ও অধিলোক সমুদায়ই পরমাত্মা।

শ্রুতি :—

১। অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ। মনু।

অতর্কনীয়, অজ্ঞেয় ও সর্ব্বত্র প্রসুপ্তের ন্যায়।

২। অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা, অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা, নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা, নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা, নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা, এষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃত।

বৃহদারণ্যকঃ ৩।৭।২৩

তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দেখিয়া থাকেন, তাঁহাকে কেহ শুনিতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে শুনিতে পান, তাঁহাকে কেহ মনে চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলকে চিন্তা করেন, তাঁহাকে কেহ জানে না, কিন্তু তিনি সকলকে জানেন। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ শ্রোতা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ মন্তা নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহ বিজ্ঞাতা নাই। তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা। বৃহঃ ৩।৭।২৩

সংশয় :—শিরোদেশে মনু স্মৃতি হইতে যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রকৃতিই অতর্কনীয় ; অজ্ঞেয় তত্ত্ব। সেই প্রকৃতিই অন্তর্য্যামী হউক না। এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র।

সূত্র :—১।২।২০

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥ ১।২।২০

ন + চ + স্মার্ত্তং + অতদ্ধর্ম্ম + অভিলাপাৎ + শারীরঃ + চ।

ন :—না। **চ :**—ও। **স্মার্ত্তং :**—প্রকৃতি। **অতদ্ধর্ম্ম:**—যে সমস্ত ধর্ম্ম—তাহাদের নয়, সেই সমুদায় ধর্ম্মের। **অভিলাপাৎ :**—উল্লেখ হেতু। **শারীরঃ :**—জীব। **চ :**—ও।

শ্রুতিতে অনুক্ত এবং স্মৃতিতে কথিত প্রকৃতি, বা জীব অন্তর্য্যামী নহে, কেননা সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব যে সমুদায় ধর্ম্মে উল্লেখ আছে, তাহা পরমাত্মারই সম্ভব, জীবে বা প্রকৃতিতে সম্ভব নয়। পূর্ব্ববর্তী সূত্রে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সূত্র রচিত হইয়াছে। (বিশেষত) শিরোদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৭।২৩ মন্ত্রে অন্তর্য্যামী আত্মার যে সমুদায় ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতিতে প্রযোজ্য নহে।

শ্রুতিতে, বেদান্তে এবং সেই কারণে শ্রীমদ্ভাগবতে (যাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রুতির অনুসরণ করেন) প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মশক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত। প্রকৃতি ভগবানের সংকল্প বশতঃ জড়া চৈতন্যের ঈক্ষণেই কার্য্যশীলা হইয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বপাদে বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি অন্তর্য্যামী হইতে পারে না। জীব ও পরমাত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং জীব ও স্বতন্ত্রভাবে অন্তর্য্যামী হইতে পারে না।

পরমাত্মার অনুগ্রহে, জীব, প্রকৃতি প্রভৃতির অস্তিত্ব; এবং তাঁহার উপেক্ষায় উহাদের কার্য্যক্ষমত্ব থাকে না, অপদার্থের ন্যায় থাকে।

দ্রবং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এবচ।

যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥ ভাগঃ ২।১০।১২

দ্রব্য অর্থাৎ পৃথিব্যাদি উপাদান, কর্ম্ম (জীবাদৃষ্ট), কাল, স্বভাব—ইত্যাদি নিমিত্ত সকল, এবং জীব—(ভোক্তা) যাঁহার অনুগ্রহে কার্য্যক্ষম হয়, এবং যাঁহার উপেক্ষায় উহারা অপদার্থ, অক্ষম বা অজ্ঞানের ন্যায় থাকে।

ভাগঃ ২।১০।১২

দ্রবং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।

বাসুদেবাৎপরো ব্রহ্মণ, ন চান্যোর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥ ভাগঃ ২।৫।১৪

হে ব্রহ্মণ! দ্রব্য—পৃথিব্যাদি উপাদান, কর্ম্ম (জীবাদৃষ্ট), ক্ষোভক কাল, পরিণাম হেতুভূত স্বভাব, এবং ভোক্তা জীব, ইহাদের মধ্যে কেহই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে, কেননা, ইহারা কার্যরূপী এবং বাসুদেব কারণ, কার্য্য কখনও কারণ হইতে ভিন্ন নহে। ভাগঃ ২।৫।১৪

মায়া বা প্রকৃতি তাঁহার সদাসদাত্মিকা শক্তি, এই শক্তি দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেন।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৫

[illegible] সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।

আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভুষুরুপাদদে॥ ভাগঃ ২।৫।২১

১।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি কুহকিনী মায়ার সমুদায় কুহক অবগত আছেন, এজন্য কুহকিনী স্ত্রীর কুহক ধরা পড়িয়া গেলে, সে যেমন পুরুষের সম্মুখে থাকিতে লজ্জা

বোধ করে, মায়া ও তাঁহার সম্মুখে থাকিতে লজ্জা পাইয়া থাকে। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহা দ্বারা বিমোহিত হইয়া, "আমি, আমার" ইত্যাকার বলিয়া থাকে ও বিবাদ করিয়া থাকে। ভাগঃ ২।৫।১৫

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ভাগঃ ২।৫।১৩

শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো, মায়া পরৈত্যভিমুখে
বিলজ্জমানা। ভাগঃ ২।৭।৪৬

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টি করিলেও, তিনি স্বরূপে অপ্রচ্যুত থাকেন।

ত্বং নঃ সুরাণামসি সান্বয়ানাং, কূটস্থ আদ্যঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বং দেব শক্ত্যাং গুণকর্ম্মযোনৌ, রেতস্ত্বজায়াং কবিমাদধেঽজঃ ॥
ভাগঃ ৩।৫।৪৮

মহদাদি স্তব করিতেছেন ঃ—হে দেব! তুমি আমাদিগের ও আমাদিগের কার্য্যাদিগের কারণরূপ জনক, তুমি আদ্য, নির্ব্বিকার, অধিষ্ঠাতা এবং পুরাতন পুরুষ। তুমিই সত্ত্বাদি গুণের ও জন্মাদি নিমিত্ত কর্ম্মের কারণ স্বরূপা মায়াতে মহত্তত্ত্বরূপ বীর্য্য আধান কর। ভাগঃ ৩।৫।৪৮

একঃ স্বয়ং সন্ জগতঃ সিসৃক্ষয়া দ্বিতীয়য়াত্মন্নধিযোগমায়য়াত্মা।
সৃজস্যদঃ পাসি পুনর্গ্রসিষ্যসে, যথোর্ণনাভির্ভগবান্ স্বশক্তিভিঃ ॥
ভাগঃ ৩।২১।১৮

১।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, তাঁহার মায়া বিলাস মাত্র।

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদমোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভব স্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলারাসায় তে নম ইদং চকৃম
ঈশ্বরায় ॥ ভাগঃ ৩।৯।১৪

হে ভগবন্! তোমার আত্মচৈতন্য দ্বারা নিরন্তর ভেদ মোহ নিরস্ত হয়। জ্ঞানই তোমার স্বরূপ, তুমিই পরাৎপর। এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত যে মায়া, তাহাতে তুমি রাসবিলাস করিয়া থাক, তুমি সর্ব্বেশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৩।৯।১৪

অতএব মায়া বা জীব অন্তর্য্যামী নহে, পরমাত্মাই অন্তর্য্যামী।

ভিত্তি ঃ—

"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ।
যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত
আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥" বৃহঃ ৩।৭।২২ (কাণ্ব শাখী)।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোঽন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং।
য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥"
(মাধ্যন্দিন শাখী)।

সূত্র ঃ—১।২।২১

উভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে॥ ১।২।২১

উভয়ে + অপি + হি + ভেদেন + এনং + অধীয়তে।

উভয়ে ঃ—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়। **অপি ঃ**—সমুচ্চয়ে। **হি ঃ**—নিশ্চয়ে। **ভেদেন ঃ**—ভিন্নরূপে। **এনং ঃ**—ইহাকে, জীবকে। **অধীয়তে ঃ**—পাঠ করিয়া থাকেন।

শিরোদেশে উদ্ধৃত কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন সম্মত পাঠদ্বয় হইতে প্রতীয়মান হইবে, যে পরমাত্মা জীবের নিয়ন্তা রূপে কথিত হইয়াছেন। অতএব জীব তাঁহা হইতে পৃথক্। পরমাত্মাই অন্তর্য্যামী।

১।২।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের ১।৯।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। পরমাত্মাই শরীরধারী জীবগণে বিভিন্ন হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া, বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হন।

তিনি সর্ব্বভূতে দয়া করিবার জন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে সুহৃদ্ ও অন্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।

যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো, নানাজনেষ্ববহিতঃ
সুহৃদন্তরাত্মা॥ ভাগঃ ৩।৯।১২

তুমি সর্ব্বপ্রাণীতেই দয়া বিস্তার করিয়া, প্রত্যেক জীবের হৃদয় মধ্যে সুহৃদ্ ও অন্তরাত্মা রূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাক। তাহা হইলেও তোমার সাক্ষাৎ দয়া অভক্ত জনের অনায়াস লভ্য নহে। ভাগঃ ৩।৯।১২

সোঽয়ং সমস্তজগতাং সুহৃদেক আত্মা……ভাগঃ ৩।৯।২২

এই ইনিই সমস্ত জগতের একমাত্র সুহৃদ্ ও আত্মা……। ভাগঃ ৩।৯।২২

তিনিই পরমাত্মা, তিনি বাক্য মনের অতীত, তাঁহাকে প্রণতি ভিন্ন গতি নাই।

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।

অহঞ্চান্য ইমে দেবা স্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ভাগঃ ৩।৬।৩৬

রুদ্র বলিতেছেন, বাক্য ও মন যাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত না হইয়া, নিবৃত্ত হইয়াছে, অধিক কি, অহংকারাধিষ্ঠাতা রুদ্র ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা এই সকল দেবগণ এবং অপরেও, তাঁহার তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাকে কেবল নমস্কার করি। ভাগঃ ৩।৬।৩৬

পূর্ব্ব সূত্রে ও এই সূত্রে শ্রীমদ্‌ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য সম্মত পাঠ দেওয়া হইল। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ সম্মত পাঠ :—**"ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ" ১।২।২০ ও "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে।"—১।২।২১।** অর্থের বৈলক্ষণ্য নাই।

৫। অদৃশ্যত্বাধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। মুণ্ডঃ ১।১।৫

"যৎ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।

নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যৎ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥

মুণ্ডঃ ১।১।৬

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥" মুণ্ডঃ ২।১।২

অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন। তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, ব্রাহ্মণাদি জাতির গোত্র ও বর্ণহীন, চক্ষুকর্ণ শূণ্য, হস্তপদ রহিত, নিত্য, ব্যাপক, সর্ব্বগত, অতিসূক্ষ্ম এবং অব্যয়, তিনি ভূতযোনি। ধীরগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। (মুণ্ডঃ ১।১।৫-৬)

তিনি দ্যোতনশীল, অমূর্ত্ত, পুরুষ, সকলের বহিঃ ও অন্তরে অবস্থিত, অজ, অপ্রাণ, অমনাঃ, বিশুদ্ধ এবং অক্ষর হইতে পর এবং তাহা হইতেও পর।

(মুণ্ডঃ ২।১।২)।

সংশয় ঃ—উপরে উদ্ধৃত দুইটি শ্রুতিতে তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য প্রভৃতি বলা হইয়াছে এবং পর অক্ষর হইতে পর বলা হইয়াছে। তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ ত উক্ত গুণবিশিষ্ট, এবং প্রকৃতিকে পর অক্ষর বলা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে পুরুষকে, সে পর অক্ষর হইতেও পর বলা যাইতে পারে। অতএব এই উভয় শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তু সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ—বা, পরমাত্মা। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।২২

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ॥ ১।২।২২

অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ + ধর্ম্মোক্তেঃ।

অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ ঃ—অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি গুণ যুক্ত পদার্থটি পরমাত্মা।

ধর্ম্মোক্তেঃ ঃ—যেহেতু তাঁহারই ধর্ম্মের উক্তি রহিয়াছে।

উক্ত (মুণ্ডঃ) শ্রুতির ১।১।৯ মন্ত্রে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ংতপঃ" উক্ত হইয়াছে, অতএব অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত বস্তুটি পরমাত্মাই, প্রকৃতি পুরুষ নহে।

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্ ॥ ভাগঃ ১।৮।১৭
মায়াজবনিকাচ্ছন্নমজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ম্ ।
ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা ॥ ভাগঃ ১।৮।১৮

কুন্তী স্তব করিতেছেনঃ—তুমি আদি পুরুষ, প্রকৃতির পর ঈশ্বর, তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছ, কিন্তু কেহ তোমাকে দেখিতে পায় না। ভাগঃ ১।৮।১৭

তুমি মায়া রূপ যবনিকা দ্বারা আচ্ছন্ন আছ, ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান দ্বারা তোমাকে জানা যায় না, তুমি অপরিচ্ছিন্ন। আমি ভক্তিযোগানভিজ্ঞ, অতএব কেবল তোমাকে প্রণাম করি। মূঢ়দৃষ্টি মনুষ্য যেমন অভিনয় কালে নাট্যধর নটকে চিনিতে পারে না, সেইরূপ দেহাভিমানী পুরুষ তোমাকে জানিতে পারে না। ভাগঃ ১।৮।১৮

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ভাগঃ ৬।১৬।১৯

মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ যাঁহাকে স্পর্শ করিতে বা জানিতে পারে না, যিনি আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত আছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি।
ভাগঃ ৬।১৬।১৯

যং বৈ ন গোভির্মনসাঽসুভির্বা, হৃদা গিরা বাঽসুভৃতো বিচক্ষতে ।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং, চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্ ॥
ভাগঃ ৬।৩।১৬

ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, চিত্ত, বাক্য ইত্যাদি কোনও উপায় দ্বারাই প্রাণিগণ যাঁহাকে জানিতে পারে না, অথচ যিনি সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে দ্রষ্টা রূপে বর্ত্তমান আছেন। রূপাদি যেমন চক্ষুকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ। ভাগঃ ৬।৩।১৬

তিনি জীব ও মায়া দুই এরই নিয়ামক।

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে, গুণত্রয়াভাসনিমিত্তবন্ধবে ।
অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভির্নিবৃত্তমানাবধয়ে স্বয়ম্ভুবে ॥
ভাগঃ ৬।৪।১৮

গুণত্রয়াভাসশ্চ জীবঃ, নিমিত্তঞ্চ মায়া, তয়োর্ব্বন্ধবে নিয়ন্ত্রে। (শ্রীধর)

আমি সর্ব্বোত্তম সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি। তাঁহার চিৎশক্তি অবিতথ। তিনি জীব ও মায়া এতদুভয়ের নিয়ন্তা। যে সমস্ত জীবের গুণে বা গুণকার্য্যে তত্ত্ববুদ্ধি, তাহারা তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার পরিমাণ ও সীমা নাই, তিনি স্বয়ং প্রকাশ এবং স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। ভাগঃ ৬।৪।১৮

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ইহারা আত্মাকে অর্থাৎ স্ব স্বরূপকে, অন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠাতা দেবতাবর্গকে, জানিতে পারে না, যদিও জীব এ সকলকে জানেন, তথাপি তিনি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না। ভাগঃ ৬।৪।২০

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা, নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।
সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্‌জ্ঞো, ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্ত মীড়ে॥
ভাগঃ ৬।৪।২০

যদ্ যন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতং, ধিয়াক্ষভির্ব্বা মনসোত যস্য।
মাভূৎ স্বরূপং গুণবৃংহিতং হি তৎ, স বৈ গুণাপায়বিসর্গলক্ষণঃ॥
ভাগঃ ৬।৪।২৪

তিনি স্বপ্রকাশ। বাক্য দ্বারা যাহা অভিহিত হয়, বুদ্ধি দ্বারা যাহা ব্যবসিত হয়, ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যাহা নিরূপিত হয়, বা মনের দ্বারা যাহা সংকল্পিত হয়, এ সমুদায়ই তাঁহার স্বরূপ হইতে পারে না, কারণ, এ সকল পদার্থ গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পরমাত্মা এ সকল হইতে ভিন্ন। তিনি গুণ সকলের উৎপত্তি এবং প্রলয় দ্বারায় লক্ষ্য হয়েন। কারণ, চেতনাধিষ্ঠান ভিন্ন উহা সম্ভব হয় না। ভাগঃ ৬।৪।২৪

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ভাগঃ ৮।৩।৩

ইহার সরলার্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।১৩

আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষী, আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের মূল, এবং মূলের অর্থাৎ প্রধানের ও উদ্ভবের হেতু, আপনিই পূর্ণ স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। ৮।৩।১৩

অতএব শ্রুত্যুক্ত অদৃশ্যত্বাদিগুণ বিশিষ্ট বস্তু, পরমাত্মাই।

ভিত্তি ঃ—

"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

মুণ্ডঃ ১।১।৩

মুণ্ডক উপনিষদে ১।১।৩ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, শৌনক অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কোন্ একটি বস্তু জানিলে, এই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইয়া থাকে? এই প্রকার উপক্রম করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

......অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। (মুণ্ডঃ ২।১।২)

অক্ষর যে প্রকৃতি—তাহা হইতে পর জীব, তাহা হইতেও পর। মুণ্ডঃ ২।১।২

সূত্র ঃ—১।২।২৩

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ॥ ১।২।২৩

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং+চ+ন+ইতরৌ।

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং ঃ—বিশেষণ ও ভেদ নির্দ্দেশ হেতু। **চ ঃ**—ও। **ন ঃ**—না। **ইতরৌ ঃ**—প্রকৃতি ও পুরুষ।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র দ্বারা, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হয়, এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিশেষিত করায়, এবং **"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"** (মুণ্ডঃ ২।১।২) শ্রুতি দ্বারা অক্ষর পদ বাচ্য প্রকৃতি হইতে পর যে জীব তাহা হইতে ভেদ, নির্দ্দেশ করায়, অদৃশ্যত্বাদিগুণ বিশিষ্ট বস্তু, প্রকৃতি ও পুরুষ নহে, পরমাত্মাই।

তিনি প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর।

তস্মা এব জগৎস্রষ্ট্রে প্রধানপুরুষেশ্বরঃ। ভাগঃ ৩।৯।৪৩

প্রধান পুরুষেশ্বর ভগবান্ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার নিকট এই প্রকারে......৩।৯।৪৩

যঃ পঞ্চভূতরচিতে রহিতঃ শরীরে, চ্ছন্নো যথেন্দ্রিয়গুণার্থ-

চিদাত্মকোঽহম্।

তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেবং, বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ

পুমাংসম্॥ ভাগঃ ৩।৩১।১৪

জীব বলিতেছেন ঃ—যদিও পরমার্থতঃ আমি শরীরহীন ও অসঙ্গ হওয়াতে এই পঞ্চভূত নির্ম্মিত দেহে অযথা আচ্ছন্ন, সুতরাং যদিও আমার ইন্দ্রিয়, বিষয়, চিদাভাস স্বরূপ অহংকার এ সমুদায় মিথ্যা বটে, কিন্তু আমার আরাধ্য পুরুষের

মহিমা এই শরীরের দ্বারাও কুন্ঠিত হয় না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা। আমি তাঁহাকে বন্দনা করি। ভাগঃ ৩।৩১।১৪

নৈতদ বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্জাতব্যমবশিষ্যতে। ভাগঃ ১১।২৯।৩০

ইহার অর্থ ১।৩।৯ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।

ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১২

ইহার অর্থ ১।১।২৩ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।

পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৮

নমো নমস্তেঽখিলকারণায়, নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়।

সর্ব্বাগমাম্নায় মহার্ণবায়, নমোঽপবর্গায় পরায়ণায়॥ ভাগঃ ৮।৩।১৫

এইরূপে উপাসক পুরুষের আত্মবুদ্ধিস্থ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা, সকল বস্তু ব্রহ্মাত্মক হয়, পরে তিনি সেই সর্ব্বাত্মকত্ব দেখিয়া, মুক্তসংশয় হইয়া, সমুদায় হইতে উপরত হয়েন। ভাগঃ ১১।২৯।১৮

আপনি সর্ব্বকারণরূপী, কিন্তু স্বয়ং নিষ্কারণ, সর্ব্বকারণ হইলেও আপনি অদ্ভুত কারণ, কারণ, দৃশ্যমান কারণ বর্গের ন্যায় আপনার বিকার নাই। আপনি পঞ্চরাত্রাদি, আগম, বেদ, এ সকলের মহাসাগর, অর্থাৎ তাহাদের পর্য্যাবসান স্থান, এবং মোক্ষরূপী, এবং সাধুগণের পরম আশ্রয়। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। ভাগঃ ৮।৩।১৫

উপরে উদ্ধৃত শ্লোক সকলে যে সকল বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং প্রধান ও পুরুষ উভয়ের নিয়ন্তা বলিয়া উহাদের উভয় হইতে যে ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল কারণে অদৃশ্যত্বাদি গুণ বিশিষ্ট বস্তু প্রধান বা পুরুষ নহে। পরমাত্মাই বটে।

ভিত্তি :—

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী **চন্দ্রসূর্য্যৌ**, দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ **সর্ব্বভূতান্তরাত্মা**॥"

মুণ্ডঃ ২।১।৪

অগ্নি ইহার মস্তক, সূর্য্যচন্দ্র দুই চক্ষুঃ, দিক্ সমূহ শ্রোত্র, বেদ সমূহ বাগ্ব্যাপার (শব্দ), বায়ু প্রাণ, সমস্ত জগৎ হৃদয়, পৃথিবী ইহার পদ, এবং ইনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।

সূত্র :—১।২।২৪

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ১।২।২৪

রূপ + উপন্যাসাৎ + চ।

রূপ :—মূর্ত্তি। **উপন্যাসাৎ :—**উল্লেখ হেতু। **চ :—**ও।

মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৪ মন্ত্রে ব্রহ্মের মূর্ত্তি উল্লেখ আছে। অগ্নি তাঁহার শির, ইত্যাদি। ইহা জীব ও প্রধানে সম্ভব হয় না। অতএব অদৃশ্যত্বাদি গুণ বিশিষ্ট বস্তু পরমাত্মাই।

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্য কর্ম্মণে॥ ভাগঃ ৮।৩।৯

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে।
নির্ব্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ॥ ভাগঃ ৮।৩।১২

হিরন্ময়াদণ্ডকোষাদুত্থায় সলিলেশয়াৎ।
তমাবিশ্য মহাদেবো বহুধা নির্ব্বিভেদ খম্॥ ভাগঃ ৩।২৬।৫০

নিরভিদ্যতাস্য প্রথমং মুখং বাণী ততোঽভবৎ।
বাণ্যা বহ্নিরথোনাসে প্রাণোতো ঘ্রাণ এতয়োঃ॥

ভাগঃ ৩।২৬।৫১

ঘ্রাণাদ্বায়ুরভিদ্যেতামক্ষিণী চক্ষুরেতয়োঃ।
তস্মাৎ সূর্য্যোন্যভিদ্যেতাং কর্ণৌ শ্রোত্রং ততো দিশঃ॥

ভাগঃ ৩।২৬।৫২

ইহার অর্থ ১।২।২১ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

অন্তর্বহিশ্চামলমব্জনেত্রং স্বপুরুষেচ্ছানুগৃহীতরূপম্। ভাগঃ ৩।১৪।৪৮

······তব শীর্ষকং ক্রতোঃ সত্যাবসথ্যং······ ॥ ভাগঃ ৩।১৩।৩৭

অগ্নির্মুখং যস্য ······ভাগঃ ৮।৫।২৪

যচ্চক্ষুরাসীত্তরনি······ভাগঃ ৮।৫।২৫

প্রাণোদভূদ্‌যস্য চারচারণাং প্রাণঃ সহোবলমোজশ্চ বায়ুঃ।

ভাগঃ ৮।৫।২৬

১।১।২৪ সূত্রের আলোচনায় ৮।৫।২৬ শ্লোকের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রোত্রাদ্দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি······ভাগঃ ৮।৫।২৭

অপর, তিনি শান্ত, ঘোর, মূঢ়, গুণ ধর্ম্মানুসারী, তাঁহার বিশেষ নাই, তিনি সমত্বরূপী ও জ্ঞানঘন। তাঁহাকে নমস্কার। ভাগঃ ৮।৩।১২

সেই সলীলস্থায়ী, প্রকাশ বহুল ব্রহ্মাণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া, অর্থাৎ ঔদাসীন্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া, ঐ খণ্ডে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক, বহুপ্রকার আকাশ বা ছিদ্র বিভিন্ন করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ, তাঁহার মুখ নির্ভিন্ন হইল, তাহা হইতে বাক্য হইল, তদনন্তর বাক্য সহ অগ্নি হইল। তৎপরে, নাসাদ্বয় নির্ভিন্ন হইলে. তাহা হইতে প্রাণবায়ু বিশিষ্ট প্রাণেন্দ্রিয় হইল। ঘ্রাণের পর, বায়ু প্রাণযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। তারপর, দুই চক্ষুগোলক ও দর্শনেন্দ্রিয় নির্ভিন্ন হইল, তাহা হইতে সূর্য্য নির্ভিন্ন হইলেন। অতঃপর, কর্ণ ও শ্রবণেন্দ্রিয় প্রকটিত হইল। পরে কর্ণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সকল আবির্ভূত হইল। ভাগঃ ৩।২৬।৫০-৫২

যে ভগবান্ অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান, নির্ম্মল পদ্ম সদৃশ যাঁহার চক্ষু, যিনি ভক্তগণের বাসনারূপ রূপ ধারণ করেন। ভাগ ৩।১৪।৪৮

তোমার শিরোদেশ ক্রতুর সত্য (হোম রহিত অগ্নি) ও আবসথ্য (ঔপসনাগ্নি)······ভাগঃ ৩।১৩।৩৭

অগ্নি যাঁহার মুখ····· ভাগঃ ৮।৪৩।২৪

সূর্য্য যাঁহার চক্ষু······ ভাগঃ ৮।৪৩।২৫

যাঁহার শ্রোত্র হইতে দিকসকল, ও হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র বা ইন্দ্রিয়দ্বার সকল······ ভাগঃ ৮।৫।২৭

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকসকলে যে মূর্ত্তির উল্লেখ করা হইল, তাহা জীব বা প্রধানে সম্ভব নহে। সুতরাং পরমাত্মা সম্বন্ধেই উহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬। বৈশ্বানরাধিকরণ।

ভিত্তি —

"আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধেষি, তমেব নো ব্রূহি।"

ছান্দোগ্যঃ ৫।১১।৬

"যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানং আত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে।
স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১৮।১)

ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে, প্রাচীন পাল, সত্য যজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন, বুড়িল, ও উদ্দালক, রাজা অশ্বপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বৈশ্বানর আত্মার বিষয় অবগত হইবার জন্য বলিলেন যে, "আপনিই বর্ত্তমানে বৈশ্বানর আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন", এইরূপ আরম্ভ করিয়া শেষে রাজা বলিলেন "যে লোক প্রাদেশ পরিমিত স্থানে অবস্থিত এই ব্যাপক বৈশ্বানর আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত আত্মাতে অন্নভোগ করিয়া থাকেন।"

সংশয় ঃ—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১৮।১ মন্ত্র আলোচনা করিলে সন্দেহ হইতে পারে, যে বৈশ্বানর অর্থে (১) জাঠর অগ্নি, (২) পঞ্চ মহাভূতের তৃতীয় মহাভূত অগ্নি, (৩) অধিষ্ঠাতা দেবতা বিশেষ, (৪) পরমাত্মা, বুঝাইতে পারে। উক্ত শ্রুতিতে উহা কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? এই সন্দেহের নিরসনের জন্য পর পর কয়েকটি সূত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম, "বৈশ্বানর"—পরমাত্মাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।২৫

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ॥ ১।২।২৫

বৈশ্বানরঃ + সাধারণশব্দবিশেষাৎ।

বৈশ্বানরঃ ঃ—উক্ত শ্রুতিতে "বৈশ্বানর" শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম। **সাধারণ শব্দ বিশেষাৎ ঃ**—সাধারণ বোধক শব্দাপেক্ষা বিশেষ হেতু।

শ্রুতিতে 'বৈশ্বানর' শব্দ সাধারণ বৈশ্বানর শব্দাপেক্ষা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা, প্রশ্নে আমাদের আত্মা স্বরূপ বৈশ্বানর সম্বন্ধে বল, এইরূপ জিজ্ঞাসা আছে, শুধু বৈশ্বানর সম্বন্ধে বল, এরূপ প্রশ্ন নাই, অতএব **'বৈশ্বানর' পরমাত্মাই।**

শ্রীমদ্ ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, পরমাত্মাই যজ্ঞমূর্ত্তি, তাঁহার শিরোদেশ সত্য—হোম রহিত অগ্নি, এবং আবসথ্য—উপাসনাগ্নি।

জিহ্বা প্রবর্গ্যস্তব শীর্ষকং ক্রতোঃ সত্যাবসথ্যং চিতয়োঽসবো হি তে ॥

ভাগঃ ৩।১৩।৩৭

তোমার জিহ্বাই প্রবর্গ্য, তোমার শিরোদেশ ক্রতুর সত্য ও আবসথ্য অগ্নি, তোমার পঞ্চ প্রাণই চিতি (যজ্ঞার্থ ইষ্টকাচয়ন)। ভাগঃ ৩।১৩।৩৭

যজ্ঞরূপ পরমাত্মার অগ্নি জিহ্বা স্বরূপ।

ইষ্টাগ্নিজিহ্বং পয়সা পুরুষং যজুষাং পতিং। ভাগঃ ৩।১৪।৮

যজ্ঞরূপী পরম পুরুষের জিহ্বারূপ অগ্নিতে তাঁহারই উদ্দেশ্যে হোম করিয়া...

ভাগঃ ৩।১৪।৮

তিনিই ক্রতু, তিনিই হবিঃ, তিনিই অগ্নি, তিনিই মন্ত্র, ইত্যাদি।

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।

ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা, অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ ॥

ভাগঃ ৪।৭।৪২

১।১।৩২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি যখন সর্ব্বময়, তখন তাঁহার চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণাত করাই জীবের পরম পুরুষার্থ।

নমো নমস্তেঽখিলমন্ত্রদেবতা, দ্রব্যায় সর্ব্বক্রতবে ক্রিয়াত্মনে।

বৈরাগ্যভক্ত্যাত্মজয়ানুভাবিতজ্ঞানায় বিদ্যাগুরবে নমোনমঃ ॥

ভাগঃ ৩।১৩।৩৯

হে ভগবন্! তুমিই অখিল মন্ত্র, অখিল দেবতা, এবং অখিল দ্রব্য স্বরূপ। তুমিই অখিল ক্রতু ও অখিল ক্রিয়া স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। বৈরাগ্য, অর্থাৎ দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মফল স্পৃহা রাহিত্য হইতে উৎপন্ন যে ভক্তি, তদ্দ্বারা মনের নির্ম্মলতা প্রাপ্তি হইলে, যে জ্ঞান সাক্ষাৎকার হয়, তুমিই সেই জ্ঞান স্বরূপ, এবং তুমিই সেই জ্ঞান প্রদানের গুরু, তোমাকে নমস্কার। ভাগঃ ৩।১৩।৩৯

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে **শ্রুতিতে "বৈশ্বানর" এবং স্মৃতিতে তৎ পর্য্যায়ভুক্ত "অগ্নি" শব্দ পরমাত্মারই বোধক।**

ভিত্তি ঃ—

১।১।২৪ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৪ মন্ত্রে "অগ্নির্মূর্দ্ধা· ..." ইত্যাদি। (মুণ্ডক ২।১।৪)

সূত্র ঃ—১।২।২৬

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ১।২।২৬

স্মর্য্যমানং + অনুমানং + স্যাৎ + হতি।

স্মর্য্যমাণং ঃ—স্মরণের বিষয়ীভূত—যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা। **অনুমানং ঃ**—লিঙ্গ, জ্ঞাপক। **স্যাৎ ঃ**—হইতে পারে। **ইতি ঃ**—এই প্রকারে।

"অগ্নি যাঁহার মস্তক" ইত্যাদি প্রকারে বৈশ্বানর আত্মার যে রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব নিশ্চয়ের অনুমাপক হইবে, কারণ, ঐ প্রকার রূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

ইহা শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য সম্মত অর্থ।

অপর,

স্মর্য্যমানং ঃ—স্মৃতিতে কথিত। **অনুমানং ঃ**—লিঙ্গ, জ্ঞাপক। **স্যাৎ ঃ**—হইতে পারে। **ইতি ঃ**—এই প্রকারে।

স্মৃতিতে কথিত "বৈশ্বনার" পরমাত্মা জ্ঞাপক। যেমন গীতার ১৫।১৪ শ্লোকে

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিণাং দেহমাশ্রিতঃ ॥"

ইহা শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণের সম্মত অর্থ।

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা, জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃ সমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্, প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥

ভাগঃ ৮।৫।২৪

অন্তঃ সমুদ্রে—উদরমধ্যে, স্বধাতূন্—পাকার্হানেবান্নাদীন্। (শ্রীধর)।

জাতবেদা অগ্নি, বেদের ক্রিয়াকাণ্ড ও কর্ম্মের নিমিত্ত যাহার জন্ম, যিনি উদর মধ্যে পাকার্হ অন্নাদি পাক করিয়া থাকেন, সেই অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৮।৫।২৪

অতএব **বৈশ্বানর পরমাত্মাই।**

ভিত্তি ঃ—

"হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ"

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১৮।২)

হৃদয়ই গার্হপত্য, মনই অন্বাহার্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) এবং মুখই আহবনীয়।

"স এষোঽগ্নি বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ"।

সেই এই অগ্নি বৈশ্বানর—যাহা পুরুষরূপী।

"স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ"—শতপথ ব্রাহ্মণ

সেই যে লোকপুরুষের (জীবদেহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত—পুরুষাকৃতি, ও পুরুষ এই বৈশ্বানর অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হয়।

"সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ ..."(পুরুষ সূক্ত)

পুরুষ অসংখ্য মস্তক বিশিষ্ট……।

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্ (পুরুষ সূক্ত)। পুরুষই এই জগৎ স্বরূপ।

সংশয় ঃ—বৈশ্বানর পুরুষের অন্তরে অধিষ্ঠিত, ইহা উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি ৫।১৮।২ মন্ত্র হইতে প্রতীয়মান হইবে, অতএব বৈশ্বানর জাঠরাগ্নি হইতে পারে, এবং তাহারই উপাসনা কথিত হইয়াছে, ইহার সমাধানের জন্য সূত্র ঃ— ইহার প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

সূত্র ঃ—১।২।২৭

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন তথা

দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ১।২।২৭

শব্দাদিভ্যঃ + অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ + চ + ন + ইতি + চেৎ + ন + তথা + দৃষ্ট্যুপদেশাৎ + অসম্ভবাৎ + পুরুষং + অপি + চ + এনম্ + অধীয়তে ॥

শব্দাদিভ্যঃ ঃ—শব্দ প্রভৃতি কারণে, অর্থাৎ শ্রুতিতে উল্লেখ হেতু। **অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ ঃ**—অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু। **চ ঃ**—ও। **ন ঃ**—না। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না, বলিতে পার না। **তথা ঃ**—সেই

প্রকার। **দৃষ্ট্যুপদেশাৎ** :—দৃষ্টি অর্থাৎ উপাসনার উপদেশ হেতু। **অসম্ভবাৎ** :—অন্যের পক্ষে অসম্ভব হেতু। **পুরুষং** :—পুরুষ রূপে, পুরুষ বলিয়া। **অপি** :—ও। **চ** :—এবং। **এনম্** :—ইহাকে। **অধীয়তে** :—বলিয়া থাকেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বৈশ্বানর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উক্ত হওয়ায় যদি আপত্তি কর যে, উহা পরমাত্মা নহে, তাহা বলিতে পার না, কেননা, উপাসনার জন্যই ঐ প্রকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কারণ ঐ শ্রুতিতেই (ছাঃ ৫।১৮।২) বৈশ্বানরের **"মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো, বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ, উর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ ॥"** —উক্ত হইয়াছে, শিরঃ দ্যুলোক, চক্ষুঃ আদিত্য, প্রাণ বায়ু, আকাশ দেহের মধ্যভাগ, জল বস্তি স্বরূপ, পৃথিবী পাদদ্বয়, বক্ষস্থল বেদি, লোম সকল বর্হি ইত্যাদি উপাসনার জন্য বলা হইয়াছে। পরমাত্মা ভিন্ন অন্যে ইহা সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ বাজসনেয় শাখীরা এই বৈশ্বানরকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই পুরুষ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নহেন। ইহা পুরুষসূক্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। **অতএব, বৈশ্বানর পরমাত্মাই।**

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা, জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃ সমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্,প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥

ভাগঃ ৮।৫।২৪

১।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যচ্চক্ষুরাসীত্তরনির্দেবযানং, ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্ণ্যম্।
দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ, প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥

ভাগঃ ৮।৫।২৫

যে সূর্য্য দেবযান—অর্চ্চিরাদি মার্গের দেবতা, ত্রয়ীময়, ব্রহ্মের উপাসনা স্থান, এবং দেবযানত্ব হেতু মুক্তির দ্বার ও পুণ্যলোকত্ব হেতু অমৃত স্বরূপ, আর কালরূপত্ব প্রযুক্ত মৃত্যুরূপী, সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষুঃ, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৮।৫।২৫

প্রাণাদভূদ্ যস্য চরাচরাণাং, প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ।

ভাগঃ ৮।৫।২৬

শ্রোত্রাদ্দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি, প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসু শরীরকেতঃ, প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥

ভাগঃ ৮।৫।২৭

বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদান্মন্যোর্গিরীশো ধিষণাদ্বিরিঞ্চিঃ।
খেভ্যস্তু ছন্দাংস্যৃষয়ো মেঢ্রতঃ কঃ, প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥

ভাগঃ ৮।৫।২৮

শ্রীর্বক্ষসঃ পিতরশ্ছায়য়া সন্ ধর্ম্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোঽভূৎ।
দ্যৌর্যস্য শীর্ষ্ণোঽপ্সরসো বিহারাৎ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ।

ভাগঃ ৮।৫।২৯

ইত্যাদি।

যাঁহার শ্রোত্র হইতে দিক্, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র সকল, নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, নাগকূর্ম্মাদি বায়ু এবং শরীরের আশ্রয়, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভাগঃ ৮।৫।২৭

যাঁহার বল হইতে মহেন্দ্র, প্রসন্নতা হইতে সুরগণ, ক্রোধ হইতে গিরীশ, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, দেহছিদ্র হইতে বেদ সকল, মেঢ্র হইতে ঋষি ও প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভাগঃ ৮।৫।২৮

যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শ্রী, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠ হইতে অধর্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ এবং বিহার হইতে অপ্সরাগণ উৎপন্ন হয়, সেই মহাবিভূতিশালী পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভাগঃ ৮।৫।২৯

উদ্ধৃত শ্লোক সকল পরমাত্মা সম্বন্ধে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ সকল শ্লোকে পরমাত্মা পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উপাসনার জন্যই উহার বিধান। পরমাত্মার বা ভগবানের দেহ-দেহী—ভেদ নাই ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সূত্রকারও ইহা পরে ৩।২।১৪ সূত্রে ইহা প্রতিপাদন করিবেন। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত ৮।৫।২৪ শ্লোকে **"অগ্নির্মুখং যস্য"** বলা হইয়াছে, ইহাতে অগ্নির সহিত তাঁহার সমানাধিকরণ বুঝিতে হইবে। তিনি যাহা, অগ্নিও তাহাই।

পরমাত্মা পুরুষ রূপেও ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত আছেন, তাহা উপাসনার জন্যই। পরন্তু, তিনি পুরুষরূপী হইলেও সর্ব্বময়।

সহস্রোর্ব্বঙ্ঘ্রি বাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ ভাগঃ ২।৫।৩৫

সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। ভাগঃ ২।৬।১৫

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ। ভাগঃ ২।৬।১৭

তাঁহার সহস্র সহস্র উরু, অঙ্ঘ্রি, পদ, বাহু, অক্ষি, আনন ও শীর্ষ।

ভাগঃ ২।৫।৩৫

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যতকিছু সবই পুরুষ। ২।৬।১৫

সেই পুরুষ মরণধর্ম্মক কর্ম্মফল অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি নিজানন্দ ও অভয়ের ঈশ্বর। ২।৬।১৭

অতএব, বৈশ্বানর পরমাত্মাই।

উক্তি ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।২৮

অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ১।২।২৮

অতএব + ন + দেবতা + ভূতং + চ।

অতএব ঃ—এই হেতুই। **ন ঃ**—না। **দেবতা ঃ**—অগ্নি দেবতা। **ভূতং ঃ**—পঞ্চ মহাভূতের তৃতীয় মহাভূত অগ্নি। **চ ঃ**—ও।

উক্ত হেতুতেই বৈশ্বানর অগ্নিদেবতা, বা ভূতাগ্নি নহে, পরমাত্মাই।

অগ্নি দেবতা যজ্ঞস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বলিলেন ঃ—

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা, হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধঞ্চ পঞ্চভিঃ, স্বিষ্টৈঃ যযুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্ ॥
ভাগঃ ৪।৭।৩৮

যাঁহার তেজ দ্বারা আমার তেজ সুষ্ঠুরূপে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে, যাঁহার প্রশস্ত যজ্ঞ সকলে ঘৃতাক্ত হব্য (হোমীয় দ্রব্য) আমি বহন করি, সেই যজ্ঞ-পালক যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্‌কে আমি প্রণাম করি। তিনিই অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস, চতুর্মাস্য ও পশুসোম এই পঞ্চবিধ যজ্ঞেরই স্বরূপ, এবং ঐ পঞ্চ প্রকার যজ্ঞমন্ত্র দ্বারাই সুন্দররূপে পূজিত হন। ভাগঃ ৪।৭।৩৮

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং………। ভাগঃ ৪।৭।৪২

১।১।৩২ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ জাতবেদোঽসি হব্যবাট্।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজেতি ॥ ভাগঃ ৫।২০।১২

হে জাতবেদা! তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হব্য বহন কর। পরম পুরুষের অঙ্গ স্বরূপ দেবতাগণের যজ্ঞদ্বারা তুমি সেই অঙ্গী স্বরূপ পরব্রহ্মকেই যজন করিয়া থাক। ভাগঃ ৫।২০।১২

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্, নান্যত্ত্বদস্ত্যপি মনো বচসা
নিরুক্তম্ ॥ ভাগঃ ৭।৯।৪৭

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং, যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥

ভাগঃ ১১ ২।৩৯

৭।৯।৪৭ ও ১১।২।৩৯ শ্লোকের সরলার্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

যখন ভগবান্‌ই সর্ব্বময়, তাঁহা ভিন্ন অন্য কিঞ্চিৎ নাই, তখন 'বৈশ্বানর' পরমাত্মা, ভগবানই। অগ্নিদেবতা বা ভূতাগ্নি নহে।

ভিত্তি ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।২৯

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১।২।২৯

সাক্ষাৎ + অপি + অবিরোধং + জৈমিনিঃ।

সাক্ষাৎ ঃ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে। **অপি ঃ**—ও। **অবিরোধং ঃ**—বিরোধাভাব। **জৈমিনি ঃ**—জৈমিনি আচার্য্য বলেন।

জৈমিনি আচার্য্য বলেন, যে বৈশ্বানর শব্দ ও অগ্নি শব্দ, উহাদের ধাতু প্রত্যয় গত অর্থানুসারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মারই বাচক। বৈশ্বানর = বিশ্ব + নর + ষ্ণ = বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ ব্রহ্ম। অগ্নি = অগ + অন্‌স + নি + খে = অগ্রনয়ন বা উৎকর্ষ সম্পাদন গুণ থাকায় অথবা—উচ্চনীচ সমুদায় কর্ম্মফলের প্রাপক হওয়ায়, অগ্নিও ব্রহ্মবোধক।

উভয়ের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মার বোধক, তখন শ্রুতিতে উহাদের পুরুষের অন্তরে অধিষ্ঠিত বলিয়া ব্যবহারে কোন বিরোধ নাই। ইহা জৈমিনি আচার্য্যের মত। গার্হপত্যাদি কল্পনা ও পরমাত্মায় সঙ্গত হয়। কেননা পরমাত্মা যখন সর্ব্বাত্মক, তখন সমুদায় কল্পনা তাঁহাতে পরিণতি লাভ করে। **অতএব কর্ম্ম মিমাংসক জৈমিনি আচার্য্যের মতে ও "বৈশ্বানর" শব্দ পরমাত্মাকেই বুঝায়।**

ভিত্তি ঃ—

১।২।২৫ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১৮।১ মন্ত্র।

"মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ পাণঃ পৃথক্‌বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো.........." ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৫।১৮।২

১।২।২৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

সংশয় ঃ—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১৮।১ মন্ত্রে, যে লোক প্রাদেশমাত্র অথচ অপরিমিত আত্মাস্বরূপ বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, আবার ৫।১৮।২ মন্ত্রে, এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের দ্যুলোকাদি পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদেশ, বিশেষগত মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্নতাও সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? এই সংশয় নিরাকরণের জন্য আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত উল্লিখিত হইয়াছে।

সূত্র ঃ—১।২।৩০

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ১।২।৩০

অভিব্যক্তেঃ + ইতি + আশ্মরথ্যঃ।

অভিব্যক্তেঃ ঃ—অভিব্যক্তি হেতু। **ইতি ঃ**—ইহা। **আশ্মরথ্যঃ ঃ**—আশ্মরথ্য নামক আচার্য্য মনে করেন।

পরমাত্মা স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন (অপরিমিত) হইলেও, উপাসকগণের হৃদয়-প্রদেশে অভিব্যক্ত হন। হৃদয়-প্রদেশের পরিমাণ প্রাদেশ প্রমাণ, সুতরাং শ্রুতিতে অপরিমিত পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ইহা আশ্মরথ্য আচার্য্যের মত।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥

ভাগঃ ২।২।৮

১।২।১৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

স্বয়ং তদন্তর্হৃদয়েঽবভাতমপশ্যতাঽপশ্যত যন্ন পূর্ব্বম্।

ভাগঃ ৩।৮।২৩

তং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃদ্‌সরোজ, আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো
নন্নু নাথ পুংসাং ।

যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥
ভাগঃ ৩।৯।১১

যাহা পূর্ব্বে হৃদয়ে দর্শন করিতে পারেন নাই, অন্তহৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রকাশবান্ সেইরূপ দর্শন করিলেন। ভাগঃ ৩।৮।২৩

হে নাথ! পুরুষদিগের হৃদ্‌পদ্ম ভক্তিযোগ দ্বারা শোধিত হইলে, ত্বদীয় কথা শ্রবণে—সাধন পথ তাহাদের দৃষ্ট হয়। এবং সেইরূপ হইলেই, হে উরুগায়! তুমি তাহাদের হৃদয়পদ্মে অধিষ্ঠান কর। তোমার কৃপার কথা কি বলিব? তোমার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতিরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনঃ দ্বারা তোমার যে যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, তুমি তাহাদের অনুগ্রহের জন্য সেই সেই রূপেই প্রকটিত হও। ভাগঃ ৩।৯।১১

ভগবান্ যখন উপাসকের ভাবনানুসারে সেই সেই বপুঃ ধারণ করেন, তখন তাহার 'বৈশ্বানর' রূপে অভিব্যক্তির আশ্চর্য্য কি?

ভিত্তি ঃ—

১।২।২৭ সূত্রের উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১৮।১ ও ৫।১৮।২ মন্ত্র।

সংশয় ঃ—যদি বল তিনি অপরিচ্ছিন্ন ও সেকারণ অরূপ, তাহা হইলে শিরঃ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবয়ব যোগে পরব্রহ্মকে পুরুষাকারে কল্পনা করার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।৩১

অনুস্মৃতের্বাদরি ॥ ১।২।৩১

অনুস্মৃতেঃ + বাদরিঃ।

অনুস্মৃতেঃ ঃ—অনুস্মৃতি বা ধ্যানের হেতু। **বাদরি ঃ**—বাদার আচার্য্য—মনে করেন।

বাদরি আচার্য্য বলেন, যে পরমাত্মা অপরিমিত বটে, কিন্তু উপাসকের হৃদয় প্রাদেশ প্রমাণ, হৃদয়ই ধ্যানের আলম্বন, তদনুসারে পরমাত্মাকে প্রাদেশ প্রমাণ বলা হইয়াছে। ইহা ধ্যানের সুবিধার জন্য।

এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভিত্তি ঃ—

১।২।২৭ সূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১৮।১ ও ৫।১৮।২ মন্ত্র।

সংশয় ঃ—যদি বৈশ্বানর পরমাত্মা, তাহা হইলে উরঃ প্রভৃতি অবয়বের বেদি প্রভৃতি রূপে উপদেশ কেন? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।২।৩২

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ১।২।৩২

সম্পত্তেঃ + ইতি + জৈমিনিঃ + তথা + হি + দর্শয়তি ॥ ১।২।৩২

সম্পত্তেঃ ঃ—সম্পৎ উপাসনার জন্য। **ইতি ঃ**—ইহা। **জৈমিনি ঃ**—জৈমিনি আচার্য্য। **তথা ঃ**—সেই প্রকার। **হি ঃ**—নিশ্চয়ই। **দর্শয়তি ঃ**—দেখা যায়।

সম্পত্তি = সম্ + পদ্ + তি = সম্যক রূপে প্রাপ্তি অর্থাৎ—ধ্যানের দ্বারা অভেদ নিষ্পত্তি। কোনও স্বতঃসিদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থের সহিত, ক্ষুদ্রত্ব নিরোধে পৃথক্ মহৎ প্রদার্থের অভেদ জ্ঞান যত্ন দ্বারা নিষ্পাদিত হইলে, তাহাকে **"সম্পত্তি"** বলে। জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, সম্পৎ উপাসনার জন্য পরমাত্মার মস্তক, চক্ষুঃ, উরঃ, বস্তি, পাদ প্রভৃতি অবয়বের উল্লেখ শ্রুতি করিয়াছেন। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণেও এই প্রকার উপদেশ আছে। সাধক উপাসনার দ্বারা নিজের হৃদয়ে, নিজের সহিত পরমাত্মার অভেদ উপলব্ধি করিবার জন্যই, পরমাত্মার অবয়ব কল্পনা।

তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ভাগঃ ১০।৮৮।৭

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

আত্মাতয়া বিজ্ঞায়—পরব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিয়া—ইহাই সম্পৎ উপাসনা, এবং এজন্যই তাঁহার অবয়ব কল্পনা ও অবয়ব ধারণ।

তিনি সর্ব্বভূতের সংসার মোচনার্থই রূপ ধারণ করেন।

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে।
যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥

ভাগঃ ১০।৮৭।৪৬

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

ভাগঃ ১০।৩৩।৩৬

সেই অমলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি। সর্ব্বভূতের সংসার মোচনার্থ তিনি অতি কমনীয় অংশকলা ধারণ করিয়াছেন। ভাগঃ ১০।৮৭।৪০

ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য মানুষ দেহ ধারণ করিয়া সেই প্রকার লীলাদি করেন, যাহা শ্রবণাদি করিয়া, মানব তৎপর (ভগবদ্ পর) হইতে পারে। ভাগঃ ১০।৩৩।৩৬

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলং, অনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্ম কর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥

ভাগঃ ৬।৪।২৮

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥ ভাগঃ ৮।৩।৯

৬।৪।২৮ ও ৮।৩।৯ শ্লোকের সরলার্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

যদ্যেষোপরতা দেবী, মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ভাগঃ ১।৩।৩৪

সংসার চক্রে ক্রীড়া কারিণী—ঐশ্বরী মায়া দেবী, বিদ্যারূপে পরিণতা হইয়া, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জীবোপাধি দগ্ধ করতঃ, স্বয়ং যদি নিরন্ধন অগ্নির ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তত্ত্বজ্ঞেরা এইরূপ বোধ করেন। এবং তাহা হইলেই জীব পরমানন্দ স্বরূপ স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হন। ভাগঃ ১।৩।৩৪

সম্পন্ন এব—ব্রহ্মস্বরূপং প্রাপ্ত এব। (শ্রীধর)। ইহাই সম্পৎ উপাসনা.

শ্রীগীতায় এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—**"ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥** গীঃ ১৮।৫৪। ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়া,—ব্রহ্ম হইয়া নয়, কারণ তখনও অহং বিদ্যমান। তখনও ভগবানের ভক্তি লাভের অবসর আছে। তৈল ও বর্ত্তিকা বিরহিত-দীপশিখা যেমন নির্ব্বাণ হইয়া যায়, চিত্তও সে সময় লয় প্রাপ্ত হয়, এবং সাধকের সে সময় দেহাদি উপাধি অপগত হয়, এবং তিনি তখন ধ্যাতব্যের বিভাগ শূন্য

অখণ্ড আত্মাকেই অনুগত দেখিতে পান। ইহা অনুভূতির ব্যাপার। আমাদের ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধি—বহির্ম্মুখ পাষণ্ডের জানিবার উপায় নাই।

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং, নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।

আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেকমন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ॥

ভাগঃ ৩।২৮।৩৫

এই প্রকারে চিত্ত যখন নির্ব্বিষয় হয়, কেননা ধ্যেয় সম্বন্ধ না থাকায় ধ্যাতাও থাকিতে পারে না, তখন পরমানন্দানুভব হওয়াতে, চিত্ত অন্য বিষয় হইতে বিরক্ত হয়, সুতরাং যেমন দীপশিখা তৈল ও বর্ত্তিকা বিরহিত হইয়া নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তাহার ন্যায় চিত্ত সহসা লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাতে, যোগরত পুরুষ ঐ অবস্থায় দেহাদি উপাধি বিবর্জ্জিত হইয়া, ধ্যাতৃধ্যেয় বিভাগ শূন্য অখণ্ড আত্মাকেই অনুগত দেখিতে পান। ভাগঃ ৩।২৮।৩৫

এই অভেদ দর্শনই সম্পৎ উপাসনা।

এই প্রকার অনেক শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। বুঝা গেল যে **উপাসকের মঙ্গলের জন্যই অপরিমিত, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার রূপ কল্পনার উপদেশ।** রূপ ধারণ করিলেও তিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না, ইহা বুঝাইবার জন্য, সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত, অরূপ, অনামরূপ ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভিত্তি ঃ—

পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১৮।২ মন্ত্র।

সূত্র ঃ—১।২।৩৩

আমনন্তি চ এনমস্মিন্ ॥ ১।২।৩৩

আমনন্তি + চ + এনম্ + অস্মিন্।

আমনন্তি ঃ—বলিয়া থাকেন। **চ** ঃ—ও। **এনম্** ঃ—ইহাকে, আত্মাকে (রামানুজ, শঙ্কর, মধ্ব), অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিকে (বল্লভ ও বলদেব)। **অস্মিন্** ঃ—উপাসকের শরীর মধ্যে (রামনুজ, শঙ্কর), অগ্নিতে (মধ্ব), পরমাত্মাতে (বলদেব)।

৫।১৮।২ ছান্দোগ্য শ্রুতি এবং অন্য শ্রুতিও পরমাত্মাকে উপাসকের দেহ মধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (রামানুজ, শঙ্কর)।

বৃহদারণ্যক ৩।৭।৫ শ্রুতি (**যো অগ্নৌ তিষ্ঠন্**……) অগ্নিতে পরমাত্মার অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (মধ্বাচার্য্য)।

"আপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ"। কৈবল্যোপনিষৎ ২১। পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তি অবস্থিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (বলদেব)

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়, ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং, যোনাদৃতো নরকভাগ্ভি-
রসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ভাগঃ ৩।৯।৪

ব্রহ্মা বলিতেছেন—হে ভুবন মঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, আমাদের ধ্যানকালে তুমি আমাদের এই রূপে দর্শন দিলে, ইহাই তোমার স্বরূপ। কারণ, তুমি তোমার একান্ত ভক্তদিগেকে কখনই মায়াময়রূপ দেখাইয়া ভুলাইতে পার না। হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি করি। কুতর্কনিষ্ঠ, নরকভাগিগণই তোমার উপাসনা করিতে বিরত হয়।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্ অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, ব্যাপক। তিনি যখন হৃদয়ে প্রাদেশমাত্র স্থানে তদ্পরিমিত মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হন তখনও তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ত্বের, অনন্তত্ত্বের, ব্যাপকত্ত্বের হানি হয় না। তিনি তখনও স্বরূপ হইতে 'অপ্রচ্যুত" থাকেন, এজন্য তাঁহার—একটি নাম **'অচ্যুত'**। ব্রহ্মা তাঁহার (ভাগঃ ৩।৯।৪ শ্লোকক্ত) স্তবে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, হে ভগবন্! যে তোমার

দৃশ্যমান পরিচ্ছিন্ন রূপে প্রতীয়মানরূপ মায়াময় নহে। ইহাই তোমার স্বরূপ। অর্থাৎ ভগবানের যখন দেহ-দেহী-ভেদ নাই তখন দেহধারণে অথবা—কোনও বিশেষ রূপে অভিব্যক্তিতে—স্বরূপবিচ্যুতির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারে না। তাঁহার—দেহ ও দেহী অভেদত্ব সূত্রকার— ৩।২।২৪ সূত্রে প্রতিপাদন করিবেন। এই জন্যই মাতা যশোদা ব্রজের যাবতীয় গোবন্ধন রজ্জু লইয়াও বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন করিতে পারেন নাই। অবশেষে মাতার কষ্ট ও পরিশ্রম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত দয়া করিয়া বন্ধন স্বীকার করিলেন। এ সম্পর্কে ১।২।৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৯।১১-১২-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এবং এই জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখ বিবরের মধ্যে মাতা যশোদা এই সচরাচর সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন।

অগ্নি যে তাঁহার শরীর, এবং 'তিনিই অগ্নি' বলিলে বিরোধ হয় না, এ সম্বন্ধে ১।২।২৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৭।৯।৪৭ এবং ১১।২।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিমত্ত্বা সম্বন্ধে আলোচনা, ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় করা হইয়াছে, এখানে আর প্রয়োজন নাই। বিস্তার ভয়ে ক্ষান্ত থাকা গেল।

(১ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত হইল।)

প্রথম অধ্যায়।　　　তৃতীয় পাদ।

জ্ঞেয় ব্রহ্মবোধক অস্পষ্ট বাক্য বিচার

যে সমস্ত বাক্যে স্পষ্টাক্ষরে জীবাদি ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, সেই সমুদায় জ্ঞেয় ব্রহ্মবোধক অস্পষ্ট—বাক্য বিচারের জন্য, ভগবান্ বাদরায়ণ তৃতীয় পাদ সন্নিবেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে আমাদের বাক্য মনের অগোচর, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত বস্তু, মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে, পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে অথবা মনোজগৎ হইতে, সাদৃশ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা ভিন্ন উপায় নাই। এই কারণেই সংশয়ের অবসর। সেই সংশয় সমুদায় নিরাকরণের জন্য বিচার প্রয়োজন। বেদান্তালোচনা করিতে করিতে এমন কতকগুলি মন্ত্র দৃষ্ট হয়, যাহাতে জীবলিঙ্গ স্পষ্ট বিদ্যমান, ব্রহ্মলিঙ্গ অস্পষ্ট, অথচ তাহারা প্রকৃত পক্ষে পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। ভগবান্ বাদরায়ণ এই সকল বাক্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া, তৃতীয় পাদে সন্নিবেশ করতঃ বিচারের দ্বারায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই তাহাদের একমাত্র প্রতিপাদ্য।

১। দ্যুভ্বাদ্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥"
(মুণ্ডঃ ২।২।৫)

"অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ, স এষোঅন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ" (মুণ্ডঃ ২।২।৬)

দ্যুলোক, পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত প্রাণের সহিত মন যাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে, একমাত্র সেই আত্মাকে অবগত হও, অপর বাক্য ত্যাগ কর, কারণ, তিনিই অমৃত বা মোক্ষপ্রাপ্তির সেতু স্বরূপ। মুণ্ডঃ ২।২।৫

রথনাভিতে অরসমূহ যেরূপ সংহত থাকে, সেইরূপ সমস্ত নাড়ী যাহাতে সংহত আছে, তাহাই বহুরূপে জাত হইয়া, অভ্যন্তরে অবস্থান করে। (মুণ্ডঃ ২।২।৬)

সংশয় ঃ—উপরে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৬ মন্ত্রে দেখা যায়, যে নাড়ী সকল যাহাতে (যে বস্তুতে) সংহত আছে সেই বস্তুই দেব-মানব-তির্য্যক্ প্রভৃতি ভেদে জাত হয়, এবং তাহাদের অভ্যন্তরে অবস্থান করে, সেই বস্তুকেই ২।২।৫ মন্ত্রে আত্মা বলিয়া ব্যক্ত করতঃ, তাঁহাকে অবগত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। অতএব উহা জীবাত্মাই বা প্রধান, যাহা হইতে দেহ জাত হয়। কারণ, পরমাত্মায় নাড়ীসমূহ অবস্থান করিতে পারে না। এই সংশয় নিরাকরণের জন্য সূত্র :—

সূত্র ঃ—১।৩।১

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১।৩।১

দ্যু + ভূ + আদি + আয়তনং + স্ব + শব্দাৎ।

দ্যুঃ ঃ—দ্যুলোক। **ভূঃ** ঃ—ভূলোক, পৃথিবী। **আদি** ঃ—অন্তরীক্ষ, মহ, জন, তপ, সত্যলোক প্রভৃতি। **আয়তনং** ঃ—আশ্রয়। **স্ব** ঃ—নিজ, আত্মা। **শব্দাৎ** ঃ—তদ্বোধক শব্দ থাকার কারণ।

"দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ যাহাতে অবস্থিত" ইত্যাদি বাক্যে উহাদের আশ্রয় স্বরূপ বস্তু পরমাত্মাই, কারণ মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫ মন্ত্রে উহাদের পরেই আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে, উহা মুখ্যতঃ পরমাত্মাকেই প্রতিপাদন করে। অতএব পরমাত্মাই প্রতিপাদ্য। বিশেষতঃ, তিনিই অমৃতের সেতু স্বরূপ, ইহা পরব্রহ্মেরই বোধক।

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং, পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ ॥
ভাগঃ ১১।১২।১৯

১।২।: সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৬

১।১।১০ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ভাগঃ ৮।৩।৩

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ। ভাগঃ ২।৫।৩৬
ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাম্ ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ২।৫।৩৮
গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোক সনাতনঃ ॥ ভাগঃ ২।৫।৩৯
তৎকট্যাং চাতলং ক্লৃপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যান্তু তলাতলম্ ॥ ভাগঃ ২।৫।৪০
মহাতলং তু গুল্‌ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্ ॥ ভাগঃ ২।৫।৪১

পণ্ডিতগণ ঐ পুরুষের অবয়ব দ্বারাই চতুর্দ্দশ ভুবন কল্পনা করেন। পদে ভূর্লোক, নাভিতে ভুব, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষে মহর্লোক, গ্রীবায় জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে সনাতন সত্যলোক, কটিতে অতল, উরুদ্বয়ে বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, জঙ্ঘাদ্বয়ে তলাতল, গুল্‌ফদ্বয়ে মহাতল, দুই পদের অগ্রভাগে রসাতল ও পদতলে পাতাল; এই প্রকারে পুরুষই লোকময়। ভাগঃ ২।৫।৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১।

সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ ভাগঃ ২।৬।১৫
স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্ব্বহিঃ পুমান্ ॥ ভাগঃ ২।৬।১৬
সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ। ভাগঃ ২।৬।১৭

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যতকিছু সবই পুরুষ। তিনি সমুদায় বিশ্বকে আবরণ করিয়া, বাহিরে বিতস্তি পরিমাণ ব্যাপিয়া আছেন। ভাগঃ ২।৬।১৫

২।৬।১৬ শ্লোকের অর্থ ১।১।২৮ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার মহিমা অপার। তিনি মরণধর্ম্মশীল কর্ম্মফল অতিক্রম করিয়া, অমৃত ও অভয় এর ঈশ্বররূপ আপনার স্বরূপে বিরাজমান আছেন। ভাগঃ ২।৬।১৭

উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি ভাগবত শ্লোক হইতে ইহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, পরমাত্মাতে বিশ্ব ওতপ্রোতভাবে আছে। তিনি একাধারে এককালে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, তাঁহার অবয়বেই চতুর্দ্দশ ভুবনের স্থিতি। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—যত কিছু সবই। সূর্য্য যেমন নিজের মণ্ডল আলোকিত করিয়া অন্তরে বাহিরে সমুদায় আলোকিত করেন, সেইরূপ স্বপ্রকাশ তিনি চরাচর সমস্তের অন্তর বাহির প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনি অমৃত ও অভয়ের ঈশ্বর, অর্থাৎ তাঁহাকেই আশ্রয় করিলেই অমৃত (মোক্ষ) ও অভয় লাভ হয়। তিনি পরমাত্মাই। পরমাত্মাই পুরুষ রূপে উক্ত হইয়াছেন। এ পুরুষ জীব নহে।

তিনি মুক্তির দ্বার, তিনি অমৃত স্বরূপ এবং কালরূপে তিনিই মৃত্যু। তিনিই বিরোধের সমাধান। ভাগঃ ৮।৫।২০

দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতি॥

ভাগঃ ৮।৫।২৫

১।২।২৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনিই সকলের আত্মা। যেমন তরুর মূলে জল সেচন করিলে স্কন্ধ, শাখা প্রভৃতি সকলে সজীব ও সতেজ থাকে, সেইরূপ তাঁহার আরাধনা করিলেই সমুদায় দেবতার ও আত্মার আরাধনা করা হয়। ভাগঃ ৮।৫।৩৮

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোমূ´লাবসেচনম্।

এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি॥ ভাগঃ ৮।৫।৩৮

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৬ মন্ত্রোক্ত নাড়ী সকল যে বস্তুতে সংহত আছে, সে বস্তু পরমাত্মা বা ব্রহ্ম।

ভিত্তি :—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"

মুণ্ডঃ ৩৷২৷৮

প্রবাহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, পরাৎপর দিব্য পুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন। মুণ্ডঃ ৩৷২৷৮

সূত্র :—১৷৩৷২

মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৷৩৷২

মুক্ত + উপসৃপ্য + ব্যপদেশাৎ + চ।

মুক্ত :—মুক্ত পুরুষের। **উপসৃপ্য** :—প্রাপ্য। **ব্যপদেশাৎ** :—নির্দ্দেশ হেতু। **চ** :—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩৷২৷৮ মন্ত্রে মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ থাকায়, দ্যু-ভূ প্রভৃতির আশ্রয়কে পরব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ভাগঃ ১৷৭৷১০

১৷১৷১১ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে সরিত ইবার্ণবে মধুনি
নিলুয়রশেষরসাঃ ॥ ভাগঃ ১০৷৮৭৷২৭

হে ভগবন্! বিভিন্ন কুসুমের বিভিন্ন রস যেমন মধুচক্রের মধুতে লয়প্রাপ্ত হয়, সমুদায় নদী যেমন তাহাদের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্রে লয়প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিবিধ নামরূপ বিশিষ্ট যত কিছু পরম আশ্রয় স্বরূপ তোমাতেই বিলীন হয়।

ভাগঃ ১০৷৮৭৷২৭

নিষ্কিঞ্চনা যে মুনয় আত্মারামা যমুপাসতেঽপবর্গায় ॥

ভাগঃ ৬।১৬।৩৬

মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়, জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নমঃ

ঈশ্বরায় ॥ ভাগঃ ৮।৩.১৮

আত্মারাম মুনিগণ, যাঁহাদের কিছুই প্রার্থনার বিষয় নাই, তাঁহারা অপবর্গের জন্য উপাসনা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৬।১৬।৩৬

মুক্তাত্মাগণ যাঁহাকে নিজ নিজ হৃদয়ে ভাবনা করেন, সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ভাগঃ ৮।৩।১৮

অতএব মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য বস্তু পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যতর হইতে পারে না।

ভিত্তি ঃ—
১।৩।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫ ও ২।২।৬ মন্ত্র।

সূত্র ঃ—১।৩।৩

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ।। ১।৩।৩

ন + অনুমানম্ + অতচ্ছব্দাৎ।

ন ঃ—না। **অনুমানম্ ঃ**—অনুমান গম্য সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি।

অতচ্ছব্দাৎ ঃ—তদ্‌বোধক শব্দের অভাব হেতু। **চ ঃ—**ও।

দ্যুলোক—ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয় প্রধান নহে, কারণ মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫ ও ২।২।৬ মন্ত্রে তদ্বোধক কোনও শব্দই নাই।

১।৩।১ সূত্রের ভিত্তি স্বরূপ প্রতিমন্ত্রে বা আলোচনায় শ্রীমদ্ ভাগবতের যে শ্লোক সকল উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐ সকল হইতে প্রতীয়মান হইবে, যে পুরুষরূপী পরমাত্মাই দ্যুল্যোক প্রভৃতির আশ্রয়, প্রধান নহে। সেই পরমাত্মাই অমৃত ও অভয় স্বরূপ, প্রধান বা প্রকৃতি তাহা হইতে পারে না। ঐ সকলে প্রধান বা প্রকৃতিবোধক কোনও শব্দ নাই। বিশেষতঃ প্রকৃতি পুরুষরূপী পরমাত্মার শক্তি ও তাঁহার অধীন ; তিনি প্রকৃতির পর।

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ।। ভাগঃ ৩।২৬।৩

১।১।৬ সূত্রের আলোচনায় অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

পুরুষ সৃষ্টির জন্য নিজ ইচ্ছাক্রমে প্রকৃতিতে উপগত হয়েন, ও তাহাতেই প্রকৃতি কার্য্যশীলা হইয়া থাকেন। ইহা তাঁহার লীলা—বিনোদ মাত্র।

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।

যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ।। ভাগঃ ৩।২৬।৪

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।

আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহতত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ।। ভাগঃ ৩।২৬।১৮

সেই পুরুষের নিকট তাঁহার অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি উপগতা হইলে তিনি যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৩।২৬।৪

জীবাদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে, পরম পুরুষ সেই প্রকৃতির অভিব্যক্তি স্থানে আপনার চিৎ স্বরূপ বীর্য্য আধান করেন। তাহাতে এই প্রকৃতি হিরণ্ময় অর্থাৎ প্রকাশবহুল মহতত্ত্ব প্রসব করে। ভাগঃ ৩।২৬।১৮

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রধান বা প্রকৃতি স্বতন্ত্রা নহেন। তিনি পুরুষরূপী পরমাত্মার অধীনা। অতএব **প্রকৃতি দ্যু—ভূ প্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না।**

ভিত্তি ঃ—

১।১।৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫ ও ২।২।৬ মন্ত্র—

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি। মুণ্ডক ২।২।৭

যিনি সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্ববিৎ এবং জগতে যাঁহার এই মহিমা (বিভূতি) (অনুভূত হইতেছে)। মুণ্ডঃ ২।২।৭

সূত্র ঃ—১।৩।৪

প্রাণভৃচ্চ ॥ ১।৩।৪

প্রাণভৃৎ+চ।

প্রাণভৃৎ ঃ—জীব। **চ ঃ**—ও।

পূর্ব সূত্র হইতে **"ন"** ও **"অতচ্ছব্দাৎ"** অনুবর্ত্তন করিতেছে, বুঝিতে হইবে। জীব ও **দ্যু—ভু** আদির আশ্রয় নহে, কারণ, তদ্বোধক কোনও শব্দ উক্ত মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫ ও ২।২।৬ মন্ত্রে নাই। বিশেষতঃ, ২।২।৭ মন্ত্রে দ্যু, আশ্রয় স্বরূপ আত্মাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ বলা হইয়াছে। জীব সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্ববিৎ হইতে পারে না, অতএব পরমাত্মা উক্ত দুই মন্ত্রে প্রতিপাদ্য। বিশেষতঃ, পরমাত্মা জীব হইতেও পর।

তেনাবিকুণ্ঠমহিমানমৃষিং তমেবং, বন্দে পরং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পুমাংসম্ ॥ ভাগঃ ৩.৩১।১৪

১।২।২৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই শ্লোকে **"প্রকৃতিপুরুষয়োঃ"** পদের পুরুষ শব্দ জীবাত্মা বোধক। পুরুষরূপী পরমাত্মা তাঁহার অতীত, এবং তিনিই ভূ-দ্যু লোকাদির আশ্রয়।

ব্রহ্মাই বলিতেছেন, হে ভগবন্! অপরিমিত মহিমা তোমার; তোমার সহিত আমার তুলনা কি? সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যখন ইহা বলিয়া তাঁহার স্তব করেন, তখন সাধারণ জীবের কথা কি?

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্ত বিতস্তি কায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥
ভাগঃ ১০।১৪।১১

১।২।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য শ্রীভাষ্যে, ১।৩।৩ ও ১।৩।৪ উভয় সূত্র মিলিত করিয়া একটি সূত্র করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ দুইটি পৃথক্ সূত্র করায়, আমরাও দুইটি পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিলাম।]

ভিত্তি ঃ—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্ অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥"

মুণ্ডঃ ৩।১।২

একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থিত জীবাত্মা অনীশা হেতু—ঈশ্বরত্ব অভাবে, বা অবিদ্যা প্রভাবে মুহ্যমান হইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যখন প্রীতিসম্পন্ন অপর আত্মা—ঈশ্বরকে দর্শন করে ও তাঁহার মহিমা সাক্ষাৎকার করে, তখন জীব শোকাতীত হয়। মুণ্ডঃ ৩।১।২

সূত্র ঃ—১।৩।৫

ভেদব্যপদেশাৎ॥ ১।৩।৫

ভেদব্যপদেশাৎ ঃ—ভেদের উল্লেখ হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতি হইতে উপলব্ধি হইবে, জীব ও পরমাত্মায়, স্পষ্ট ভেদের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব, জীব **দ্যু-ভূ** প্রকৃতির আশ্রয় নহে। পরমাত্মাই আশ্রয়।

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥

ভাগঃ ৩।২৮।৪১

ইহার অর্থ ১।২।৩ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

এখানে জীবের স্বরূপ এবং পরম ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ কি, এ সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। ইহাতেই আচার্য্যগণের যত মতভেদ। অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি সমুদায়ই ইহার উপর নির্ভর করে। আমরা আচার্য্যগণের সে দার্শনিক বাদানুবাদের দিকে যাইব না। শ্রীমদ্‌ভাগবত—বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য,—এইভাবে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অতএব,—এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কি মত, তাহাই আমরা সংক্ষেপে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

জীব ব্রহ্মাংশ, ইহা আমরা ১।১।১৭ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ, জীব চিৎকণ, ব্রহ্ম চিদ্‌ঘন চৈতন্য নিধি। উভয়েই চৈতন্য বিদ্যমান, এজন্য চৈতন্য হিসাবে উভয়ের ভেদ নাই, যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটি বালুকা কণা হিমালয় হইতে উদ্ভূত এবং উহার উপাদান যাহা হিমালয়ের

উপাদান ও তাহাই, এ হিসাবে উভয়ের ঐক্য আছে, কিন্তু বালুকণা হিমালয় নহে, প্রচুর ভেদও আছে। জীবে ও ব্রহ্মে তাই। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। মানবের জ্ঞানে তাহার উপলব্ধি হয় না। তবে যদি ভগবান্ দয়া করেন, তবেই ভাগ্যবান পুরুষ তাহা ধারণা করিতে পারে। সমুদায় উপাসনার লক্ষ্যই তাই।

আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, বেতার-তড়িৎ যোগে চালিত সংবাদ সমকালে পৃথিবীর উপরিস্থ সকল স্থানে এবং পৃথিবীর বাহিরে মানবের গতাগতির উপরেও ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; উক্ত সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র যেখানে বর্ত্তমান, সেইখানেই উহার অস্তিত্ব জানা যায়। ভগবানের দয়া বা অন্য কথায় ভগবদ্ভাব ও অজস্রভাবে সূর্য্যের কিরণপথে, সমীর হিল্লোলে, মেঘের বর্ষণে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। যদি উপাসনার দ্বারা আমাদের হৃদয় উক্ত দয়া উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত শক্তিশালী করিতে পারি, তবে আমরা উহা জানিতে পারিব। সেই শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য বা অধিকারী হইবার জন্য, সমুদায় উপাসনার উপদেশ। এবং ঐ শক্তিলাভ করিলেই উপাসনার সার্থকতা। এখন উপাসনার মূলতত্ত্ব কোথায়,- বুঝিতে পারিলেই আমরা জীব স্বরূপ কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। জাগতিক ব্যাপার পর্য্যালোচনায় আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই যে, একজাতীয় দ্রব্য, সেই জাতীয় অপর দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহারা বিজাতীয় দ্রব্যের সহিত মিলিত হইতে পারে না, বিজাতীয় হইলেও, তাহাকে সমজাতীয়ত্বে পরিণত করিয়া, তবে তাহাতে মিলিত হয়। জলের সহিত জল, দুগ্ধ জলের সহিত মিলিত হয়, কারণ, উভয়েই একজাতীয়—তরল পদার্থ। পারদ যদিও তরল পদার্থ, কিন্তু উহার সহিত জল মিলিত হইতে পারে না, কেননা, আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে উহা জলের বিজাতীয়, যদি পারদকে জলের সজাতীয় অর্থাৎ জলের সমপরিমাণ আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশিষ্টরূপে, কোনও উপায়ে পরিণত করা যায়, তবেই উহা জলের সহিত মিশিতে পারে। অপর পক্ষে, মিছরি একটি কঠিন পদার্থ, ইহা জলের বিজাতীয়, কিন্তু উহা জলে গলিয়া যায়, কারণ, জল উহাকে নিজের সজাতীয় তরল পদার্থে পরিণত করিয়া, তবে নিজের সহিত মিলাইয়া ফেলে। কিন্তু তাহা হইলেও. জলের প্রতি অণু-পরমাণুতে মিছরির প্রতি অণু-পরমাণু বিদ্যমান থাকে, এবং যদি কোনও উপায়ে জলের তিরোধান সাধন করা যায়, তবে আবার মিছরি পাওয়া যাইতে পারে। জলের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিলেও, জলের প্রতি অণু-পরমাণুর সহিত দুগ্ধের

প্রতি অণু-পরমাণু বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার একান্ত সন্নিকটে অবস্থান করার নাম শাস্ত্রকারের ভাষায় "**তটস্থ**" অবস্থান। আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় যে চিত্রে বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করিয়াছি, উহাতে জীব, ভগবানের তটস্থা শক্তিরূপে দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ জীব ভগবানের অতি সন্নিকটে অবস্থান করে, কিন্তু তাহা বলিয়া জীব ব্রহ্ম নহে। শক্তি হিসাবে অভেদ বটে, কিন্তু শক্তিই সমগ্র শক্তিমান্ নহে বলিয়া ভেদ বটে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

আমরা তটস্থা শক্তি একটু অন্যভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমি যখন আমার বৈঠকখানায়, আমার প্রতিবেশী, চেনা, অচেনা লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কই, যে সকল ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আমার দৈনিক ব্যবহারের দ্রব্যাদি আসে, তাহাদের সহিত হিসাব নিকাশ করি, যে সকল প্রজা আমার জমি জোত আবাদ করে, তাহাদের সহিত দেনা পাওনার আলোচনা করি, জমির খাজনা আদান প্রদানের জন্য জমিদারের বা তাহার কর্ম্মচারির সহিত বচসা করি, তখন আমি আমার বহিরঙ্গা শক্তি সাহচর্য্যে—কার্য্য করিয়া থাকি। যখন সে সমুদায় কার্য্য শেষ করিয়া অন্তর্বাটীতে আমার স্ত্রী পুত্রের সহিত আনন্দ উপভোগ করি, তখন আমি আমার তটস্থা শক্তিতে অবস্থান করিয়া থাকি। বহিরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান কালে বাহিরের ব্যক্তিগণ আমাকে যে ভাবে দেখিয়াছিল, তটস্থা শক্তিতে অবস্থানের সময়, আমার তদপেক্ষা আত্মীয়গণ, আমার আপনার জন সকল, তদপেক্ষা অনেক ঘনিষ্ঠ ভাবে আমার পরিচয় পায়, আমার দোষগুণ সকল তাহাদের নিকট অনেক অধিক প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনও আমি আমার স্বরূপ শক্তিতে অবস্থিত নহি। যখন আমি একাকী আমাতে নিবিষ্ট থাকি, তখনই আমি আমার স্বরূপ শক্তি সাহচর্য্যে অবস্থান করি। আমার এমন কোনও গুপ্ত বিষয় থাকিতে পারে, যাহা আমি আমার অতি প্রিয়া স্ত্রীর নিকটও প্রকাশ করিতে পারি না, কিন্তু আমার নিজের কাছে উহা অজ্ঞাত নহে।

ভগবান্ ও ঐরূপ বহিরঙ্গা শক্তির সাহচর্য্যে জগতের ভোগ্যবিষয় সৃষ্টি করেন, তটস্থা শক্তির আশ্রয়ে ভোক্তার ব্যবস্থা করিয়া, ভোগ্যের সার্থকতা সম্পাদন করেন, এবং তটস্থা শক্তির সাহচর্য্যে অবস্থানের সময়, তিনি ভোক্তা জীবের নিকট অধিক ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ভোক্তা জীব, তিনিই একমাত্র পরমা গতি, পরম আশ্রয়, তাঁহাকে পাইলেই ভোক্তাভোগ্যের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, ইহা বুঝিয়া তাঁহার দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে উপাসনা মার্গে

অগ্রসর হয়। বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তি লইয়াই জগৎপ্রপঞ্চ। অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তির ক্রিয়া প্রপঞ্চের বাহিরে। ১।১।২৫ সূত্রের আলোচনায় ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১২।৬ মন্ত্রার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে—"পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ইহার পাদ অর্থ ঠিক চতুর্থাংশ নহে, অল্পাংশ মাত্র। উপলক্ষণে 'পাদ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের অতি অল্পাংশেই প্রপঞ্চ বিশ্ব। ইহা আমরা প্রপঞ্চ জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারি।—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত সকল—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—কি অনন্ত পরিমাণে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, এবং তাহার কত অল্পতম অংশ, জীব বা উদ্ভিদের উপাদান রূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহা পর্যালোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বর্ষাকালে মেঘ হইতে কত অধিক পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়, এবং তাহার কত অল্পাংশ জীব বা উদ্ভিদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ অনন্তদেবের অতি ক্ষুদ্রতম অংশেই বিশ্বপ্রপঞ্চ। বলা বাহুল্য, যে মানবের ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য অংশ বা পাদ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, অনন্ত, অখণ্ড, চৈতন্য, পূর্ণস্বরূপের অংশ, পাদ প্রভৃতি সম্ভব হয় না।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে দৃষ্ট হইবে, যে বহিরঙ্গা শক্তির সাহচর্য্যে অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি। এই অহঙ্কার তত্ত্বের উপর তটস্থা শক্তির আভাস পতিত হইলেই ভোক্তা জীবের উৎপত্তি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বহিরঙ্গা শক্তিও চৈতন্য শক্তি। সুতরাং বহিরঙ্গা শক্তি হইতে উৎপন্ন জাগতিক উপাদানে অল্পাধিক পরিমাণে চৈতন্যের বহিরঙ্গা শক্ত্যংশ বিদ্যমান। অহঙ্কার তত্ত্বেও বহিরঙ্গা চৈতন্যাংশ বিদ্যমান, কিন্তু তটস্থা শক্তির চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতাভাব তাহাতে নাই। যখন তটস্থা শক্তি অহঙ্কারে প্রতিবিম্বিত হইল, তখনই চৈতন্যের ঘনিষ্ঠতা ভাব উৎপন্ন হইল, এবং তাহাই ভোক্তা জীব, তাহারই সংসার, তাহারই শোক, হর্ষ, লোভ, মোহ ইত্যাদি।

শোক হর্ষ ভয় ক্রোধ লোভ মোহ স্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্ম মৃত্যুর্ন চাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১১।২৮।১৬

শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহাদি, জন্ম, মৃত্যু এ সমুদায় অহঙ্কারের জানিবে, আত্মার নহে। ১১।২৮।১৬

জীব তাহাতে অভিমানী হইয়া, বন্ধ, মোক্ষ ভোগ করিয়া থাকে, অভিমান না থাকিলে বন্ধ ও নাই, মোক্ষ ও নাই।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণ মনোঽভিমানো, জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধৈব গীতঃ, সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ।

ভাগঃ ১১।২৮।১৭

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ॥

ভাগঃ ১১।১০।৩০

যাবৎ স্যাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি।
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্॥ ভাগঃ ১১।১০।৩১

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনাদিতে অভিমানী এবং উহাদিগের অন্তরস্থ, গুণ কর্ম্মমূর্ত্তি, জীব, সূক্ষ্ম উপাধি সকলের দ্বারা, সূত্র, মহান্ ইত্যাদি বহুপ্রকারে কথিত হইয়া, কাল মূর্ত্তি পরমেশ্বরের অধীনে সংসারে সর্ব্বত্র ধাবমান হয়। ভাগঃ ১১।২৮।১৭

১১।১০।৩০ ও ১১।১০।৩১ শ্লোকের অর্থ ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, ভগবানের তটস্থা শক্ত্যংশ, তাঁহার বহিরঙ্গা শক্ত্যংশ রূপ উপাধিতে অভিমানী হইলেই বন্ধ, এবং অভিমান শূন্য হইলেই মোক্ষ। এই বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা হয়, এবং মোক্ষ বিদ্যা দ্বারা হইয়া থাকে। এই অবিদ্যা ও বিদ্যা, ইহারা ভগবানের শক্তি। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ, এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারেই বিদ্যা দ্বারা মুক্তি।

বিদ্যাবিদ্যে মমতনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ ভাগঃ ১১।১১।৩

হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার শক্তি। উভয়ই অনাদি। উহাদিগের মধ্যে অবিদ্যা জীবের বন্ধকরী ও বিদ্যা জীবের মোক্ষকরী। ভাগঃ ১১।১১।৩

অহঙ্কার আবার তিন প্রকার :—

অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি সংবিত্ত্যা পরমা সা হ্যহংকৃতিঃ॥ মহোপনিষৎ ৫।৮৯

সর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রাদপ্যহং তনুঃ।
ইতি যা সংবিদোব্রহ্মণ্ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা॥ মহোপনিষৎ ৫।৯০

মোক্ষায়ৈষা ন বন্ধায় জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে। মহোপনিষৎ ৫।৯১

পাণি পাদাদিমাত্রোঽহমহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ।
অহংকার স্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এবচ॥ মহোপনিষৎ ৫।৯২

প্রথমৌ দ্বাবহংকারা বঙ্গীকৃত্যাত্বলৌকিকৌ।
তৃতীয়াহংকৃতি স্ত্যাজ্যা লৌকিকী দুঃখদায়িনী॥ মহোপনিষৎ ৫।৯৫

অথ তে অপি সংত্যজ্য সর্ব্বাহংকৃতিবর্জ্জিতঃ।
স তিষ্ঠতি তথাত্যুচ্চৈঃ পরমে বাধিরোহতি॥ মহোপনিষৎ ৫।৯৬

আমিই এই পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্ব, আমিই অচ্যুত—অপ্রচ্যুত স্বরূপ পরমাত্মা, আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। এই প্রকার জ্ঞান পরম অহঙ্কার। (মহোপনিষৎ, ৫।৮৯)।

আমি সমুদায় হইতে পৃথক, কেশাগ্রভাগ হইতেও সূক্ষ্ম, এই প্রকার যে জ্ঞান, হে ব্রহ্মণ! তাহা দ্বিতীয় প্রকারের অহঙ্কার। (মহোপনিষৎ, ৫।৯০)

এই প্রকার অহঙ্কার মোক্ষের নিমিত্ত, জীবন্মুক্ত পুরুষেরই এ প্রকার অহঙ্কার হইয়া থাকে। (মহোপনিষৎ, ৫।৯১)

আমি হস্তপদাদি মাত্র, এই প্রকার যে অহঙ্কার, তাহা তৃতীয় প্রকারের। তাহা লৌকিক ও তুচ্ছ। (মহোপনিষৎ, ৫।৯২)

প্রথম দুই প্রকার অলৌকিক অহঙ্কার অঙ্গীকার করিয়া, দুঃখদায়িনী লৌকিক তৃতীয় প্রকার অহঙ্কার পরিত্যজ্য। (মহোপনিষৎ, ৫।৯৫)

অনন্তর (সাধক) প্রথম দুই প্রকার অহঙ্কারও পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার বর্জ্জিত হওত, অত্যুচ্চ পরমধামে অধিরোহণ করেন।
(মহোপনিষৎ, ৫।৯৬)

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পরমহংস দেবের ভাষায়, প্রথম দুই প্রকারের অহঙ্কারে উপহিত তটস্থ শক্ত্যংশ—জীব—"**পাকা আমি**", এবং তৃতীয় প্রকারের অহঙ্কারে উপহিত চৈতন্য—"**কাঁচা আমি**"।

প্রথম প্রকার অহঙ্কার—শুদ্ধ জীব। প্রহ্লাদও এই কথা বলিয়াছিলেন, বিষ্ণু পুরাণে উক্ত আছে:—

সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৮৫
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৮৬

অনন্তের সর্ব্বগত্ব হেতু, আমিই সেই অবস্থিত আছি। আমা হইতে অখিল বিশ্ব প্রপঞ্চ। আমিই অখিল বিশ্ব প্রপঞ্চ। এবং সনাতন আমাতেই অখিল বিশ্ব প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছে। (বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৯।৮৫)

আমিই অক্ষয়, নিত্য, আত্মসংশ্রয়, ব্রহ্মসংজ্ঞ, পরমাত্মা। আমিই পরম পুরুষ। সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে আমিই বিদ্যমান। (বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৯।৮৬)।

লক্ষ রাখিতে হইবে যে, এ অবস্থায়ও অহংজ্ঞান বর্ত্তমান। সুতরাং অভেদে ভেদ বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় প্রকার অহঙ্কার—জীবন্মুক্ত জীব, উহাতে বন্ধ নাই।

তৃতীয় প্রকার অহঙ্কার—সাধারণতঃ আমাদের ন্যায় জীবের দেহাত্মবুদ্ধি জ্ঞান। শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের অহঙ্কার দ্বারা ইহার নাশ সাধন করা প্রয়োজন। তারপর অন্য দুই, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অহঙ্কার, পরিত্যাগ করিয়া, কৈবল্যে অবস্থিত হইলে, পুরুষার্থ লাভ। ইহা নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা, উপলব্ধির ব্যাপার, ইহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। জীব ব্রহ্ম হইতে অভেদ থাকেন, বা কখনও ভেদ থাকেন, তাহা ভাষায় বলা যায় না। পরমহংসদেব এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, যে নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়া নিজেই গলিয়া গেল, আর কে মাপিবে, আর কে বা আসিয়া বলিবে যে সমুদ্র কত গভীর।

তবে শ্রীমদ্ ভাগবত আলোচনায় আমরা পাইলাম যে, যেমন বহিরঙ্গা শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থা,—ব্যক্ত প্রপঞ্চ জগৎ, সেইরূপ তটস্থা শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থা, -ভোক্তা জীব প্রপঞ্চ। এবং বহিরঙ্গা শক্তির অনভিব্যক্ত অবস্থায়, যেমন জগৎ প্রপঞ্চ অভিব্যক্ত—সূক্ষ্ম বীজ বা ভাব রূপে বর্ত্তমান থাকে, একান্ত নাশ হয় না সেইরূপ তটস্থা শক্তির অনভিব্যক্ত অবস্থায়, জীব ও বীজ বা ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে, একান্ত অভেদ হয় না। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে, জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত হয়, তখন তাহার ব্রহ্ম দর্শন হয়, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন।

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ভাগঃ ১।৩।৩৩

যখন আত্মার অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়রূপ উপাধি সম্যক জ্ঞান দ্বারা প্রতিসিদ্ধ অর্থাৎ অসত্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তখন জীব ব্রহ্ম স্বরূপই হইবেন। অর্থাৎ তখন জীব জ্ঞানমাত্র স্বরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন। ভাগঃ ১।৩।৩৩

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ ভাগঃ ১।৩।৩৪

১।২।৩২ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্পন্ন ব্রহ্মস্বরূপং প্রাপ্ত এব, (শ্রীধর)। ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায়। ব্রহ্ম হন না। ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হন। "**এব**" এখানে সাদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহাই "**সম্পৎ**" উপাসনার লক্ষ ও ফল (দেখ সূত্র ১।২।৩২)। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও, জীব ব্রহ্ম হন না। জলের সহিত চিনি বা মিছরি মিশ্রিত হইয়া জল স্বরূপ হইলেও, চিনি বা মিছরি জল হয় না।

সূত্রকার চতুর্থ অধ্যায়ে "**জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্**" ৪।৪।১৭ সূত্রে ভেদ থাকে, তাহাই প্রতিপন্ন করিবেন।

এক দেহরূপ বৃক্ষে সখারূপে বাস করিলেও জীব তাঁহাকে জানিতে পারে না।

ন যস্য সখ্যং পুরুষোঽবৈতি সখ্যুঃ, সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেঽস্মিন্।
গুণোযথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টেস্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি।

ভাগঃ ৬।৪।২৪

১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং, ভেদ সিদ্ধ।

মুক্তি পাঁচ প্রকার—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য। সালোক্য—ভগবানের সহিত একলোকে বাস। সামীপ্য—তাঁহার সমীপে অবস্থান। সার্ষ্টি—উভয়ের তুল্য ঐশ্বর্য্য। সারূপ্য—উভয়ের একরূপ আকার, ভূষণ প্রভৃতি। এবং সাযুজ্য—উভয়ের একত্ব, একই ইচ্ছা। ভক্তগণ ইহাদের কোনটিই প্রার্থনা করেন না, ভগবান্ দিলেও চান না, সেবা প্রার্থনা করেন, কারণ, সেবায় আনন্দ অনন্তগুণে অধিক। ভাগঃ ৩।২৯।১১

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভাগঃ ৩।২৯।১১

মুক্ত আবার দুই প্রকার, নিত্যমুক্ত বা নিত্যসিদ্ধ, এবং সাধনমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধগণ শ্রীভগবানের পরিকর, তাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির বিভূতি; আর সাধনসিদ্ধগণও তাঁহার সেবা পরিকর বটেন, তাঁহারা তাঁহার তটস্থা শক্তির বিভূতি।

এ সমুদায় বিষয়ে আলোচনা পরে বিস্তারিত ভাবে হইবে। এখানে সংক্ষেপে করা হইল মাত্র।

ভিত্তি ঃ—

"কস্মিন্ন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"

(মুণ্ডঃ ১।১।৩)

হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই প্রপঞ্চ জগৎ সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান হয়।

সূত্র ঃ—১।৩।৬

প্রকরণাচ্চ ॥ ১।৩।৬

প্রকরণাৎ + চ।

প্রকরণাৎ ঃ—প্রকরণ হেতু। **চ** ঃ—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত প্রশ্নেই মুণ্ডক শ্রুতির আরম্ভ। সুতরাং এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞার উপর ইহার ভিত্তি। অতএব, ইহা ব্রহ্ম প্রকরণ, এ কারণ **দ্যু-ভূ লোকাদির আশ্রয় পরমাত্মাই।**

ভিত্তি :—

"দ্বা সুর্পনা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥"

(মুণ্ডঃ ৩।১।১)

দুইটি পক্ষী সহচর ও সমান স্বভাব; উভয়ে একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থান করে। তদুভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র। (মুণ্ডঃ ৩।১।১)

সূত্র :—১।৩।৭

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥ ১।৩।৭

স্থিতি + অদনাভ্যাং + চ।

স্থিতি :—উদাসীন ভাবে অবস্থান হেতু। **অদনাভ্যাং—**ভোগ হেতু। **চ :—**ও।

যিনি কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া উদাসীন ভাবে অবস্থান করেন, তিনি দ্যু-ভূ প্রভৃতি লোকের আশ্রয় স্বরূপ হইবার উপযুক্ত। যিনি কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তজ্জন্য সুখদুঃখাদি ভোগে পতিত হন, তাঁহার পক্ষে উহা অসম্ভব। অতএব, পরমাত্মাই দ্যু-ভূ-লোকাদির আশ্রয়।

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ, যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্‌ ॥

ভাগঃ ১১।১১।৬

১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় এই শ্লোকের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব যিনি নিরন্ন, অথচ অনন্ত শক্তিশালী, তিনিই দ্যু-ভূ-লোকাদির আশ্রয়। আশ্রয় যদি আশ্রিতের আগন্তুক ব্যাপারে বিচলিত হয়, তবে সে শাশ্বত আশ্রয় কি প্রকারে হইতে পারে? এক আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া—অনেক আশ্রিত বর্ত্তমান থাকে। আশ্রয়ের নিত্যত্ব, শাশ্বত ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উহার সর্ব্বতোভাবে আশ্রিতের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা প্রয়োজন; নতুবা প্রত্যেক আশ্রিতের আগন্তুক সুখ দুঃখে বিচলিত হইলে আশ্রয়ের আশ্রয়ত্বেরই ব্যভিচার উপস্থিত হয়। অতএব কর্ম্মফলে উদাসীনভাবে অবস্থিত পরমাত্মাই দ্যু-ভূ প্রভৃতি লোকের আশ্রয়ই বটে।

২। ভূমাধিকরণ॥

ভিত্তি ঃ—

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি,
ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।

(ছান্দোগ্যঃ ৭।২৩।১)।

যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে বা পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই, পরন্তু ভূমাই সুখস্বরূপ, অতএব ভূমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত। (ছান্দোগ্যঃ ৭।২৩।১)।

সংশয় ঃ—ছান্দোগ্য শ্রুতির উপরে উদ্ধৃত ৭।২৩।১ মন্ত্রে উপদিষ্ট "ভূমা" কি জীবাত্মা বা পরমাত্মা?

এই অধিকরণের বিচার বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রকরণটির সংক্ষেপ আলোচনার প্রয়োজন। নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আমাকে অধ্যয়ন করান। সনৎকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতদূর অধ্যয়ন করিয়াছ? (ছাঃ ৭।১।১)। উত্তরে নারদ বলিলেন যে, তিনি সমুদায় বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তর্ক, বেদাঙ্গ, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা প্রভৃতি তখনকার প্রচলিত সমুদায় বিদ্যা অবগত আছেন। (ছাঃ ৭।১।২)।

নারদ বলিলেন, আমি এত জানিয়াও, শব্দার্থ মাত্রই জানিয়াছি, আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। এজন্য দুঃখভোগ করিতেছি, আপনি আমার এই দুঃখ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন। সনৎকুমার বলিলেন, তুমি যা কিছু পড়িয়াছ, তাহা অবিদ্যাবিষয়ভূত বিকারাত্মক নাম মাত্র। (ছাঃ ৭।১।৩)।

প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সমস্তই নাম স্বরূপ; যেরূপ প্রতিমাকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে উপাসনা করা হয়, সেইরূপ নামকেই ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর।

(ছাঃ ৭।১।৪)।

যে লোক নামকে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করে, যে পর্য্যন্ত নামের অধিকার তাহার সেই পর্য্যন্ত যথেচ্ছ অধিকার হইয়া থাকে। ইহা শুনিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, যে নাম অপেক্ষা অধিক বা অতিরিক্ত আর কিছু আছে কি না?

(ছাঃ ৭।১।৫)।

এইরূপ প্রশ্নোত্তরে ক্রমশ নাম হইতে বাক্ শ্রেষ্ঠ, বাক্ হইত মনঃ, মনঃ হইতে সঙ্কল্প, সংকল্প হইতে চিত্ত, চিত্ত হইতে ধ্যান, ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান

হইতে বল বা মনের প্রতিভা, বল হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জল, জল হইতে তেজ, তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মরণ শক্তি, স্মরণ শক্তি হইতে আশা, আশা হইতে প্রাণ শ্রেষ্ঠ। (ছাঃ ৭।২।১—৭।১৫।১)।

যেমন রথচক্রের নাভিতে শলাকা সকল বদ্ধ থাকে, সেইরূপ প্রাণে অর্থাৎ প্রজ্ঞাত্মা জীবে পূর্ব্বোক্ত নামাদি সমস্তই অর্পিত রহিয়াছে। প্রাণই স্বীয় শক্তির সাহচর্য্যে গমন করে, প্রাণ প্রাণকে দান করে, এবং প্রাণের উদ্দেশ্যেই দান করে। প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ। (ছাঃ ৭।১৫।১)

এই উত্তর শুনিয়া নারদ মনে করিলেন যে, প্রাণ বা জীবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, ইহার উপর আর কিছু নাই। এজন্য তিনি আর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু গুরু সনৎকুমার জানেন যে, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব আছে, তাহা না বলিলে শিষ্যের নিকট বিপ্রলিপ্সা বা শিক্ষাদান কার্পণ্য-দোষে দুষ্ট হইতে হয়, এবং তাহাতে প্রত্যবায় হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উপদেশ দিতে লাগিলেন। বলিলেন যে, প্রাণ হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানবান্, মননশীল, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্ কৃতী লোকই সত্যকে জানিতে পারে। লোকে সুখ কামনায় যতকিছু কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে সুখ আপেক্ষিক মাত্র, কাহাতে বেশী এবং কাহাতে কম, সুতরাং জাগতিক ব্যাপারে সুখের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয় না, কোন প্রকার সুখকর বিষয় হস্তগত হইলেই তদপেক্ষা অধিকতর সুখকর বিষয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়, নিবৃত্তি হয় না। অতএব যেখানে সুখের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি, যাঁহাকে জানিলে আর জানিবার, বুঝিবার, সুখ অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সেই সত্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ ভূমাই একমাত্র জানিবার বিষয়।

ছাঃ ৭।১৫।২—৭।২৩।১

এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, যখন প্রাণ বা জীবাত্মা নামাদি হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইল তখন নারদ ত আর প্রশ্ন করিলেন না, সুতরাং ভগবান্ সনৎকুমার তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর তত্ত্বের উপদেশ জিজ্ঞাসিত না হওয়ায় না দিতেও পারেন এবং জীব তত্ত্বকে আরও বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।১৫।২ হইতে ৭।২৩।১ মন্ত্রের অবতারণা করিতে পারেন। অতএব ভূমাও জীবাত্মা হইতে পারেন। এই সন্দেহের উত্তরে সূত্রকার সমাধান করিলেন :—

সূত্র ঃ—১।৩।৮

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ১।৩।৮

ভূমা + সম্প্রসাদাৎ + অধি + উপদেশাৎ।

ভূমা ঃ—ভূমা অর্থ পরমাত্মা। **সম্প্রসাদাৎ ঃ**—জীব হইতে। **অধি ঃ**—উপরে। **উপদেশাৎ ঃ**—উপদেশ হেতু।

ভূমা পরমাত্মাই, কারণ সম্প্রসাদ্ (সম্যক্ প্রসীদতি অস্মিন্) জীব পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। **"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।"** (ছাঃ ৮।১২।২)

অতএব জীব ভূমা নহে, কারণ তাহার স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য পরমাত্মা লাভ প্রয়োজন, অতএব পরমাত্মা তাহা অপেক্ষা উপরে এবং অধিক, অতএব ভূমা পরমাত্মাই।

পুরেহ ভূমন্! বহবোঽপি যোগিনস্তদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া, প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত! তে গতিং পরাম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫

হে ভূমন্! পুরাকালে ইহলোকে বহু বহু যোগী তোমাতে অখিল চেষ্টা অর্পণ করতঃ সেই কর্ম্মার্পণে লব্ধ এবং তোমার কথা শ্রবণে উপজাত ভক্তি যোগে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া, সুখে তোমার পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।
ভাগঃ ১০।১৪।৫

যোগিগণ এই ভূমাকে জানিয়া পরা গতি লাভ করেন।

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো ন বিদাম ভূমন্, কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্ ॥ ভাগঃ ৯।১০।১৩

হে ভূমন্! আমরা জড়মতি, আপনি নির্ব্বিকার, আদি পুরুষ, জগদীশ্বর। আমরা আপনাকে কি করিয়া জানিতে পারি? ভাগঃ ৯।১০।১৩

সেই ভূমা কূটস্থ, আদি পুরুষ এবং বিশ্বের অধীশ্বর। জড়ধীগণ তাঁহাকে জানিতে পারে না। **অতএব ভূমা পরমাত্মাই।**

ভিত্তি ঃ—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমাঽথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি।" ছান্দোগ্যঃ, ৭।২৪।১

যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছুই জানিতে পারে না, তাহাই ভূমা। আর যাহাতে অন্য বস্তু দর্শন করে, অন্য বস্তু শ্রবণ করে, অন্য বিষয় জানিতে পারে, তাহা অল্প—ভূমার বিপরীত। যাহা ভূমা, তাহা অমৃত, আর যাহা অল্প, তাহা মরণশীল—বিনাশী। (নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন) সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন? (সনৎকুমার বলিলেন) স্বীয় মহিমায় বা শক্তিতে, অথবা স্বীয় মহিমায়ও নহে—অর্থাৎ, তোমার প্রশ্নের উত্তরে "স্বীয় মহিমায়" বলা হইল মাত্র, প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথায়ও প্রতিষ্ঠিত নহেন। **তিনি সর্ব্বাধার সর্ব্বাশ্রয়, কিন্তু তাঁহার কোন আধার বা আশ্রয় নাই।** (ছাঃ, ৭।২৪।১)

সর্ব্বাধারের আধার কি, এ প্রশ্ন হইতে পারে না। অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য ভূমাই সর্ব্বাধার স্বীকার করা হয়। তিনি ও তাঁহার মহিমা অভেদ বলিয়া ঐরূপ উত্তর দেওয়া হইল মাত্র।

সূত্র ঃ—১।৩।৯

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ১।৩।৯

ধর্ম্মোপপত্তেঃ + চ।

ধর্ম্মোপপত্তেঃ ঃ—ঐ প্রকরণে উল্লিখিত পরমাত্ম-ধর্ম্ম-সমূহের উপপত্তি হেতু। **চ** ঃ—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।২৪।১ মন্ত্র নারদ-সনৎকুমার প্রকরণে ভূমার স্বরূপ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভূমা পরমাত্মাই। অমৃতত্ব, স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠান, সর্ব্বাধার হইয়া অনন্যাধারত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহাতেও সম্ভব হয় না। ছাঃ ৭।২৫।১, ৭।২৬।১, ৭।২৬।২, মন্ত্র ভূমা যে পরমাত্মাই তাহা প্রতিপন্ন করে। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সেই ভূমাই অগ্নি, বায়ু, জল—এককথায়, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমুদায়ই।

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ, প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্, নান্যত্ত্বদস্ত্যপি মনো বচসা
নিরুক্তম্॥ ভাগঃ ৭।৯।৪৭

১।১।১২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

সেই ভূমা পুরুষই হরি, তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ, স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তিনিই বিশ্বরূপ, স্বীয় ইচ্ছায় বহুশক্তি ও গুণ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণজ্ঞান অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিশ্বায় বিশ্বভবন-স্থিতি-সংযমায়, স্বৈরংগৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে।
স্বস্থায় শাশ্বদুপবৃংহিত-পূর্ণবোধ-ব্যাপাদিতাত্মতমসে হরয়ে নমস্তে॥
ভাগঃ ৮।১৭।৫

হে ভূমন্! যদিও আপনি বিশ্বস্বরূপ, এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, স্বেচ্ছাক্রমে মায়ার দ্বারা অনন্ত শক্তি ও গুণ গ্রহণ করেন, তথাপি আপনি স্বস্থ—আপনার স্বরূপ অপ্রচ্যুত—নিত্য উর্জ্জিত যে পূর্ণবোধ, তদ্বারা আপনি মায়ারূপ তমঃ নিত্য নিরস্ত করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার করি।

ভাগঃ ৮।১৭।৫

অহো! ভূমার চরিত্র অবগত হওয়া মানব বুদ্ধির অতীত, তিনি নিজে অনীহ হইয়া কেন যে আপনাকে বহুধা করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধন করিতেছেন, অথচ তাহাতে লিপ্ত হন না, ইহা বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা, সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী, অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্॥
ভাগঃ ১০।৮৪।১২

ভৌম বিকার ঘট সরাবাদি দ্বারা বহুনামরূপিণী ভূমির ন্যায় স্বয়ং একমাত্র অবিক্রিয় হইয়াও, নানা প্রকারে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ং বদ্ধ নহেন। অহো! সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের যে জন্মাদি চরিত, তাহা কেবল অনুকরণ মাত্র, তত্ত্ব নহে। ভাগঃ ১০।৮৪।১২

তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভুঃ……ভাগঃ ১০।৮৯।৩১

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা……ভাগঃ ১১।২১।৩৭

সেই পরমেষ্টিদিগের প্রভু ভূমা পুরুষ তাঁহাদের দুইজনকে কহিলেন……
ভাগঃ ১০।৮৯।৩১

অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভূমা ব্রহ্মরূপ আমা কর্ত্তৃক উপবৃংহিত……ভাগঃ ১১।২১।৩৭

তিনি ভূমা হইলেও, ভক্তের দৃষ্টিগোচর হন।

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্‌ভিরসদ্‌গ্রহৈস্ত্বং, প্রতগ্‌দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্।
মায়াহ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্, যৎ ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥
ভাগঃ ৪।৭।৩৪

হে ভূমন্! আপনি প্রত্যেক জীবের দ্রষ্টা, আপনি বিশ্ব সংসার দর্শন করিয়া থাকেন। আপনি কি অসৎ-প্রকাশক-রূপাদির প্রতীতির হেতুভূত চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট হয়েন না? অবশ্যই হন। তবে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের নিকট আপনি শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি রূপে প্রকাশিত হন। আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখদিগের নিকট, আপনি পঞ্চভূতোপলক্ষিত জীব বিশেষের ন্যায় প্রতীত হন। আপনি পঞ্চভূতের অতীত ষষ্ঠ। পঞ্চভূতের দ্বারা আপনার প্রকাশ, আপনার মায়া মাত্র। বস্তুতঃ, আপনি আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হন না। আমাদের জীবনে ধিক্! ভাগঃ ৪।৭।৩৪

ভগবানের কৃপাই তাঁহার একান্ত ভক্তগণের নিকট তাঁহার রূপ প্রকটনের কারণ। তাঁহার কৃপা না হইলে মানব সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহার ধারণা করিতে পারে না। রূপ দর্শন ত দূরের কথা।

অতএব, ভূমা পরমাত্মাই।

৩। অক্ষরাধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

"কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।" (বৃহদারণ্যক ৩৮।৭)
"স হোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূল, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্ অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্······ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আকাশ কিসে ওতপ্রোত আছে। তাহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অক্ষরে, ব্রাহ্মণগণ বলেন যে এই অক্ষর অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, আলোহিত, স্নেহ ও ছায়া রহিত ইত্যাদি।

সংশয় ঃ—"অক্ষর" শব্দ সাধারণতঃ প্রধানকে লক্ষ্য করিয়া, ব্যবহৃত হয়, যেমন মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।২ মন্ত্রাংশে **"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"**—অক্ষর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ—তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব অক্ষর শব্দের অর্থ প্রধান বটে। সুতরাং শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৮।৮ মন্ত্রে কথিত "অক্ষর" প্রধান না হইবার কারণ কি? জীবও ত হইতে পারে। এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র : —

সূত্র ঃ—১।৩।১০

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১।৩।১০

অক্ষরং + অম্বরান্তধৃতেঃ ॥

অক্ষরং ঃ—অক্ষর শব্দের অর্থ পরমাত্মা। **অম্বরান্তধৃতেঃ ঃ**—যে হেতু আকাশ পর্যন্ত সর্ব্ব পদার্থের ধারণ উক্ত আছে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৮।৭ মন্ত্রে প্রথমে প্রশ্ন হইল যে, দ্যুল্যোকের উপরে. পৃথিবীর নীচে, দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে, এবং ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সমুদায়, কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। তারপর প্রশ্ন হইল, ঐ আকাশ কাহার আশ্রয়ে আছে। তাহার উত্তরে বলিলেন যে, অক্ষরকে আশ্রয় করিয়া। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে কথিত আকাশ, বায়ুযুক্ত প্রসিদ্ধ আকাশ নহে, ইহা অব্যাকৃত প্রকৃতিই, ভূতাকাশ নহে, কেননা, ভূতাকাশ বিকারজাত পদার্থ, সে কিরূপে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিকালের যাবতীয় বিকারজাত জন্য পদার্থের আধার হইতে পারে? অতএব

যাজ্ঞবল্ক্যের কথিত আকাশ অব্যাকৃত প্রকৃতি, সে নিজে নিজের আধার হইতে পারে না। **অতএব অক্ষর পরমাত্মাই। জীবও হইতে পারে না।**

শ্রীমদ্ ভাগবতে অক্ষর শব্দ পরমাত্মবাচক রূপে বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিপশ্চিতং প্রাণমণোধিয়াত্মনামর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ, তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ভজামহে॥

ভাগঃ ৮।৫।১৬

১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

কূটস্থে তচ্চমহতি তদব্যক্তেঽক্ষরে চ তৎ॥ ভাগঃ ৭।১২।২৮

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূরমনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে॥ ভাগঃ ৮।৩।২১

তচ্চ (আকাশ) **কূটস্থে** (অহংতত্ত্বে), **অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রধান এবং প্রধান অক্ষরে (পরমাত্মাতে) লয় করিবে।** ভাগঃ ৭।১২।২৮।

সেই পরমেশ, অক্ষর, অব্যক্ত, পরমব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক যোগের গম্য অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, বাহ্যদৃষ্টিতে সকলের অতিদূর, অনন্ত, আদ্য ও পরিপূর্ণ স্বরূপ, আমি তাঁহার স্তব করি। (ভাগঃ ৮।৩।২১।)

তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈরহস্মতে সংস্থিতিহেতুভিঃ পরম্॥

ভাগঃ ১১।২৮।২৭

১।২।৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ, পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত
উপাধিতোঽমৃতঃ॥ ভাগঃ ১০।১৪।২৩

১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব অক্ষর—প্রধান বা জীব নহে, পরমাত্মাই।

ভিত্তি ঃ—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিবৌ বিধৃতে তিষ্ঠত, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতা তিষ্ঠন্তি"। (বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! এই অক্ষরেরই শাসনে, সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে, দ্যুলোক ও ভূলোক নিজ নিজ স্থানে ধৃত রহিয়াছে, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্রি, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সংবৎসর, ইহারা বিশেষরূপে ধৃত রহিয়াছে।

(বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৯)

সংশয় ঃ—প্রকৃতি বা জীব **'অক্ষর'** বাচ্য নহে, ইহার অন্যতর হেতু আছে কি? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৩।১১

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১।৩।১১

সা + চ + প্রশাসনাৎ।

সা ঃ—সেই ধৃতি—ধারণ। **চ ঃ**—ও। **প্রশাসনাৎ ঃ**—শাসন বা নিয়ন্ত্রিতকরণ হেতু।

ধারণ শুধু আধাররূপে নহে, নিয়ন্তারূপেও বটে, এ কারণ, প্রধান বা জীব অক্ষর শব্দ বাচ্য নহে।

পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবত শ্লোকগুলি অক্ষর যে পরমাত্মা, তাহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করে। পরমাত্মার প্রশাসনে জগদ্ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ভাগবত শ্লোকগুলি হইতে প্রতিপাদিত হইবে।

মদ্‌ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্‌ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি মৃত্যুশ্চরতি মদ্‌ভয়াৎ ॥ ভাগঃ ৩।২৫।৩৯

বায্বম্বরাগ্ন্যপ্ ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা, ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ বিভেতি যস্মাদরণং ততোঽস্তু নঃ ॥
ভাগঃ ৬।৯।১৯

মা কঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বরবশং জগৎ।
লোকাঃ সপালা যস্যেমে বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥

স সংযুনক্তি ভূতানি স এব বিযুনক্তি চ।

যথা গাবো নসি প্রোতাস্তন্ত্যাং বদ্ধাশ্চ দামভিঃ।

বাক্‌তন্ত্যাং নামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ॥ ভাগঃ ১।১৩।৩৭

নস্যোত গাব ইব যস্য বশে ভবন্তি, ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো

মিথুরর্দ্যমানাঃ।

কালস্য তে প্রকৃতি পুরুষয়োঃ পরস্য, শং নস্তনোতু চরণঃ

পুরুষোত্তমস্য॥ ভাগঃ ১১।৬।১২

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর—স্তব বলি মুদ্বহন্তি

সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।

বর্ষভুজোঽখিলপতি পতেরিব বিশ্বসৃজো, বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা

ভবত শ্চকিতাঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

আমারই ভয়ে বায়ু বহমান হয়, সূর্য্য দীপ্তিমান হয়, ইন্দ্র বারিবর্ষণ করে, অগ্নি দহন করে এবং মৃত্যু বিচরণ করে। ভাগঃ ৩।২৫।৩৯

দেবতাগণ কহিলেন :—পবন, গগণ, অনল, জল, ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত, ইহাদের দ্বারা নির্ম্মিত ভুবনত্রয়, ঐ সকলের অধিপতি ব্রহ্মাদিদেব, ও তাঁহাদের অপেক্ষা অর্ব্বাচীন অন্যান্য দেবগণ সকলে সভয়ে যে কালকে বলি (পূজোপহার) প্রদান করে, সেই কাল যাঁহাকে ভয় করেন, সেই পরমেশ্বরই আমাদের শরণ হউন। ভাগঃ ৬।৯।১৯

হে রাজন্! কাহারও নিমিত্ত শোক করিবেন না। এই জগৎ ঈশ্বরের অধীন। ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত এই সমস্ত লোক সেই পরমেশ্বরের পূজোপহার বহন করিয়া থাকে। তিনি প্রাণি সকলের সংযোগ ও বিয়োগ সংঘটন করেন। যেমন নাসিকা-প্রোত গো সকল রজ্জুদ্বারা দীর্ঘ রজ্জুতে বদ্ধ থাকে, তাহার ন্যায় বেদরূপা রজ্জুতে প্রাণি সকল, ব্রাহ্মণাদি নাম দ্বারা বদ্ধ হইয়া, পরমেশ্বরের বলি বহন করে। ভাগঃ ১।১৩।৩৭

হে ভগবন্! প্রকৃতি পুরুষের পর পুরুষোত্তম, কালরূপী আপনি। ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রাণিগণ, বিদ্ধনাসিক রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায়, আপনার বশতাপন্ন হইয়া, যুদ্ধাদি দ্বারা পরস্পরকে প্রপীড়িত করিতেছে। আপনার পাদপদ্মই আমাদের ভরসা, উহাই আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ভাগঃ ১১।৬।১২

আপনি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ রহিত হইয়াও, সমস্ত প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া থাকেন। আপনি স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আবার ইন্দ্রিয়াপেক্ষা কি? ইন্দ্র, ব্রহ্মা—প্রভৃতি দেববৃন্দও অবিদ্যা পরবশ। ইহারা আপনার পূজার আহরণ করেন। যেমন খণ্ড মণ্ডলাধিপতি রাজারা অধীনস্থ প্রজাগণের নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিয়া অখিল মণ্ডলাধিপতি মহারাজকে প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ দেবগণ, মনুষ্যগণের নিকট হইতে হব্যকব্যাদি গ্রহণ করিয়া, আপনাকেই করস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। এবং তাঁহারা, আপনা কর্ত্তৃক যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি সভয়ে আপনার সেই কর্ম্ম সাধন করিতেছেন। ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

অতএব ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলের নিয়ন্তা ভগবান ভিন্ন অন্য কেহ নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

ভিত্তি ঃ—

"তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ, অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ, এতস্মিন্ন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।" বৃহদারণ্যক, ৩।৮।১১

হে গার্গি! সেই এই অক্ষর দৃষ্ট নহে—দ্রষ্টা, শ্রবণের বিষয় নহে শ্রোতা, মননের অবিষয়—মনন কর্ত্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা। ইহা হইতে অপর দ্রষ্টা, অপর শ্রোতা, অপর মননকর্ত্তা, অপর বিজ্ঞাতা নাই। এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে। বৃহদারণ্যক ৩।৮।১১

সূত্র ঃ—১।৩।১২

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১।৩।১২

অন্যভাব + ব্যাবৃত্তেঃ + চ

অন্যভাব ঃ—পরমাত্মা হইতে অন্য পৃথক্ ভাব, অর্থাৎ, প্রধান ভাব, বা জীবভাব। **ব্যাবৃত্তেঃ** ঃ—নিষেধ হেতু। **চ** ঃ—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে অক্ষরের নিজের অদৃষ্টত্ব, অশ্রুতত্ব প্রভৃতি ভাব এবং দ্রষ্টৃত্ব, শ্রোতৃত্ব, মন্তৃত্ব, বিজ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি ভাব কথিত থাকায়, জড় প্রধান হইতে এবং জীবভাব হইতেও অক্ষরের ভাব ব্যাবৃত্ত হইতেছে, অতএব অক্ষর পরমাত্মাই।

১।৩।১০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ ভাগবতের ৮।৫।১৬, ৮।৩।২১, ১০।১৪।২২, ১০।২৮।২৭ শ্লোক সকল, এই ১।৩।১২ সূত্রের অর্থ প্রতিপাদন করে। ভাগবতের ৮।৫।১৫, ৮।৫।১৭, ৮।৫।১৯ শ্লোকও অক্ষর পুরুষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করে। উক্ত শ্লোক সকল **"অক্ষর"** পুরুষের প্রকরণে দৃষ্ট হয়।

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং, গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোগ্রযানং বচসা নিরুক্তং, নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥

ভাগঃ ৮।৫।১৫

১।২।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। সেই অক্ষর পুরুষই সংসার চক্রের আধার এবং তিনি অমৃত স্বরূপ।

সেই অক্ষরই পরেশ এবং তিনি মায়া ও মায়ার গুণের অতীত।

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং, যয়া জনোমুহ্যতি বেদ নার্থম্।
তং নির্জ্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং, নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্॥

ভাগঃ ৮।৫।১৯

যাঁহার মায়া কোনও ব্যক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, এই মায়া সামান্যা নহে। ইহাতে লোক মুগ্ধ হইয়া আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, আমরা সেই পরেশকে প্রণাম করি। তিনি মায়া ও মায়ার গুণ উভয়কে বশ করিয়াছেন ও সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন। ভাগঃ ৮।৫।১৯

১।৩।১০ সূত্রে উদ্ধৃত ৮।৩।২১ শ্লোকে যে অক্ষর পুরুষের কথা আছে, তিনিই পরব্রহ্ম, পরেশ, ইহা উক্ত শ্লোকেই স্পষ্টই উক্ত আছে। তাঁহাকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ ভজনা করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রার্থিত সমুদায় ত প্রাপ্ত হনই, তদ্ভিন্ন অন্যান্য আশিষ এবং অব্যয় চিন্ময় দেহও দান করেন।

অতএব অক্ষর পরমাত্মাই, জীব বা প্রকৃতি নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।

৪। ঈক্ষতি কর্ম্মাধিকরণ॥

ভিত্তি :—

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ "ওঁম্" ইত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি-ধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্মুচ্যত, এবং হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ-পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে।"

প্রশ্নোপনিষৎ ৫।৫

যিনি অ, উ, ম, এই ত্রিমাত্রাত্মক **"ওঁম্"** এই অক্ষররূপে পরম পুরুষকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যভাব লাভ করেন। সর্প যেমন খোলস ত্যাগ করে, সেইরূপ তিনিও পাপ বিনির্মুক্ত হন, তিনি সামগণ দ্বারা ব্রহ্মলোকে নীত হন, তিনি সমষ্টি জীব ঘনরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন।

প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।৫

তম্ ওঁকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্,
যৎ তৎ শান্তম্ অজরম্ অমৃতম্ অভয়ং পরং চেতি॥ প্রশ্নঃ ৫।৭

ওঁকার রূপ আলম্বনের দ্বারাই, বিদ্বান্ পুরুষ—সেই শান্ত, অজর, অমৃত ও অভয় স্বরূপ পরকে (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হন। প্রশ্নঃ ৫।৭

সংশয় :—উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে **"পরং পুরুষং"** উল্লেখ আছে। এই পরম পুরুষ, কি পরমাত্মা, অথবা সমষ্টি জীবরূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মা। কারণ, "ওঁম্" অক্ষরের উপাসকের ব্রহ্মলোক গমনের উক্তি, উক্ত উদ্ধৃত শ্রুতিতেই আছে, এবং "জীবঘন" অর্থে ইন্দ্রিয়াদি সহিত ঘনীভূত—ব্যষ্টিভূত জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন, সমষ্টি জীবরূপী হিরণ্যগর্ভকে "পরাৎ পরং" বলিয়া, উল্লেখ দোষ হয় না। এই সংশয় নিরাকরণের জন্য—

সূত্র :—১।৩।১৩

ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ॥ ১।৩।১৩
ঈক্ষতি কর্ম + ব্যপদেশাৎ + সঃ।

ঈক্ষতি কর্ম্ম :—দর্শনের কর্ম্ম—বিষয়। **ব্যপদেশাৎ :**—উল্লেখ হেতু। **সঃ :**—তিনি পরমাত্মা।

ঈক্ষণ, দর্শন, ধ্যান—একার্থ বোধক। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিতে "অভিধ্যায়ীত" ও "ঈক্ষতে" একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ঈক্ষণ—দর্শন—ধ্যানের ফল। এবং ঈক্ষণের বিষয় উপাসকের প্রাপ্য হইয়া থাকে। এবং সেই প্রাপ্য বস্তু পরমাত্মাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত প্রশ্ন উপনিষদের ৫।৭ মন্ত্র তাহাই প্রকাশ করে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।১৫।১ মন্ত্রে **"এতদমৃতমেতদভয়মেতদ্ব্রহ্ম"** উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব প্রশ্নোপনিষদের ৫।৭ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য ওঁকার আলম্বনে উপাস্য বস্তু পরমাত্মাই, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা নহে।

ওঁকার স্বপ্রকাশ ব্রহ্মেরই বাচক, সমুদায় বেদের ও সমুদায় সৃষ্টির বীজ, ইহার উপাসকেরা অপুনর্ভব লাভ করেন, যাহা পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারাই লভ্য।

ততোঽভূৎ ত্রিবিদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১২।৬ ৩৪

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদ বীজং সনাতনম্॥ ভাগ ১২।৬।৩৬

তস্য হ্যাসংস্ত্রয়োবর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।
ধার্য্যন্তে যৈ স্ত্রয়োভাবা গুণনামার্থবৃত্তয়ঃ॥ ভাগঃ ১২।৬।৩৭

ইদানীং ততঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চোৎপত্তিপ্রকারমাহ··· ··অকারোকারম-কারৈর্ধার্য্যন্তে তৎকারণত্বাৎ। গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ, নামানি ঋগ্‌যজুঃসামানি, অর্থা ভূর্ভুর্বঃ স্বর্লোকাঃ, বৃত্তয়ো জাগ্রদাদ্যাঃ।(শ্রীধর)।

যদুপাসনয়া ব্রহ্মণ্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্॥ ভাগঃ ১২।৬।৩৩
যদুপাসনয়া—যস্য নাদস্য উপাসনয়া। (শ্রীধর)।

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব, স্বয়ং হৃদয়ে প্রকাশমান ত্রিমাত্র ওঁকার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্মা ভগবান্ পরব্রহ্মের বোধের দ্বার স্বরূপ।
ভাগঃ ১২।৬।৩৪।

তাহা স্বপ্রকাশ, আত্মাশ্রয়, পরমাত্মা, ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ, এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য সূক্ষ্ম মূর্ত্তি, এবং সমুদায় বেদের নিত্য বীজ স্বরূপ।
ভাগঃ ১২।৬।৩৬

হে ভার্গব! অনন্তর এই অব্যক্ত স্ফোটরূপ ওঁকারের 'অকার, উকার, ও

মকার, এই তিন বর্ণ প্রকাশ পাইল, এবং সেই বর্ণত্রয় ক্রমশঃ সত্ত্বাদি গুণ, ঋগ্‌, যজুঃ, সাম নাম, ভূরাদি অর্থ, এবং জাগ্রদাদি বৃত্তি, ধারণ করিল।

ভাগঃ ১২।৬।৩৭

হে ব্রহ্মন্! যোগিগণ যাহার উপাসনা করতঃ আত্মার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, ও আধিভৌতিক মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া, অপুনর্ভব মুক্তি লাভ করেন। ভাগঃ ১২।৬।৩৩

এই নাদই ওঙ্কার। অতএব ওঙ্কার পরমাত্মারই বাচক, এবং তাহার উপাসক পরমাত্মারই উপাসক।

য একবর্ণং তমসঃ পরং তৎ, অলোকমব্যক্তমনন্তপারম্।
আসাঞ্চকারোপ সুপর্ণ মেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ॥

ভাগঃ ৮।৫।১৮

একবর্ণং জ্ঞানৈক স্বরূপং (শ্রীধর), প্রণবরূপং (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)। উপসুপর্নং—জীব সমীপে তন্নিয়ন্ত ত্বেন আসাঞ্চকার আস্তে স্ম। (শ্রীধর)।

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ইক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১২

যিনি জ্ঞানৈক স্বরূপ (শ্রীধর), অথবা যিনি প্রণবরূপী (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী), প্রকৃতির পর, যিনি অদৃশ্য, অব্যক্ত, দেশ ও কাল দ্বারা যাঁহার পরিচ্ছেদ হয় না, যিনি জীব সমীপে তন্নিয়ন্তৃত্ব হেতু বর্ত্তমান, ধীরগণ যোগরূপ উপায় দ্বারা যাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন, সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।

ভাগঃ ৮।৫।১৮

নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায়, সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃতরূপে আমাকে দর্শন করিবে। ভাগঃ ১১।২৯।১২

ওঙ্কার তত্ত্ব মৎকৃত "গায়ত্রী-রহস্য" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে, এখানে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ মাত্র করিয়া নিরস্ত হইলাম।

এই সূত্রের একটু বিভিন্ন অর্থ শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য করিয়াছেন। ঈক্ষতিকর্ম্ম—দর্শনকর্ম্ম। এই দর্শনকর্ম্ম উপাসকের নহে, উপাস্যের—পরমাত্মার। ইহার সাপক্ষে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্র, এবং ঐতরেয় শ্রুতির ১।১।২ মন্ত্র উদ্ধৃত

করিয়াছেন। তাহা ১।১।৫ সূত্রের ভিত্তিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার দর্শন বা জ্ঞান অব্যভিচারী। ইহা ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে।

মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্। ভাগঃ ৩।৫।২৪

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, **ওঁঙ্কার উপাসকগণের গম্য—পরাৎপর পুরুষ পরব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ বা জীব নহে।**

৫। **দহরাধিকরণ ॥**

ভিত্তি ঃ—

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং, তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্।"

(ছান্দোগ্যঃ ৮।১।১)

এই যে ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র হৃদ্‌পদ্মরূপ গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে, তাহা অন্বেষণ করিবে, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। (ছাঃ ৮।১।১)

সংশয় ঃ— এই যে শ্রুতিতে দহরাকাশের কথা লিখিত আছে, তাহা কি মহাভূত বিশেষ আকাশ, অথবা জীবাত্মা, কিম্বা পরমাত্মা? এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য সূত্র—

সূত্র ঃ—১।৩।১৪

দহর উত্তরেভ্যঃ ।। ১।৩।১৪

দহরঃ + উত্তরেভ্যঃ।

দহরঃ ঃ—দহর শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম। **উত্তরেভ্যঃ ঃ**—পরবর্ত্তী হেতু সমূহ হইতে।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১।৫ মন্ত্রে, এই "**দহর**" সম্বন্ধেই উক্ত হইরাছে ঃ—"**এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ**...**ইত্যাদি**"। **ছান্দোগ্য ঃ ৮।১।৫**

ইহাই আত্মা, নিস্পাপ, জরারহিত, মৃত্যুশূন্য, শোকরহিত, বুভুক্ষা ও পিপাসা বর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প...ইত্যাদি। (ছান্দোগ্যঃ ৮।১।৫)

এই মন্ত্রোল্লিখিত গুণগুলি ভূতাকাশে বা জীবে সম্ভব হয় না, এ সমুদায় পরমাত্মাতেই সম্ভব, **অতএব দহরাকাশ ব্রহ্মই।**

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ, পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্। ভাগঃ ১০।৮৭।১৪

....

এবং কর্ম্মবিশুদ্ধি বিশুদ্ধসত্ত্বস্যান্তর্হৃ দয়াকাশশরীরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবে মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে ....উচ্চৈস্তরাং ভক্তিরনুদিন-মেধমানরয়াঽজায়ত। ভাগঃ ৫।৭।৭

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।

······ভাগঃ ৭।৭।৩১

হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায়, কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায়।

সৎসংগ্রহায় ভবপান্থনিজাশ্রমাপ্তাবন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে॥

ভাগঃ ৬।৯।৪২

ঋষিদিগের সম্প্রদায় মধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিরা উদরমধ্যগত মণিপুরস্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, আর আরুণি ঋষিরা হৃদয়মধ্যস্থ নাড়ীমার্গে সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। ভাগঃ ১০।৮৭।১৪

এই সকল বিশুদ্ধ কর্ম্ম করাতে তাঁহার সত্ব শুদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তাহাই যাঁহার শরীর বা অভিব্যক্তি স্থান, এবং যিনি ব্রহ্ম, ভগবান্, বাসুদেব, মহাপুরুষ, তাঁহাতে মহতী ভক্তি জন্মিল, ও সেই ভক্তির বেগ দিন দিন বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল। ভাগঃ ৫।৭।৭

হে অসুর বালকগণ! ভগবান্ হরি হৃদয় মধ্যে আকাশের ন্যায় বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে উপাসনা করা এমন কি পরিশ্রমের কার্য্য? 'ভাগঃ ৭।৭।৩১

সেই হৃদয়াকাশ নিবাসী, বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সর্ব্বদা আনন্দময় অতএব শুদ্ধ, অনাদি, যাঁহার যশঃ রুচিকর, সংসার রূপ পথে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সাধুগণের একমাত্র আশ্রয়, শরণাগতদিগের সংসার ভোগান্তে একমাত্র উত্তম গতি স্বরূপ, সেই সর্ব্বার্ত্তিহারী ভগবান্ হরিকে প্রণাম করি। ভাগঃ। ৬।৯।৪২

অতএব দহর বা দহরাকাশে অবস্থানকারী পরব্রহ্মই।

ভিত্তি ঃ—

"তদ্ যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ এবম্ এবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ॥ ছান্দোগ্যঃ ৮।৩।২

যে সমস্ত লোক ক্ষেত্রের অন্তরের রহস্য জানে না, তাহারা যেমন অহরহঃ ক্ষেত্রের উপর্য্যুপরি গমনাগমন করিয়াও, তাহার ভিতরে নিহিত হিরণ্যনিধি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবগণ অহরহঃ এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও, ইহা লাভ করিতে পারে না, কারণ, তাহারা অজ্ঞানে আবৃত।

ছান্দোগ্যঃ ৮।৩।২

সূত্র ঃ—১।৩।১৫

গতি-শব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥ ১।৩।১৫

গতি-শব্দাভ্যাং + তথা + হি + দৃষ্টং + লিঙ্গং + চ।

গতি-শব্দাভ্যাং ঃ—অহরহঃ গমন ও ব্রহ্মলোক এই শব্দ ব্যবহার হেতু। **তথা ঃ**—সেইরূপ। **হি ঃ**—নিশ্চয়ই। **দৃষ্টং ঃ**—শ্রুতিতে প্রদর্শিত। **লিঙ্গং ঃ**—জ্ঞাপক চিহ্ন। **চ ঃ**—ও।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকে অহরহঃ গমন, শ্রবণ, এবং **"এতং"**শব্দের সহিত **"ব্রহ্মলোক"** শব্দের সমানাধিকরণ রূপে ব্যবহার হেতু, এবং **"ব্রহ্মলোক" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মলোক" বিধায়, দহর, আকাশ পরব্রহ্মই**। বিশেষতঃ সুষুপ্তি কালে জীব—প্রতিদিন পরব্রহ্মে মিলিত হইয়াও জানিতে পারে না যে, পরব্রহ্মে মিলিত হইয়াছে। ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৭।২ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্॥ ভাগঃ ১০।৮৬।৩৩
হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্॥ ভাগঃ ১০।৮৬।৩৪
ধ্যায়েৎ স্বদহ্রকুহরেঽবসিতস্য বিষ্ণোর্ভক্ত্যাদ্রর্'য়ার্পিতমনা ন
পৃথগ্দিদৃক্ষেৎ॥ ভাগঃ ৩।২৮।৩৩

যে ব্যক্তি আপনার নাম শ্রবণ বা গান করে, অথবা, আপনাকে পূজা বা বন্দনা করে, কিম্বা, আপনার সহিত সংসর্গ করে, সেই অমলাত্মা মনুষ্যের হৃদয়ে আপনি প্রকাশিত হন। ভাগঃ ১০।৮৬।৩৩

আর সাংসারিক কর্ম্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের হৃদিস্থ হইয়াও, আত্মশক্তি অহংকারাদি দ্বারা অগ্রাহ্য বশতঃ আপনি অতিদূরস্থ হয়েন, কিন্তু আপনার গুণ-কীর্ত্তনে অমলাত্মা ব্যক্তিদিগের সমীপেই আপনি বিদ্যমান আছেন। ভাগঃ ১০।৮৬।৩৪

আপনার হৃদয়াকাশে ভগবান্ যখন জ্ঞাতরূপে প্রকাশ পাইবেন, তখন, প্রেমরসার্দ্রভক্তি দ্বারা তাঁহার প্রতি মনঃ অর্পণ করিয়া, তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করিবে না, অর্থাৎ তাঁহাতে চিত্ত ঐপ্রকারে স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে, আর তাহা বিচলিত করিবে না। ভাগঃ ৩।২৮।৩৩

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে দহর বা দহরাকাশ ব্রহ্মই।

ভিত্তি ঃ

"অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায় ॥"

ছান্দোগ্যঃ ৮।৪।১

যাহা আত্মা, তাহাই এই সমস্ত জগতের সাঙ্কর্য্য পরিহারার্থ জগদ্বিধায়ক সেতু স্বরূপ। (ছাঃ ৮।৪।১)

সূত্র ঃ—১।৩।১৬

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১।৩।১৬

ধৃতেঃ + চ + মহিম্নঃ + অস্য + অস্মিন্ + উপলব্ধেঃ।

ধৃতেঃ ঃ—ধারণ হেতু, জগদ্বিধারণ হেতু। **চ** ঃ—ও। **মহিম্নঃ** ঃ—মহিমার, বিভূতির। **অস্য** ঃ—ইহার, পরমাত্মার। **অস্মিন্** ঃ—ইহাতে, দহরাকাশে। **উপলব্ধেঃ** ঃ—প্রতীতি হেতু।

পরমাত্মার জগদ্বিধারণরূপ মহিমার প্রতীতি, এই দহরাকাশে হয় ; অতএব, **দহরাকাশ, পরমাত্মাই।**

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া, ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ। ভাগঃ ১০।৮৭।২৩

অখিল জগদাধার যে তুমি, যাহারা দহারাকাশে তোমার উপাসনা করে. তাহারা মৃত্যুকে অনাদর পূর্ব্বক তাহার মস্তকে পদাঘাত করে। ভাগঃ ১০।৮৭।২৩

যদিও তুমি সকলের অন্তর্য্যামী, চরাচর সকলের অখিল শক্ত্যবোধক, **"অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক"** (ভাগঃ ১০।৮৭।১০), এবং নিজে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ রহিত হইয়াও, সমস্ত প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া থাকে, **"ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরঃ"** (ভাগঃ ১০।৮৭।২৪), অতএব, ক্ষুদ্র দহর আকাশে তোমার অবস্থান হইলেও, **"গুহাশয়ং"** (ভাগঃ ৮।৫।১৫), হে ভগবন্, তুমি অনন্ত, দেবতারাও তোমার অন্ত পান না। আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে রজঃ কণার ন্যায়, তোমার অন্তরে ভ্রমণ করে, তুমিই তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছ, তুমিই তাহাদের আধার।

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।

খ ইব রাজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়স্ত্বয়ি, হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

মায়ার সহিত তাঁহার ক্রীড়াই অখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়; তিনি সমুদায় চরাচর জীবের অন্তরে বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, তিনিই প্রধান, দেশ, কাল, দেহ সকলের উপাদান এবং আশ্রয়, তিনিই উহাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার মহিমা অচিন্ত্য।

অথভগবংস্তবাস্মাভিরখিল-জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়নিমিত্তায়মানদিব্য-মায়াবিনোদস্য সকল-জীব-নিকায়ানামন্তর্হৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ প্রধানরূপেণ যথা দেশকালদেহবস্থানবিশেষং তদুপাদানোপলম্ভকতয়ানুভবতঃ সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্বি-স্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ। ভাগঃ ৬।৯।৩৯

হে ভগবন্! আমাদিগের প্রার্থনীয় বিষয় আপনাকে কে জ্ঞাপন করিব? যেমন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ অগ্নিরাশির অংশ হইলেও, অগ্নি রাশিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনি চৈতন্যঘন; আমরা অণু চৈতণ্য, আমরা আপনার নিকট আমাদের অভিলষণীয় বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। চৈতন্যঘন আপনার নিকট সমুদায় সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত। আপনার দিব্যমায়া বিনোদই অখিল জগতের উৎপত্তি—স্থিতি—লয়ের কারণ। আপনি সকল জীবের—অন্তর্হৃদয়ে ব্রহ্ম ও অন্তর্য্যামী স্বরূপে, বর্হিভাগে—প্রধান স্বরূপে দেশ-কাল-দেহ-অবস্থা বিশেষ আদী অঙ্গীকার করতঃ ঐ সকলের উপাদান ও উপলম্ভকস্বরূপে অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি স্বয়ং সকল প্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধি ইত্যাদির সাক্ষী, সকলই জানিতেছেন। প্রভোঃ! ঐরূপ সাক্ষী ভাবে অবস্থান করিবার কারণ এই, আপনার স্বরূপ—আকাশের ন্যায়—কিছুতেই লিপ্ত নহে, আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম অর্থাৎ নিরুপাধি এবং পরমাত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি। ভাগঃ ৬।৯।৩৯

তাঁহার এতাদৃশ মহিমা, যে উত্তরোত্তর দশগুণ অধিক ক্ষিত্যাদি সপ্তাবরণ

বেষ্টিত বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি, তাঁহাতে অণুর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাগঃ ৬।১৬।৩৩

ক্ষিত্যাদিভিরেষ কিলাবৃতঃ, সপ্তভির্দশগুণোত্তরৈরণ্ডকোষঃ।
যত্র পতত্যণুকল্পঃ, সহাণ্ড-কোটি-কোটিভিস্তদনন্তঃ॥

ভাগঃ ৬।১৬।৩৩

তাঁহার চেষ্টায় বিশ্বস্রষ্টৃগণ চেষ্টাবান্ হন, তাঁহার দর্শনে ইন্দ্রিয়গণ কার্যশীল হয়, ভূমণ্ডল তাঁহার শীর্ষে সর্ষপকণাতুল্য, তাঁহার সহস্র সহস্র মস্তক, তিনি অনন্ত। ভাগঃ ৬।১৬।৪৪

যং বৈ শ্বসন্তমনু বিশ্বসৃজঃ শ্বসন্তি, যং চেকিতানমনু চিত্তয়

উচ্চকন্তি।

ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি যস্য মূর্দ্ধ্নি, তস্মৈ নমো ভগবতেঽস্তু সহস্রমূর্দ্ধ্নে।

ভাগঃ ৬।১৬।৪৪

যিনি অনন্ত, যাঁহার মহিমা পূর্ব্বোক্তরূপ অচিন্ত্য, তাঁহাকেই দহরাকাশে—প্রাদেশমাত্র পুরুষ রূপে উপাসনা করিয়া, ভক্ত কৃত কৃতার্থ হয়।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে, প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

ভাগঃ ২।২।৮

১।২।১৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভগবান্ পূর্ণ, নিত্য ও অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার ধামও পূর্ণ, নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন। উভয়ে যদি পৃথক্ হয়, তবে একে অপরকে পরিচ্ছিন্ন করিবার কারণ হয়, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র নাই। ইহা পরে পরিস্ফুট হইবে। **অতএব, দহরাকাশ, পরমাত্মাই।**

ভিত্তি ঃ—

“কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ । যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ” ॥

(তৈত্তিরীয়, আনন্দবল্লী, ২।৭)

এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কেইবা বাঁচিত, কেইবা চেষ্টা করিত। (তৈঃ আঃ ২।৭)

৩। **সূত্র ঃ—১।৩।১৭**

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১।৩।১৭

প্রসিদ্ধেঃ + চ ।

প্রসিদ্ধেঃ ঃ—প্রসিদ্ধি হেতু। **চ** ঃ—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, যে আকাশ ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহা প্রসিদ্ধিই আছে। ইহা সূত্রকার **“আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ”** ১।১।২৩ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

......তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ভজামহে ॥ ভাগঃ ৮।৫।১৬

......খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ভাগঃ ২।২।২৮

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ভাগঃ ১১।১১।২৮

......তন্মহদ্ভূতং নভোলিঙ্গমলিঙ্গমীশ্বরম্। ভাগঃ ১।৬।২৫

১।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

আকাশ ও দহরাকাশ উভয়ে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে আকাশ আনন্দস্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহা যে ভূতাকাশ সম্বন্ধে নহে, তাহা বলা বাহুল্য। **ইহা ব্রহ্মলিঙ্গ আকাশ বা দহরাকাশ।**

ভিত্তি :—

"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ ; এতদমৃতমভয়-মেতদ্ ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্যঃ ৮।৩।৪)

তিনি বলিলেন, এই যে সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয় ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। (ছাঃ ৮।৩।৪)

সংশয় :— আচ্ছা, দহরাকাশ ভূতাকাশ না হউক, জীব ত হইতে পারে। এই সংশয় নিরাশের জন্য সূত্র। প্রথমাংশ—আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র :—১।৩।১৮

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১।৩।১৮

ইতর-পরামর্শাৎ + সঃ + ইতি + চেৎ + ন + অসম্ভবাৎ।

ইতর-পরামর্শাৎ :—উপরের উদ্ধৃত শ্রুতিতে ব্যবহৃত "সম্প্রসাদ"—শব্দে জীবের সম্বন্ধ হেতু। **সঃ :—**সেই, দহরাকাশ। **ইতি :—**ইহা। **চেৎ :—** যদি বল। **ন :—**না। **অসম্ভবাৎ :—**অসম্ভব হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে "সম্প্রসাদ" শব্দ "দহরাকাশ" প্রকরণে ব্যবহৃত হওয়ায়, এবং "সম্প্রসাদ" শব্দের অর্থ জীব হওয়ায়, "দহরাকাশ" জীবই যদি বল, তাহা হইতে পারে না, কারণ, তাহা অসম্ভব। উক্ত মন্ত্রেই **"পরং জ্যোতিরুপসংপদ্যস্বেনরূপেণ** ইত্যাদি" **"এতদমৃতমভয়ং এতৎ ব্রহ্ম"** স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হওয়ায় জীব হইতেই পারে না।

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা, ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥

ভাগঃ ৩।২৮।৪১

১।২।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

জীব মায়াবশ, শ্রী ভগবান্ ভক্তানুগ্রহের জন্য শরীর ধারণ করিলেও, তিনি আত্মতন্ত্র। মায়া তাঁহার অধীন। তিনি নিত্য শুদ্ধ ; জীব সাধন বলে শুদ্ধ হইলেও, নিত্যশুদ্ধ নহে।

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং, চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ।। ভাগঃ ৪।৭।২৩

প্রভো! আপনি স্বীয় স্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন, শুদ্ধ চৈতন্যঘনই আপনার স্বরূপ। আপনার সমুদায় বুদ্ধ্যবস্থাই নিবৃত্ত হইয়াছে। আপনি এক, অর্থাৎ ভেদশূন্য, এবং অভয় স্বরূপ। আপনি মায়াকে অভিভব করিয়া স্বতন্ত্র আছেন, অথচ তাহার দ্বারা পুরুষত্ব অর্থাৎ মনুষ্য নাট্য স্বীকার পূর্ব্বক তাহাতেই আবার অবস্থিত আছেন। অতএব, অপরিশুদ্ধ অর্থাৎ রাগাদি বিশিষ্টের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৪।৭।২৩

কিন্তু জীব আত্মতন্ত্র নহে, কালতন্ত্র, মায়াবশ।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽভিমানো, জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধৈব গীতঃ, সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ।।
ভাগঃ ১১।২৮।১৭

১।৩।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীভগবানের আরাধনায় জীব অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে।

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত, আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যাগ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্।। ভাগঃ ৪।১১।২৯

১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, দহরাকাশ জীব নহে; পরমাত্মাই বটে।

ভিত্তি :—

"য আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি ॥"

(ছান্দোগ্য ঃ ৮।৭।১)।

অপহত পাপ, জরা—মৃত্যু—শোক—ক্ষুধা—পিপাসা-রহিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প যে আত্মা, তাহাই অন্বেষণীয়, তাহাই জিজ্ঞাস্য। যে লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই আত্মাকে অবগত হয়, সে লোক সমস্ত কাম ও সমস্ত লোক লাভ করিয়া থাকে। (ছাঃ ৮।৭।১)।

সংশয় :—প্রজাপতির উপদেশে ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ৮।৭।১ মন্ত্রে যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, সে সকল জীব সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, অতএব জীব কেন দহরাকাশ হইবে না। ইহার উত্তরে সূত্র,—সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাংশে সমাধান :—

সূত্র :—১।৩।১৯

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১।৩।১৯

উত্তরাৎ + চেৎ + আবির্ভূতস্বরূপঃ + তু।

উত্তরাৎ :—পরবর্ত্তী বাক্য হইতে। **চেৎ :**—যদি বল। **আবির্ভূত স্বরূপঃ :**—তাহা হইলে, উত্তর এই যে, সাধনা দ্বারা জীবের স্বরূপ আবির্ভূত হইলে, তবে। **তু :**—কিন্তু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৭।১ মন্ত্র, দহরাকাশ প্রকরণের উত্তরাংশে দৃষ্ট হয়। উক্ত মন্ত্র যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল জীবের সাধারণ গুণ নহে। সাধনা দ্বারা স্বরূপ প্রকাশিত হইলে, ঐ সমুদায় গুণ জীব প্রাপ্ত হয়। সাধনা দ্বারা জীবের স্বরূপ প্রকাশ, অন্যকথায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি। অতএব, জীব, উপাস্য দহরাকাশ নহে।

শ্রী ভগবানের উপাসনায় সমুদায় পরমার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, এমন কি ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, তিনি নিজেকেও দান করিয়া থাকেন।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ভাগঃ ২।৩।১০

১।১।৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ, কিং দুর্ল্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ, স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্।।

ভাগঃ ৩।১৩।৪৮

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিং ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্‌গুরুঃ।।

ভাগঃ ১০।৮০।১১

বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ।।

ভাগঃ ৬।১৬।৩০

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ
ন যস্য।। ভাগঃ ১০।৪৮।২২

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব, আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে
বৃতোঽসি।। ভাগঃ ১০।৬০।৩৭

সকল মঙ্গলের কর্ত্তা সেই ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, আর কি কোন বস্তু দুর্লভ থাকে? তখন বরং সমস্ত কল্যাণ তুচ্ছ ও ব্যর্থ বোধ হয়। সেই পরম পুরুষ সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী, অনন্যমনে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহাকে ভজনা করিলে, তিনি আপনার পরা গতি প্রদানের বিধান করেন। ভাগঃ ৩।১৩।৪৮

যাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিলে, যিনি স্বয়ং আপনাকেও দান করেন, সেই জগদ্‌গুরুকে অর্থ ও কাম বিশিষ্ট হইয়া ভজনা করিলে, তিনি যে অভীষ্টদান করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ভাগঃ ১০।৮০।১১

হে অজিত! আপনি পরম কারুণিক। আপনার নিষ্কাম ভক্তগণ আপনার নিকট পরাজিত হইয়া থাকেন, কারণ, তাঁহারা কিছু না চাহিলেও, আপনি তাঁহাদিগকে আত্মদান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৬।১৬।৩০

আপনি ভজনকারী সুহৃদ্‌জনকে সর্ব্বকাম এবং এমন কি আপনাকেও প্রদান করিয়া থাকেন। অপর, আপনার উপচয় ও অপচয় নাই। ১০।৪৮।২২

ন্যস্তদণ্ড মুনিগণ কর্ত্তৃক আপনার অনুভাব কথিত হইয়া থাকে। আপনি জগতের আত্মা ও আত্মপ্রদ। এ নিমিত্ত আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি।

ভাগঃ ১০।৬০।৩৭

ভগবান্ নিজেই শ্রীমুখে বলিয়াছেন,

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। ভাগঃ ৯।৪।৪৬

হে দ্বিজ ! ভক্ত-পরাধীন বলিয়া আমি অস্বতন্ত্র। ভাগঃ ৯।৪।৪৬

ময়ি নির্ব্বদ্ধ-হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।

বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৮

১।১।১৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যিনি এ প্রকার করুণাময়, তাঁহার ভক্তগণ, মুক্তি দিলেও, গ্রহণ করেন না, সেবাকাঙ্ক্ষাই করেন।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৯

এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃত্তদা, দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্।

তদ্ধ্যানবেগোদ্‌গ্রথিতাত্মবন্ধনস্তদ্ধাম লেভেঽচিরতঃ

সতাং গতিম্ ॥ ভাগঃ ১০।৮১।৩৩

তাহারা আমার সেবা দ্বারা সালোক্যাদি চতুঃপ্রকার মুক্তি উপস্থিত হইলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, সেবাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কাল-নাশ্য অন্য বস্তুতে তাহাদের অভিলাষ হইবার সম্ভাবনা কি ? ভাগঃ ৯।৪।৪৯

তখন সেই ভগবৎ সুহৃৎ বিপ্র এই প্রকারে, অন্যের অজিত ও স্বভৃত্য-পরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, তাঁহার ধ্যানযোগে শিথিলীকৃতাত্মবন্ধন হইয়া, অচিরকাল মধ্যে—সাধুদিগের গতি সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ প্রাপ্ত হইলেন।

ভাগঃ ১০।৮১।৩৩

ভক্তগণ ভগবান্‌কে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ, পরমেষ্ঠীপদ, মোক্ষ কিছুই চান না।

ন নাকপৃষ্ঠং নচ পারমেষ্ঠ্যং, ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে ॥

ভাগঃ ৬।১১।২৩

কিং দুরাপং ময়ি প্রীতে তথাপি বিবুধর্ষভাঃ।

ময্যেকান্তমতি নান্যৎ মত্তো বাঞ্ছতি তত্ত্ববিৎ ॥ ভাগঃ ৬।৯।৪৫

হে নিখিল সৌভাগ্যনিধে! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গপৃষ্ঠ বা ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, সার্ব্বভৌম পদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। ভাগঃ ৬।১১।২৩

হে দেবশ্রেষ্ঠগণ ! আমি প্রীত হইলে, পুরুষের আর দুষ্প্রাপ্য কি থাকে ? কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি আমাতেই একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করিয়া, আমা ভিন্ন অন্য কিছুই ইচ্ছা করেন না। ভাগঃ ৬।৯।৪৫

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা, ময্যার্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ ॥
ভাগঃ ১১।১৪।১৩

আমাতে অর্পিতাত্মা ভক্ত পুরুষ, আমা ব্যতীত অন্য—ব্রহ্মলোক, ইন্দ্রলোক, সার্ব্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তি—কিছুই ইচ্ছা করেন না। ভাগঃ ১১।১৪।১৩

ভক্তগণের নিকট কোনও সিদ্ধি দুর্লভ নহে। কিন্তু তাহারা পরম পদ প্রাপ্তির বিঘ্ন স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। অতএব, ভক্তগণ, সমুদায় সিদ্ধিপতি ভগবান্‌কেই আকাঙ্ক্ষা করেন।

উপাসকস্য মামেবং যোগধারণয়া মুনেঃ।
সিদ্ধয়ঃ পূর্ব্বকথিতা উপতিষ্ঠন্ত্যশেষতঃ॥ ভাগঃ ১১।১৫।৩১
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য জিতশ্বাসাত্মনো মুনেঃ।
মদ্ধারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ সুদুর্লভা॥ ভাগঃ ১১।১৫।৩২
অন্তরায়ান্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ॥ ভাগঃ ১১।১৫।৩৩
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ।
..............॥ ভাগঃ ১১।১৫।৩৫

যে মুনি-ব্যক্তি যোগ-ধারণা দ্বারা এইরূপে আমার উপাসনা করেন, পূর্ব্ব কথিত সিদ্ধি সকল অশেষ প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, জিতশ্বাস, জিতাত্মামুনি, যাঁহারা—হৃদয়ে আমাকে ধারণা করেন, কোনও সিদ্ধিই তাঁহাদের দুর্লভ নহে। উত্তম যোগানুষ্ঠাতৃগণ আমা কর্ত্তৃক সম্পাদ্যমান, যোগিগণের কালক্ষেপণের হেতুভূত এই সিদ্ধ সকলকে অন্তরায় বলিয়াছেন। ভাগঃ ১১।১৫।৩১-৩২-৩৩

আমিই সমুদায় সিদ্ধি সকলের হেতু, পতি ও প্রভু। ভাগঃ ১১।১৫।৩৫

ভগবান ভক্তবৎসলতা হেতু ভক্তের কাছে তাঁহার অদেয় কিছুই নাই, এমন কি আপনাকে পর্যন্ত দান করিয়া আপনার ভক্তাধীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। এজন্য ভক্তগণ ও তাঁহাকে ছাড়িয়া পরমেষ্ঠীপদ এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত না চাহিয়া তাঁহারই সেবাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং জীব সাধনা দ্বারা ভগবদ্গুণ পাইতে পারিলেও, জীব—ভগবান্ বা পরব্রহ্ম নহে। **অতএব দহরাকাশ, যাহার সম্বন্ধে শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র কথিত, জীব নহে, পরব্রহ্মই।**

ভিত্তি :—

পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৭।১ মন্ত্রে ও তৎপূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ৮।৩।৪ মন্ত্র।

সংশয় :—যদি দহরাকাশ পরমাত্মাই, তবে দহর প্রকরণে ৮।৩।৪ মন্ত্রে 'এই যে সম্প্রসাদ জীব' এরূপ উক্তির কারণ কি? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।৩।২০

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১।৩।২০

অন্যার্থঃ + চ + পরামর্শঃ।

অন্যার্থঃ :—অন্য উদ্দেশে। **চ :—**ও। **পরামর্শঃ :—**সম্বন্ধ।

জীব, পরমাত্মার উপাসনায় শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং সে অবস্থায় পরমাত্মা সম্বন্ধীয় গুণ লাভ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য প্রকাশ করিবার জন্য জীবের বিষয় কথিত হইয়াছে, জীব দহরাকাশ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রালোচনার উপলক্ষে যে সমুদায় ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারাও এই সূত্রের বিশদ অর্থ প্রকাশ করে। অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ বড়ই মধুর ও ঘনিষ্ট। যেমন তড়িৎ প্রবাহের দুইটি কেন্দ্র, একটি যোগাত্মক (+) অপরটি ঋণাত্মক (—); উভয়ে উভয়ের সহিত মিলিবার আগ্রহ প্রচুর। যেমন যোগাত্মক (+) তড়িৎ ঋণাত্মক (—) তড়িতের পরিমাণ ও শক্তি, নিজের স্বভাবগুণে বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ঋণাত্মক (—) তড়িৎ ও যোগাত্মক (+) তড়িতের পরিমাণ ও শক্তি বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এই প্রকার উভয়ে পরস্পর বৃদ্ধি করিতে করিতে আগ্রহ প্রচুর হয়, অন্য কথায়; এই স্ফুরণ ও প্রতিস্ফুরণ প্রবাহ পরস্পরের চলিতে থাকে, যতক্ষণ না উভয়ে মিলিত হইয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। আধিভৌতিক জগতে যে নিয়ম, আধ্যাত্মিক এবং সে কারণ সাধন জগতেও সেই নিয়ম। ভগবানই যোগাত্মক তড়িতের কেন্দ্র এবং জীব মাত্রই ঋণাত্মক তড়িতের কেন্দ্র। বিশেষতঃ ভক্তে ঋণাত্মক তড়িতের পরিমাণ ও শক্তি স্বভাবতঃই বেশী বলিয়া যোগাত্মক তড়িতের বা ভগবানের—সহিত মিলিত হইবার প্রচেষ্টাও বেশী। ইহা যখন প্রচুর হইয়া সমুদায় প্রতিবন্ধ অতিক্রম করিবার শক্তি লাভ করে,তখন ভক্ত ভগবানে মিলিত হইয়া, আপনাকে নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়া, পরমানন্দে বিভোর হইয়া থাকে। এই চিত্রটি রাসলীলার একটি শ্লোকে বড়ই সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্ব প্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥

ভাগঃ ১০।৩৩।১৭

বালক যেমন আপনার প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেইরূপ রমাপতি—ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ভাগঃ ১০।৩৩।১৭

বালক একখানি দর্পণে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিল। দেখিয়া আনন্দ হওয়ায়, মুখে হাসির সঞ্চার হইল। প্রতিবিম্বে সেই হাসি দেখিয়া, আর একজন বালক আনন্দে হাস্য করিতেছে মনে করিয়া, বালকের আরও আনন্দের উদয় হইল, এবং হাস্য ও মুখভঙ্গী আরও বৃদ্ধি পাইল, প্রতিবিম্বেও অবিকল সেইরূপ হাসির বৃদ্ধি ও মুখ-ভঙ্গিমা দেখিয়া, বালকের মনে আরও আনন্দ, আরও হাসি, আরও মুখ-ভঙ্গি, প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবিম্বে, এবং তাহা হইতে বিম্বে অর্থাৎ বালকের মুখে, ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ভক্ত ও ভগবানের খেলাও এইরূপ। উত্তরোত্তর পরস্পরের আনন্দের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য শ্রুতিতে ৮।৩।৪ এবং ৮।৭।১ মন্ত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য ইহা নহে, যে জীবই দহরাকাশ বা পরমাত্মা।

ভিত্তি :—

১।৩।১৪ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১।১ মন্ত্র।

সংশয় :—দহরাকাশ যদি অনন্ত, বিভু পরমাত্মার জ্ঞাপক, তবে অল্প হৃদয়দেশ পরিমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।৩।২১

অল্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদুক্তম্॥ ১।৩।২১

অল্পশ্রুতেঃ + ইতি + চেৎ + তৎ + উক্তম্।

অল্পশ্রুতেঃ :—অল্পত্ব শ্রবণ হেতু। **ইতি** :—ইহা, দহরাকাশ জীব। **চেৎ** :—যদি বল। **তৎ** :—তাহা—তাহার উত্তর। **উক্তম্** :—উক্ত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১।১ মন্ত্রে "**দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ**" উক্ত হইয়াছে। হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশ, তাহা অতি ক্ষুদ্রই হইবে, অতএব তাহা জীব হওয়াই যুক্তি-যুক্ত। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, তাহা ত আগে ১।২।৭ সূত্রে বলা হইয়াছে। উপাসকের উপাসনার সুবিধার জন্যই অল্পতা। তাহা ত যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এখানে আর তাহার উত্থাপন করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ তিনি সমকালে যুগপৎ "**অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্**" (শ্বেতাশ্বতর) যিনি দেশ-কাল-তত্ত্বের অতীত, যাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিবার কিছু নাই, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, অল্প-ভূমা, অণু-মহৎ প্রভৃতি দেশ-কাল তত্ত্বান্তর্গত আপেক্ষিক ধর্ম্ম, তাঁহাতে প্রযোজ্য নহে। তবে ভক্তবৎসলতার জন্য সাধকের রুচি অনুসারে ভগবানের রূপ ধারণ।

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।

যানি যানি চ রোচন্তে **স্বজনা** নামরূপিণঃ॥ ভাগঃ ৩।২৪।৩০

হে ভগবন্! যদিও তুমি প্রাকৃত রূপ রহিত, তথাচ তোমার ভক্তগণের অভিরুচি অনুসারে তুমি রূপ ধারণ করিয়া থাক। ভাগঃ ৩।২৪।৩০

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।

অরূপায়োরুরূপায় নমঃ আশ্চর্য্য কর্ম্মণে॥ ভাগঃ ৮।৩।৯

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি। তিনি সেই শক্তি দ্বারা ইচ্ছামত স্থূল, সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করেন। কিন্তু ধারণ করিয়া দৃশ্যতঃ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, তিনি বস্তুতঃ এককালে, একাধারে অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত। **অতএব দহর-আকাশ অল্প হইলেও, পরমাত্মাই।**

ভিত্তি ঃ—

১।৩।১৯ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৭।১ মন্ত্র।

এবং

"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা"……ইত্যাদি। ছান্দোগ্যঃ ৮।১২।৩

এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ জীব, স্থূল শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া, অর্থাৎ শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিয়া, পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে লাভ করতঃ, স্ব-স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া, হাস্য করতঃ, ক্রীড়া করতঃ মনোমত স্ত্রীদিগের সহিত, অথবা যানাদির সহিত, অথবা বন্ধুগণের সহিত—আমোদ উপভোগ করেন। ছান্দোগ্য ঃ ৮।১২।৩

সূত্র ঃ—১।৩।২২

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ১।৩।২২

অনুকৃতেঃ + তস্য + চ।

অনুকৃতেঃ ঃ—অনুকরণ হেতু। **তস্য** ঃ—তাহার, পরমাত্মার। **চ** ঃ—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, জীব দহরাকাশ উপাসনার দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতঃ, তৎসাদৃশ্য লাভ করেন, এবং তাঁহার অনুকরণ করেন। অনুকারী ও অনুকার্য্য এক পদার্থ হইতে পারে না। অতএব দহরাকাশ জীব নহে।

ভক্তও ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার লীলার অনুকরণ করিয়া থাকে।

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ॥ ভাগঃ ৭।৪।৩০

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তাঃ হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ ভাগঃ ১০।৩০।১৪

কদাচিৎ মুক্তকণ্ঠ হইয়া চিৎকার করিতেন, কদাচিৎ বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন, কদাচিৎ ভগবৎ ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে তন্ময় হইয়া তাঁহার লীলার অনুকরণ করিতেন। ভাগঃ ৭।৪।৩০

এই প্রকারে উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণান্বেষণের নিমিত্ত বিহ্বল হইলেন। পরে তদাত্মিকা হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই লীলার অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। ভাগঃ ১০।৩০।১৪

উপাসক, উপাসনার দ্বারা উপাস্যের সহিত তন্ময় হইলেও, উপাস্য ও উপাসক এক পদার্থ হইতে পারে না।

ভিত্তি :—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥" গীতা ১৪।২

এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন সৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং প্রলয়ে কাতর হইতে হয় না। গীতা ১৪।২

সূত্র :—১।৩।২৩

অপি স্মর্য্যতে ॥ ১।৩।২৩

অপি + স্মর্য্যতে।

অপি :—ও। **স্মর্য্যতে :**—স্মৃতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে।

গীতায় শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মোপাসনায় জীবের তৎসাদৃশ্য লাভরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। ভাব বা প্রীতি দ্বারা, দহরাকাশে তাঁহাকে সেবা করিলে, তাহাকেই পাওয়া যায়। সুতরাং দহরাকাশ জীব কিরূপে হইবে? ভাগবত বলিতেছেন :—

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥

ভাগঃ ১১।১২।৭

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোক মহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ ॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪৪

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৪

গোপীগণ, গোগণ, যমলার্জ্জুন, মৃগগণ, কালিয় প্রভৃতি সর্পগণ এবং অন্যান্য মূঢ় ব্যক্তিগণ কেবল প্রীতি দ্বারা সিদ্ধ হইয়া, সত্বরে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাগঃ ১১।১২।৭

হে উদ্ধব! সে ব্যক্তি অচলা ভক্তি মহাযোগে, সর্ব্বলোক মহেশ্বর ও সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্মরূপ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

ভাগঃ ১১।১৮।৪৪

একান্ত মদ্ভক্ত ধীর সাধু ব্যক্তি আমাকর্তৃক দত্ত আত্যন্তিক কৈবল্য ও অপুনর্ভব বাঞ্ছা করেন না। ভাগঃ ১১।২০।৩৪

যে যে ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করুন না কেন, যদি ভাব গাঢ় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কামাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ ॥
গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥

ভাগঃ ৭।১।২৯

কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ অথবা ভক্তি যে কোনও উপায়ে ভগবানে মনোনিবেশ করিলেই সমুদায় পাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পরমা গতি লাভ করা যায়। ইহার প্রমাণ এই যে, গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় জন্য, শিশুপাল প্রভৃতি দ্বেষ নিমিত্ত, যাদবগণ সম্বন্ধ বশতঃ, তোমরা স্নেহ প্রযুক্ত, এবং আমরা ভক্তি করিয়া, তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগঃ ৭।১।২৯

অতএব, ভগবদুপাসনায় মুক্তগণ ভগবৎ সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়। **সুতরাং দহরাকাশ বা উপাস্য ভগবান বা ব্রহ্ম, জীব নহে।**

৬। প্রমিতাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥" কঠঃ ২।১।১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, তিনি অতীত ও অনাগতের ঈশান—শাসনকর্ত্তা, তাহা হইতে কেহ নিন্দা করে না, ইহাই সেই বস্তু। কঠঃ ২।১।১২

সংশয় :—এই অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ কি জীবাত্মা. অথবা পরমাত্মা? জীবাত্মা হইতে পারে, কারণ, জীবাত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য প্রভৃতির ঈশান। এই সংশয় নিরাকরণ জন্য সূত্র :—

সূত্র :—১।৩।২৪

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১।৩।২৪
শব্দাৎ + এব + প্রমিতঃ।

শব্দাৎ :—শ্রুতি বাক্যরূপ হেতুতে। **এব :**—ই। **প্রমিতঃ :**—পরিচ্ছিন্ন (পরমাত্মাই)।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র রূপে পরিচ্ছিন্ন আত্মার অন্তরে অবস্থিত বস্তু জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা। কেননা, শ্রুতিতেই আছে যে, তিনি অতীত ও অনাগত সমুদায়ের শাসনকর্ত্তা। জীবের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে।

ভগবান্ ব্যতিরেকে সদসৎ কোনও বস্তুই নাই. তিনিই মায়া গুণ বিক্ষোভহেতু বহুরূপে প্রকাশ পান, ভক্তগণ নিজ নিজ হৃদয়—ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ করিলে, সেই হৃদয়েই ইষ্টদেবতারূপে প্রকটিত হন।

নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং মায়াগুণব্যতিকরাদ্ যদুরুর্বিভাসি ॥
ভাগঃ ৩।৯।১

হে ভগবন্! তোমা ব্যতিরেকে কোনও বস্তুই নাই। যাহা আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা সত্য নহে। মায়ার গুণ ক্ষোভে তুমি বহুরূপে প্রকাশ পাইয়া থাক। ভাগঃ ৩।৯।১

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃদ্‌সরোজ আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো
ননু নাথ পুংসাম্‌।
যদ্‌ যদ্‌ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে
সদনুগ্রহায় ॥ ভাগঃ ৩।৯।১১

১।২।৩০ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তবে এই পরিচ্ছিন্ন রূপ কি তোমার স্বরূপ হইতে বিভিন্ন? না, তাহা নহে।

নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্‌ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি॥
ভাগঃ ৩।৯।৩

হে পরম! তোমার এই প্রকটিত রূপই তোমার স্বরূপ—যে স্বরূপ আনন্দমাত্র, স্বজাতীয়, বিজাতীয়, স্বগত ভেদ রহিত, এবং অনাবৃত প্রকাশ—আমি তোমার এই প্রকটিত মূর্ত্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। হে আত্মন্‌! তোমার এই প্রকটিত মূর্ত্তিই বিশ্বের সৃষ্টিকারী, ভূত এবং ইন্দ্রিয় সকলের কারণ, অতএব সে সকল হইতে ভিন্ন। ভাগঃ ৩।৯।৩

ইহাই শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, এককালে একাধারে অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, ব্যাপক, স্বরূপতঃ আনন্দমাত্র। **অতএব পরিচ্ছিন্ন অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীব নহে। পরমাত্মাই।**

ভিত্তি ঃ—

পূর্ব্ব সূত্রোদ্ধৃত কঠ শ্রুতির ২।১।১২ মন্ত্র।

সূত্র ঃ—১।৩।২৫

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ১।৩।২৫

হৃদ্যপেক্ষয়া + তু + মনুষ্যাধিকারত্বাৎ।

হৃদ্যপেক্ষয়া ঃ—হৃদয়ের পরিমাণের তুলনায় (অঙ্গুষ্ঠমাত্র)। **তু ঃ**—কিন্তু। **মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ঃ**—মনুষ্যের অধিকার হেতু শাস্ত্রের উপদেশ।

শাস্ত্রে যে সমুদায় উপাসনার উপদেশ আছে, তাহা মনুষ্যদিগেরই জন্য, এবং মনুষ্যদিগের হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে উপাস্যের প্রমিতি—পরিমাণ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র উক্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।৯।১১ শ্লোক পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নের কয়েকটি শ্লোকে প্রতিপাদিত হইবে যে, **উপাসকের হিতের জন্য পরব্রহ্ম উপাসকের হৃদ্‌পদ্মে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন।**

অথ তং সর্ব্বভূতানাং হৃৎপদ্মেষু কৃতালয়ম্।
শ্রুতানুভাবং শরণং ব্রজ ভাবেন ভাবিনি ॥ ভাগঃ ৩।৩২।১০
হৃদ্‌পদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্ ॥ ভাগঃ ৪।৮।৪৪
স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং
তড়িৎপ্রভম্। ভাগঃ ৪।৯।২

অতএব হে ভাবিনি! সেই ভগবান্, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে বাস করিতেছেন এবং যাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে, ভক্তিভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করুন। ভাগঃ ৩।৩২।১০

হৃদ্‌পদ্ম কর্ণিকার মধ্যস্থান আক্রমণ করিয়া মনোমধ্যে স্থিতি করেন।
ভাগঃ ৪।৮।৪৪

সেই ধ্রুবের মতি সুদৃঢ় ধ্যানযোগ দ্বারা নিশ্চল হওয়াতে, তিনি তদ্দ্বারা হৃদ্‌পদ্মকোষে স্ফুরিত বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ ভগবানের রূপ দর্শন করিতেছিলেন।

ভাগঃ ৪।৯।২

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্‌ ।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্‌ ।। ভাগঃ ১০।৮৬।৪৬

১।৩।১৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব হৃদয়মধ্যে অবস্থিত অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরব্রহ্মই, ইহা সিদ্ধ হইল। হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলিয়া—তাহাতে অবস্থিত ইষ্টমূর্ত্তি উক্ত পরিমাণের হওয়া সঙ্গত।

৭। দেবতাধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

"তদ্ যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং………"। (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০)।

দেবতাগণের, ঋষিগণের এবং মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০)

সংশয় ঃ—

পূর্ব্ব সূত্রে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্র সকলে, মনুষ্যগণের উপাসনার উপদেশের জন্য, এবং সে কারণে মনুষ্যগণের হৃদয়ের পরিমাণের অনুপাতে উপাস্য ব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আকার, কথিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হইতে পারে, তবে কি দেবতাগণের ব্রহ্ম উপাসনার অধিকার নাই। এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য পরসূত্রের অবতারণা।

সূত্র ঃ—১।৩।২৬

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ১।৩।২৬

তৎ + উপরি + অপি + বাদরায়ণঃ + সম্ভবাৎ।

তৎ ঃ—তাহা অর্থাৎ ব্রহ্ম উপাসনা। **উপরি ঃ**—মানুষগণের উপরিস্থ জীব—দেবতাগণ। **অপি ঃ**—ও। **বাদরায়ণঃ ঃ**—আচার্য্য বাদরায়ণ সূত্রকার। **সম্ভবাৎ ঃ**—সম্ভব হেতু।

দেবগণও মনুষ্যগণের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে সমর্থ, তাঁহারাও সেইরূপ শরীর-সম্পন্ন, অতএব ব্রহ্মবিদ্যায় তাঁহাদিগেরও অধিকার থাকা সম্ভব হয়।

ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তব শ্রীমদ্ভাগবতে বহুস্থানে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আব্রহ্মস্থাবর পর্য্যন্ত চরাচর সকলের দেহতঃ ও আত্মতঃ সাম্যভাব বর্ত্তমান।

ভূম্যম্ব্বগ্ন্যনিলাকাশা ভূতানাং পঞ্চধাতবঃ।
আব্রহ্মস্থাবরাদীনাং শারীরা আত্মসংযুতাঃ ॥ ভাগঃ ১১।২১।৫

১।১।১৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং মনুষ্যগণের শরীর যে উপকরণে, দেবাদিরও তাই। তাঁহাদেরও শরীরের অন্তরে আত্মা বর্ত্তমান। অতএব মনুষ্যের যখন ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার

আছে, তখন দেবতাগণের থাকিবে না কেন? তবে তাঁহারা নিজ নিজ অধিকারে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, মনুষ্যের মত অবসর পান কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, শ্রীভগবানের স্তব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণের পাঠ করিলে, তাঁহারা যে ভগবত্তত্ত্বে অধিকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দেবগণ বলিলেন :—

বায়্বম্বরাগ্ন্যপ্ ক্ষিতয়স্ত্রিলোকা ব্রহ্মাদয়ো যে বয়মুদ্বিজন্তঃ।
হরাম যস্মৈ বলিমন্তকোঽসৌ বিভেতি যস্মাদরণং ততোঽস্তু নঃ॥

ভাগঃ ৬।৯।১৯

১।৩।১১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তমেব দেবং বয়মাত্মদৈবতং পরং প্রধানং পুরুষং বিশ্বমন্যম্।
ব্রজাম সর্ব্বে শরণং শরণ্যং স্বানাং স নো ধাস্যতি শং মহাত্মা।

ভাগঃ ৬।৯।২৫

আমরা সকলে সেই পরমাত্মরূপী দেবতার শরণ গ্রহণ করি। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রধান, তিনিই একমাত্র শরণ্য, তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন। ভাগঃ ৬।৯।২৫

ব্রহ্মা, ভব প্রভৃতি স্তব করিলেন :—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

ভাগঃ ১০।২।২০

১।১।৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মার প্রার্থনা :—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥

ভাগঃ ১০।১৪।২৯

হে নাথ! এই ব্রহ্মজন্মে, অথবা ইহার পর যে কোনও তির্য্যক্ যোনিতে আমার জন্ম হউক না কেন, আমার সেই সেই জন্মে যেন এরূপ মহাভাগ্য হয়, যাহাতে আমি ভবদীয় জনগণের মধ্যে যে কোনও একটি অতি ক্ষুদ্রাদাপ ক্ষুদ্র হইয়া আপনার পাদপল্লব সমধিকরূপে সেবা করিতে পারি। ভাগঃ ১০।১৪।২৯

ইন্দ্রের স্তব :—

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥

ভাগঃ ১০।২৭।৬

ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ভাগঃ ১০।২৭।১৩

১।১।৩০ সূত্রের আলোচনায় এই দুই শ্লোকের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যমের অপরাধ ক্ষপণ :—

তৎ ক্ষম্যতাং স ভগবান্ পুরুষঃ পুরাণো—নারায়ণঃ স্বপুরুষৈর্যদসৎ কৃতং নঃ।
স্বানামহো ন বিদুষাং রচিতাঞ্জলীনাং ক্ষান্তির্গরীয়সি নমঃ পুরুষায় ভূম্নে ॥ ভাগঃ ৬।৩।৩০

যম ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন :—আমার ভৃত্যগণ যে অন্যায় কর্ম্ম করিল, সেই পুরাণপুরুষ ভগবান্ তাহা ক্ষমা করুন। আমরা তাঁহারই আপনার জন, তাঁহার মাহাত্ম্য না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, এই অঞ্জলি বন্ধন করিতেছি, সেই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, তাঁহাতে ক্ষমাগুণ বিদ্যমান, তাঁহাকে প্রণাম করি। ভাগঃ ৬।৩।৩০

ব্রহ্মা দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিবার পর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন ও সৃষ্টি করিবার শক্তি পান।

দিব্যং সহস্রাব্দমমোঘদর্শনো জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ।
অতপ্যতস্মাখিললোকতাপনং তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ ॥

ভাগঃ ২।৯।৮

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥

ভাগঃ ২।৯।৯

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥

ভাগঃ ২।৯।১০

ব্রহ্মা প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন জয় করিয়া দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। ঐ তপস্যাতেই অখিল লোকের প্রকাশ হয়, এবং সেজন্য ব্রহ্মা, সর্ব্বকালের তপস্বিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

ভাগঃ ২।৯।৮

ভগবান্ ঐ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিজ পরম পদ বা লোক সন্দর্শন করাইলেন, যে লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ পঞ্চ ক্লেশ এবং মোহভয়াদির লেশমাত্র নাই, এবং যাহা আত্মদর্শী পুণ্যবান্ পুরুষগণের দ্বারা সেবিত। ভাগঃ ২।৯।৯

যে লোকে রজঃ বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুইগুণে মিশ্রিত সত্ত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, কালবিক্রম সেখানে নাই, মায়ার অধিকার সেখানে নাই, শোক মোহাদির কথা কি? এবং সেখানে সুরাসুরগণ ভগবদ্ পারিষদ্গণের সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ২।৯।১০

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, **ব্রহ্মাদিরও তপস্যার, এবং তাহা হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির অধিকার আছে।**

সংশয় ঃ—দেবগণ যদি বিগ্রহবান্ হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হইতে পারে, কিন্তু যজ্ঞ কর্ম্মাদিতে নিশ্চয়ই বিরোধের সম্ভাবনা আছে। শরীরধারী একই ইন্দ্র একই সময়ে কখনই বিভিন্ন যজমানের বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী বিভিন্ন যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র ঃ—প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাংশে সমাধান ঃ—

সূত্র ঃ—১।৩।২৭

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ।। ১।৩ ২৭

বিরোধঃ + কর্ম্মণি + ইতি + চেৎ + ন + অনেক + প্রতিপত্তেঃ + দর্শনাৎ।

বিরোধঃ ঃ—বিরোধ। **কর্ম্মণি ঃ**—কর্ম্মে, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না (উত্তর না, বলিতে পার না)। **অনেক ঃ**—বহু আকার। **প্রতিপত্তে ঃ**—গ্রহণ হেতু। **দর্শনাৎ ঃ**—দর্শন হেতু।

শাস্ত্রে দেখা যায় যে, যোগ শক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মুনি এক সময়ে বহু শরীর ধারণপূর্ব্বক বহু কার্য্য করিয়াছিলেন, ইন্দ্রাদি দেবতার পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? বিভিন্ন কায়ব্যূহ, দেবতারা ইচ্ছামত গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং বিগ্রহবান্ হইলেও এক সময়ে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি অসম্ভব নহে।

সৌভরি ঋষিও একজন শরীরধারী ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ জন মান্ধাতৃকন্যা বিবাহ করিয়া যোগপ্রভাবে পঞ্চাশ পৃথক পৃথক শরীর ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন।

একস্তপস্ব্যহমথান্তসি মৎস্যসঙ্গাৎ, পঞ্চাশদাসমুত পঞ্চসহস্রসর্গঃ।

ভাগঃ ৯।৬।৪৬

আমি প্রথমে একাকী জলে তপস্যা করিতেছিলাম। পরে মৎস্যসঙ্গ হেতু দার পরিগ্রহ করিয়া পঞ্চাশ হইলাম। ক্রমে আমার পঞ্চাশ জন স্ত্রীর প্রত্যেকের গর্ভে একশত সন্তান উৎপাদন করিয়া সম্প্রতি আমি পঞ্চ সহস্র হইয়াছি।

ভাগঃ ৯।৬।৪৬

যোগী মানবের পক্ষে যখন ইহা সম্ভব, তখন দেবতাগণের পক্ষে অসম্ভব কেন? **অতএব, কর্ম্মে বিরোধ হয় না, সিদ্ধ হইল।**

সংশয় :—আচ্ছা, স্বীকার যেন করিলাম যে, কর্ম্মে বিরোধ হয় না, কিন্তু বেদ শব্দে ত বিরোধ হইতে পারে। কেননা, দেবতাগণ যদি শরীরী হন, তবে শরীরের ত নাশ আছে, অতএব ইন্দ্রের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে তদ্‌বাচক বৈদিক শব্দ যে অর্থশূন্য ছিল, ইহা বলিতে হইবে। তাহা হইলে, বৈদিক শব্দের অনিত্যতা আসিয়া পড়ে। তাহা তোমরা সিদ্ধান্তবাদিগণ স্বীকার কর কি? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন। সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন :—

সূত্র :—১।৩।২৮

শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্‌।। ১।৩।২৮

শব্দে + ইতি + চেৎ + ন + অতঃ + প্রভবাৎ + প্রত্যক্ষ + অনুমানাভ্যাম্‌।

শব্দে :—বৈদিক শব্দে বিরোধ। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না, বিরোধ নাই। **অতঃ :**—ইহা হইতে, বৈদিক শব্দ হইতে। **প্রভবাৎ :**—উৎপত্তি হেতু। **প্রত্যক্ষ :**—শ্রুতি প্রমাণ হেতু। **অনুমানাভ্যাং :**—স্মৃতিপ্রমাণ হেতু।

প্রলয়ে প্রপঞ্চ বিশ্ব দেবাদির সহিত ভগবানে লীন হইলে এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তাঁহাতে লীন হইলে, ভগবানই "সুপ্তশক্তি" কিন্তু "অসুপ্তদৃক্‌" (ভাগবত ৩।৫।২৪) বর্ত্তমান থাকেন। তারপর আবার যখন কালক্রমে ত্রিগুণময়ী মায়ার গুণক্ষোভ সংঘটিত হইলে তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়া স্মৃতি বিস্তার করিবার জন্য, শ্রীভগবান্‌ই ব্রহ্মার বদন হইতে বেদরূপে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা সেই বেদমন্ত্র কর্ত্তৃক উদ্বোধিত ও প্রেরিত হইয়া, দেব, মনুষ্য, ঋষি প্রভৃতি ও প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টি করেন। শ্রুতিতেও ইহা কথিত আছে :—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" ঋগ্বেদ ৮।৮।৪৮

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। **অতএব প্রতিপাদিত হইল যে পুনঃসৃষ্টিতে ইন্দ্রাদি বাচক বৈদিক শব্দ যে অর্থে প্রযোজ্য হয়, প্রলয়ের পূর্ব্বে উহারা সেই অর্থে প্রযোজ্য হইত।**

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতোঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাং॥

ভাগঃ ২।৪।২১

কল্পের আদিতে ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি-বিষয়া স্মৃতি বিস্তার করিতে, যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিতা বেদরূপা সরস্বতী, ব্রহ্মার বদন হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, জ্ঞানপ্রদাতৃগণের শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ২।৪।২১

পরমেশ্বরই যে বেদরূপে আবির্ভূত হয়েন, তাহা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১২।১৫ শ্লোকে ও তৎসংক্রান্ত আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রপঞ্চ বিশ্ব যে প্রলয়ে সূক্ষ্ম বীজভাবে পরমাত্মায় লীন থাকে, তাহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব দেবতা ও ভূতগণ সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে, ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং বৈদিক শব্দে বিরোধ হইবে বলিয়া যে সংশয় উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিরসন হইল। বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে যে বেদ শব্দ সকল হইতে দেবাদি, ভূতসকল, নামরূপ সমুদায়, কৃত্য সকলই সৃষ্ট হয়। (বিষ্ণুপুরাণ ১।৫।৬২)

নামরূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ১।৫।৬২)

পূর্ব্বে ১।১।২ সূত্রে ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এখানে শব্দ বা বেদ হইতে জগৎ উৎপত্তি বলা হইল। ইহাতে বিরোধ হইল না কি? ইহার উত্তর এই যে, বিরোধ নাই। কেননা, ব্রহ্মই বেদ বা শব্দব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তারূপ কর্ম্মচারীর দ্বারা, নিজে তাঁহার অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিয়া, জগৎ সৃজন করেন। রাজকর্ম্মচারীর কার্য্য যেমন রাজার কার্য্য, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য, পরব্রহ্মেরই কার্য্য। বিশেষতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্মের দ্বারা উপদিষ্ট, শিক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক সৃষ্ট তত্ত্বসকলকে প্রয়োজনমত অল্পাধিক পরিমাণে সন্নিবেশমাত্র করিয়া প্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই।

য এক ঈশো নিজ মায়য়া নঃ সসর্জ যেনানুসৃজাম বিশ্বম্।
বয়ং ন যস্যাপি পুরঃ সমীহতঃ পশ্যাম লিঙ্গং পৃথগীশমানিনঃ॥
ভাগঃ ৬।৯।২৩

তিনিই এক ঈশ্বর, নিজ মায়া দ্বারা আমাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা বিশ্বসৃষ্টি করিতেছি। যদিও তিনি আমাদিগের ও অন্যান্য সকলের অন্তর্য্যামীরূপে নিয়ন্তৃত্ব করিতেছেন, তথাপি আমরা পরস্পরে পৃথক্

পৃথক্ ঈশ্বর, এই অভিমানে অভিমানী হইয়া, তাঁহার অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন দর্শন করিতে পারি না। ভাগঃ ৬।৯।২৩

আরও মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্ব প্রপঞ্চ পূর্ব্ব-সৃষ্টিতে যাহা ছিল, বর্ত্তমানে সেইরূপই, এবং ভবিষ্যতেও পৃথক হইবে না। দেবতাগণও সেরূপ, পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখনও সেইরূপ, এবং ভবিষ্যতে তাহাই থাকিবেন।

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষ্যগ্রহতারকাঃ॥ ভাগঃ ২।৫।১১

ব্রহ্মা বলিতেছেন ঃ—স্বপ্রকাশ সেই পরমেশ্বরের প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি অভিব্যক্ত করি মাত্র। সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি দৃশ্যতঃ জ্যোতিষ্মান্‌গণ, চৈতন্য প্রকাশ্য বস্তু, স্বয়ম্প্রকাশ পরব্রহ্মের ভর্গই সকলকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ২।৫।১১

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই। যে বিরোধের আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সে বিরোধের অস্তিত্ব নাই।

সংশয় :—ভাল, বেদ শব্দ না হয় নিত্য হইল, তবে বেদোক্ত মন্ত্র সমুদায়ের মধ্যে কতকগুলি বশিষ্ঠ, কতকগুলি বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক কৃত বলিয়া দৃষ্ট হয় কেন ? ঋষিরা ত আর নিত্য নহেন, যদি তাঁহারা নিত্য না হন, তবে তাঁহাদের কৃত মন্ত্রগুলি বা নিত্য হইবে কেন ? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—১।৩।২৯

অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ১।৩।২৯

অতঃ + এব + চ + নিত্যত্বম্ ।

অতঃ :—এই হেতু। **এব :**—নিশ্চয়। **চ :**—ও। **নিত্যত্বম্ :**—নিত্যত্ব।

প্রলয়ান্তে সৃষ্টিকর্ত্তা বেদ শব্দ হইতে মন্ত্রকৃৎ ঋষি, দেবতা ইন্দ্র প্রভৃতি বাক্শব্দ হইতে তত্তদাকৃতি ও তত্তৎশক্তি সম্পন্ন ঋষি ও দেবতাসকল উৎপন্ন করেন। ব্যক্তিগত তাঁহাদের পার্থক্য থাকিতে পারে। অর্থাৎ, এ কল্পে যে জীব ইন্দ্র আছেন, তিনিই যে ভবিষ্যকল্পে ইন্দ্র হইবেন, তাহা নহে। তবে বর্ত্তমান ইন্দ্র আকৃতিবিশিষ্ট এবং বর্ত্তমান ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিবিশিষ্ট, ও বসন ভূষণ পরিকরাদি সম্পন্ন একজন ইন্দ্র হইবেন। মন্ত্রকৃৎ ঋষির সম্বন্ধেও তাই। অতএব এ কল্পে যে সকল বৈদিক মন্ত্র আছে, এবং উহারা যে যে ঋষি কর্তৃক কৃত, ভবিষ্যকল্পে সেই সেই মন্ত্রই, সেই সেই আকারবিশিষ্ট সেই সেই নামীয় ও সেই সেই শক্তি সম্পন্ন ঋষি কর্তৃক কৃত হইবে। এজন্য নিত্যত্বের হানি হয় না। যেমন 'বলি রাজা' ভবিষ্যতে ইন্দ্র হইবেন বলিয়া ভগবানই বলিয়াছেন।

এষ মে প্রাপিতঃ স্থানং দুষ্প্রাপমমরৈরপি।
সাবর্ণেরন্তরস্যায়ং ভবিতেন্দ্রো মদাশ্রয়ঃ। ভাগঃ ৮।২২।৩০
চতুর্যুগান্তে কালেন গ্রস্তান্ শ্রুতিগণান্ যথা।
তপসা ঋষয়োঽপশ্যন্ যতো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ভাগঃ ৮।১৪।৪
জ্ঞানঞ্চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্।
ঋষিরূপধরঃ কর্ম্মযোগং যোগেশরূপধৃক্ ॥ ভাগঃ ৮।১৪।৭

এই বলির আমিই আশ্রয়। আমি ইহাকে অমরদিগেরও দুষ্প্রাপ্য পদ দিয়াছি, ইনি সাবর্ণি মন্বন্তরে ইন্দ্র হইবেন। ভাগঃ ৮।২২।৩০

চতুর্যুগান্তে শ্রুতিগণ কালগ্রস্ত হইয়াছিল। ঋষিগণ স্ব স্ব তপোযোগে সে সকল দর্শন করেন, সেই সকল শ্রুতি হইতেই সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় প্রকটিত হয়। ভাগঃ ৮।১৪।৪

প্রতি যুগে ভগবান হরি সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া জ্ঞানোপদেশ, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপ ধারণ করিয়া কর্ম্মোপদেশ, এবং দত্তাত্রেয়াদি, যোগেশরূপ ধারণ করিয়া, যোগোপদেশ করেন। ভাগঃ ৮।১৪।৭

সুতরাং ভগবানই যখন ঋষি, সিদ্ধ, যোগেশ্বরাদি, রূপ ধারণ করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তখন উক্ত উপদেশ সমুদায়ের নিত্যত্বের প্রতি সন্দেহ করিবার অবসর কোথায়? ভগবান যখন নিত্য, তাঁহার উপদেশ সকলও নিত্য, সেই উপদেশ সকলই বেদে মন্ত্রবদ্ধ, অতএব মন্ত্রসকলও নিত্য।

সংশয় :—দেবতাগণেরও প্রপঞ্চের নামরূপ যে সমানই থাকে, তাহার প্রমাণ কি? প্রাকৃতিক প্রলয়ে ত ব্রহ্মাও লয়প্রাপ্ত হয়। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—১৩৩০

সমান নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥

১৩৩০

সমান নামরূপত্বাৎ + চ + আবৃত্তৌ + অপি + অবিরোধঃ + দর্শনাৎ + স্মৃতেঃ + চ।

সমান নামরূপত্বাৎ :—আকৃতি ও নাম সমান হওয়ায়। **চ** :—ও। **আবৃত্তৌ** :—পুনঃ পুনঃ আগমনে। **অপি** :—ও। **অবিরোধঃ** :—বিরোধাভাব। **দর্শনাৎ** :—শ্রুতি দর্শন হেতু। **স্মৃতেঃ** :—স্মৃতি শাস্ত্র হেতু। **চ** :—ও।

প্রাকৃতিক প্রলয়ে যখন চতুর্মুখ ব্রহ্মাও বিলীন হইয়া যান, তার পরে সৃষ্টিতেও পূর্ব্ব কল্পের অনুরূপ নাম ও রূপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতেও কোনও বিরোধ নাই। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই ইহা প্রমাণ করে।

প্রাকৃতিক প্রলয়ে না হয় ব্রহ্মাই লয় হইলেন, তিনি কর্ম্মচারী মাত্র বৈ ত নন। একজন কর্ম্মচারীর অভাব হইলে তাঁহার সমান আর একজন কর্ম্মচারী পাওয়া দুষ্কর নহে। ধরণীপতি রাজার কোনও প্রদেশবিশেষের শাসনকর্ত্তার অভাব হইলে, পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার সমান শক্তিবিশিষ্ট ও সমান বসন-ভূষণ পরিচ্ছদধারী আর একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। লৌকিক জগতে নাম, বসন, ভূষণ, পরিকর, শক্তি সমুদায় সমান হইলেও, আকারের পার্থক্য থাকা সম্ভব হয়, কিন্তু সত্যসংকল্প বিশ্বপতির সংকল্পানুসারে সমান আকৃতিবিশিষ্ট কর্ম্মচারীর অভাব হয় না। শ্রুতিতে ইহা স্পষ্ট উল্লেখ আছে, **"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"**। (ঋগ্বেদ ৮৮৪৮)

যথেদানীং তথাচাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্ ॥ ভাগঃ ৩১০১৩
স এব আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ ॥ ভাগঃ ২৬৩৭

প্রপঞ্চ বিশ্ব এখন যে প্রকার, প্রলয়ের পূর্ব্বে সেই প্রকারই ছিল এবং প্রলয়ের পরে পুনঃ সৃষ্টিতেও সেই প্রকারই হইবে। ভাগঃ ৩১০১৩

সেই আদ্য পুরুষ ভগবান জন্মহীন হইয়াও কল্পে কল্পে আপনি, আপনাতে, আপনার দ্বারা, আপনাকে সৃজন, পালন ও সংহার করেন। ভাগঃ ২।৬।৩৭

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ। ভাগঃ ৩।২৬।১৯

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

দেব, ঋষি, মানব, যক্ষ, রক্ষঃ, ভূতগণ সকলই, এমন কি, ভূত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই সকলই পুরুষ—পরম পুরুষ। অতএব, প্রাকৃতিক লয় হইলেও, পরম পুরুষের পক্ষে, তাহাদের পুনরায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব আকারে প্রকটিত করা বড়ই সুকর।

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুরনরানাগাঃ খগা মৃগাসরীসৃপাঃ॥ ভাগঃ ২।৬।১৩
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষো ভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ॥ ভাগঃ ২।৬।১৪
অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্নবঃ॥ ভাগঃ ২।৬।১৫
সর্ব্বং পুরুষং এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। ভাগঃ ২।৬।১৬

১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা হইতে সুন্দর ধারণা হইবে, যাহা প্রলয়ে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান ছিল, তাহা স্থূল প্রপঞ্চে অবতরণ করিলেই, সূক্ষ্মেরই অনুরূপ আকৃতি প্রকৃতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, সমান নামরূপ হইতে কোনও বিরোধ উপলব্ধি হয় না।

বায়স্কোপের ফিল্ম্ প্রস্তুতের জন্য পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ হইতে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। ঐ আলোকচিত্র এত সূক্ষ্ম যে, উহার রেখা ও বর্ণবিন্যাস স্থূল চক্ষের গোচর হয় না। কিন্তু আলোক ও যন্ত্র সাহায্যে উহাকে বৃহৎ ও জীবন্তভাবে কার্য্যশীল দেখিলে দর্শকের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকে না। সেইরূপ বর্ত্তমান প্রপঞ্চ জগৎই ইহার প্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মায় অপরিদৃশ্যমান ভাবে থাকিবে। আবার যখন সৃষ্টি হইবে, তখন এই প্রপঞ্চই ভবিষ্য জগৎরূপে প্রকটিত হইবে। সুতরাং নাম ও রূপের পরিবর্ত্তন হইবে কেন? বায়স্কোপে দৃশ্য ছবি ত, প্রপঞ্চের যে দৃশ্য হইতে আলোকচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহারই প্রতিকৃতি, ঐরূপ ভবিষ্যৎ জগৎ বর্ত্তমান জগতের প্রতিকৃতি মাত্র। সুতরাং নামরূপ সমান থাকিবার বিরুদ্ধে ত কোন হেতু নাই।

৮। মধ্বধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

"অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু"। (ছান্দোগ্যঃ ৩।১।১)

"তদ্ যৎ প্রথমমমৃতং তদ্বসব উপজীবন্তি"। (ছাঃ ৩।৬।১)

"স য এতদেমমৃতং বেদ, বসুনামেবৈক ভূত্বা অগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি।" (ছাঃ ৩।৬।৩)

"**এই আদিত্যই দেব মধু**" এইরূপ আরম্ভ করিয়া, "সেখানে যাহা প্রথম অমৃত, তাহা বসুবর্গ উপভোগ করেন," এইরূপ বলিয়া, "যে লোক এই রূপে এই অমৃতকে জানে, সে বসুগণের মধ্যে একজন হইয়া, অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা এই অমৃতদর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

পূর্ব্বপক্ষ সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৩।৩১

মধ্বাদিম্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ॥ ১।৩।৩১

মধু + আদিষু + অসম্ভবাৎ + অনধিকারং + জৈমিনিঃ।

মধ্বাদিষু ঃ—মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে। **অসম্ভবাৎ ঃ**—অসম্ভব বলিয়া। **অনধিকারং ঃ**—অধিকারের অভাব। **জৈমিনিঃ ঃ**—জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন।

পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাগণের অধিকার আছে। এখন সংশয় এই হইতে পারে যে, মধুবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিদ্যায় দেবতাগণ উপাস্য, সে সকল বিদ্যায় সে সকল দেবতার অধিকার থাকা অসম্ভব। মধুবিদ্যা উপাসনার উপাস্য আদিত্য ও বসু প্রভৃতি দেবতা, এবং উহার ফল, বসু আদি দেবতার ভাবপ্রাপ্তি। সুতরাং আদিত্য ও বসু প্রভৃতি দেবতার, সে সকল বিদ্যায় অধিকার নাই। কারণ, নিজে নিজেকে উপাসনা অসম্ভব এবং বসু প্রভৃতি উপাসনার ফলে আর বসুত্বাদি লাভ সম্ভব হয় না। অতএব আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, এ সকল বিদ্যায় দেবতাগণের অধিকার নাই।

ভিত্তি :—

"তং দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ।"

(বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৬)

দেবগণ জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ সেই ব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন। (বৃহদাঃ ৪।৪।১৬)

পূর্ব্বপক্ষের পোষক সূত্র :—

সূত্র :—১।৩।৩২

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১।৩।৩২

জ্যোতিষি + ভাবাৎ + চ ।

জ্যোতিষি :—জ্যোতিঃ শব্দোক্ত পরব্রহ্মে। **ভাবাৎ :**—উপাসনার সম্ভাব হেতু। **চ :**—ও।

সাধারণ নিয়মানুসারে দেবতা ও মনুষ্যের ব্রহ্মবিদ্যায় তুল্য অধিকার থাকিলেও, দেবতাগণের সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে, জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ ব্রহ্মকে উপাসনা করিবার উপদেশ থাকায়, উহাই বসু প্রভৃতি দেবতার মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অনধিকার জ্ঞাপন করিতেছে।

এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৩।৫৫
যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ। ভাগঃ ১০।৩৮।৮
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং বিশ্বস্মিন্নবভাতি যৎ।
তত্ত্বং ব্রহ্মপরং জ্যোতিরাকাশমিব বিস্তৃতম্ ॥ ভাগঃ ৪।২৪।৫৭
রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নিগুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ভাগঃ ১০।৩।২৫

এই প্রকারে ব্রহ্মা সেই অখিল সমুদায়কে পরব্রহ্মরূপ দর্শন করিলেন, যাঁহার দীপ্তি দ্বারা সমুদায় চরাচর বিশ্ব প্রকাশমান হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০।১৩।৫০

হে ভগবন্! তোমার **পরমতত্ত্ব** অতি আশ্চর্য্য। ঐ **তত্ত্বে এই প্রত্যক্ষ** পরিদৃশ্যমান বিশ্ব প্রকাশ পায়, আবার এই প্রত্যক্ষ বিশ্বে তোমার পরতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অতএব সেই তত্ত্বই পরম ব্রহ্ম, পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং আকাশের ন্যায় ব্যাপক। ভাগঃ ৪।২৪।৫৭

দেবকী বলিতেছেন :—হে ভগবন্! বেদ সকল কার্য্যব্রহ্ম বলিয়া তোমার যে রূপের বর্ণনা করেন, তাহা স্বরূপতঃ অব্যক্ত, আদ্য বা মূল কারণ, নিরীহ (তোমার সন্নিধি মাত্রে কারণ), নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নির্গুণ বৃহৎ ও জ্যোতিঃ স্বরূপ। তুমিই সেই সর্ব্বব্যাপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু এবং অধ্যাত্মদীপ, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি করণ সমূহের প্রকাশক। ভাগঃ ১০।৩।২১

পর ব্রহ্মকে "জ্যোতিঃ", "পরং জ্যোতিঃ", "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ", বলা হইয়া থাকে। কিন্তু দেবতাগণের সম্বন্ধে তাঁহাকে জ্যোতিঃ রূপে উপাসনার বিশেষ উপদেশ থাকায়, দেবতাগণের অন্য বিদ্যায় অধিকার নাই, ইহ সূচিত হয়। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ জৈমিনি আচার্য্যের যুক্তি।

ভিত্তি :—

"**অথ** তত উর্দ্ধ উদেত্য……। ছান্দোগ্যঃ ৩।১১।১

অনন্তর তাহারও উর্দ্ধে উথিত হইয়া……(ছাঃ ৩।১১।১)

"ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্লোচতি, সকৃদ্দিবা হৈবাস্মৈ ভবতি, য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ।" ছান্দোগ্যঃ ৩।১১।৩

যে ব্যক্তি এই প্রকার এই ব্রহ্মোপনিষৎ জানে, তাহার সম্বন্ধে সূর্য্য আর উদিত হয় না, অস্তমিতও হয় না, একবারই ইহার দিবা (চিরপ্রকাশ) হয়। ছাঃ ৩।১১।৩

সিদ্ধান্ত সূত্র :—

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি॥ ১।৩।৩৩

ভাবং + তু + বাদরায়ণঃ + অস্তি + হি।

ভাবং :—অধিকার সদ্ভাব। **তু :**—কিন্তু। **বাদরায়ণঃ :**—সূত্রকার বাদরায়ণ আচার্য্য। **অস্তি :**—আছে। **হি :**—নিশ্চয়।

বাদরায়ণ আচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে, বসু প্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অধিকার আছে। কেননা, মধুবিদ্যাতে, বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ ও সাধ্য দেবগণের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহারা কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্ম, এজন্য উপাস্য। "অনন্তর তাহারও উর্দ্ধে উথিত হইয়া উক্ত মধুবিদ্যা প্রকরণে এই বাক্যে উক্ত দেবতাগণের অন্তরে অবস্থিত তাঁহাদের অন্তর্য্যামী পরমাত্মার—কারণাবস্থ ব্রহ্মের—উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য পুরুষার্থলাভ বা পরকল্পে বসু প্রভৃতি দেবতার পদ লাভ হইতে পারে। অতএব উক্ত দেবতাগণের উক্ত বিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ হইল।

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুত স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ॥
ধ্যানোবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥ ভাগঃ ১২।১৩।১
কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতো মৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ॥ ভাগঃ ১১।২।২

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা যাঁহার স্তব করেন, ও সামবেদীরা অঙ্গ, পদ, ক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করেন, যোগিরা ধ্যানাবস্থায় তদ্গত চিত্ত হইয়া যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন, আর সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পান না, সেই দেবতাকে প্রণাম করি। ভাগঃ ১২।১৩।১

হে রাজন্! মুকুন্দচরণ ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি অমরোত্তমদিগেরও উপাস্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়বান্ ব্যক্তি এমন কে আছে, যে আপনার চতুর্দ্দিকে মৃত্যু অবস্থিত দেখিয়াও মুকুন্দচরণ ভজন না করিবে? ভাগঃ ১১।২।২

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে মধুবিদ্যাদিও, ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদ মাত্র বলিয়া, আদিত্য বসু প্রভৃতি সমুদায় দেবতাগণের উক্ত বিদ্যাদি উপাসনায় অধিকার আছে, কেননা উক্ত উপাসনা—ব্রহ্মোপাসনাই।

১। **অপশূদ্রাধিকরণ** ॥

ভিত্তি :—

"আজহারেমাঃ শূদ্র অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ"।

(ছান্দোগ্যঃ ৪।২।৫)

হে শূদ্র, এই সমস্ত (কন্যা ও গো) আমার জন্য আনয়ন করিয়াছ এই রূপ উপায়েই আমাকে আলাপ করাইতেছ। (ছাঃ ৪।২।৫)

সংশয় :—মনুষ্য ও দেবতাগণের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে, সিদ্ধান্ত করিলে ; তাহা হইলে শূদ্রেরও বেদে অধিকার আছে, বোধ হয়। কারণ, ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।২।৫ মন্ত্রে জানশ্রুতির উদ্দেশ্যে রৈক্ক "শূদ্র" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং জানশ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রার্থী হইয়া রৈক্ক সমীপে গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অধিকার না থাকিবার কারণ কি ? বিশেষতঃ, ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া সে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। এবং অনেক "শূদ্রের" ব্রহ্মবিদ্যালাভের চেষ্টা, আগ্রহ ও সামর্থ্য আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অতএব শূদ্রের বেদে অধিকার কেন না থাকিবে ? এই সংশয় সমাধানের জন্য সূত্রের অবতারণা :—

সূত্র :—১।৩।৩৪

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ১।৩।৩৪

শুক্ + অস্য + তৎ + অনাদরশ্রবণাৎ + তদা + আদ্রবণাৎ + সূচ্যতে + হি।

শুক্ :—শোক, দুঃখ। **অস্য :**—ইহার, জানশ্রুতির। **তৎ :**—তাহাদিগের, হংসদিগের। **অনাদরশ্রবণাৎ :**—অবজ্ঞা শ্রবণ হেতু। **তদা :**—তখন। **আদ্রবণাৎ :**—দ্রবীভূত হওয়ায়। অথবা, **তদাদ্রবণাৎ :**—সেই শোক কর্ত্তৃক অনুধাবিত হওয়ায়। **সূচ্যতে :**—সূচিত হইতেছে। **হি :**—নিশ্চয়ই।

একদিন রাত্রিকালে জানশ্রুতি শয়ন করিয়াছিলেন, এমন সময় কয়েকটি হংস আকাশপথে উড়িয়া যাইতে যাইতে তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইবার সম্ভাবনা হওয়ায়, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী একটি হংস পুরোবর্ত্তীটিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে, দেখিও, যেন উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইও না, পাছে তোমার সমুদায় সুকৃতি নষ্ট হইয়া যায়। ইহা শুনিয়া পুরোবর্ত্তী হংসটি উত্তর দিল, ইঁহাকে কি রৈক্ক মনে করিতেছ যে, উল্লঙ্ঘনের জন্য এত আশঙ্কা করিতেছ, এ রৈক্ক নহে। হংসের

এই প্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়া, জানশ্রুতি অতিশয় শোকাবিষ্ট হইলেন, এবং অতি দুঃখে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই রৈক্কের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন। অনুসন্ধান পাইবামাত্রই কন্যা, গো, হিরণ্য প্রভৃতি উপহার লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে রৈক্ক বিরক্ত হইয়া বলিলেন, হাঁ রে শূদ্র, এই সমুদায় উপহারের দ্বারা আমার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা করিয়াছ। অতএব শ্রুতিতে জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। এবং তৎপরে রৈক্ক তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিয়াছিলেন। সুতরাং, শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার আছে। সূত্রকার বলিলেন যে, শূদ্র শব্দ শ্রুতিতে শূদ্রবর্ণের ব্যক্তি বুঝাইতেছে না। "শুচ্‌" ধাতুর উত্তর 'র' প্রত্যয় করিয়া 'শূদ্র' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, এবং ইহার ব্যুৎপত্তি-লভ্য-অর্থ হইতেছে, "শোকান্বিত"। হংসগণের অবজ্ঞাসূচক বাক্য শুনিয়া জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল, এবং তারপর রৈক্কের সন্ধান পাইবামাত্র তাঁহার কাছে দ্রুত গিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, ইহা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ।

স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সী মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ ॥ ভাগঃ ১।৪।২৫

স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ জাতির বেদে অধিকার নাই, অতএব এই সকল মূঢ়দিগের কিরূপে শ্রেয়োলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া, ঋষি ব্যাসদেব কৃপা করিয়া **ভারতাখ্যান** রচনা করিলেন। ভাগঃ ১।৪।২৫

দ্বিজ-শুশ্রূষা শূদ্রের বৃত্তি, ও তাহাই তাহার বিহিত বর্ণধর্ম্ম।

শূদ্রস্য দ্বিজ-শুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনোভবেৎ ॥ ভাগঃ ৭।১১।১৫

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্র যজ্ঞোহ্যস্তেয়ং সত্যং গো-বিপ্ররক্ষণম্ ॥ ভাগঃ ৭।১১।২৩

শূদ্র জাতির দ্বিজ-শুশ্রূষা বিহিত, এবং জীবনোপায় স্বামী হইতে লভ্য। ভাগঃ ৭।১১।১৫

সাধু বিপ্রাদির প্রণাম, শৌচ, অকপটে প্রভুর সেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ অর্থাৎ নমস্কার মাত্র দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান, অস্তেয়, সত্য ও গো ব্রাহ্মণের রক্ষণ এই সকল শূদ্রের লক্ষণ। ভাগঃ ৭।১১।২৩

শূদ্রের বেদে অধিকার না থাকিবার কারণ কি? ইহা কি যথেচ্ছ পীড়নকারী

বিধি মাত্র, অথবা ইহার মূলে সত্য আছে? ত্রেতা যুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও তপস্যাকারী শূদ্ররাজ শম্বুকের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন প্রবাদ আছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে, হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজ-বন্ধনের মূলে যাইতে হয়। বর্ণ চারিটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সমাজ-দেহের চারিটি অঙ্গ—শির, বাহু, জঙ্ঘা ও পদ। কোনও একটি অঙ্গের অভাব হইলে সমাজদেহ বিকৃতাঙ্গ ও বিকল হইয়া পড়ে। প্রথম তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কার বিধি। বালক উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়া, গুরুর উচ্চারণের অনুকরণে উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া, বেদ অভ্যাস করিবে, এই ব্যবস্থা। এখনকার মত তখন মুদ্রিত পুস্তকাদি ছিল না। প্রথম অবস্থায় লিখিত পুস্তকও ছিল না, গুরু বেদ আমূল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন এবং শিষ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া অভ্যাস করিতেন। এজন্য বেদের অপর নাম শ্রুতি। সহজেই বোধগম্য হইবে যে, এরূপভাবে ইহার অভ্যাস বহু আয়াস, যত্ন ও সময়সাপেক্ষ ছিল। অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, যাঁহারা ইহা করিতে পারিতেন, তাঁহারাই ইহার অধিকারী ছিলেন। যে কারণেই হউক, শূদ্রজাতি সে সময়, তাহাদের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি দ্বারা ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল। এজন্য তাহার উপনয়ন সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও বেদাভ্যাস ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সমাজে যখন নানা প্রকার পরিবর্তন দেখা দিল, শূদ্রদিগের মধ্যেও ব্রহ্মবিদ্যালাভের আগ্রহ দেখা যাইতে লাগিল, তখনই পরম কারুণিক ঋষিগণ, বেদের বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, পুরাণ ইতিহাসে বেদানুসারী ব্রহ্মবিদ্যা অনুস্যূত করিয়া দিলেন। ইহা দ্বাপরে ও দ্বাপরের শেষভাগে হইয়াছিল। তখন বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি উপাদেয় পুরাণসকল সর্ব্ববিধ অনুলোম প্রতিলোম সঙ্কর জাতির মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিতরণের দ্বার স্বরূপ হইল। শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঘোষণা করিলেন যে, **জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই হয় না। যাহারা ভগবদ্ভক্ত তাহারা যদি চণ্ডালও হয়, তাহারা অভক্ত বহুগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হইতেও গরীয়ান্।** আবার ভগবদ্ভক্তের মহিমাই বা কত, তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিলে কিরাত, হূন, অন্ধ্র প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতিগণও পরম পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে। এই উদার মত হিন্দু জাতি গঠনের ও হিন্দুসংখ্যা বাড়াইবার একটি প্রশস্ত পন্থা।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু
ভূরিমানঃ॥ ভাগঃ ৭।৯।৯

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

ভাগঃ ৩।৩৩।৭

কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ
যেঽন্যেচ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ভাগঃ ২।৪।১৭

আমার বোধ হয় যে, উল্লিখিত দ্বাদশ গুণভূষিত [(১) ধন, (২) সৎকুলে জন্ম, (৩) রূপ, (৪) তপস্যা, (৫) পাণ্ডিত্য, (৬) ইন্দ্রিয়পটুতা, (৭) তেজঃ (কান্তি), (৮) প্রতাপ, (৯) শারীরিক বল, (১০) পৌরুষ, (১১) প্রজ্ঞা, (১২) অষ্টাঙ্গ যোগ] বিপ্র যদি পদ্মনাভ ভগবানের পদারবিন্দে বিমুখ হন, তবে তাঁহা অপেক্ষা সেই চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, যাহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, কারণ, উক্তরূপ চণ্ডাল কুল পবিত্র করিতে পারে, কিন্তু ভূরি অভিমানবিশিষ্ট উক্তমরূপ ব্রাহ্মণ আপনাকেই পবিত্র করিতে পারেন না, কুলের কথা ত দূরে থাকুক। ভাগঃ ৭।৯।৯

হে দেব! যে ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান থাকে, সে জাতিতে শ্বপচ হইলেও, শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। ফলতঃ যে সকল পুরুষ তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়াছেন, অগ্নিতে হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সদাচারী, এবং তাঁহারাই যথার্থ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। ভাগঃ ৩।৩৩।৭

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস প্রভৃতি যে সকল পাপ জাতি এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি কর্ম্মতঃ পাপস্বরূপ, তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ হয়, প্রভাবশালী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার। ভাগঃ ২।৪।১৭

শ্রীভগবানের নামের এমন মহিমা শ্রীমদ্ভাগবত প্রকট করিলেন যে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, স্মরণ, শ্রবণ করিলেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমুদায় লোকের সমুদায় পাপ সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্‌বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

ভাগঃ ২ ৪।১৪

যাঁহার কীর্ত্তন, যাঁহার স্মরণ, যাঁহার দর্শন, যাঁহার বন্দন, যাঁহার গুণশ্রবণ, যাঁহার অর্চ্চন, সত্বই লোক সকলের পাপ বিনাশ করে, যাঁহার যশঃ শ্রবণ মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার। ভাগঃ ২।৪।১৪

এমন কি সঙ্কেতে বা পরিহাস করিয়া অথবা অবশে নাম গ্রহণ করিলেও সমুদায় পাপ নষ্ট হয়।

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১৪
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১৫
অজ্ঞানাদথবাজ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১৮
যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১৯

এই সমুদায় শ্লোকের অর্থ ১।১।৭ সূত্রের আলোচনায় লিখিত হইয়াছে। এখানে আর পৃথক দেওয়া হইল না।

অতএব হে শূদ্রবন্ধুগণ! কোন্ কালে বেদে আপনাদের স্বজাতির ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার বিহিত হয় নাই বলিয়া বিবাদ করিবার কারণ নাই। পরম কারুণিক ঋষিগণ আপনাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অন্তরায় বহুকাল পূর্ব্বে দূর করিয়াছেন। এখন আপনারা তাহার শুভকর ফল উপভোগ করিয়া কৃতকৃতার্থ হউন, ইহা প্রার্থনা করি।

ভিত্তি ঃ—

"জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস।"

(ছান্দোগ্যঃ ৪।১।১)

পূর্ব্বকালে পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানশীল এবং বহুপাক্য (অতিথি ভোজনের জন্য বহু পাকশীল) ছিলেন। (ছাঃ ৪।১।১)

"স হ সঞ্জিহান এব ক্ষত্তারমুবাচ।" (ছান্দোগ্যঃ ৪।১।৫)

তিনি শয্যা পরিত্যাগ করিয়াই সারথিকে বলিলেন। (ছান্দোগ্যঃ ৪।১।৫)

সূত্র ঃ—১।৩।৩৫

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ॥ ১।৩।৩৫

ক্ষত্রিয়ত্ব + অবগতেঃ + চ।

ক্ষত্রিয়ত্ব ঃ—ক্ষত্রিয়ত্ব। **অবগতেঃ ঃ**—প্রতীতি হেতু। **চ ঃ**—ও।

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।১।১, ৪।১।৫ মন্ত্রপাঠে বুঝা যায় যে, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয় ও রাজা ছিলেন, নতুবা তিনি বহুদেয়ী, বহুপাক্য বিশেষণে বিশেষিত হইতেন না; প্রাতে উঠিয়াই সারথিকে আজ্ঞা করায় বুঝায় যে, তাঁহার রথ, সারথি প্রভৃতি ছিল। তারপর রৈক্ককে গ্রাম, সহস্র গো প্রভৃতি দান করায় বুঝা যায় যে, তাঁহার উক্ত সমুদায় দান করিবার সামর্থ্য ছিল। অতএব তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রতীতি হয়।

ভিত্তি :—

"অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়ং অভিপ্রতারিণং চ কাক্ষসেনিং পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে ॥" ছান্দোগ্যঃ ৪।৩।৫

কপিবংশীয় শৌনক ও কক্ষসেনপুত্র অভিপ্রতারী দুইজনকে পাচক ভক্ষ্য পরিবেশন করিতেছে, এমন সময় ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। (ছাঃ ৪।৩।৫)।

সংশয় :—বহুদেয়ী, বহুপাক্য হইলেই এবং সারথি, রথ থাকিলেই, এবং কন্যা, গো, গ্রাম দিবার সামর্থ্য থাকিলেই, ক্ষত্রিয় হইল না কি? শূদ্রও ধনবান্ ও দাতা হইতে পারেন, অতএব পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত মনঃপূত হইল না। এজন্য সূত্রকার পরের সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।৩।৩৬

উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ১।৩।৩৬

উত্তরত্র + চৈত্ররথেন + লিঙ্গাৎ।

উত্তরত্র :—ঐ শ্রুতিতেই পরে। **চৈত্ররথেন :**—চৈত্ররথ বংশীয় অভিপ্রতারীর নাম ও সম্পর্ক থাকায়। **লিঙ্গাৎ :**—সূচনা হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে শৌনক ও অভিপ্রতারীর এক সঙ্গে আহারের কথা আছে। এবং ব্রহ্মচারী তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না। অতএব তাঁহারা শূদ্র ছিলেন না।

তারপর শৌনক ব্রাহ্মণ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি অভিপ্রতারীর সঙ্গে একক আহার করিতেছিলেন, অতএব অভিপ্রতারী শূদ্র ছিলেন না। বিশেষতঃ উহাদের নামে সংবর্গ বিদ্যার স্তুতির আখ্যায়িকার বর্ণনা আছে। অতএব উহারা উক্ত বিদ্যায় অধিগত ছিলেন, ইহা ব্রহ্মচারীকে শৌনক যে উত্তর দিলেন (ছান্দোগ্য ৪।৩।৭) হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শৌনক ও অভিপ্রতারীর মধ্যে পরস্পর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ (২০।১২।৫) হইতে আমরা পাই যে "কাপেয়গণ চৈত্ররথের যাজন করিয়াছিলেন।" সুতরাং কাপেয়গণ চৈত্ররথবংশীয়গণের পুরোহিত ছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, এক বংশীয় ব্রাহ্মণ এক এক বংশীয়দিগের যাজন করিতেন, যেমন বশিষ্ঠদেব রঘুবংশীয়গণের পুরোহিত ছিলেন। আরও উক্ত ব্রাহ্মণে শুনা যায় যে অভিপ্রতারী চৈত্ররথবংশীয় ক্ষত্রিয়ই ছিলেন।

রৈক্ক জানশ্রুতি আখ্যায়িকা সম্পর্কে সংবর্গ বিদ্যাঘটিত ইহাদের উল্লেখ। অতএব, কাপেয় শৌনকের সহিত অভিপ্রতারীর যে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ছিল, রৈক্ক ও জানশ্রুতির মধ্যেও সেই সম্পর্ক থাকায়, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়ই ছিলেন, এইরূপই সূচনা হয়।

বলা বাহুল্য যে, এ প্রকার যুক্তির অবতারণা কষ্টকল্পনা মাত্র। তবে ইহার সাপক্ষে এই বলা যাইতে পারে যে, শ্রুতিতে "শূদ্র" এই শব্দটির প্রয়োগ থাকায় জানশ্রুতিকে "শূদ্র" বলিয়া সন্দেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, কিন্তু যখন "শূদ্র" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জানশ্রুতিতে সম্পূর্ণ প্রযুক্ত, এবং তাহা শূদ্র জাতির বোধক নহে, তখন সেই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের সহিত অন্যান্য অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে, অর্থাৎ তিনি বহুদেয়ী, বহুপাক্য, তাঁহার রথ, সারথি আছে, বহুসংখ্যক গো, কন্যা, হিরণ্য, গ্রামাদি দিবার সামর্থ্য তাঁহাতে বিদ্যমান ; রৈক্ক ব্রহ্মবিদ্, তিনি তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিলেন এবং উক্ত বিদ্যার স্তুতিতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে, তখন কেবলমাত্র "শূদ্র" শব্দ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে "শূদ্র" বলা কর্ত্তব্য নহে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা-পোষক শ্রীমদ্ভাগবতের কোনও শ্লোক আমার অনুসন্ধানে পাওয়া গেল না।

১।৩।৩৫ ও ১।৩।৩৬ সূত্র দুটি শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ একত্রে একসূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

ভিত্তি ঃ—

"তং হোপনিন্যে" (আপস্তম্বঃ, শ্রৌতসূত্র)

তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন।

"উপত্বা নেষ্যে"। (ছান্দোগ্যঃ ৪।৪।৫)

আমি তোমাকে উপনীত করিব।

"ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন সংস্কারমর্হতি।" (মনু ১০।১২৬)

শূদ্রে কোনও প্রকার পাতক নাই, শূদ্র সংস্কারার্হ নহে ॥

সংশয় ঃ—ছান্দোগ্য শ্রুতির রৈক্ক জানশ্রুতির আখ্যায়িকা হইতে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দিলে বটে, কিন্তু তাহা বড় বলবৎ বলিয়া মনে হয় না, আর কি কিছু প্রমাণ আছে?

সূত্র ঃ—১।৩।৩৭

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ১।৩।৩৭

সংস্কারপরামর্শাৎ + তদভাবাভিলাপাৎ + চ।

সংস্কারপরামর্শাৎ ঃ—উপনয়ন সংস্কারের উল্লেখ থাকায়। **তদভাবাভিলাপাৎ ঃ**—তাহার উপনয়ন সংস্কারের অভাব (শূদ্রপক্ষে) উল্লেখ থাকার জন্য। **চ ঃ**—ও।

শাস্ত্রে বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে, উপনয়ন সংস্কার ও তাহার পর গুরুগৃহে বাস করিয়া অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, এবং গুরুশুশ্রূষায় তৎপর ও ব্রহ্মচারী হওতঃ, গুরুর উচ্চারণের পরে তাঁহার অনুরূপ উচ্চারণ করিয়া, বেদাভ্যাস করিবার বিধান আছে। কিন্তু শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের অভাবই শাস্ত্রে কথিত আছে। সুতরাং শাস্ত্রবিধান অনুসারে শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। রৈক্ক যখন জানশ্রুতিকে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং উপনয়ন সংস্কারের কোনও প্রসঙ্গ নাই, তখন জানশ্রুতি শূদ্র ছিলেন না।

ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্ত প্রকরণে সত্যকাম সম্বন্ধে আখ্যায়িকা আছে যে, সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত, গুরু প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণতনয় কিনা? সত্যকাম তাঁহার মাতা জাবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন সন্তোষকর উত্তর দিতে পারিলেন না, তখন গুরু তাহার সরলতা এবং সত্যবাদিতা লক্ষ্য করিয়া সন্তুষ্ট হওতঃ তাঁহার উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১।৩।৩৮ সূত্র এই আখ্যায়িকার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যা-জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ।
বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহূতঃ॥ ভাগঃ ১১।১৭।১৮

মেখলাজিনদণ্ডাক্ষ ব্রহ্মসূত্র কমণ্ডলূন্।
জটিলোঽধৌতদদ্বাসোঽরক্তপীঠঃ কুশান্ দধৎ॥

ভাগঃ ১১।১৭।১৯

স্নানভোজনহোমেচ জপোচ্চারেষু চ বাগ্‌যতঃ।

ভাগঃ ১১।১৭।২০

... ...

রেতো ন বিকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ॥

ভাগঃ ১১।১৭।২১

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারের পর উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্তিপূর্ব্বক দান্ত হইয়া গুরুকুলে বাস করতঃ আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বেদ অধ্যয়ন ও বিচার করিবেন। এবং মেখলা, অজিন, অক্ষমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু, জটা ও কুশ ধারণ করিবেন, দণ্ড ও বস্ত্র প্রক্ষালন করিবেন না, এবং রক্তবর্ণ পীঠে উপবেশন করিবেন না। ১১।১৭।১৮-১৯

স্নান, ভোজন, হোম, জপ এবং মূত্র পুরীষাদ্যুৎসর্গের সময় মৌনী হইবেন। ১১।১৭।২০

ব্রহ্মচারী ব্যক্তি কখনও জ্ঞানপূর্ব্বক স্বয়ং শুক্রক্ষরণ করিবেন না। দৈবাৎ স্বপ্নাদিকালে রেতঃক্ষরণ হইলে, জলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া প্রাণায়াম করতঃ ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করিবেন। ১১।১৭।২১

অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রিবর্ণের উপনয়নের পর দ্বিজ হইয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া গুরুকুলে বাস করতঃ, গুরু কর্ত্তৃক আহূত হইবার পর বেদাধ্যয়ন করিবে, এই বিধি। তিন বর্ণেরই সংস্কার বিধি আছে। শূদ্রের সংস্কার বিধি নাই। অকপটভাবে গো, দ্বিজ, দেবসেবা করা তাহাদের বিধান এবং তাহা হইতে যথা লাভে সন্তোষ। ভাগঃ ১১।১৭।১৫

শুশ্রূষণং দ্বিজ গবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥ ভাগঃ ১১।১৭।১৫

শূদ্রের বেদে অধিকার নাই এবং তাহাদের বৃত্তি, ১।৩।৩৪ সূত্রের আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। উক্ত সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১।৪।২৫, ৭।১১।১৫ ও ৭।১১।২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শুশ্রূষাই শূদ্রের বৃত্তি, এবং এই বৃত্তি পালন করিলেই ভগবান্ সন্তোষ লাভ করেন।

পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে।

তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রো যদ্‌বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ ॥ ভাগঃ ৩।৬।২৯

বিরাট পুরুষের পাদদ্বয় হইতে ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য শূদ্রবৃত্তি শুশ্রূষা উৎপন্ন হইল, এবং তাহা হইতে শূদ্রজাতিও ঐ কার্য্যার্থ জন্মিল। ভগবান্ শূদ্রজাতির ঐ বৃত্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৩।৬।২৯

উপনয়ন সংস্কারের অভাববশতঃ শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। ইহা তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধই ছিল। জানশ্রুতিকে গুরু রৈক্ক যখন বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার আগে হইতেই উপনয়ন সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি শূদ্র ছিলেন না।

ভিত্তি ঃ—

নৈতদ্‌ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহর"।

ছান্দোগ্যঃ ৪।৪।৫

ব্রাহ্মণ না হইলে কথনই এরূপ সত্যবাক্য বলিতে পারে না, সৌম্য, সমিধ্‌ আনয়ন কর। ছাঃ ৪।৪।৫

সংশয় ঃ—ভাল, শাস্ত্রে ত বিধান আছে, কিন্তু কার্য্যকালে গুরু কি ব্রাহ্মণ কিনা পরীক্ষা করিয়া, তাহার পর বেদোপদেশ দিতেন? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৩।৩৮

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ॥ ১।৩।৩৮

তদ্‌ + অভাব + নির্ধারণে + চ + প্রবৃত্তেঃ।

তদভাবনির্ধারণে ঃ—তদ্‌ (শূদ্রত্বের) অভাব নির্ধারণ হইবার পর। **চ ঃ—**ও। **প্রবৃত্তেঃ ঃ—**প্রবৃত্তি—বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্তি হেতু।

যে সকল ক্ষেত্রে শিষ্য কি জাতি, ইহার সম্বন্ধে সংশয় থাকিত, সে সকল স্থানে গুরু পরীক্ষা করিয়া, শিষ্য দ্বিজপুত্র এ সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইলে, তবে তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে জাবাল সত্যকামের আখ্যায়িকাই ইহার প্রমাণ। সুতরাং জানশ্রুতি শূদ্র ছিলেন না।

শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১।৫।২৩ এবং তাহার পরবর্তী শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে নারদ কোনও পূর্ব্বজন্মে দাসীপুত্র (শূদ্র) ছিলেন। বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা করায় তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভগবত্তত্ত্ব শিক্ষা দেন।

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাৎ ভগবতোদিতম্‌।
অন্ববোচন্‌ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ॥ ভাগঃ ১।৫।৩০

তাঁহারা যাইবার সময় দীনবাৎসল্য গুণে সাক্ষাৎ ভগবান কর্ত্তৃক কথিত গুহ্যতম জ্ঞান কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন। ভাগঃ ১।৫।৩০

সেই শিক্ষানুসারে সাধনা করিতে করিতে নারদ সেই দাসীপুত্র জন্মেই ভগবদ্দর্শন লাভ করেন।

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাব নির্জিত চেতসা।
ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ॥ ভাগঃ ১।৬।১৬

ভক্তিপ্লুত চিত্ত দ্বারা ভাবান্ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করাতে উৎকণ্ঠা হেতু আমার লোচনদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল এবং ক্রমে ক্রমে হৃদয়ে হরি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। ভাগঃ ১।৬।১৬

অবশ্যই ঋষিগণ নারদকে বেদাধ্যয়ন করান নাই, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতিই হয় নাই। সুতরাং শূদ্রদিগের বেদাধ্যয়নে অনধিকারী হওয়ার জন্য দুঃখ করিবার কিছু নাই।

ভিত্তিঃ—

"পত্ত্য হ বা এতচ্ছ্মশানং, যচ্ছূদ্রঃ, তস্মাচ্ছূদ্র সমীপ নাধ্যেতব্যম্।"

(শঙ্কর ভাষ্যোদ্ধৃত)

শূদ্র পদযুক্ত গমনশীল শ্মশানতুল্য, সেই হেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না।

সূত্র ঃ—১।৩।৩৯

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ॥ ১।৩।৩৯

শ্রবণ + অধ্যয়ন + অর্থ + প্রতিষেধাৎ।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ ঃ—শ্রবণ, অধ্যয়ন এবং বেদার্থজ্ঞান নিষেধ হেতু।

শূদ্রের সমীপে অধ্যয়ন যখন নিষেধ, তখন শূদ্রের বেদ শ্রবণ নিষেধ হইল। শ্রবণ নিষেধ হইলেই অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান নিষেধের আর বলিবার কি আছে? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সে সময়ে বেদ পুস্তকাকারে ছিল না। গুরুর স্মরণশক্তিতেই নিবদ্ধ ছিল এবং তাঁহার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য উচ্চারণ করিয়া অভ্যাস করিতেন। অতএব, যখন শ্রবণই নিষেধ, তখন অধ্যয়ন বা অর্থগ্রহণ সম্ভব নহে। একারণেও জানশ্রুতি শূদ্র ছিলেন না ইহা নিঃসন্দিগ্ধ।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। ভাগঃ ১।৪।২৫

পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধয়ে। ভাগঃ ৩।৬ ২৯

স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত দ্বিজগণের বেদে অধিকার নাই। ভাগঃ ১।৪।২৫

ভগবানের পদ হইতে শুশ্রূষা ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য শূদ্রের উৎপত্তি হইল।

ভাগঃ ৩।৬।২৯

এই সূত্রের শিরোদেশে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত শুক্ল যজুর্ব্বেদের ২৬।২ মন্ত্রটি প্রণিধান যোগ্য। মন্ত্রটি নীচে উদ্ধৃত হইল।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং।
মে কামঃ সমৃদ্ধ্যতামুপমাদো নমতু॥ শুক্ল যজুঃ ২৬।২

যথা—যেরূপ, ইমাং—এই, বাচং—বেদবাণী, কল্যাণীম্—মঙ্গলকরী, আবদানি

—উপদেশ দিতেছি, জনেভ্যঃ—সমুদায় ব্যক্তিগণকে, ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়কে, শূদ্রায়—শূদ্রকে, চ—এবং, অর্য্যায়—বৈশ্যকে, স্বায়—নিজ নিজ আত্মীয়কে, অরণায়—অপরকে, অনাত্মীয়কে, চ—ও, প্রিয়োদেবানাং—দ্যোতনশীলগণের অর্থাৎ বিদ্বানগণের প্রিয়, দক্ষিণায়ৈ—দানের জন্য, দাতুঃ—দানশীল পুরুষের, ইহ—এই সংসারে, ভূয়াসম্—হইয়াছি, অয়ং মে কামঃ—এই আমার ইচ্ছা—অর্থাৎ সর্ব্বলোকের মধ্যে বেদ-বাণীর প্রচার, সমৃদ্ধ্যতাম্—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, মা—আমাকে (মাম্)। অদঃ—এই পরোক্ষসুখ, উপনমতু—প্রাপ্তি হউক।

৺দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার "সত্যার্থ প্রকাশ" গ্রন্থে ইহার অর্থ করিয়াছেন :—ভগবান বলিতেছেন, "আমি যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তাহাদের আপন আপন স্ত্রী, আত্মীয়, সেবকাদি এবং অনাত্মীয় শত্রু প্রভৃতি, অর্থাৎ সকল মানবকেই—সমভাবে এই হিতকারিণী, বেদবাণীর উপদেশ দান করিয়াছি, এবং উহা দান করিয়া বিদ্বানগণের প্রিয় হইয়াছি—তোমরাও সেইরূপ হও। বেদবিদ্যা আপামর সাধারণের মধ্যে প্রচাররূপ আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। এবং বেদবেত্তা বলিয়া সর্ব্ববিদ্যার জ্ঞানহেতু আমি যে সুখ ভোগ করি, তোমরাও সেইরূপ বিদ্যার লাভ ও প্রচার দ্বারা সেই সুখ উপভোগ কর।"

বলা বাহুল্য, মহীধরকৃত শুক্ল যজুর্ব্বেদের উক্ত মন্ত্রের ভাষ্যের সহিত উপরোক্ত অর্থের মিল নাই। মহীধর "কল্যাণীং বাচমহমাবদানি" পদের অর্থ করিয়াছেন—"অনুদ্বেগকরীং বাচমহংযথা যতঃ আবদানি সর্ব্বতো ব্রবীমি দীয়তাং ভুজ্যতামিতি সর্ব্বেভ্যো বচ্মি" এই অর্থ কষ্ট-কল্পনাকৃত বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রের আক্ষরিক অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে। সরল, উদার অর্থ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। সে অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অতি প্রাচীনকালে শূদ্রের বেদবিদ্যা লাভের পক্ষে অন্তরায় সৃষ্ট হয় নাই। সম্ভবতঃ কালক্রমে শূদ্রগণ যতই অনাচারী ও কদাচারী হইয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসমর্থ হইলেন, তখনই বেদবিদ্যা লাভের পথ তাঁহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রুদ্ধ করা হইল বটে, কিন্তু পরোক্ষে অর্থাৎ স্মৃতির (গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির) মধ্য দিয়া উক্ত জ্ঞান-লাভের পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে বেদের পবিত্রতা ও রহস্য রক্ষা করা হইল এবং স্মৃতি দ্বারা বিদ্যালাভের পথ অনধিকারীর পক্ষে আরও সুগম করা হইল। সুতরাং এ কার্য্যে ঋষিগণের বিরুদ্ধে অনুদারতার অভিযোগের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের দূরদৃষ্টি এবং কারুণিকতার নিদর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়।

ভিত্তিঃ—

"অথ হাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ এপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ।" (গৌতম ধর্ম্মসূত্র, ২।১২।৩)

বেদ শ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণবিবর সীসা বা গালা দ্বারা পরিপূর্ণ করা, উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর বিদারণ কর্ত্তব্য। (গৌতম ধর্ম্মসূত্র, ২।১২।৩)

সূত্র ঃ—১।৩।৪০

স্মৃতেশ্চ ॥ ১।৩।৪০

স্মৃতেঃ + চ।

স্মৃতেঃ ঃ—স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লেখ হেতু। **চ** ঃ—ও।

শিরোদেশে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১।৪।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[৬, প্রমিতাধিকরণের ১।৩।২৫ সূত্রের পর, ১।৩।২৬ সূত্র হইতে ১।৩।৪০ সূত্র পর্য্যন্ত ১৫টি সূত্র, প্রসঙ্গক্রমে দেবতা ও ক্রমশঃ সংশয়মত শূদ্র বেদবিদ্যায় অধিকারী কিনা, এই বিচারের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গ শেষ করিয়া সূত্রকার পুনরায় প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করিতেছেন।]

৬। প্রমিতাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

(১) "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ,
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥"
(কঠঃ ২।৩।২)

(২) "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥" (কঠঃ ২।৩।৩)

প্রাণ স্পন্দমান হইলে এই যাহা কিছু জগৎ, তৎসমস্ত নিঃসৃত হয়। ব্রহ্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া রহিয়াছেন। যাহারা ইঁহাকে জানে, তাহারা অমৃত বা মুক্ত হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান হইতেছে। (কঠঃ ২।৬।২-৩)

সূত্র :—১।৩।৪১

কম্পনাৎ ॥ ১।৩।৪১

কম্পনাৎ :—কম্পন বা পরিস্পন্দন হেতু। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্র (পর্জ্জন্য), মৃত্যু প্রভৃতি ভীত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে অনলসভাবে নিযুক্ত থাকিবার হেতু।

কঠশ্রুতির ২।৪।১২ মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের উল্লেখ আছে, আবার উক্ত শ্রুতির উপসংহারে ২।৬।১৭ মন্ত্রে সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের বিষয় বর্ণনা করিয়া শ্রুতি কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। উক্ত দুই মন্ত্রের মধ্যে শিরোদেশে উদ্ধৃত ২।৬।২ ও ২।৬।৩ মন্ত্র বিদ্যমান, উহারাও অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষের সম্বন্ধে কথিত। অতএব, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ জীবাত্মা নহে, পরমাত্মাই।

মদ্ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি মৃ্ত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥ ভাগঃ ৩।২৫।৩৯

১।৩।১১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্যমধ্যাসিতঃ সকললোকনমস্কৃতং
যৎ। ভাগঃ ৩।৯।১৮

যস্মৈ বলিং বিশ্বসৃজো হরন্তি গাবো যথোতানসি দামযন্ত্রিতাঃ ॥
ভাগঃ ৪।১১।২৬

যদ্বাচি তন্ত্যাং গুণকর্ম্মনামভিঃ সুদুস্তরৈর্বৎস বয়ং সুযোজিতাঃ।
সর্ব্বে বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ॥

ভাগঃ ৫।১।১৪

যে লোক দ্বিপরার্দ্ধকাল স্থায়ী এবং যাহা সর্ব্বলোক নমস্কৃত, আমি সেই সত্যলোকে অধ্যাসীন হইয়াও, যাহা হইতে ভীত হই। ভাগঃ ৩।৯।১৮

নাসিকাতে রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দ সকলের ন্যায়, বিশ্বস্রষ্টারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া, তাঁহার নিমিত্ত বলি অর্থাৎ পূজোপহার আহরণ করিয়া থাকেন।

ভাগঃ ৪।১১।২৬

ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে কহিলেন, হে বৎস, কর্ম্ম করণে কাহারও স্বাধানতা নাই। আমরা পরমেশ্বরের বাক্যরূপ বেদ লক্ষণ রজ্জুতে (গুণ-কর্ম্মোদ্ভব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাম) দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া সকলে বর্ণাশ্রম কথিত কর্ম্ম-পরম্পরা সম্পাদন করতঃ তাঁহাকেই পূজোপচার প্রদান করি। ফলতঃ বলীবর্দ্দাদি চতুষ্পদ সকল নাসিকায় বিদ্ধ হইয়া যেমন দ্বিপদ মানুষের ইচ্ছানুসারে তাহাদের কর্ম্ম করে, তেমনি আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকি। ভাগঃ ৫।১।১৪

………বিশ্বসৃজো বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥

ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

১।৩।১১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যদ্‌ভয়াৎ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্‌ভয়াৎ।
যদ্‌ভয়াৎ বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্‌ভয়াৎ॥

ভাগঃ ৩।২৯।৩৩

যদ্বনস্পতয়োভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্নন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ।

ভাগঃ ৩।২৯।৩৪

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধিযতঃ।
অগ্নিরিন্ধে সগিরিভি র্ভূ র্ন মজ্জতি যদ্‌ভয়াৎ॥

ভাগঃ ৩।২৯।৩৫

অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতম্॥ ভাগঃ ৩।২৯।৩৬

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষস্য যদ্‌ভয়াৎ।
বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ ভাগঃ ৩।২৯।৩৭

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
....।। ভাগঃ ৩।২৯।৩৮

যাঁহার ভয়ে বায়ু সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতেছেন, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন, নক্ষত্রগণ দীপ্তি পাইতেছে। যাঁহার ভয়ে ওষধি সহ বৃক্ষলতাসকল স্ব স্ব কালে ফলপুষ্প গ্রহণ করিতেছে, নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, সমুদ্র আপনার বেলা অতিক্রম করিতেছে না, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এবং পর্ব্বতাদি সহ ধরিত্রী আপন স্থানে অবস্থিত আছে, জলমগ্ন হইতেছে না। যাঁহার নিয়মে এই আকাশ শ্বাসত্যাগার্থ অবকাশ দিতেছে, এবং পঞ্চভূত, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বে আবৃত এই মহান্ (বিরাট) নিজ দেহকে লোকতত্ত্বরূপে বিস্তার করিতেছে। যাহার ভয়ে গুণ-নিয়ন্তা দেবগণ যুগে যুগে এই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদিতে প্রবর্ত্তমান হইতেছেন এবং তাঁহাদিগের বশে স্থিত এই চরাচর জগৎ যাঁহার ভয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনিই অনাদি অনন্তকালরূপী ভগবান্, তিনি অন্তকেরও অন্তকর। ৩।২৯।৩৩—৩৮।

এখন "কম্পন" শব্দ কি গভীর অর্থের দ্যোতক, তাহা বুঝিবার জন্য একটু আলোচনা আবশ্যক। সূত্রকার "কম্পন" শব্দ ব্যবহার করিলেন কেন? শ্রুতিতে "ভয়" শব্দ আছে, "ভয়" শব্দ ব্যবহার করিলেই ত শ্রুতিকথিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। "কম্পন" শব্দ ব্যবহার করিবার অন্য উদ্দেশ্য আছে। উহার ভয় অর্থও প্রসিদ্ধ, ভয় হইতেই শরীরে, হৃদয়ে কম্পন অনুভূত হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষে অনুভব করি। সুতরাং ইহার ব্যবহারে শ্রুতিতে যে উদ্দেশ্যে "ভয়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, আবার উহার গভীর অর্থবোধক অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। সেই অন্য উদ্দেশ্য কি, তাহাই আমাদের বুঝিবার প্রয়োজন।

পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা দেখিতে পাই যে, দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন, শীতের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর হেমন্ত, আবার হেমন্তের পর শীত, প্রভাতে সূর্য্যোদয়, সন্ধ্যায় অস্ত, আবার সন্ধ্যায় চন্দ্র ও গ্রহ তারকাদি উদয় ও প্রভাতে অস্ত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবী ও মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, এজন্য ঐ প্রকার ঘটিয়া থাকে। জ্যোতির্বিদগণ বলিবেন

যে, আমাদের সূর্য্যও সমুদায় গ্রহাদির সহিত অপর একটি বহত্তর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। রাত্রিকালে আকাশে যে সমদায় নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারাও এক একটি সূর্য্য, আমাদের সৌরজগতের ন্যায় তাহাদেরও পৃথক পৃথক জগৎ থাকা সম্ভব এবং তাহারাও কেহ স্থির নহে। সকলেই অবিশ্রাম গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই পরিভ্রমণ করিবার কারণ কি? পদার্থবিদ্যাবিৎ অনেক অনুশীলনের পর বলিলেন যে, জড় দ্রব্য জড় দ্রব্যকে আকর্ষণ করে এবং ঐ আকর্ষণের ন্যূনাধিক্য উহাদের পরস্পরের সামগ্রী পরিমাণের উপর অনুলোমক্রমে এবং দূরত্বের বর্গের উপর বিলোমক্রমে নির্ভর করে। কিন্তু তাহা বলিলে ত আর কারণ দর্শান হইল না, যাহা ঘটে, তাহা গণিতের ভাষায় বলা হইল মাত্র। জড় জড়কে আকর্ষণ করে কেন, উভয়েই ত অচেতন, তবে একজন অপরের কাছে বাঁধা পড়ে কেন. সে প্রশ্নের কোনও জবাব হইল না।

আবার অন্যপক্ষে দেখা যায় যে, পিতার বীর্য্যে ও মাতার শোণিতে জীবাণু জন্মাইবার মাত্র তাহাতে প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। কেন হয়, তাহার উত্তর নাই। একটি বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত করা গেল, কয়েকদিন পরে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপত্তি হইয়া ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইল। কেন হইল, কারণ বলিবার উপায় নাই। বীজের অন্তর্নিহিত শক্তিই উহার কারণ। অন্তর্নিহিত শক্তি কোথা হইতে আসিল, তাহার উত্তর নাই। আকাশে চন্দ্রের উদয় হইল, সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া জোয়ারের উৎপত্তি করিল, পদার্থবিদ্যাবিদ্ পূর্ব্বের মত বলিবেন যে, জলের উপর চন্দ্রের আকর্ষণই কারণ, কিন্তু আকর্ষণ কেন হয়, সে সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাবিদ্ নীরব।

এই প্রকার কত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব? সমুদায়ের জবাব এই এক "কম্পনাৎ" সূত্রে। আর্য্য ঋষিগণ সমুদায় 'কেন'র পরিণতি এক স্থানে করিয়াছেন, সেই এক স্থানটি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্। তাঁহার ইচ্ছায় ইহা হইয়া থাকে। ইচ্ছার অপর নিয়ন্তা নাই। কারণ, তাহা হইলে "অনবস্থা" দোষ আসিয়া পড়ে। ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি সমস্ত প্রপঞ্চ জগৎকে অন্তর্নিহিত করিয়া এবং নিজের অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা প্রভৃতি সমুদায় শক্তিকে আপনাতে লীন করিয়া, একাকী স্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছার উদ্রেক হইল। এই ইচ্ছাই মূল কম্পন বা স্পন্দন। এই স্পন্দনে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি কার্য্যশীলা হইয়া নিজে ও তটস্থা জীবশক্তির সহযোগে কি প্রকারে

বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন, তাহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কার্য্যশীলা প্রকৃতিই "মহত্তত্ত্ব"। উহা আবার সত্ত্বপ্রধান, রজঃপ্রধান, তমঃপ্রধান ভেদে ত্রিবিধ। রজঃপ্রধান মহত্তত্ত্বই সূত্রাত্মা বা মুখ্য সমষ্টিপ্রাণ। ইহাতে বিশ্ব, সূত্রে মণিগণের ন্যায়, গ্রথিত আছে বলিয়া ইহার নাম "সূত্র"। বহু হইবার ইচ্ছা জনিত স্পন্দনই প্রাণ-স্পন্দনের মূলে।

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃদত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম্॥ ভাগঃ ১১।৯।১৯
তামাহ ত্রিগুণব্যক্তিং সৃজতীং বিশ্বতোমুখম্।
যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥
ভাগঃ ১১।৯।২০

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই সূত্রাত্মা বা সমষ্টিপ্রাণ বিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় বস্তুতে অনুস্যূত আছে। ভগবানের ইচ্ছারূপ যে মূল স্পন্দন, তাহাই মায়াতে প্রতিফলিত হইয়া, সত্ত্বপ্রধান অংশে সমষ্টিচিত্ত, রজঃপ্রধান অংশে সমষ্টিপ্রাণ বা সূত্রাত্মা ও তমঃপ্রধান অংশে সমষ্টি অহঙ্কার তত্ত্বে পরিণত হইল। সূত্রাত্মায় রজঃপ্রধান অংশ থাকায়, উহা ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। এজন্য সমুদায় বিশ্বে সেই ক্রিয়াশক্তির নিদর্শন, গতিবৃদ্ধি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্। ভাগঃ ৭।৩।২৫

প্রাণেন মুখ্যেন—সূত্রাত্মারূপেণ (শ্রীধর)

আপনি মুখ্য প্রাণস্বরূপে অর্থাৎ সূত্রাত্মারূপে এই সকল স্থাবর জঙ্গমের নিয়ন্ত্রণ করেন। আপনি প্রজাগণের পতি। ৭।৩।৩৫

এই আলোচনায় আমরা একটি নূতন তত্ত্ব পাইলাম যে, কি স্থাবর, কি জঙ্গম সমুদায়ে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, কোথাও অভিব্যক্ত ভাবে এবং কোথাও অনভিব্যক্ত ভাবে। একখণ্ড জড় প্রস্তর পড়িয়া আছে। কি ভূতত্ত্ববিদ্, কি পদার্থবিদ্, কেহই ইহাতে প্রাণশক্তির বিদ্যমানতা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দেন যে, ইহাতেও প্রাণশক্তি বিদ্যমান আছে, তবে অনভিব্যক্ত ভাবে। যাহা অভিব্যক্ত হয় নাই, তাহা যে নাই, এরূপ মনে করা ভুল। প্রস্তরখণ্ডও চূর্ণ হইলেই বালুকা, ও তাহা হইতে মৃত্তিকা হয়, এবং মৃত্তিকাই ত উদ্ভিদ্ জগতের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন, এবং প্রাণী-জগৎও সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে উদ্ভিদের উপর জীবন-

যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নির্ভর করে। যদি মৃত্তিকাতে জীবনীশক্তি লুক্কায়িত (অনভিব্যক্ত ভাবে) না থাকিত, তবে তাহা উদ্ভিদ্‌কে জীবন দান কি প্রকারে করিতে পারে? সুতরাং মৃত্তিকায় জীবনী শক্তি আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে, যে প্রস্তরখণ্ড হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে জীবনী শক্তি নাই, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং যুক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কি স্থাবর. কি জঙ্গম, সমুদায়ে প্রাণশক্তি আছে, কোথাও অভিব্যক্ত, কোথাও অনভিব্যক্ত।

এই যে অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকা—এই যে দোলন—ইহা "কম্পনাৎ" পদ দ্বারা প্রকাশ করা সূত্রকারের উদ্দেশ্য। সৃষ্টি ও প্রলয়ও এই দোলনের অবস্থাভেদ মাত্র। যখন ব্যক্তের অভিমুখে অগ্রসর তখন সৃষ্টি, আবার যখন ব্যক্ত হইতে পশ্চাদ্‌গমন তখন প্রলয়, অর্থাৎ অব্যক্তে গমন প্রলয়, ব্যক্তে আগমন সৃষ্টি। ইহাও "কম্পনাৎ" সূত্র দ্বারা বুঝাইতেছে। মৎ-প্রণীত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্বালোচনায়—ইহা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং চিত্র দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই দোলনের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা।

উপরে ভগবদিচ্ছারূপ যে মূল কম্পনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারই অনুকম্পনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র বড়, স্থাবর জঙ্গম, গ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, জীবাণু উদ্ভিজ্জাণু প্রভৃতি সকলেই গতিশীল, ক্রিয়াশীল, জন্মশীল, স্থিতিশীল, বৃদ্ধিশীল ও নাশশীল। একজন অন্ধ দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে। তাহার করুণ প্রার্থনায় গৃহস্থের দয়া হইল, তিনি উহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। এই যে অনুকম্পা, ইহাও ভিক্ষুকের হৃদয়ের কম্পনের অনুকম্পন বা প্রতিচ্ছবি। গৃহস্থের হৃদয় ভিক্ষুর হৃদয়ের করুণ কম্পন গ্রহণ করিতে পারিলেন বলিয়া তাঁহারও অনুকম্পা হইল। আবার ভিক্ষুকের হৃদয়ের কম্পন, সমষ্টি জীবের বা হিরণ্যগর্ভের হৃদয়ের কম্পনের একটি ক্ষুদ্র স্পন্দন মাত্র। সুতরাং গৃহস্থের হৃদয়ের অনুকম্পার মূল খুঁজিতে গেলে সেই একস্থানে গিয়া পৌঁছিতে হয়। অতএব অন্তর্জগতেরও সমুদায় স্পন্দন, সমুদায় মনোভাব, সমুদায় বৃত্তি সেই মূল স্পন্দনের অনুকম্পন মাত্র।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর, বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া রহিয়াছেন।" ইহার অর্থ কি তিনি কঠোর, দয়ামায়াহীন দণ্ডধারী বিচারকের ন্যায়, দণ্ড দিবার জন্য প্রস্তুত? তাহা নহে। ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার নিয়মের কণামাত্র ব্যতিক্রম নাই। কঠোর দণ্ডধারী

দণ্ড উত্তোলন করিয়া থাকিলে, তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা যেমন ভয়ে ভয়ে সমুদায় কর্ম্ম কণামাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া সুসম্পন্ন করে, সেইরূপ কি অগ্নি, কি সূর্য্য, কি ইন্দ্র, কি বায়ু, কি মৃত্যু সকলেই কঠোর দণ্ডের ভয়ের মত নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত। তিল মাত্র ব্যতিক্রম নাই। "কম্পন" শব্দ হইতেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। যখন জগতের যতকিছু গতি, ক্রিয়া, স্পন্দন, সমুদায় সেই মূল কম্পনের অনুকম্পন মাত্র, তখন ব্যতিক্রম হইবার কারণ মাত্র নাই। যদি দ্বিতীয় কিছু থাকিত, এবং স্বতন্ত্রতার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা থাকিত। যখন "এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" হইতে প্রপঞ্চ জগৎ, অগ্নি, সূর্য্য ইত্যাদি সেই ব্রহ্মেরই কার্য্যমূর্ত্তি, তখন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা মাত্র নাই। এ তত্ত্বও "কম্পনাৎ" সূত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন যে, তিনি ত ভয়ের বস্তুই নহেন, বরং অন্যপক্ষে তিনি আত্মার আত্মা, প্রিয়তম, সুহৃদ্।

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্॥ ভাগঃ ১১।৮।৩৪

আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, এবং আত্মার সম্পর্কেই সমুদায় প্রিয়। তিনি সেই আত্মার আত্মা, অতএব সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

প্রাণ বুদ্ধি মনঃ স্বাত্মদারাপত্য ধনাদয়ঃ।
যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো নু পরঃ প্রিয়ঃ॥

ভাগঃ ১০।২৩।২৭

যাঁহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ, দারা, অপত্য, ধনাদি প্রিয়, তাঁহা হইতে প্রিয়তর আর কে হইতে পারে? ভাগঃ ১০।২৩।২১

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। ভাগঃ ১০।১৪।৫৫

১।১।৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সমাপি। অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতেঃ প্রিয়ঃ॥" ৩।৯।৪১

হে বিধাতঃ! আমি জীবাত্মাগণের আত্মা, এবং প্রিয় বস্তুসকলের মধ্যে প্রিয়তম। অতএব, আমাতেই রতি করাই কর্ত্তব্য। দেহ প্রভৃতি সকলই আমার হেতু প্রিয়। ৩।৯।৪১

তিনি শুধু প্রিয়তম নহেন, আশ্রিতগণের সমুদায় পুরুষার্থ প্রদানকারী।

তং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং...। ভাগঃ ১১।২৯।৫

তুমি অখিল জগতের প্রিয় বন্ধু, প্রভু এবং আশ্রিতগণের সর্ব্বার্থদানকারী। এবং তিনি আনন্দনিধি। ভাগঃ ১১।২৯।৫

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত……। ভাগঃ ২।১।৩৯

এমন কি, তিনি কৃপা করিয়া ভক্তকে আত্মদানও করিয়া থাকেন।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি। ভাগঃ ১০।৮০।১১

……আত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি। ভাগঃ ১০।৬০।৩৭

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥ ভাগঃ ১০।৪৮।২৬

১।৩।১৯ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি আনন্দস্বরূপ, রসরাজ। তাঁহা হইতে আনন্দধারা অবিশ্রাম অবিরত ধারে প্রবাহিত হইতেছে। সেই আনন্দের কণা পাইয়াই প্রকৃতি আনন্দে বিভোর। উষাকাশের আলোক ও বর্ণচ্ছটায়, পুষ্পের অমর হাসিতে, বিহগ-গণের ললিত গীতিতে, মাতার স্নেহে, সতীর প্রেমে, পুত্রের ভক্তিতে, শিশুর হাসিমুখে সেই আনন্দকণার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। তাঁহাকে ভয় করিবার কিছুই নাই। তাঁহার সেই আনন্দের স্পন্দন হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি ও অধিকার সংগ্রহ করিবার উপদেশেই সমুদায় শাস্ত্রের চেষ্টা ও সার্থকতা। যেমন ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় বর্ণিত বেতার সংবাদগ্রাহক যন্ত্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে, উপরে আকাশে, যেখানে ধরা যাইবে, সেইখানেই সেই সংবাদ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া পড়িবে, সেইরূপ অধিকারী হইতে পারিলেই, যেখানে থাক না কেন, সেই আনন্দের স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহাই পরম পুরুষার্থ। ইহাও "কম্পনাৎ" শব্দের লক্ষ্যার্থ।

প্রপঞ্চ জগতে যে গতি, ক্রিয়া দেখিতে পাই, ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রীভগবানের রাসনৃত্যের অনুকৃতিতে নৃত্য বা স্পন্দন, শৈবগণ শিবতাণ্ডবের প্রতিচ্ছবি, এবং শাক্তগণ আদ্যাশক্তির উদ্দাম নৃত্যের অনুকরণ-নৃত্য, মনে করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। আমরা এখানে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আলোচনায় নিযুক্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবত কি বলেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য। বৃন্দাবনে যে রাসলীলা হইয়াছিল, তাহা, প্রপঞ্চ জগতের বাহিরে, অবিদ্যার পারে শ্রীভগবানের স্বরূপধামে, স্বরূপশক্তির বিভূতিরূপ গোপী লইয়া নিত্যলীলার প্রতিচ্ছবি। ভক্তগণের অনুগ্রহের জন্য, আনন্দস্বরূপের আনন্দানুভূতি কিরূপ তাহা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিবার জন্য, বৃন্দাবনে রাসলীলার অভিনয়। স্বরূপধামে

যে নিত্যলীলা হয়, এবং যে লীলার প্রপঞ্চ মূর্ত্তিই সৃষ্টি, তাহাই রাসলীলা। আমরা যেমন নিজের নিজের শক্ত্যনুসারে ভোগ্য উপভোগ করিয়া থাকি, জ্ঞানশক্তি দ্বারা কোনও গভীর তত্ত্ব বুঝিতে পারি, বলশক্তি দ্বারা কোনও গুরু দ্রব্য তুলিতে পারি, সৌন্দর্য্যানুভাবিনী শক্তির দ্বারা সুন্দর পুষ্পের বা ছবির বা ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্যানুভব করিতে পারি, শ্রীভগবানও সেইরূপ তাঁহার শক্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য, আনন্দ প্রভৃতি অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি অনন্ত শক্তিমান্, না পারা তাঁহাতে সম্ভবে না। তবে আমরা নিজেদের শক্তি, ব্যক্তিভাবে আকারিত করিতে পারি না, শ্রীভগবান্ অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন, তিনি তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি (বা আনন্দানুভাবিনী শক্তি), সংবিৎ (জ্ঞান) শক্তি, ব্যক্তিভাবে আকারিত করিয়া তাঁহাদিগের সাহচর্য্যে আনন্দ, জ্ঞান অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা অল্প শক্তিসম্পন্ন, আমাদের অনুভবও অল্প। শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, এবং তাঁহার অনুভবও সেইজন্য অনন্ত। অতএব, বুঝা গেল যে, রাসলীলা "পরদার বিনোদ" নহে। ইহা সৃষ্টির মূল তত্ত্ব। আনন্দময়ের আনন্দানুভবের পদ্ধতি ও প্রকৃতি, প্রপঞ্চে ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য প্রকটিত করাই বৃন্দাবনের রাসলীলার উদ্দেশ্য।

১।৩।২০ সূত্রের ব্যাখ্যায় যে (+) যোগাত্মক ও (—) ঋণাত্মক দুই তড়িৎ কেন্দ্রের বিষয় দৃষ্টান্ত স্বরূপে ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধে দেখান হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীত হইবে যে, জগৎস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই শ্রীভগবানকে পাইবার জন্য আগ্রহান্বিত। তিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন। অতএব তাঁহাকে যদি (+) যোগাত্মক কেন্দ্রে অবস্থিত মনে করা যায়, তবে অপর সকলেই (—) ঋণাত্মক কেন্দ্রে থাকিবে। এখন (+) যোগাত্মক কেন্দ্রকে যদি "পুরুষ" বলিয়া অভিহিত করা যায়, তাহা হইলে (—) ঋণাত্মক কেন্দ্রে অবস্থিত প্রপঞ্চের যা কিছু, সমুদায়ই, "প্রকৃতি" বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। এজন্য রাসলীলায় একমাত্র "পুরুষই" শ্রীকৃষ্ণ—পরমাত্মা, এবং অপর সকলেই গোপী—"প্রকৃতি"। এই কারণ মীরাবাই শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন যে, গোস্বামীজী কি জানেন না যে, জগতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, ও অপর সকলে, কি পুংমূর্ত্তিধারী, কি স্ত্রীমূর্ত্তিধারী সমুদায়ই প্রকৃতি।

এই রাসনৃত্যে শ্রীভগবানের যে পদ ও হস্ত সঞ্চালন, শরীর দোলায়ন, ইহারই অনুকম্পনে জগতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারকাদির গতি, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা, বৃক্ষলতার জন্ম বৃদ্ধি। তাঁহার রাসগানের মূর্চ্ছনা, শিশুর কলহাস্যে, পাখীর মধুর গীতে, পবনের স্বনস্বনে, সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে শুনিতে পাই। আবার

রাসের গুরু গম্ভীর বাদ্যের প্রতিধ্বনি, অশনির গর্জনে, ঝটিকাবর্ত্তের তাণ্ডব নৃত্যে ও দুরন্ত হুঙ্কারে উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হই। সেই রসরাজের নৃত্যের অনুকরণে অন্তঃকরণের বৃত্তিগণ ও ইন্দ্রিয়গণ জীবাত্মাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। এই রাসনৃত্যের নিদর্শন আমরা জগতের প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর প্রোটনকে ঘিরিয়া ইলেকট্রন্‌গণের নর্ত্তনে অনুভব করিয়া এবং একই যোগ (+) তড়িতাত্মক প্রোটনের সর্ব্বদিকে ঋণ (−) তড়িতাত্মক ইলেকট্রন্‌গণের সংখ্যার ন্যূনাধিক্যে এবং নর্ত্তনের প্রকার ভেদের উপর বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হই। ফলতঃ সেই রাসনৃত্যের মূল কম্পনের অনুকম্পনই জগৎ। তাঁহার ইচ্ছায় যখন কম্পনের বেগ রোধ হইবে, তখনই প্রলয়। সুতরাং আমরা কতক বুঝিলাম, কি গভীর অর্থ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে সূত্রকার "কম্পনাৎ" পদ ব্যবহার করিয়াছেন।

পদার্থবিদ্যাবিদ্‌গণ বহু গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ, তাপ, আলোক, তড়িৎশক্তি, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি সমুদায়ের উৎপত্তি, "কম্পন" হইতে। "কম্পনের" বেগের এবং প্রকৃতির ইতর বিশেষে কখনও শব্দ কখনও তাপ কখনও আলোক, কখনও তড়িৎ ইত্যাদি অনুভূত হয়। দৃশ্যমান অতি স্থূল প্রস্তরখণ্ডের অণু-পরমাণুর মধ্যেও "কম্পন" আছে, এবং অণু পরমাণুগণও "কম্পন" হইতে উদ্ভূত। অতএব বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেরও প্রগতি আর্য্য ঋষিগণের অতি পুরাতন সিদ্ধান্তের দিকে। ইহা মনে করিলে ঋষিদের চরণে কি মস্তক আপনা আপনিই নত হইয়া পড়ে না?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীভগবানের নৃত্য বা কম্পন যখন জগৎ, তখন তিনি ত সর্ব্বদা চঞ্চল, তবে তাঁহাকে কূটস্থ, অক্ষর, নিরীহ বলা যায় কিরূপে? এইটি ধারণা করিবার জন্য আমরা একটি দোলায়মান গোলকের সাহায্য লইব। মনে কর, একটি গোলক এক মিনিটে এক ফুট দোলে। উহার বেগ মিনিটে ১ ফুট। ক্রমে গোলকের বেগ বৃদ্ধি কর, মিনিটে ১০০ ফুট কর, তাহা হইলে গোলকটি ১ মিনিটে ঐ একফুট স্থানের মধ্যে ১০০ বার আসিবে। ক্রমে আরও বাড়াইয়া ১০০০, ১০০০০, ১০০০০০ কর। ক্রমশঃ যতই বাড়ান যাইবে, গোলকটি ঐ একফুট স্থানের মধ্যে তত অধিকবার দুলিতে থাকিবে এবং উক্ত ১ ফুটের মধ্যস্থ কোনও বিশেষ বিন্দুতে ১মিনিটে উহার অবস্থান ১০০০, ১০০০০, ১০০০০০ এবং আরও বাড়াইলে, আরও অধিক হইবে। এইরূপে যদি বেগ অনন্তগুণে বাড়ান যায়, তবে উক্ত গোলকের ঐ ১ফুট পরিমিত স্থানের কোনও বিশেষ বিন্দুতে অবস্থান, ১মিনিটে অনন্তবার হইবে। অর্থাৎ, তখন উহা স্থির

বলিয়া মনে হইবে। যদি ঐ ১ফুট স্থানকে ক্রমশঃ কমাইয়া ১ইঞ্চি, $\frac{১}{১০}$ ইঞ্চি, $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চি, $\frac{১}{১০০০}$ ইঞ্চি, অথবা আরও কম করা যায় ও বেগ অনন্তগুণে বৃদ্ধি করা যায়, তখন যে গোলকের গতির নিদর্শন কিছুমাত্র থাকিবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং অনন্ত গতি ও স্থিতি একই। অতএব শ্রীভগবান্ অত্যন্ত চঞ্চল হইলেও এবং তাঁহার হস্তপদ সঞ্চালন লক্ষ্যগোচর না হইলেও, তাঁহাকে কূটস্থ, অক্ষর, নিরীহ বলায়, দোষ মাত্র নাই। বিশেষতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা প্রপঞ্চ জগতের উপকরণ হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু ভগবানের নৃত্য প্রপঞ্চ জগতের বাহিরে। সেখানে দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ নাই। সুতরাং ফুট, ইঞ্চি, মিনিট, সেকেণ্ড সেখানে প্রভাববান্ নহে। সেখানে তিনি অবিরাম নৃত্যশীল ও আনন্দানুভবে বিভোর থাকিলেও কূটস্থ বা অক্ষর বা নিরীহ, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিবার বিরোধ নাই।

সন্দিগ্ধমনে সহজেই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাস, নৃত্যমাত্র, উহা হস্তপদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মৃদু সঞ্চালন মাত্র। সেই মৃদু সঞ্চালন, কি প্রকারে গ্রহ উপগ্রহাদির প্রচণ্ড বেগের ও দুরন্ত আবর্ত্তনের কারণ হইতে পারে? কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে প্রত্যহ দৈনন্দিন ব্যাপার হইতে আমরা ইহার উত্তর পাইব। একটি ঘড়ির দোলনের সঞ্চালন, উহার অন্তর্গত স্প্রিং-এর অতি মৃদু গতির উপর নির্ভর করে। কোনও কোনও ঘড়ির স্প্রিং সপ্তাহে একদিন, কোন কোনটির মাসে একদিন, আবার এমন ঘড়ি আছে, যে উহার স্প্রিং বৎসরে একদিন কষিতে হয়। সেই স্প্রিং প্রতি মুহূর্ত্তে অতি মৃদুভাবে দুলিতে থাকে। এত মৃদু, যে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অথচ তাহার সেই মৃদু বেগের জন্য ঘড়ির দোলক দুলিতে থাকে, যাহা সহজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং স্প্রিং-এর সংকোচন ও প্রসারণের পরিমাণের সহিত, সেই একই সময়ে দোলক যতবার দুলিয়াছে ও প্রত্যেক বারে যতদূর দুলিয়াছে, উভয়কে গুণ করিয়া মোট দূরত্বের পরিমাণ তুলনা করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উভয়ের পরিমাণের অন্তর অতি বিস্তর; কিন্তু উহার বেগের কারণ ঐ স্প্রিং-এর মৃদু প্রসারণ মাত্র।

অতএব বুঝা গেল যে, পরিধির আপেক্ষিক অত্যধিক বেগ, কেন্দ্রের অতি মৃদু সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিশ্বযন্ত্রের পরিধিতে অবস্থিত গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির ভীষণ বেগ যে কূটস্থের অতি মৃদু অঙ্গভঙ্গির উপর নির্ভর করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই একই কারণে পুরাণে কথিত ..ছে যে, বিষ্ণুর এক নিমেষ (চক্ষু পল্লবের উন্মীষণ = নিমীষণ কাল) = ১ শিবের একশত বৎসর। শিবের এক অহঃ = ব্রহ্মার একশত বৎসর। ব্রহ্মার

এক অহঃ = ১০০০ চতুর্যুগ = ১৪ মন্বন্তর। এক চতুর্যুগ = ১২০০০ দিব্য বৎসর। মনুষ্য পরিমাণে ৩৬০ অহোরাত্র = দৈব পরিমাণে ১ অহোরাত্র, এক বৎসর ৩৬০ অহোরাত্রে দৈব একবৎসর।

অতএব ব্রহ্মার এক অহঃ = ১০০০ × ১২০০০ × ৩৬০ = ৪৩২০০০০০০০ লৌকিক বৎসর = ব্রহ্মার এক রাত্রি। অতএব ব্রহ্মার ১০০ বৎসর = ৪৩২০০০০০০০ × ৩৬০ × ১০০ লৌকিক বৎসর = শিবের এক অহঃ = শিবের এক রাত্রি। ঐ প্রকার ১ অহোরাত্রির ৩৬০ এ শিবের এক বৎসর। ঐ প্রকার শিবের একশত বৎসর বিষ্ণুর নিমেষ মাত্র। (মৎস্য পুরাণ, ২৯০ অধ্যায়)

আমরা ইহার দৃষ্টান্ত তড়িৎ-মাপক যন্ত্রে পাই। উহাতে একক নির্দ্দেশক, দশক নির্দ্দেশক, শতক, সহস্র নির্দ্দেশক কাঁটা আছে। একক নির্দ্দেশক কাঁটা তাহার নির্দ্দিষ্ট দশঘরবিশিষ্ট বৃত্তের একবার আবর্ত্তন করিলে, দশক নির্দ্দেশক কাঁটা মাত্র এক ঘর অগ্রসর হয়। সে আবার ঐ প্রকারে দশ ঘর অগ্রসর হইয়া তাহার বৃত্তকে একবার আবর্ত্তন করিলে, শতক নির্দ্দেশক এক ঘর অগ্রসর হয়। সে আবার ঐ প্রকারে তাহার নির্দ্দিষ্ট দশ ঘরবিশিষ্ট বৃত্তকে আবর্ত্তন করিলে, সহস্র নির্দ্দেশক এক ঘর মাত্র অগ্রসর হয় ইত্যাদি।

অতএব আমরা বুঝিলাম, বিশ্বযন্ত্রের অপরিমেয় বেগের ও গতির মূল কোথায়।

এই আলোচনায় আমরা দৃশ্যপ্রপঞ্চের—দেশকাল ও বস্তুপরিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, ভগবানের রাসনৃত্য তাঁহার স্বরূপ ধামের ব্যাপার। সেখানে দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ নাই। গতির—স্থিতির ভেদ সেখানে নাই। প্রপঞ্চে গতির ধারণা করিতে হইলে 'কাহার সম্বন্ধে গতি' এই প্রশ্ন স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়। প্রপঞ্চে গতিমাত্রই আপেক্ষিক। নিত্য ধামে সে আপেক্ষিকতা নাই। সমুদায়ই সেখানে ব্রহ্মস্বরূপ। সমকালে সূক্ষ্ম ও স্থূল, কূটস্থ ও অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী। উহার ধারণা আমাদের উপলব্ধির সাধনভূত ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকরণের দ্বারা সম্ভব নহে। উহাদের লয় হইলে, স্বপ্রকাশ আত্মা স্বস্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে তবেই অনুভূতি হইতে পারে। তাহা যতদিন না হয়, ততদিন শ্রদ্ধা সহকারে, যাঁহাদের উক্ত প্রকার অনুভূতি হইয়াছে, তাঁহাদের কথা অঙ্গীকার করাই যুক্তিযুক্ত। জড়বিজ্ঞান আলোচনায় আমরা জানি যে, বৈজ্ঞানিকগণ নানাপ্রকার যন্ত্র সাহায্যে নানা প্রকার তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, আমাদের

সকলের গৃহে ঐ প্রকার যন্ত্র থাকা সম্ভব নহে। আমরা নির্ব্বিচারে উঁহাদের যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষালব্ধ ফল গ্রহণ করি। অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাহা না করার কারণ কি? অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনা না করার ফল ভিন্ন উহা আর কি হইতে পারে? বেদই সমুদায় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মূল। বেদের মন্ত্রসকল ঋষিগণ সাধনলব্ধ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে কোনও ব্যক্তি সাধনার সেই স্তরে উন্নীত হইবেন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির নিকট ঐ সমুদায় তথ্য প্রকটিত হইবেই হইবে। আমরা তাঁহাদের অবলম্বিত ও উপদিষ্ট প্রথামত সাধনাও করিব না, এবং তাঁহাদের উক্তি বিশ্বাসও করিব না। ইহা কি নিতান্ত অসঙ্গত নহে? জড় জগতের কোনও নিয়ম বিশ্বাস না করিলে কি নিয়মের কোনও হানি হয়? নিয়ম যেমন তেমনই থাকে। আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের অপেক্ষামাত্র না করিয়া উহার কার্য্য উহা করিবেই করিবে। অধ্যাত্ম জগতেও তাই। আমি উক্ত জগতের নিয়ম অঙ্গীকার করি বা না করি, তাহার প্রতি কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিয়ম আপনার কাজ করিবেই করিবে। এবং উহার অজ্ঞানতার জন্য উহার পেষণে আমি পিষ্ট হইবই হইব। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম না মানিয়া অট্টালিকার ছাদ হইতে লম্ফপ্রদান করিলে কি হস্তপদ ভগ্ন না হইয়া পরিত্রাণ পাওয়া যায়? সেইরূপ, অধ্যাত্ম রাজ্যের নিয়ম পরম্পরা না মানিয়া যথেচ্ছ জীবনযাপন করিয়া যাইলে যে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? যেমন কোনও রাজ্যে গমন করিলে, সেখানকার নিয়ম যদি গন্তার অবিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাকে যেমন পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়, এবং হয় নিজ প্রচেষ্টায় নিয়ম জানিয়া লইতে হয়, অথবা যাঁহারা উক্ত নিয়ম জানেন, তাঁহাদের সাহায্য লইতে হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম রাজ্যে ভ্রমণ করিতে হইলে, হয় সাধনা দ্বারা উহার নিয়ম অধিগত করিয়া লইতে হয়, অথবা যাঁহারা উক্ত নিয়ম জানেন, তাঁহাদের উপদেশ, হয় শাস্ত্র দ্বারা অথবা উপযুক্ত গুরুর মুখে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা পদে পদে বিপন্ন হইতে হইবে।

ভিত্তি —

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি ।
কুতোঽয়মগ্নিঃ ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"
কঠঃ ২।২।১৫

সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকাও প্রতিভাত হয় না, বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয় না, অগ্নি বা কোথা হইতে প্রকাশ পাইবে? প্রকাশমান সমুদায় পদার্থই তাঁহার অনুগত হইয়া প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই জ্যোতিতে এই জগৎ প্রতিভাত হয়। কঠঃ ২।২।১৫

সূত্র ঃ—১।৩।৪২

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥ ১।৩।৪২
জ্যোতিঃ + দর্শনাৎ ॥

জ্যোতি ঃ—তেজ স্বরূপ। **দর্শনাৎ ঃ**—শ্রুতিতে দর্শন হেতু।

শিরোদ্ধৃত শ্রুতি এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। তিনি স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ। যেরূপ প্রদীপের আলোক নিজেকে প্রকাশ করে, ও অন্যান্য বস্তুকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ, স্বপ্রকাশ তিনি, নিজেকেও প্রকাশ করেন, এবং অন্যান্য সমুদায় বস্তু প্রকাশিত করেন। জগতে যে সমুদায় জ্যোতিষ্মান্ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তাঁহারই জ্যোতিঃকণা লইয়া জ্যোতিষ্মান্ হয়।

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষ গ্রহতারকাঃ ॥ ভাগঃ ২।৫।১১

১।৩।২৮ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৩।৫৫

১।৩।৩২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥
ভাগঃ ৩।২৬।৩

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ

সাক্ষাৎ স্বয়ংজ্যোতি রজঃপরেশঃ। ভাগঃ ৫।১১।১৩

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥

ভাগঃ ১০।২৮।১৫

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ং জ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।

ভাগঃ ১০।৮৫।২২

১।১।২৫ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃপরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্।

ভাগঃ ১০।৮৯।৫১

অনন্তর অর্জ্জুন চক্রপ্রদীপ্ত পথে প্রকৃতির পরে বর্ত্তমান পরম ভাগবত জ্যোতিঃ দর্শন করিলেন। ১০।৮৯।২৫

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি পরব্রহ্ম।

১০। অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাধিকরণ॥

ভিত্তি ঃ—

"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং, স আত্মা।" (ছান্দোগ্যঃ ৮।১৪।১)।

আকাশই নাম ও রূপের অর্থাৎ সমস্ত জগতের নির্ব্বাহক—কারণ। সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে অথচ নামরূপ হইতে পৃথক, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, তাহাই আত্মা। (ছাঃ ৮।১৪।১)

সংশয় ঃ—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে আকাশই জগতের কারণরূপে উক্ত হইয়াছে, আকাশ শব্দে কি ভূতাকাশ, অথবা মুক্তাত্মা, অথবা পরমাত্মা? আকাশ শব্দে ত ভূতাকাশ প্রসিদ্ধ। নামরূপের অবকাশ ভাব ত ভূতাকাশে বিদ্যমান, এজন্য ভূতাকাশকে কারণও বলা যায়। আবার উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মুক্তাত্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। অতএব, মুক্তাত্মাই বা হইবে না কেন? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৩।৪৩

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ॥ ১।৩।৪৩
আকাশঃ + অর্থান্তরত্বাদি + ব্যপদেশাৎ।

আকাশঃ ঃ—আকাশ শব্দের অর্থ পরব্রহ্ম। **অর্থান্তরত্বাদি ঃ**—অন্য অর্থ প্রভৃতির—নামরূপের—নির্ব্বাহক, অতএব নামরূপ হইতে পৃথক। **ব্যপদেশাৎ ঃ**—উল্লেখ হেতু।

যিনি নামরূপের কারণ, নামরূপ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত, অথচ নামরূপ হইতে পৃথক, তিনি ব্রহ্ম এই উল্লেখ থাকা হেতু, আকাশ, পরমাত্মাই।

ব্রহ্মই নামরূপের নির্ব্বাহক, ভূতাকাশ নহে। অতএব আকাশ, ভূতাকাশ নহে। বদ্ধ জীব নামরূপে বদ্ধ, মুক্ত জীব জগৎ নির্ম্মাণ কার্য্য করিতে পারে না। অতএব আকাশ অর্থে মুক্ত জীব নহে, পরমাত্মাই।

সর্ব্ব প্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ
…… । ভাগঃ ৬।৯।৩৯

১।৩।১৬ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।

অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহম্ ॥ ভাগঃ ৬।১৬।১৯

আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও, যাঁহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণসকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে ও জ্ঞানশক্তি দ্বারা জানিতে পারে না, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৬।১৬।১৯

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ভাগঃ ১১।১১।২৮

১।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভিত্তি ঃ—

"কতম আত্মেতি যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।
(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৩।৭)

প্রশ্ন—আত্মা কোনটি ?

উত্তর—প্রাণসকলের মধ্যে এই যে হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনিই আত্মা।

এই প্রকার প্রশ্নোত্তর আরম্ভ করিয়া সুষুপ্তি অবস্থায়—

"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্"।
(বৃহঃ ৪।৩।২১)

সুষুপ্তি অবস্থায় পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আন্তর ভাব কিছু জানে না।

ইহার পর মৃত্যুকালে—"**প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি।**"
(বৃহঃ ৪।৩।৩৫)

প্রাজ্ঞ বা পরমাত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বা পরিচালিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

সংশয় ঃ—যখন শ্রুতিতে ঐক্যের উপদেশ এবং দ্বৈতের প্রতিষেধ রহিয়াছে, তখন প্রত্যেক জীবাত্মাই শুদ্ধাবস্থায় পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর হইতে পারেন। অতএব শুদ্ধ জীবাত্মাই আকাশরূপী নামরূপের নির্ব্বাহক। ইহার নিরসনের জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৩।৪৪

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ১।৩।৪৪

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ + ভেদেন

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ ঃ—সুষুপ্তি ও উৎক্রমণ অবস্থায়। **ভেদেন ঃ**—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদ ব্যপদেশ হেতু।

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ, জীবের সুষুপ্তি, উৎক্রমণ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মুক্ত বা শুদ্ধ জীব, পরমাত্মা নহে। যদি

পরমাত্মাই হইত তবে সুষুপ্তি ও উৎক্রমণ অবস্থায়, প্রাপ্য প্রাপক ভেদের উল্লেখ থাকিত না।

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।৩০

হে ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য! যদি জীব সকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে পরমাত্মার সহিত সাদৃশ্য হেতু পরমাত্মায় নিয়ন্তৃত্ব থাকে না। কিন্তু ইতরথা অর্থাৎ অন্যপক্ষে নিয়ন্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকে, কেননা জীব আপনা হইতে অভিব্যক্ত স্বীকার করিলে আপনার নিয়ন্তৃত্বের বিরোধ হয় না। কারণ উৎপাদক নিজ কারণতা হেতু উৎপাদ্যের নিয়ামক হইতে পারে। অতএব যাহারা বলেন, আপনার স্বরূপ জানি, তাঁহারা আপনাকে জানেন না, যেহেতু আপনি জ্ঞানের অবিধেয়। ভাগঃ ১০।৮৭।২৬

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, **জীব স্বরূপ প্রাপ্তিতেও পরব্রহ্ম নহে।**

ভিত্তি ঃ—

"সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবাসাধুনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বভূতাধিপতি-রেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাম্ সম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি ....।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)

তিনি সকলের বশকারী, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, তিনি উত্তম কর্ম্ম দ্বারা মহান্ হন না, আবার মন্দ কর্ম্ম দ্বারা হীন হন না। ইনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতপাল, জগতের বিভাগ রক্ষার হেতুভূত সেতুস্বরূপ ইত্যাদি।

সূত্র ঃ—১।৩।৪৫

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ॥ ১।৩।৪৫

পত্যাদি শব্দেভ্যঃ ঃ—পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে।

শিরোদ্ধৃত শ্রুতিতে ঈশান, অধিপতি, সর্ব্বেশ্বর, ভূতপাল প্রভৃতি শব্দ দ্বারা লক্ষিত পরমাত্মাই। মুক্তাত্মা বা শুদ্ধ জীব নহে। অতএব জীবাতিরিক্ত পরমাত্মা সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াংপতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাংপতিঃ॥

ভাগঃ ২।৪।১৯

উদ্বীক্ষতী সা পিবতীব চক্ষুষা রমাপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিং॥

ভাগঃ ৮।১৭।৩

তিনি লক্ষ্মীপতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি, বুদ্ধির পতি, লোকপতি, ধরাপতি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ও ভক্তগণের সকল আপদসময়ে রক্ষক ও পতি, এবং সাধু সকলের পতি, সেই ভগবান্ মুকুন্দ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ২।৪।১৯

সেই অদিতি, রমাপতি, যজ্ঞপতি ও জগৎপতিকে যেন চক্ষুদ্বারা পান করিবার ন্যায়, দেখিতে লাগিলেন। ভাগঃ ৮।১৭।৩

অতএব সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপাদিত হইল যে, নামরূপের নির্ব্বাহক যে আকাশ, তাহা ভূতাকাশ বা মুক্ত জীব নহে, উহা পরব্রহ্মই।

॥ প্রথম অধ্যায় — চতুর্থ পাদ ॥

অব্যক্ত, অজা, প্রভৃতি সন্দিগ্ধ পদ বিচার ॥

বেদান্ত (উপনিষদ্) আলোচনা করিতে করিতে অব্যক্ত, অজা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। এ সমুদায় শব্দ সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই সমপর্য্যায়ভুক্ত। অতএব আপাতদৃষ্টিতে, তাহারা প্রধানকে বুঝাইতে পারে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাহারা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে সমুদায় বাক্যের প্রকৃত লক্ষ্য ব্রহ্মই। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য চতুর্থ পাদের অবতারণা।

১। আনুমানিকাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥" কঠঃ ১।৩।১০
"মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" কঠঃ ১।৩।১১

ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি তাহাদের বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয়সমূহাপেক্ষা মনঃ শ্রেষ্ঠ, মনঃ অপেক্ষা বুদ্ধি, বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা, মহৎ হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তাহাই শেষ সীমা, তাহাই পরমা গতি।

সংশয় :—অব্যক্ত শব্দ ত সাংখ্যোক্ত প্রধানের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। সাংখ্যকারিকায় "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ" ইহাতে বুঝা যায় যে অব্যক্ত, প্রধানকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে যে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ সাংখ্যোক্ত প্রধানই; কেননা "মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ এবং অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ" বলায় সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব নির্ণয়ের প্রণালীই কথিত হইয়াছে। অতএব অব্যক্ত, প্রধানই। আবার ইতিপূর্ব্বে ১।১।৫ সূত্রে প্রধানকে "অশব্দ" অর্থাৎ বেদে অনুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু কঠ-শ্রুতিতে যখন সাক্ষাৎভাবে অব্যক্ত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে অব্যক্ত যখন প্রধানই, তখন সূত্রকারের "অশব্দ" বলিয়া প্রধানকে আখ্যায়িত করিবার কোন হেতু নাই। এই সমুদায় সংশয় ও আপত্তির নিরাকরণ জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র :—১।৪।১

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ, ন, শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতে-র্দর্শয়তি চ। ১।৪।১

আনুমানিকং + অপি + একেষাম্ + ইতি + চেৎ + ন + শরীররূপক বিন্যস্তগৃহীতেঃ + দর্শয়তি + চ।

আনুমানিকং :—অনুমানকল্পিত প্রধান। **অপি :—**ও। **একেষাম্ :—**কোন কোন শাখীদের। **ইতি :—**ইহা। **চেৎ :—**যদি বল। **ন :—**না।

শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ ঃ—রূপক ভাবে বিন্যস্ত শরীরের গ্রহণ হেতু। **দর্শয়তি** ঃ—শ্রুতি প্রদর্শন করেন। **চ** ঃ—ও।

যদি বল কোন কোন বেদ শাখাতে অর্থাৎ কঠোপনিষদে সাংখ্যোক্ত প্রধানকে উল্লেখ করা হইয়াছে, না, তাহা নহে, উক্ত শ্রুতিতে অব্যক্ত শব্দের অর্থ প্রধান নহে, কারণ পূর্ব্বে আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্তকে রথী রথাদিরূপে রূপক কল্পনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে রথরূপে কল্পিত শরীরকেই "অব্যক্ত" শব্দে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাংখ্য, "অব্যক্ত" শব্দ প্রধানের রূঢ়ি বা পরিভাষা রূপে ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে বেদান্তও সেইরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য, এরূপ কোন কথা নাই। সাংখ্যের পরিভাষা সাংখ্য শাস্ত্রেই আবদ্ধ। আরও, মহতের পর অব্যক্ত ও অব্যক্তের পর পুরুষ, এই ক্রম সাংখ্যে ও কঠোপনিষদে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হইলেও যে, উভয়ের অর্থ সমান হইবে, এমন কোনও কথা নাই। শ্রুতির ব্যবহৃত "শব্দ" শ্রুতিতে কথিত উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস প্রভৃতির দ্বারাই নির্ণয় করিতে হয়। ঐ কঠশ্রুতিতেই শিরোদ্ধৃত মন্ত্র দুইটির একটু পূর্ব্বেই আছে ঃ—

> আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
> বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ।। কঠঃ ১।৩।৩
> ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
> আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ।। কঠঃ ১।৩।৪

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী, মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ-স্পর্শাদিকে তাহাদের গোচর বা ভ্রমণস্থান বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন এতন্ত্রিতয় মিলিতের নাম ভোক্তা। (কঠঃ ১।৩।৩-৪)।

ঐ সকল যদি অসংযত থাকে, তাহা হইলে ভোক্তা জীব সংসারে পতিত হয়, সংযত হইলে, সংসার পথের পারে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর, উক্ত বিষ্ণুর পরম পদ কি তাহাই বুঝিবার জন্য, পর পর ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া সকলের পর ও সংসার পথের পারে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ দিবার জন্য উক্ত শ্রুতির ১।৩।১০ ও ১।৩।১১ মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।

এখন কঠশ্রুতির ১।৩।৩, ১।৩।৪ মন্ত্রের সহিত উক্ত শ্রুতির ১।৩।১০, ১।৩।১১ মন্ত্র তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্রিয়, অর্থ (বিষয়), মন, বুদ্ধি ও আত্মা

ইহারা উভয় স্থলেই একই নামে, একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল, ১।৩।৩ মন্ত্রের রথের স্থানে ১।৩।১১ মন্ত্রের অব্যক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, অতএব রথ যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, অব্যক্তও তাহাকেই লক্ষ্য করে। সুতরাং অব্যক্ত অর্থ শরীর—শরীর মাত্র, স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে। উহার অর্থ, কর্ম্ম-সংস্কার —যাহা বীজরূপে আত্মার অনুগমন করে এবং জীবাত্মার সংসার ভোগের সাধন পরজন্মের দেহরূপে প্রকাশ পায়, এ কারণ ইহা আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ইহা অব্যক্তও বটে। অতএব, অব্যক্ত অর্থ প্রধান নহে। পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা সেই অব্যক্ত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনি পরমপদ, পরমা গতি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'অব্যক্ত' শব্দ, যাহা ব্যক্ত নহে, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও অনভিব্যক্ত প্রকৃতিকেও 'অব্যক্ত' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে ইহা পরমাত্মার প্রতিপাদক।

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।

ভাগঃ ৮।৩।২১

১।৩।১০ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

য একবর্ণং তমসঃ পরং তদলোকমব্যক্তমনন্তপারম্।

ভাগঃ ৮।৫।১৮

১।৩।১৩ সূত্রের আলোচনার ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্। ভাগঃ ১০।৯।১৪

১।২।৭ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অয়ং হি জীবস্ত্রিবিদব্জযোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।

ভাগঃ ১১।১২।১৮

১।২।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥ ভাগঃ ৩।১০।১২

এই বিশ্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংহৃত হইয়া ব্রহ্মতন্মাত্র হইয়াছিল, পরে, পরমেশ্বর অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনর্ব্বার পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগঃ ৩।১০।১২

সর্গাদৌ প্রকৃতি র্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী।
সত্ত্বাদিভি গু'ণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে॥ ভাগঃ ১১।২২।১৬

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতি, পুরুষ-পরতন্ত্রা। উহার নিজের কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। পুরুষের ঈক্ষণে কার্য্যশীলা হয়। অতএব পুরুষই মূল। প্রকৃতি তাঁহার শক্তিমাত্র ও লীলার উপকরণরূপা। তবে অনন্ত অব্যক্ত, অব্যয় কারণরূপী পুরুষের শক্তি বলিয়া, এবং শক্তি শক্তিমান্ হইতে অভেদ বলিয়া, প্রকৃতিকেও অব্যক্তাদি নামে আখ্যায়িত করিলে দোষ হয় না। কিন্তু সেরূপ আখ্যায় আখ্যায়িত হইলেও, উহা সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে।

ন তস্য কালাবয়বৈঃ পরিণামাদয়ো গুণাঃ।

অনাদ্যনন্তমব্যক্তং নিত্যং কারণমব্যয়ম্॥ ভাগঃ ১২।৪।১৮

কালাবয়ব অহোরাত্রাদি দ্বারা সেই প্রকৃতির পরিণামাদি গুণ উৎপন্ন হয় না। তাহার স্বরূপ অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, নিত্য, অব্যয়, কারণস্বরূপ। ভাগঃ ১২।৪।১৮

ফলে, ভগবানই প্রকৃতি। তিনি অব্যয়, বিষ্ণু, কাল, রজঃসত্ত্বতমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি, তিনিই মহান্। ভাগঃ ১০।১০।২৭

ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ঈশ্বরঃ।। ভাগঃ ১০।১০।৩০

ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী। ভাগঃ ১০।১০।৩১

ভগবান্‌ই প্রকৃতির সাহচর্য্যে মহৎতত্ত্ব উৎপাদন করেন।

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ ভাগঃ ৩।৫।২৬

ততোঽভবন্ মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।

বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৭

৩।৫।২৬-২৭ শ্লোকের অর্থ ১।১।৫ সূত্রে ৫২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর দেওয়া গেল না।

অতএব, "অব্যক্ত" শব্দ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানে কোথাও সাংখ্যোক্ত "প্রধানে"র সমপর্য্যায় রূপে ব্যবহৃত হয় না। যে সকল স্থানে উহা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে, সেখানেও প্রকৃতি, সাংখ্যের কথিত প্রধান নহে। শ্রীভগবানের স্বকীয়া বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি বলিয়া ভগবান্ হইতে অভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া উহা ভগবান নহে। এ বিষয়ে আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে, এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই। সাংখ্য যদি প্রধানকে ভগবানের বা পরমতত্ত্বের শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে আমাদের সহিত কোনও বিরোধ নাই।

ভিত্তি ঃ—

পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রদ্বয়।

সংশয় ঃ—ভাল, শরীরকে অব্যক্ত বলিতেছ, ব্যক্ত শরীরকে অব্যক্ত বলিবার কারণ কি? এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।২

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ॥ ১।৪।২

সূক্ষ্মং + তু + তদর্হত্বাৎ।

সূক্ষ্মং ঃ—সূক্ষ্ম শরীর—অব্যক্ত। **তু ঃ**—কিন্তু। **তদর্হত্বাৎ**—তাহাই পুরুষার্থ সাধনযোগ্য বলিয়া।

অব্যাকৃত (অপঞ্চীকৃত) ভূত-সূক্ষ্মই, সূক্ষ্ম শরীররূপে জীবাত্মার অনুগমন করে। এবং ইহা স্থূল দেহে পরিণত হইয়া জীবাত্মার ভোগসাধন করিয়া থাকে। রথ যেমন রথীর প্রয়োজন সম্পাদনক্ষম, এই সূক্ষ্ম অব্যাকৃত ভূত সূক্ষ্মাত্মক শরীরও জীবাত্মার প্রয়োজন-সাধন-ক্ষম।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের লিঙ্গ শরীরকে (সমষ্টিলিঙ্গ শরীর বা হিরণ্য-গর্ভ) অব্যক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

এতৎ ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্॥ ভাগঃ ২।১০।৩২
অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্বিশেষণম্।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্‌মনসঃ পরম্॥ ভাগঃ ২।১০।৩৩
স্থূল মুক্ত্বা সূক্ষ্মংসমষ্টিলিঙ্গ শরীরমাহ। (শ্রীধর)

ভগবানের স্থূলরূপ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ইহার বহির্ভাগ পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণে আবৃত আছে। ভাগঃ ২।১০।৩২

এই স্থূলরূপ ভিন্ন সূক্ষ্মরূপ লিঙ্গ শরীরও আছে। তাহা ঐ স্থূল শরীরের কারণস্বরূপ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহার কোনও বিশেষণ নাই, তাহা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় শূন্য, সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ অপক্ষয়াদি রহিত, এবং বাক্য মনের অগোচর। ভাগঃ ২।১০।৩৩

সমষ্টি লিঙ্গ-শরীর যখন অব্যক্ত, তখন ব্যষ্টি লিঙ্গ-শরীরকেও অব্যক্ত বলা দোষাবহ নহে।

ভিত্তি ঃ—

১।৪।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র দুইটি।

সংশয় ঃ—যদি ভূত-সূক্ষ্মকেই "অব্যক্ত" বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহা হইলে সাংখ্যোক্ত প্রধানের প্রতি এত বিদ্বেষ কেন? তাহাকে "অব্যক্ত" বলিতে বাধা কি? এবং শ্রুতি সেই প্রধানকে লক্ষ্য করিয়া "অব্যক্ত" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ অর্থগ্রহণ করিতেই বা আপত্তি কি? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।৩

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ১।৪।৩

তদধীনত্বাৎ + অর্থবৎ।

তদধীনত্বাৎ ঃ—তাঁহার অর্থাৎ অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত পরমাত্মার অধীনতা হেতু। **অর্থবৎ ঃ—**সার্থক—উপাসনারূপ প্রয়োজনসম্পাদক হয়।

আমরা বেদান্তবাদী আত্মা, শরীর—রথী রথাদিরূপে কল্পনা করিয়া সমুদায় অন্তর্য্যামীরূপ পরমাত্মার অধীন বলিয়া উপাসনা কার্য্যে সার্থক, এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি। সাংখ্যও ত প্রধানকেই উপাদান কারণরূপে বলেন, কিন্তু পরমাত্মার অধীন বলিয়া স্বীকার করেন না, এই জন্যই আপত্তি। আমরা অব্যক্ত—ভূত-সূক্ষ্ম ও তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণাম সমূহ অস্বীকার করি না, পরন্তু তাহারা পরম পুরুষের শরীর স্থানীয়। প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্তই তদাত্মক—এবং সেই ভাবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া নিজেদের সার্থকতা সম্পাদন করে।

স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মমচেশ্বরঃ॥ ভাগঃ ২।৫।২০

সেই মায়া-শক্তি অঙ্গীকারী ভগবান্ অধোক্ষজ আমার এবং সকলের ঈশ্বর। জীবের উপাধিস্বরূপ গুণত্রয় দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না, কেবল তাঁহার ভক্তগণই তাঁহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন। ভাগঃ ২।৫।২০

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥ ভাগঃ ২।৫।২১

১।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

এখানে স্পষ্ট "মায়েশ" শব্দ ব্যবহারে, মায়া তাঁহার অধীন বলা হইল।

তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ॥ ভাগঃ ২।৫।৩৩

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ভাগঃ ২।৬।৩০

তাঁহারই নিয়োগে আমি ব্রহ্মা, বিশ্বসৃজন করি। তাঁহার বশে রুদ্র ইহার সংহার করেন। তিনি মায়াশক্তিধারী বিষ্ণুরূপে ইহার পালন করেন। ভাগঃ ২।৬।৩০

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাৎ দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্॥ ভাগঃ ১০।৮৫।৬

বিশ্বস্রষ্টা সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভাদির যে সকল শক্তি, তৎসমুদায়ই পরমেশ্বরের শক্তি। সকলই ঈশ্বরপরতন্ত্র, এবং চেতন স্বরূপ ঈশ্বর হইতে অচেতনরূপে বিসদৃশ এবং পরমেশ্বরের সত্তাতেই তাহাদিগের চেষ্টাদি ব্যাপার হয়। যেমন চেতন মানবকর্ত্তৃক প্রযুক্ত বাণ লক্ষ্যবেধ করিতে পারে, সেইরূপ চেতন ঈশ্বর হইতে বিসদৃশ অর্থাৎ অচেতন প্রাণাদিও ঈশ্বর—শক্তিতে শক্তিমান হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়॥ ভাগঃ ১০।৮৫।১৫

সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। ভাগঃ ২।৬।১৫

১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিজঋষভ স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্।
স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া যঃ স্বয়ৈতৎ।
সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো।
বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎপরৈরাত্মলভ্যঃ॥ ভাগঃ ১২।১১।২১

স্বয়া স্বগতয়া স্বশক্ত্যা।

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥ ভাগঃ ৩।২৬।৪

১।৩।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।

মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৫

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।

পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৬

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ৩।৫।২৫-২৬ শ্লোকের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভবায় নাশায় চ কর্ম্ম কর্ত্তুং শোকায় মোহায় সদাভয়ায়।

সুখায় দুঃখায় চ দেহযোগমব্যক্তদিষ্টং জনতাঙ্গ ধত্তে ॥

ভাগঃ ৫।১।১৩

দেহযোগে তাবৎ পারতন্ত্র্যং প্রসিদ্ধং।

অব্যক্তেন ঈশ্বরেণ দিষ্টং দত্তং…॥ (শ্রীধর)

হে প্রিয়ব্রত! জীব সকল জন্ম মৃত্যু, শোক মোহ ভয় সুখ দুঃখ এই সকলের নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে পরমেশ্বর দত্ত দেহযোগ সর্ব্বদাই ধারণ করে। তাহা অন্যথা করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। ভাগঃ ৫।১।১৩

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, **কঠোক্ত 'অব্যক্ত' সর্ব্ব প্রকারে—ভগবানের অধীন, সুতরাং ইহা সাংখ্যের প্রধান নহে।**

ভিত্তি ঃ ১।৪।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র দুটি।

সূত্র ঃ—১।৪।৪

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥

জ্ঞেয়ত্ব + অবচনাৎ + চ

জ্ঞেয়ত্ব ঃ—জানিবার বিষয়। **অবচনাৎ ঃ**—অনুক্তি হেতু। **চ ঃ**—ও।

সাংখ্য ত্রিতাপ জ্বালা নাশের জন্য ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ এই তিনের জ্ঞানই প্রয়োজন (ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ) বলিয়াই শাস্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং সাংখ্য শাস্ত্রানুসারে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে 'অব্যক্তের' জ্ঞান প্রয়োজন—অন্য কথায় অব্যক্ত মুমুক্ষুর জ্ঞেয়। যদি সাংখ্যোক্ত প্রধানই শ্রুতিতে 'অব্যক্ত' শব্দের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, তাহার জ্ঞেয়ত্বও শ্রুতিতে উল্লিখিত হইত। কিন্তু তাহার জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ কোথাও নাই। অতএব, সাংখ্যোক্ত প্রধান শ্রুতিতে উল্লিখিত 'অব্যক্ত' নহে।

সর্গাদৌ প্রকৃতির্হ্যস্য কার্য্যকারণরূপিণী।
সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্ধত্তে পুরুষোঽব্যক্ত ঈক্ষতে ॥

ভাগঃ ১১।২২।১৬

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীভগবানের মায়াশক্তিকেই শ্রীমদ্‌ভাগবতে কোথাও কোথাও 'অব্যক্ত' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তাহা ১।৪।১ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু সেই মায়াকে জ্ঞেয় বলিয়া কোথাও উপদেশ নাই। বরং অন্য পক্ষে উপদেশ আছে যে, যখন ভক্ত সাধনায় অগ্রসর হয়, তখন মায়া তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে না, এবং যখন এই মায়া তিরোহিত হয়, তখনই ব্রহ্মদর্শন হয়, তখনই জীব স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপে অবস্থান লাভ করে।

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥ ভাগঃ ১।৩।৩৩

১।৩।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ॥ ভাগঃ ১।৩।৩৪

১।২।৩২ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ ভাগঃ ২।৫।১৩

১।২।২০ সূত্রে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্ম, যাহা একমাত্র জিজ্ঞাসিতব্য, একমাত্রই জ্ঞেয়, তাঁহার কাছে মায়া বা প্রকৃতি লজ্জায় সম্মুখে যাইতে পারে না। সুতরাং তাহা যে জানিবার যোগ্য নহে, ইহা আর বলিবার প্রয়োজন কি?

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ
পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে
চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং
বিশোকম্॥ ভাগঃ ২।৭।৪৬

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ না থাকার হেতু, অধিকন্তু মুমুক্ষুর প্রতি প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার উপদেশ থাকা হেতু, 'অব্যক্ত' শব্দ দ্বারা অভিপ্রেত বস্তু সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।

ভিত্তি ঃ—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং

তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং

নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।। কঠঃ ১।৩।১৫

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বর্জ্জিত, আদি, অন্ত ও ব্যয় রহিত, মহতত্ত্বেরও পরবর্ত্তী এই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায়।

সংশয় ঃ—এই ত, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি অব্যক্তেরই উপাসনার বিধান করিতেছেন। উপাস্য বলা ও জ্ঞেয় বলা ত একই? আরও, উক্ত কঠঃ ১।৩।১৫ মন্ত্র অব্যক্ত শ্রুতিমন্ত্রের অর্থাৎ কঠঃ ১।৩।১১ মন্ত্রের অল্প পরেই দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, মহত্তত্ত্বের পর, প্রভৃতি যে সমুদায় বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, সে সমুদায়ই সাংখ্যোক্ত প্রধানে প্রযোজ্য। অতএব, তোমার সিদ্ধান্ত সমীচীন হইল কৈ? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—প্রথমাংশে আপত্তি ও শেষাংশে সমাধান।

সূত্র ঃ—১।৪।৫

বদতীতি চেৎ, ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ॥ ১।৪।৫

বদতি + ইতি + চেৎ + ন + প্রাজ্ঞঃ + হি + প্রকরণাৎ।

বদতি ঃ—বলেন। **ইতি ঃ—**ইহা। **চেৎ ঃ—**যদি। **ন ঃ—**না। **প্রাজ্ঞ ঃ—**পরমাত্মা। **হি ঃ—**নিশ্চয়ই। **প্রকরণাৎ ঃ—**যেহেতু পরমাত্মারই প্রকরণ বা প্রস্তাব।

যদি শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি অনুসারে আপত্তি কর যে, উক্ত শ্রুতি প্রধানকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর এই যে, তাহা নহে; প্রকরণ পরমাত্মা সংক্রান্ত। কঠ শ্রুতির ১।৩।৯ ও ১।৩।১২ মন্ত্রই তাহার প্রমাণ।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ।

সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ কঠঃ ১।৩।৯

এষঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ কঠঃ ১।৩।১২

যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে (বা বুদ্ধিকে) সারথি এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম)

রূপে ব্যবহার করেন, সেই ব্যক্তি সংসার রূপ পথের পারে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। কঠঃ ১।৩।৯

সমুদায় ভূতের অন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত এই আত্মা প্রকাশ পান না, সূক্ষ্মদর্শিগণ—সূক্ষ্ম একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা—ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

কঠঃ ১।৩।১২

শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'অব্যক্ত' শব্দ যে পরমাত্মা শ্রীভগবানে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা ১।৪।১ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। সেখানে উদ্ধৃত ৮।৩।২১, ৮।৫।১৮, ১০।৯।১২, ১১।১২।১৮, ৩।১০।১২, ১১।২২।১৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। আরও কয়েকটি শ্লোক নীচে দেওয়া গেল। ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, 'অব্যক্ত' শব্দের ওতপ্রোতভাবে পরমাত্মবোধক, নির্গুণ, অজ, ভগবান্, প্রকৃতির পর, আত্মা, পুরাণ পুরুষ, ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতেই স্পষ্টই প্রতিপাদিত হয় যে, 'অব্যক্ত' প্রধান নহে, পরমাত্মাই।

নির্গুণোঽপি হ্যজোঽব্যক্তো ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বমায়াগুণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাং গতঃ॥ ভাগঃ ৭।১।৬
ব্যক্তং বিভোঃ স্থূলমিদং শরীরং যেনেন্দ্রিয় প্রাণ মনো গুণাংস্ত্বং।
ভুঙ্ক্ষে স্থিতো ধামনি পারমেষ্ঠ্যে অব্যক্ত আত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ॥

ভাগঃ ৭।৩।২৯

ভগবান্, অজ, নির্গুণ, প্রকৃতির পর, এবং অব্যক্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদির নিমিত্তভূত দেহেন্দ্রিয়াদি রহিত। কিন্তু এরূপ হইয়াও স্বীয় মায়ার যে গুণ সত্ত্বাদি, তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া বাধ্যদিগের প্রতি বাধকতা প্রাপ্ত হয়েন, অথবা, দেবাসুরাদির পরস্পর যে বাধ্যবাধকতা, তাহার হেতু হয়েন। ৭।১।৬

হে বিভো! এই ব্রহ্মাণ্ড আপনার স্থূল শরীর সত্য, এবং এই শরীর দ্বারা আপনি ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের বিষয় সকল ভোগ করিয়া থাকেন, ইহাও সত্য। কিন্তু সর্ব্বদা পরমৈশ্বর্য্যরূপ স্ব স্বরূপেই অবস্থিত আছেন, এবং ঐ স্বরূপে অবস্থান করিয়াই ঐ সকল ভোগ করেন, কারণ, আপনি অব্যক্ত, আত্মা ও পুরাণ পুরুষ। ৭।৩।২৯

অতএব কঠমন্ত্রোক্ত 'অব্যক্ত' সাংখ্য কথিত প্রধান নহে।

ভিত্তি ঃ—

কঠশ্রুতির যম-নচিকেতোপাখ্যান। যম নচিকেতাকে তিনটি বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় নচিকেতা, প্রথম বরে তাঁহার পিতার চিত্তপ্রসন্নতা দ্বিতীয় বরে স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যার উপদেশ এবং তৃতীয় বরে আত্মাবিষয়ক জ্ঞানোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। এই তিনটি বরে তিনটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, এবং ইহাদের মধ্যে কোনটিতেই পরোক্ষভাবেও সাংখ্যোক্ত প্রধান সম্বন্ধে কোনও উপদেশ প্রার্থনা করা হয় নাই। সুতরাং এই তিন প্রশ্নের উত্তরের উপর যখন সমুদায় কঠশ্রুতির মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহাতে সাংখ্যোক্ত প্রধান সম্বন্ধে কোনও কথা থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং উহাতে যে 'অব্যক্ত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার লক্ষ্য প্রধান নহে।

সূত্র ঃ—১।৪।৬

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ১।৪।৬

ত্রয়াণাং + এব + চ + এবং + উপন্যাসঃ + প্রশ্নঃ + চ।

ত্রয়াণাং ঃ—তিন বিষয়ের। **এব ঃ**—অবধারণে। **চ ঃ**—ও। **এবং ঃ**—এই প্রকার। **উপন্যাসঃ ঃ**—উল্লেখ। **প্রশ্ন ঃ**—প্রশ্ন। **চ ঃ**—ও।

যখন সাংখ্যোক্ত প্রধান সম্বন্ধে নচিকেতা কোনও উল্লেখ বা প্রশ্ন করেন নাই, তখন যমের সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলা উন্মাদের প্রলাপ মত হইবে। অতএব, 'অব্যক্ত' শব্দ নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃত হইলেও, উহা প্রধানকে প্রতিপাদন করে না।

ভিত্তি ঃ—

১।৪।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত কঠশ্রুতির দুটি মন্ত্র।

সূত্র ঃ—১।৪।৭

মহদ্বচ্চ ॥ ১।৪।৭

মহদ্বৎ + চ।

মহদ্বৎ ঃ—মহত্তত্ত্বের ন্যায়। **চ** ঃ—ও।

কঠশ্রুতির ১।৩।১০ মন্ত্রে "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা উৎকৃষ্ট" বলায় যেমন আত্মশব্দের সহিত অভেদ প্রয়োগ থাকায় "মহৎ" শব্দে সাংখ্যোক্ত "মহত্তত্ত্বে"র গ্রহণ হয় নাই, সেইরূপ "অব্যক্ত"কে "মহান্ আত্মা হইতে উৎকৃষ্ট" বলায় "অব্যক্ত" শব্দে সাংখ্যোক্ত প্রধানের গ্রহণ হইতে পারে না। "মহৎ" শব্দ যে সাংখ্যোক্ত "মহত্তত্ত্বে"র প্রতিশব্দ নহে, উহা যে মায়াশক্তিতে শ্রীভগবানের অর্পিত চিদাভাস, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্যবান্ ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৬
ততোঽভবন্মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কালচোদিতাৎ।
বিজ্ঞানাত্মাত্মদেহস্থং বিশ্বং ব্যঞ্জংস্তমোনুদঃ ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৭
আত্মাংশভূতেন পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ।
বীর্য্যং—চিদাভাসং। বীর্য্যবান্—চিচ্ছক্তিযুক্তঃ। (শ্রীধর)
ভাগঃ ৩।৫।২৬

বিজ্ঞানাত্মা—সত্ত্বপ্রধানত্বাৎ—স মহান্ সত্ত্বাংশ প্রাধান্যেন বিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপঃ সর্ব্বদেহেষু চিত্তরূপেণ যোঽংশেন বর্ত্তত ইতি ॥ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) ভাগঃ ৩।৫।২৭

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহাদের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥ ভাগঃ ৩।২৬।১৮
দৈবাৎ—জীবাদৃষ্টাৎ (শ্রীধর)
বীর্য্যং—চিচ্ছক্তিং—জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যং।
হিরণ্ময়ং—প্রকাশবহুলং ॥ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

১।৩।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, "মহত্তত্ত্ব" সাংখ্যোক্ত জড় মহৎ নহে। শ্রীভগবানের মায়াশক্তিতে তাঁহারই অর্পিত চৈতন্যাংশ। মায়াশক্তিও তাঁহার এবং চৈতন্যাংশও তাঁহার। অতএব, "মহৎ" তাঁহা হইতে পৃথক নহে। এজন্য শ্রুতিতে "মহান্ আত্মা" উক্ত হইয়াছে। এই সমষ্টি "মহান্ আত্মা" বা মহত্তত্ত্বই, হিরণ্যগর্ভ। তিনিই ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ দেন, এবং বেদতত্ত্ব ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। এজন্যই "মহান্" শ্রীভগবান্ হইতে অভেদভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতে অনেক স্থানে উল্লিখিত আছে। দুই একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

কূটস্থ আত্মা পরমেষ্ঠ্যজো মহাংস্ত্বং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা ॥

ভাগঃ ৭।৩।২৭

১।২।৬ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবং।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তিব্র্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ।

ভাগঃ ১১।৩।৩৮

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ১২৫ পৃষ্ঠায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

১১।৩।৩৮

শ্রীমদ্‌ভাগবতে "মহৎ" কখনও কখনও জীববাচক রূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব "মহৎ" সাংখ্যোক্ত "মহৎ" নহে। সেইরূপ "অব্যক্ত"ও সাংখ্যোক্ত "প্রধান" নহে।

দেহেন্দ্রিয় প্রাণ মনোঽভিমানো জীবোঽন্তরাত্মা গুণকর্ম্মমূর্ত্তিঃ।
সূত্রং মহানিত্যুরুধৈব গীতঃ সংসার আধাবতি কালতন্ত্রঃ ॥

ভাগঃ ১১।২৮।১৭

১।৩।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রুতিতে সাংখ্যোক্ত জড়প্রধান, মহৎ, বুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখমাত্র নাই। কিন্তু তা বলিয়া ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মশক্তিরূপে প্রকৃতি, এবং ব্রহ্মাত্মক মহৎ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়াছে। তাহারা সকলেই ব্রহ্মের শক্তি, এবং ব্রহ্মের কার্য্য-মূর্ত্তি। সাংখ্য যদি তাহা স্বীকার করেন. তাহা হইলে বিরোধ নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কপিলোক্ত সাংখ্য শ্রুতিসম্মত।

২। চমসাধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং
ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥ শ্বেতাঃ ৪।৫

এক অজ অর্থাৎ বদ্ধ জীব প্রীতি সহকারে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং নিজের অনুরূপ বহুতর প্রজাসৃষ্টিকারিণী এক অজার অনুসরণ করে, আবার অপর অজ পরমাত্মা ভুক্তোভোগা এই অজাকে পরিত্যাগ করে।

সংশয় ঃ—শ্রুতিতে যে অজার কথা উল্লেখ রহিয়াছে, উহা সাংখ্যোক্ত প্রধান বা প্রকৃতি নয় ত কি? সাংখ্যোক্ত প্রধান স্বতঃসিদ্ধা, সুতরাং অজা, সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, উহাই শ্রুতিতে শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণবর্ণরূপে কথিত হইয়াছে। কারণ, সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, শুক্লই উহার বর্ণ। রজোগুণ রাগাত্মক, সুতরাং লোহিতই ইহার উপযোগী বর্ণ; এবং তমঃ অজ্ঞানজ এবং মোহময়, কৃষ্ণই ইহার বর্ণ। সাংখ্যোক্ত প্রধানও নিজের অনুরূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমোময় ও তন্মিশ্র নানা প্রকার জীব সৃষ্টি করে, এবং জীব প্রীতি সহকারে সেই অজার অনুসরণ করে। তবে যাহার অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেইই ভুক্তোভোগা এই সাংখ্যোক্ত অজাকে পরিত্যাগ করে। অতএব শ্রুত্যুক্ত অজা সাংখ্যোক্ত প্রধানই। ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।৮

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ১।৪।৮
চমসবৎ + অবিশেষাৎ।

চমসবৎ ঃ—চমসের ন্যায় (চমস চলতি ভাষায় চামচ)। **অবিশেষাৎ ঃ—** বিশেষ না থাকায়।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রের "অজা" শব্দ যে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি অর্থে প্রযুক্ত, অন্য অর্থে নহে, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ঐ "অজা" শব্দ বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।২।৩ মন্ত্রে কথিত চমস শব্দের ব্যবহার অনুরূপ। "অর্ব্বাগিল শ্চমস উর্দ্ধবুধ্নঃ"—'অধো গভীর ও উর্দ্ধে উচ্চ-চমস' এতদ্দ্বারা নিশ্চয়ই বোঝা যায় না, যে অমুক বস্তুটি চমস। চলিত ভাষায় উহা চামচ, কিন্তু শ্রুতিতে যে সংজ্ঞা

দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উহা গিরিগুহা, গম্বুজ, মানুষের মস্তকও হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, বেদমন্ত্রে চমস শব্দের প্রকৃত কি অর্থ তাহা যেমন পরের মন্ত্রভাগে বুঝিতে পারা যায়—যথা, "ইদং তচ্ছিরঃ, এষ হ্যর্বাগ্বিল শ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" "এই মস্তকই চমস, কারণ ইহার অধোভাগ গভীর ও ঊর্দ্ধভাগ উচ্চ", শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৪।৫ মন্ত্রের পর "অজা"র, কোনও বিশেষ পরিচয় না থাকায়, উহা যে ব্রহ্মাত্মিকা অজা নহে, তাহা বলিবার কোনও হেতুই নাই। ইহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ মাত্রই এখানে গ্রহণীয়। ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণ, তাঁহার কোনও কারণ নাই, তিনি অজ, অতএব তাঁহার শক্তি, তাঁহা হইতে অভিন্ন হওয়ায়, সে শক্তিও অজা। অতএব "অজা" অর্থ ব্রহ্মের প্রকৃতি শক্তি, যাহা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলোক্ত সাংখ্যবর্ণনে তাহাই কথিত হইয়াছে :—

স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥ ভাগঃ ৩।২৬।৪

সূক্ষ্মাং—অব্যক্তাং। দৈবীং—দেবস্য বিষ্ণোঃ শক্তিং। (শ্রীধর)

১।৩।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞান গূহয়া॥ ভাগঃ ৩।২৬।৫

ঐ প্রকৃতি আপনার গুণদ্বারা আপনার সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ঐ পুরুষ জ্ঞানের আবরণরূপা অবিদ্যা দ্বারা সদ্য মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি সত্ত্বরজস্তমোময়ী। তাঁহার এই গুণের অনন্তপ্রকার তারতম্যানুসারে অনন্ত প্রকার ক্ষেত্র বা দেহ, প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। পুরুষ ঐ সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ, ভোক্তা রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ৩।২৬।৫

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিটি মানসনেত্রের সম্মুখে রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৬।৪ ও ৩।২৬।৫ শ্লোক দুটি রচনা করিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, "অজা" সাংখ্যোক্ত জড় প্রধান নহে।

যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥
ভাগঃ ১০।৩।৪৮

যখন বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন অজা, যিনি যোগমায়া, তিনি নন্দজায়া যশোদায় জন্মগ্রহণ করিলেন। ভাগঃ ১০।৩।৪৮

এখানে "অজা" ভগবানের সম্বিৎ শক্তি যোগমায়া।

অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাঽজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৩।৫৭

ব্রহ্মা "ইহা কি" এই বলিয়া আশ্চর্য্যপ্রকাশ করতঃ মুগ্ধ ও দর্শনাক্ষম হইলে, পরম অজ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজামায়ারূপ যবনিকা অপসারণ করিলেন। ভাগঃ ১০।১৩।৫৭

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪

জয় জয় জয় জহ্যজামজিত দোষ গৃভীতগুণাং......

ভাগঃ ১০।৮৭।১০

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া অজা অর্থাৎ মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতিপূর্ব্বক জন্ম মরণ-রূপ সংসার প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪

হে অজিত! আপনার জয় হউক। স্থাবর জঙ্গম শরীরধারী জীবগণের সম্বন্ধে স্বরূপাবরণার্থ গৃহীত গুণবিশিষ্ট অজা মায়াকে বিনাশ করুন। ভাগঃ ১০।৮৭।১০

ভাগবতের যে শ্লোকগুলি উপরে উদ্ধৃত হইল, সে সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যে 'অজা' ভগবানের স্বকীয়া শক্তিরূপা মায়ার সমপর্য্যায়ভুক্ত রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, ভগবান অনাদি বলিয়া অজ, সুতরাং তাঁহার শক্তিও নিত্য বলিয়া—অজা। সুতরাং **শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির উদ্ধৃত মন্ত্রে কথিত 'অজা' সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইল।**

ভিত্তি ঃ—

(১) য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্-বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥
শ্বেতাঃ ৪।১

দেব ঃ—দ্যোতন স্বভাবঃ, বিজ্ঞানৈকরসঃ (শঙ্কর)=স্বয়ং প্রকাশঃ।

এক অদ্বিতীয় ও স্বয়ং অবর্ণ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি রহিত হইয়াও) যে পরমাত্মা কোনও প্রয়োজনের বশবর্ত্তী না হইয়া স্বীয় বিচিত্র নানা শক্তি বলে সৃষ্টির প্রারম্ভে নানা বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি বিভাগ) বিধান করেন, এবং প্রলয়-কালে সংহার করেন, এবং মধ্যে স্থিতিকালে জগৎ যাঁহাতে স্থিতি লাভ করে, সেই স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা আমাদিগকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করুন।

(২) তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ শ্বেতাঃ ৪।২

সেই ব্রহ্মই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্র এবং জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগর্ভাত্মা, তিনিই জল এবং তিনিই প্রজাপতি।

তারপর তাহা হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই কুমার কুমারী, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, পশু, পক্ষী, মেঘ, ছয় ঋতু, সপ্ত সমুদ্র,—অর্থাৎ জগতের যা কিছু সব তিনিই, ইহা বলিয়া তারপর "অজামেকাং…" ইত্যাদি ৪।৫ মন্ত্রের উক্তি করিয়াছেন, এবং তারপর ৪।১০ মন্ত্রে বলিতেছেন যে, ৪।৫ মন্ত্রের কথিত "অজা"ই প্রকৃতি, তাহাই মায়া, এবং পরমেশ্বর মায়ী—মায়ার অধিপতি।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ শ্বেতাঃ ৪।১০

এই প্রকৃতি, মহেশ্বরের মায়াশক্তি, তিনি মায়েশ, এবং পরমেশ্বরের অবয়ব-রূপ দেহেন্দ্রিয় সমষ্টি দ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। অতএব উপক্রমে স্বয়ম্প্রকাশ 'দেব' শব্দের উল্লেখ ও উপসংহার আলোচনা করিলে "অজা" ব্রহ্মশক্তি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।৯

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে॥ ১।৪।৯

জ্যোতিরুপক্রমাঃ + তু + তথা + হি + অধীয়ত + একে।

জ্যোতিরুপক্রমাঃ ঃ—জ্যোতিঃ ব্রহ্ম উপক্রম কারণ যাহার—ব্রহ্মই কারণস্বরূপ। **তু** ঃ—কিন্তু। **তথা** ঃ—সেইরূপ। **হি** ঃ—নিশ্চয়। **অধীয়ত** ঃ—অধ্যয়ন করে। **একে** ঃ—এক শাখীরা।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাঃ ৪।১ মন্ত্রে 'দেব' পদ ব্যবহারে ব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ বলা হইয়াছে।

জ্যোতিঃ যে ব্রহ্ম তাহা ১।১।২৫ ও ১।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণোপনিষদে ১২।১ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম অণু হইতে অণুতম এবং মহৎ হইতেও মহত্তম, তিনি প্রাণীগণের হৃদয়গুহায় অবস্থান করেন, তাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি), সপ্ত ভুবন, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে। এবং তাঁহা হইতেই অজার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সেই অজাই ১।৪।৮ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতএব, অজা যে ব্রহ্মাত্মিকা, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

উপরে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৪।১০ মন্ত্র মনে রাখিয়া ব্যাসদেব শ্রীমদ্-ভাগবতের ২।৫।২১ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। শ্লোকটি ১।৪।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানেও বুঝিবার সৌকর্য্যার্থে পুনরায় উদ্ধৃত করা গেল। ইহার মর্ম্ম সেইখানেই দেওয়া হইয়াছে।

> **কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।**
> **আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥** ভাগঃ ২।৫।২১

১।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত ১।৪।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১২।১১।২১ ও ৩।৫।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তিনি যে প্রকৃতি প্রবর্ত্তক, তাহা পরবর্ত্তী ১০।১৬।৪০ শ্লোকে প্রতীয়মান হইবে।

> **নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।**
> **ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে॥** ভাগঃ ১০।১৬.৩৯

হে ভগবন্, আপনি অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকল দেহে অন্তর্য্যামী রূপে বর্ত্তমান ও মহাত্মা, কিন্তু তাহা হইলেও অপরিচ্ছিন্ন, যে হেতু আপনি আকাশাদি ভূতেরও আশ্রয়, এবং সকলের আদিতে বর্ত্তমান ও সকলের কারণ, কিন্তু স্বয়ং কারণাতীত। ভাগঃ ১০।১৬।৩৫

> **জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।**
> **অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ॥** ভাগঃ ১০।১৬।৪০

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। প্রাকৃতায়—প্রকৃতি প্রবর্ত্তকায় (শ্রীধর)।

ভূ, তোয়, অগ্নি, মন, ইন্দ্রিয়, অজা প্রভৃতি সমুদায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন।

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদির্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥

ভাগঃ ১০।৪০।২

হে ভগবন্! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মনঃ, ইন্দ্রিয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সর্ব্বদেবতা, এবং যে সকল পদার্থ এই জগতের হেতু, তৎসমুদায় আপনার শ্রীমূর্ত্তি হইতে উৎপন্ন।

ভাগঃ ১০।৪০।২

অজা যে ব্রহ্মাত্মিকা ব্রহ্মশক্তি তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল। আর বেশী শ্লোক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

ভিত্তি ঃ—

অস্মান্‌মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥

শ্বেতাঃ ৪।৯

এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সেই মায়াধীশ ঈশ্বর ইহা হইতেই সৃষ্টি করেন এবং তাহাতে অন্য (জীব) মায়া দ্বারা বদ্ধ।

সংশয় ঃ—ভাল, জ্যোতিরুপক্রমা অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপন্না লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপা এই প্রকৃতির অজাত্ব অর্থাৎ জন্মহীনত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে? একবার বলিতেছ, অজা, একবার বলিতেছ ব্রহ্মকারণ সম্ভূতা, এই প্রকার বলায় যে পরস্পর বিরোধ বর্ণনা হইতেছে, তাহা কি বুঝিতেছ না ? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।১০

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১।৪।১০

কল্পনা + উপদেশাৎ + চ + মধ্বাদিবৎ + অবিরোধঃ ।

কল্পনা ঃ—কল্পনং—কৢপ্তি—সৃষ্টি—জগৎসৃষ্টি। **উপদেশাৎ ঃ**—উপদেশ হেতু। **চ ঃ**—ও। **মধ্বাদিবৎ ঃ**—আদিত্য মধু ইত্যাদির ন্যায় (মধুবিদ্যায় কথিত ছান্দোগ্য ৩।১।১)। **অবিরোধঃ ঃ**—বিরোধাভাব।

মায়ী ঈশ্বর ইহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি করেন, এইরূপ উপদেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃতির দুইটি অবস্থা, একটি কার্য্যাবস্থা, যখন জগৎসৃষ্টিতে নিযুক্তা তখন তিনি ব্রহ্ম হইতে সম্ভূতা, আবার যখন প্রকৃতির কারণাবস্থা, অর্থাৎ শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবিনাভাবে অবস্থান করেন, তখন তিনি অজা, অতএব ইহাতে কানও বিরোধ নাই। যেমন মধুবিদ্যায় (ছান্দোগ্য ৩।১।১) উক্ত হইয়াছে যে, "আদিত্য দেবমধু"—বাস্তবিক ত আদিত্য মধু নয়, তবে মধুর ন্যায় উপভোগ্য এবং তাহাও কার্য্যাবস্থায়, এজন্য দেবমধু বলায় দোষ নাই। কারণাবস্থায় তিনিই "উদয়াস্তবিহীন"। "তত উর্দ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব" (ছাঃ ৩।১১।১) এক শ্রুতিতেই কার্য্যাবস্থা ও কারণাবস্থা লক্ষ্য করিয়া যেরূপ দুইপ্রকার বলায় বিরোধ হয় নাই, সেই প্রকার অজা ও জ্যোতিরুপক্রমা বলায় বিরোধ হয় নাই।

ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শক্তি কখনও অনভিব্যক্ত থাকে, তখন শক্তির কারণাবস্থা, আর যখন অভিব্যক্ত হয়, তখন ইহার কার্য্যাবস্থা। কারণাবস্থায় শক্তি শ্রীভগবানে অবিনাভাবে বিদ্যমান, তখন শ্রীভগবান হইতে

অভিন্না, তখন অজা, আর যখন কার্য্যাবস্থায় প্রকটিতা, তখন ব্রহ্মকারণ সম্ভবা। অতএব ইহাতে কোন বিরোধ নাই।

অগজ্জগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে।
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।১৪

হে অখিল শক্ত্যববোধক! স্থাবর জঙ্গম প্রাণিবর্গের অবিদ্যানাশ কারণ আপনি অখণ্ডৈকরস হইয়াও যখন সৃষ্টির সময়ে মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদ সকল তখনই আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। ভাগঃ ১০।৮৭।১

এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা ধারণা করা প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মের একপাদ মাত্রেই অর্থাৎ অতি অল্পাংশেই সৃষ্টি, এবং ত্রিপাদে স্বরূপে অবস্থিতি, সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তিরূপা প্রকৃতির অতি অল্পাংশেই প্রপঞ্চ জগৎ, এবং অধিকাংশ ব্রহ্মে শক্তিরূপে অবিনাভাবে স্থিতি। ইহা আমরা পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতেও বুঝিতে পারি। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূতের অতি অল্পাংশই জীব উদ্ভিদ্ প্রভৃতির শরীর এবং ভোগ্যরূপে পরিণত, অত্যধিক পরিমাণ ভূতরূপে অবস্থিত। সেইরূপ প্রকৃতির পাদ পরিমাণ মাত্রে প্রপঞ্চ জগৎ এবং ত্রিপাদ শক্তিরূপে গুণসাম্যে অবস্থিত। সুতরাং প্রকৃতি যুগপৎ কারণাবস্থায় ও কার্য্যাবস্থায় বর্ত্তমান। অতএব, তাঁহাকে "অজা" ও "জ্যোতিরুপক্রমা" বলায় দোষ নাই। 'পাদ' ব্যবহার ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য মাত্র। ব্রহ্ম যেমন অনন্ত সর্ব্বব্যাপী,—তাহার শক্তিও সেইরূপ। ব্রহ্মে পাদ ব্যবহার যেমন ঔপচারিক মাত্র এবং উহা বোধ সৌকর্য্যার্থ করা হয়। তাঁহার স্বকীয়া-শক্তিরূপা প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৩। সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেবং মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ ॥

বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৭

পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাঁহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করিও। যিনি এই অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। (বৃহঃ ৪।৪।১৭)

সংশয় ঃ—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে পাঁচটি পঞ্চজন কথিত আছে, তাহা হইলে ত পাঁচে পাঁচে পঁচিশ হয়। ইহাই ত সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ, মোট পঁচিশটি তত্ত্ব। এই প্রকার সন্দেহ কল্পনা করিয়া তাহা নিরসনের সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।১১

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানা ভাবাতিরেকাচ্চ ॥ ১।৪।১১

ন + সংখ্যা + উপসংগ্রহাৎ + অপি + নানাভাবাৎ + অতিরেকাৎ + চ।

ন ঃ—না। **সংখ্যা ঃ**—সংখ্যা। **উপসংগ্রহাৎ ঃ**—গ্রহণের জন্য (সাংখ্যোক্ত পঁচিশ সংখ্যা গ্রহণ জন্য)। **অপি ঃ**—ও। **নানাভাবাৎ ঃ**—পার্থক্য বশতঃ। **অতিরেকাৎ ঃ**—আধিক্য হেতু। **চ ঃ**—ও।

যদিও তর্কের অনুরোধে ধরিয়া লওয়া যায় যে, "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" অর্থ পঁচিশ জন, তাহা হইলেও তাহার বেশী অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত পঁচিশ তত্ত্বের বেশী আকাশ ও আত্মা রহিয়াছে, সুতরাং মোট সাতাশ হয়। অতএব, সাংখ্যোক্ত পঁচিশের সহিত ঐক্য হইতেছে না।

বিশেষতঃ "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" অর্থ পঁচিশই নহে। ইহার অর্থ পঞ্চজন পাঁচটি, যেমন সপ্তর্ষি সাত জন বলা যায়। অর্থাৎ সাতজনের মধ্যে প্রত্যেককেই সপ্তর্ষি বলা যায় ইহাও সেইরূপ। আরও এক কথা, যদি "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" অর্থ সাংখ্যোক্ত পঁচিশ তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে আকাশ ত তাহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আবার 'আকাশ' তাহার পরে শ্রুতিতে থাকিবে কেন? "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" অর্থ কি, তাহা পরের সূত্রে বিবৃত হইবে।

ভিত্তি :—

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো যে মনো বিদুঃ॥ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৮)

পণ্ডিতগণ তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন, মনের মনঃ বলিয়া জানেন। (বৃহঃ ৪।৪।১৮)

সূত্র :—১।৪।১২

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ॥ ১।৪।১২

প্রাণাদয়ঃ + বাক্যশেষাৎ।

প্রাণাদয়ঃ :—প্রাণ প্রভৃতি। **বাক্যশেষাৎ** :—বাক্য শেষ হইতে জানা যায়।

১।৪।১১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রের পরমন্ত্রই এই সূত্রের উপরে উদ্ধৃত হইল। এই মন্ত্র মাধ্যন্দিন শাখীদিগের পাঠে আছে।

অতএব, "পঞ্চজনাঃ" পদের অর্থ (১) প্রাণ, (২) চক্ষুঃ, (৩) শ্রোত্র, (৪) অন্ন, (৫) মনঃ। ইহাদের প্রত্যেকটিকে শ্রুতি পঞ্চজন আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন, যেমন সপ্তর্ষিগণের প্রত্যেক ঋষিকে সপ্তর্ষি বলা যায়।

একোঽদ্বিতীয়ো বচসাং বিরামে যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥
ভাগঃ ১১।২৮।৩৬

দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন, সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৬

এক, অদ্বিতীয়, বাক্যের অগোচর, তাঁহার দ্বারাই প্রেরিত হইয়া, বাক্য ও প্রাণ বিচরণ করে। ভাগঃ ১১।২৮।৩৬

হে নরেন্দ্র! দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, যাঁহার দ্বারায় সঞ্জীবিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরতত্ত্ব জানিও। ভাগঃ ১১।৩।৩৬

বৃহদারণ্যক শ্রুতির—৪।৪।১৭ মন্ত্রে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ"-র উল্লেখ করিয়াই শ্রুতি পরমন্ত্রেই (৪।৪।১৮) উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" পদের অর্থ পঁচিশ নহে। এ কারণ পূর্ব্বসূত্রে যে সংশয় ও আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহার কোন হেতু নাই।

[**মন্তব্য** :—(১) প্রাণ, (২) চক্ষু, (৩) শ্রোত্র, (৪) অন্নঃ, (৫) মনঃ এই পাঁচটির প্রত্যেককে "পঞ্চজনাঃ" বলা হইয়াছে কেন, সে রহস্য উদ্ঘাটন দুষ্কর। তবে

মনে হয় যে, প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ভেদে পাঁচ প্রকার। এ কারণ প্রাণকে যে "পঞ্চজনাঃ" বলা হইয়াছে। চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রত্যেকেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপলক্ষণে গৃহীত হওয়ায়, প্রত্যেককে পঞ্চজনাঃ বলা অসম্ভব নহে। অন্ন—চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চারি প্রকার ও সাধারণ অন্ন লইয়া পাঁচ প্রকার হইতেছে—এ কারণ "পঞ্চজনাঃ" বলা হইতে পারে। আর মনঃ—চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহংকার এই চারি এবং জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় সমষ্টিভাবে ১টি, পাঁচটি হইয়াছে কি? মনঃ—জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের অধিপতি বলিয়া এবং উহা অনেক স্থানে, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহংকারের উপলক্ষণে কথিত হয় বলিয়া, মনঃ সকলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।]

ভিত্তি ঃ—

তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্ ॥

বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৬

সংশয় ঃ—

মাধ্যন্দিন শাখীদের পাঠে ১।৪।১২ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র আছে বটে, কিন্তু কাণ্ব শাখীদের পাঠে ত নাই। তাহাদের সম্বন্ধে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" মিলাইবে কি করিয়া? তাহাদের ৪।৪।১৮ মন্ত্রে কেবল প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনের উল্লেখ আছে মাত্র। চারিটি বই পাঁচটি ত হয় না। ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।১৩

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১।৪।১৩

জ্যোতিষা + একেষাম্ + অসতি + অন্নে।

জ্যোতিষা ঃ—জ্যোতিঃ দ্বারা। **একেষাং ঃ**—অন্যদিগের অর্থাৎ কাণ্ব-শাখীদিগের। **অসতি ঃ**—না থাকায়। **অন্নে ঃ**—অন্ন।

কাণ্বশাখীদিগের মন্ত্রে অন্নের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ৪।৪।১৭ মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বে ৪।৪।১৬ মন্ত্রে "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" উল্লেখ আছে। সেই মন্ত্র হইতে জ্যোতিঃ ও ৪।৪।১৮ মন্ত্র হইতে প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনঃ লইয়া পাঁচই হইতেছে।

কাণ্বশাখীদের পাঠে 'জ্যোতিঃ' পদের অর্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করা হইয়াছে। কারণ 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পদের অর্থ জ্যোতিগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, ইহা পরমাত্মাতেই সিদ্ধ হয়। মাধ্যন্দিনশাখীদের ৪।৪।১৮ মন্ত্রের সহিত, তাহা হইলে উহার বেশ সঙ্গতি হয়। কারণ, (১) জ্যোতি ত সাক্ষাৎ ভাবে দর্শনেন্দ্রিয়ের বোধক, (২) প্রাণ অর্থাৎ বায়ু তাহা হইতে স্পর্শ শক্তির বোধক ত্বগিন্দ্রিয় বুঝাইতেছে, (৩) শ্রোত্র, (৪) চক্ষুঃ ত উক্ত মন্ত্রে বর্তমানই আছে। (৫) অন্ন অর্থ পৃথিবী—তাহা হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় বুঝাইতেছে, এবং মনঃ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রভু। সুতরাং "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ"—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ এবং আকাশ, অর্থাৎ আকাশ উপলক্ষিত ভূতগণ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত, এই অর্থ ৪।৪।১৭ মন্ত্রের সঙ্গত অর্থ হইতেছে। অতএব, উক্ত মন্ত্র সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের দ্যোতক নহে।

৪। কারণত্বাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

(১) তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশ সম্ভূতঃ ॥

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।১।৩)

সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল।

(২) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ (ছাঃ ৬।২।১)

হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে সৎস্বরূপেই ছিল।

(৩) অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত (তৈত্তিঃ

আনন্দঃ ২।৭)

এই জগৎ অগ্রে অসৎই ছিল। তাহা হইতে সৎ জাত হইল।

(৪) অসদেব ইদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ। (ছাঃ ৩।১৯।১)

এই জগৎ অগ্রে অসৎ-ই ছিল। তাহা হইতে সৎ হইল।

(৫) সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি

প্রাণমভ্যুজ্জিহতে। (ছাঃ ১।১১।৫)

স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত ভূতই প্রাণে বিলীন হয়—আবার উৎপত্তিকালে প্রাণ লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৬) তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে।

(বৃহঃ ১।৪।৭)

এ জগৎ তখন অব্যাকৃত ছিল, সেই অব্যাকৃতই নামরূপে ব্যাকৃত হইল।

সংশয় :—পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন, পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছ যে, একমাত্র ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টির কারণ এবং ব্রহ্মই সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং তাঁহাতেই সমুদায় বেদান্তের তাৎপর্য্য, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ-যোগ্য নহে। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রসকলে বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কথিত থাকায় ব্রহ্মই একমাত্র কারণ, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।৪।১৪

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১।৪।১৪

কারণত্বেন + চ + আকাশাদিষু + যথা + ব্যপদিষ্ট + উক্তেঃ ॥

কারণত্বেন ঃ—কারণ রূপে। **চ ঃ**—ও। **আকাশাদিষু ঃ**—আকাশ প্রভৃতিতে। **যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ঃ**—অবধারিত সর্ব্বজ্ঞত্বাদির উক্তি হেতু।

"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল" (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ১), আকাশাদি পদযুক্ত বাক্যে ব্রহ্মকারণত্ব স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল স্থানে ব্রহ্মশব্দ নাই, সে সকল স্থলেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান রূপে অবধারিত ব্রহ্মই জগৎকারণ বুঝিতে হইবে। 'সৎ', 'প্রাণ', 'অব্যাকৃত প্রকৃতি' যাহাই জগৎ কারণরূপে কথিত হউক না কেন, তাহা হয় ব্রহ্মের বাচক অথবা ব্রহ্মশক্তিতে ক্রিয়াশীল। তৈত্তিরীয় আনন্দবল্লীর ৭ মন্ত্রে যে 'অসৎ'-এর উল্লেখ আছে, তাহা 'সূক্ষ্ম' অর্থে প্রযোজ্য অর্থাৎ অনভিব্যক্ত অবস্থায় অসৎ স্বরূপে বা সূক্ষ্মভাবে ছিল। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৯।১ মন্ত্রে যে অসতের উল্লেখ আছে, তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত জগৎকারণ নহে, উহা বিভিন্ন মতের উক্তি মাত্র এবং শ্রুতি তাহার প্রতিষেধ করিয়া সৎই জগৎকারণ এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কোনও কারণ নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহা বহুস্থানে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বে যে সমুদায় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই ইহা প্রতিপন্ন করিবে। নিম্নে কয়েকটি মাত্র উঠান গেল।

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তিস্তয়া রজঃ সত্ত্বতমো বিভিদ্যতে।
মহানহং খং মরুদগ্নির্ব্বাধরাঃ সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ।

ভাগঃ ৪।২৪।৬০

তুমি এক আদ্য পুরুষ, তোমার শক্তি তোমাতে সুপ্ত থাকে, কিন্তু ঐ শক্তি দ্বারাই রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ গুণত্রয় বিভিন্ন হয়। তাহাতে ঐ সকল গুণ হইতে মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, ক্ষিতি, দেব, ঋষি, ভূতসকল এবং সমুদায়াত্মক এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাগ: ৪।২৪।৬০

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তির্ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৮

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (১২৫ পৃষ্ঠায়) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মই যে সর্ব্বকারণ কারণ উপরে উল্লিখিত দুইটি শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

ভিত্তি ঃ—

"সোঽকাময়ত, বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৬)।

তিনি কামনা করিয়াছিলেন, বহু হইব, জন্মিব।

**"ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।
তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ"। (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৬)।**

তিনি এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সৃষ্টি করিয়া তাহারই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন।

সংশয় ঃ—পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিঃ আনন্দবল্লীর ৭মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "অগ্রে এই জগৎ অসৎস্বরূপেই ছিল"। যদি অসৎই জগৎকারণ হয়, তাহা হইলে অসতের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা সিদ্ধ কি প্রকারে হয়? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।১৫

সমাকর্ষাৎ ॥ ১।৪।১৫

সমাকর্ষাৎ ঃ—সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সমাকর্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু।

কারণ, ঠিক উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিমন্ত্রে, অর্থাৎ, তৈত্তিরীয় আনন্দবল্লীর ৬মন্ত্রে, ব্রহ্মের কামনাপূর্ব্বিকা জগৎসৃষ্টির কথা উক্ত হইয়াছে, এবং তিনি সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট বস্তু সমুদায়ে অনুপ্রবেশ করিলেন, কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিমন্ত্র শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উভয় কারণে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বশক্তিমান্, ইহাই উল্লেখ হইল। তার পরেই "অসৎ" এর উল্লেখ থাকায়, এই "অসৎ"ই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, ইহা সিদ্ধ হইল।

"অসৎ"ই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম, এরূপ উক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে বড়ই বিসদৃশ মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে তাহা মনে হইবে না। আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় যে "সৎ" ও "অসৎ" এর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছি, এখানে "অসৎ" অর্থ তাহা নহে। "সৎ" অর্থে কার্য্য—নামরূপে

অভিব্যক্ত জগৎপ্রপঞ্চ ; "অসৎ" অর্থ কারণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই অর্থে "সৎ" ও "অসৎ" বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত ১১।৩।৩৮ শ্লোক, ১।১।৩ সূত্রে উদ্ধৃত ২।৭।৪৭ শ্লোক, ১।৩।৩ সূত্রে উদ্ধৃত ১০।৮৭।১ শ্লোক, ১।১।৫ সূত্রে উদ্ধৃত ৭।৯।৩০ শ্লোক, ৩।৫।২৫ শ্লোক, ১০।৩৮।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। জগৎপ্রপঞ্চ "অসৎ" অর্থাৎ কারণরূপে সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মে অপৃথক্ ভাবে শক্তি বা বীজরূপে লীন ছিল বলিলে দোষ হয় না, এবং তখন তাঁহাতে শক্তিরূপে থাকায়, ব্রহ্মকে "অসৎ" বা কারণস্বরূপে বলায় কোনও দোষ নাই। যেহেতু কার্য্যও তিনি, কারণও তিনি।

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্তিহ কিঞ্চন॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৬
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু-রূপ্যতাম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৭

ইহাদের সরলার্থ ১।১।৮ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব ভগবান বা ব্রহ্মই—সর্ব্ব কারণ কারণ সিদ্ধ হইল।

৫। জগদ্বাচিত্বাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। স হোবাচ। যো বৈ বালক এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈতদ্‌বৈকর্ম্ম স বেদিতব্যঃ। (কৌষীতকিঃ ৪।১৮)।

অজাতশত্রু বলিলেন, তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি, হে বালাকে, যিনি এই পুরুষ সমূহের কর্ত্তা, এবং ইহা (পরিদৃশ্যমান জগৎ) যাঁহার কর্ম্ম তিনিই জ্ঞাতব্য।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে যাঁহার কথা বলা হইতেছে, এবং অজাতশত্রু, ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি, এই প্রস্তাবনা করিয়া, যাঁহাকে "কর্ত্তা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ও ইহা যাঁহার কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তিনি পরমাত্মা না সাংখ্যোক্ত পুরুষ? এই সংশয় সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—১।৪।১৬

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১।৪।১৬

জগদ্বাচিত্বাৎ :—জগতের প্রতিপাদক হেতু।

এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ নামক আখ্যায়িকা আলোচনা আবশ্যক। কৌষীতকি উপনিষদে ৪ অধ্যায়ে কথিত আছে যে, বালাকি নামক একজন ব্রহ্মবিদ্যাভিমানী পণ্ডিত কাশিরাজ অজাতশত্রুর নিকট গিয়া রাজাকে বলিলেন, আমি আপনাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিব। অজাতশত্রু শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বহু পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি করিলেন। তারপর বালাকি একে একে আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী প্রভৃতিতে অবস্থিত পুরুষের বিষয় উপদেশ দিতে লাগিলেন, এবং রাজা সে সমুদায় শুনিয়া তাহাদের অব্রহ্মত্ব বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ষোড়শ প্রকার পুরুষের বিষয় কথিত হইলে ও রাজা কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের অব্রহ্মত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইলে বালাকি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিব বলিয়া আরম্ভ করিয়া বলিলেন যে, যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা বা নিয়ন্তা ও যাঁহার কর্ম্ম এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জ্ঞাতব্য। অতএব তিনি সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে। সাংখ্যোক্ত পুরুষ ভোক্তা মাত্র, জগৎ তাঁহার কর্ম্ম নহে।

এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ! সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥ ভাগঃ ১০।৭৪।২১

তিনি এক অদ্বিতীয়, এবং তদাত্মক এই সমুদায় জগৎ। হে সভ্যগণ! তিনি আপনিই আপনার আশ্রয়, এবং তিনিই সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা।

ভাগঃ ১০।৭৪।২১

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা।

স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৫।৪

যাহাতে, যাহা দ্বারা, যাহা হইতে, যাহার নিমিত্ত, যাহার, যে যে প্রকার, যাহা যাহা হয়, সে সমুদায়ই প্রধান ও পুরুষের নিয়ন্তা, সাক্ষাৎ ভগবানই।

ভাগঃ ১০।৮৫।৪

কৃষ্ণ কৃষ্ণ! মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।

ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ॥

ভাগঃ ১০।১০।২৯

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।

ভাগঃ ১০।১০।৩০

হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্! তুমি আদ্য, পরম পুরুষ। এই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে প্রতীয়মান বিশ্ব তোমারই রূপ। তুমি ব্রহ্ম, তুমিই সকল প্রাণীর দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় সকলের ঈশ্বর। ভাগঃ ১০।১০।২৯-৩০।

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনি র্বিয়দম্বুমাত্রাঃ প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।

সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্ নান্যত্ত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্॥

ইহার অর্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (৯৬ পৃষ্ঠায়) দেওয়া হইয়াছে।

অতএব দৃশ্যমান এবং অপরিদৃশ্যমান সমুদায়ের পরম কারণরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই অজাতশত্রু-বালাকি প্রস্তাবে উপদেশের বিষয়। তিনি একমাত্র কর্ত্তা, সমুদায় জগৎ তাঁহার কর্ম্ম। সুতরাং উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, চেতন, অচেতন সমুদায় তাঁহার কার্য্যরূপে তুল্য বা সমান। জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্ট জগদুৎপত্তির কারণ হয় হউক, কিন্তু জীব নিজেই স্বীয় ভোগ্য ও ভোগোপকরণ পদার্থনিচয়ের উৎপাদক নহে। নিজ কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ সকল ভোগ করে মাত্র। সুতরাং একজন জীবের অপর জীবের উপর কর্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। অতএব সাংখ্যোক্ত পুরুষ অজাতশত্রুর উপদেশের বিষয় নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

ভিত্তি ঃ—

"এবমেবৈষ প্রজ্ঞা আত্মৈতৈরাত্মভি ভুঙ্‌ক্তে ॥ (কৌষীতকি ৪।১৯)
এই প্রাজ্ঞ আত্মসমূহ দ্বারা ভোগ করে।

"অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।" (কৌষীতকি ৪।১৮)
এই প্রাণেই একীভাব প্রাপ্ত হয়।

সংশয় ঃ—উপরে কৌষীতকি শ্রুতির ৪।১৯ ও ৪।১৮ মন্ত্রাংশে জানা যাইতেছে যে, অজাতশত্রুর উপদেশে ৪।১৮ মন্ত্রাংশে মুখ্যপ্রাণ ও ৪।১৯ মন্ত্রাংশে জীব সম্বন্ধে উপদেশ বলিয়া মনে হয়, কারণ, উক্ত উভয় মন্ত্রাংশে জীবধর্ম্ম ও প্রাণধর্ম্মের উল্লেখ আছে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন ঃ—

সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

সূত্র ঃ—১।৪।১৭

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, তদ্ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ভাগঃ ১।৪।১৭
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ + ন + ইতি + চেৎ + তৎ + ব্যাখ্যাতম্।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ঃ—জীবের ও মুখ্য প্রাণের চিহ্ন থাকায়। **ন ঃ**—না, ব্রহ্ম নহে। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **তৎ ঃ**—তাহা। **ব্যাখ্যাতম্ ঃ**—উপপাদিত হইয়াছে।

এই একপ্রকার আপত্তিই ১।১।৩২ সূত্রে বিচার করা হইবার পর, সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে পুনরায় সে বিচারের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। এইটুকু মাত্র বলা প্রয়োজন যে, অজাতশত্রুর উপদেশের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, "যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠত্ব রূপ 'স্বারাজমাধিপত্যম্' প্রাপ্ত হন (৪।২০)।" এই ফলপ্রাপ্তি ব্রহ্মোপাসনার অব্যভিচারী ফল। সুতরাং কৌষীতকি উপনিষদে অজাতশত্রুর উপদেশের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন, ইহা সিদ্ধ হইল।

তিনি যখন বিশ্বপ্রপঞ্চের বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, যা কিছু সবই, তখন তাঁহাতে জীবলিঙ্গ বা প্রাণলিঙ্গ থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে তাহা তাঁহার মায়া শক্তি দ্বারা স্বরূপ আবরণ করাতেই সম্ভব হয়।

সর্ব্বং পুরুষং এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ। ভাগঃ ২।৬।১৫
বিশ্বপ্রপঞ্চের বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, যা কিছু, সব পুরুষই। ভাগঃ ২।৬।১৫

তাঁহার উপাসনা বহ্বায়াস-সাধ্য নহে, সহজ-সাধ্য, কারণ তিনি সকল ভূতের আত্মা ও সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তিনি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম, ক্ষুদ্র মহৎ, যত জীব, ভৌতিক বিকার ঘটাদি যত অজীব, আকাশাদি মহাভূত সকল, সত্ত্বাদি গুণ, ঐ সকল গুণের সমত্বরূপ প্রকৃতি, ও গুণক্ষোভজাত মহত্তত্ত্বাদি যত কিছু আছে, সকলেতেই ব্রহ্মস্বরূপ, এক অব্যয়, ভগবান ঈশ্বর আত্মারূপে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার মায়াশক্তির আবরিকা ও বিক্ষেপিকা শক্তির প্রভাবেই, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, ভোক্তা ও ভোগ্য, ব্যাপ্য ও ব্যাপকরূপ ভেদদর্শন হয়, এবং যিনি স্বরূপতঃ কেবলানুভবানন্দস্বরূপ এবং অনির্দ্দেশ্য ও অবিকল্পিত, তিনি মায়া দ্বারা স্বীয় স্বরূপ আবরণ করাতেই নির্দ্দেশ্য ও বিকল্পিত হইয়া থাকেন। ৭।৬।১৯-২১।

> ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
> আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥
> ভাগঃ ৭।৬।১৯

> পরাবরেষু ভূতেষু ব্রহ্মান্তস্থাবরাদিষু।
> ভৌতিকেষু বিকারেষু ভূতেষ্বথ মহৎসু চ॥
> গুণেষু গুণসাম্যে চ গুণব্যতিকরে তথা।
> এক এব পরোহ্যাত্মা ভগবাণীশ্বরোঽব্যয়ঃ॥ ভাগঃ ৭।৬।২০

> প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ দৃশ্যরূপেণ চ স্বয়ং।
> ব্যাপ্য ব্যাপক নির্দ্দেশ্যোহ্যনির্দ্দেশ্যোঽবিকল্পিতঃ॥
> কেবলানুভবানন্দ স্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
> মায়য়ান্তর্হিতৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়া॥ ভাগঃ ৭।৬।২১

আমরা ১।১।৩ সূত্রের (২৪৬—২৪৭ পৃষ্ঠার) আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, গণিতের ভাষায় ব্রহ্মে অনন্ত পরিমাণ (infinite dimensions) বিদ্যমান। সুতরাং তাঁহাতে জগৎপ্রপঞ্চের যা কিছু সমুদায়ই বর্ত্তমান থাকায় তাঁহাতে জীবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ, প্রধানলিঙ্গ সমুদায়ই বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু তা বলিয়া তিনি জীব, প্রাণ, প্রধান প্রভৃতি সমুদায় হইতে ভিন্ন এবং উহাদের সকলের নিয়ন্তা, ইহা উপপাদিত

হইয়াছে। এখানে একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এ বিচারের উপসংহার করা গেল।

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিলিঙ্গাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ভাগঃ ৪।২৪।২৪

সূক্ষ্মা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ও জীবসংজ্ঞিত পুরুষ হইতে পর, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা যে ভগবান বাসুদেব, তাঁহার শরণাপন্ন যে ব্যক্তি হয়, সে আমার অতিশয় প্রিয়। ভাগঃ ৪।২৪।২৪

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, পরমাত্মায় জীবলিঙ্গ, মুখ্যপ্রাণ লিঙ্গ এবং তদ্ভিন্ন অন্য যা কিছু সমুদায় বর্ত্তমান থাকায়—কৌষীতকি উপনিষদে বালাকি-অজাতশত্রু উপাখ্যানে পরব্রহ্মই উপদিষ্ট হইয়াছেন।

ভিত্তি ঃ—কৌষীতকি উপনিষদের ৪।১৮, ৪।১৯ মন্ত্র।

সংশয় ঃ—কৌষীতকি উপনিষদের ৪।১৮ মন্ত্রে, অজাতশত্রু ও বালাকি উভয়ের সুপ্ত পুরুষসমীপে গমন, তাঁহাকে প্রাণবাচক বহু নামে সম্বোধন, তাহাতে জাগরিত না হইলে যষ্টি দ্বার। এহার ও তৎপরে উদ্বোধন এবং তাহার পর অজাতশত্রুর প্রশ্ন 'হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিল'। বালাকি ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না। তাহাতে অজাতশত্রুর ঐ প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে হিতা নামক নাড়ী, হৃদয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অতএব প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান দ্বারা এ প্রস্তাব ব্রহ্মপর বলিয়া মনে করা যায় না, ইহা জীবপর। ইহার উত্তরে জৈমিনি আচার্য্যের মত উল্লেখ করিতেছেন ঃ—

সূত্র—১।৪।১৮

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১।৪।১৮

অন্যার্থং + তু + জৈমিনিঃ + প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্ + অপি + চ + এবম্ + একে

অন্যার্থং ঃ—অন্য উদ্দেশ্যে—জীবাতিরিক্ত পরমাত্ম সত্তা জ্ঞাপনার্থ। **তু ঃ**—কিন্তু। **জৈমিনিঃ ঃ**—জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন। **প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্ ঃ**—প্রশ্ন ও তাহার উত্তর হেতুতে। **অপি চ ঃ**—বিশেষতঃ। **একে ঃ**—কোন কোন শাখীরা। **এবং ঃ**—এই প্রকার পাঠ করেন।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অজাতশত্রু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "যখন নিদ্রিত পুরুষ কোনও প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই প্রাণই একীভূত হইয়া থাকে, এই আত্মা হইতে প্রাণসমূহ যথাস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে। প্রাণসকল হইতে দেবতা এবং দেবতাসকল হইতে লোক সমূহ (বিষয়সমূহ) বহির্গত হইয়া থাকে"। (কৌষীতকি ৪।১৯)। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, অজাতশত্রুর উত্তরের জীবাতিরিক্ত পরমাত্ম প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য।

বিশেষতঃ বাজসেনীয় শাখীরা এই বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদেই প্রশ্ন ও উত্তরে নিম্নলিখিতরূপে পাঠ করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন ঃ স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈব এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদাগাদিতি।

(বৃহদারণ্যক ২।১।১৬)

প্রশ্ন : অজাতশত্রু জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিজ্ঞানময় পুরুষ সুষুপ্তি অবস্থায় কোথায় ছিল ও কোথা হইতে আসিল ? বালাকি বলিলেন—জানিনা।

(বৃহদারণ্যক ২।১।১৬)

উত্তর : স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূদ্ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে। (বৃহদারণ্যক ২।১।১৭)

উত্তর : তখন অজাতশত্রু বলিলেন—এই ব্যক্তি যখন সুষুপ্ত ছিল তখন এই বিজ্ঞানময় পুরুষ এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া, এই যে অন্তর্হৃদয় আকাশ, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে।

(বৃহদারণ্যক ২।১।১৭)

আকাশ শব্দ পরমাত্মা অর্থে প্রসিদ্ধ, ইহাও ১।৩।১৪ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দহরাকাশ বা অন্তর্হৃদয়াকাশ ব্রহ্মই।

সুতরাং বালাকি-অজাতশত্রুর প্রস্তাবে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই।

৬। বাক্যান্বয়াধিকরণ্॥

ভিত্তি ঃ—

স (যাজ্ঞবল্ক্য) উবাচ, ন বা অরে পত্যু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বেদানাং কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় বেদাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্॥ (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৫।৬)

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ "মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ" নামে প্রসিদ্ধ। আখ্যায়িকাটি এই ঃ—যাজ্ঞবল্ক্য একজন বেদবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তিনি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। তাঁহার কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী নামে দুই ভার্য্যা ছিল। বার্ধক্যে বৈরাগ্যের উদয় হইলে, তিনি সন্ন্যাসী হইবার জন্য তাঁহার ধন সম্পদ প্রভৃতি দুই ভার্য্যাকে বিভাগ করিয়া দেন। কাত্যায়নী মুগ্ধস্বভাবা, তিনি তাহাতেই তৃপ্তি পাইলেন। মৈত্রেয়ী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তিনি প্রশ্ন করিলেন যে, বিত্ত দ্বারা কি অমৃতত্ব পাওয়া যায়? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন যে, বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশা নাই (বৃহদারণ্যক

৪।৫।৩.)। তাহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্, যাহাতে আমি অমৃতা হইতে পারি, তাহাই বলুন (বৃহঃ ৪।৫।৪)। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন, "মৈত্রেয়ি ! নিশ্চয়ই পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না, স্ত্রীর প্রীতির জন্য স্ত্রী প্রিয়া হন না, পুত্রের প্রীতির জন্য পুত্র প্রিয় হন না—এই প্রকার আরম্ভ করিয়া কাহারও প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই সকলেই প্রিয় হয়, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, নিদিধ্যাসন (একাগ্রধ্যান) করিবে। আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।" (বৃহঃ ৪।৫।৬)

সংশয় ঃ—

এখানে আত্মা শব্দে সাংখ্যোক্ত পুরুষ অথবা পরমাত্মা ? পুরুষই যুক্তিযুক্ত। কারণ, পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত, পশু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মার প্রতীতি স্বতঃই হইয়া থাকে। এই সংশয় সমাধানের জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—১।৪।১৯

বাক্যান্বয়াৎ ॥ ১।৪।১৯

বাক্যান্বয়াৎ ঃ—বাক্যের অন্বয় অর্থাৎ ব্রহ্মার্থে তাৎপর্য্য হেতু। কারণ, প্রকরণের আরম্ভে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি—**অমৃতঃস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেন (বৃহঃ ৪।৫।৩)** বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই। সুতরাং যাহাতে অমৃতত্ব পাওয়া যায়, তাহাই প্রকরণের তাৎপর্য্য। তারপর যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৫।৬ মন্ত্রের শেষাংশে "আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়" ইহা জীবে প্রযোজ্য নহে। পরমাত্মায়ই প্রযোজ্য। সুতরাং বাক্যান্বয় হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইহার তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই। বিশেষতঃ ৪।৫।৭ মন্ত্রে অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্তী মন্ত্রের শেষাংশে উক্ত আছে যে, "ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃহঃ ৪।৫।৭)—'এই দেবতা সকল, এই বেদ সকল, এই ভূত সকল এই সর্ব্বই এই আত্মা'। অতএব পরমাত্মাই তাৎপর্য্য।

এই প্রসঙ্গে ১।১।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।১৪। ৫০—৫১—৫২—৫৩—৫৪—৫৫ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এখানে পুনরুদ্ধার করা হইল না।

দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই সূত্রের উপসংহার করিব।

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোন্নু পরঃ প্রিয়ঃ॥

ভাগঃ ১০।২৩।২৭

আত্মার সম্পর্কেই প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জ্ঞাতি, দেহ, দারা, অপত্য, ধনাদ সমুদায় প্রিয়। অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়। ভাগঃ ১০।২৩।২৭

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি সেই প্রিয় আত্মা। এজন্য বিবেকী স্বার্থদর্শন চতুর ব্যক্তিগণ ফলানুসন্ধান না করিয়া আমাতে নিরন্তরা ভক্তি করিয়া থাকেন।

ভাগঃ ১০।২৩।২৬

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা॥

ভাগঃ ১০।২৩।২৬

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, শ্রুতিতে কথিত “আত্মা” শব্দ পরব্রহ্মেই প্রযোজ্য।

ভিত্তি ঃ—

"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্" ।।
(বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬)।

এই আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিদিত হওয়া যায়।

সূত্র ঃ—১।৪।২০

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ।। ১।৪।২০
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ + লিঙ্গম্ + আশ্মরথ্যঃ ।।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ ঃ—এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির। **লিঙ্গং ঃ**— জ্ঞাপক হেতু। **আশ্মরথ্যঃ ঃ**—আশ্মরথ্য নামক আচার্য্য মনে করেন।

আশ্মরথ্য নামক আচার্য্য মনে করেন যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৫।৬ মন্ত্রের শেষাংশে এক বিজ্ঞান হইতে সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব প্রকরণোক্ত আত্মা—পরমাত্মাই। জীবাত্মা নহে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৪১।২-৩ শ্লোকে অক্রূর উক্তিতে ইহা বড়ই সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মথুরা যাইবার পথে অক্রূর রাম-কৃষ্ণকে রথে বসাইয়া অবগাহনের জন্য যমুনায় নামিয়াছেন। যমুনায় জলে ডুব দিয়া জলমধ্যে শ্রীভগবানের রথস্থিত রূপের ন্যায় রূপ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জল হইতে উঠিলেন, ও শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে আগমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চক্ষুঃ মুখাদির আশ্চর্য্যভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তুমি ভূমিতে আকাশে বা জলে যেন কিছু অদ্ভুত দর্শন করিয়াছ। তাহাতে অক্রূর উত্তর করিলেন ঃ—

অদ্ভুতানীহ যাবন্তি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ ।।

ভাগঃ ১০।৪১।৪

যত্রাদ্ভূতানি সর্ব্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
তং ত্বানুপশ্যতো ব্রহ্মন্ ! কিং মেঽদৃষ্টমহাদ্ভূতম্ ।।

ভাগঃ ১০।৪১।৫

হে ব্রহ্মন্! শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, যাঁহাকে জানিলে সমুদায় জানা হইয়া থাকে, সেই বিশ্বাত্মক তুমি আমার সম্মুখে দৃষ্টিগোচরে বর্ত্তমান। অতএব, তোমাকে যখন দর্শন করিয়াছি, তখন ভূমি, আকাশ বা জলে যত কিছু অদ্ভুত আছে, সে সমুদায়ই ত দর্শন করা হইল। আপনাতে সমস্ত অদ্ভুত দেদীপ্যমান। আপনাকে যদি দর্শন না কারতে পারি. তাহা হইলে ভূমিতে, আকাশে বা জলে কি অদ্ভুত দেখিব? কিছুই দৃষ্ট হইবে না। ফলতঃ আপনা ব্যতিরেকে পৃথিব্যাদিতে কোথাও কিছুই নাই। ১০।৪১।৪-৫।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, পরমাত্মবিজ্ঞান হইতে সমুদায় বিজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু জীববিজ্ঞান হইতে তাহা হয় না। সুতরাং বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৭।৬ মন্ত্রে কথিত আত্মা পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে। ইহা আচার্য্য আশ্মরথ্যের মত।

এই প্রসঙ্গে ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।২৯।৩০ শ্লোক ও তাহার অর্থ দ্রষ্টব্য।

ভিত্তিঃ—

"এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে"॥ (ছান্দোগ্যঃ ৮।৩।৪)।

এই সম্প্রসাদ (জীব) শরীর হইতে বহির্গত হইয়া এবং পরম-জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয় '

সংশয়ঃ—পূর্ব্ব সূত্রে আশ্মরথ্য আচার্য্যের যে মত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে যে আত্মা শব্দের লক্ষ্য পরমাত্মাই, তাহা নাও হইতে পারে। জীব যদি ব্রহ্মকার্য্য হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তবে জীব ও ব্রহ্ম ত একই পদার্থ। এবং এই ঐক্যের জন্যই এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করিবার জন্য জীববাচক আত্মাশব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাল, তাই যদি হয়, তাহা হইলে জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি জীবের নাশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পুনরায় মৃত্তিকাতে পরিণত হইলে, তাহাদের নাশই হইয়া থাকে। সুতরাং জীবের মোক্ষ তাহার আত্যন্তিক নাশ ভিন্ন আর কিছু নহে। এবং সেজন্য তাহা কাহারও প্রার্থয়িতব্য নহে। বিশেষতঃ শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি তাহার বিরোধী। পরন্তু জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে, জীব স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়, নাশ প্রাপ্ত ত হয় না। এ বিষয়ে আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত উল্লেখযোগ্য।

সূত্রঃ—১।৪।২১

উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিতৌড়ুলোমিঃ॥ ১।৪।২১

উৎক্রমিষ্যতঃ + এবং + ভাবাৎ + ইতি + ঔড়ুলোমিঃ।

উৎক্রমিষ্যতঃ ঃ—দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের, (সাধারণ জীবের নহে, যাহাদের ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইয়াছে, তাহাদিগের, অর্থাৎ সাধনা দ্বারা যে বিদ্বান্ ব্যক্তির পরমাত্মপ্রাপ্তি উন্মুখ হইয়াছে)। **এবং ঃ**—এই প্রকার। **ভাবাৎ ঃ**—স্বভাব বা স্বরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া (অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি সর্ব্বত্র আত্মদর্শন হেতু সর্ব্বপ্রিয় হয় বলিয়া)। **ইতি ঃ**—ইহা। **ঔড়ুলোমিঃ ঃ**—ঔড়ুলোমি আচার্য্য মনে করেন।

ঔড়ুলোমি আচার্য্যের মত এই যে, যে বিদ্বান্ ব্যক্তির (সাধনার দ্বারা) পরমাত্ম প্রাপ্তি আসন্ন হইয়াছে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রিয় হইয়া থাকে। সর্ব্ববস্তুতে তাহার পরমাত্ম

ভাব স্ফুরিত হইয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বজীবে, সর্ব্ববস্তুতে তাহার প্রিয় ব্যবহার হয়, এজন্য সে ব্যক্তিও সর্ব্বপ্রিয় হয়।

অতএব আত্মা শব্দের অর্থ পরমাত্মাই, জীবাত্মা নহে। সুতরাং বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৫।৬ মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত, পশু, প্রভৃতি প্রিয় নহে। সকলেতেই পরমাত্মা বিদ্যমান। পতিতে পরমাত্মার প্রেমময় ভরণকারী মূর্ত্তি, জায়াতে পরমাত্মার প্রেমময়ী সহচারিণী সেবিকা মূর্ত্তি, পুত্রে পরমাত্মার বাৎসল্যরসানুভবকারী মূর্ত্তি, বিত্তে ও পশুতে পরমাত্মার সেবা বা সাধনানুকূল উপায় মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সকলই পরমাত্মার সাধনানুকূল। উহাদের প্রতি শাস্ত্রোক্ত যথোচিত ব্যবহারে জীব সাধনা পথে অগ্রসর হইতে পারে বলিয়াই তাহারা প্রিয়, এবং সাধকও সকলের প্রতি প্রিয় ব্যবহারে সর্ব্বপ্রিয় হইয়া থাকে।

এ প্রসঙ্গে ১।৪।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।২৩।২০ ও ১০।২৩।২১ শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে পুনরুদ্ধার করা গেল না। এ প্রকার সাধকের যে সমুদায় সুখময় হইয়া থাকে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ
ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ সর্ব্বা সুখময়া দিশঃ ॥ ভাগঃ ১১।১৪।১২

আমার দ্বারা সন্তুষ্টমানস, অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত ও সমচিত্ত ব্যক্তির সকল দিকই সুখময়রূপে প্রতীত হয়। ভাগঃ ১১।১৪।১২।

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ভাগঃ ৯।১৯।১৩

যখন পুরুষ, সকল প্রাণীতে অমঙ্গল ভাব অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি বৈষম্য পরিত্যাগ করে, এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হয়. তখন তাহার সকল দিকই সুখময় হইয়া থাকে। ভাগঃ ৯।১৯।১৩

সাধক সর্ব্বত্র পরমাত্মার বিভিন্ন মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার মনে কোনও প্রাণীর প্রতি কোনও প্রকার অমঙ্গল ভাব উদয় হইতে পারে না। এজন্য তাঁহার সমুদায়ই সুখময়, এবং তিনি সকলেরই প্রিয়।

অতএব বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৫।৬ মন্ত্রে কথিত আত্মা পদের অর্থ পরমাত্মাই।

ভিত্তি :—

১। "ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রং ইমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইমানি ভূতানীদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা।"

(বৃহদারণ্যক ৪।৫।৭)

এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, এই সমস্ত দেবতা, এই সমস্ত বেদ, এই সমস্ত ভূত, অধিক কি এই সমস্তই আত্মা।

২। "স যথা সর্ব্বসামপাং সমুদ্র একায়নমেবম্......।"

(বৃহদারণ্যক ৪।৫।১২)

সমুদ্র যেরূপ সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়,........ব্রহ্মও সেইরূপ সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়।

সূত্র :—১।৪।২২

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ১।৪।২২

অবস্থিতেঃ + ইতি + কাশকৃৎস্নঃ ॥

অবস্থিতেঃ :—অবস্থান হেতু (ব্রহ্মে আশ্রয়রূপে অবস্থান হেতু)। **ইতি :**— ইহা। **কাশকৃৎস্নঃ :**—কাশকৃৎস্ন আচার্য্য মনে করেন।

কাশকৃৎস্ন আচার্য্য মনে করেন যে, আত্মাই সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয়। সুতরাং আত্মা শব্দের অর্থ পরমাত্মাই—জীবাত্মা নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানই অখিলাশ্রয়। তিনি নিজে নিজের আধার।

এক এবাদ্বিতীয়োঽভূদাত্মাধারোঽখিলাশ্রয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১।৯।১৬

তিনি আত্মাধার, অখিলাশ্রয়, এক ও অদ্বিতীয়। ভাগঃ ১১।৯।১৬

অহমাত্মান্তরো বাহ্যোঽনাবৃতঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ভাগঃ ১১।১৫।৩৬

ইহার অর্থ ১।২।৬ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

এই শ্লোকের সহিত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৫।১৩ মন্ত্র তুলনীয়।

কেবল জগদাধার লৌকৈক নাথ ....৬।৯।৩০

অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥

ভাগঃ ১০।৮২।৪৬

ইহার অর্থ ১।৩।১০ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো। ভাগঃ ১০।৩৭।১০

ইহার অর্থ ১।৩।১০ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

যেহেতু মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য প্রকরণে যখন আত্মাকে সর্ব্বাশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সমুদায় জগৎ যখন আত্মাতে অবস্থিত কথিত হইয়াছে, তখন আত্মা অর্থ পরমাত্মাই। ইহাই কাশকৃৎস্ন আচার্য্যের মত।

৭। **প্রকৃত্যধিকরণ ॥**

ভিত্তি :—

১। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্।"

(ছান্দোগ্য : ৬।১।৩)

যাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয়, এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে।

২। "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ..."

"যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা........"

"যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন........"(ছান্দোগ্য : ৬।১।৪-৬)

হে সোম্য! যেমন একটি মাত্র মৃণ্ময় পাত্র জানিলেই অপর সমস্ত মৃণ্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইয়া যায়, হে সোম্য, যেমন একটি লোহমণির জ্ঞানে .....

হে সোম্য! একটি নরুণ জানিলে.. ...

সংশয় :—নিরীশ্বর সাংখ্যমত অপসারণপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন হইল যে, ব্রহ্ম জগৎকারণ হউন। এখন সেশ্বর সাংখ্য বা পতঞ্জলি ও তৎপদানুগগণ পূর্ব্বপক্ষ হইয়া আপত্তি করিতেছেন যে, ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ হউন, উপাদান হইবেন কি প্রকারে? লৌকিক জগতে উপাদান ও নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃতিই উপাদান-কারণ এবং ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ বটে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—১।৪।২৩

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ১।৪।২৩

প্রকৃতিঃ + চ + প্রতিজ্ঞা + দৃষ্টান্ত + অনুপরোধাৎ

প্রকৃতিঃ :—উপাদানকারণ (ব্রহ্ম প্রকৃতি বা উপাদানকারণও বটেন)। **চ :**—ও। **প্রতিজ্ঞা :**—এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা (ছাঃ ৬।১।৩)। **দৃষ্টান্ত :**—মৃণ্ময় পাত্র, লোহমণি, নরুণ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত (ছাঃ ৬।১।৪-৬)। **অনুপরোধাৎ :**—অবিরোধ হেতু।

যদি ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ মাত্র হন, তাহা হইলে উপাদানকারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কোনও বস্তু হইবে। সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞানে উপাদান-কারণ-বিজ্ঞান সিদ্ধ না হওয়ায়, প্রতিজ্ঞাহানি হইল। অতএব, ব্রহ্ম উপাদান-কারণও বটেন। তাহা হইলে, প্রতিজ্ঞাহানি হইল না।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১।৩ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যাহা জানিলে কিছুই অশ্রুত, অচিন্তিত ও অবিজ্ঞাত থাকে না, তাহা জান কি? এই মন্ত্রে স্পষ্টতঃ এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করা হইল। উক্ত মন্ত্রের পোষকরূপে ৬।১।৪, ৬।১।৫ ও ৬।১।৬ মন্ত্রে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্তসকল প্রাকৃতিক উপাদান হইতে জাত বস্তুগণকে অবলম্বন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং স্পষ্ট দেখান হইয়াছে যে, উহাদের যে কোনও একটির বিজ্ঞানে, তাহার উপাদানকারণ হইতে জাত সমুদায় পদার্থ জানা যায়। এই দৃষ্টান্তের নিদর্শনে প্রতিপন্ন হইল যে, এমন একটি বস্তু আছে, যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার বাকি থাকে না। (ছাঃ ৬।১।৩) সেই বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব ছাঃ ৬।১।৩ হইতে ৬।১।৬ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্ম উপাদানকারণও বটেন, অন্যথায় দৃষ্টান্ত বিরোধ ঘটে।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৬।৪।২৫, ৮।৩।৩, ১০।৮৫।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে এখানে পুনরুদ্ধার করা হইল না।

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং তিষ্ঠত্যপ্যেতি জায়তে।

মৃন্ময়েষ্বিব মৃজ্জাতিস্তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ভাগঃ ৬।১৬।১৮

ইহার অর্থ ১।৩।১০ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।

পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।১৩

আত্মমূলায়—আত্মনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং মূলায়। মূলপ্রকৃতয়ে—মূলস্যাপি প্রধানস্যাপি প্রকৃতয়ে উদ্ভব হেতবে। (শ্রীধর)

ভগবান্! আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ (আত্মা), সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের মূল, এবং প্রধানেরও উদ্ভবের হেতু, কারণ, আপনি পূর্ণ স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার করি। ৮।৩।১৩

ত্বয্যগ্র আসীত্ত্বয়ি মধ্য আসীত্ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে।

ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ॥

ভাগঃ ৮।৬।১০

ভগবন্! আপনি আত্মতন্ত্র। এই জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনাতেই ছিল, মধ্যেও আপনাতে রহিয়াছে, এবং অন্তেও আপনাতে থাকিবে। মৃত্তিকা যেমন ঘটের আদি, অন্ত ও মধ্য, আপনিও তেমনি এই জগতের আদি, অন্ত ও মধ্য। কারণ, আপনি প্রধান হইতে পর (শ্রেষ্ঠ)। ভাগঃ ৮।৬।১০

অতএব ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, সিদ্ধ হইল।

ভিত্তি :—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" ৷৷ (ছান্দোগ্য ৬৷২৷৩)

তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন—বহু হইব—জন্মিব ।

সূত্র :—১৷৪৷২৪

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ৷৷ ১৷৪৷২৪

অভিধ্যা + উপদেশাৎ + চ ।

অভিধ্যা :—সংকল্প । **উপদেশাৎ :**—উপদেশ হেতু । **চ :**—ও ।

ব্রহ্ম যে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, তাহার অন্য হেতুও দর্শিত হইতেছে । শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের বহু হইবার সংকল্পে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে । তাঁহার সংকল্পে যখন জগৎ সৃষ্টি, তখন চিৎ, অচিৎ, সমুদায়ই তাঁহার সংকল্প হইতে উৎপত্তি হইল । অচিৎ উৎপত্তির অন্য পৃথক কারণ নাই ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে যে, তিনি চিৎ ও অচিৎ শক্তি-যুক্ত, অর্থাৎ উভয় শক্তি সমকালেই তাঁহাতে বর্ত্তমান ।

অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্ ।

চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ ৷৷ ভাগঃ ৭৷৩৷৩০

হে অনন্ত! আপনি মনোবাক্যের অগোচর রূপ দ্বারা এই অখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, আপনার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্য, আপনি চিৎ ও অচিৎ শক্তিযুক্ত । আপনাকে নমস্কার । ভাগঃ ৭৷৩৷৩০

১৷১৷২ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিই চৈতন্যস্বরূপ হইতে জড় সৃষ্টির কারণ । উক্ত আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিশদভাবে দর্শিত হইয়াছে । তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মূল এক অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব হইতে (যাঁহাকে চিত্রে "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া দেখান হইয়াছে) কি চেতন, কি জড়, সমুদায়ই উৎপন্ন হইয়াছে । সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার আবশ্যকতা নেই ।

ভিত্তি :—

"কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী
নিষ্টতক্ষুঃ।"

"ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি
ধারয়ন্"॥ (ঋগ্বেদ ৮।৩।১৬)

জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল? যাহা হইতে পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্মই বন (কার্য্য), এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ (উপাদানস্বরূপ) ছিলেন, যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মই এই ভুবন সকলকে ধারণ করিয়া আছেন।

সূত্র :—১।৪।২৫

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ॥ ১।৪।২৫
সাক্ষাৎ + চ + উভয় + আম্নানাৎ।

সাক্ষাৎ :—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে। **চ** :—ও। **উভয়** :—উভয়ের—নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ভাবের। **আম্নানাৎ** :—কথন হেতু।

উপরের যে শ্রুতি উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলা হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বটেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহা বড়ই সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহমাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমদ্ধা॥
ভাগঃ ৪।৩১।১৫

তিনি সমুদায় দেহীর এক আত্মা, এবং এই জগতের কাল অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ, প্রধান অর্থাৎ উপাদানকারণ, পুরুষ অর্থাৎ কর্ত্তা (ঈক্ষণ কর্ত্তা)। অতএব তিনি সর্ব্বকারণ, তিনি পরমেশ্বর। নিজের স্বরূপ শক্তি বিকাশে

গুণ প্রবাহরূপী সংসার অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন। অতএব, তাঁহাকে একান্তভাবে ভজনা কর। ভাগঃ ৪।৩১।১৫

জ্ঞানং বিবেকো নিগমস্তপশ্চ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমথানুমানম্।
আদ্যন্তয়োরস্য যদেব কেবলং কালশ্চ হেতুশ্চ তদেব মধ্যে॥

ভাগঃ ১১।২৮।১৯

যথা হিরণ্যং সুকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ॥

ভাগঃ ১১।২৮।২০

বিজ্ঞানমেতন্ত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তূর্য্যেণ তদেব সত্যম্॥

ভাগঃ ১১।২৮।২১

জ্ঞান, বিবেক (আত্মানাত্মবিচার), বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ, অনুমান এ সমুদায় জ্ঞানের সাধন। এই জ্ঞানের দ্বারা এই সংসার প্রপঞ্চের আদ্যন্তে, নিমিত্ত ও উপাদান কারণ যে সত্য ব্রহ্ম, মধ্যকালেও ইহা তদাত্মক জানিবে। স্থিতিকালে জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে বলিয়া ধারণা করিবে। ভাগঃ ১১।২৮।১৯

যেমন সমুদায় হিরণ্ময় দ্রব্যের পূর্ব্বে স্বর্ণ বর্ত্তমান, পশ্চাৎও সেই একই স্বর্ণ, মধ্যে ব্যবহার্যমান কটক, কুণ্ডলাদি নানা নামে পৃথক পৃথক আকৃতিতে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহা যেমন সেই স্বর্ণই, সেইরূপ আমিও জগতের আদি, মধ্যে ও অন্তে বর্ত্তমান। ভাগঃ ১১।২৮।২০

১।২।১৯ সূত্রের আলোচনায় ইহার (ভাগঃ ১১।২৮।২১) অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মই, ইন্দ্রিয়, তাহাদিগের বিষয়, মন ও ভূত প্রভৃতি বিচিত্র রূপে প্রকাশ পান। ভাগঃ ১০।২৮।২৩

ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিরতোঽবভাতি ব্রহ্মেন্দ্রিয়ার্থাত্মবিকার চিত্রম্॥

ভাগঃ ১১।২৮।২৩

স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, স্বরূপতঃ নিত্য ও নির্গুণ। তিনি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, বল ও পৃথিবী এবং তৎকৃত বিকার প্রভৃতিতে নানারূপে আবির্ভূত হয়েন। ভাগঃ ১০।৮৫।২২

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥ ভাগঃ ১০।৮৫।২৪
খং বায়ু জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।
ভাগঃ ১০।৮৫।২৫

এই প্রসঙ্গে ১।৪।১৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।১০।২৫ ও ১০।১০।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভিত্তি :—

"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ॥ (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ৭)।

তিনি নিজেই নিজেকে (বহুরূপ) করিয়াছিলেন।

সূত্র :—১।৪।২৬

আত্মকৃতেঃ ॥ ১।৪।২৬

আত্মকৃতেঃ :—আপনাকেই বহুরূপে পরিণত করায়।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে স্পষ্টই কথিত আছে, তিনি আপনাকেই বহুরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন তিনি বহুরূপী হইবার জন্য অন্য কোন অপেক্ষা করেন নাই, তখন তিনি উপাদানকারণও বটেন। নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে ত কথাই নাই।

ত্বং মায়য়াত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং নির্ম্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ।

ভাগঃ ৮।৬।১১

তুমি নিজাশ্রিত স্বকীয় মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ। ভাগঃ ৮।৬।১১

মায়া তাঁহারই শক্তি, তাঁহা হইতে পৃথক নহে। সুতরাং জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহার অন্যাপেক্ষা নাই।

এই মায়া তাঁহার সংকল্পাত্মিকা অচিন্ত্যশক্তি। শক্তি—শক্তিমানে তাদাত্ম্য-ভাবে বর্ত্তমান থাকে ও শক্তিমানের ইচ্ছানুসারেই প্রকটিতা হইয়া থাকে। সুতরাং মায়া—ব্রহ্মশক্তি বলিয়া—ব্রহ্ম হইতে পৃথক কিছু বস্ত্বন্তর নহে। অতএব মায়াশক্তি অঙ্গীকার করিয়া প্রপঞ্চসৃষ্টি—প্রপঞ্চের অন্তর হইতে বাহিরে অভিব্যক্তি —"আত্মকৃতি"—আপনার কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এজন্য—সূত্রে "আত্মকৃতি" শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লৌকিক দৃষ্টান্ত—একজন কবি নিজ কবিত্বশক্তি—যাহা তাঁহাতে তাদাত্ম্য-ভাবে অবস্থিত ছিল তাহা কাব্যাকারে প্রকটিত করিয়া অভিব্যক্ত করিলে, তাঁহাতে কি পরিণাম বা বিকার সংঘটিত হয়? উহার সংঘটনের সংশয় মাত্র আমাদের মনে উদয় হয় না, সেইরূপ প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে ব্রহ্মে পরিণাম বা বিকার সংস্পর্শের প্রসঙ্গই উঠে না।

শ্রুতিতে উর্ণনাভের জাল প্রস্তুতের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, উর্ণনাভ যেমন তাহার প্রস্তুত জালের একাধারে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ।

এক এবাদিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।

আত্মনাত্মশ্রয়ঃ সভ্যাঃ! সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥ ভাগঃ ১০।৭৪।২১

এই শ্লোক ১।৪।১৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশদার্থ তথায় দ্রষ্টব্য।

আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।

ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৬

সর্ব্বসমর্থ পরমেশ্বর এই বিশ্বকে আত্মাতে অভিন্নরূপে সৃষ্টি করেন ও সৃষ্ট হয়েন, রক্ষা করেন ও রক্ষিত হয়েন, সংহার করেন ও সংহৃত হয়েন।

ভাগঃ ১১।২৮।৬

এক কথায়, তিনি কর্ত্তা এবং কর্ম্ম—দুইই সমকালে ও একাধারে। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি, এবং এই জন্যই শ্লোকে তাঁহাকে "প্রভু" বলা হইয়াছে।

ভিত্তি :—

সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপ-স্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নং চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যং চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ।

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৬)

তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, জন্মিব। তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া এই যাহা কিছু আছে, তৎ সমুদায় সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, প্রবিষ্ট হইয়া সৎ-প্রত্যক্ষ, ও ত্যৎ-পরোক্ষ বস্তুস্বরূপ হইলেন, নিরুক্ত, অনিরুক্ত, নিলয়ন, অনিলয়ন, বিজ্ঞান, অবিজ্ঞান, সত্য ও অসত্য হইলেন।

সূত্র :—১।৪।২৭

পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৭

পরিণামাৎ :—পরিণাম হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুস্বরূপে পরিণত হইলেন, নিরুক্ত—বাক্যের গোচর ও অনিরুক্ত বাক্যের অগোচর ইত্যাদি হইলেন। অতএব, সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনিই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ।

পূর্ব্বপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন, তোমার উক্ত সিদ্ধান্ত মত বুঝিব কি, ব্রহ্ম যখন "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুস্বরূপে পরিণত হইলেন" তখন তিনি পরিণামী ও সে কারণ বিকারী হইয়া পড়িলেন, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যত্বের, অধিকারীত্বের অপলাপ করা হয়,—বৃহদারণ্যক শ্রুত্যুক্ত অক্ষর ব্রহ্মের ক্ষয়ত্ব আপতিত হয়, কঠ শ্রুতি কথিত (কঠ ২।১৯) "নিত্য, শাশ্বতঃ, পুরাণঃ—"প্রভৃতি উক্তি প্রত্যাহার করিতে হয়। ইহার সমাধান কি করিবে?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই—দেখ ১।৪।১৫ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কি ছান্দোগ্য শ্রুতি, কি তৈত্তিরিয় শ্রুতি, কি অন্য শ্রুতি, সমুদায় শ্রুতি এক বাক্যে প্রতিপাদন করে যে ব্রহ্মের সংকল্পবশতঃ প্রপঞ্চের অভিব্যক্তি। চেতনেরই সংকল্প হয়, অচেতনের সংকল্প হইবে কি প্রকারে?

আবার ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।৩ মন্ত্র স্পষ্ট প্রকাশ করেন, তিনি সত্য সংকল্প—সুতরাং তাঁহার সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধি সংঘটিত হয়। তাঁহার সংকল্পেই চৈতন্য হইতে দৃশ্যতঃ জড়ের অভিব্যক্তি—তাহা যখন সম্ভব, তখন তাঁহারই সংকল্পে উক্ত জড়ের পরিণামবশতঃ বিভিন্ন ভূত জাতের এবং তাহাদের সংযোগ বিয়োগে প্রপঞ্চের বস্তুজাতের অভিব্যক্তি অসম্ভব হইবে কেন? পরিণাম ত আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বক্ষণই প্রত্যক্ষ করি।

তুমি যে ব্রহ্মে পরিণাম বা বিকার আরোপ করিতেছ, তাহা ঠিক নহে। তিনি নিত্য, শাশ্বত, অধিকারী ত বটেই। জগৎ সৃষ্টি করিয়াও তিনি তাঁহার স্বরূপে সর্ব্বসময় প্রতিষ্ঠিত থাকেন, কখনই তাঁহার স্বরূপ বিচ্যুতি নাই। এ কারণ তাঁহার অচ্যুত নাম অব্যর্থ ই বটে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বহুস্থানে ইহা বিশদভাবে কথিত আছে। কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ভাগঃ ৮।৩।৩

যাঁহাতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে ইহা উৎপন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট, এবং যিনি স্বয়ং বিশ্বরূপ, এবং যিনি এই কার্য বিশ্ব এবং ইহার কারণ হইতেও ভিন্ন, সেই স্বতঃসিদ্ধ বিভুর শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৮।৩।৩

দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময়।
সর্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ॥ ভাগঃ ৮।১২।৩

হে দেবদেব! হে জগদ্ব্যাপিন্! হে জগদীশ! হে জগন্ময়! আপনি সমস্ত পদার্থের হেতু, অতএব ঈশ্বর ও আত্মা। ভাগঃ ৮।১২।৩

একস্ত্বমেব সদসদ্বয়মদ্বয়ঞ্চ স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ।
অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো যস্মাদগুণব্যতিকরো
নিরুপাধিকস্ত্ব॥ ভাগঃ ৮।১২।৭

যেমন কুণ্ডলাদি অলঙ্কার রূপে পরিণত স্বর্ণ, ও কেবল স্বর্ণ, দুই এক বস্তু, তেমনি সৎ, অসৎ অর্থাৎ কার্য্য কারণ রূপদ্বয় ও পরম কারণস্বরূপ অদ্বয় এক আপনিই, বস্তুভেদ নাই। অজ্ঞানবশতঃ লোকেরা আপনাতে ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে, বস্তুতঃ আপনি নিরুপাধি, গুণের দ্বারাই ভেদ প্রতীতি হয়, স্বতঃ কোনও

ভেদ নাই। মায়া গুণের সহিত আপনার কোনও সংস্পর্শ না থাকায় আপনাতে ভেদ কোথা হইতে থাকিবে? ভাগঃ ৮।১২।৭

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্ত্তিনা॥ ভাগঃ ৩।১০।১২

যথেদানীং তথাচাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্। ভাগঃ ৩।১০।১৩

এই বিশ্ব ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াতে সংস্থত হইয়া ব্রহ্ম তন্মাত্র হইয়াছিল, পরে পরমেশ্বর, অব্যক্ত মূর্ত্তি কালকে নিমিত্ত করিয়া তাহাই পুনরায় পৃথক পৃথক রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পূর্ব্বেও এই প্রকারই ছিল, পরে ইহা ঈদৃশই হইবে। ভাগঃ ৩।১০।১২—১৩।

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ!
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজঃ॥

ভাগঃ ১০।৮৫।৫

হে অধোক্ষজ! হে আত্মন্! তোমার আত্মসৃষ্ট এই বিশ্বে তুমি আপনিই অনুপ্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তি (প্রাণ) ও জ্ঞানশক্তি (জীব) রূপে বিশ্ব প্রতি-পালন করিতেছ। ভাগঃ ১০।৮৫।৫

এই প্রসঙ্গে ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৮৭।৪২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ভাগঃ ১০।১০।৩০
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥ ভাগঃ ১০।১০।৩১

হে দেব! আপনি ভগবান্, ঈশ্বর ও অব্যয় বিষ্ণু। আপনিই কাল, অর্থাৎ, কাল আপনার লীলা মাত্র। আপনি মহান্। আপনিই রজঃ সত্ত্বঃ তমোময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি। আপনি পুরুষ। আপনি সর্ব্বক্ষেত্রের অধ্যক্ষ, অতএব আপনি সর্ব্বস্বরূপ। ভাগঃ ১০।১০।২৭

আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিলেন। যিনি সর্ব্বাশ্রয়, আদ্য পুরাণ, স্বয়ম্ভু, তিনি আবার তপস্যা করিয়া কাহার উপাসনা করিবেন? এই সন্দেহ সহজেই মনে হইতে পারে। তাই ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য মুণ্ডক শ্রুতির ১।১।৯ মন্ত্র উদ্ধৃত করা গেল।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নং চ জায়তে॥ মুণ্ডঃ ১।১।৯

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিদ্, জ্ঞানই যাঁহার তপঃ, সেই ব্রহ্ম হইতেই নাম, রূপ, অন্ন উৎপন্ন হয়।

অতএব, জ্ঞানই তাঁহার তপঃ।

তিনি তপস্যা করিলেন, ইহার অর্থ এই যে পূর্ব্ব সৃষ্টিতে, অর্থাৎ প্রলয় হেতু ধ্বংসের পূর্ব্বে বিশ্ব কি প্রকার ছিল তাহা আলোচনা করিয়া তিনি সৃষ্টি করিলেন। উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।১০।১৩ শ্লোকে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা বিশেষ প্রয়োজন। তৈত্তিরীয় শ্রুতির আনন্দবল্লীর উপক্রমে "সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ১) বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মই বহু হইবার কামনা করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমুদায় বস্তু পরম্পরা হইলেন, এবং তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া জগদ্রূপে পরিণত বা প্রকাশিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপবিচ্যুতি হইল না। তিনি "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" (তৈত্তিঃ আনন্দঃ ৭)। রস স্বরূপ রহিলেন, যে রসের এক কণামাত্র পাইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দানুভব করে। পরে উপসংহারে বলিতেছেন :—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥
(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।৯)

বাক্য, মন, যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ, বাক্য মন, যাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, ইহা যে জানে, তাহার সংসারে ভয় করিবার কিছুই নাই।

ইহাও ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। সুতরাং উপক্রমে ও উপসংহারে যে ব্রহ্ম-স্বরূপের বিষয় কথিত হইল, মধ্যে সৃষ্টিতেও তিনি অব্যাহতভাবে স্বরূপেই অবস্থিত রহিলেন। সৃষ্টিজনিত ও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বস্তুজাতে পরিণত হওয়ায় তাঁহার স্বরূপ ব্যত্যয় হইল না। ১।১।২ সূত্রে এই বিষয়ের আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। সেই সিদ্ধান্তের দৃঢ়তার জন্য এখানে শ্রুতি-মন্ত্র উল্লিখিত হইল। ইহার পোষকে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে বিরত হইলাম। তবে পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের

আলোচনায় যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির নির্দ্দেশ করা গেল।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১।৫।৬ শ্লোকে "গুণৈরসঙ্গঃ", ১।১০।২৪ শ্লোকে "ন তত্র সজ্জতে"। ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় ৭।৯।৩০ শ্লোকে "ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোহন্যঃ", ১০।৮৭।৪২ শ্লোকে "তং কৈবল্য নিরস্তযোনি-মভয়ম্।" এই শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

অপর,

যথা নভোবায্বনলাম্বুভূগুণৈর্গতাগতৈর্ব্বর্ত্তুগুণৈর্ন সজ্জতে।

তথাক্ষরং সত্ত্বরজস্তমোমলৈরহম্মতেঃ সংস্থতিহেতুভিঃ

পরম্ ॥ ভাগঃ ১১।২৮।২৭

ইহার অর্থ ১।২।৮ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্ম জগদ্রূপে প্রকাশিত হইলেও তিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না। এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ জগৎপ্রপঞ্চের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিলেও পরমার্থতঃ মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরিণামবাদিগণ নশ্বর অর্থাৎ "অসর্ব্বকালসত্তাক" বলিয়া থাকেন। যখন ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন মিথ্যা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের হেতু। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী আচার্য্যগণের বাদ বিবাদের ভিতরে প্রবেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ আমরা পূর্ব্বেই আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, বাদ বিসম্বাদ সমুদায়ের আশ্রয় ব্রহ্মই। ভাগবত ইহা সুস্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। অতএব বাদ বিসম্বাদ পরিহার করিয়া ব্রহ্মালোচনাই আমাদের লক্ষ্য। বিশেষতঃ সমুদায় বিরোধের পরিণতি ও সমাধান তাঁহাতেই।

তিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বরূপ অথচ বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত (অর্থাৎ স্বরূপ শক্তিতে বিশ্ব হইতে পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠিত), বিশ্ব তাঁহার ক্রীড়োপকরণ, তিনি বিশ্বের আত্মা, অজ ও পরমপদ স্বরূপ। আমি তাঁহাকে কেবল প্রণাম করি। ভাগঃ ৮।৩।২৬

সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।

বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্ ॥ ভাগঃ ৮।৩।২৬

বিশ্ববেদসং ঃ—বিশ্বং বেদো ধনং উপকরণং যস্য তম্। (শ্রীধর)

বিশ্ব ও অবিশ্ব পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী। প্রপঞ্চ জগতের কোনও কিছু বস্তুতে এ প্রকার একান্ত বিরোধী ধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থ থাকা সম্ভব নহে। মানবের যুক্তি, জ্ঞান, বাক্য একাধারে এ প্রকার বিরোধের সমাধান করিতে স্বতঃই অসমর্থ। মানবের মন, বুদ্ধি, তর্ক, বিচার সমুদায়—দেশ কাল ও বস্তু পরিচ্ছিন্ন

বিষয় সম্বন্ধে সম্বন্ধ। যেখানে দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদের সম্পর্কমাত্র নাই, মানবের মন, বুদ্ধি, তর্ক, বিচার তাঁহার আলোচনা করিতে পারে না। ব্রহ্ম দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের বাহিরে। তিনি প্রপঞ্চময় ভাবে অভিব্যক্ত হইলেও, একই সময়ে প্রপঞ্চাতীত, একারণ—মানবের মনঃ ও বাক্য তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না, মনের দ্বারা তাঁহাকে ধারণা করিতে, অথবা বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে, সর্ব্বথা অসমর্থ। তাঁহাতেই সব বিরোধের সমাধান। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রেও পরস্পর একান্ত বিরোধী পদার্থ সকলের সমাবেশ করিয়া তাঁহাতেই সমাধান করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের উদ্ধৃত ৮।৩।২৬ শ্লোকই উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের ব্যাখ্যা।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্ম নিজে জগদ্রূপে পরিণত হওয়ায়, তিনি বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ উভয়ই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি নিত্য স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বরূপ-বিচ্যুতি তাঁহার হয় না। এজন্য ব্রহ্মতত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, একস্থানেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ করিতে হয়। শ্রুতি এই হেতুই এক মন্ত্রেই সগুণ, নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, উভয়েই তাহাতে সার্থকতা লাভ করে। নির্গুণের প্রাধান্য দিয়া সগুণের হেয়ত্ব প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। ভাষায় অচিন্ত্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে হইলে, ঐ প্রকার আপাতদৃষ্ট লৌকিক বিরোধ হইবেই হইবে। কিন্তু ব্রহ্মে কোনও বিরোধ নাই। তিনি সমুদায় বিরোধের পরিণতি। এই বিষয়টি দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য ইহা এতবার উল্লেখ করা হইল। আশা করি এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিলে বিষয়টি আরও বিশদ রূপে বুঝা যাইবে।

তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে॥ ভাগঃ ৮৷৩৷৯

তিনি একাধারে পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, অরূপ, বহুরূপী, তাঁহার অনন্ত শক্তি, এবং তাঁহার কর্ম্ম সমুদায় আশ্চর্য্য। তাঁহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৮।৩।৯

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে।
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি॥ ভাগঃ ৮।৩।১০

তিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে অন্য কিছু দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। তিনি

সর্ব্বসাক্ষী, পরমাত্মা—অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা। তিনি বাক্য, মন ও চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য। তাঁহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৮।৩।১০

যদি তিনি বাক্য, মন ও চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য, তবে কি তাঁহাকে পাইবার কোনও উপায় নাই? এজন্য বলিতেছেন :—

সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্ম্যেণ বিপশ্চিতা।
নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্ব্বাণসুখসম্বিদে ।। ভাগঃ ৮।৩।১১

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে বিপশ্চিদ্‌গণ তাঁহাকে লাভ করেন। তিনি কৈবল্যনাথ, মোক্ষানুভবানন্দ তাঁহার স্বরূপ। তাঁহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৮।৩।১১

উদ্ধৃত ভাগবতের ৮।৩।১১ শ্লোকে "প্রতিলভ্যায়" পদে গূঢ় রহস্য অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। "প্রতিলভ্য" পদ "লভ্য" পদের আকাঙ্ক্ষা রাখে। যেমন আমরা, দান-প্রতিদান, ঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-প্রতিহিংসা, ধ্বনি-প্রতিধ্বনি প্রভৃতি সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকি। এখানে শুধু "প্রতি-লভ্যায়" পদ ব্যবহার করিয়া ভাগবতকার বুঝাইলেন যে, তাঁহার লাভ ত সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। জীব তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত, তাঁহার দ্বারা সংজীবিত ও ক্রিয়াশীল হইয়াই ত জগদ্‌ব্যাপার সম্পাদন করে। সুতরাং "লভ্যায়" পদ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। তাঁহার কাছে জীবের লাভ বা প্রাপ্তি ত শাশ্বত, উহা কোনও উপায়লভ্য নহে। কিন্তু জীবের কাছে তাঁহার প্রাপ্তি বা "প্রতিলাভ" উপদেশে সমুদায় শাস্ত্রের সার্থকতা।

যদিও তিনি বাক্য-মনের অগোচর, তথাপি তিনি নিজের অপার করুণায় প্রপঞ্চ বিশ্বে, বিশ্বরূপ হইয়া, ঘোর, মূঢ়, শান্ত প্রভৃতি নানা প্রকার মূর্ত্তিতে, আমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছেন।

নমঃ শান্তায় ঘোরায় মূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে।
নির্ব্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ।। ভাগঃ ৮।৩।১২

তিনি শান্ত, ঘোর, মূঢ়, ফলতঃ গুণধর্ম্মের অনুকারী, তিনি একাধারে নির্ব্বিশেষ, সমত্ববিশিষ্ট ও জ্ঞানঘন। তাঁহাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৮।৩।১২

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। যে কয়টি শ্লোক উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সমুদায় বিরোধ তাঁহাতে পর্য্যবসান। এবং তিনি জগদ্রূপে প্রকাশিত হইলেও স্বরূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন; ইহাতে তাঁহার স্বরূপ-বিচ্যুতি হয় না।

ভিত্তি :—

১। "যদ্‌ভূত যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ"। মুণ্ডক, ১।১।৬

ধীরগণ সেই ভূতযোনিকে (সর্ব্বভূতের উপাদনকারণকে) দর্শন করিয়া থাকেন।

২। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্।।"

মুণ্ডক ১।১।৭

মাকড়শা যেমন ঊর্ণা সৃজন করে এবং গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধিগণ উৎপন্ন হয়, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ লোম সকল জন্মায়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। মুণ্ডক ১।১।৭

সূত্র :—১।৪।২৮

যোনিশ্চ হি গীয়তে।। ১।৪।২৮

যোনিঃ + চ + হি + গীয়তে।

যোনিঃ :—উপাদানকারণ বলিয়া। **চ** :—ও। **হি** :—নিশ্চয়ে। **গীয়তে** :—কথিত হন।

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ১।১।৬ মন্ত্রে সাক্ষাৎভাবে যোনি শব্দেরই প্রয়োগ আছে। উক্ত শ্রুতির ১।১।৭ মন্ত্রে যদিও উক্ত শব্দের প্রয়োগ নাই, তথাপি যে কয়টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদানকারণ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত এই কথাই বলিয়াছেন :—

যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত ভূয়স্তাং গ্রসত্যেবং মহেশ্বরঃ।। ভাগঃ ১১।৯।২১

১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় (৩৮০-৩৮১ পৃষ্ঠায়) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

...ইদং সৃষ্ট্বা পুনর্গ্রসসি সর্ব্বমিবোর্ণনাভিঃ।। ভাগঃ ১২।৮।৩৫

ঊর্ণনাভির ন্যায় এই প্রপঞ্চ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পুনরায় গ্রাস করেন। ভাগঃ ১২।৮।৩৫

নমো নমস্তেঽখিল কারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুত কারণায়॥ ভাগঃ ৮।৩।১৫

আপনি স্বয়ং নিষ্কারণ, কিন্তু সর্ব্বকারণরূপী, পরন্তু সর্ব্বকারণ হইলেও মৃত্তিকাদি ন্যায় আপনার বিকার নাই, এজন্য আপনি অদ্ভুতকারণ, আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। ভাগঃ ৮।৩।১৫

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া

যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ।

ভাগঃ ১০।৮৭।১৫

এই চরাচর বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকলেরই অবশেষরূপে আপনাকে বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানি, যেহেতু অবিকৃত মৃত্তিকাদি হইতে বিকৃত ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশের ন্যায়, অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উদয়াস্ত হইতেছে। ভাগঃ ১০।৮৭।১৫

অতএব সর্ব্বপ্রকারে সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্ম উপাদানকারণও বটেন।

৮। সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণ॥

সূত্র ঃ—১।৪।২৯

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ॥ ১।৪।২৯

এতেন + সর্ব্বে + ব্যাখ্যাতাঃ + ব্যাখ্যাতাঃ।

এতেন ঃ—ইহা দ্বারা (যে প্রকার বিচার করা হইল, সেই সমুদায় যুক্তি পরম্পরা দ্বারা)। **সর্ব্বে ঃ**—সমস্ত (সমস্ত নাম—হর, শিব, রুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি সমুদায় নাম, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, জড়বাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মপর)। **ব্যাখ্যাতাঃ ঃ**—ব্যাখ্যাত হইল। দুইবার "ব্যাখ্যাতাঃ" শব্দের প্রয়োগ, অধ্যায় সমাপ্তির দ্যোতক।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের দ্বিতীয় সূত্র হইতে উক্ত অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ২৮ সূত্র পর্যন্ত বিচারে, যে সকল যুক্তি পরম্পরা দ্বারায় সমুদায় বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইল, উক্ত যুক্তি পরম্পরা দ্বারাই সমুদায় নাম-ও সমুদায় বাদ ব্রহ্মপর, ইহা বর্ণিত হইল। পাঠকগণ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তি ঃ॥

ভাগঃ ৬।৪।২৩

তিনি সর্ব্বনামধারী, তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার শক্তি বাক্য মনের অগোচর, তিনি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৪।৬।২৩

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মারুদ্রৌচ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ভাগঃ ৪।৭।৪৯

সেই অদ্বিতীয়, কেবল, পরমাত্মা ব্রহ্মে, অজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মা, রুদ্র, ভূতগণ প্রভৃতি ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। ভাগঃ ৪।৭।৪৯

তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং বন্দে মহাপুরুষমাত্মনি গূঢ়-
বোধম্ ॥ ভাগঃ ১২।৮।৪৩

সেই সর্ব্ববাদ বিষয়ানুসারী ও আপনাতে নিগূঢ় বোধরূপ মহাপুরুষকে বন্দনা করি ॥ ভাগঃ ১২।৮।৪৩

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, সমুদায় বেদান্ত ব্রহ্মপর।

প্রথম অধ্যায় :—	অধিকরণ	সূত্র সংখ্যা
প্রথম পাদ	১১	৩২
দ্বিতীয় পাদ	৬	৩৩
তৃতীয় পাদ	১০	৪৫
চতুর্থ পাদ	৮	২৯
	৩৫	১৩৯
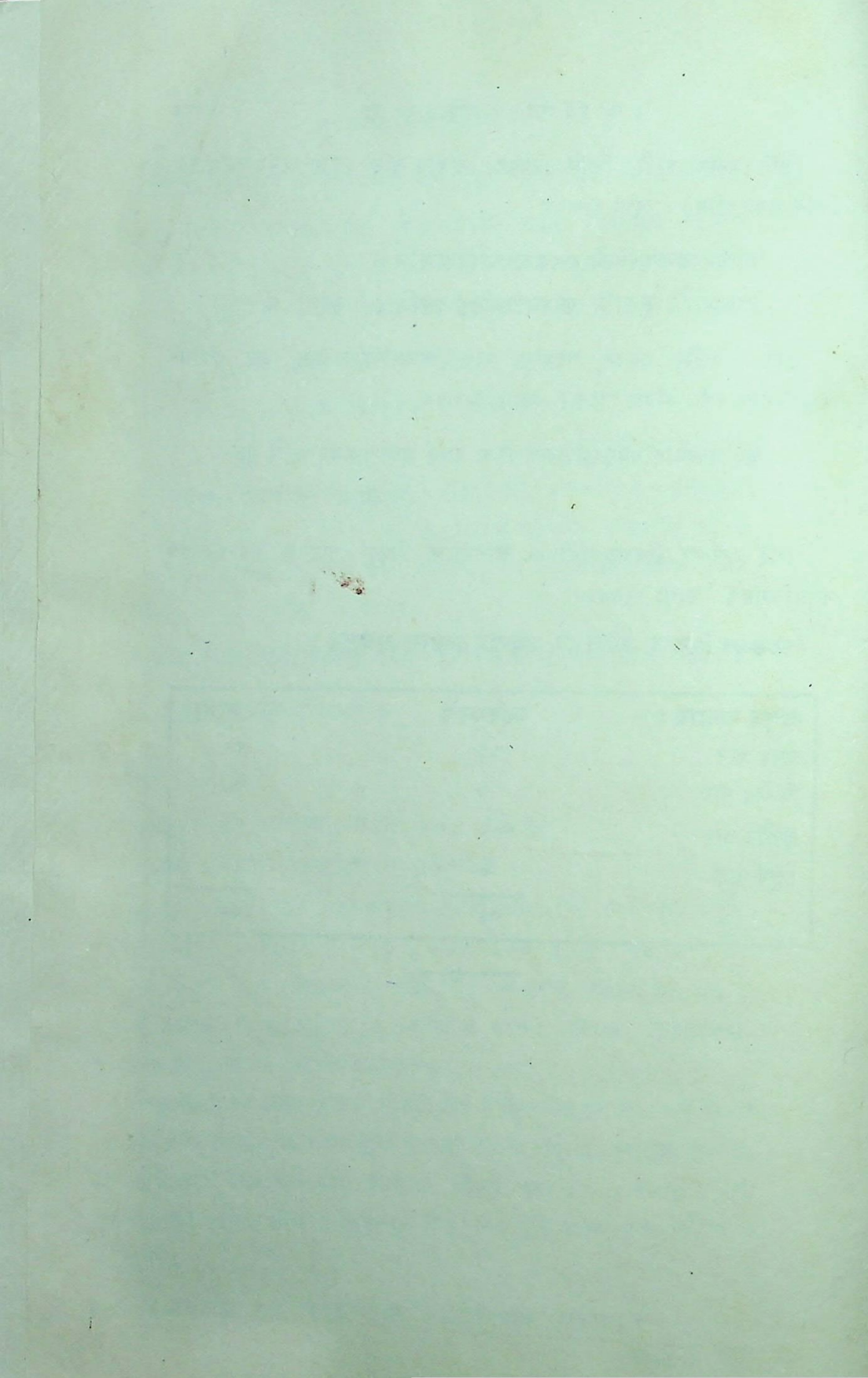
২৪ পরগনা (দঃ) জেলার জয়নগর গ্রামে ইং ১[illegible]২ সা[illegible] রামপদ চট্টোপাধ[illegible] জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃত, গ[illegible] ও পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করার পর গণিতে এম.এ. পাঠকালে তিনি প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী কর্ম্মজীবনে প্রবিষ্ট হন।

কর্মজীবনে তাঁর নিষ্ঠা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি একাধিক উচ্চসম্মান লাভ করেন। বাল্যকাল থেকেই পিতা সুপণ্ডিত জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সন্নিধানে থাকা কালে সাত্বত দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় ঈপ্সা জন্মে। ১৯১০ সালে পত্নীবিয়োগের পরে শাস্ত্রানুশীলনে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তখন হইতে বেদান্তদর্শনের উপর তাঁর অন্বেষা আত্যন্তিক নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে সুরু হয় এবং আমৃত্যু প্রতি দিবসের কয়েক ঘণ্টা "সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ" অধ্যয়নে ব্যয় করতেন। তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ তাঁর জ্ঞানের পরিধি নিরূপণ করে 'বেদান্ত বিদ্যার্ণব' উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেন।

'ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত' তাঁর Magnum Opus; এছাড়া তাঁর জীবদ্দশায় "গায়ত্রী রহস্য", "মাতৃপূজা বা চণ্ডীরহস্য" এবং বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকারূপে রচিত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থত্রয় প্রকাশিত হয়। তাঁর আরো কয়েকটি গ্রন্থ "অপরোক্ষানুভূতি", "শান্তিগীতা", "রামগীতা" প্রকাশিত হয়। "নাম মহিমা" এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

SOME OPINIONS ON THE BOOK

Dr. Gourinath Sastri, Professor Emeritus of Sanskrit, University of Calcutta, Ex-Vice Chancellor, Sanskrit University, Varanasi:

...To the ordinary students the Brahma Sutras of Badarayana and the Srimad Bhagavata differ in respect of their approach to the ultimate goal of human life. But Late Chattopadhyayji had taken pains to point out that the apparent difference did not exist and that the two great works were quite in agreement with each other in so far as the realisation of the Ultimate Truth was concerned......The manuscript copy which runs into hundreds of pages contains evidence of sustained and fruitful research and I would only wish that efforts be made to get it printed and published......

Dr. Gopikamohan Bhattacharya, Professor and Head of the Department of Sanskrit, Pali and Prakrit, Kuruksetra University & Director, Institute of Indic Studies.

...it is not only a running commentary of the *Brahmasutra* in the light of the *Bhagavata* but a treatise of Vedantic Vaishnavism. It is also a scholarly and comprehensive survey of the Vedanta in all its aspects. The author's deep understanding of the Vedanta and Vaishnava literature has given depth and a sense of reality to his study. No explorer has ever presented a wider survey of this synthesis existing in the cardinal texts of these two schools, nor drawn a more stimulating interpretation of the *Brahmasutra* and the *Bhagavata*. It is a luminous, profound and extremely stimulating work. This is a work which everyone interested in the currents of Indian philosophy will have to read......

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, 'সাংখ্যদর্শন', 'যোগদর্শন', শ্রীমদ্ ভাগবত', 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা' প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যাতা:

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত এক উদ্দেশ্যেই রচিত হইলেও প্রকারভেদে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। উভয় গ্রন্থের সামঞ্জস্য হৃদয়ে অবধারণ করায় বিশেষ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার প্রয়োজন।...বেদান্তবিদ্যার্ণব শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের পরস্পর সামঞ্জস্যটি এত সুনিপুণ ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন যে, তাহা প্রকৃত প্রশংসনীয়।...গ্রন্থকর্তা মূল উদ্দেশ্যটি প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ, সন্দেহ নাই।...